রবার্ট লুডলাম-এর

বর্ন সুপ্রিমেসি

অনুবাদ : রিশাদ হাবীব

রবার্ট লুডলাম-এর

বর্ন সুপ্রিমেসি

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১

কাউলুন। চীনের সর্বশেষ জনবহুল বর্ধিত অংশ যার সাথে মূলনীতি ছাড়া উত্তরের মূল ভূখণ্ডের আর কোনো মিল নেই—কিন্তু এই মূলনীতিই বয়ে চলেছে গভীরে, আর নির্মম রাজনৈতিক সীমানার বাস্তবতাকে পরিহার ক'রে ভর করেছে মানুষের হৃদয়ের গভীরতম গিরিখাদে। এখানে মাটি এবং পানি সম্পদের উৎস একটিই, আর এই মূলনীতিই নির্ধারণ ক'রে দিয়েছে মানুষ কিভাবে এই সম্পদ ব্যবহার করবে। এখানে চিন্তা শুধুই ক্ষুধার জ্বালা নিয়ে, নারী-শিশুর ক্ষুধার জ্বালা, চিন্তা বেঁচে থাকা নিয়ে। আর কিছু নয়। বাকি সবকিছুই অপ্রয়োজনীয় গোবরের মতো পড়ে রয়েছে আস্তাকুঁড়ে পচার জন্যে।

সূর্যাস্তের সময় কাউলুন এবং হংকং দ্বীপটির ভিক্টোরিয়া হার্বারের ওপর নেমে এলো এক অদৃশ্য চাদর, ঢেলে দিলো দিনের সকল হৈ-হল্লা। রাস্তার হকারদের চিৎকার চেঁচামেচি হারিয়ে গেলো এক ফালি ছায়ার মাঝে, কাঁচ আর ইস্পাতের উদ্যমহীন জাঁকালো দালানে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর শান্ত কথাবার্তা রূপান্তরিত হলো ক্লান্ত মাথার দোলানি আর কাঁধের মৃদু ঝাঁকানিতে। রাত নেমে আসছে, ডুবন্ত কমলা রঙের সূর্য পশ্চিম আকাশের প্রকাণ্ড নিঃসঙ্গ একটা খাঁজকাটা মেঘের টুকরোকে ভেদ ক'রে আসার চেষ্টা করছে। তীক্ষ্ণ স্পষ্ট আলোকারশ্মিগুলো যেনো অস্বীকার করছে দিগন্তের মাঝে হারিয়ে যেতে, তারা চাইছে না পৃথিবীর এই অংশ তাদের ভুলে যাক।

শীঘ্রই আকাশের সমস্ত প্রান্ত অন্ধকারময় হয়ে উঠবে, শুধু নীচের দিকটি ছাড়া। নীচে, মানুষের আবিষ্কৃত আলোকচ্ছটা পৃথিবীকে ঝলমলে আলোয় আলোকিত করবে পৃথিবীর এই অংশকে, যেখানে জমি আর পানি সম্পদকে ঘিরে সকল চিন্তা, সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাত। আর সেই সঙ্গে শুরু হয়ে যাবে কর্কশস্বরে রাত্রিকালীন অনন্ত আমোদ-প্রমোদের আয়োজনের সাথে অন্যান্য খেলাও, যে খেলা মানবজাতির সৃষ্টির শুরুতেই পরিহার করা উচিত ছিলো।

জীর্ণ কাঠামোর ভেতরে শক্তিশালী ইঞ্জিনটি নিয়ে ছোটো একটি মোটরবোট ছুটে চলেছে লাসা চ্যানেল দিয়ে, অগ্রসর হচ্ছে হার্বারের উপকূলপ্রান্তে। একজন কৌতুহলহীন দর্শকের কাছে এটি হয়তো আরেকজন ঝিয়াও ওয়ান জু—এক তুচ্ছ জেলের সন্তান, যে কিনা এখন ছোটোখাটো একজন ধনী, মাহ্ জং-এ গিয়ে উন্মাদনাপূর্ণ রাত কাটানো, গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল থেকে হাশিশ আর ম্যাকাও থেকে জুয়েলারি স্মাগলিং করাই তার কাজ—এতে কার কী এসে যায়? ছেলেটি হয়তো তার ধীরগতির জীর্ণ সাম্পানের ইঞ্জিনের বদলে দ্রুতগামী প্রপেলার ব্যবহার ক'রে আরো ভালোভাবে জাল ফেলতো বা ব্যবসা করতে পারতো। এমনকি চীনের সীমান্তবর্তী গার্ড আর শেনজেন ওয়ান উপকূলের টহলদার বাহিনীও এমন তুচ্ছ বে-আইনী লোকদের দিকে গুলি ছোঁড়ে না। এরা খুবই গুরুত্বহীন, তাছাড়া মূল ভূখণ্ডের

BanglaBook.org

বাইরে নতুন অঞ্চলের কোনো পরিবার এর দ্বারা কোনো উপকৃত হবে কি না কে জানে। হয়তো সে তাদেরই একজন। পাহাড় থেকে আনা লতাপাতায় এখনও তাদের পেট ভরে—হয়তো নিজের জন্যেই সেটা আনছে। এতে আর কার কি এসে যায়? তাদের আসতে দাও। যেতে দাও।

ছোটো মোটরবোটটি তার ক্যানভ্যাস কভার দিয়ে ককপিটের সামনের দু'দিক ঢেকে দিয়ে গতি কমিয়ে দিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা ছোটো ছোটো নৌকা এবং মোটরবোটগুলোর মাঝে আঁকাবাকা পথে সতর্কতার সাথে অ্যাবারডিনে তাদের জনাকীর্ণ বার্থে ফিরে এলে এক এক ক'রে নৌকার লোকগুলো ক্ষোভের সঙ্গে এই অনধিকার প্রবেশকারীকে অভিশাপ দিতে লাগলো। অভিশাপ দিতে লাগলো এর উদ্ধত ইঞ্জিনটিকে, আরো অভিশাপ দিলো এর পেছনে জেগে ওঠা মসৃণ জলরেখাকে। এই অনধিকার প্রবেশকারী তাদের এক এক ক'রে অতিক্রম করলে সবাই আশ্চর্যজনকভাবে চুপ মেরে গেলো। ক্যানভাস কভারের নীচের কিছু হয়তো তাদের হঠাৎ ক্ষোভের অবসান ঘটিয়েছে।

নৌকাটি হার্বারের করিডোরের দিকে ছুটে যাচ্ছে, অন্ধকারময় জলে প্লাবিত পথটির ডান দিকে আলো ঝলমলে হংকং দ্বীপ আর বাম দিকের কাউলুনের মধ্যবর্তী সীমান্ত। মিনিট তিনেক পরে আউটবোর্ডের মোটরটি এর সর্বনিম্ন গতিতে নেমে এলো, নৌযানটি তার গতিপথ বদলে ধীরগতিতে গোডাউনে ভেড়ানো দুটো নোংরা বার্জ অতিক্রম ক'রে অবাধে ঢুকে পড়লো সিম শা সুই-এর পশ্চিম দিকের ফাঁকা জায়গায়। এই হলো কাউলুনের সমুদ্রতীরবর্তী জনাকীর্ণ, ডলারে মোহাবিষ্ট শহর। হৈচৈয়ের মাঝে ঘাটের দোকানিরা রাতের টুরিস্টদের ফাঁদে ফেলতে এতোটাই ব্যস্ত যে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলো না, হয়তো এটা আরেকজন জেলে, মাছ ধরে ফিরে আসছে। কে আর এ নিয়ে ভাবতে যাবে?

তারপর, ঠিক চ্যানেলের নৌকার লোকগুলোর মতো, এই তুচ্ছ প্রবেশকারীর আশপাশের দোকানগুলোও চুপ মেরে গেলো। উত্তেজিত কণ্ঠস্বরগুলোর আদেশ আর পাল্টা আদেশ মাঝপথেই থেমে গেলো যখন তাদের চোখ পড়লো কালো, তেল চিটচিটে মই বেয়ে জেটিতে উঠে আসা লোকটির ওপর।

তিনি একজন ধর্মযাজক। তার পবিত্র শরীরে ধবধবে সাদা কাফতান ঢিলেঢালাভাবে জড়িয়ে তার লম্বা লিকলিকে গড়নকে আরো ফুটিয়ে তুলেছে। চীনাদের তুলনায় তিনি অনেক লম্বা, হয়তো ছয় ফুটের কাছাকাছি। মৃদু বাতাসের কারণে ঢিলে কাপড়টি সরে যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে তার চোখের সাদা অংশ। সেই চোখে দৃঢ়তা আর হিংসার ছাপ। যে কেউ দেখলেই বুঝতেই পারবে ইনি কোনো সাধারণ যাজক নন। ইনি একজন হেসাঙ্গ, যেসব জেষ্ঠ্য জ্ঞানী অল্পবয়সী ভিক্ষুদের অন্তরের আধ্যাত্মিক জ্ঞান অনুধাবন করতে পারেন তাদের দ্বারা বাছাইকৃত সেরা ভিক্ষু তিনি, যার নিয়তি নির্ধারিত হয়ে আছে মহৎ কোনো কাজের জন্য। তার লম্বা চিকন গড়ন এবং আগুনের ন্যায় জ্বলন্ত চোখ কোনো সমস্যাই নয়। এমন ধার্মিক ব্যক্তিরা সহজেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের ব্যক্তিত্ব দিয়ে, চোখের চাহনি

BanglaBook.org

দিয়ে, আর লোকজন উদারহস্তে দান খয়রাত করে, কখনও ভয়, কখনও বা শ্রদ্ধা থেকে। তবে বেশির ভাগক্ষেত্রে ভয় থেকেই। হয়তো এই হেসাঙ্গ এসেছে ওয়াংডোর ঘন জঙ্গল আর পাহাড়ের মাঝে লুকানো কোনো গুপ্ত সংগঠন থেকে, অথবা দূরবর্তী, কিংবা গাউয়ান পর্বতের কোনো ধর্ম সম্প্রদায় থেকে। বলা হয়ে থাকে এরা প্রাচীন হিমালয়বাসীর উত্তরসুরী, সব সময় ঠাটবাটে চলে আর আতঙ্ক সৃষ্টি ক'রে বেড়ায়। তাদের দুর্বোধ্য শিক্ষা খুব অল্প মানুষই বুঝতে পারে। এমন শিক্ষা যা ভদ্রতার বেশে স্থাপিত, কিন্তু অর্বনণীয় যন্ত্রণার সামান্য আভাসেই তাদের শিক্ষা তিরোহিত হয়ে যায়। এখানে জলে-স্থলে সর্বত্র নিদারুণ যন্ত্রণা। সুতরাং কার দায় পড়েছে আরো বাড়তি যন্ত্রণা কামনা করার?

সাদা-কালো পোশাক পরা লোকটি মানুষের ভিড়ের মাঝে ধীর পায়ে হেটে যেতে লাগলেন, ভিড়ে গাদাগাদি স্টার ফেরিঘাটটি পার হয়ে সিম শা সুই-এর বাড়ন্ত হৈ-হল্লার মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি। আর চলে যেতেই দোকানগুলো ফিরে গেলো তাদের আগের হৈহল্লায়।

ধর্ম যাজক পেনিনসুলা হোটেলে পৌছানোর আগপর্যন্ত পশ্চিম দিকের স্যালিসবুরি রোড ধরে চলতে লাগলেন। এরপর তিনি উত্তরের নাথান রোডের দিকে আলো ঝলমলে গোল্ডেন মাইলের ঘাঁটির দিকে এগোতে থাকলেন, সেখানে খোলামেলা পোশাকে অর্ধনগ্ন মেয়েরা হাক-ডাক করছে খদ্দেরদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে।

ধার্মিক লোকটি ভিড়ে গাদাগাদি দোকান আর পণ্যসামগ্রীতে ঠাসা গলি, তে-তলা ডিসকো আর ছাদহীন ক্যাফে, যেখানে দোকানের উপরে নতুন বিলবোর্ডগুলো প্রাচ্যের কাম প্রবৃত্তি আয়োজনের ইঙ্গিত দিচ্ছে, সেসব এক এক ক'রে অতিক্রম করলেন। স্থানীয় লোক আর টুরিস্ট সবার নজরে পড়লেন তিনি। লোকটি প্রায় মিনিট দশেক আলোয় ঝলমলে এই উৎসবমুখর পরিবেশের মাঝ দিয়ে হাটলেন। মাঝে মাঝে এক পলক নজর দিয়ে আশপাশটা চেনার চেষ্টা করলেন। এরপর বার দু'য়েক মাথা ঝাঁকিয়ে এতোক্ষণ ধরে তাকে অনুসরণ করতে থাকা গাট্টাগোট্টা চীনা লোকটিকে কিছু একটা নির্দেশ দিলে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে ভালো ক'রে চারপাশে তাকিয়ে কোনো কিছু খুঁজতে লাগলো সে।

জিনিসটা পাওয়া গেলে সে ইশারায় দু'বার মাথা ঝাঁকাতেই ধর্মযাজক উল্টো দিকে ঘুরে একটা ক্যাবারের ভেতরে ঢুকে পড়লেন। চীনা লোকটি বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকলো। হাত দুটো তার জামার ঢিলে হাতার ভেতরে এমনভাবে লুকানো যে কারো নজরে সেটা পড়বে না, তার দৃষ্টি এখনও সেই উন্মত্ত রাস্তার দিকে। এমন রাস্তা তার বোধগম্যতার উর্ধ্বে। কি নোংরামি! কি সাংঘাতিক। কিন্তু সে একজন টুডি। তার অনুভূতি যতোই আঘাত পাক না কেন, জীবন দিয়ে হলেও সে ধর্মযাজককে রক্ষা করবে।

ক্যাবারের ভেতরে ঘন ধোঁয়ার স্তর যেনো ঘুরন্ত রঙিন আলোকরশ্মিগুলোর কারণে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, সবটাই যেনো কুণ্ডলী পাকিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে লেজের

BanglaBook.org

দিকে। সেখানে একটি রক ব্যান্ড পাঙ্ক আর দূরপ্রাচ্যের সঙ্গীতের উগ্র, উত্তেজিত মিশ্রণ ঘটিয়ে কানে তালা লাগানো চিৎকার চেঁচামেচি করছে। চকচকে কালো টাইট ফিটিং পোশাক, বুকের কাছে খোলা নোংরা সাদা সিল্কের শার্টের ওপর কালো লেদারের জ্যাকেট আর নীচে লম্বা রোগা পায়ে বাজে ফিটিং করা ট্রাউজার। প্রত্যেকের মাথার উপরিভাগ শেভ করা, প্রতিটি চেহারা বিদঘুটে, যেনো ফুটিয়ে তুলছে পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যের সংঘাত। এই বেসুরো বাজনা হঠাৎ থেমে গেলে শুধু একটি বাদ্যযন্ত্র থেকে বেদনাবিধুর চাইনিজ সুর বাজাতে লাগলো। স্পটলাইটের আলোর ঝলঝকানির মাঝে ব্যান্ডের সদস্যরা নিথরভাবে দাঁড়িয়ে আছে এখন।

ধর্মযাজক একটু দাঁড়িয়ে এক মুহূর্তেই ভিড়ে গাদাগাদি করা ঘরের লোকসংখ্যা গুনে নেবার চেষ্টা করলেন। টেবিলে ব'সে থাকা বেশ কয়েকজন মাতাল কাস্টমার তার দিকে তাকালো। এদের মধ্যে কয়েকজন তার দিকে পয়সা বাড়িয়ে দিয়ে চলে গেলো, আর কেউ কেউ চেয়ার ছেড়ে ওঠার সময় ড্রিংকসের পাশে কিছু হংকং ডলার রেখে এগিয়ে গেলো দরজার দিকে। হেসাঙ্গের উপস্থিতি সবাইকে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু মোটা লোকটির কাছে তা একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত। টাকসিডো পরা লোকটি তার দিকে এগিয়ে গেলো।

"আপনার জন্যে কি করতে পারি, পুরোহিত?" চড়া কণ্ঠে প্রশ্ন করলো ক্যাবারের ম্যানেজার। যাজক সামনে ঝুঁকে লোকটির কানে কানে কিছু বললে ম্যানেজারের চোখ বড় বড় হয়ে গেলো। সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো সে, তারপর দেয়ালের পাশের ছোটো টেবিলটার দিকে ইশারা করলো। ধর্মযাজক মাথা দুলিয়ে সায় দিলেন। আশপাশের কাস্টমারেরা অস্বস্তির দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো যখন ম্যানেজারের পেছন পেছন তাদের চেয়ারের দিকে এগোতে লাগলেন যাজক লোকটি।

ম্যানেজার ঝুঁকে নীচু হয়ে কোনো দ্বিধা ছাড়াই বললো, "আপনার ক্লান্তি দূর করার জন্য কি কিছু নিয়ে আসবো, পুরোহিত?"

"ছাগলের দুধ, যদি থাকে। আর যদি না থাকে, তাহলে শুধু পানিই যথেষ্ট। ধন্যবাদ।"

"আপনার আগমনে এই জায়গা আজ ধন্য," যেতে যেতে অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথা নত ক'রে টাকসিডো পরা লোকটি বললো। পুরোহিতের কথায় যে আঞ্চলিক টান আছে সেটা কোথাকার বোঝার চেষ্টা করলো সে। এটা তার কাছে একেবারেই নতুন। এতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। এই লম্বা, সাদা পোশাক পরা পুরোহিতের লাওবানের সাথে কাজ আছে। সেটাই আসল ব্যাপার। তিনি লাওবানের নাম বলেছেন, এ নামটি গোল্ডেন মাইলে প্রায়ই শোনা যায়, আর এই বিশেষ সন্ধ্যায় হোমরাচোমরা ধরণের এক ভদ্রলোক, যাদেরকে চায়নাতে তাইপান নামে ডাকা হয়, একটি বিশেষ ক্যাফে'তে অবস্থান করছেন—এমন একটি ঘরে যার অস্তিত্ব তিনি কাউকে জানাতে চান না। তবে সে পুরোহিতকে স্পষ্ট ক'রে বলে দিয়েছে, তার আসার কথা লাওবানকে গিয়ে বলা তার কাজের আওতার মধ্যে পড়ে না।

BanglaBook.org

আজ রাতে গোপনীয়তা বজায় রাখাতে হবে, তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন। যখন সেই মহান তাইপান এনার সাথে দেখা করতে চাইবেন, কেউ নিশ্চয় একে খুঁজতে আসবে। তবে তাই হোক, এইভাবেই লাওবান তার গোপনীয়তা বজায় রাখে, যে কিনা হংকংয়ের সবচেয়ে ধনী আর বিশিষ্ট তাইপানদের একজন।

"অ্যাই, রান্নাঘর থেকে একটা ছোকরাকে নীচে রাস্তায় বালের ছাগলের দুধ আনতে পাঠা," কর্কশ কণ্ঠে ফ্লোরের হেড-বেয়ারাকে বললো ম্যানেজার।

"আর, ওরে বল্, তাড়াতাড়ি করতে। ওই শালার চাকরি থাকা আর না থাকা এর উপরই নির্ভর করছে।"

ধর্মযাজক টেবিলে চুপচাপ ব'সে রইলেন, তার জ্বলন্ত চোখ এখন কিছুটা নিষ্প্রভ, আশপাশের নির্বোধ কার্যকলাপ দেখছেন তিনি। বাহ্যত তিনি এর প্রতিবাদ করছেন না, আবার সমর্থনও করছেন না, কিন্তু পুরোটাই অবলোকন করছেন যেনো একজন বাবা তার পথভ্রষ্ট অথচ প্রিয় সন্তানদের দেখছেন।

ঘুরন্ত আলোকরশ্মিগুলোর মাঝে যেনো হঠাৎ বাধা পড়লো। কয়েক টেবিল দূরে উজ্জ্বল ক্যাম্পার ম্যাচের কাঠি জ্বলে উঠতেই নিভে গেলো। তারপর আরো একবার নিভে গেলো, অবশেষে তৃতীয়টি জ্বলে উঠলো, শেষের কাঠিটি একটি লম্বা কালো সিগারেটের নীচে ধরা হলো। এই ক্ষণিকের আলোকঝলকানি দৃষ্টি আকর্ষণ করলো ধর্মযাজকের। ধীরে ধীরে তিনি তার পবিত্র মুখটি আগুনের উৎসের দিকে ফেরালে খোঁচা দাড়িওয়ালা, জীর্ণ পোশাক পরা, নিঃসঙ্গ গেঁয়ো চীনাটির সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো। ধর্মযাজক এমন ধীরে ধীরে তার মাথা উপর নীচে দোলালেন যে সেটা বোঝাই গেলো না। দেয়াশলাইয়ের আগুন নিভে যাবার আগে ঠিক সেই রকমই মৃদু মাথা দোলানো একটি জবাব পেলেন তিনি।

কয়েক সেকেন্ড পরেই সেই জীর্ণ পোশাক পরা ধূমপায়ীর টেবিলে আগুন জ্বলে উঠলো। আগুন জ্বলে উঠলো টেবিলের উপরিপৃষ্ঠে, দ্রুত সেটা ছড়িয়ে পড়লো কাগজের সামগ্রী, ন্যাপকিন, মেনু, ঝুড়িসহ সম্ভাব্য বিপদসৃষ্টিকারী সকল উপকরণে। জীর্ণ বেশভূষার চীনাটি চিৎকার ক'রে উঠলো, জোরালো শব্দে টেবিলটি উল্টে দিলো সে, আর সঙ্গে সঙ্গে ওয়েটাররা চেঁচিয়ে আগুনের উৎসের দিকে ছুটে গেলো দৌড়ে। সরু নীল অগ্নিশিখা অকল্পনীয় গতিতে আশপাশের কাস্টমারদের পায়ের কাছে ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজিত হয়ে তারা তাদের চেয়ার থেকে প্রায় লাফ সরে গেলো। হট্টগোল আরো বেয়ে গেলো যখন লোকগুলো অ্যাপ্রোন আর টেবিলক্লথ দিয়ে বাড়ি মেরে নেভানোর চেষ্টা করতে শুরু করলো সামান্য আগুনটুকু। ম্যানেজার আর তার হেড-বয় উত্তেজিতভাবে ইশারা করছে, চিৎকার ক'রে বোঝাতে চাইছে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে, বিপদ কেটে গেছে। এসব দেখে রক ব্যান্ডটি আগের চেয়েও তীব্রতার সাথে বাজাতে শুরু করলো তাদের মিউজিক। তারা চেষ্টা করছে লোকগুলোর মনোযোগ আবারো সেই উগ্রতালের সঙ্গীতে ফেরাতে, ভয়ংকর সেই অভিজ্ঞতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে।

হঠাৎ ক'রে সেখানে আরো বড় ঝামেলা, আরো ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি

BanglaBook.org

হলো। যার অসাবধানতা আর বেঢপ সাইজের ম্যাচের জন্যই এতো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেই জীর্ণ পোশাকের গেঁয়ো লোকটির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো দু'জন হেডবয়। সেই লোকটি এর জবাব দিলো উইঙ্গশুন কুংফর সাহায্যে। শক্ত হাত দুটি দিয়ে তাদের কাঁধে আর গলায় আঘাত করলো। আর পা দিয়ে সজোরে আঘাত করলো তাদের তলপেটে। চীনা দুটো পাক খেয়ে কাস্টমারদের মাঝে ছিটকে পড়লো। এই শারীরিক সংঘর্ষ ভীতিকর পরিস্থিতিটাকে আরো বাড়িয়ে দিলো। মোটাসোটা ম্যানেজার ভদ্রলোক এবার রাগে জ্বলে উঠে সে নিজেই হস্তক্ষেপ করতে গেলো, কিন্তু তার বুকের পাঁজরে মাপমতো লাগা আকস্মিক লাথিটা তাকে ছিটকে ফেলে দিলো বেশ দূরে।

তিনজন ওয়েটার তাদের ম্যানেজারকে সাহায্য করতে এলে খোঁচা দাড়িওয়ালা চীনাটি তাদের দিকে সজোরে ছুড়ে মারলো একটা চেয়ার। কয়েক সেকেন্ড আগেও যেসব পুরুষ আর মহিলা ভয়ে চিৎকার করছিলো তারাই এখন হাত-পা ছুড়ে আশপাশে যাকে পেলো মারতে শুরু করলো। রক ব্যান্ডটি তাদের তালের সর্বোচ্চ সীমায় পৌছে গেছে। উগ্র বেসুরো সঙ্গীত বর্তমান দৃশ্যের সাথে বেশ মানানসই হয়েছে বলা যায়। এক পর্যায়ে গোলমাল প্রায় কমে এলে বিশালদেহী গেঁয়ো লোকটি রুমের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেয়ালের পাশের টেবিলটিতে তাকালো। সেখানে ধর্মযাজক নেই!

চীনা লোকটি আরো একটি চেয়ার উঠিয়ে পাশের একটি টেবিলের উপর ছুড়ে মারলে টেবিলের ফ্রেমটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। একটি ভাঙা পায়া ঘুরতে ঘুরতে ছিটকে পড়লো লোকজনের মাঝে। আর কয়েক মুহূর্ত এভাবে চালাতে হবে, এই কয়েকটি মুহূর্তই এখন সবকিছু।

ধর্মযাজক ক্যাবারের মূল প্রবেশপথের দেয়ালটি থেকে দূরে, অনেক ভেতরের একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন। দরজাটি সাথে সাথে বন্ধ ক'রে চলে যাওয়ার লম্বা সংকীর্ণ প্রবেশপথে ডিমলাইটের আবছা আলোর নিজের চোখদুটো মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। তার ডান হাত সোজা এবং নিথর হয়ে আছে সাদা কাফতানটির ভাঁজের ভেতরে, আর বাম হাত সাদা কাপড়ের ভেতরে কোমরের কাছে কোণাকোণিভাবে বাঁকানো। করিডোরটির শেষ মাথায়, প্রায় পঁচিশ ফিটের মতো দূরত্বে, একটি লোক হঠাৎ দেয়ালের মাঝখান দিয়ে বের হয়ে এলো। তার ডান হাত দ্রুত কোটের ভেতরে ঢুকে গেলো একটি বড় হোভ ক্যালিবারের রিভলবার বের করার জন্যে। ধর্মযাজক বারবার ধীরে ধীরে, ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে নিজের মাথা উপর-নীচে দোলাতে লাগলেন আর এমন ভঙ্গিতে এগোতে লাগলেন যেনো কোনো ধার্মিক শোভাযাত্রায় হাটছেন তিনি।

"বুদ্ধ অপরিমেয়, বুদ্ধ অপরিমেয়," শান্ত কণ্ঠে তিনি বারবার বলতে বলতে লোকটির দিকে এগোতে লাগলেন।

"সবকিছুই শান্তিময়, শান্তিই সবকিছু, মানবাত্মার লক্ষ্যও তাই।"

"জোউ মাতিয়াহ?" গার্ডটি দরজার পাশে ছিলো, সে তার কুর্শ্যাত অস্ত্রটি

BanglaBook.org

সামনের দিকে তাক্ ক'রে কর্কশ কণ্ঠে উত্তরের প্রাদেশিক ভাষায় জিজ্ঞেস করলো। "যাজক মশাই, আপনি কি পথ হারিয়েছেন? আপনি এখানে কি করছেন? বের হয়ে যান! এখানে তো আপনার থাকার কথা নয়।"

"বুদ্ধ অপরিমেয়, বুদ্ধ অপরিমেয়..."

"বের হয়ে যান! এক্ষুণি।"

গার্ড কোনো সুযোগই পেলো না। ধর্মযাজক দ্রুততার সাথে ক্ষুরের মতো পাতলা দু'ফলা চাকু তার কোমরের ভাঁজ থেকে বের ক'রে লোকটির কব্জিতে নিমেষেই আঘাত হানলে গার্ডের পিস্তল ধরা হাতটি তার বাহু থেকে আলগা হয়ে গেলো। এরপর তিনি লোকটির গলায় চাকুর ফলাটি ঢুকিয়ে দিলে ফিন্‌কি দিয়ে বের হতে লাগলো রক্ত। মুহূর্তেই তার মাথা রক্তাক্ত হয়ে গেলে লোকটি মেঝেতে পড়ে থাকলো লাশ হয়ে।

কোনো রকম দ্বিধা ছাড়াই খুনি যাজক ধীরস্থিরভাবে ছোরাটি তার কাফতানের কাপড়ে ঢুকিয়ে ফেললেন, ঠিক যেখানে আগে ছিলো। তারপর ডান দিকের জামার ভেতর থেকে বের করলেন একটি পাতলা ফ্রেমের উজি মেশিনগান। এর ম্যাগাজিনে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি গুলি আছে। পা দিয়ে সজোরে দরজার লাথি মেরে পাহাড়ি বিড়ালের মতো ক্ষিপ্র পায়ে দৌড়ে ভিতরে ঢুকে পড়লেন তিনি। যা দেখার আশা করেছিলেন তাই দেখতে পেলেন।

পাঁচজন চীনা পাশাপাশি গোলটেবিল ব'সে আছে, সাথে চায়ের কাপ আর ছোটো হুইস্কির গ্লাস। সাথে না আছে কোনো লিখিত দলিল, না আছে কোনো নোটবই, বা রসিদ, শুধু আছে কিছু খাড়া কান আর সতর্ক কয়েক জোড়া চোখ। আর প্রতিজোড়া চোখ সামনে তাকানোর সাথে সাথে যেনো ধাক্কা খেলো, আতঙ্কে কুঁচকে উঠলো তাদের চেহারা।

দু'জন মধ্যস্থতার ভঙ্গিতে উঠতে উঠতে তাদের জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকালে একজন টেবিলের নীচে লুকালো, আর বাকি দু'জন চিৎকার দিয়ে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলো, সিঙ্ক-কভারের দেয়ালের পেছনে বৃথাই ছোটাছুটি করতে থাকলো, ক্ষমা চাইতে লাগলো তারা, যদিও জানতো তাদেরকে কোনো রকম ক্ষমা করা হবে না।

হঠাৎ টানাগুলি বর্ষণ শুরু হয়ে গেলে চীনাগুলো একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেলো। গভীর ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে, তাদের মাথার কয়েকটি ছিন্নভিন্ন, চোখ আর চোয়াল মুখ থেকে আলগা হয়ে গেছে, রক্তগুলো যেনো জ্বলজ্বল করছে কিছুক্ষণ আগে থেমে যাওয়া মরণ চিৎকারের মাঝে। সবকিছুই থেমে গেলো।

হত্যাকারী নিজের কাজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। নিজের কাজে তিনি সন্তুষ্ট, জমে থাকা রক্তের সামনে হাটু গেঁড়ে বসে তাতে আঙুল দিয়ে স্পর্শ ক'রে দেখলেন। এরপর বাম হাতার ভেতর থেকে একটি চারকোণা কালো কাপড় বের ক'রে রক্তাক্ত মেঝের উপর ছড়িয়ে দিলেন সেটা। পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। আবছা আলোকিত হলের করিডোর দিয়ে

BanglaBook.org

দৌড়ে যেতে যেতে নিজের সাদা কাফতানটি খুলতে লাগলেন। যখন ক্যাবারের দরজার কাছে পৌছে গেলেন তখন তার ঢিলেঢালা পোশাকটি খোলা হয়ে গেলো। চাকুটা পোশাক থেকে বের ক'রে বেল্টের খাপে ঢুকিয়ে নিলেন। কাপড়ে মাথা ঢেকে কাফতানটি দু'হাতে ধরলেন তিনি। সেটার নীচে মারণাস্ত্রটি প্রস্তুত রেখে দরজা টেনে খুলে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। আবার সেই মারামারি আর হট্টগোলের মাঝে যা থামার কোনো চিহ্নই নেই। থামবেই বা কেন? তার যাওয়ার মাত্র তিরিশ সেকেন্ড হয়েছে, আর তার লোকটিও ভালো ট্রেনিং পাওয়া।

"জল্‌দি করো," চেঁচিয়ে বললো সেই বিশালদেহী, খোঁচা দাড়িওয়ালা গেঁয়ো চীনাটি, সে দশ ফিটের মতো দূরত্বে আছে, আরো একটি টেবিল উল্টে ফেলে ম্যাচ জ্বেলে মেঝেতে ফেলে দিলো সে। "পুলিশ যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়বে! বারটেন্ডারকে আমি ফোনের কাছে যেতে দেখেছি!"

খুনি যাজক তার হাতের কাফতান আর মাথার কাপড়টি ছুড়ে ফেলে দিলেন। উন্মত্ত ঘুরন্ত আলোকরশ্মির মধ্যে তার চেহারা রকব্যান্ডের উগ্র সদস্যদের মতোই বিদঘুটে দেখাচ্ছে—চোখে গাঢ় মেকআপের আউটলাইন করা আর তার চারপাশে সাদা রঙ দিয়ে চোখ দুটোকে হাইলাইট করা, অবশিষ্ট মুখ কৃত্রিম বাদামি রঙে আঁকা।

"আমার আগে আগে যাও!" গেঁয়ো লোকটিকে নির্দেশ দিলেন তিনি। পোশাক আর উজি গানটি দরজার পাশে ফেলে দিলেন। হাতের পাতলা গ্লাভসটি খুলে তার ফানেলের ট্রাউজারের পকেটে ঢুকালেন। গোল্ডেন মাইলের কোনো ক্যাবারে সহজে পুলিশকে ডাকতে চায় না। কারণ বাজে ম্যানেজমেন্টের জন্য চড়া ক্ষতিপূরণ গুনতে হয়, টুরিস্টদের বিপদে ফেলার কারণে কঠোর শাস্তি পেতে হয় তাদেরকে। তাই কেউ পুলিশকে ডাকার ঝুঁকি নিতে চায় না, আর যখন বিশেষ কোনো কারণে ডাকে তখন পুলিশ এর জন্য প্রস্তুত থাকে। খুনি গেঁয়ো লোকটির পিছে পিছে ছুটতে লাগলেন। গেঁয়ো লোকটি ভীতসন্ত্রস্ত লোকগুলোর ভিড়ে ঢুকে পড়েছে, লোকগুলো ক্যাবারের প্রবেশপথের সামনে দাঁড়িয়ে বের হওয়ার জন্যে চিল্লাপাল্লা করছে এখন। জীর্ণ পোশাক পরা লোকটির গায়ে ষাড়ের মতো শক্তি; তার জোরালো ধাক্কায় সামনের মানুষগুলো সব সরে গেলো। খুনি আর তার রক্ষী দরজা ভেঙে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লে সেখানে আগে থেকে ভিড় করা জনসমাগম তাদেরকে নানান প্রশ্ন করতে শুরু করলো। এই ক্যাবারের মন্দভাগ্যের প্রতি সহানুভূতিও প্রকাশ করলো তারা।

এই উত্তেজিত দর্শকদের মাঝ দিয়েই তাদের পথ ক'রে নিলো তারা। বাইরে অপেক্ষারত সেই খাটো, শক্তসামর্থ্য চীনাটিও তাদের সাথে যোগ দিলো। সে যাজকের হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেলো একটা চিপাগলিতে, তারপর নিজের কোটের ভেতর থেকে দুটো তোয়ালে বের করলো সে। একটি মোলায়েম আর শুকনো, অন্যটি একটু উষ্ণ, ভেজা এবং সুগন্ধীযুক্ত।

গুপ্তঘাতক ভেজা তোয়ালেটি নিয়ে তার মুখ, মুখের চারপাশ, চোখের কোটর

BanglaBook.org

আর কাঁধের উপরের অংশ মুছতে শুরু করলো। তোয়ালেটি উল্টে নিয়ে অপরপাশ দিয়ে এবং বেশি চাপ দিয়ে ঘষতে থাকলো, যতোক্ষণ না তার আসল সাদা চামড়া ফুঁটে উঠলো। এরপর সে দ্বিতীয় তোয়ালেটি দিয়ে মুছে নিজেকে শুকিয়ে ফেললো, তার কালো চুলগুলোও ঠিক ক'রে নিলো, গাঢ় নীল ব্লেজারের নীচে ক্রিম কালারের শার্টের উপরে রেজিমেন্টের টাইটা সোজা ক'রে নিলো সে।

"*জাউ,*" সে তার সঙ্গী দু'জনকে নির্দেশ দিলে তারা ছুটে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলো। আর একজন নিঃসঙ্গ, মার্জিত পোশাকধারী বিদেশী প্রাচ্যের যৌন বিনোদন কেন্দ্রগুলোর মাঝ দিয়ে হেটে চলে গেলো নির্বিঘ্নে।

ক্যাবারের ভেতরে উত্তেজিত ম্যানেজার পুলিশকে ফোন করার জন্য বারটেন্ডারকে বকাঝকা করছে, জরিমানার মোটা অঙ্ক এখন তাকেই শোধ করতে হবে, কাস্টমারদের অবাক করে হঠাৎ করেই যেনো কমে গেলো পুরো হট্টগোলটা। হেডবয় আর ওয়েটাররা টেবিলগুলো ঠিকঠাক ক'রে সমস্ত জঞ্জাল সাফ করতে লেগে গেলো। নতুন চেয়ার বসিয়ে গ্লাসে ক'রে ফ্রি হুইস্কি বিতরণ ক'রে বাকিদের শান্ত করবার চেষ্টা করলো তারা। এ সময়ের জনপ্রিয় গানগুলো বাজাতে শুরু করলো রকব্যান্ডটি। আর যেরকম দ্রুততার সাথে সন্ধ্যার পরিবেশটি নষ্ট হয়েছিলো ঠিক সে রকম দ্রুতই সেটা পুনরুদ্ধার হলো। ম্যানেজার ভাবলো, সে বলবে এক ক্ষ্যাপা মাতালের পাল্লায় পড়ে বারটেন্ডার তাদের ফোন করেছে। কিন্তু পুলিশ হয়তো এর চেয়েও বেশি কিছু শোনার প্রস্তুতি নিয়ে আসবে এখানে।

হঠাৎ করেই তার মাথা থেকে জরিমানা আর অফিসিয়াল হয়রানির সমস্ত চিন্তা উবে গেলো যখন তার নজর পড়লো রুমের পাশে মেঝেতে পড়ে থাকা একটি সাদা কাপড়ের ওপর—কাপড়টি ভেতরের অফিসে যাওয়ার দরজার মুখে পড়ে আছে।

সাদা কাপড়, ধপধপে সাদা পুরোহিত? ভেতরে যাওয়ার দরজা! লাওবান! কনফারেন্স! তার দম আঁটকে এলো যেনো। কপাল দিয়ে টপটপ ক'রে ঘাম ঝরতে শুরু করলো। টেবিলগুলোর মাঝখানে থাকা কাফতানটির দিকে দৌড়ে গেলো মোটাসোটা ম্যানেজার ভদ্রলোক। হাটু গেঁড়ে বসলো সে, তার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, নিঃশ্বাস যেনো বন্ধ হয়ে গেছে। সাদা কাপড়টির ভাঁজ থেকে একটি অচেনা অস্ত্রের নল বের হয়ে আছে। কাপড়টির গায়ে ছোটো ছোটো ফুট্‌কি আর চকচকে তাজা রক্তের দাগই তার দম বন্ধের কারণ।

"*গো হাই মাতিয়েহ?*" পরিস্থিতি না বুঝেই প্রশ্ন করলো সাকাসিডো পরা অন্য একটি লোক—সত্যি বলতে কি, সে হলো ম্যানেজারটির ভাই এবং তার সহকারী।

"হায় ঈশ্বর!" তার ভাই অদ্ভুত অস্ত্রটির দিকে ইশারা করলে সে বিস্ময় প্রকাশ করলো।

"এদিকে আসো," নিজের পায়ে ভর ক'রে উঠে দরজার দিকে যেতে যেতে ম্যানেজার আদেশ করলো।

"পুলিশ!" তার ভাই আৎকে উঠে বললো। "আমাদের একজনের উচিত তাদের সাথে কথা বলা, তাদেরকে শান্ত করা, যতোটা সম্ভব চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে।"

BanglaBook.org

"কথা বলে কোনো লাভ হবে না। জলদি করো।"

ডিম লাইটের আবছা আলোয় আলোকিত করিডোরটিতে ঘটনাটির একমাত্র সাক্ষী পড়ে আছে। জবাই করা গার্ড তার নিজের রক্তের নদীতে ভেসে গেছে। তার অস্ত্র ধরা হাতটা কব্জি থেকে পড়ে আছে আলাগা হয়ে। কনফারেন্স রুমের ভেতরে ঢুকতেই বাকি সবকিছু স্পষ্ট হয়ে গেলো।

পাঁচটি রক্তাক্ত মৃতদেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে রয়েছে। একটি খুব বাজে আর ভয়ংকরভাবে—ম্যানেজার আতঙ্কিত হয়ে দেখতে লাগলো। মাথা ফুটো হয়ে যাওয়া রক্তাক্ত মৃতদেহটির দিকে এগিয়ে গেলো সে। রুমাল দিয়ে রক্ত মুছে চেহারাটা ভালো ক'রে দেখে নিলো।

"আমরা শেষ হয়ে গেছি," সে কেঁপে উঠলো। "কাউলুন শেষ, হংকংও শেষ। সব শেষ।"

"কি?"

"এই লোকটি গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ভাইস-প্রিমিয়ার, খোদ চেয়ারম্যানের উত্তরসুরী।

"এদিকে দেখো!" সহকারী ভাইটি লাওবানের মৃতদেহের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো। ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া রক্তাক্ত মৃতদেহটির পাশে পড়ে আছে একটি বড় কালো রুমাল। কাপড়টির সাদা রঙের নক্সা রক্তে বিবর্ণ হয়ে গেছে। ভাইটি তুলে ধরে রক্তের ছোপের নীচের লেখাটি এক দমে পড়ে ফেললো : জেসন বর্ন।

ফ্লোরে ধপাস ক'রে বসে পড়লো সে।

"হে করুণাময় জিশু," কেঁদে উঠলো সে, তার সারা শরীর এখন কাঁপছে। "সে আবার ফিরে এসেছে। সেই গুপ্তঘাতক এশিয়াতে আবার ফিরে এসেছে। জেসন বর্ন। সে ফিরে এসেছে!"

BanglaBook.org

অধ্যায় ২

সেন্ট্রাল কলোরাডোতে সূর্য সানগ্রে ডিক্রিস্টো পর্বতের পেছনে ঢাকা পড়ে যেতেই ঝলমলে রোদের মধ্য থেকে কোবরা হেলিকপ্টারটি গর্জন করতে করতে বেরিয়ে এলো। এর বিশাল ডানাগুলো ঝাপটাতে ঝাপটাতে নেমে গেলো নীচের বৃক্ষসারির শেষপ্রান্তের খোলা জায়গাটির অভিমুখে। মজবুত কাঠ আর ঢালু কাঁচের তৈরি বিশাল আয়তাকার বাড়িটি থেকে ককপিটের ল্যান্ডিং প্যাডটি কয়েকশো মিটার দূরে অবস্থিত। জেনারেটর আর ক্যামোফ্লাজ করা কমিউনিকেশন ডিস্কগুলো ছাড়া, আশপাশে আর কোনো স্থাপনাই চোখে পড়ে না। উঁচু বৃক্ষসারি যেনো পুরু দেয়াল তৈরি ক'রে বাড়িটিকে বাইরের দুনিয়ার কাছ থেকে আড়াল ক'রে রেখেছে।

অত্যন্ত সূক্ষ্ম এসব এয়ারক্রাফট পাইলটদের নিয়োগ দেয় কোলোরাডো স্প্রিং-এর চেইন কমপ্লেক্সের উচ্চপদস্থ অফিসারগণ। এদের কারো পদবী ফুল কর্নেলের চেয়ে কম নয়, আর প্রত্যেকেই ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল থেকে ছাড়পত্র পাওয়া। তারা কখনও নির্জন পাহাড়ী এই আবাসে তাদের যাত্রার কথা মুখেও আনে না, ফ্লাইটপ্ল্যানে সব সময় গন্তব্যস্থল অস্পষ্ট থাকে। উড়ন্ত অবস্থায় হেলিকপ্টারগুলোকে রেডিওর মাধ্যমে যাত্রার দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়। কোনো পাবলিক ম্যাপে এর অবস্থানের উল্লেখ নেই, এর যোগাযোগ মাধ্যম কাজ করে শত্রু এবং মিত্র সকলের নাগালের বাইরে থেকে। এখানকার সিকিউরিটি সম্পূর্ণ অবিচ্ছেদ্য। আর অবিচ্ছেদ্য হবেই বা না কেন, জায়গাটি নির্দিষ্ট কূটনীতিক আর কৌশল পরিকল্পনাকারীদের কর্মক্ষেত্র, যাদের কাজ এতোই সূক্ষ্ম আর ভঙ্গুর যে, বিশ্বস্বার্থের সাথে গভীরভাবে তা জড়িত, যেনো তাদেরকে গভর্নমেন্ট বিল্ডিংগুলোর ভেতরে বা বাইরে, এমনকি পাশ্ববর্তী অফিসগুলোর ভেতরেও একসাথে দেখতে পাওয়াটা ঠিক হবে না।

আগ্রাসী এবং কৌতুহলী চোখ সর্বত্র নজর রাখছে—শত্রু, মিত্র সবাই—যারা এই লোকগুলোর কাজ সম্পর্কে অবগত। এতোদিন যদি তারা একযোগে কাজ করতো, তাহলে অনেক আগেই বারোটা বেজে যেতো। শত্রুপক্ষ শুধু গতিবিধির ওপরই চোখ রাখছে আর মিত্রপক্ষ নিজেদের ইন্টেলিজেন্স সামাল দিতেই ব্যস্ত।

ল্যান্ড করা কোবরার দরজা খুলে গেলে হতবিহ্বল লোকটি ফ্লাড লাইটের অনেক নীচে নেমে এলে একজন ইউনিফর্ম পরা মেজর জেনারেল তাকে নিজ পাহারায় সাথে নিয়ে গেলো। সিভিলিয়ান লোকটি পাতলা, মধ্যবয়সী এবং মাঝারি উচ্চতার, সরু স্ট্রাইপের সুটের সাথে সাদা শার্ট আর পেইডালি টাই পরা। এমনকি হেলিকপ্টারটির ক্রমশ গতি কমতে থাকা ব্লেডগুলোর রূঢ় বাতাসের ঝাপটার মাঝেও তার পোশাক অক্ষত আছে। সে অফিসারটিকে অনুসরণ ক'রে কংক্রিটের পথ দিয়ে হেটে বাড়িটির পাশের একটি দরজার দিকে গেলো। তারা কাছাকাছি যেতেই খুলে গেলো দরজা। তবে কেবলমাত্র সিভিলিয়ান লোকটিই ভেতরে ঢুকলো; জেনারেল তার দিকে ঈষৎভাবে মাথা ঝাঁকালো, যুদ্ধফেরত অভিজ্ঞ সেনারা সিভিলিয়ান বা

সমান পদের অফিসারদের এসব ইনফরমাল স্যালুট দিয়ে থাকে।

"আপনার সাথে পরিচিত হয়ে ভালো লাগলো, মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার," বললো জেনারেল। "অন্য কেউ এসে আপনাকে নিয়ে যাবে।"

"আপনি ভেতরে আসছেন না?" সিভিলিয়ান লোকটি প্রশ্ন করলো।

"আমি কখনই ভেতরে ঢুকি নি," অফিসারটি জবাব দিলো, তার মুখে এক চিলতে হাসি। "আমার কাজ শুধু আপনার পরিচয় নিশ্চিত করা আর আপনাকে পয়েন্ট 'বি' থেকে পয়েন্ট 'সি'তে নিয়ে যাওয়া।"

"আপনি আপনার পদবীর অমর্যাদা করছেন, জেনারেল।"

"হয়তো না," সেনাটি আর কোনো তর্কে জড়ালো না। "আমার আরো কাজ আছে। বিদায়।"

ম্যাকঅ্যালিস্টার একটি লম্বা আয়তাকার করিডোরের ভেতরে ঢুকলো। এখন তাকে সঙ্গ দিচ্ছে শান্ত চেহারার, মার্জিত পোশাক পরা শক্তসামর্থ এক লোক, তার শরীরের অভ্যন্তরীণ সিকিউরিটি সদস্যের সব লক্ষণই উপস্থিত রয়েছে। শারীরিকভাবে দ্রুত, সক্ষম আর ভীড়ে মিশে যেতে পারে এমন সাদামাটা চেহারা তার।

"আপনার ফ্লাইট কি আনন্দদায়ক হয়েছে, স্যার?" অল্পবয়সী লোকটি জিজ্ঞেস করলো।

"ওগুলোর মধ্যে কি কেউ আনন্দ পায়?"

গার্ডটি হেসে উঠলো। "এদিকে আসুন, স্যার।"

তারা করিডোর দিয়ে নীচে গেলো, দেয়ালের দু'দিকেই পার করলো অনেকগুলো দরজা। অবশেষে, একদম শেষযাত্রায় একজোড়া বড়সড় ডাবল ডোরের সামনে এসে পৌছালো তারা, যার উপরের ডান এবং বাম কোণায় দুটো বাতি লাইট দেখা যাচ্ছে। আসলে ওগুলো দুটো আলাদা সার্কিটের ক্যামেরা।

এডওয়ার্ড ম্যাকঅ্যালিস্টার হংকং ছাড়ার পর প্রায় দু'বছর হলো এ ধরণের যন্ত্র দেখে নি, কারণ তাকে বৃটিশ ইন্টেলিজেন্সের এম.আই-৬ স্পেশাল ব্রাঞ্চের কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো। তার দৃষ্টিতে বৃটিশরা সিকিউরিটি নিয়ে একটু বেশিই বাড়াবাড়ি করে। সে কখনও ওই লোকগুলোকে বুঝে উঠতে পারে নি, বিশেষ ক'রে তাকে সেই অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার পর থেকে, অ্যাওয়ার্ডটি ছিলো সামান্য কাজের জন্য, আর সেই কাজটি তারা নিজেরাই সামলাতে পারতো।

গার্ড দরজার হাতল ঘুরালে ক্লিক্ ক'রে একটি শব্দ হতেই ডান দিকের ডালাটি খুলে ফেললো সে। "আপনার আরেকজন গেস্ট, স্যার," শক্তসামর্থ লোকটি বললো।

"তোমাকে অনেক ধন্যবাদ," একটি কণ্ঠস্বর জবাব দিলো।

বিস্মিত ম্যাকঅ্যালিস্টার অসংখ্যবার রেডিও এবং টেলিভিশনের খবরে শোনা কণ্ঠস্বরটিকে সঙ্গে সঙ্গেই চিনে ফেললো, এই ভাষাজ্ঞান অর্জিত হয়েছে অত্যন্ত ব্যয়বহুল মাধ্যমিক স্কুলে, বিভিন্ন স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে, আর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট

BanglaBook.org

সম্পন্ন বৃটিশ আইল-এ। নিজেকে প্রস্তুত করার যথেষ্ট সময় পেলো না সে। চুলগুলো ধূসর বর্ণের, পরিপাটিভাবে পোশাক পরা লোকটির টানটান, লম্বা মুখটি বুঝিয়ে দিচ্ছে তার বয়স সত্তরের বেশি। লোকটি নিজের বড় ডেস্ক থেকে উঠে, সতর্কভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে হাত দুটো সামনে প্রসারিত করলো।

"মিঃ আন্ডারসেক্রেটারি, আপনি আসায় আমি ধন্য। অনুগ্রহ ক'রে আমার নিজের পরিচয় দিতে দিন। আমি রেমন্ড হাভিলান্ড।"

"আমি অবশ্যই জানি আপনি কে, মিঃ অ্যাম্বাসেডর। আমি সম্মানিত, স্যার।"

"বলুন গদি ছাড়া অ্যাম্বাসেডর, ম্যাকঅ্যালিস্টার, যার মানে দাঁড়ায় খুব সামান্য সম্মানই বেঁচে আছে আমার। অথচ কাজকারবার এখনও যথেষ্ট বাকি।"

"আমি কল্পনাও করতে পারি না ইউনাইটেড স্টেট্সের কোনো প্রেসিডেন্ট গত বিশ বছরে আপনাকে ছাড়া টিকতে পেরেছে।"

"কেউ কেউ অযোগ্য হয়েও পার পেয়ে গেছে, মিঃ আন্ডারসেক্রেটারি, কিন্তু স্টেট্সে আপনার যা অভিজ্ঞতা, তাতে বোধকরি এ বিষয়ে আপনি আমার চেয়েও ভালো জানেন।" কূটনীতিক তার মাথা ঘোরালো।

"পরিচয় করিয়ে দেই, ইনি জন রিলি। জ্যাক অত্যন্ত ওয়াকিবহাল সহযোগীদের একজন, যার সাথে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের ভেতরে ব'সে আলাপ করাটা মানায় না।"

"অবশ্য সে ততোটা ভীতিকর নয়, তাই না?"

"আমিও আশা করি, তা নয়," রিলির সাথে হ্যান্ডশেক করতে এগিয়ে গিয়ে বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার, যে কিনা ডেস্কের দিকে মুখ করা লেদার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

"পরিচিত হয়ে ভালো লাগলো, মিঃ রিলি।"

"মিঃ অ্যান্ডারসেক্রেটারি," বললো সামান্য মোটা লোকটি যার হালকা বাদামী সুটটি তার লাল চুলের সাথে খাপ খাচ্ছে। স্টিল-রিমের চশমার পেছনে শাণিত, ঠাণ্ডা চোখ দুটোতে অমায়িকতার কোনো ছাপ নেই। "মিঃ রিলি এখানে এসেছেন," ডেস্কের পেছন দিকে যেতে যেতে ম্যাকঅ্যালিস্টারকে ডান দিকের চেয়ারটি ইশারা ক'রে হাভিলান্ড বলতে লাগলো, "এটা নিশ্চিত করতে যে আমি ঠিক পথেই এগোচ্ছি। কিছু জিনিস আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো, কিন্তু কিছু জিনিস বোঝাতে পারবো না। আবার কিছু জিনিস কেবলমাত্র সে-ই আপনাকে বোঝাতে পারবে," অ্যাম্বাসেডর বললো। "যদিও এটি ধাঁধার মতো শোনাচ্ছে, মিঃ আন্ডারসেক্রেটারি, তারপরেও আমি সত্যিই দুঃখিত, কারণ এই চরম সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি কিছু প্রকাশ করতে পারছি না।"

"অ্যান্ড্রুজ এয়ারফোর্স বেজ-এ যাবার আদেশ পাওয়ার পর থেকে গত পাঁচ ঘণ্টায় যা কিছু ঘটলো তার সবকিছুই আমার কাছে ধাঁধার মতো লাগছে, মিঃ অ্যাম্বাসেডর। আমার কোনো ধারণাই নেই আমাকে এখানে কেন ডেকে আনা

BanglaBook.org

হয়েছে।"

রিলির দিকে এক নজর তাকিয়ে ডেস্কের দিকে ঝুঁকে কূটনীতিক বললো, "আমি আপনাকে সহজভাবে বুঝিয়ে বলছি। আপনি দেশের জন্য এক অসাধারণ কর্তব্য পালনের অবস্থানে রয়েছেন, কাজটি আসলে দেশের স্বার্থকেও ছাড়িয়ে যায়—এটি এমন কিছু যা আপনি আপনার দীর্ঘ আর প্রসিদ্ধ কর্মজীবনেও কখনও কল্পনা করেন নি।"

ম্যাকঅ্যালিস্টার অ্যাম্বাসেডরের কঠোর মুখটি পড়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু বুঝে উঠতে পারলো না কি জবাব দেবে। "স্টেট ডিপার্টমেন্টে আমার কর্মজীবন স্বার্থক, আর আমি বিশ্বাস করি, সেটা যথেষ্ট পেশাদারও ছিলো। তবে ভালো ক'রে দেখলে এটাকে হয়তো ততোটা প্রসিদ্ধ বলা যায় না। খোলাখুলিই বলছি, এখানে কোনো সুযোগ এমনি এমনি আসে না।"

"একটি সুযোগ এখন আপনার কাছে এসেছে," কথার মাঝে বাধা দিয়ে বললো হাভিল্যান্ড। "আর কাজটি করার জন্যে আপনিই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি।"

"কোন্ দিক থেকে? আর আমিই বা কেন?"

"সুদুর প্রাচ্যে," কণ্ঠস্বর অদ্ভুত এক খাদে নামিয়ে বললো কূটনীতিবিদ, আর সেই জবাবটি যেনো আরেকটি প্রশ্নের মতোই শোনালো। "হার্ভার্ড থেকে সুদূর প্রাচ্যের ওপর ডক্টরেট ডিগ্ লাভের পর প্রায় বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আপনি স্টেট ডিপার্টমেন্টেই কাজ করেছেন। এশিয়াতে বছরের পর বছর অসাধারণ সার্ভিস দিয়ে আপনি গভর্নমেন্টের প্রশংসনীয় সেবা করেছেন, আর যখন থেকে আপনি ঐ এলাকা ছেড়ে এসেছেন, তখন থেকে পৃথিবীর ওই সমস্যাপূর্ণ অংশটিকে ঘিরে নীতিমালা তৈরিতে আপনার মতামতকে খুবই গুরুত্বের সাথে নেয়া হচ্ছে। আপনাকে একজন সুদক্ষ বিশ্লেষক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।"

"আমি আপনার কথার মর্ম বুঝতে পারছি। কিন্তু এশিয়াতে আরো অনেকে ছিলো। তারা আমার সমান, কিংবা আরো উঁচু রেটিং পেয়েছিলো।"

"দুর্ঘটনাবশত, মিঃ আন্ডারসেক্রেটারি। খোলাখুলিই বলছি, আপনি যথেষ্ট ভালো করেছেন। তাছাড়া, গণপ্রতাজন্ত্রী চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনার সাথে কারো তুলনা হয় না। আমি মনে করি আপনি ওয়াশিংটন আর পিকিংয়ের মধ্যেকার ট্রেড কনফারেন্সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়া অন্যদের কেউ হংকংয়ে সাত বছর কাটায় নি। তার চেয়েও বড় কথা, এশিয়ার পোস্টগুলো কখনও বৃটিশ গভর্নমেন্টের এমআই-সিক্সের স্পেশাল ব্রাঞ্চ ছাড়া কেউ নিয়োগ পায় নি।"

"বুঝতে পারছি," বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার, শেষ যোগ্যতাটি নিয়ে মনে মনে ভাবলো সে, যেটা তার কাছে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে হয়েছিলো, সেটাই এই কূটনীতিকের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বের বিষয়। "ইন্টেলিজেন্সে আমার দায়িত্ব ছিলো খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরের, মিঃ অ্যাম্বাসেডর। আমি মনে করি আমার কোনো বিশেষ যোগ্যতা নয়, আমাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো স্পেশাল ব্রাঞ্চের ভুল তথ্যের

BanglaBook.org

ভিত্তিতে। ওরা কিছু ভুল সংখ্যার হিসেব করছিলো যার যোগফল মিলছিলো না। যতোদূর মনে পড়ে, ঐ সব লোক ভুল তথ্যের ভিত্তিতে হিসেব করতে গিয়ে অঙ্ক মেলাতে পারে নি। অবশ্য সেই অঙ্ক মেলাতে তাদের খুব বেশি সময়ও লাগে নি।"

"আপনার উপর তাদের আস্থা ছিলো, ম্যাকঅ্যালিস্টার। এখনও আপনার ওপর তাদের আস্থা আছে।"

"আমি ধারণা করতে পারি আমার প্রতি তাদের আস্থাই এই বিশেষ সুযোগটির অবতারণা করেছে, সেটা যাই হোক না কেন।"

"তা হয়তো ঠিকই বলেছেন। আর এটা খুব গুরুত্বপূর্ণও বটে।"

"তাহলে এখন আমি কি জানতে পারি সেই বিশেষ সুযোগটা কি?"

"অবশ্যই পারেন," হাভিলান্ড ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল থেকে আসা লোকটি তৃতীয় ব্যক্তিটির দিকে তাকালো। "যদি অনুগ্রহ করো," সে আরো যোগ করলো।

"এবার আমার পালা," বললো রিলি, তবে অপ্রসন্ন মুখে নয়। নিজের ভারি দেহটি চেয়ারে হেলান দিয়ে অপলক দৃষ্টিতে ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে চেয়ে রইলো। চোখ দুটো এখনও কঠিন, তবে সেই শীতল ভাবটি আর নেই, যেনো সে কোনো ধরনের বোঝাপড়ায় আসতে চাচ্ছে।

"এই মুহূর্ত থেকে আমাদের সব কথাবার্তা রেকর্ড করা হবে—আর তা জানা আপনার সাংবিধানিক অধিকার, তবে দু'পক্ষেরই সেই অধিকার রয়েছে। এখন আপনাকে যে তথ্য দেয়া হবে তার সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি আপনাকে দিতে হবে, আর সেটা যে শুধু ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্বার্থের জন্য তা নয়, বরং পৃথিবীর নির্দিষ্ট কিছু অংশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্যেই। আমি জানি কথাগুলো খুব অদ্ভুত শোনাচ্ছে। কিন্তু আমরা সত্যিই সিরিয়াস। আপনি কি এ শর্তে রাজি আছেন? যদি আপনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন তাহলে ন্যাশনাল সিকিউরিটির অধীনে নন্-ডিসক্লোজার আইনের আওতায় আপনাকে অভিযুক্ত ক'রে বিচার করা হবে।"

"আমি কি করে এ ধরণের শর্তে রাজি হতে পারি যখন তথ্য সম্পর্কেই আমার কোনো ধারণা নেই?"

"কারণ আমি আপনাকে হালকা ধারণা দিতে পারি, আর তা আপনার হ্যা বা না জবাবের জন্য যথেষ্ট। যদি আপনার জবাব না হয় তালে আপনাকে সশস্ত্র পাহারায় এখান থেকে বের ক'রে নিয়ে যাওয়া হবে, আর আপনি নির্বিঘ্নে প্লেনে ক'রে ওয়াশিংটনে ফিরে যেতে পারবেন। এতে কারো কোনো ক্ষতি হবে না।"

"বলে যান।"

"ঠিক আছে," রিলি শান্তভাবে বললো, "আপনাকে অতীতে ঘটে যাওয়া কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে, পুরনো ইতিহাস, আর সেটা কোনোক্রমেই ইদানীংকালের এখানকার ঘটনা নয়। ঘটনাগুলো অস্বীকার করা হয়েছিলো, সত্যি বলতে কি, সেগুলো আসলে ধামাচাপা দেয়া হয়েছিলো। কিছু কি মনে পড়ছে, মিঃ

BanglaBook.org

আন্ডারসেক্রেটারি?"

"আমি স্টেট ডিপার্টমেন্টে কাজ করা লোক। আমরা অতীতকে তখনই ধামাচাপা দেই যখন সেটা প্রকাশের কোনো প্রয়োজন থাকে না। পরিস্থিতি বদলায়; একদিন আগের করা ভালো বিবেচনাগুলোও অনেক সময় পরের দিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আমরাও এই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি সোভিয়েত বা চাইনীজদের চেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না।"

"বেশ ভালো!" বললো হাভিলান্ড।

"না এখনও তিনি বলেন নি," হাত উঁচিয়ে অ্যাম্বাসেডরকে থামানোর ভঙ্গি ক'রে বাধা দিয়ে বললো রিলি। "আন্ডারসেক্রেটারি একজন অভিজ্ঞ কূটনীতিক। তিনি হ্যা বলেন নি, আবার নাও বলেন নি।" এনএসসি থেকে আসা লোকটি আবার ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে তাকালো, স্টিল-রিমের চশমার পেছনের চোখ দুটো আবারো শাণিত আর শীতল হয়ে উঠছে।

"আপনি কি কাজটা করবেন, মিঃ আন্ডারসেক্রেটারি, ভেতরে থাকবেন, নাকি বাইরে যাবেন?"

"আমার মনের একটা অংশ চাইছে উঠতে আর যতোটা দ্রুত সম্ভব এখান থেকে চলে যেতে," পালা করে দু'জনের দিকে তাকিয়ে বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "আর অন্য অংশটি বলছে থেকে যাও," সে থামলো, তার দৃষ্টি রিলির ওপর স্থির, সে আরো যোগ করলো, "জানি না আপনারা আসলে কী চাইছেন, তবে আমি এরজন্যে খুবই ক্ষুধার্ত অনুভব করছি।"

"আপনার এই ক্ষুধার জন্যে আপনাকে বেশ ভালো মূল্য দেয়া হবে," আইরিশ লোকটি জবাব দিলো।

"এটা তার চেয়েও বেশি," মৃদু কণ্ঠে বলে উঠলো আন্ডারসেক্রেটারি। "আমি প্রফেশনাল, আর আমিই যদি সেই লোক হই যাকে আপনাদের প্রয়োজন, তাহলে আমার আর কোনো পথ খোলা থাকে না।"

"মনে হচ্ছে কথাগুলো আবারো শোনাতে হবে," বললো রিলি। "আপনি কি চান আপনাকে বিষয়গুলো আবারো বুঝিয়ে বলি?"

"তার আর দরকার হবে না," চিন্তিত ম্যাকঅ্যালিস্টারের ভুরু জোড়া কুঁচকে গেলো, তারপর বলতে লাগলো, "আমি, এডওয়ার্ড নিউইঙ্গটন ম্যাকঅ্যালিস্টার, যা কিছু এই কনফারেন্সে বলা হয়েছে তার পুরোটাই উপলব্ধি করতে পেরেছি," সে থেমে রিলির দিকে তাকালো। "আমার মনে হয় সময়, স্থান আর সাক্ষীর ব্যাপারটা আপনিই সামলাবেন?"

"প্রবেশের তারিখ, স্থান, ঘণ্টা, মিনিট এবং চিহ্নিতকরণের ব্যাপারসহ সব হয়ে গেছে।"

"ধন্যবাদ। আমি যাবার আগেই আমাকে এর একটি কপি দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।"

"অবশ্যই," গলার স্বর না উঁচিয়েই রিলি জবাব দিয়ে সোজা উপরে তাকিয়ে

BanglaBook.org

শান্তকণ্ঠে একটি অর্ডার ইসু করলো।

"প্লিজ, নোট করুন। এই টেপটির একটি কপি যাওয়ার আগে সাবজেক্টকে দেবার ব্যবস্থা করুন। আর তার জন্য একটি যন্ত্রেরও ব্যবস্থা করুন যা দিয়ে তিনি টেপটি এখানে বসেই যাচাই করতে পারবেন। আমি কপির বিষয়টি দেখছি... আপনি বলতে থাকুন, মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার।"

"আমি এই মর্মে উল্লেখ করছি...যা কিছু এই কনফারেন্সে বলা হয়েছে, আমি সেসব তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখার শর্ত মেনে নিয়েছি, আমি অ্যাম্বাসেডর হাভিলান্ডের নির্দেশনা ব্যতীত কারো সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করবো না। আমি আরো উল্লেখ করছি যে, এসব শর্ত ভঙ্গ করলে আমাকে আদালতে অভিযুক্ত করা যাবে। তবে তেমন কোনো মামলার আবির্ভাব হলে, আমি বাদীপক্ষের বিপরীতে আইনি লড়াইয়ে নামার অধিকারও রাখবো। আমি আরো শপথ করছি যে, কোনো পরিস্থিতিতেই আমি আমার অঙ্গীকার ভঙ্গ করবো না।"

"পরিস্থিতির সাথে সাথে মানুষের প্রতিশ্রুতিও বদলায়, জানেন তো?" বললো রিলি, তবে বেশ ভদ্রভাবে।

"আমার ডিকশনারিতে তা নেই।"

"অত্যাধিক শারীরিক নির্যাতন, কেমিক্যালের অপব্যবহার, তাছাড়া আপনার চেয়েও অভিজ্ঞ কিছু পুরুষ এবং মহিলা আছে যারা ধোঁকা দিয়ে সব বের ক'রে নিতে জানে। কতো উপায়ই তো আছে, মিঃ আন্ডারসেক্রেটারি।"

"আমি আবারো উল্লেখ করছি, আমার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার মামলা হলে এবং কেউ এ ধরণের পরিস্থিতি মোকাবেলা করলে মামলাকারীর বিপক্ষে আইনি লড়াই করার সম্পূর্ণ অধিকার আমার থাকবে।"

"এতেই হবে," আবারো রিলি সোজা উপরে তাকিয়ে বললো। "টেপটি বন্ধ করো, প্লাগ খুলে ফেলো। অনুমোদন করা হলো।"

"অনুমোদন?" মাথার উপরে কোথাও রাখা স্পিকার থেকে অদ্ভুত একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠলো। "যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হলো।"

"শুরু করুন, মিঃ অ্যাম্বাসেডর," বললো লাল চুলের লোকটি। "আমি শুধু তখনই বাধা দেবো যখন প্রয়োজন বোধ করবো।"

"আমি জানি তুমি তাই করবে, জ্যাক," হাভিলান্ড ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে ঘুরলো। "আমি আগের কথাটি ফিরিয়ে নিচ্ছি, এ তো দেখছি সত্যিই ভীতিকর। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের কর্মজীবনের পর এক লাল মাথার চটকদার আমাকে শেখাচ্ছে কখন মুখ খুলতে হবে আর কখন চুপ থাকতে হবে।"

তিন জনেই একসাথে হেসে উঠলো, বৃদ্ধ কূটনীতিকটির জানা ছিলো কখন আর কিভাবে টেনশন কমাতে হয়। রিলি তার মাথা নাড়িয়ে অমায়িকভাবে হাত প্রসারিত করলো, "আমি ঠিক তা বলতে চাই নি, স্যার, আশা করি সহজে আর বাধা দিতে হবে না।"

"কী বলেন, ম্যাকঅ্যালিস্টার? চলেন একসাথে মস্কোতে পালিয়ে যাই।

BanglaBook.org

রাশিয়ানরা হয়তো আমাদেরকে গ্রামে বাড়ি ক'রে থাকতে দেবে, এদিকে ইনিও আর বিরক্ত করতে পারবেন না।"

"আপনিতো তাও গ্রামে বাড়ি পাবেন, মিঃ অ্যাম্বাসেডর। আমাকে তো একজন সাইবেরিয়ানের সাথে ফ্ল্যাট শেয়ার করতে হবে। না, ধন্যবাদ স্যার। তিনি আমাকে বিরক্ত করছেন না।"

"বেশ। আমি ভেবে অবাক হচ্ছি ওভাল অফিসের সুবিবেচনা মধ্যস্থকারীদের কেউই কখনও এনার কাজের জন্য আপনার নামে সুপারিশ করে নি, নিদেনপক্ষে তাদের উচিত ছিলো আপনাকে ইউ.এন.ও-তে পাঠানো।"

"তারা আমার অস্তিত্বের কথাই জানতো না।"

"সেই পরিস্থিতি এবার বদলাবে," কিছুটা গাম্ভীর্যের সাথে বললো হাভিলান্ড। একটু থেমে আন্ডারসেক্রেটারির দিকে তাকিয়ে গলার স্বর নীচু করলো সে, "আপনি কি কখনও জেসন বর্নের নাম শুনেছেন?"

"এশিয়াতে পোস্টিং হওয়া যে কেউ এ নামটির সাথে পরিচিত," বিভ্রান্ত কণ্ঠে ম্যাকঅ্যালিস্টার জবাব দিলো। "পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশটি খুন করা এক লোক। ভাড়াটে এই গুপ্তঘাতক তার জন্য পাতা প্রতিটি ফাঁদই এড়িয়ে গেছে। মানসিক ভারসাম্যহীন এই খুনি মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। লোকে বলে সে একজন আমেরিকান ছিলো, আমেরিকানই আছে। আমি যতোদূর জেনেছি সে গা ঢাকা দিয়েছে—সে ছিলো একজন বিতাড়িত ধর্মযাজক, একজন আমদানীকারক, যে প্রচুর অর্থ হাতিয়েছিলো। ফরেন লিজিয়নেরও প্রিয়পাত্র ছিলো সে। ঈশ্বরই জানেন আরো কতো ঘটনাই না ঘটেছে তাকে ঘিরে।"

"আমি শুধু একটি সত্যই জানি, আমরা তাকে কখনও ধরতে পারি নি, আর তাকে ধরতে না পারার ব্যর্থতা সুদূর প্রাচ্যের সাথে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্কের ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।"

"তার শিকারদের মধ্যে কি বিশেষ কোনো মিল পাওয়া গেছে?"

"না, একেকবার একেকরকম, কোনো মিল নেই। কখনও এখানে দু'জন ব্যাংকার তো কখনও সেখানে তিনজন সহকারী-রাষ্ট্রদূত—মানে সিআইএ; দিল্লীতে যাওয়া স্টেটের একজন মন্ত্রী, সিংগাপুর থেকে আসা একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি, আরো অসংখ্য রাজনীতিবিদ, সাধারণ মানুষ। তাদেরকে গাড়ি বোমায় কিংবা ফ্ল্যাট বোমায় উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া সন্দেহপ্রবণ স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিকযুগলদের স্ক্যান্ডালের বিষয়টিও রয়েছে, সেসব বিষয়েও সে হত্যাযজ্ঞের মতো সমাধান বেছে নিয়েছে। এমন কেউ নেই যাকে সে খুন করতে পিছু পা হয়। কোনো পন্থাই তার কাছে নৃশংস বা হীনমন্যতার নয়...না, কোনো বিশেষ শ্রেণী তার লক্ষ্য নয়, তার লক্ষ্য শুধু টাকা। যে সব থেকে বেশি দাম দেবে তার হয়েই কাজ করবে সে। আগেও সে পিশাচ ছিলো—এখনও সে পিশাচই আছে, যদি সে বেঁচে থাকে আর কি।"

আরো একবার হাভিলান্ড সামনে ঝুঁকলো, স্টেটের আন্ডারসেক্রেটারির দিকে

তার চোখ স্থির। "আপনি বলছেন সে গা ঢাকা দিয়েছে। সেটাই কি সব? আর কোনো খবর পান নি, কোনো গুজব অথবা এশিয়ান অ্যাম্বাসি বা কনসুলেট অফিসগুলোতে ছড়ানো কোনো গালগল্প?"

"হ্যা, একবার কিছু কথা শোনা গিয়েছিলো, কিন্তু তার কোনোটার সত্যতা নিশ্চিত করা যায় নি। আমি শেষ খবরটি শুনেছিলাম ম্যাকাও'র পুলিশদের মুখে, যেখানে বর্নের সর্বশেষ আস্তানা ছিলো। তারা বলেছিলো সে মারা যায় নি, অথবা অবসরও নেয় নি, বরং এসবের পরিবর্তে ইউরোপে পাড়ি জন্মায় আরো ধনবান ক্লায়েন্টদের খোঁজে। যদি এটাই সত্যি হয়, তাহলে তা মূল ঘটনার অর্ধেক অংশ। পুলিশ আরো দাবি করে বর্নের বেশ কয়েকটি কন্ট্রাক্ট বাজে ফল বয়ে এনেছিলো, যেমন একবার সে ভুল লোককে হত্যা করে বসে, যে কিনা মালয়েশিয়ার আন্ডারওয়ার্ল্ডের ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিলো, আরেক ক্ষেত্রে সে তার ক্লায়েন্টের স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে। হয়তো তার আর কোনো পথ খোলা ছিলো না—হয়তো ছিলো।"

"আপনি কি বলতে চাইছেন?"

"অধিকাংশ ব্যক্তি এ গল্পের প্রথম অংশটি বিশ্বাস করে, দ্বিতীয়টি বিশ্বাস করে না। বর্ন ভুল লোককে হত্যা করতো না, বিশেষ ক'রে সে ধরণের কোনো লোকের বেলায়। আর সে যদি তার কোনো ক্লায়েন্টের স্ত্রীকে ধর্ষণ করতো যা কিনা অবিশ্বাস্য, সে তা করতো প্রচণ্ড ঘৃণা এবং প্রতিশোধের স্পৃহা থেকেই। তার স্বামীকে সেটা দেখতে বাধ্য করতো সে, শেষে দু'জনকেই হত্যা করতো। না, আমরা শুধু প্রথম অংশটিই বিশ্বাস করি। সে ইউরোপে পাড়ি জমায় বড় বড় রুই কাতলাদের জালে ফেলার জন্য।"

"আপনাদেরকে সেই অংশটি বিশ্বাস করানো হয়েছে," চেয়ারে হেলান দিয়ে বললো হাভিলান্ড।

"দুঃখিত, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না?"

"স্বাধীন ভিয়েতনাম পরবর্তী সময়ে জেসন বর্ন শুধু একজন ব্যক্তিকেই হত্যা করেছিলো, সেই লোকটি ছিলো আধপাগলা অপরাধী, তাও সেই উন্মাদ তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলো বলেই।"

হতবাক ম্যাকঅ্যালিস্টার কূটনীতিকটির দিকে তাকালো। "আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

"আপনি এই মুহূর্তে জেসন বর্ন নামের যে ব্যক্তি সম্পর্কে বিশদ জানালেন তার কোনো অস্তিত্বই নেই। পুরোটাই কল্পকাহিনী।"

"এটা সত্যি হতে পারে না।"

"এর চেয়ে বড় সত্যি আর হয় না। সুদূর প্রাচ্যে তখন ছিলো দাঙ্গাহাঙ্গামার সময়। গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেলের বাইরে কাজ করা ড্রাগ নেটওয়ার্কগুলো এক বিশৃঙ্খল, গোপন যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলো। রাষ্ট্রদূত, সহকারী রাষ্ট্রদূত, পুলিশ, রাজনীতিবিদ, ক্রিমিনাল গ্যাং, সীমান্তরক্ষী, সমাজের উঁচু আর নিম্নস্তরের লোকেরা সবাই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলো। অপরিমেয় পরিমাণের ঢালা অর্থ ছিলো দুর্নীতির মূল জ্বালানি

BanglaBook.org

শক্তি। যেখানে যখনই কোনো উল্লেখযোগ্য হত্যাকাণ্ড ঘটতো পরিস্থিতি বা দোষীদের পাশ কাটিয়ে বর্ন দৃশ্যপটে ঢুকে পড়তো আর খুনের দায়ভার নিয়ে নিতো নিজ কাঁধে।"

"সে-ই আসল হত্যাকারী," জোর দিয়ে বললো হতভম্ব ম্যাকঅ্যালিস্টার। "সেখানে আলামত থাকতো, তার আলামত। সবাই তা জানে!"

"সবাই তাই ধরে নিয়েছিলো, মিঃ আন্ডারসেক্রেটারি। পুলিশকে করা একটি ভুয়া ফোন কল, মেইলে পাঠানো একটি ছোটো কাপড়ের টুকরো, দিন কয়েক পরে ঝোঁপের পাশে খুঁজে পাওয়া কালো রুমাল। সবই ছিলো পরিকল্পনার অংশ।"

"পরিকল্পনা? আপনি কি বলতে চাইছেন?"

"জেসন বর্ন—আসল জেসন বর্ন—একজন স্বীকৃত হত্যাকারী ছিলো, পলাতক আসামী, তার জীবনের অবসান ঘটে মাথায় বুলেটের আঘাতে তাম কুয়ান নামক একটি জায়গায় ভিয়েতনাম যুদ্ধের শেষের দিকে। লোকটি ছিলো বিশ্বাসঘাতক। তার লাশ পড়ে ছিলো পচার জন্য—এভাবেই সে উধাও হয়ে যায়। বেশ কয়েক বছর পরে যে লোকটি তাকে হত্যা করে সে তারই পরিচয় ধারণ ক'রে আমাদের একটি প্রজেক্টে কাজ শুরু করে, প্রজেক্টটি প্রায় সফল হচ্ছিলো, সফল হওয়াই উচিত ছিলো, কিন্তু শেষমেষ ভুল পথে চলে যায় সে।"

"কোন্ পথে?"

"নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সেই লোকটি, অত্যন্ত সাহসী লোকটি, যে কিনা আমাদের জন্য আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায়। 'জেসন বর্ন' নামটি তিন বছর ধরে ব্যবহার করে সে, তারপর মারাত্মকভাবে আহত হলে সেই আঘাতের ফলে সে অ্যামনেসিয়ায় আক্রান্ত হয়। নিজের স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলে, সে জানতো না সে আসলে কি ছিলো বা কি হওয়ার চেষ্টা করছে।"

"হায় ঈশ্বর!"

"সে বাধ্য হয়েছিলো একটি কঠিন পথ বেছে নিতে। ভূ-মধ্যসাগরের এক দ্বীপের মাতাল এক ডাক্তারের কাছে সে চিকিৎসা নেয় তার অতীতকে খুঁজে পেতে, তার পরিচয় খুঁজে পেতে, আর এখানেই সে ব্যর্থ হয়। সে ব্যর্থ হয়, কিন্তু সেই মহিলাটি যে তার পাশে এসে দাঁড়ায়, এতো সহজে হাল ছাড়ে নি। সেই মহিলা বর্তমানে তার স্ত্রী। তার মনের বিশ্বাস ছিলো নির্ভুল; সে জানতো তার স্বামী খুনি নয়। সে তাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাধ্য করতো তার কথা শুনতে, তার বিশেষ ক্ষমতাগুলোর পরীক্ষা করাতে, এবং শেষমেষ যোগাযোগ করতে, যা তাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে। কিন্তু আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল, আধুনিক গোয়েন্দা সংস্থা, আমরা এসব মানবিক দিকগুলো উপেক্ষা করি। তাকে ধরার জন্য আমরা ফাঁদ পাতি—"

"আমাকে কথার মাঝে একটু বাধা দিতেই হচ্ছে, মিঃ অ্যাম্বাসেডর," বললো রিলি।

"কেন?" হাভিলান্ড জানতে চাইলো। "আমরা এটাই করেছিলাম আর তাছাড়া

BanglaBook.org

এখন তো কথা টেপ করা হচ্ছে না।"

"সেটা ছিলো একজন ব্যক্তি বিশেষের পরিকল্পনা, ইউনাইটেড স্টেট্‌সের গভর্নমেন্টের নয়। সেটা স্পষ্ট ক'রে দেয়া উচিত, স্যার।"

"ঠিক আছে," মাথা ঝুঁকিয়ে কূটনীতিক সায় দিলো। "তার নাম ককলিন, কিন্তু এটা অপ্রাসঙ্গিক, জ্যাক।"

"গভর্নমেন্টের একজন কর্মচারী একাই কাজ করার উদ্যোগ নিয়েছিলো। এটাই ঘটেছে। গভর্নমেন্টের কর্মী তার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা করেছে।"

"কিন্তু কেন?" ম্যাকঅ্যালিস্টার প্রশ্ন করলো। সামনে ঝুঁকে বসলো সে, গল্পটি তাকে যেনো মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে তুলেছে।

"সে আমাদেরই একজন ছিলো। তাকে কেন কেউ হত্যা করতে চাইবে?"

"তার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হওয়াকে অন্য দৃষ্টিতে দেখা হয়েছিলো। ভুল ভাবা হয়েছিলো যে, সে দল বদল করেছে, সে তার তিনজন নিয়ন্ত্রককে হত্যা করেছে এবং গভর্নমেন্টের ফান্ড থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাত ক'রে পালিয়ে গেছে, প্রায় পাঁচ মিলিয়ন ডলার বা সমতুল্য অর্থ।"

"পাঁচ মিলিয়ন ডলার?" বিস্মিত আন্ডারসেক্রেটারি ধীরে ধীরে চেয়ারে হেলান দিয়ে বললো। "এ বিশাল পরিমাণ ফান্ড তার ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিলো?"

"হ্যা," বললো অ্যাম্বাসেডর। "সেটাও পরিকল্পনারই অংশ ছিলো, প্রজেক্টের একটা অংশ।"

"আমি মনে করি ঠিক এ জায়গায় নীরবতা পালন করা প্রয়োজন। আমি প্রজেক্টের কথা বলছি।"

"এরকমই অর্ডার দেয়া আছে," বললো রিলি। "প্রজেক্টের স্বার্থের জন্যে নয় বরং লোকটির স্বার্থের জন্য, যাকে আমরা জেসন বর্ন বানিয়েছি।"

"অস্পষ্ট শোনাচ্ছে।"

"খুব শীঘ্রই স্পষ্ট হয়ে যাবে।"

"প্রজেক্টটা কি, দয়া ক'রে খুলে বলুন।"

রিলি তাকালো রেমন্ড হাভিলান্ডের দিকে; কূটনীতিক সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালে তারপর বলতে লাগলো, "আমরা একজন খুনি তৈরি করেছিলাম ইউরোপের সবচেয়ে ভয়ংকর গুপ্তঘাতককে খুঁজে বের ক'রে তাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে।"

"কার্লোস?"

"খুব দ্রুতই ধরতে পেরেছেন, মিঃ আন্ডারসেক্রেটারি।"

"আর কে ছিলো সেখানে? এশিয়াতে বর্ন আর জ্যাকেলের মাঝে প্রায়ই তুলনা করা হতো।"

"সে ধরণের তুলনাকে উৎসাহিত করা হতো," বললো হাভিলান্ড। "প্রজেক্টের কর্তারা—ট্রেডস্টোন সেভেনটি ওয়ান নামের একটি দল—প্রায়ই সেগুলোকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ছড়িয়ে দিতো। নামটি নেয়া হয়েছে নিউ ইয়র্কের সেভেনটি ফার্স্ট

BanglaBook.org

স্ট্রটের একটি নতুন বাড়ি থেকে যেখানে নতুন জেসন বর্নকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছিলো। এখান থেকেই নির্দেশনা দেয়া হতো, এই নামটি হয়তো আপনি আগেও শুনে থাকবেন।"

"বুঝতে পারছি," চিন্তিতভাবে বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "আর সেই তুলনাগুলো বর্নের খ্যাতি বৃদ্ধির সাথে সাথেই বাড়তে থাকলো, কার্লোসের জন্য সেটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ালো। সে সময়ই বর্ন ইউরোপে পাড়ি জমালো জ্যাকেলকে সামনাসামনি মোকাবেলা করার জন্যে। তাকে বের হয়ে আসতে বাধ্য করতে এবং তার মুখোমুখি হতে।"

"দ্রুত বুঝেছেন, মিঃ আন্ডারসেক্রেটারি। "মোদ্দা কথায়, এটাই ছিলো মূল পরিকল্পনা।"

"অসাধারণ। যথেষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত। এটা বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ হবার দরকার নেই।"

"আপনিও অসাধারন একজন—"

"আপনি বলছেন এই লোকটি, যে বর্ন সেজেছিলো, সেই রূপকথার গুপ্তঘাতক তিন বছর ধরে এই খেলা খেলেছে, তারপর আহত হয়েছে।"

"তাকে গুলি করা হয়েছিলো," বাধা দিয়ে বললো হাভিলান্ড। "তার করোটির মেমব্রেনের কিছু অংশ উড়ে যায় এর ফলে।"

"এবং স্মৃতিশক্তি হারায়?"

"সম্পূর্ণভাবে।"

"হায় ঈশ্বর!"

"এতো কিছু ঘটার পরেও এক মেয়ের সাহায্যে সে স্মৃতি ফিরে পেতে শুরু করে। আর ঘটনাচক্রে ঐ মেয়েটি হলো কানাডিয় সরকারের একজন অর্থনীতিবিদ। অসাধারণ এক গল্প, তাই না?"

"এটা তো অবিশ্বাস্য। কিন্তু কোন্ ধরণের মানুষ এটা করবে, মানে করতে পারবে কি?"

লাল চুলের জন রিলি খুক্ ক'রে কাশি দিলে অ্যাম্বাসেডর চোখের ইশারায় বাধা দিলো।

"আমরা এখন গ্রাউন্ড জিরো'তে এসে পৌছেছি," মোটাসোটা লোকটা একটু নড়েচড়ে ব'সে ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে তাকিয়ে বললো। "আপনার যদি কোনো সন্দেহ থাকে তবে আমি আপনাকে এখনও চলে যেতে দিতে রাজি আছি।"

"আমি কথাটা পুণরায় বলার চেষ্টা করবো না। আপনার কাছে আপনার ঐ টেপটা রয়েছে।"

"এটা আপনার অভিরুচি।"

"আমার মনে হয় আপনারা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলতে চাচ্ছেন যে, এ নিয়ে কোনো বিচার পর্যন্ত হয় নি।"

"এটা আমি কখনও বলি নি।"

BanglaBook.org

ম্যাকঅ্যালিস্টার ঢোক গিললো, এনএসসি থেকে আগত লোকটির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলো তার। হাভিলান্ডের দিকে ফিরলো এবার। "হ্যা, বলে যান, মিঃ অ্যাম্বাসেডর। এই লোকটা আসলে কে? কোত্থেকে এসেছে সে?"

"তার নাম ডেভিড ওয়েব। বর্তমানে সে মেইন-এ অবস্থিত ছোটোখাটো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অরিয়েন্টাল স্টাডিজের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছে। যে কানাডিয় মহিলা তাকে বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে বের হতে সাহায্য করেছে তাকেই সে বিয়ে করেছে। ঐ মহিলা ছাড়া সে বেঁচে থাকতে পারতো না। খুন হয়ে যেতো—আবার এও ঠিক, তাকে ছাড়া ঐ মহিলাও জুরিখ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারতো না। অনেক আগেই লাশ হয়ে যেতো।"

"অসাধারণ," বিড়বিড় ক'রে ম্যাকঅ্যালিস্টার বললো।

"আসল কথা হলো ঐ মহিলা তার দ্বিতীয় স্ত্রী। তার প্রথম স্ত্রী এক হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছিলো—ঠিক তখন থেকেই আমাদের কাছে তার গল্পটা শুরু হয়। এর কয়েক বছর আগে ওয়েব ছিলো নমপেনে কর্মরত ফরেন সার্ভিসের একজন তরুণ অফিসার। প্রাচ্যের উপর অগাধ পাণ্ডিত্য আর সেখানকার একাধিক ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতো সে। থাইল্যান্ডের এক মেয়েকে বিয়ে করেছিলো। গ্র্যাজুয়েট স্কুলে পড়ার সময় সেই মেয়ের সাথে তার পরিচয়। নদী তীরবর্তী এক বাড়িতে দু'সন্তান নিয়ে তারা বসবাস করতো। তার জন্য ওটা ছিলো আদর্শ জীবন, তার জগত নিয়েই সে ব্যস্ত ছিলো। আর ওখানে ওয়াশিংটনেরও দরকার ছিলো তার মতো দক্ষ একজনের। এর কিছুদিন পরেই ভিয়েতনামে সংঘর্ষ লেগে যায়। একদিন সকালে তার স্ত্রী আর বাচ্চারা পানিতে খেলা করছিলো, হঠাৎ একটি জেটফাইটার তাদের দিকে ছুটে আসে, কেউ জানতে পারে নি সেটা কোন্ পক্ষের ছিলো। ওয়েব কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্লেনটি তার স্ত্রী আর বাচ্চাদের উপর আক্রমণ ক'রে বসে, ঝাঁঝরা ক'রে দেয় সবাইকে। হতবিহ্বল ওয়েব নদীর তীরে ভাসতে থাকা দেহগুলোর কাছে পৌছানোর চেষ্টা করে। দেহগুলোকে জড়িয়ে ধরে অসহায়ভাবে ওয়েব চিৎকার করতে থাকে দূরে চলে যাওয়া প্লেনটির দিকে।"

"কি ভয়ংকর," ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"এরপর থেকেই ওয়েব পুরোপুরি বদলে যায়। সে এমন কিছু হয়ে যায় যা সে কখনই ছিলো না, এমন কিছু যা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। সে হয়ে যায় ডেল্টা নামে পরিচিত একজন গেরিলা ফাইটার!"

"ডেল্টা?" ম্যাকঅ্যালিস্টার বিস্ময় প্রকাশ করলো। "গেরিলা ফাইটার? আমি ঠিক বুঝলাম না।"

"না বোঝাই স্বাভাবিক," রিলির দিকে এক পলক দেখে নিয়ে স্টেট থেকে আসা লোকটির দিকে ফিরলো সে। "যেমনটা জ্যাক বলছিলো, আমরা এখনও গ্রাউন্ড জিরোতেই আছি। ক্ষোভ আর প্রতিশোধের আগুনে জ্বলতে থাকা ওয়েব। ককলিন নামের একজন সি.আই.এ অফিসারের সাহায্যে সায়গন থেকে পালিয়ে গিয়ে মেডুসা নামের একটি গোপন অপারেশনে যোগ দেয়। এই ককলিনই কয়েক

BanglaBook.org

বছর পরে তাকে হত্যার চেষ্টা করে। মেডুসাতে যারা যোগ দিয়েছিলো তারা কেউই তাদের আসল নাম ব্যবহার করতো না, শুধু গৃক বর্ণমালার কিছু বর্ণকে সাঙ্কেতিক নাম হিসেবে ব্যবহার করতো তারা। সে থেকেই ওয়েব হয়ে যায় ডেল্টা ওয়ান।"

"মেডুসা? কখনও শুনি নি তো।"

"গ্রাউন্ড জিরো," বললো রিলি। "মেডুসা ফাইলটি এখনও গোপনীয় একটি বিষয়। তবে এ ক্ষেত্রে আমরা কিছু সীমিত তথ্য প্রকাশ করার অনুমতি পেয়েছি। মেডুসা ইউনিটগুলো তৈরি হয়েছিলো বিভিন্ন দেশের লোক নিয়ে, যারা উত্তর এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত ছিলো। ওখানকার বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো তারা চিনতো। সত্যি কথা বলতে কি, তাদের অধিকাংশই ছিলো অপরাধী—মাদকদ্রব্য, সোনা-দানা, অস্ত্রশস্ত্র, জুয়েলারী—নিষিদ্ধ সব বস্তুর চোরাচালানকারী। আরো ছিলো পলাতক আসামী, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত খুনি...এবং অ্যাঙ্গলো ঔপনিবেশিক, যাদের ব্যবসা দু'পক্ষের দ্বারাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলো। তারা আমাদের মিশনে অর্থ ঢালছিলো এই আশায় যে, আমরা তাদের সকল সমস্যা দূর করবো। মেডুসা ছিলো একটি আদর্শ গুপ্তঘাতক দল, আপনি একে সাক্ষাৎ যমও বলতে পারেন, যদিও আমরা তা বলি না। মিশনটিতে কিছু ভুলভ্রান্তি হয়েছিলো। লাখ লাখ টাকা চুরি হলে এর সদস্যদের ওপর এর দায়ভার চাপানো হয়। এ ধরণের বদনাম রটার কারণেই ওয়েবের মতো অধিকাংশ লোককেই আর্মি বা অন্য কোনো সভ্য কাজে নেয়া হয় নি।"

"তার মতো শিক্ষিত, যোগ্য লোক স্বেচ্ছায় এ কাজে নেমেছিলো?"

"এ কাজে নামার পেছনে তার স্পষ্ট একটি উদ্দেশ্য ছিলো," বললো হাভিলান্ড। "যতোদূর সে জানতে পেরেছিলো নমপেনের ঐ প্লেনটি ছিলো উত্তর ভিয়েতনামের।"

"কেউ কেউ বলতো সে পাগল হয়ে গেছে," রিলি বলতে শুরু করলো। "অন্যেরা দাবি করতো সে একজন অসাধারণ পরিকল্পনাকারী, ব্যতিক্রমী গেরিলা ফাইটার যে কিনা প্রাচ্যের মানুষগুলোর মনমানসিকতা বুঝতো। সে মেডুসার সবচেয়ে ভয়ংকর মিশনগুলো পরিচালনা করেছে, তাকে সবাই ভয় পেতো। সে ছিলো নিয়ন্ত্রণের বাইরে, নিজের তৈরি আইনেই চলতো সে। যেনো মনে মনে সেই প্লেনের পাইলটিককে খুঁজে বেড়াতো যে তার জীবন শেষ করে দিয়েছে। এটা ছিলো তার যুদ্ধ, তার প্রতিশোধ। সে শান্ত্বনা খুঁজে পেতো নৃশংসতার মাঝে। হয়তো সে নিজের মৃত্যুই খুঁজে বেড়াচ্ছিলো।"

"মৃত্যু...?" আন্ডারসেক্রেটারি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো।

"সে সময় সবাই তাই মনে করছিলো," বাধা দিয়ে বললো অ্যাম্বাসেডর।

"যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলো," বললো রিলি, "ওয়েব, ডেল্টা, এমনকি আমাদের জন্যেও যুদ্ধটি খুব শোচনীয়ভাবে শেষ হলো। তার আর বাঁচার কোনো অর্থই থাকলো না। উদ্দেশ্যহীন, প্রতিশোধহীন, নিরর্থক এক জীবন। তখন আমরাই এগিয়ে গেলাম, তাকে বাঁচার একটি লক্ষ্য দিলাম, অথবা বলা যায় তাকে মরার

BanglaBook.org

একটি পথ দেখিয়ে দিলাম।"

"এরপরই সে বর্ন হয়ে কার্লোস দি জ্যাকেলের পিছু নেয়," ম্যাকঅ্যালিস্টার বললো।

"হ্যা," ইন্টেলিজেন্সের অফিসারটি জবাব দিলে কয়েক মুহূর্তের জন্যে সবাই চুপ মেরে গেলো।

"আমরা তাকে ফেরত চাই," বললো হাভিলান্ড। শান্ত কণ্ঠে বলা শব্দগুলোও যেনো প্রচণ্ড কষাঘাতের মতো শোনালো।

"কার্লোস আবার দেখা দিয়েছে?"

কূটনৈতিক তার মাথা ডানে বামে নাড়ালো। "ইউরোপে নয়; তাকে আমাদের এশিয়াতে ফেরত চাই, আর নষ্ট করার মতো এক মিনিটও আমাদের হাতে নেই।"

"নতুন কেউ? অন্য কেনো টার্গেট?" ম্যাকঅ্যালিস্টার ঢোক গিললো। "আপনি তার সাথে কথা বলেছেন?"

"আমরা তার কাছে যেতে পারি না, সামনাসামনি তো নয়ই।"

"কেন?"

"সে আমাদের দরজা দিয়ে ঢুকতেই দেয় না। ওয়াশিংটনের বাইরের কাউকেই সে বিশ্বাস করে না, আর এজন্যে তাকে দোষও দেয়া যায় না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সে সাহায্য চেয়েছে, কিন্তু আমরা তাকে কোনো সাহায্য করি নি। উল্টো তাকেই মারতে চেষ্টা করেছিলাম।"

"আমি আবারো বাধা দিতে বাধ্য হচ্ছি," বললো রিলি, "আমরা হত্যার চেষ্টা করি নি। ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি ক'রে শুধু একজন ব্যক্তি বিশেষ তাকে হত্যার চেষ্টা করেছিলো। আর বর্তমানে গভর্নমেন্ট ওয়েবের সিকিউরিটির জন্য বাৎসরিক চার লাখ ডলারেরও বেশি ব্যয় করছে।"

"সে এটা নিয়ে উপহাস করে। সে বিশ্বাস করে এটা কার্লোসকে বের করার জন্য একটা ফাঁদ মাত্র। সে মনে করে আমরা তাকে পরোয়া করি না, আর তার ধারণাকে খুব একটা অযৌক্তিকও বলা যায় না। তার যুক্তি হলো, সে কার্লোসকে দেখেছে কিন্তু কার্লোস দি জ্যাকেল জানে না সে তার স্মৃতিশক্তি হারিয়েছে। তাই জ্যাকেল অবশ্যই ওয়েবকে খুঁজে বের করবে। আর যদি সে খুঁজতে আসে তাহলে আমরা তাকে ধরার দ্বিতীয় সুযোগটি পেয়ে যাবো।"

"তাকে খুঁজে পাওয়া কার্লোসের জন্যে মোটেও সম্ভব নয়। সত্যি বলতে কি, এ সম্ভাবনা একোবরে শূন্যের কোঠায়। ট্রেডস্টোনের রেকর্ডগুলো সব মুছে ফেলা হয়েছে, আর ওয়েব এখন কোথায় আছে, কি করছে এসব তথ্য কোথাও পাওয়া যাবে না।"

"ধীরে, মিঃ রিলি," উৎসুকভাবে বললো হাভিলান্ড। "তার শিক্ষাজীবন আর অতীতের দিকে তাকান। তার পক্ষে তথ্য খুঁজে বের করা কি খুব কঠিন হবে? তার কাজে নিয়ে অনেক লেখাও বেরিয়েছে।"

"আপনি হয়তো ভুল বলছেন না, মিঃ অ্যাম্বাসেডর," রিলি কিছুটা নিস্তেজ

BanglaBook.org

ভঙ্গিতে জবাব দিলো। "আমি সবকিছু স্পষ্ট করতে চাই। খোলাখুলিই বলছি, ওয়েবের ব্যাপারটি খুব সাবধানে দেখতে হবে। সে তার স্মৃতিশক্তির অনেকটাই পুণরুদ্ধার করেছে কিন্তু সবটা নয়। তবে সে মেডুসা সম্পর্কিত অনেক কিছুই মনে করতে পারছে যা দেশের স্বার্থের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে।"

"কিভাবে?" প্রশ্ন করলো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"আমরা বলছি না এটাই সেরা সমাধান ছিলো বা এটা ছিলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট পন্থা, এটা ছিলো যুদ্ধকালীন মিলিটারি স্ট্র্যাটেজি মাত্র। এমন একটি স্ট্র্যাটেজি যার না ছিলো কোনো অনুমোদন, না ছিলো ডকুমেন্ট না ছিলো কোনো পরিচিতি। অফিসিয়ালি এর কোনো অস্তিত্বই ছিলো না।"

"তা কি ক'রে সম্ভব? এর পেছনে ফান্ড ঢালা হয়েছিলো, আর ফান্ড থেকে যখন খরচ করা হয়—"

"আমাকে নিয়ম শেখাবেন না," বাধা দিয়ে বললো ইন্টেলিজেন্সের মোটাসোটা অফিসারটি। "আমাদের কথা এখন টেপ করা হচ্ছে না, কিন্তু আপনারটি আগেই করা হয়েছে।"

"এটাই কি আপনার জবাব?"

"না, জবাব হলো এটা : যুদ্ধাপরাধ আর হত্যা কমানোর জন্য সংবিধানে কোনো নিয়ম নেই, মিঃ আন্ডারসেক্রেটারি। আর সে সময় আমাদের ফোর্স, এমনকি আমাদের মিত্রবাহিনীও হত্যা এবং অন্যান্য গুরুতর অপরাধের শিকার হচ্ছিলো। অধিকাংশই সংঘটিত হচ্ছিলো কিছু খুনি আর চোরদের দ্বারা, যারা চুরি-ডাকাতি, ধর্ষণ আর হত্যা ক'রে বেড়াচ্ছিলো। তারা ছিলো মানসিক ভারসাম্যহীন অপরাধী। এজন্যে মেডুসা কিছু কিছু দিক দিয়ে যথেষ্ট কার্যকর ছিলো, যদিও তা ছিলো একটা ট্র্যাজিক ভুল, ক্ষোভ আর হতাশার মাঝে জন্ম নেওয়া একটি সমাধান। পুরনো সেই ক্ষত টেনে এখন আর কি লাভ? নিজেদের গা না বাঁচিয়ে যদি বলি সুশীল সমাজ হয়তো আমাদের একঘরেই ক'রে দিতে চাইবে।"

"যেমনটা আমি বলে থাকি," শান্ত কণ্ঠে বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার, "স্টেট ডিপার্টমেন্টে আমরা পুরনো ক্ষত টেনে তোলাতে বিশ্বাসী নই," সে অ্যাম্বাসেডরের দিকে ঘুরলো। "আমি ব্যাপারটা বুঝতে শুরু করেছি। আপনারা চান আমি এই ডেভিড ওয়েবের সাথে যোগাযোগ করি, এশিয়াতে ফিরে যাবার জন্য তাকে রাজি করাই। অন্য একটি প্রজেক্টের কাজে, অন্য একটি টার্গেটের লক্ষ্যে—যদিও আমি আমার সারা জীবনে এ ধরণের কাজের সাথে পরিচিত নই। আমি ধরে নিচ্ছি আমাদের কর্মজীবনের কোথাও কিছু সূক্ষ্ম মিল রয়েছে—আমরা দু'জনেই এশিয়ার লোক। আমাদের দু'জনেরই সুদূর প্রাচ্যের ইস্যুগুলো নিয়ে গভীর ধারণা আছে, আর আপনারা মনে করছেন সে আমার কথা শুনবে।"

"ঠিক, তাই।"

"কিন্তু আপনারাই বলছিলেন সে আপনাদের কথায় ভ্রূক্ষেপও করে না। এখানেই আমার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। আমি কি ক'রে এটা করবো?"

"আমরা একসাথে মিলে এটা করবো। আগে যেমন সে নিজের তৈরি নিয়মে চলতো, এখন তাকে চালানোর জন্য আমরা আবার নিয়ম বানাবো। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

"শুধুমাত্র এজন্যে যে, আপনারা কোনো একজনকে হত্যা করতে চাচ্ছেন?"

"নিষ্ক্রিয় করাটাই যথেষ্ট হবে। আর এটা করতেই হবে।"

"ওয়েব কি সেটা করতে পারবে?"

"না। তবে জেসন বর্ন পারবে। অত্যাধিক মানসিক চাপের মুখে আমরা তাকে তিন বছরের জন্য একা ছেড়ে দিয়েছিলাম—এরপরই হঠাৎ সে তার স্মৃতিশক্তি হারায়, দিশেহারা হয়ে ছুটতে থাকে। তারপরও সে তার অসাধারণ দক্ষতাগুলো ফিরে পেয়েছে—অনুপ্রবেশ ক'রে খুন করার দক্ষতা। আমি নিজেই অবাক হয়েছি।"

"বুঝলাম। যেহেতু এখন আমাদের কথা আর টেপ করা হচ্ছে না—আবার এটাও ঠিক সেরকম হবার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে—" আন্ডারসক্রেটারি অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে রিলির দিকে তাকালে সে মাথা নাড়িয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলো। "টার্গেট কে হবে তা কি আমি জানতে পারি?"

"অবশ্যই পারেন, আর আমি চাই আপনি নামটি আপনার মাথাতে গেঁথে ফেলুন, মিঃ আন্ডারসেক্রেটারি। তিনি চীনের একজন মিনিস্টার, নাম শেঙ্গ চোউ ইয়াঙ্গ।"

ম্যাকঅ্যালিস্টার ক্ষোভে ফেঁটে পড়লো। "আমি এ হতে দিতে পারি না, আর আমার মনে হয় আপনারা জানেন কেন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের অর্থনীতিবিদদের এমন একজন যাকে কেউ সরাতে পারে না, সত্তরের দশকের শেষ দিকে পিকিংয়ে আমরা একসাথে ট্রেড কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছি। আমি তার উপর অনেক লেখা পড়েছি, তাকে নিয়ে রিসার্চ করেছি। শেঙ্গ ছিলো আমার প্রতিপক্ষ আর তার খোঁজখবর নেওয়া আমার জন্য দরকার হয়ে পড়েছিলো। আমার সন্দেহ হচ্ছে এসব আপনারা আগে থেকেই জানতেন।"

"ওহ্?" ধূসর চুলের অ্যাম্বাসেডরের ভুরু কুঁচকে গেলো, ম্যাকঅ্যালিস্টারের বিরোধীতা অগ্রাহ্য করে সে প্রশ্ন করলো, "আর তাকে নিয়ে রিসার্চ ক'রে আপনি কি জানতে পেরেছেন?"

"তাকে যথেষ্ট প্রতিভাবান এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী হিসেবে গণ্য করা হতো, পরে পিকিংয়ে তার উত্থানও তাই প্রমাণ করে। বেশ কয়েক বছর আগে যখন সে সাংহাইয়ের সুদান ইউনিভার্সিটিতে ছিলো, সেন্ট্রাল কমিটির কয়েকজন স্কাউটের নজরে সে পড়ে। বিশেষ ক'রে ইংরেজি ভাষার উপর তার দক্ষতা আর পাশ্চাত্যের অর্থনীতির ওপর জটিল এবং অসাধারণ জ্ঞান থাকার জন্য।"

"আর কিছু?"

"তাকে যথেষ্ট সম্ভাবনাময় মনে করা হচ্ছিলো, অনেক যাচাই বাছাইয়ের পর তাকে গ্র্যাজুয়েশনের জন্য লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস-এ পাঠানো হয়।"

BanglaBook.org

"তার বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য ছিলো?"

"শেঙ্গ একজন স্বীকৃত মার্কস্‌বাদী, অন্তত রাষ্ট্র তাই মনে করতো, তবে ক্যাপিটালিস্টদের মুনাফানীতির প্রতিও তার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিলো।"

"বুঝতে পারছি," বললো হাভিলান্ড। "সে কি সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যর্থতাকে মেনে নিয়েছিলো?"

"তিনি সোভিয়েত ব্যর্থতার পেছনে উচ্চপদস্থ রাশিয়ানদের দুর্নীতির প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ আর নিম্নপদস্থ রাশিয়ানদের অ্যালকোহল আসক্তিকে মূল কারণ হিসেবে তুলে ধরেন। এমনকি তাদের শিল্পকেন্দ্রগুলো থেকে এ ধরণের অনিয়ম আর দুর্নীতি দূর করার পেছনে তার যথেষ্ট অবদানও রয়েছে।"

"শুনে মনে হচ্ছে সে আই.বি.এম থেকে ট্রেনিং নিয়েছে।"

"তিনি পি.আর.সি'র অনেক ট্রেড পলিসির মূল হোতা। চীনকে তিনি অনেকভাবে লাভবান করেছেন।" আবারো আন্ডারসেক্রেটারি তার চেয়ার থেকে সামনে ঝুঁকলো, তার চোখে উত্তেজনা, তার ব্যবহারে বিস্ময়—হতবাক বললে হয়তো আরও বেশি মানাবে। "হায় ঈশ্বর, পশ্চিমের কেউ কেন শেঙ্গ'কে মারতে চাইবে? এটা অযৌক্তিক। সে আমাদের অর্থনৈতিক মিত্র, আদর্শগত দিক দিয়ে আমাদের থেকে ভিন্ন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রটির সাথে স্থিতিশীল সম্পোর্কন্নোয়নে সে বড় ভূমিকা রাখতে পারে! তার দ্বারা বা তার মতো লোকদের মাধ্যমেই তো ওখানে আমাদের একটা অবস্থান রয়েছে। তার অনুপস্থিতি বড় ধরণের বিপর্যের সৃষ্টি করতে পারে। আমি একজন প্রফেশনাল চীনা বিশেষজ্ঞ, মিঃ অ্যাম্বাসেডর, আর আমি আবারো বলছি, আপনারা যা করতে যাচ্ছেন তা একেবারেই অযৌক্তিক। আপনার মতো দক্ষ লোকের পক্ষে এটা আমাদেরও আগে বোঝা উচিত ছিলো।"

অভিজ্ঞ কূটনীতিক তার শাণিত দৃষ্টি দিয়ে আন্ডারসেক্রেটারির দিকে তাকালো, এরপর এমন ধীরস্থির ভঙ্গিতে কথা বলতে লাগলো যেনো প্রতিটি শব্দ তিনি বেছে বেছে বলছেন। "কিছুক্ষণ আগেও আমরা গ্রাউন্ড জিরোতে ছিলাম। ডেভিড ওয়েব নামের একজন সাবেক ফরেন সার্ভিস অফিসার আপনার সামনেই জেসন বর্ন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো। ঠিক সেভাবেই, আপনি যে শেঙ্গ চোউ ইয়াঙ্গ'কে চেনেন, যাকে প্রতিপক্ষ হিসেবে নিরীক্ষণ করেছেন, সে আর আগের সেই মানুষটি নেই। সে ওরকম হয়ে উঠেছিলো একটা উদ্দেশ্যে।"

"কী যা তা বলছেন?" পাল্টা বলে উঠলো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "তার সম্পর্কে আমি যা যা বলেছি তার সবই অফিশিয়ালি অত্যন্ত গোপন এমন সব রেকর্ডে রেকর্ড করা আছে, আর সেটা কেবলমাত্র আমার পক্ষেই দেখা সম্ভব।"

"কেবল আপনার পক্ষে?" উদাস ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলো অ্যাম্বাসেডর। "কেবল আপনার জন্যে, কেবল আপনিই বলতে পারবেন—বাঘের লেজ নাড়ার মতো ব্যস্ত। কেবল আপনি দেখতে পারবেন, এই বলে যারা এসব রিপোর্টে সিল মারে তাদের কোনো ধারণাই ওগুলো কোত্থেকে এসেছে। ফাইলগুলো তাদের কাছে আছে এটাই তাদের জন্যে অনেক বড় একটি ব্যাপার। না মিঃ আন্ডারসেক্রেটারি, এটা যথেষ্ট

BanglaBook.org

নয়, কখনও তা ছিলোও না।"

"হয়তো আপনাদের কাছে এমন কোনো তথ্য আছে যা আমি জানি না," শান্ত কণ্ঠে বললো স্টেট ডিপার্টমেন্টের লোকটি। "আশা করি, এইসব তথ্য কিছুটা হলেও সত্য। তবে আমি যাকে বর্ণনা করলাম—মানে, যাকে আমি চিনি—সে হলো শেঙ্গ চোউ ইয়াঙ্গ।"

"ঠিক যেমন ডেভিড ওয়েবকে আমরা বর্ণনা করলাম, আর বের হয়ে এলো জেসন বর্ন!...না, দেখুন, রেগে যাবেন না, আমি কোনো চাল চালছি না। আপনার ব্যাপারটি বুঝতে হবে। শেঙ্গ'কে আপনি যেমনটি ভাবছেন সে আসলে তেমন নয়। কখনও ছিলোও না।"

"তাহলে আমি যাকে চিনি সে কে? ঐসব কনফারেন্সগুলোতে কে আমার সাথে ছিলো?"

"সে একজন বিশ্বাসঘাতক, মিঃ আন্ডারসেক্রেটারি। শেঙ্গ চোউ ইয়াঙ্গ তার নিজ দেশের সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করছে। আর যখন এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ হবে—পিকিং অবশ্যই বর্হিবিশ্বকেই এর জন্য দায়ি করেবে। এই অবশ্যম্ভাবী অঘটনটির ফলাফল হবে ভয়ানক। আর যাই হোক, তার ভূমিকা নিয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।"

"শেঙ্গ...একজন বিশ্বাসঘাতক! আমি বিশ্বাস করি না! তাকে পিকিংয়ে পূজা করা হয়! সে একদিন চেয়ারম্যান হবে!"

"তখন চীন এমন এক পুতুল সরকারের দ্বারা পরিচালিত হবে যার আদর্শের মূল প্রোথিত থাকবে তাইওয়ানে।"

"আপনি উন্মাদ—সম্পূর্ণ উন্মাদ। দাঁড়ান! দাঁড়ান! আপনি তো বলছিলেন তার একটা উদ্দেশ্য আছে—'তার ভূমিকা নিয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই,' আপনি বলছিলেন।"

"সে এবং তার লোকজন হংকং নিয়ন্ত্রণে নেয়া শুরু করবে ১৯৯৭ সালে বৃটিশ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সুযোগ নিয়ে। সেখানকার সমস্ত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ 'নিরপেক্ষ' নামধারী একটি কমিশনের অধীনে অধিগ্রহণ করবে। সবকিছু আরম্ভ হতে পারে যখন শেঙ্গের পথ পরিস্কার হয়ে যাবে, যখন আর কোনো পথের কাটা থাকবে না। ঠিক কতো পরে শুরু হবে তা অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে। হয়তো এক মাস কি দু'মাসের মাথায়। হয়তো আগামী সপ্তাহে।"

"আপনি মনে করেন পিকিং এতে রাজি আছে?" ম্যাকঅ্যালিস্টার বাধা দিয়ে বললো। "আপনার ধারণা ভুল! এটা—এটা একেবারেই একটা পাগলামী! চীন কখনই হংকংয়ের ব্যাপারে এরকম কিছু করবে না। ওখানকার ৬০ শতাংশ অর্থনীতি চীনের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হয়। চীন হংকংকে পঞ্চাশ বৎসরের জন্য স্বাধীন বাণিজ্য অঞ্চল হিসেবে মর্যাদা দেবার নিশ্চয়তা দিয়েছে। আর শেঙ্গ নিজে সেই দলিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সইটি করেছে।"

"কিন্তু শেঙ্গ ঠিক শেঙ্গ নয়—আপনি যেমনটি তাকে জানেন সেই শেঙ্গ নয়।"

"তাহলে সে আসলে কে?"

"নিজেকে প্রস্তুত করুন, মি: আন্ডারসেক্রেটারি। শেঙ্গ চোউ ইয়াঙ্গ সাংহাইয়ের একজন শিল্পপতির প্রথম সন্তান যে চিয়াং কাইশেকের চাইনিজ ন্যাশনালিস্ট পার্টি কুয়োমিংটাংয়ের মাধ্যমে পুরনো চীনের দুর্নীতির সুযোগ নিয়ে অঢেল ধনসম্পদ কামিয়েছিলো। যখন এটা বোঝা গেলো যে মাও-এর বিপ্লব সফল হতে যাচ্ছে, তখন বাকি সব জমিদার এবং প্রভাবশালীদের মতোই যা যা সম্ভব হাতে নিয়ে পরিবারটি পালিয়ে যায়। বুড়ো লোকটি এখন হংকংয়ের সবচেয়ে ক্ষমতাবান তাইপানদের একজন—তবে ঠিক কোন্ জন তা আমরা নিশ্চিত নই। তার প্রাণপ্রিয় পুত্র, পিকিংয়ের মন্ত্রীর দয়ায় কলোনিটি তার এবং তার পরিবারের আজ্ঞাবহ হয়ে উঠবে। এটা হলো নিয়তির নির্মম পরিহাস—গৃহকর্তার চূড়ান্ত জিঘাংসা—হংকং সেই লোকটির দ্বারাই আবার পরিচালিত হবে যে কিনা চীনকে দূর্নীতিতে ঢুকিয়ে গিয়ে ছিলো। বছরের পর বছর তারা বিবেকহীনভাবে দেশটিকে রক্তাক্ত করেছে, ক্ষুধার্ত মজুরদের খাটিয়ে মুনাফা লুটেছে, অধিকার বঞ্চিত এই জনসাধারণই মাও-এর বিপ্লবের পথ সুগম ক'রে দিয়েছিলো। আর এটা শুনতে যদিও কমিউনিস্ট নেতাদের বক্তৃতার মতো শোনায়, তাহলেও দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, এর প্রতিটি কথাই লজ্জাজনকভাবে সত্যি। ওই পাষণ্ডের দ্বারা পরিচালিত হাতেগোনা কিছু ঠগ, সংখ্যালঘু দল, যা ফেরত চাইছে তা ইতিহাসের কোনো আদালত হয়তো কোনো দিন তাদের কাছে ফেরত দেবে না।" হাভিলান্ড থেমে কেবল একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলো, "বিকারগ্রস্তের দল!"

"কিন্তু আপনি যদি এই তাইপান লোকটি কে সেটা না জানেন, তাহলে কি ক'রে নিশ্চিত হচ্ছেন এগুলো সব সত্যি?"

"তথ্যের উৎসগুলো গোপন রাখা হয়েছে," কথার মাঝে বলে উঠলো রিলি, "কিন্তু সেগুলোর সত্যতা নিশ্চিত ক'রে আমাদেরকে জানানো হয়েছে। ঘটনার শুরু তাইওয়ানে। আমাদের আসল ইনফরমার ন্যাশনাল ক্যাবিনেটের একজন সদস্য, যে মনে করে এ ধরণের কিছু ঘটলে সমগ্র প্রাচ্যই লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। সে আমাদের অনুরোধ করেছে এটা থামানোর জন্য। তার পর দিন সকালেই তারে মৃত পাওয়া যায়। মাথায় তিনটি বুলেট আর গলা কাটা অবস্থায়! চায়নাতে এমন মৃত্যুকে বলা হয় বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যু। তারপর থেকে আরো পাঁচজনকে হত্যা করা হয়, তাদের লাশও একইভাবে বিকৃত ছিলো। ষড়যন্ত্র বেশ জোরেসোরেই এগোচ্ছে আর এর উৎস হলো হংকংয়ে।"

"অবিশ্বাস্য!"

"আরো আছে," বললো হাভিলান্ড, "যদি কোনো যাদুমন্ত্র থাকতো তাহলে হয়তো আমরা ঝাড়ফুঁক করেই সব ঠিক ক'রে দিতাম। কিন্তু বাস্তবে সেভাবে কাজ হয় না। একসময় এই ষড়যন্ত্রটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, ঠিক যেভাবে বাহাত্তর সালে মাও সেতুংয়ের বিরুদ্ধে লিন বিয়াও-এর ষড়যন্ত্রটা জানাজানি হয়ে ছিলো। আর যখন তা ঘটবে, পিকিং সব কিছুর জন্য বৃটিশদের পাশাপাশি আমেরিকান এবং

BanglaBook.org

তাইওয়ানি অর্থকে দায়ি করবে। কতোগুলো পাষণ্ডের প্রতিশোধস্পৃহার জন্য দীর্ঘ আট বছরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিমিষেই শূন্যে মিশে যাবে। আপনি নিজেই তো বলছিলেন চায়না একটি সন্দেহজনক অস্থিতিশীল রাষ্ট্র আর এরসাথে আমি যদি কিছু যোগ করি তাহলে দাঁড়ায় এর গভর্নমেন্ট অল্পতেই দিশেহারা হতে অভ্যস্ত, ভেতর এবং বাইরে দু'দিক থেকেই বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হচ্ছে বলে সন্দেহগ্রস্ত হয়ে উঠবে। চীন বিশ্বাস করে বর্হিবিশ্ব অর্থনৈতিকভাবে তাকে পঙ্গু করতে চায়, বিশ্ব বাজার থেকে তাকে বের ক'রে দিয়ে পথে নামাতে চায়, আর ওদিকে উত্তরের সীমান্তে রাশিয়ানরা প্রস্তুত হয়ে আছে। তাদের আঘাত হবে আরো তীব্র এবং দ্রুত, সবকিছু তছনছ করবে তারা, সবকিছু লুটে নেবে। তাদের সেনারা কাউলুনসহ নতুন গড়ে ওঠা সবগুলো অঞ্চল দখল ক'রে নেবে। নিঃশেষ হয়ে যাবে শত শত কোটি টাকার সব বিনিয়োগ। সকল ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে, লাখ লাখ বেকার শ্রমিক লুটপাট ক'রে বেড়াবে—চারদিকে ক্ষুধা, মঙ্গা আর মহামারী ছড়িয়ে পড়বে। সুদূর প্রাচ্য আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে, আর তার ফলে এমন এক যুদ্ধের সূচনা হবে যার কথা আমার ভাবতেও ভয় হয়।"

"হায় ঈশ্বর," ম্যাকঅ্যালিস্টার বিস্ময় প্রকাশ করলো। "এ হতে দেয়া যায় না।"

"না, অবশ্যই না," বৃদ্ধ কূটনীতিক তার কথায় সায় দিলো। "কিন্তু এজন্যে ওয়েব কেন?"

"ওয়েব না," ভুল শুধরে দিলো হাভিলান্ড, "বলুন জেসন বর্ন।"

"ঠিক আছে! বর্ন কেন?"

"কারণ একটা কথা ছড়িয়েছে যে, সে এখন কাউলুনে আছে।"

"কি?"

"কিন্তু আমরা জানি সে ওখানে যায় নি।"

"কি বললেন?"

"সে আঘাত হানছে, হত্যা করছে, এশিয়াতে ফিরে এসেছে আবার।"

"ওয়েব?"

"না, বর্ন। সেই কাল্পনিক চরিত্র, বর্ন।"

"আমি এর মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না!"

"আমি আশ্বাস দিচ্ছি শেঙ্গ চোউ ইয়াঙ্গই সব পরিষ্কার ক'রে দেবে। সে-ই তাকে ফিরিয়ে এনেছে। আরো একবার জেসন বর্নের দক্ষতাকে কাজে লাগানো হচ্ছে, আর আগের মতোই তার ক্লায়েন্টদের পরিচয় একেবারেই অজ্ঞাত—বিশেষ ক'রে এই কেসটিতে, যা কল্পনারও অতীত : চীনের বিশিষ্ট একজন নেতা, যিনি হংকং, পিকিংয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের একে একে বিনাশ ক'রে চলছেন। গত ছয় মাসে পিকিংয়ের সেন্ট্রাল কমিটির অনেক ক্ষমতাসীন ব্যক্তি কেন জানি চুপ মেরে গেছেন। গভর্নমেন্ট নোটিশে বলা হয়েছে তাদের বেশ কয়েকজন মারা গেছে বার্ধক্যজনিত রোগে। ধারণা করা হচ্ছে দু'জন মারা গেছে অ্যাকসিডেন্টে, একজন

BanglaBook.org

প্লেন ক্র্যাশে আর অপরজন পাহাড়ে ওঠার সময় মাথায় রক্ত ওঠার ফলে। এর পুরোটাই হয়তো কাল্পনিক, যদি সত্যি না হয়ে থাকে। তারপর আরো একজনকে সরানো হয়েছে। আর সবশেষে কাউলুনে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে পি.আর.সি'র ভাইস প্রিমিয়ারকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে কেউ জানতোই না, তিনি সেখানে অবস্থান করছিলেন। এটা একটা বীভৎস ঘটনা, পাঁচ পাঁচটি হত্যাযজ্ঞেই লাশের সাথে খুনি তার পরিচয়ও রেখে গেছে। রক্তে জমাট মেঝেতে পাওয়া গেছে 'জেসন বর্ন' নামটা। কোনো ঠগ বর্নের নাম ব্যবহার করছে।"

ম্যাকঅ্যালিস্টার উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক ওদিক তাকালো, তার চোখের পলক এখন দ্রুত পড়ছে। "এসবই আমার আওতার বাইরে," অসহায়ভাবে সে বললো। তারপর আবারো পেশাদার একজন হিসেবে বিষয়টিকে দেখার চেষ্টা করলো, সোজা হাভিলান্ডের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো সে, "খুনগুলোর মধ্যে কি কোনো যোগসূত্র আছে?"

কূটনীতিক মাথা দুলিয়ে জবাব দিলো, "হ্যা, আমাদের ইন্টেলিজেন্সের রিপোর্ট বেশ স্পষ্ট। এরা প্রত্যেকেই শেঙ্গের পলিসির বিরোধিতা করেছিলো। কেউ প্রকাশ্যে, কেউ বা গোপনে। ভাইস প্রিমিয়ার একজন পুরনো বিপ্লবী এবং মাও সে তুংয়ের বিশেষ সহযোগী ছিলেন, তিনি এ বিষয়ে জোড়েসোড়ে কণ্ঠ তুলেছিলেন। কিন্তু শেঙ্গ তাকে দাঁড়ানোর সুযোগই দেয় নি। তবে এখনও কেউ জানে না তিনি কাউলুনে কয়েকজন ব্যাংকারের সাথে গোপনে কি করছিলেন? পিকিং এর উত্তর জানে না, আর তাই ঘটনাটিকে যথাসম্ভব ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে তারা।"

"আর খুনির নিজ পরিচয় রেখে যাওয়া, রক্তের মধ্যে নাম লিখে রাখা, এসব শেঙ্গের সাথে কিভাবে সম্পর্কিত?" জানতে চাইলো আন্ডারসেক্রেটারি, তার কথাগুলো নার্ভাসনেসের কারণে কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে। কপালের দু'দিকে আঙুল দিয়ে মেসেজ করতে করতে সে প্রশ্ন করলো, "সে কেন এমনটা করতে যাবে? মানে, নাম লিখে রেখে যাবে কেন?"

"সে আবার কাজে নেমে পড়েছে, আর খুনটাও ছিলো অসাধারণ। এখন কি আপনি বুঝতে শুরু করেছেন?"

"আমি আপনার কথার মানে বুঝলাম না।"

"আমাদের এই নতুন বর্ন শেঙ্গ চোউ ইয়াঙ্গের কাছে পৌঁছানোর সোজা একটি পথ। সে-ই আমাদের ফাঁদ। এক জোচ্চোর সেই কাল্পনিক বর্ন সেজে কাজ করছে, কিন্তু আসল বর্ন যদি তাকে শেষ ক'রে তার জায়গা নিয়ে নেয়, তাহলে সে শেঙ্গের কাছে পৌঁছাতে পারবে। এটা তো জলের মতোই সহজ-সরল। যে জেসন বর্নকে আমরা সৃষ্টি করেছি সে ঐ নতুন খুনিকে সরিয়ে তার জায়গা নিয়ে নেবে। জায়গা মতো বসার পর আমাদের জেসন বর্ন একটি বিপদ সংকেত পাঠাবে—ভয়ানক কিছু একটা ঘটেছে যা শেঙ্গের সমগ্র পরিকল্পনার জন্যে হুমকি স্বরূপ—ফলে শেঙ্গ বাধ্য হয়ে প্রতিক্রিয়া দেখাবে। তাকে দেখা দিতেই হবে, আর তখন তার সিকিউরিটি অতোটা মজবুত থাকবে না। সেরকমটি হলে আমরা আর ব্যর্থ হবো না।"

BanglaBook.org

"পুরোটাই চক্রান্ত," ম্যাকঅ্যালিস্টার ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেই কূটনীতিকের দিকে তাকিয়ে বললো, "আর যেমনটা আপনারা বলেছেন তাতে মনে হয় না, ওয়েব এসবের ধারে কাছে ঘেষতে চাইবে।"

"তাহলে আমাদের উচিত হবে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাতে কাজটা সে করতে বাধ্য হয়," হালকাভাবে বললো হাভিলান্ড। "আমার পেশাতে—সত্যি কথা বলতে কি—প্রতিটি বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করাই আমার পেশা। বিশ্লেষণ ক'রে বের করা ঠিক কোন্‌ বিষয়গুলো মানুষকে জাগিয়ে তোলে, কাজ করতে বাধ্য করে।" তার চাহ্‌নিতে কঠোর একটি ভাব। চোখ দুটো শীতল, শান্ত। বৃদ্ধ অ্যাম্বাসেডর তার চেয়ারে হেলান দিলো, এটা নিশ্চিত, তার মনে এখন কোনো শান্তি নেই। "মাঝে মাঝে আমাদের কিছু কুৎসিত সত্য মোকাবিলা করতে হয়, অসহনীয় বলা যায়, কিন্তু কাউকে না কাউকে তো বৃহত্তর স্বার্থ, বৃহত্তর মঙ্গলের দিকে তাকাতেই হবে। আর সেটা সবার ভালোর জন্যেই।"

"এ থেকে কিছুই পরিস্কার বোঝা গেলো না।"

"ডেভিড ওয়েব জেসন বর্ন হয়েছিলো শুধুমাত্র একটি কারণে—এই একই কারণে সে মেডুসাতেও যোগ দিয়েছিলো। তার কাছ থেকে তার স্ত্রীকে কেড়ে নেয়া হয়েছিলো, তার সন্তান এবং সন্তানের মা'কে হত্যা করা হয়েছিলো।"

"হায় ঈশ্বর..."

"এখনই আমার চলে যাওয়া উচিত," চেয়ার থেকে উঠতে উদ্যত হয়ে বললো রিলি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৩

মেরি! ওহ্ ঈশ্বর, মেরি, আবারো একই ঘটনা ঘটেছে! একটি স্মৃতির দরজা ভেঙে গেলো আর আমি তা সামলাতে পারলাম না। লক্ষ্মী-সোনা, আমি কতো চেষ্টাই না করলাম, কিন্তু পারলাম না। চারিদিক যেনো অন্ধকার হয়ে আসছিলো, আমার দম আঁটকে যাচ্ছিলো, সবকিছু যেনো আমায় চেপে ঘিরে ধরেছিলো। আমি তোমাকে আর বলতে চাই না, কিন্তু জানি তুমি সব বুঝে নেবে। যেভাবে তুমি আমার চোখ পড়ে নাও, আমার কণ্ঠস্বর থেকে বুঝে নাও, যেভাবে তুমি আমাকে সবসময় বুঝে এসেছো, আজও সেভাবেই বুঝে নেবে। আমি জানি তুমি বলবে আমার উচিত ছিলো তোমার কাছে ছুটে আসা, তোমাকে সব কথা খুলে বলা, তোমার সাথে থাকা, হয়তো আমরা দু'জনে মিলে সব সামলে উঠতাম। দু'জনে মিলে। হে ঈশ্বর! তুমি একা আর কতো সামলাবে আমাকে! এটা ঠিক হচ্ছে না, এভাবে চলতে পারে না। তুমি জানো না আমি তোমাকে কতো ভালোবাসি, আর তাই কিছু সময় আমাকে এগুলো একাই সামলাতে দাও। আমি শুধু চাই তুমি শান্তিতে থাকো, এসব ঝামেলা থেকে দূরে থাকো, আমাকে নিয়ে এতো চিন্তা তোমাকে করতে দেবো না। লক্ষ্মীসোনা, দেখে নিও, আমি সব সামলে নেবো। যেমনটা আজ সামলেছি। আমি সম্পূর্ণ ভালো আছি। আমি বাসায় ফিরে আসছি আগের চেয়েও সুস্থভাবে। আমাকে আসতেই হবে, কারণ তুমি ছাড়া আর কীবা আছে আমার জীবনে।

তার মুখ ঘামে চপচপ করছে, তার ট্র্যাকসুট লেপটে আছে তার গায়ের সাথে, ডেভিড ওয়েব শ্বাসরুদ্ধকর গতিতে দৌড়ে চলছে, অন্ধকার মাঠটির শীতল ঘাসগুলোর ওপর দিয়ে। পার্কের বেঞ্চগুলো পার হয়ে সে সিমেন্টের রাস্তায় উঠে এলো, এগোতে লাগলো ইউনিভার্সিটির জিমের দিকে। শরতের সূর্য ক্যাম্পাসের বিল্ডিংগুলোর মাঝে লুকিয়ে আছে, এর আভা সদ্য সন্ধ্যা নামা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে দূরের ঘন জঙ্গলের মাঝে মিশে গেছে। শরতের হাড় কাঁপানো শীতে সে কাঁপছে। তার ডাক্তারেরা ভাবে নি ঠিক এমনটা হতে পারে।

মেডিকেল নির্দেশগুলো অনুসরণ করা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এটা ঘটে। গভর্নমেন্ট ডাক্তাররা তাকে বলেছিলো এমন কিছু সময় আসতে পারে যখন হঠাৎ করেই অস্বস্তিকর কিছু দৃশ্য বা স্মৃতির খণ্ডাংশ তার মাথায় জেগে উঠবে, সৃষ্টি করবে প্রচণ্ড মানসিক চাপ। আর তা সামলানোর সেরা উপায় হলো শারীরিক পরিশ্রম। তার ই.সি.জি চার্ট থেকে জানা গেছে তার হার্ট সম্পূর্ণ সুস্থ, ফুসফুস স্বাভাবিক, যদিও সে বোকার মতো ধূমপান করে আর ভারে মনকে শান্ত রাখার এটাই সেরা উপায়। তার আসলে দরকার মানসিক ধীরতা। "কয়েকটা সিগারেট খেলে আর হালকা ড্রিংক করলে কি এমন এসে যায়?" সে ডাক্তারদের বলেছিলো। "হৃদস্পন্দন আরো দ্রুত হয়ে যায়, ফলে শরীরের ক্ষতি হয় না, মস্তিষ্কও থাকে টেনশন মুক্ত।"

"এগুলো চেতনানাশক, কৃত্রিম উদ্দীপক যা বিষন্নতা এবং অস্থিরতা আরো

BanglaBook.org

বাড়িয়ে দেয়," বলেছিলো সেই ব্যক্তিটি শুধুমাত্র যার ওপর ওয়েব আস্থা রেখে থাকে। "দৌড়াও, সাতার কাটো, স্ত্রীর সাথে সময় কাটাও—অথবা সে রকম কারোর সাথে। কিন্তু এমন কিছু কোরো না, যাতে ক'রে আমার কাছে মুমূর্ষ রোগী হয়ে আসতে হয় তোমাকে...নিজের কথা ভুলে যাও, আমার কথা ভাবো। আমি তোমার জন্য অনেক খেটেছি। অকৃতজ্ঞ কোথাকার। ওয়েব, এসবের ভেতর থেকে বের হয়ে আসো। নিজের জীবনটাকে গুরুত্ব দাও, যতোটুকু স্মৃতি আছে তা নিয়েই জীবনটাকে গুছিয়ে তোলো, ফূর্তি করো। তোমার যা আছে অধিকাংশ মানুষ তাও পায় না, সেটা ভুলে যেও না, আর এ কথাগুলো না মানলে আমাদের মাসিক সাক্ষাৎকারগুলো আমাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে, তারপর তুমি যা খুশি করতে পারো। কখনও হাল ছেড়ো না, ডেভিড। তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে। এখনই তোমার সময়।"

মেরি ছাড়া মরিস পানোভই একমাত্র ব্যক্তি যে তার ধারেকাছে ঘেষতে পারে। বিষয়টি পরিহাসের যে, শুরুর দিকে মরিস গভর্নমেন্ট ডাক্তারদের দলে ছিলো না। এর জন্য না তাকে নিয়ম মাফিক কোনো দরখাস্ত করতে হয়েছিলো, না তাকে অতীতে ডেভিড ওয়েবের জেসন বর্ন হয়ে ওঠার ফাইলগুলো ঘাটার অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। তা সত্ত্বেও পানোভ জোর ক'রে নিজেকে এসবে জড়িত করেছিলো। তাকে যদি সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স আর ওয়েবকে চিকিৎসা করার অধিকার না দেয়া হয় তবে সে হাটে হাড়ি ভাঙার হুমকিও দিয়েছিলো। তার যুক্তি ছিলো সোজা—এক সময় ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি ক'রে কিছু ব্যক্তি ডেভিডকে হত্যা করতে চাইছিলো, আর সেই সব ভুল তথ্য তারই অজ্ঞাতসারে তার মাধ্যমেই ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো। পুরো ব্যাপারটি এমনভাবে ঘটে যে, সে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলো।

তাকে একজন এসে অজ্ঞাত এক মানসিক রোগী সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেছিলো। সেই রোগীটি ছিলো অসুস্থ মস্তিষ্কের এক এজেন্ট। মারাত্মক এক পরিস্থিতিতে ছিলো পুরো বিষয়টি। তার জবাব ছিলো বেশ সংযত আর অস্পষ্ট—জীবনে কখনও দেখে নি এরকম অচেনা-অজানা রোগীর ডায়াগনোস্টিক সে করবে না। কিন্তু ওয়েব আর তার কাছে অচেনা ছিলো না। তার কথা শুনেই ওয়েবের হত্যা পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়।

মরিস পানোভ যে শুধু ওয়াল্টার রিড হসপিটালে আর পরে ভার্জিনিয়া মেডিকেল কমপ্লেক্সে তার সাথে এসেছিলো তাই নয়, বস্তুত সে-ই ওয়েবের সব ঝামেলা সামাল দিয়েছিলো। বোকার দল, এই শালার লোকটা স্মৃতিশক্তি হারিয়েছে! আর এই কথাটা সে দিনের পর দিন একেবারে সহজ-সরল ইংরেজিতে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে—কিন্তু তোমাদের জটিল মন তা মানতে নারাজ।

তারা দু'জনে বেশ কয়েক মাস একসাথে কাজ করে, প্রথমে ডাক্তার এবং রোগী হিসেবে, শেষে বন্ধু হিসেবে। মেরিও যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে মরিসকে, আর তাছাড়া ওর একজন শক্তহাতেরও দরকার ছিলো। ডেভিড তার স্ত্রীর জন্যে ছিলো অবর্ণনীয় এক

BanglaBook.org

বোঝা। সুইজারল্যান্ড সেই প্রথম দিনগুলো থেকেই মেরি তার অন্তরের যন্ত্রণা বুঝতে শুরু করে। ডেভিডের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে তাকে দৃঢ়ভাবে সাহায্য করে গেছে। এমনকি সে কখনও বিশ্বাস করে নি যা ডেভিড নিজেই বিশ্বাস করতো, সে বারবার তাকে বোঝাতো যে, সে কোনো হত্যাকারী নয় যেমনটা সে নিজেকে ভাবে। সে কোনো গুপ্তঘাতকও নয় যেমনটা অন্যেরা ভেবে থাকে। তার এই বিশ্বাসই ডেভিডকে বাঁচার নতুন আশা দেখায়, তার ভালোবাসাই ডেভিডকে সুস্থ ক'রে তোলে। মেরিকে ছাড়া সে একজন প্রেমহীন, হতাশ, লক্ষ্যহীন মানুষ আর মরিসকে ছাড়া সে একজন অকেজো, নষ্ট যন্ত্র মাত্র। কিন্তু এ দু'জনকে সাথে পেয়ে ডেভিড দ্রুত সেই বিপজ্জনক কুয়াশা থেকে বেরিয়ে আসে, ফিরে আসে আবার আলোর মাঝে।

দুপুরের সেমিনারটির পরে ওয়েব প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় এই ঠাণ্ডা পথে দৌড়ালো। তার সাপ্তাহিক সেমিনারগুলো প্রায়ই বেশ দেরিতে শেষ হয়, মেরিও তাই কখনও আগে-ভাগে ডিনারের প্ল্যান করে না। হয়তো তারা বাইরে কোথাও খেতে যাবে, পেছনে থাকবে তাদের দু'জন বিচক্ষণ বডিগার্ড। এদের সহজে দেখাই যায় না, যেমন এখন একজন মাঠে ওয়েবের পেছনে পেছনে হাটছে। এতোদূরে যে কোনোমতে তাকে দেখা যাচ্ছে। আরেকজন নিঃসন্দেহে জিমের ভেতরে অপেক্ষা করছে। একটি প্রতিচ্ছবি হঠাৎ হঠাৎ তার মনে জেগে ওঠে, তাই সে পানোভের নির্দেশ অনুযায়ী নিজেকে শারীরিক পরিশ্রমে ব্যস্ত রাখছে সে। অফিসে কাগজ ঘাটার সময় একটি প্রতিচ্ছবি তার সামনে ভেসে উঠেছিলো। এটি একটি মুখের প্রতিচ্ছবি, মুখটিকে সে খুব ভালো করেই চিনতো, প্রচণ্ড ভালবাসতো। একটি ছেলের মুখ যা তার মনের পর্দায় ভেসে উঠেছে—ইউনিফর্ম পরা, অসুস্থ, অস্পষ্ট ছবিটি। নিঃশব্দে তার চোখ দিয়ে কয়েক ফোটা পানি গড়িয়ে পড়তেই বুঝতে পেরেছিলো এটা তার সেই মৃত ভাইয়ের ছবি যার কথা সবাই তাকে বলে থাকে। কয়েক বছর আগে ভয়ানক যুদ্ধের মাঝে তাম কুয়ান জঙ্গল থেকে এই যুদ্ধবন্দীকে সে জীবন বাজি রেখে উদ্ধার করেছিলো। আর সেই সময়ই জেসন বর্ন নামের এক বিশ্বাসঘাতককে সে হত্যা করে। এই বিভৎস আর খণ্ড খণ্ড স্মৃতিগুলো সে সামলাতে পারে নি। তার মাথা ধরে গিয়েছিলো, সেমিনারটি কোনোমতে শেষ ক'রে সে বের হয়ে যায়। তাকে এই চাপ থেকে বের হয়ে আসতে হবে, আর তারই ভেতরের মানুষটি জানতো কি ক'রে সেটা সম্ভব। তার মন তাকে বলছিলো জিমে যেতে, না হয় বাতাসের জোরালো গতির বিপরীতে দৌড়াতে।

সে চায় নি তার প্রতিটি স্মৃতির দরজা মেরির ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়াক, সে তাকে খুবই ভালোবাসে। বিশেষ ক'রে যখন সে নিজেই নিজেকে সামলাতে পারে, তখন তাকে সেটাই করতে হয়। এটা তার নিজের কাছে করা একটি প্রতিজ্ঞা।

ভারি দরজাটি খুললো সে, ভাবলো কেন প্রতিটি জিমনেসিয়ামেরই প্রবেশপথ এমন ভারি স্লাইজিং গেট দিয়ে তৈরি করা হয়। ভেতরে ঢুকে পাথরের মেঝেটির ওপর দিয়ে হেটে একটি সাদা দেয়ালের করিডোর দিয়ে যেতে থাকলো যতোক্ষণ না

BanglaBook.org

ফ্যাকাল্টি লকার রুমের দরজার কাছে পৌছালো। রুমটা ফাঁকা থাকায় সে খুশি হলো, কারণ সামন্য কথা বলার মতো মানসিক অবস্থায় সে ছিলো না, আর যদি তাকে সত্যিই কারো মুখোমুখি হতে হতো তাহলে হয়তো সে গোমড়ামুখে, অদ্ভুতভাবে জবাব দিতো। আর না হয় সে তার চিরাচরিত রাগান্বিত ভঙ্গিতে তাকাতো। এখন প্রায় শান্ত হয়ে এসেছে সে। তাকে ধীরে ধীরে সামলাতে হবে, নিজের ভেতরটাকে, তারপর মেরিকে।

হায় ঈশ্বর, এগুলো সব কবে থামবে! আমি আর কতো তাকে কষ্ট দেবো। তাকে কখনও কিছু বলার প্রয়োজন পড়ে না, মেরি নিজে থেকেই সব বুঝে নেয়।

ওয়েব লকারের সারির কাছে পৌছালো। তার নিজেরটা একেবারে শেষপ্রান্তে। লম্বা কাঠের বেঞ্চ আর জোরা লাগানো লোহার ক্যাবিনেটগুলোর পাশ দিয়ে যখন হাটছে এমন সময় হঠাৎই একটি জিনিস তার নজরে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে সামনে গেলো সে। একটা ভাঁজ করা নোট তার লকারে টেপ দিয়ে আঁটকানো। টেপটি ছিড়ে ফেলে সেটি খুললো : আপনার স্ত্রী ফোন করেছিলো। তিনি বলেছেন আপনি যেনো তাকে ফোন করেন, যতো দ্রুত সম্ভব। বলেছেন এটা জরুরি, রাল্‌ফ।

জিমের লোকগুলোর যদি বাইরে গিয়ে তাকে ডাকার বুদ্ধি থাকতো, লকারের কম্বিনেশন মিলিয়ে দরজা খুলতে খুলতে ডেভিড ভাবলো। সে খুব রেগে গেছে। ট্রাউজারের পকেট হাতড়ে খুচরো পয়সা বের ক'রে দৌড়ে দেয়ালের পে-ফোনের দিকে গেলো সে। একটা পয়সা ঢুকালো, অস্থিরতায় তার হাত কাঁপছে। আর সে জানে কেন। কারণ মেরি এর আগে কখনই 'জরুরি' শব্দটি ব্যবহার করে নি। সে সাধারণত এ ধরণের শব্দ এড়িয়ে চলে।

"হ্যালো?"

"কি হয়েছে?"

"আমার মনে হয়েছিলো তুমি সেখানেই থাকবে," তার স্ত্রী বললো। "মরিসের সর্ব রোগের ঔষুধ : সে গ্যারান্টি দিয়েছে এই শারীরিক কসরৎ তোমাকে সম্পূর্ণ সারিয়ে তুলবে, অবশ্য তোমার যদি হার্ট এ্যাটাক না হয়।"

"কি হয়েছে?"

"ডেভিড, বাসায় আসো। কেউ একজন এসেছে তোমার সাথে দেখা করতে। ডার্লিং, তাড়াতাড়ি এসো।"

স্টেটের আন্ডারসেক্রেটারি এডওয়ার্ড ম্যাকঅ্যালিস্টার তার পরিচয় যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু সাথে কিছু এমন তথ্যও যোগ করলো যা থেকে ওয়েব বুঝতে পারলো সে ডিপার্টমেন্টের নিম্নপদস্থ কোনো শ্রেণী থেকে আসে নি। অপরদিকে সে তার গুরুত্বও ততোটা তুলে ধরলো না। সে একজন সাবধানী কূটনীতিক, এতোটাই আত্মবিশ্বাসী যে তার দক্ষতার বিষয়টি পুরো আবহাওয়াই বদলে দিতে পারে।

"আপনি যদি চান, মিঃ ওয়েব, আমাদের কথাবার্তা আরো কিছুক্ষণ পরেও চলতে পারে, ইতিমধ্যে আপনি একটু জিরিয়ে নিতে পারেন।" তার ইঙ্গিত

BanglaBook.org

ডেভিডের পোশাকের দিকে, সে এখনও ঘামে ভেজা শর্ট্স আর টি-শার্ট পরে আছে, লকার থেকে কাপড় নিয়ে দ্রুত জিম থেকে বের হয়ে দৌড়ে গাড়িতে উঠেছিলো।

"আমার তা মনে হয় না," সে বললো। "আমার মনে হয় না আপনার কথাবার্তা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে, বিশেষ ক'রে আপনি যে জায়গা থেকে এসেছেন, মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার।"

"বসো, ডেভিড," মেরি সেন্ট জ্যাক ওয়েব তাদের হাতে দুটি তোয়ালে নিয়ে লিভিং রুমে এলো। "আপনিও বসুন, মিঃ ম্যাক্অ্যালিস্টার।" সে ওয়েবের হাতে একটি তোয়ারে দিলে তারা দু'জনেই একসাথে বসলো। আগুনহীন ফায়ারপ্লেসের পাশে তাদেরকে মুখোমুখি বসিয়ে সে তার স্বামীর পেছনে গিয়ে তার কাঁধ আর ঘাড়ে দ্বিতীয় তোয়ালেটি দিয়ে ঘাম মুছতে লাগলো। একটি টেবিল ল্যাম্পের আবছা আলো তার চুলের লালচে আভা ফুটিয়ে তুলছে, ছায়ার মাঝে তাকে আরো অপরূপ লাগছে, তার দৃস্টি স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে আসা লোকটির ওপর স্থির।

"প্লিজ, এবার শুরু করুন," বললো মেরি। "গভর্নমেন্ট আমাকে সবকিছু শোনার ক্লিয়ারেন্স দিয়েছে।"

"এটা নিয়ে আবার প্রশ্ন উঠছে কেন?" ডেভিড জিজ্ঞেস করলো, তার স্ত্রীর দিকে তাকালো সে, তারপর উপস্থিত অতিথির দিকে। তার চেহারায় আক্রমণাত্মক ভাব যা সে মোটেও লুকানোর চেষ্টা করছে না।

"না না, এটা কোনো সমস্যাই নয়," মৃদু হেসে ম্যাকঅ্যালিস্টার জবাব দিলো, যদিও তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। "যারাই আপনার স্ত্রীর অবদান সম্পর্কে অবগত তাদের কেউই তাকে বাদ দেয়ার সাহস করবে না। যেখানে আর সবাই ব্যর্থ হয়েছে সেখানেই তিনি সফল।"

"এই তো আপনি বুঝতে পেরেছেন," ওয়েব মাথা দোলালো।

"কিন্তু এটা বলারও প্রয়োজন পড়ে না।"

"ডেভিড, শান্ত হও, সহজভাবে নেয়ার চেষ্টা করো," বললো মেরি।

"দুঃখিত," ওয়েব একটু হাসার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। "আমি আগেভাগেই আপনার সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছি। আমার এমন করাটা ঠিক হচ্ছে না, তাই না?"

"আমি বলবো আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে তা করার," বললো আন্ডারসেক্রেটারি। "আপনার অবস্থানে যদি থাকতাম আমি নিজেই হয়তো তাই করতাম। এটাও সত্যি যে, আমাদের অতীত ইতিহাস প্রায় একই রকম—সুদূর প্রাচ্যে বেশ কয়েক বছর আমার পোস্টিং ছিলো, কিন্তু কেউ আমাকে সেই কাজটি করার প্রস্তাব দেয় নি যেটি আপনি গ্রহণ করেছিলেন। আপনি যেসবের মধ্যে দিয়ে গেছেন তা আমার বোধগম্যেরও অনেক বাইরে।"

"আমার নিজেরও বোধগম্যের বাইরে।"

"আমি কোনো পক্ষপাতীত্ব করছি না। ঈশ্বরই জানেন, ব্যর্থতার জন্য আপনি দায়ি নন।"

BanglaBook.org

"আপনি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাচ্ছেন। তবে কিছু মনে করবেন না, আপনার এই অত্যাধিক সহানুভূতি—যে পক্ষ থেকে আপনার আগমন—সবকিছু কেমন জানি আমাকে নার্ভাস ক'রে তুলছে।"

"তাহলে আসল কথায় আসা যাক, ঠিক আছে?"

"প্লিজ।"

"আশা করি আপনি এখনও আমার ব্যাপারে কোনো আগাম সিদ্ধান্ত নেন নি। আমি আপনার শত্রু নই, মিঃ ওয়েব। আমি আপনার বন্ধু হতে চাই। আমি একটি বাটন টিপ দিলেই আপনার জন্য সাহায্য হাজির হবে, তারা আসবে আপনাকে রক্ষা করতে।"

"কিসের থেকে?"

"এমন কিছু থেকে যা কেউ কখনও আশা করে নি।"

"বলে ফেলুন, আমি প্রস্তুত।"

"এখন থেকে ঠিক বিশ মিনিট পরে আপনার সিকিউরিটি দ্বিগুণ করা হবে," বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার, তার চোখ ডেভিডের ওপর স্থির।

"এটি আমারই সিদ্ধান্ত, আর যদি প্রয়োজন মনে করি তাহলে তা চারগুণ করা হবে। এই ক্যাম্পাসে আগত প্রতিটি ব্যক্তিকে খুঁটিয়ে দেখা হবে, প্রতি ঘণ্টায় গ্রাউন্ড চেক করা হবে। এখানকার গার্ডগুলো শুধুমাত্র দূর থেকে আর আপনাদের নজরে রাখবে না, বরং তাদেরকেও আপনারা কাছ থেকেই দেখতে পাবেন। এটা খুবই জরুরি আর খুবই বিপজ্জনক।"

"হায় ঈশ্বর!" ওয়েব চেয়ারের সামনে ঝুঁকলো। "এটা কি কার্লোস?"

"আমরা তা মনে করছি না," স্টেট থেকে আসা লোকটি মাথা নাড়িয়ে বললো।"

"আমরা যদিও কার্লোসের আশংকা পুরোপুরি বাদ দিচ্ছি না তবে এটা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।"

"ওহ্?" ডেভিড মাথা দোলালো। "তাই হবে। কারণ এটা যদি জ্যাকেল হতো, তাহলে আপনাদের লোক সর্বত্র লুকানো অবস্থায় ছড়িয়ে থাকতো। আপনারা তাকে আমার পেছনে আসতে দিতেন আর সুযোগ মতো ধরে ফেলতেন। মাঝখান দিয়ে আমার প্রাণটা গেলেও কারো কিছু এসে যেতো না।"

"আমার তাতে অনেক কিছুই এসে যায়। আপনাকে আমি বিশ্বাস করতে জোর করছি না, কিন্তু জেনে রাখুন, এটাই আমার মনের কথা।"

"ধন্যবাদ, কিন্তু এরপরে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?"

"আপনার ফাইলটি ভাঙা হয়েছে মানে, ট্রেন্ডস্টোন ফাইলটিতে কেউ অনধিকার প্রবেশ করেছে।"

"প্রবেশ করেছে? কোনো রকম অনুমতি ছাড়াই?"

"না, ঠিক তা নয়। প্রথমে অনুমতি ছিলো, কারণ একটা সংকট দেখা দিয়েছিলো, আমাদের হাতেও অন্য কোনো উপায় ছিলো না। তারপর হঠাৎই সব

BanglaBook.org

নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আর এখন আমরা আপনাকে নিয়ে খুবই চিন্তায় আছি।"

"ফাইলটা কে নিয়েছে?"

"ভেতরের একজন লোক। ভেতরের এবং অনেক উপরের দিকের। তার প্রশংসাপত্র সবার উপরে, কেউ তার দিকে সন্দেহের তীর ছুড়বে না।"

"লোকটি কে?"

"একজন বৃটিশ এম.আই-৬ সদস্য, যে হংকংয়ের বাইরে কাজ করছে, এমন একজন লোক যার ওপর সি.আই.এ বছরের পর বছর আস্থা রেখে এসেছে। সে কিছুদিন আগে ওয়াশিংটনে গিয়ে সরাসরি এজেন্সিতে তার সবচেয়ে কাছের লোকটির সাথে যোগাযোগ করে। জেসন বর্ন সম্পর্কিত সকল তথ্য তার কাছে দেয়ার আবেদন জানায়। সে দাবি করে তার এলাকায় এমন একটি সংকট দেখা দিয়েছে যা ট্রেডস্টোন ফাইলের সাথে সরাসরি জড়িত। সে এও পরিস্কার ক'রে দেয় যে, যদি কোনো স্পর্শাকাতর তথ্য বৃটিশ আর আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের মাঝে আদানপ্রদান করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে তা আদান প্রদান হতে দেওয়া উচিত। সে এটাও বলে যে, তার আবেদন যতো দ্রুত অনুমতি পাবে ততোই মঙ্গল হবে।"

"তাকে জোরালো যুক্তি ছাড়া ফাইল দেখতে দেওয়া উচিত হয় নি।"

"সে জোরালো যুক্তিই দিয়েছিলো," ম্যাকআলিস্টার নার্ভাসভাবে বললো।

"সেটা কি?"

"জেসন বর্ন ফিরে এসেছে," শান্তভাবে বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "সে আবার হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছে। কাউলুনে।"

মেরি লম্বা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। সে তার স্বামীর ডান কাঁধ শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরলো। তার বাদামী বড় চোখ দুটোয় সঞ্চার হলো ক্ষোভ আর ভয়ের। সে চুপচাপ স্টেট থেকে আসা লোকটির দিকে তাকিয়ে রইলো। ওয়েব একটুও নড়লো না। উল্টো সে ম্যাকঅ্যালিস্টারকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকলো।

"কি আবোল তাবোল বকছেন?" বিস্ময়ে ফেঁটে পড়লো সে, তারপর গলারস্বর চড়িয়ে বললো, "জেসন বর্ন—সেই জেসন বর্নের আর কোনো অস্তিত্ব নেই। কখনও ছিলোও না।"

"সেটা আপনিও জানেন, আমরাও জানি, কিন্তু এশিয়াতে তার কাহিনীগুলো এখনও বেঁচে আছে। আপনিই সেটা তৈরি করেছেন, মিঃ ওয়েব, খুবই অসাধারণভাবে, অন্তত আমার দৃষ্টিতে সেটা অসাধারণই।"

"আপনার দৃষ্টিতে আমার অবস্থান কোথায় আছে তা জানার কোনো আগ্রহ আমার নেই, মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার," তার স্ত্রীর হাতটি সরিয়ে চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বললো ডেভিড। "এই এম.আই-৬ এজেন্ট কিসের ওপর কাজ করছে? তার বর্তমান অবস্থান কি, তার রেকর্ড কি বলছে? আপনারা নিশ্চয়ই তার ওপর নতুন ক'রে খোঁজ খবর করছেন?"

"অবশ্যই করেছি, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই ধরা পড়ে নি। লন্ডন কনফার্ম

BanglaBook.org

করেছে তার অসামান্য পারফরম্যান্স রেকর্ড, তার বর্তমান অবস্থান, এমনকি সে যে তথ্য আমাদের কাছে নিয়ে এসেছিলো সেটাও। এম.আই-৬'এর চিফ পোস্টে থাকার কারণে হংকং পুলিশ তাকে ডাকতে বাধ্য হয়, কারণ সেখানকার ঘটনাগুলো যথেষ্ট উত্তেজক প্রকৃতির ছিলো। পুরো ফরেন অফিসই তাকে সাপোর্ট দিচ্ছিলো।"

"ভুল!" মাথা নাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো ওয়েব, তারপর তার গলার স্বর নীচু ক'রে বললো, "সে পথ পাল্টেছে, মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার! কেউ তাকে ভালো অঙ্কের টাকা দিয়েছে ওই ফাইলটির জন্যে। সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে আর আপনারা সবাই বোকার মতো তা নিয়ে বসে আছেন।"

"যেভাবে সে বলেছিলো তাতে আমি বিশ্বাস করি সে মিথ্যা বলে নি। অকাট্য প্রমাণে বিশ্বাস করে সে, আর লন্ডনও তাতে সায় দিয়েছে। একজন জেসন বর্ন এশিয়াতে ফিরে এসেছে।"

"আর যদি আমি বলি সেন্ট্রাল কন্ট্রোল শুধু এই প্রথমবারই এমন মিথ্যা গেলে নি, এমনটা আগেও বেশ কয়েকবার হয়েছে। পরিশ্রমী, অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত স্বল্প বেতনভুক্ত লোকগুলো প্রায়ই এমনটা করছে। বছরের পর বছর, ঝুঁকির পর ঝুঁকি সামলে বিনিময়ে তারা কি পাচ্ছে? না, সে তার আজীবনের জন্যে একটা বড় দান মারার সুযোগ কাজে লাগিয়েছে মাত্র। আর এক্ষেত্রে এই বড় দানটা হচ্ছে সেই ফাইল!"

"যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে সে খুব একটা ভালো পথ বেছে নেয় নি। কারণ তাকে মরতে হয়েছে।"

"কি...?"

"দু'রাত আগে তাকে কাউলুনে গুলি ক'রে হত্যা করা হয়, তার নিজের অফিসে, তার হংকং পৌছানোর মাত্র এক ঘণ্টা পরেই।"

"অসহ্য, এ হতে পারে না!" হতবিহ্বল হয়ে বললো ডেভিড। "একজন লোক যদি এভাবে ধোঁকা দেবার জন্যে মনস্থির ক'রে থাকে তবে সাথে সাথে সে নিজের পিঠ বাঁচানোরও ব্যবস্থা করবে। যাদের সাথে কাজ করবে তাদেরকে বুঝিয়ে দেবে যে, তার কোনো খতি কিছু হলে ঠিক সময়ে ঠিক লোকদের হাতে সেই ফাইল পৌছে যাবে। এই ফাইলই তার ইন্সুরেন্স, তার একমাত্র ইন্সুরেন্স।"

"সে নির্দোষ ছিলো," বললো স্টেট ডিপার্টমেন্টের লোকটি।

"অথবা গর্দভ," যোগ করলো ওয়েব।

"এরকমটি কেউ মনে করছে না।"

"তবে তারা কি মনে করছে?"

"তারা মনে করছে সে একটি গোপন সূত্র ধরে এগোচ্ছিলো, এমন একটি সূত্র যা ইঙ্গিত দেয় হংকং এবং মাকাওর আন্ডারওয়ার্ল্ডে নৃশংসতার এক বিস্ফোরণ ঘটতে যাচ্ছে। সুশৃঙ্খল অপরাধগুলো সব হঠাৎই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে, অনেকটা বিশ ত্রিশ দশকের চায়নিজ গুপ্ত সমিতি টঙ্গ'দের সহিংসতার মতো। মৃতদেহের স্তুপ গড়ে উঠছে। শুধু গ্যাংগুলো দাঙ্গা-হাঙ্গামায় মেতে উঠছে, ব্যবসাকেন্দ্রগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে

BanglaBook.org

পরিণত হচ্ছে, গুদামঘর থেকে শুরু ক'রে কার্গো শিপগুলোও সব বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, কখনও প্রতিশোধের নেশায়, কখনও বা প্রতিদ্বন্দ্বীকে হঠানোর জন্যে। অনেকসময় এমনটা করার জন্য দলগুলোর মাঝে গন্ডগোল বাধিয়ে দেয়া হচ্ছে, আর নেপথ্যে আছে একজন জেসন বর্ন।"

"কিন্তু যেখানে আসলে কোনো জেসন বর্নই নেই, সেখানে তো এটা পুলিশের কাজ! এম.আই-৬'র নয়।"

"মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার এইমাত্রই বললেন যে, লোকটিকে হংকং পুলিশ ডেকে পাঠিয়েছে," কঠোর দৃষ্টিতে আন্ডারসেক্রেটারির দিকে তাকিয়ে মেরি মাঝখান দিয়ে বলে উঠলো। "এম.আই-৬ নিশ্চয়ই হংকং পুলিশদের সাথে একমত যে, এটা বর্নের কাজ। কিন্তু কেন?"

"এটা অন্ধকারে ঢিল ছোড়া ছাড়া আর কিছুই নয়," বিরক্ত কণ্ঠে বললো ডেভিড।

"জেসন বর্ন তো পুলিশ কর্তৃপক্ষের সৃষ্ট কোনো চরিত্র নয়," স্বামীর পক্ষ নিয়ে বললো মেরি। "ইউ.এস ইন্টেলিজেন্স তৈরি করেছে তাকে, স্টেট ডিপার্টমেন্টের নির্দেশ অনুযায়ী। আমার সন্দেহ হচ্ছে এম.আই-৬ নিজেদেরকে এর সাথে জড়াচ্ছে আরো বিশেষ কোনো কারণে, শুধুমাত্র জেসন বর্ন নামধারী কোনো খুনিকে ধরার উদ্দেশ্যে নয়। আমি কি ঠিক বলেছি, মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার?"

"একদম ঠিক, মিসেস্ ওয়েব। গত দু'দিনে আমাদের সেকশনে অন্য মেম্বারদের সাথে আলোচনার সময় আমি ধারণা করছিলাম আপনি বিষয়টি আমাদের চেয়েও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। এটাকে একটি অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে, যা পরবর্তীতে ভয়ানক রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে, শুধুমাত্র হংকংয়েই নয়, সমগ্র বিশ্বে। আপনি তো কানাডিয়ান গভর্নমেন্টের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একজন ইকোনমিস্ট ছিলেন। কানাডিয়ান অ্যাম্বাসেডর আর অন্যান্য ডেলিগেটদের অনেক বিষয়ে উপদেশও দিয়ে এসেছেন।"

"আপনারা দু'জন কি দয়া ক'রে এই অধমকে একটু খুলে বলবেন, কি হচ্ছে?"

"এখন হংকংয়ের ব্যবসাকেন্দ্রগুলোতে কোনো আঘাত ঘটতে দেয়ার সঠিক সময় নয়, মিঃ ওয়েব, তা সে অবৈধ ব্যবসাকেন্দ্রই হোক আর না হোক। অর্থনৈতিক আঘাত আর তার সাথে নৃশংসতা যোগ হলে গভর্নমেন্টের স্থায়ীত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। রেড চায়নার সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে নতুন ক'রে আরো অস্ত্র দেয়ার এটা একদম সঠিক সময় নয়।"

"প্লিজ, আরেকটু খুলে বলবেন?"

"১৯৯৭ সালের চুক্তি," জবাব দিলো মেরি। "একযুগেরও কম সময়ে লিজ নেয়ার চুক্তিটা ফুরিয়ে যাবে আর তাই পিকিংয়ের সাথে আবার দরকষাকষি করতে হবে। তা সত্ত্বেও সবাই খুবই অস্থির, সবকিছুই নড়বড়ে অবস্থায় আছে, কেউই খুব একটা ভালো অবস্থানে নেই। স্থিতিশীলতা বজায় রাখাটাই এখন সবার লক্ষ্য।"

BanglaBook.org

ডেভিড একবার তার দিকে তাকালো, তারপর আবারো ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে ফিরলো সে। বোঝার ভঙ্গিতে মাথা দোলালো। "বুঝলাম। আমি পেপারে আর ম্যাগাজিনে এ বিষয়ে পড়েছি...কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ঠিক এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট জ্ঞান নেই।"

"আমার স্বামীর আগ্রহ অন্য জায়গায়," মেরি ম্যাকঅ্যালিস্টারকে বুঝিয়ে বললো। "মানুষ, মানব সভ্যতা, এসবের প্রতি তার আকর্ষণ বেশি।"

"ঠিক," ওয়েব, সম্মতি জানালো। "তো?"

"আমার ইন্টারেস্ট টাকা নিয়ে, টাকার এক্সচেঞ্জ, টাকার প্রসার, বাজার ও দ্রব্যমূল্যের অস্থিতিশীলতা, স্থিতিশীলতা ইত্যাদি। আর হংকংয়ের অন্য কিছু ভালো লাগুক আর না লাগুক এর অর্থনীতির ব্যাপারে আমার ইন্টারেস্ট আছে। এটাই হংকংয়ের প্রধান উপকরণ, এটি ছাড়া এর ইন্ড্রাস্ট্রিগুলো সম্পূর্ণ অচল।"

"আর আপনি যদি স্থিতিশীলতা সরিয়ে নেন তাহলে থাকছে দাঙ্গাহাঙ্গামা," ম্যাকঅ্যালিস্টার যোগ করলো। "চীনের পুরনো যুদ্ধবাজ নেতাদের জন্য তা হবে একটি চমৎকার হাতিয়ার। এই গণপ্রজাতন্ত্র সকল সম্ভাবনাকে ধামাচাপা দিয়ে ক্রমশ হট্টগোলের দিকে এগিয়ে যাবে, আর তারপর হঠাৎই করেই একটা পরাশক্তি হোচট খাওয়া ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। বেইজিংয়ের শান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মস্তিষ্কগুলোকে অগ্রাহ্য করা হবে তাদের জন্য যারা মিলিটারি শাসন কায়েম ক'রে সবাইকে উদ্ধারের নামে লুটপাট শুরু করবে। ব্যাংকিং খাত ধসে পড়বে, সুদূর প্রাচ্য ঝিমিয়ে পড়বে, থাকবে শুধুই সংঘর্ষ।"

"পি.আর.সি তা হতে দেবে?"

"হংকং, কাউলুন, ম্যাকাও আর বাকি সব এলাকা ঠিক যেনো একই শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ, এমনকি চায়নাও তা স্বীকার করে। এদের একটি আক্রান্ত হলে বাকিগুলো তার রেশ টের পাবে।"

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি—যে নাকি জেসন বর্ন সেজে আছে—সে একা এতো বড় একটা সংকট সৃষ্টি করতে পারবে? আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি না।"

"সেটার সম্ভাবনা এই মুহূর্তে কম মনে হলেও, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তা হতে পারে বৈ কি। আপনিই দেখুন তার কল্পকথা তার সাথেই উড়ে বেড়ায়, তার মাঝে আছে এক অসাধারণ সম্মোহনী আকর্ষণ। পলিটিক্যাল ডান ও বামপন্থীদের লোকেরা অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে বর্নের ইমেজকে কাজে লাগিয়ে। এ সকল ষড়যন্ত্রকারী বর্নের নাম ব্যবহার ক'রে আসল খুনিদের আড়াল ক'রে রাখছে। যখন আপনি এটা নিয়ে আরো ভাববেন, দেখবেন তারা ঠিক একইভাবে বর্নের নাম ব্যবহার করছে যেভাবে প্রথমে এটা সৃষ্টি করা হয়েছিলো। দক্ষিণ চায়নার যে কোনো লোককে যখন হত্যা করা হতো, আপনি জেসন বর্ন হিসেবে হত্যার সব দায়ভার তখন কাঁধে নিয়ে নিতেন। আর তার ঠিক দু'বছর পরে ম্যাকাও'তে একজন মাতাল ইনফরমার আপনাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে, যদিও আপনি শুধু

BanglaBook.org

একজনকেই হত্যা করেছিলেন।"

"আমার তা মনে নেই," বললো ডেভিড।

স্টেটের লোকটি সহানুভূতির ভঙ্গিতে মাথা দোলালো। "জানি, আমাকে আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু ভেবে দেখুন, এই হত্যাগুলো যদি প্রভাবশালী আর বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ঘিরে করা হয়, যেমন একজন সম্ভাব্য গভর্নর অথবা পি.আর.সি নেগোশিয়েটার বা সমমর্যাদার কাউকে, তাহলে তো সমগ্র কলোনিটিতে সংঘর্ষ বেধে যাবে।" ম্যাকঅ্যালিস্টার থামলো, চিন্তান্বিতভাবে মাথা ঝাঁকাতে থাকলো। "যাই হোক, এটা আমাদের সমস্যা, আপনার নয়, আর আমি আপনাকে বলছি এ কাজে আমাদের ইন্টেলিজেন্সের সেরা লোকগুলোকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আপনার সকল চিন্তা শুধু আপনাকে নিয়ে, মিঃ ওয়েব। আর এই মুহূর্তে, কাজের সুবাদে তা আমারও চিন্তার বিষয়। আপনার প্রতিরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে।"

"ওই ফাইলটি," বললো মেরি, "কাউকেই কখনও দেয়া ঠিক হয় নি।"

"আমাদের আর কোনো উপায় ছিলো না। আমরা কৃটিশদের সাথে অনেক খোলামেলাভাবে কাজ করি, আমাদের প্রমাণ দিতে হতো যে, ট্রেডস্টোন ফাইলের আর কিছু বাকি নেই, তা পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে। আর আপনার স্বামীও হংকং থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থান করছে।"

"আপনি তাদেরকে বলেও দিয়েছেন আমরা কোথায় আছি?" ওয়েবের স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠলো। "কোন্ সাহসে আপনি এমনটা করলেন?"

"আমাদের আর কোনো উপায় ছিলো না," নিজের কপালে আঙুল দিয়ে ডলতে ডলতে আবারো একই জবাব দিলো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "বিশেষ কিছু ক্রাইসিসের সময় আমরা একে অপরকে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা ক'রে থাকি। আপনার তা বোঝা উচিত।"

"আমি যা বুঝতে পারছি না তা হলো আমার স্বামীর ওপর এরকম কোনো ফাইল ছিলোই বা কেন," রাগান্বিতভাবে বললো মেরি। "এটা ছিলো প্রচণ্ড গোপন একটি ব্যাপার।"

"ইন্টেলিজেন্সের কিছু নিয়মমাফিক দাবি দাওয়া আছে যা আমাদের মেনে চলতে হয়। এটাই আইন।"

"আরে রাখুন আপনার আইন!" বললো ডেভিড। "আপনি তো আমার ব্যাপারে ভালোই খোঁজখবর করেছেন, বলুন তো আমি কোথা থেকে এসেছি। বলুন তো, মেডুসা ফাইলের রেকর্ডগুলো এখন কোথায় রাখা আছে?"

"আমি তা বলতে পারি না," জবাব দিলো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"ডঃ পানোভ আপনাদের কাছে কতোই না মিনতি করেছিলো ট্রেডস্টোন ফাইলের সব রেকর্ড নষ্ট করতে," গম্ভীর কণ্ঠে বললো মেরি। "অথবা নিদেনপক্ষে আমাদের আসল নাম ব্যবহার না করতে, কিন্তু আপনারা তাও করেন নি। কেমন মানুষ আপনারা?"

BanglaBook.org

"আমি হয়তো দুটোতেই রাজি থাকতাম," বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"দুঃখিত, মিসেস ওয়েব। আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এসব আমি আসার আগে হয়েছে...তবুও আমি অপরাধবোধে ভুগছি। আপনি ঠিকই বলছেন, হয়তো কোনো ফাইল করাই উচিত হয় নি। অন্যকিছু ক'রে—"

"ঘোড়ার ডিম," কথার মাঝখানে চেঁচিয়ে উঠলো ডেভিড, তার কণ্ঠস্বর ভয়ংকর শোনাচ্ছে। "এটা অন্য আরেকটি স্ট্র্যাটেজির অংশ, আরেকটি ফাঁদ। আপনারা কার্লোসকে চান, তাকে পাওয়ার জন্যে যা যা দরকার আপনারা করছেন, আর কিছু আপনারা পরোয়া করেন না।"

"আমি পরোয়া করি, মিঃ ওয়েব, আর সেটাও হয়তো আপনি বিশ্বাস করবেন না। আমি সুদূর প্রাচ্যের লোক ছিলাম, আমার কাছে জ্যাকেলের কি মূল্য? সে একটি ইউরোপিয় সমস্যা।"

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, আমার জীবনের তিনটি বছর ধরে আমি যাকে ধাওয়া করলাম, তার কোনো মূল্যই নেই?"

"না, আমি তা বলছি না। সময় বদলায়, পরিস্থিতি বদলায়, আর কখনও কখনও আরো খারাপ পরিস্থিতির আবির্ভাব ঘটে।"

"হায় ঈশ্বর!"

"শান্ত হও, ডেভিড," বললো মেরি, তার মনোযোগ এখনও স্টেটের লোকটির দিকে, যে কিনা বিবর্ণ মুখে চেয়ার ব'সে আছে। "আসুন, আমরা সবাই বিষয়টিকে হালকাভাবে নেই।" তারপর সে তার স্বামীর চোখে চোখ রাখলো। "আজ দুপুরে আবার কিছু হয়েছিলো, তাই না?"

"আমি তোমাকে পরে বলবো।"

"ঠিক আছে," মেরি আবার ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে তাকালো। চেয়ারে হেলান দিলো ডেভিড। ম্যাকঅ্যালিস্টারকে আরো ক্লান্ত আর হতবিহ্বল দেখাচ্ছে, তার বয়স যেনো এই কয়েক মিনিটেই আরো বেড়ে গেছে।

"আপনি আমাদের যা কিছু বলেছেন তা সবকিছুই একটা কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছে, তাই নয় কি?" সে স্টেটের লোকটির দিকে তাকিয়ে বললো। "আরো কিছু আছে যা আপনি আমাদেরকে বলতে চান।"

"হ্যা, আর এটা বলা আমার পক্ষে সহজ নয়। প্লিজ, এটা মাথায় রাখবেন আমি মাত্র কিছুদিন আগে এই কাজের দায়িত্ব নিয়েছি, আর মিঃ ওয়েবের ফাইল ঘাটার সম্পূর্ণ ক্লিয়ারেন্সও পেয়েছি।"

"এর মধ্যে কি কম্বোডিয়ায় তার স্ত্রী ও সন্তানদের বিষয়টিও পড়ে?"

"হ্যা।"

"ঠিক আছে, বলে যান যা বলতে চাচ্ছেন।"

ম্যাকঅ্যালিস্টার তার চিকন আঙুলগুলো দিয়ে আবার তার কপাল মেসেজ করতে শুরু করলো। "আমরা যতোদূর জানতে পেরেছি, লন্ডন পাঁচ ঘণ্টা আগে যা কনফার্ম করেছে তা হলো আপনার স্বামীও এখন টার্গেট হতে পারে। কেউ একজন

BanglaBook.org

তাকে মারতে চাচ্ছে।"

"কিন্তু এটা কার্লোস দি জ্যাকেল নয়," সামনে এগিয়ে এসে বললো ওয়েব।

"না। আমরা এখনও এরকম কোনো কানেকশন খুঁজে পাই নি।"

"আপনি বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন?" মেরি প্রশ্ন করলো ডেভিডের চেয়ারে হাতলে বসে। "আপনি ঠিক কতোটুকু জেনেছেন?"

"কাউলুনের সেই এম.আই-৬ অফিসারের কাছে অনেক সেনসিটিভ পেপার ছিলো, যার একেকটা হংকং-এ চড়া দামে বিক্রি করা যেতো। তাসত্ত্বেও, শুধুমাত্র ট্রেডস্টোন ফাইলটি—জেসন বর্নের ফাইলটিই তারা হাত করলো। লন্ডন তাই আমাদেরকে জানিয়েছে। তাদের হাবভাবে মনে হচ্ছে শুধুমাত্র একটি লোককেই তারা চায়, শুধু জেসন বর্নকে।"

"কিন্তু কেন?" মেরি চিৎকার ক'রে বললো। তার হাত ডেভিডের হাতের কব্জি শক্ত ক'রে ধরে আছে।

"কারণ একজনকে খুন করা হয়েছে," শান্তকণ্ঠে জবাব দিলো ওয়েব। "আর কেউ তার প্রতিশোধ নিতে চাইছে।"

"আমরা সেটাই বের করার চেষ্টা করছি," হালকাভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "আর এ ব্যাপারে আমরা কিছু দূর অগ্রসরও হয়েছি।"

"কাকে খুন করা হয়েছে," প্রশ্ন করলো প্রাক্তন জেসন বর্ন।

"জবাবটা দেওয়ার আগে আপনার এটা জেনে রাখা উচিত যে, আমরা যা কিছু জেনেছি তার পুরোটাই আমাদের হংকংয়ের প্রতিনিধিরা বের করেছে। এর আগাগোড়া পুরোটাই একটি ধারণা মাত্র, কোনো প্রমাণ নেই।"

"হংকং প্রতিনিধি বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? বৃটিশরা কি ঘাস কাটছিলো? আপনারাই তো তাদেরকেই ট্রেডস্টোন ফাইলটি দিয়েছিলেন।"

"কারণ তারা আমাদেরকে প্রমাণ দিয়েছিলো একজনকে হত্যা করা হয়েছে এমন একটি নাম ব্যবহার ক'রে যা ট্রেডস্টোন ফাইলের তৈরি, আমাদের তৈরি, নামটা হলো জেসন বর্ন। তারা আমাদেরকে তাদের এম.আই-৬ সোর্সের তথ্য দিতে ততোটা অনিচ্ছুক যতোটা আমরা তাদেরকে আমাদের কনড্যাক্টারদের তথ্য দিতে অনিচ্ছুক। মৃত লোকটির সোর্স কে ছিলো তা বের করার জন্য আমাদের লোকেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করছে, প্রতিটি সম্ভাবনা খুঁটিয়ে দেখছে। কারণ আমাদের বিশ্বাস তার মূল সোর্সদের কেউই তার মৃত্যুর জন্য দায়ি। ম্যাকাও'তে তারা একটি গুজবকে কেন্দ্র করে এগিয়ে ছিলো, যদি পরে তা গুজবের চেয়ে বেশি কিছুতে পরিণত হয়।"

"আবারো জানতে চাইছি," বললো ওয়েব। "কাকে মারা হয়েছে?"

"একজন মহিলাকে," স্টেটের লোকটি জবাব দিলো। "ইয়াও মিঙ্গ নামের একজন তাইপান ব্যাংক মালিকের স্ত্রী, হংকংয়ের ব্যাংকটি যার বিশাল সম্পদের অনু পরিমাণ অংশমাত্র। তার অর্থবিত্ত এতোই বেশি যে, বেইজিং তাকে একজন বিনিয়োগকারী এবং কনসালটেন্ট হিসেবে বেইজেংয়ে আবারো স্বাগতম জানিয়ে

BanglaBook.org

গ্রহণ করেছিলো। সে খুবই ক্ষমতাসীন, প্রভাবশালী এবং ধরাছোঁয়ার বাইরে।"

"খুনের ধরণ?"

"খুবই জঘন্য, তবে অস্বাভাবিক নয়। তার স্ত্রী ছোটোখাটো একজন অভিনেত্রী ছিলো, কিছু লোকাল ফিল্মে কাজও করেছে সে, বয়সে তার হাজবেন্ডের চেয়ে অনেক ছোটো ছিলো। কার্তিকের কুত্তার মতোই তার সচ্চরিত্রা ছিলো, কিছু মনে করবেন না—"

"প্লিজ, বলতে থাকুন," মেরি বললো।

"তাসত্ত্বেও সেই ব্যাংকার বিষয়টিকে অন্যভাবে নিয়েছে, তার কাছে তার স্ত্রী ছিলো স্বল্পবয়সী, সুন্দর একটি ট্রফি। তার স্ত্রী ছিলো কলোনির আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। মূলত আজেবাজে চরিত্রগুলোর কাছে। এক সপ্তাহে হয়তো সে ম্যাকাও'তে প্রচুর পরিমাণে জুয়া খেলতো তো পরের সপ্তাহে সিঙ্গাপুরে গিয়ে টাকা ঢালতো, আবার কখনো কখনো মরণপন পিস্তল খেলার বাজি লাগাতে সমুদ্রতীরবর্তী আফিম হাউজে যেতো। টেবিলের দু'প্রান্তে বসা লোকগুলো যখন একে অপরের জীবন নেয়ার চেষ্টা করতো তখন কে বাঁচবে আর কে মরবে তার ওপর হাজার হাজার ডলার বজি ধরতো ঐ মহিলা। বলাই বাহুল্য, ওসব জায়গায় ড্রাগসের ব্যাপক ছড়াছড়ি। তার শেষ প্রেমিকও ছিলো ড্রাগসের একজন ডিস্ট্রিবিউটর। তার সাপ্লায়াররা সব ক্যান্টনের গুয়াঙ্গঝোউ এলাকার। লোক মা চৌউ সীমান্তের পূর্ব দিকের গভীর সমুদ্রপথ পর্যন্ত বিস্তৃত তার এই ড্রাগ রুট।"

"আপনাদের রিপোর্ট অনুযায়ী, এই গভীর পুকুরে অনেক রুই কাতলা থাকার কথা," বাধা দিয়ে বললো ওয়েব। "তাসত্ত্বেও আপনাদের নজরে এই ডিস্ট্রিবিউটরের ওপর পড়লো কিভাবে?"

"তার কাজের ধরণই আমাদের নজর কাড়ে, তার প্রসার এতো দ্রুত ঘটে যে, ক্রমশ তার তার শহরে, অথবা আপনি পুকুরও বলতে পারেন, অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্মূল করে চলছিলো। চাইনিজ মেরিনদের ঘুষ দিয়ে তাদের বোটগুলো ডুবিয়ে দিচ্ছিলো, একের পর এক ক্রুদের গায়েব ক'রে দিচ্ছিলো। প্রাথমিক পর্যায়ে তার এই পদ্ধতি যথেষ্ট কার্যকর ব'লে মনে হলেও বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া কিছু লাশ নদীর তীরে পাওয়া গেলে এই দলগুলোর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ব্যাংকারের স্ত্রীর প্রেমিক এই এই ডিস্ট্রিবিউটরকে মারার জন্য টার্গেট করা হয়।"

"এ ধরণের পরিস্থিতিতে তাকে নিশ্চয়ই আগাম সতর্ক করা হয়েছিলো। তার উচিত ছিলো ডজনখানেক বডিগার্ড নিয়ে নিজেকে নিরাপদে রাখা।"

"একদম ঠিক। আর এ ধরণের নিরাপত্তা ভেদ করার জন্য দরকার অসামান্য প্রতিভার। তার প্রতিপক্ষ সেই প্রতিভাকেই ভাড়া করে।"

"বর্ন," ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো ডেভিড, মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে ফেললো সে।

"ঠিক," যোগ করলো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "দু'সপ্তাহ আগে সেই ড্রাগ ডিলার

BanglaBook.org

আর ইয়াও মিঙ্গের স্ত্রীর গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ পাওয়া যায় ম্যাকাও'র লিজবোয়া হোটেলের একটি বিছানায়। মৃত্যুটা মোটেও প্রীতিকর ছিলো না; তাদের মৃতদেহ এতোটাই বিকৃত ছিলো যে, তাদেরকে দেখে চেনাই যাচ্ছিলো না। হত্যাকাণ্ডে ইউ.জি মেশিন গান ব্যবহার করা হয়েছে। পুলিশ আর সরকারি কর্মকর্তাদের প্রচুর টাকা ঘুষ দিয়ে পুরো ঘটনাটা ধামাচাপা দেয়া হয়। সেই তাইপান ব্যাংকার নিজেই এটা করেছে।"

"আমি অনুমান করছি," একঘেয়ে কণ্ঠে বললো ওয়েব, "বর্নের নাম ব্যবহার করে আগেও যে খুনগুলো করা হয়েছে তাতেও ইউ.জি মেশিনগান ব্যবহার করা হয়েছে, ঠিক?"

"কাউলুনের মিস সিম সা সুইয়ের একটি ক্যাবারের কনফারেন্স রুমের বাইরে এই অস্ত্রটা পরিত্যাক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। আর সেই ক্যাবারের ভেতরে পাওয়া গেছে পাঁচটি ক্ষতবিক্ষত দেহ, যার মধ্যে তিনজনই কলোনির বিত্তশালী ব্যবসায়ী। বৃটিশরা বিশদ কিছু ব্যাখ্যা করে নি, কিছু ছবি দেখিয়েছে মাত্র।"

"এই তাইপান, ইয়াঙ্গ মিঙ্গ," বললো ডেভিড, "সেই অভিনেত্রীর হাজবেন্ড, আপনাদের ধারণা সে-ই এম.আই-৬'র সোর্স, তাই নয় কি?"

"আমাদের লোকেরা জানতে পেরেছে সে এম.আই-৬'র সোর্সদের একজন। বেইজিংয়ে তার অসামান্য প্রভাব তাকে ইন্টেলিজেন্সের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ক'রে তুলেছে। বৃটিশদের কাছে সে অমূল্য এক সম্পদ।"

"তারপরেও তার স্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে, তার প্রাণপ্রিয় স্ত্রীকে—"

"আমি বলবো তার প্রাণপ্রিয় ট্রফিকে," বাধা দিয়ে বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "তার ট্রফি কেড়ে নেয়া হয়েছে।"

"বুঝলাম," বললো ওয়েব। "ট্রফিটা তার স্ত্রীর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

"আমি সুদূর প্রাচ্যে অনেক বছর কাটিয়েছি। সেখানে, মানে ম্যানডারিন-এ একটি কথা বলা হয়, কিন্তু কথাটা এ মুহূর্তে ঠিক মাথায় আসছে না।"

"রেন ইউ জিয়াজিয়ান," বললো ডেভিড। "মানুষের ভাবমূর্তিই সবকিছু, শুধু সেটাই রয়ে যায়।"

"হ্যা, মনে হয় এটার কথাই ভাবছিলাম।"

"তো এম.আই-৬'র লোকটিকে সেই বিক্ষুব্ধ তাইপান জেসন বর্নের ফাইলটি আনার জন্য প্রস্তাব দেয়। কারণ এই জেসন তার স্ত্রীকে, মানে তার প্রিয় ট্রফিকে খুন করেছে। সে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়, ফাইলটি না পেলে বৃটিশরা তার বেইজিং সোর্সদের কাছ থেকে আর কোনো ইনফরমেশন পাবে না।"

"আমাদের লোকেরা তাই ধারণা করেছে। আর ইয়াও মিঙ্গ ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকায় তার বৃটিশ সহযোগীকে খুন করা হয়েছে। এই তাইপানের কাছে পৌছানো অসম্ভব, একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে সে। কোনো রকম আত্মপ্রকাশ না করেই সে প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছে।"

"বৃটিশরা কি বলছে?" জানতে চাইলো মেরি।

BanglaBook.org

"স্পষ্ট ভাষায় বললে তারা পুরো ব্যাপারটি থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে। লন্ডন হতভম্ব হয়ে গেছে। ট্রেডস্টোন প্রজেক্টের সময় আমরা কিছু গোলমাল পাকিয়ে ফেলেছিলাম আর তাই হংকংয়ের এই স্পর্শকাতর ইসুগুলোতে তারা আমাদের কোনো হস্তক্ষেপ চাচ্ছে না।"

"তারা কি ইয়াও মিঙ্গের মোকাবেলা করেছে?" কথাটা জিজ্ঞেস করেই ওয়েব আন্ডারসেক্রেটারির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

"আমি যখন তাদের কাছে নামটা তুললাম তারা বললো প্রশ্নই ওঠে না। সত্যি কথা হচ্ছে, তারা নিজেরাও এ পরিস্থিতিতে হতবিহ্বল, কিন্তু তারা তাদের অবস্থান বদলাতে রাজি নয়। এর চেয়ে বেশি কিছু জানতে চান দিনে তারা রেগে যায়।"

"অস্পৃশ্য," বললো ওয়েব।

"তারা হয়তো এখনও সেই তাইপানকে ব্যবহার করতে চাচ্ছে।"

"এতো কিছুর পরেও?" মেরি নীরবতা ভেঙে মুখ খুললো। "সে যা করেছে, আর আমার স্বামীর বিরুদ্ধে যা করতে চাচ্ছে তা সত্ত্বেও?"

"ওটা একেবারেই ভিন্ন একটি জগত," বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"আর আপনারা তাদেরকে সহযোগিতা করছেন।"

"আমাদের সেটা করতেই হয়," স্টেটের লোকটি বললো।

"তাহলে তাদেরকে চাপ দিন যাতে ক'রে তারা আপনাদেরকে সহযোগিতা করে। জোর করুন।"

"আমরা তা পারি না। হয়তো এর বিনিময়ে তারা অন্য কিছু দাবি ক'রে বসবে।"

"আপনি মিথ্যা বলছেন," মেরি চেঁচিয়ে উঠলো।

"আমি মিথ্যা বলছি না, মিসেস ওয়েব।"

"আপনাকে কেন আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার?" প্রশ্ন করলো ডেভিড।

"হয়তো এর কারণ হচ্ছে আপনি আপনার গভর্নমেন্টকে বিশ্বাস করেন না, আর তা না করার পেছনে যথেষ্ট কারণও রয়েছে। আমি শুধু বলতে চাই, আমি এক কথার মানুষ। আপনি তা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমি শুধু এটা নিশ্চিত করতে চাই যে, আপনারা এখানে নিরাপদ।"

"আপনি এমন অদ্ভুতদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছেন কেন?"

"কারণ এর আগে কখনও এমন পরিস্থিতিতে আমাকে পতড়তে হয় নি।"

কলিং-বেল বেজে উঠলে মেরি দরজার দিকে তাকিয়ে দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গেলো। দরজা খুলে কয়েক মুহূর্তের জন্য তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো, তাকিয়ে রইলো অসহায়ভাবে। দু'জন লোক হাতে বৃফকেস নিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। হাতের বৃফকেস দুটির উপরের সিলভার ব্যাজ আর কালো অ্যাম্বোস করা ঈগল, বারান্দার ক্যারেজ ল্যাম্পের আলোয় ঝলমল করছে সেগুলো। রাস্তার বাঁকে একটি কালো সিডান গাড়ি দাঁড়িয়ে, গ্লাসের ভেতর কিছু ছায়া ও জ্বলন্ত সিগারেটের আভার

BanglaBook.org

কারণে সেখানে কিছু লোকের উপস্থিতি নিশ্চিত করছে। এসব দেখে মেরির কান্না পেলেও নিজেকে সামলে নিলো সে।

এডওয়ার্ড ম্যাকঅ্যালিস্টার তার নিজের স্টেট ডিপার্টমেন্টের গাড়িতে উঠে বসতেই বন্ধ জানালা দিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ডেভিড ওয়েবের দিকে তাকালো। সাবেক জেসন বর্ন নিথরভাবে দাঁড়িয়ে আছে, সে কঠোর আর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এইমাত্র বিদায় নেয়া অতিথির দিকে।

"চলো," ম্যাক্‌অ্যালিস্টার ড্রাইভারকে বললো, লোকটি প্রায় তার সমবয়সী এক টেকো। বড়মাপের একটা চশমা পড়ে আছে সে, যা তার নাক আর কপালের মাঝখানটুকু ঢেকে রেখেছে।

গাড়িটি সামনে এগোতে শুরু করলো। ড্রাইভার সচেতনভাবে এই অদ্ভুত, সংকীর্ণ পথ, দু'সারি গাছের মাঝখান দিয়ে উর্বর পাহাড়ি রাস্তা পাড়ি দিয়ে ছোটো এগিয়ে চললো একটি শহরের অভিমুখে। বেশ কিছু সময় তারা দু'জনেই চুপ থাকলো। অবশেষে প্রশ্ন করলো ড্রাইভার, "কাজ কেমন হয়েছে?"

"কেমন হয়েছে?" স্টেটের লোকটি জবাব দিলো। "অ্যাম্বাসেডর বলে থাকে, 'সব ঘুটি জায়গামতো বসানো হয়েছে।' ভিত্তি স্থাপন করেছি, যুক্তি দেখিয়েছি, এই মিশনারি কাজটা করা হয়েছে এটুকুই কেবল বলা যায়।"

"শুনে খুশি হলাম।"

"সত্যি? তাহলে আমিও খুশি," ম্যাক্‌অ্যালিস্টার তার কাঁপতে থাকা ডান হাতটি তুলে সরু আঙুলগুলো দিয়ে কপালের ডানদিক টিপতে শুরু করলো। "কিন্তু না, আমি খুশি না," সে হঠাৎ বলে উঠলো। "আমি প্রচণ্ড অসুস্থবোধ করছি।"

"আমি দুঃখিত।"

"মিশনারি কাজের কথা যে বললোাম তার কারণ আমি একজন খৃস্টান। আমি অন্তত তাই বিশ্বাস করি, হয়তো ততোটা সাধু নই, হয়তো প্রতি রোববার আমার প্রার্থনা করা হয় না, বা আত্মসুদ্ধির কাজটাও ঠিকমতো করি না, তবে আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বরে। আমি এবং আমার স্ত্রী মাসে অন্তত দু'বার চার্চে যাই, আমার দুই ছেলে পাদ্রীদের কাজে সহযোগিতা করে। আমি সৎ এবং সদয় আছি, আর আমি তাই থাকতে চাই। এসব কথার মর্ম কি তুমি বোঝো?"

"নিশ্চয়ই। যদিও এই সব ব্যাপারে আমার তেমন কোনো অনুভূতি নেই, তবুও আমি বুঝতে পারছি।"

"কিন্তু এইমাত্র আমি ঐ লোকটির বাসা থেকে এসেছি।"

"আরে, শান্ত হোন। সমস্যাটা কোথায়?"

ম্যাকঅ্যালিস্টার সোজা সামনে তাকালো, তার মুখের ওপর পড়লো রাস্তার সামনে থেকে আসা হেডলাইটের আলো। "ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করো," ফিস্‌ফিস ক'রে বললো সে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

হৈ হল্লা অন্ধকার পরিবেশটাকে যেনো হঠাৎই ছাপিয়ে উঠলো, বেসুরো, কর্কশ চিৎকার চেঁচামেচি যেনো চারদিক থেকে ছুটে আসছে। আশেপাশের সবাই ছুটোছুটি করছে, চিৎকার করছে, উত্তেজনায় কুঁচকে গেছে তাদের মুখগুলো। ওয়েব হাটু গেঁড়ে ব'সে পড়লো, দু'হাতে মুখ এবং কাঁধ যতোটা সম্ভব আড়াল ক'রে আক্রমণের জন্য মনে মনে একটি বৃত্ত অঙ্কন করলো। তার কালো পোশাক এই অন্ধকারে তার জন্য প্লাস পয়েন্ট, কিন্তু তাও কাজে আসবে না যদি তার দিকে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করা হয়। সে এবং তার সাথের গার্ডটি এতে সহজেই কাবু হয়ে যাবে। আবার বুলেটই একজন হত্যাকারীর একমাত্র অস্ত্র নয়। কেউ কেউ বিষাক্ত বুলেট ব্যবহার করে—এয়ার কমপ্রেস্‌ড অস্ত্র দিয়ে ছুড়ে মারে সেসব—যা শরীরের খোলা অংশ ফুঁটো ক'রে ঢুকে যায়। এরপর মাত্র মিনিট কয়েকের মধ্যে কিংবা বলা যায় কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মৃত্যু অনিবার্য হয়ে ওঠে।

একটি হাত তার কাঁধ স্পর্শ করলো! হাতটি সরিয়ে দ্রুত ঘুরে, বন্যপ্রাণীর মতো হামাগুঁড়ি দিয়ে বামদিকে সরে গেলো সে।

"আপনি ঠিক আছেন তো, প্রফেসর?" টর্চের আলো জ্বেলে দাঁত বের ক'রে হেসে তার ডানপাশ থেকে গার্ড প্রশ্ন করলো।

"কি? কি হয়েছে?"

"অসাধারণ দৃশ্য, তাই না!" সামনে এগিয়ে এসে গার্ড আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললো।

ডেভিড উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "কি?"

"বাচ্চা ছেলেগুলোর এই উদ্যম ছোটাছুটি। দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়।"

সবকিছু থেমে গেলে চতুষ্কোণ ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণটি আবার নিশ্চুপ হয়ে গেছে। দূরের পাথুরে দালানগুলোর সামনে জ্বলতে থাকা অগ্নিশিখা এখন প্রায় নিবু নিবু করছে। ফুটবল র‍্যালিটি চলে গেছে, ওয়েবের গার্ডরা এই উৎসব মুখর পরিবেশ খুব উপভোগ করছে।

"আপনার কেমন লাগলো, প্রফেসর?" তার পাশে থাকা গার্ড আবারো জানতে চাইলো। "এই উৎসবমুখর পরিবেশে নিশ্চয়ই আগের চেয়ে ভালো বোধ করছেন?"

সবকিছু থেমে গেছে। শেষ হয়ে গেছে এই নিরর্থক উন্মাদনা। সত্যিই কি তাই? তাহলে এখনও তার বুক ধড়ফড় করছে কেন? সে এতোটা ঘাবড়ে গিয়েছিলো কেন, কেন এতোটা ভয় পেয়েছিলো? কোথাও কোনো গণ্ডগোল আছে।

BanglaBook.org

"ঐ প্যারেডটা আমাকে এতোটা ভাবিয়ে তুলেছিলো কেন?" তাদের পুরনো ভাড়া করা ভিক্টোরিয়ান বাসায় ব'সে সকালের নাস্তা করার সময় কফিতে চুমুক দিতে দিতে বললো ডেভিড।

"তুমি বিচের ধারে হাটতে ভুলে গিয়েছিলে," একটা স্লাইস টোস্ট তার স্বামীর

জন্যে আগ বাড়িয়ে দিয়ে বললো মেরি। "সিগারেট ধরানোর আগে এটা খেয়ে ফেলো।"

"না, সত্যিই। এটা আমাকে চিন্তিত ক'রে তুলেছে। গত এক সপ্তাহ ধরে আমি এক নিরর্থক প্রতিরক্ষা ব্যূহের মধ্যে নিরাপত্তাহীনভাবে চলাফেরা করছি। আর বিষয়টা গতকাল দুপুরেই আমার মাথায় আসে।"

"তুমি কি বোঝাতে চাইছো?" মেরি পানি ঢেলে প্যান'টা রান্নাঘরের সিঙ্গে ঢেলে বললো। তার চোখ ওয়েবের ওপর। "ছয়জন গার্ড তোমাকে পাহারা দিচ্ছে, চারজন তোমার পাশে থাকে, আর দু'জন থাকে তোমার সামনে এবং পেছনে। তারা সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।"

"একটা প্যারেড।"

"তুমি একে প্যারেড বলছো কেন?"

"আমি জানি না। সবকিছু কেমন যেনো সাজানো মনে হচ্ছে, যেনো কারো ড্রামের তালে সবাই হাটছে। আমি জানি না, কেন।"

"তুমি অস্বাভাবিক কিছু অনুভব করছো?"

"হয়তো।"

"বলে ফেলো। তোমার এ ধরণের অনুভূতিই জুরিখের গুইশান কুয়ে'তে একবার আমার জীবন বাঁচিয়েছিলো। আমি শুনতে চাচ্ছি, যদিও মন থেকে চাইছি না, কিন্তু আমার শোনা উচিত।"

ওয়েব ডিমের কুসুমটি তার টোস্টের ওপর ভাঙলো। "তুমি কি বুঝতে পারছো একজন অল্পবয়সী চেহারার লোকের পক্ষে কাজটা কতোটা সহজ। স্টুডেন্ট সেজে আমার পাশ দিয়ে হেটে যাওয়ার সময় একটি বিষাক্ত বুলেট ছুড়ে দিলো? এতে যে শব্দ হবে তা সে একটা কাশি বা হাসি দিয়েই চাপা দিতে পারবে, আর ততোক্ষণে আমার রক্তে একশো সিসি স্ট্রাইসিন ছড়িয়ে পড়বে।"

"এ জিনিসগুলো তুমি আমার চেয়ে অনেক ভালো বোঝো।"

"অবশ্যই। কারণ, আমি নিজেই এভাবে কাজ করতাম।"

"না। জেসন বর্ন এভাবে কাজ করতো। তুমি না।"

"ঠিক আছে, যেভাবে তুমি বলতে চাও। কিন্তু এতে তো আর সত্য বদলাচ্ছে না।"

"গতকাল দুপুরে কি হয়েছিলো?"

ওয়েব তার প্লেটের ডিম আর টোস্ট নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। "সেমিনার শেষ হতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিলো, যেমনটা সবসময় হয়ে থাকে। অন্ধকার হয়ে আসছিলো, গার্ডদের সাথে নিয়ে আমরা ক্যাম্পাস পার হয়ে পার্কিংলটের দিকে আসছিলাম। সেখান দিয়ে একটা ফুটবল র‍্যালি যাচ্ছিলো। আমাদের মার্কামারা দল আরেকটি মার্কামারা দলের বিপক্ষে স্লোগান দিচ্ছিলো। র‍্যালিটা ছিলো অনেক বড়। ওরা আমাদের চারজনকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। বাচ্চাছেলেগুলো ফূর্তিতে চিৎকার চেঁচামেচি আর গান গাইতে গাইতে দৌড়ে রাস্তার বেঞ্চগুলোর পাশে জ্বালানো

BanglaBook.org

আগুনের দিকে ছুটে যায়। আমার মন তখন বললো এখনই কিছু একটা ঘটবে। যদি কিছু ঘটে তো এখনই সেটা ঘটবে। বিশ্বাস করো, সেই কয়েক মুহূর্ত যেনো আমি আবার বর্ন হয়ে গেলাম। হামাগুড়ি দিয়ে একপাশে সরে গিয়ে তাদের সবার ওপরে নজর রাখতে শুরু করি। আমি আসলে খুবই ভয় পেয়েছিলাম।"

"তারপর?" বললো মেরি।

"আমার নামমাত্র গার্ডগুলো হেসেখেলে বেড়াচ্ছিলো, সামনের দু'জন একটা ফুটবল নিয়ে দাঁড়িয়ে পুরো বিষয়টি উপভোগ করতে লাগলো।"

"তো এটাই তোমার চিন্তার কারণ?"

"এটা আমার সহজাত প্রবৃত্তি। একগাদা ভিড়ের ঠিক মাঝখানে আমি সহজ টার্গেটে পরিণত হয়েছিলাম। আমার নার্ভ আমাকে তাই বলছিলো, আর মন বলছিলো অন্যকথা।"

"এখন কে কথা বলছে?"

"আমি জানি না। আমি শুধু এটা জানি যে, সেই কয়েক মুহূর্ত আমার কাছে অর্থহীন মনে হচ্ছিলো। আর ঠিক তার কয়েক মুহূর্ত পরে আমার বাম দিকের গার্ড আমার কাছে এসে বলে, 'কি অসাধারণ ছেলেপেলেদের এই উদ্যম ছুটোছুটি! দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়, তাই না?' আমি কিছুটা থতমত খেয়ে যাই, আর তারপর সে ঠিক এই কথাগুলোই বলে—'আপনার কেমন লাগছে, প্রফেসর? আপনার নিশ্চয়ই ভালো লাগছে? আপনার নিশ্চয়ই ভালো লাগছে'...তারা এটা কেন বললো?"

"তারা জানে তাদের কাজ কি," মেরি বাধা দিয়ে বললো। "ওরা তোমাকে প্রোটেকশান দেবার জন্য এসেছে। আর আমি নিশ্চিত, সে 'ভালো লাগছে' বলতে নিরাপদ বোধ করছো কিনা বুঝিয়েছে।"

"সে কি তাই বুঝিয়েছে? তারা কি সত্যিই আমাকে প্রোটেকশন দিচ্ছে? ছেলেপুলেগুলোর ভিড়ের মাঝে আবছা অন্ধকার পরিবেশে, একগাদা অপরিচিত মুখের সাথে তারা মিশে গিয়ে হাসি ঠাট্টা করেছে। তারা সবাই ফূর্তি ক'রে বেড়িয়েছে। তারা কি সত্যিই আমাকে প্রোটেকশন দিচ্ছিলো?"

"এছাড়া আর কি হতে পারে?"

"আমি জানি না। হয়তো ওরা কখনও আমার পরিস্থিতিতে পড়ে নি। হয়তো আমি এই বিষয়টা নিয়ে খুব বেশি ভাবছি, ভাবছি ম্যাকআলিস্টার আর তার সেই চোখগুলোকে নিয়ে। তার নিষ্পলক চোখগুলোকে যেনো ঠিক মরা মাছের চোখের মতো লাগছিলো। সেই চোখ পড়লে মনের কথা বোঝা যায়।"

"সে যা বলেছে, তা থেকে তুমি মানসিক ধাক্কা খেয়েছো," বললো মেরি। "তোমার ওপর তার কথার খারাপ প্রভাব পড়তে পারে, আমার ওপর তো পড়েছেই।"

"হয়তো তাই," ওয়েব মাথা ঝাঁকালো। "বিষয়টা অদ্ভুত, আমার স্মৃতির কোটরে কতো কিছুই না আছে যেগুলো আমি মনে করতে চাই কিন্তু পারি না, আর

BanglaBook.org

অনেক কিছু আছে যেগুলো আমি ভুলে যেতে চাই, কিন্তু ভুলতে পারি না।"

"তুমি ম্যাকঅ্যালিস্টারকে ফোন করছো না কেন, তাকে বলো তোমার কেমন লাগছে, তুমি কি অনুভব করছো। তার বাসার এবং অফিসের ডিরেক্ট লাইন তোমাকে দেয়া হয়েছে। মো পানোভও তোমাকে তাই করতে বলতো।"

"হ্যা, মো তাই বলতো।" ডেভিড ডিম পোচটি খেতে খেতে বললো। "'যদি মানসিক চাপ দূর করার কোনো স্পষ্ট পন্থা থেকে থাকে, তাহলে তা দ্রুত অনুসরণ করা উচিত,' সে সবসময় এ কথাই বলে।"

"তাহলে তাই করো।"

ওয়েব হাসতে থাকলো। "হয়তো আমি করবো, হয়তো না, কিন্তু মো যদি জানে আমি তার কথা মতো চলছি না তাহলে এখানে সাঁই ক'রে উড়ে এসে আমার মাথার সব মগজ বের ক'রে ফেলবে।"

"যদি সে না বের করে তো আমি তোমার সব মগজ বের করবো।"

"নি সি নুহাইজি," চেয়ার থেকে উঠে পেপার নেপকিন দিয়ে হাত মুছে স্ত্রীর দিকে এগিয়ে বললো ডেভিড।

"এর মানেটা বুঝিয়ে বলবেন কি, আমার জটিলমনা স্বামী এবং সাতাশিতম প্রেমিক?"

"দুষ্টু দেবী। সহজ ভাষায় অনুবাদ করলে এর মানে দাঁড়ায় তুমি একটা পিচ্চি মেয়ে—অবশ্য ততোটা পিচ্চিও নও—আমি এখনও বিছানায় গেলে পাঁচবারের মধ্যে তিনবারই তোমাকে কুপোকাত করতে পারবো।"

"এতো কিছু ওই একটা বাক্যে ছিলো?"

"আমরা বেশি কথায় সময় নষ্ট করি না, অল্পতেই কাজ সারি...এখন আমাকে যেতে হবে। আজকের ক্লাস সিয়ামের দ্বিতীয় রামকে কেন্দ্র ক'রে আর ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে মালয় রাজ্যগুলোর ওপর তার দাবি দাওয়াকে নিয়ে। বিষয়টা বিরক্তিকর কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। সবজচেয়ে বাজে দিকটি হলো বার্মা থেকে একজন স্টুডেন্ট এসেছে, যাকে দেখে মনে হয় এ বিষয়ে সে আমার থেকে বেশি জানে।"

"সিয়াম?" তাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো মেরি। "তার মানে থাইল্যান্ড।"

"হ্যা। ওটাই এখন থাইল্যান্ড।"

"তোমার স্ত্রী, সন্তান তো ওখানেই...তোমার কষ্ট লাগে, তাই না?"

সে মেরির চোখে চোখ রেখে তাকে আদর করলো। "আমি অতোটা কষ্ট পাই না, কারণ ঘটনাগুলো আমার স্পষ্টভাবে মনেই পড়ে না। মাঝে মাঝে ঈশ্বরকে বলি যেনো ওগুলো আর কখনও মনে না পড়ে।"

"আমি ঠিক ওভাবে বিষয়টা দেখি না। আমি চাই তুমি তাদেরকে নিয়ে ভাবো, তাদের কথা শোনো, তাদেরকে অনুভব করো। আরো চাই তুমি জানো যে, আমিও ওদেরকে ভালোবাসি।"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!" সে মেরিকে জড়িয়ে ধরলো। শরীর দুটো যে উষ্ণতার

BanglaBook.org

সৃষ্টি করলো তা যেনো একান্তই তাদের নিজস্ব।

দ্বিতীয়বারও লাইনটি ব্যস্ত পাওয়ায় ওয়েব ফোনটি সরিয়ে আবার ডব্লিউ.এফ. ভেলা'র *সিয়াম আন্ডার রামা দি থার্ড* বইটি পড়তে লাগলো এটা দেখার জন্যে যে, তার নতুন বার্মিজ স্টুডেন্ট পেনাঙ্গ দ্বীপকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় রামের সাথে কেডাহ্'র সুলতানের যে সংঘর্ষের কথা বলেছে তা সত্যি কি না। এ হলো কোনো শিক্ষকের জন্যে সবচাইতে বিব্রতকর মুহূর্ত। কিপলিংয়ের কবিতার মৌলমেন প্যাগোডা প্রতিস্থাপিত হয়েছে বেশি বুদ্ধির একজন পোস্টগ্র্যাজুয়েট ছাত্র, নিজের শিক্ষকদের উপর যার কোনো শ্রদ্ধাভাব দেখা যায় না। এই বিষয়টি কিপলিংই ভালো বুঝতেন, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারতেন তিনি।

দরজায় কয়েকবার মৃদু টোকা পড়লে ডেভিড কিছু বলার আগেই দরজা খুলে এক লোক ঢুকে পড়লো। লোকটা তার গার্ডদেরই একজন, যে গতকাল সন্ধ্যায় খেলার র‍্যালি'র ভিড়ে হইচইয়ের সময় তার সাথে কথা বলেছিলো।

"হ্যালো, প্রফেসর?"

"হ্যালো। জিম, তাই না?"

"না, আমি জনি। এতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। আমাদের নাম মনে রাখা আপনার কাজ না।"

"কোনো সমস্যা?"

"ঠিক তার উল্টো, স্যার। আমি এসেছি আমাদের সবার পক্ষ থেকে আপনাকে বিদায় জানাতে। সবকিছু ঠিক আছে, আপনিও স্বাভাবিক হয়ে গেছেন। আমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে বি-ওয়ান-এল'এ রিপোর্ট করতে।"

"কোথায় করতে?"

"বোকার মতো শোনায়, তাই না? হেড কোয়ার্টারে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে তারা বলে বি-ওয়ান-এল'এর কথা, যাতে কেউ বুঝতে না পারে।"

"আমিও বুঝতে পারি নি।"

"বেজ-ওয়ান-ল্যাঙ্গলি। আমরা ছয়জনই সি.আই.এ'র সদস্য, আমার মনে হয় আপনি সেটা জানেন।"

"তোমরা চলে যাচ্ছো, সবাই একসাথে?"

"এটাই জানাতে এসেছিলাম।"

"কিন্তু আমি ভেবেছিলাম...ভেবেছিলাম এখানে একটা সংকট তৈরি হয়েছে।"

"সবকিছু একদম ঠিক আছে।"

"কেউ আমাকে কিছু জানায় নি। ম্যাকঅ্যালিস্টারও আমাকে কিছু বলে নি।"

"দুঃখিত, তাকে তো চিনলাম না। আমাদেরকে শুধু আদেশ করা হয়েছে চলে যাওয়ার জন্যে।"

"তোমরা এখানে এসে কোনো উপযুক্ত কারণ না দেখিয়ে এভাবে চলে যেতে পারো না! আমাকে বলা হয়েছিলো আমি কারোর টার্গেটে আছি! বলা হয়েছিলো

BanglaBook.org

হংকংয়ের কেউ আমাকে মারতে চাচ্ছে?"

"আসলে, আমি ঠিক জানি না, আপনাকে এসব বলা হয়েছিলো নাকি আপনি নিজেই নিজেকে এসব বলছেন, কিন্তু আমি এটা জানি যে, *নিউপোর্ট নিউজ*-এ বড় একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমস্যাটা বুঝে নিয়ে আমাদেরকে এখনই কাজে নেমে পড়তে হবে।"

"বড় সমস্যা? আমার তাহলে কি হবে?"

"বেশি ক'রে বিশ্রাম করুন, প্রফেসর। আমাদের বলা হয়েছে আপনার অনেক বিশ্রামের প্রয়োজন।" সি.আই.এ'র লোকটি নির্বিকারভাবে বাইরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে চলে গেলো।

আসলে আমি ঠিক জানি না, আপনাকে এসব বলা হয়েছিলো নাকি আপনি নিজেই নিজেকে এটা বলেছেন...আপনার কেমন লাগছে প্রফেসর? আমাদেরকে এই উৎসবমুখর পরিবেশে পেয়ে নিশ্চয়ই আগের চেয়ে ভালো বোধ করছেন?

প্যারেড?...ধাঁধা!

ম্যাকঅ্যালিস্টারের নাম্বারটা কোথায়? কোথায় ছিলো সেটা? তার কাছে নাম্বারটির দুটো কপি ছিলো, একটি বাসায় আর একটি তার ডেস্কের ড্রয়ারে, না, তার ওয়ালেটে! সে খুঁজে পেলো। ডায়াল করলো নাম্বারটি। ভয়ে আর ক্ষোভে তার শরীর এখন কাঁপছে।

"মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টারের অফিস," একটি মেয়ে জবাব দিলো।

"আমি ভেবেছিলাম এটা তার ব্যক্তিগত লাইন। আমাকে তাই বলা হয়েছিলো।"

"মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার ওয়াশিংটনের বাইরে গিয়েছেন, স্যার। এরকম পরিস্থিতিতে কল রিসিভ করা আর সেগুলো নোট করার দায়িত্ব আমাদের দেয়া হয়।"

"কল নোট করা? তিনি কোথায় গেছেন?"

"আমি জানি না, স্যার। তবে তিনি দু'একদিন পরপরই ফোন করেন। তাকে কি আপনার নাম বলবো?"

"তাতে খুব একটা কাজ হবে না! আমার নাম ওয়েব। জেসন ওয়েব...না না, ডেভিড ওয়েব। আমার তার সাথে জরুরি কথা বলা দরকার, এক্ষুণি!"

"আমি আপনাকে আর্জেন্ট কলের দায়িত্বে থাকা ডিপার্টমেন্টে কানেক্ট করে দিচ্ছি।"

ওয়েব সজোরে ফোনটি রেখে দিলো। তার কাছে ম্যাকঅ্যালিস্টারের বাসার নাম্বার আছে, সেই নাম্বারে ডায়াল করলো এবার।

"হ্যালো?" আরেকজন মহিলার কণ্ঠ শোনা গেলো।

"মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টারকে একটু দেয়া যাবে?"

"দুঃখিত, তিনি এখানে নেই। আপনি চাইলে আপনার নাম এবং ফোন নাম্বার আমার কাছে দিয়ে যেতে পারেন, আমি তাকে দিয়ে দেবো।"

BanglaBook.org

"কখন দেবেন?"

"হয়তো তিনি আগামীকাল অথবা পরশু ফোন করবেন, তখন দিয়ে দেবো। তিনি এভাবেই ফোন ক'রে থাকেন।"

"মিসেস ম্যাক্‌অ্যালিস্টার, আপনাকে তার সাথে যোগাযোগের নাম্বারটা এক্ষুণি আমাকে দিতে হবে। আমি অনুমান করছি আপনিই মিসেস ম্যাকঅ্যালিস্টার।"

"তাইতো হওয়া উচিত। আঠারো বছর ধরে একসাথে আছি। আপনি কে বলছেন?"

"ওয়েব। ডেভিড ওয়েব।"

"ওহ্, আপনি! এডওয়ার্ড সহজে তার অফিসিয়াল ব্যাপার নিয়ে আমার সাথে কথা বলে না, আপনার ব্যাপারটাও আমাকে খুলে বলে নি, কিন্তু এটুকু বলেছে যে, আপনি ও আপনার স্ত্রী খুবই ভালো মানুষ। ওদিকে আমার বড় ছেলে, যে কিনা মাধ্যমিকে পড়ছে, আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ান, ওখানে পড়তে খুবই আগ্রহী। এখন তো ও ফাইনাল ইয়ারে, ওর মার্কস্ একটু কমেছে, আর দক্ষতা টেস্টে তার মার্কস খুব বেশি না হলেও সে জীবনকে খুবই ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে, আমি নিশ্চিত আমাদের সে..."

"মিসেস ম্যাক্‌অ্যালিস্টার," ওয়েব বাধা দিলো। "আমাকে আপনার স্বামীর সাথে কথা বলতে হবে! এক্ষুণি!"

"ওহ্, আমি সত্যিই দুঃখিত, কিন্তু আমার মনে হয় না এখন সেটা সম্ভব হবে। তিনি এখন সুদূর প্রাচ্যে, আর তাছাড়া তার নাম্বারও আমার কাছে নেই। ইমারজেন্সি সিচুয়েশনে আমরা সব সময় স্টেট ডিপার্টমেন্টে ফোন করি।"

ডেভিড ফোনটা রেখে দিলো। মেরিকে ফোন ক'রে সতর্ক ক'রে দিতে হবে। লাইন তো এতোক্ষণে ফ্ হয়ে যাওয়ার কথা, প্রায় একঘণ্টা ধরে সে এটাকে ব্যস্ত পাচ্ছে। এমন কেউ নেই যার সাথে তার স্ত্রী ঘণ্টার পর ঘণ্ট ফোনে কথা বলতে পারে। এমনকি তার বাবা-মা বা দুই ভাই যারা কানাডায় থাকে তাদের সাথেও মেরি এতোক্ষণ কথা বলে না। তারা একে অপরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে, কিন্তু মেরি এক জায়গায় পড়ে থাকার মতো মেয়ে না। সে তার বাবা-মায়ের মতো ঘরকুনো স্বভাবের নয়, আর যদিও সে তার ভাইদেরকে ভালোবাসে তারপরও তারা কখনই বন্ধুর মতো খোলামেলা কথা বলে না। সে অর্থনীতির উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে অন্য একটি জগৎ খুঁজে পেয়েছে। তারপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন এবং কানাডিয়ান গভর্নমেন্টের হয়ে কাজ করার মাধ্যমে নিজের জীবনটাই পাল্টে ফেলেছে। আর শেষমেশ, একজন আমেরিকানকে বিয়ে করেছে সে।

লাইনটা এখনও ব্যস্ত! ওহ্, মেরি!

ওয়েব যেনো জমে যাচ্ছে। তার যারা শরীর যেনো একখণ্ড বরফে পরিণত হয়েছে। শরীর যেনো আর নড়ছে না, কিন্তু তারপরেও সে উঠে এক দৌড়ে নিজের ছোট্ট অফিস থেকে বেরিয়ে করিডোরে এসে পৌছালো। এভাবে দৌড়ে যাওয়ার সময় তিনজন স্টুডেন্ট আর একজন কলিগের সাথে ধাক্কা খেলো, দু'জন ছিটকে

BanglaBook.org

দেয়ালের দিকে সরে যেতে পারলেও অপরজন পড়ে গেলো তার নীচে।

বাড়ির কাছে আসতেই জোরে গাড়ির ব্রেক কষলো। গাড়িটা সশব্দে থামতেই সিট থেকে উঠে দৌড়ে দরজার কাছে পৌছাতেই সে থমকে দাঁড়ালো, তার দৃষ্টি সজাগ, তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। দরজা খোলা, তারই একপাশে লাল হাতের ছাপ। রক্ত!

ওয়েব দৌড়ে ভেতরে ঢুকলো। তার সামনে যা কিছু এলো ছুড়ে সরিয়ে দিলে ফার্নিচার, ল্যাম্প ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো। গ্রাউন্ড ফ্লোরে খুঁজতে থাকলো সে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলো। তার হাত দুটো গ্রানাইটের মতো মনে হচ্ছে, তার প্রতিটি নার্ভ সুক্ষ্মতম শব্দ শোনার জন্য সজাগ হয়ে আছে, দরজার সেই লাল দাগ তার খুনি প্রকৃতিকে জাগিয়ে তুলেছে। এই কয়েক মুহূর্তে সে আবার সেই গুপ্তঘাতক। যে-ই উপরে থাকুক না কেন, যদি তার স্ত্রীর কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে সে তাকে ছাড়বে না।

হামাগুঁড়ি দিয়ে এগিয়ে বেডরুমের দরজায় ধাক্কা দিলে দরজাটা সজোরে খুলে বিকট একটা শব্দের সৃষ্টি করলো। তার কাছে কোনো অস্ত্র নেই। কিন্তু একটি সিগারেট লাইটার আছে। সে তার ট্রাউজারের পকেট থেকে ক্লাস নোটগুলো বের করে দলা পাকিয়ে লাইটারের নীচে ধরলে ধপ্ ক'রে আগুন ধরে গেলো তাতে। আগুনের গোলাটি বেডরুমের ভেতরে ছুড়ে দিয়ে দেয়ালের দিকে পিঠ ক'রে উঠে দাঁড়ালো সে। এরপর তার চোখ গেলো অন্য দরজা দুটির দিকে। এক এক ক'রে দুটোতেই সে সজোরে লাথি মেরে খুললো, আবছা অন্ধকারে নিজেকে কভার ক,লো।

কিছুই নেই। দুটো ঘরই ফাঁকা। ঘরে কেউ থাকলে বেডরুমেই থাকতো। ওদিকে বিছানায় আগুন ধরে গেছে। আগুন ক্রমাগত সিলিংয়ের দিকে এগোচ্ছে। হাতে খুব বেশি সময় নেই।

দৌড়ে এগিয়ে বিছানার তোষক গোল ক'রে পাকাতে শুরু করলো, তারপর মঝেতে ফেলে দিলো সেটা। আগুন নিভে ছাইয়ে রূপ নিলো। ডেভিড ভাবলো তার কাঁধ আগুনের তাপে পুড়ে গেলেও সে তার শত্রুকে মোকাবেলা করতে পারতো। হায় জিশু, সে আবারো জেসন বর্ন হয়ে গেছে!

ঘরে কেউ নেই। মেরি নেই। আগুনের শিখাগুলো পা দিয়ে মাড়িয়ে নিভিয়ে দিলো সে। টেবিল ল্যাম্পটি সোজা ক'রে এবার জ্বালালো।

"মেরি! মেরি!"

ঠিক তখনই বিছানার এককোণে বালিশের ওপর একটি চিরকুট দেখতে পেলো সে :

স্ত্রীর বদলে স্ত্রী, জেসন বর্ন। সে আঘাত পেয়েছে, তবে বেঁচে আছে, আমারটা তো মরেই গেছে। আশা করি তুমি জানো কিভাবে আমাকে এবং তোমার স্ত্রীকে খুঁজে পাবে। হয়তো আমরা এ নিয়ে লেনদেন করতে

BanglaBook.org

পারি, কারণ আমারও অনেক শত্রু আছে। যদি আমার কথা ভালো না লাগে, তাহলে আরেকটি মেয়ের মৃত্যুতে কীইবা এসে যায়?

ওয়েব চিৎকার দিয়ে বালিশের ওপর লুটিয়ে পড়লো। চেষ্টা করলো বালিশ দিয়ে নিজের আর্তনাদ আর চিৎকারটা চাপা দেয়ার। তারপর সোজা হয়ে বসে উপরে সিলিংয়ের দিকে তাকালো। নিষ্ঠুর অসহায় আর অদ্ভুত এক অনুভূতি চারদিক থেকে তার ওপর চেপে আসছে। ভুলে যাওয়া স্মৃতি তার মনে পড়তে লাগলো, সেইসব স্মৃতি যেগুলো সে কখন মারিস পানোডকেও বলে নি। কতোগুলো শরীর তার ছুরির আঘাতে লুটিয়ে পড়ছে, তার বন্দুকের সামনে অসাড় হয়ে পড়ছে, এগুলো কোনো কল্পনাপ্রসূত খুন নয়, সত্যিকারের হত্যাকাণ্ড। এই ঘটনাগুলোই তাকে এমন কিছুতে পরিণত করেছিলো যা সে কখনই ছিলো না। সেই বিশেষ ইমেজটি সে-ই তৈরি করেছিলো, যা মোটেও ঠিক ছিলো না। কিন্তু তাকে সেটা করতেই হতো। বাঁচতে হতো এরই মাঝে।

এখন সে নিজের ভেতরের দুটো মানুষকেই চেনে। একজনকে সে সবসময় মনে রাখবে, কারণ সে সবসময় তার মতো হতে চেয়েছিলো। কিন্তু অপরজন মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে হয়, এই অপরজনকে সে ঘৃণা করে।

উঠে দাঁড়ালো জেসন বর্ন। লক করা একটি ড্রয়ার আছে যে আলমারিতে সেটার দিকে গেলো। উপরে টেপ দিয়ে আঁটকানো চাবিটা খুলে লকারে ঢুকিয়ে ড্রয়ারটি খুললো। ড্রয়ারের ভেতরে আছে বিভিন্ন অংশ খোলা দুটো অটোমেটিক অস্ত্র আর চারটি চিকন তারের স্প্রিং। এগুলো সে তার হাতের তালুতে খুব সহজেই লুকিয়ে রাখতে পারতো। আরেকটা বাক্সে আছে তিনটি বৈধ পাসপোর্ট—তিনটি ভিন্ন নামে—আর ছয়টি এক্সপ্লোসিভ চার্জ যা দিয়ে এই বাড়িটি উড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। ডেভিড ওয়েবকে এখন তার স্ত্রীকে খুঁজে পেতেই হবে। তা না হলে সে আবারও জেসন বর্ন নামের সন্ত্রাসীতে পরিণত হবে, এমন এক সন্ত্রাসী যা কোনো মানুষ তার দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারে না। সে আর কিছুই পরোয়া করে না—অনেক কিছুই তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। আর সহ্য করা যায় না!

বর্ন অস্ত্রের প্রতিটি অংশ জোড়া লাগিয়ে দ্বিতীয় অটোমেটিকটির ভেতর ম্যাগাজিন ঢুকালো। সবকিছু তৈরি। সে এখন প্রস্তুত। আগে একটা ফাঁদ পাতবে তারপর শিকার করা শুরু করবে। মেরিকে সে খুঁজে বের করবেই। জীবিত অথবা মৃত। আর যদি মেরি মারা যায়, তাহলে সে শুধু খুন করবে। শুধুই খুন। যে-ই এই কাজ করে থাকুক না কেন, তার কাছে থেকে সে রেহাই পাবে না। জেসন বর্নের কাছ থেকে কোনো রকম নিস্তার পাওয়া যায় না।

BanglaBook.org

নিজের ওপর তার এখন কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। শান্ত হওয়া এখন তার সাধ্যের বাইরে। শক্ত হাতে সে অটোমেটিকটি ধরে আছে, তার মন কল্পনায় গুলির পর গুলি বর্ষণ ক'রে চলেছে। তার মাথায় চাড়া দিয়ে উঠছে একের পর এক পরিকল্পনা। সব মিলিয়ে সে শান্ত হয়ে বসতে পারছে না, কিন্তু তাকে তার নিজস্ব ছন্দে ফিরে আসতে হবে। তাকে প্রস্তুত হতে হবে নতুন ক'রে খেলার জন্য।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট। কয়েক মাস আগে ভার্জিনিয়া মেডিকেল কমপ্লেক্সে স্টেট ডিপার্টমেন্টের লোকগুলোর সাথে পরিচিত হয়েছিলো—ঐ সব গোঁয়ার আর নাছোরবান্দা লোকগুলো মো পানোভ আসার আগেই তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছিলো, একের পর এক ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করেছিলো তাকে। মো পানোভই তাদেরকে থামায়। ওয়েব তাদের নাম জানার পর সেগুলো লিখে রেখে ছিলো এই আশায় যে, একদিন হয়তো সে জানতে পারবে লোকগুলোর পরিচয়। এর কয়েক মাস আগেই ঐ লোকগুলো তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলো। তারপরেও সে তাদের নাম জানতে চায় নি, ওরাও নিজে থেকে কিছু বলে নি। হ্যারি, বিল আর স্যাম হিসেবে যে পরিচয় তারা দিয়েছিলো সেটা অবধারতিভাবেই ছিলো ভূয়া। এরকম ভূয়া পরিচয় প্রকাশ করার একমাত্র কারণ ওয়েবকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছু না। তা সত্ত্বেও ওয়েব লোকগুলোর আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগ পড়ে সেসব কাগজে লিখে নিজের পার্সোনাল ড্রয়ারে লুকিয়ে রাখে। মেরি প্রতিদিনকার মতোই তাকে দেখতে আসলে সে তাকে নামগুলো দিয়ে বলেছিলো এগুলো বাড়ির কোথাও লুকিয়ে রাখতে। খুবই ভালোভাবে লুকিয়ে রাখতে।

পরে, যদিও মেরি ঠিক সেভাবেই কাজটি করে যেমনটা ওয়েব তাকে নির্দেশ দিয়ে ছিলো, কিন্তু সে ভাবতে শুরু করে ছিলো ওয়েব অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠছে, অসংখ্য রক্তপাত ঘটানোর কারণে সে বাকি সবাইকে সন্দেহ করছে। কিন্তু পরের দিন সকালেই ওয়াশিংটন থেকে আসা তদন্তকারী কর্মকর্তাদের সাথে কিছু উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের শেষে ওয়েব মেরিকে অনুরোধ করে মেডিকেল কমপ্লেক্স থেকে দ্রুত বের হয়ে একটা গাড়ি নিয়ে তক্ষুণি ব্যাংকে যেতে, যেখানে তাদের সেফটি ডিপোজিট বক্সটা আছে, আর সে যেমনটা বলেছে ঠিক তেমনটি করার আদেশ দিয়েছিলো : ডিপোজিট বক্সের বাম দিকের নীচের কোণায় মেরি যেনো তার চুলের ছোটো কয়েকটি অংশ রেখে সেটা লক্ ক'রে দিয়ে ব্যাংক থেকে বের হয়ে যায়। তারপর দু'ঘণ্টা পরে আবার ব্যাংকে গিয়ে যেনো দেখে আসে সেগুলো জায়গামতো আছে নাকি উধাও হয়ে গেছে।

চুলগুলো জায়গামতো থাকে নি। সে তার কয়েকটি চুল পাকিয়ে খুব ভালোভাবে সেগুলো লকের পর আঁটকে রেখেছিলো, ডিপোজিট বক্স না খুললে সেগুলো পড়ে থাকার কথা নয়। কিন্তু সে চুলগুলো ব্যাংক ভল্টের টাইল্সের ফ্লোরে পড়ে থাকতে দেখে ছিলো।

BanglaBook.org

"তুমি কি ক'রে বুঝলে?" মেরি ওয়েবকে জিজ্ঞেস করেছিলো।

"একজন তদন্তকারী কথাবার্তার মাঝে রেগে যায়, আমার ওপর চাপ প্রয়োগ শুরু করে। মো কয়েক মিনিটের জন্যে রুমের বাইরে গেলে তখনই সে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, বলে আমি নাকি তথ্য লুকাচ্ছি। আমি জানতাম তুমি আসবে তাই এই খেলাটা খেললাম। আমি শুধু দেখতে চাইছিলাম নিজেদের স্বার্থের জন্য তারা কতো দূর যেতে পারে, আর তাদের হাত কতোটা লম্বা।"

তখনও জীবনটা সহজ ছিলো না, এখনও সেটা সহজ নেই। সব কিছু কেমন যেনো পেঁচালো মনে হচ্ছে। গার্ডগুলোকে তারা সরিয়ে নিলো, তার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তারা তুলে নিয়ে গেলো মেরিকে। ওদিকে ম্যাকঅ্যালিস্টার এখন প্রায় পনেরো হাজার মাইল দূরে। আন্ডারসেক্রেটারি কি বেঈমানী করলো? হংকং কি তাকে টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে? সে কি ওয়াশিংটনের সাথে সাথে সেই লোকটির সাথেও প্রতারণা করলো যাকে প্রটেকশন দেবার প্রতিজ্ঞা সে করেছিলো? এসব কি হচ্ছে? যাই ঘটে থাকুক না কেন, তার জীবনের এক অপবিত্র গোপন সত্য হলো মেডুসা। ইনভেস্টিগেটররাও কখনও এ বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করতো না। ভাবটা এমন যেনো মেডুসা ব'লে কখনও কিছু ছিলোই না। এর ইতিহাস তাদের রেকর্ড থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। কিন্তু সেই ইতিহাস আবার নতুন ক'রে তৈরি করা যাবে। আর ওই পথেই সে তার যাত্রা শুরু করবে।

ওয়েব দ্রুত তার বেডরুম থেকে বেরিয়ে নীচে তার পড়ার ঘরের দিকে নামলো, আগেকার সময়ে ভিক্টোরিয়ান হাউজে এগুলো লাইব্রেরি ছিলো। সে তার ডেস্কে বসে নীচের ড্রয়ারটা খুলে বেশ কয়েকটি নোটবুক আর পেপার সরালো। এরপর পিতলের চোখা একটি ওপেনার দিয়ে ড্রয়ারটির নীচের নকল তলানিটা উঠিয়ে ফেললো; দ্বিতীয় স্তরটির উপরে কিছু কাগজ লুকোনো আছে। এগুলো তার স্মৃতিতে আকস্মিকভাবে ফিরে আসা অস্পষ্ট, খণ্ড খণ্ড অদ্ভুত সব ঘটনার সমাহার। এগুলো স্টেশনারির পুরনো দলিল বা ছোটো নোটবুকের ছেড়া বা কাঁচি দিয়ে কাটা পাতা, যার মধ্যকার ছবি বা কোনো শব্দ তার মাথার ভিতরে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলো। এগুলো এতোটাই বেদনাবিধুর স্মৃতি, এতোটাই কষ্টদায়ক যে, সে মেরির সাথেও শেয়ার করে নি, সে ভয় পেয়েছিলো তার স্ত্রী অনেক কষ্ট পাবে, জেসন বর্নের আসল পরিচয় এতোটাই নিষ্ঠুর যে, মেরি তা সহ্য করতে পারবে না। এগুলোর মধ্যেই আছে গোপন অপারেশনের এক্সপার্টদের নামগুলো, যারা ভার্জিনিয়াতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছিলো।

ওয়েবের চোখ হঠাৎ ডেস্কের ওপরের কুৎসিত ভারি ক্যালিবারের পিস্তলটির দিকে গেলো। নিজের অজান্তেই জিনিসটা হাতে নিয়ে উদাসভাবে চলে গেলো বেডরুমের দিকে। অস্ত্রটির দিকে সে একবার তাকিয়ে ফোনের রিসিভারটি তুলে নিলো সে। প্রতিটি মুহূর্ত মেরি তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, আর সেই সঙ্গে তার জীবনে নিদারুন কষ্ট এবং যন্ত্রণার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। প্রথম দুটো কলই ধরলো প্রেমিকা না হয় স্ত্রী। নিজের পরিচয় দেয়ার পর জানতে পারলো

BanglaBook.org

তারা সেখানে নেই। তার বোঝা উচিত ছিলো তার পরিচয় এখনও প্রকাশ করার মতো সময় হয় নি।

"হ্যালো?"

"এটা কি মিঃ ল্যানিয়ারের বাসা?"

"জ্বি।"

"উইলিয়াম ল্যানিয়ারকে ডেকে দেয়া যাবে? বলুন, খুবই জরুরি, এটা সিক্সটিন হান্ড্রেড এ্যালার্ট। আমার নাম থমসন, স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছি।"

"ডেভিড বলছো?" লোকটি জিজ্ঞেস করলো।

"ডেভিড ওয়েব বলছি। তুমি নিশ্চয়ই জেসন বর্নকে ভুলে যাও নি?"

কিছুক্ষণ নীরবতা নেমে এলো। তারপর ওপাশ থেকে শুধু শোনা গেলো ল্যানিয়ারের শ্বাস নেয়ার শব্দ। "তুমি তোমার নাম থমসন বললে কেন? কেন বললে এটা হোয়াইট হাউজ এ্যালার্ট?"

"আমার মনে হচ্ছিলো তুমি আমার সাথে কথা বলতে চাইবে না। যতোটুকু মনে পড়ে অথোরাইজেশন ছাড়া তুমি সবার সাথে কথা বলো না। শুধু রিপোর্ট করো যে, তোমার সাথে কেউ যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলো।"

"তাহলে তোমার এটাও মনে থাকার কথা, আমাদের মতো লোকদের বাসায় ফোন করা মোটেও ঠিক হয় নি।"

"বাসার ফোন? তুমি বলতে চাইছো তুমি যেখানে আছো সেখানে যোগাযোগ করা নিষেধ?"

"আমি কি বলতে চাইছি সেটা তোমার বোঝা উচিত।"

"আমি আগেই বলেছি এটা এমারজেন্সি।"

"তাতে আমার কি?" ল্যানিয়ার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো। "তুমি আমার অফিসে একটা বন্ধ ক্লোজড্ ফাইল মাত্র—"

"ক্লোজড্, নাকি মৃত?" ডেভিডও কথার মাঝখানে বলে উঠলো।

"আমি তা বলিন নি," ওদিক থেকে জবাব এলো। "আমি শুধু বলতে চাইছি তুমি আমার শিডিউলে নেই, আর এখানে অন্যদের ব্যাপারে নাক গলানো সম্পূর্ণ নিষেধ।"

"অন্যেরা কারা?" ওয়েব প্রশ্ন করলো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে।

"আমি কিভাবে জানবো?"

"তুমি কি বলতে চাইছো আমার কথা শোনার সময় তোমার নেই?"

"আমার শোনা আর না শোনা দিয়ে কিছু এসে যায় না। তুমি আমার কোনো কনট্যাক্ট লিস্টে নেই, আমি শুধু সেটাই জানি। তোমার যদি কিছু বলার থাকে তাহলে তোমার অথোরাইজড্ কনটাক্টের সাথে যোগাযোগ করো।"

"আমি চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার স্ত্রী বললো সে সুদূর প্রাচ্যে গেছে।"

"তার অফিসে ফোন করো। কেউ তোমাকে তার সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেবে।"

BanglaBook.org

"জানি সেটা, কিন্তু ওসবের পরোয়া আমি করি না। আমি এমন কারো সাথে কথা বলতে চাইছিলাম যাকে আমি চিনি, আর আমি তোমাকে চিনি, বিল। মনে পড়ে? ভার্জিনিয়াতে তুমি বিল ছিলে, তুমি আমাকে বিল বলেই ডাকতে বলেছিলে। সেসময় আমার কথা তুমি খুব আগ্রহ সহকারেই শুনতে।"

"সময় বদলে গেছে। দেখো ডেভিড, আমি কোনো সাহায্য করতে পারবো না কারণ আমি তোমাকে কোনো পরামর্শই দিতে পারবো না। তুমি আমাকে যে কথাই শোনাও না কেন, আমি কোনো কিছু বলতে পারবো না। তোমার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই, প্রায় এক বছর ধরে আমি এসব থেকে অনেক দূরে। তোমার কনট্যাক্ট তোমার ব্যাপারে জানে, নিশ্চয়ই তার সাথে যোগাযোগ করা যাবে। স্টেটে ফোন ক'রে দেখো। আমি অপেক্ষা করছি।"

"মেডুসা," ফিস্‌ফিস্ ক'রে উঠলো ডেভিড। "তুমি শুনতে পাচ্ছো, ল্যানিয়ার? মেডুসা!"

"মেডুসার কি? তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো?"

"আমি হাটে হাড়ি ভাঙবো, বুঝতে পারছো? আমি সব কথা ফাঁস করে দেবো যদি না তুমি আমার কথার জবাব দাও।"

"তার পরিবর্তে কেন তুমি তোমার কনট্যাক্টের সাথে যোগাযোগ করছো না?" শান্তকণ্ঠে বললো লোকটি। "আর না হলে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নাও।" ক্লিক ক'রে লাইনটি কেটে গেলে ডেভিড ঘামতে শুরু করলো, ফোনটি এখনও তার হাতে।

ল্যানিয়ার নিশ্চয়ই মেডুসা সম্পর্কে কিছু জানে না। যদি জানতো তাহলে এভাবে লাইন কাটতে পারতো না। কারণ মেডুসা সকল পলিসি এবং নিয়মের উর্ধে চলে গিয়েছিলো। ল্যানিয়ার সবচেয়ে কমবয়সী ইন্টারোগেটর ছিলো, বড়জোড় ৩৩ কি ৩৪: খুবই বুদ্ধিমান, কিন্তু কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। ওয়েব তার লিস্টের নাম ও পাশের ফোন নাম্বারগুলো দেখতে থাকলো। সে আবার ফোনটা তুলে নিলো।

"হ্যালো?" পুরুষ কণ্ঠটা জবাব দিলো।

"আপনি কি স্যামুয়েল টিজডেল বলছেন?"

"হ্যা। আপনি কে বলছেন?"

"আপনার স্ত্রীর পরিবর্তে আপনি নিজেই ফোনটি রিসিভ করেছেন ব'লে আমি সত্যিই শান্তি পেলাম।"

"বউরা থাকে বউদের জায়গায়," হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠে বললো টিজডেল। "আমার বউ অবশ্য বাড়িতে নেই। শুনেছি সে ক্যারিবিয়ানে নৌ-বিহার ক'রে বেড়াচ্ছে এমন একজনের সাথে যাকে আমি কখনও দেখি নি। আমার গল্প তো শুনলেন, এবার বলুন আপনি কে?"

"জেসন বর্নকে মনে পড়ে?"

"ওয়েব?"

"এই নামটা আমার খুব একটা মনে পড়ছে না," বললো ডেভিড।

BanglaBook.org

"কেন ফোন করেছো?"

"আমরা তো বন্ধুর মতো ছিলাম। ভার্জিনিয়াতে তুমি তোমাকে স্যাম ব'লে ডাকতে বলেছিলে।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, ডেভিড, তোমার কথাই ঠিক। আমিই স্যাম বলতে বলেছিলাম, কারণ আমার বন্ধুরা আমাকে ওই নামেই ডাকে..." টিজডেল বলার মতো আর কোনো শব্দ খুঁজে পেলো না। "কিন্তু সেটা তো প্রায় এক বছর আগের কথা, ডেভি, আর তুমি তো নিয়মগুলো জানোই। তোমাকে একজন ব্যক্তির মাধ্যমে কথা বলতে হয়। হয় সেটা সামনাসামনি নয়তো স্টেট ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে। তুমি শুধু তার সাথেই যোগাযোগ করতে পারো, কারণ সে-ই তোমার সব খোঁজ খবর রাখে।"

"আর তুমি কোনো খবর রাখো না, স্যাম?"

"তোমার ব্যাপারে রাখা সম্ভব নয়। আমার মনে আছে, ভার্জিনিয়া থেকে তুমি চলে যাওয়ার সপ্তাহখানেক পরেও তোমার সব এনকোয়ারির ফাইল সেখানে ছিলো। কিন্তু এরপর সেগুলো সব সেকশনে চলে যায়।"

"ফলে আমার কনট্যাক্টগুদের সাথেও যোগাযোগের আর কোনো উপায় ছিলো না।"

"শান্ত হও", বললো টিজডেল, শান্ত এবং সন্দেহমাখা কণ্ঠে। "তেমন কিছু নিশ্চয়ই হয় নি।"

"হয়েছে!" চিৎকার ক'রে বললো ওয়েব। "আমার স্ত্রীর হয়েছে!"

"তোমার স্ত্রীর আবার কি হলো? কি বলছো তুমি?"

"সে চলে গেছে, বানচোত—তোমরা সবাই বানচোত! তোমরাই এর জন্য দায়ি।" ওয়েব নিজেকে সামলে আবার বললো। "আমার জবাব চাই, স্যাম। আমি জানতে চাই কে এইসব করার ব্যবস্থা ক'রে দিলো। কে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? যদিও আমি ধারণা করছি কে এটা করতে পারে, কিন্তু শাস্তি দেবার আগে নিশ্চিত হতে চাই।"

"আরে, এই বান্দা ভয় পাবার লোক নয়। তুমি তোমার সীমা অতিক্রম করছো।" টিজডেল ক্ষোভের সাথে জবাব দিলো। "তুমি যদি আমাকে ভয় দেখাতে চাও তো ভুল করছো! ফোনটা রাখো, তোমার ডাক্তারদের কাছ গিয়ে তোমার এইসব প্যাচাল শোনাও, আমাকে শুনিয়ে লাভ নেই! আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছি না। আমি শুধু রিপোর্ট করবো যে, তুমি আমাকে ফোন করেছিলে, আর তুমি ফোন রাখার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি তা করবো। আমি আরো বলবো যে, আমাকে অনেক ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে! তোমার মাথাটা এবার সামলিয়ে চলো—"

"মেডুসা!" চিৎকার করে বললো ওয়েব। "কেউ কোড নেম মেডুসা নিয়ে কথা বলতে চায় না। আজও সেটা অনেক গভীরে লুকানো আছে, তাই না?"

এবার আর ক্লিক্ ক'রে লাইনটা কেটে গেলো না। টিজডেলও চুপ ক'রে

BanglaBook.org

থাকলো না। সে সোজা বলতে শুরু করলো। "গুজব। ঠিক যেমনটা হুভার ফাইল নিয়ে হয়েছিলো, গল্পগুলো শুনতে ভালো লাগে, কিন্তু কোনোটারই ভিত্তি নেই।"

"আমি কোনো গুজব নই, স্যাম। আমি মানুষ, আমিও টয়লেটে যাই, আমিও ঘামি, যেমনটা এখন ঘামছি। এগুলো গুজব হতে পারে না।"

"তোমার কিছু সমস্যা তো ছিলোই, ডেভি।"

"আমি সেখানে ছিলাম। আমি মেডুসার হয়ে লড়াই করেছি। কেউ কেউ বলে আমি তাদের মধ্যে সেরা ছিলাম, অথবা সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এ কারণেই আমাকে বেছে নেয়া হয়, একারণেই আমি জেসন বর্ন হয়ে উঠি।"

"আমার সেটা জানার কথা নয়। আমরা কখনও সে বিষয়ে কথা বলি নি। কখনও বলেছি কি, ডেভি?"

"এই বাজে নামটা আর বোলো না, আমি ডেভি নই।"

"ভার্জিনিয়াতে আমরা 'স্যাম', আর 'ডেভি' ছিলাম, ভুলে গেছো?"

"তাতে কিছু যায় আসে না! আমরা আমাদের খেলা খেলছিলাম। আর মরিস পানোভ ছিলো আমাদের রেফারি, কিন্তু একদিন তুমি মারাত্মক হিংস্র এক খেলায় নেমেছিলে।"

"সেজন্যে আমি দুঃখিত," ভদ্রভাবে বললো টিজডেল। "সবারই কিছু খারাপ সময় যায়। আর আমার বউয়ের ব্যাপারে তো তোমাকে বললোমই।"

"তোমার বউয়ের কথায় আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমার আগ্রহ আমার বউয়ের ব্যাপারে। আমি মেডুসাকে টেনে হিছড়ে বার করবো যদি উপযুক্ত কোনো জবাব না পাই, যদি কোনো সাহায্য না পাই।"

"আমি নিশ্চিত তুমি সব সাহায্যই পাবে। স্টেটে তোমার কনট্যাক্টের সাথে যোগাযোগ করো।"

"সে এখানে নেই! চলে গেছে।"

"তাহলে তার ব্যাক-আপ'র সাথে কথা বলো। নিশ্চয়ই তোমাকে সে ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হবে।"

"ব্যবস্থা? হায় ঈশ্বর! তোমরা কি যন্ত্র নাকি?"

"আমি শুধু তোমাকে সাহায্য করতে চাইছি, মিঃ ওয়েব, আর দুঃখজনক হলেও সত্যি আমি এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারবো না। গুড নাইট।"

ক্লিক্ ক'রে শব্দ হলে টিজডেলের লাইনটা কেটে গেলো। লিস্টে আরো একজনের নাম থাকার কথা, ভাবলো ডেভিড। চোখে পানি জমে যাওয়ায় চোখ কুচকে ডেভিড লিস্টের দিকে তাকালো। ইনি একটু সরল প্রকৃতির মানুষ। যার আচার আচরণ থেকে মনে হতো, হয় ইনি অতি উঁচু শ্রেণীর বুদ্ধিমান না হয় ইনি এই বিশেষ পেশাতে নিজেকে বেমানান মনে করেন। এতোকিছু ভাবার সময় নেই।

"এটা কি মিঃ বাবককের বাসা?"

"অবশ্যই," একজন মহিলা মধুর কণ্ঠে জবাব দিলো। "নিজেদের বাসা না, কিন্তু আমরা এখানেই থাকি।"

BanglaBook.org

"আমি কি মিঃ হ্যারি বাবককের সাথে কথা বলতে পারি?"

"আমি কি জানতে পারি আপনি কে বলছেন? তিনি হয়তো বাগানে বাচ্চাদের সাথে খেলা করছেন, অথবা তিনি বিরক্ত করা পছন্দ করবেন না।"

সঙ্গে সঙ্গে একটা ভূয়া নাম মনে পড়ে গেলো ডেভিডের। "আমার নাম রিয়ারডন, স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছি। তার জন্যে নতুন একটি আর্জেন্ট মেসেজ আছে। আমাকে বলা হয়েছে যতোদ্রুত সম্ভব তার সাথে যোগাযোগ করতে। অত্যন্ত জরুরি।"

ফোনটা হাত বদললের একটা শব্দ পাওয়া গেলো। হ্যারি বাবকক লাইনে এলো, তার কণ্ঠস্বর ধীরস্থির। "আমি কোনো মিঃ রিয়ারডনকে চিনি না, মিঃ রিয়ারডন। আমার সব কল একটি নির্দিষ্ট সুইচবোর্ড থেকে আসে, আপনি কি সেখান থেকেই বলছেন?"

"সত্যি বলতে কি আমি কাউকে কখনও বাগান থেকে বা রাস্তার ওপারের পার্ক থেকে এতোদ্রুত আসতে দেখি নি, মিঃ বাবকক।"

"অবিশ্বাস্য, তাই না? আমার তো অলিম্পিকে দৌড়ানো উচিত ছিলো। যাই হোক, আপনার গলা আমার কাছে অপরিচিত, তাই বলতে পারছি না আপনি কে বলছেন।"

"যদি বলি জেসন বর্ন?"

মাত্র কয়েক মুহূর্তের নীরবতা, আর তারপরই ধূর্ত মস্তিষ্কের জবাব। এাবর মনে হয় চিনতে পেরেছি, তাই না? মনে হয় প্রায় এক বছর আগে। তাহলে তুমি ডেভিড বলছো," কথাটা মোটেও প্রশ্নের মতো শোনালো না।

"ঠিক ধরেছো, হ্যারি। তোমার সাথে আমার অনেক কথা আছে।"

"না, ডেভিড। তোমার উচিত অন্যদের সাথে কথা বলা, আমার সাথে নয়।"

"তুমি কি বলতে চাইছো এখনই ফোনটা রেখে দিতে?"

"কী যে বলো, সেটা খুবই বাজে হবে। তার চেয়ে আমি এটা জানতে খুবই আগ্রহী যে, তুমি আর তোমার প্রিয়তম স্ত্রী'র জীবন কেমন কাটছে। তোমরা তো ম্যাসাচুসেটে ছিলে, তাই না?"

"মেইনে।"

"ওহ্, ভুলেই গিয়েছিলাম। সবকিছু ঠিক তো? তুমি তো বোঝোই, আমি আর আমার কলিগদের এতো সব সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় যে, তোমার ফাইলের খোঁজখবর নেয়ার সময় হয় নি।"

"আমি আরেকজনের কাছে শুনলাম তোমাকে নাকি ইচ্ছে করেই আমার ফাইল থেকে দূরে রাখা হয়েছিলো।"

"আমার মনে হয় না কেউ সেটা বলতে পারে।"

"আমার কিছু জরুরি কথা আছে, বাবকক," কর্কশস্বরে বললো ডেভিড।

"কিন্তু আমি চাচ্ছি না," সোজাসাপ্টা শান্তকণ্ঠে জবাব দিলো বাবকক। "আমি নির্দেশ মেনে চলি, আর যতোদূর জানি, আমার মতো লোকদের থেকে তোমাকে

BanglaBook.org

দূরে রাখা হয়। যদিও আমি জানি না কেন, কিন্তু সময়ে সময়ে সবকিছু বদলে যায়।"

"মেডসা!" বললো ডেভিড। "আমার ব্যাপারে না, চলো মেডুসার ব্যাপারে কথা বলি।"

আগের চেয়েও বেশিক্ষণ নীরবতা পালিত হলো, আর যখন বাবকক কথা বলতে শুরু করলো তার কণ্ঠস্বর বেশ শীতল শোনালো। "এসব ফোনের লাইনকে খুব একটা ভরসা করা যায় না, ওয়েব। তাই, আমি শুধু সেটাই বলবো যা আমি বলতে চাই। তোমাকে প্রায় একবছর আগে সরানো হয়, কিন্তু সেটা একটা বড় ভুল ছিলো। আমরা যথেষ্ট বিশ্বস্ততার সাথে তোমাকে মানুষ করতে পারতাম। যাইহোক, তুমি যদি তোমার সীমা লঙ্ঘন করো তাহলে আগামী কালের সকাল তোমার জীবনে আর নাও আসতে পারে। তা যদি হয় তবে তোমার স্ত্রীর কি হবে ভেবে দেখেছো?"

"কুত্তার বাচ্চা। সে এখানে নেই। তাকে ধরে নিয়ে গেছে। আর তোদের মতো বানচোতরাই এটা হতে দিয়েছে।"

"আমিত জানি না তুমি কি বলতে চাইছো?"

"আমার গার্ডদেরকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে, প্রত্যেককে, আর তারপরই তাকে ধরে নিয়ে গেছে ওরা। আমি জবাব চাই বাবকক, না হলে আমি সবকিছু শেষ ক'রে দেবো! এখন তুমি তাই করবে যা আমি করতে বলবো, না হলে তোমার জীবনে এমন সকাল আসবে যা কখনও কল্পনাও করো নি—তুমি, তোমার বউ, তোমার এতিম সন্তান, সবার জন্যেই এটা ভয়াবহ হবে, যতোটা খারাপ সম্ভব। ভুলে যেয়ো না, আমি জেসন বর্ন।"

"তুমি যে একটা পাষণ্ড, তা আমি ভুলে যাই নি। এ ধরণের হুমকি দিলে তোমার জন্য একটা টিম পাঠাবো। অনেকটা মেডুসা স্টাইলের। যতোটা খারাপ সম্ভব, বুঝেছো, বাবা!"

হঠাৎ ক'রে ফোন লাইনে বিকট একটি শব্দ শোনা গেলে কানে তালা লাগার জোগাড় হলো। উচ্চনাদের এ শব্দ ডেভিডকে বাধ্য করলো কান থেকে ফোনটি দূরে সরিয়ে রাখতে। আর ঠিক এর পরপরই অপারেটরের শান্ত কণ্ঠ শোনা গেলো : "বিশেষ কারণে আমরা লাইনে ঢুকতে বাধ্য হচ্ছি। কথা বলুন, কলোরাডো।"

ওয়েব ধীরে ধীরে ফোনটি কানের কাছে তুলে ধরলো।

"এটা কি জেসন বর্ন?" লোকটি প্রশ্ন করলো মধ্য আটলান্টিক উচ্চারণ ভঙ্গিতে, তার কণ্ঠে রাজকীয় গাম্ভীর্যের ছোঁয়া।

"আমি ডেভিড ওয়েব।"

"নিশ্চয়ই আপনি তাই। কিন্তু তার সাথে আপনি জেসন বর্নও।"

"আগে ছিলাম," বললো ডেভিড। তার মাথা ঝিমঝিম করছে এখন।

"দুটি ভিন্ন পরিচয়ের উপস্থিতি অনেক সময় নিজের আত্মপরিচয়কে ঝাপসা ক'রে তোলে, মিঃ ওয়েব। বিশেষ ক'রে আপনার মতো লোকের ক্ষেত্রে, যার ওপর অনেক ঝড় বয়ে গেছে।"

BanglaBook.org

"আপনি বলছেনটা কে?"

"একজন বন্ধু, সে ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন। আর একজন বন্ধুর কাজই হলো তার বন্ধুকে সতর্ক ক'রে দেয়া। আপনি আমাদের বেশ কয়েকজন নিবেদিত প্রাণ কর্মীর ওপর অবিশ্বাস্য অভিযোগ এনেছেন। তারা কখনই পাঁচ মিলিয়ন ডলার আত্মসাৎ করবে না যার খোঁজ এখনও পাওয়া যায় নি।"

"আপনি চাইলে আমাকে সার্চ করতে পারেন।"

"না, তার চেয়ে বরং আমার ধারণা আপনার প্রিয় স্ত্রী সেগুলো ইউরোপের ডজনখানেক অ্যাকাউন্টে—"

"সে এখানে নেই। আপনার নিবেদিত প্রাণ কর্মীরা কি সেটা আপনাকে বলে নি?"

"তারা বলেছে আপনি আপনার সীমা অতিক্রম করেছেন, আপনার স্ত্রীকে কেন্দ্র ক'রে অবিশ্বাস্য সব অভিযোগ তুলেছেন, হ্যা, তারা সবই বলেছে।"

"কেন্দ্র ক'রে! হায় পাষণ্ড, আমার স্ত্রীকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে গেছে। কেউ তাকে আঁটকে রেখেছে কারণ তারা আমাকে চায়।"

"আপনি কি নিশ্চিত?"

"ঐ ঘাটের মরা ম্যাকঅ্যালিস্টারকে জিজ্ঞেস করুন। সে-ই এর সাথে জড়িত। ওরা যাবার সময় একটি নোটে প্রতিশোধের কথা লিখে রেখে গেছে, অন্য দিকে একইসাথে ম্যাকঅ্যালিস্টারও পৃথিবীর অপরপ্রান্তে গায়েব হয়ে গেছে।"

"নোট রেখে গেছে?" প্রশ্ন করলো মার্জিত কণ্ঠে।

"সবকিছু একদম পরিস্কার। একদম স্পষ্ট। সবকিছু ম্যাকঅ্যালিস্টারের সাজানো, সে-ই এসব হতে দিয়েছে! আপনারা এটা হতে দিয়েছেন!"

"হয়তো নোটটি আপনার আরো ভালোভাবে পড়ে দেখা উচিত।"

"কিসের জন্যে?"

"প্রয়োজন আছে। দেখলে পরিস্কার বুঝতেন যে, আপনার সাহায্য দরকার, বিশেষ ক'রে মানসিক চিকিৎসা জাতীয় সাহায্য।"

"কি?"

"যা কিছু সম্ভব আমরা আপনার জন্য করবো, আস্থা রাখুন। আপনার জন্য অনেক কিছু করা হয়েছে—অন্য যে কারো থেকে বেশি—আর আপনার অসামান্য প্রতিদানকে আমরা অবজ্ঞা করতে পারি না, এমনকি কোর্টের আইনেও তাকে খাটো করা সম্ভব নয়। আমরাই আপনাকে এ পরিস্থিতিতে ঠেলে দিয়েছি, আমরাই আপনার পাশে দাঁড়াবো, দরকার পড়লে আইন ভেঙে, কোর্টের সাথে সংঘর্ষ করেই তা করবো।"

"আপনি কী যা-তা বলছেন?" চেঁচিয়ে উঠলো ডেভিড।

"একজন সম্মানিত আর্মি অফিসার প্রচণ্ড মানসিক চাপের মুখে পড়ে বছর খানেক আগে তার স্ত্রীকে হত্যা করে। ঘটনাটা প্রায় সব পেপারেই এসেছিলো। মানসিক চাপ অত্যধিক পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিলো। যেমনটা আপনি অনুভব ক'রে

BanglaBook.org

থাকেন।"

"আমি বিশ্বাস করি না!"

"আচ্ছা, তাহলে বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখা যাক, মিঃ বর্ন।"

"আমি বর্ন নই।"

"ঠিক আছে, মিঃ ওয়েব। আমি যা বলবো, খোলামেলাই বলবো।"

"তাহলে একধাপ এগোনো গেলো।"

"আপনি সুস্থ নন। আপনি আট মাস মানসিক চিকিৎসা নিয়েছেন তাসত্ত্বেও আপনি আপনার জীবনের অনেক অংশই মনে করতে পারেন না। আপনি আপনার নিজের নামটাও জানতেন না। মেডিকাল রেকর্ডেই সেটা লেখা আছে, রিপোর্টে আপনার মানসিক অসুস্থতার কথার উল্লেখ আছে, নিষ্ঠুরতার প্রতি আপনার অমোঘ আকর্ষণ আর নিজের পরিচয়কে অস্বীকার করার সহজাত প্রবণতার ইঙ্গিতও সেখানে পাওয়া যায়। দিনের বেশিরভাগ সময়ই আপনি কল্পনায় ডুবে থাকেন, আপনি এমন কেউ হওয়ার ভান করেন যা আপনি নন। আপনার মধ্যে নিজেকে এড়িয়ে অন্য কেউ হওয়ার একটা প্রবণতা রয়েছে।"

"আপনি যা বলছেন, তা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু না, আপনি নিজেও তা জানেন। সব বানোয়াট!"

"পাগলের প্রলাপ শব্দটা কিছুটা রূঢ় শোনায়, মিঃ ওয়েব, আর যে কথাগুলোকে আপনি মিথ্যা, বানোয়াট বলতে চাইছেন, সেগুলো আমার নিজের তৈরি নয়। যাই হোক, আমার কাজ হচ্ছে আমাদের গভর্নমেন্টকে মিথ্যা, ভিত্তিহীন সব অভিযোগ থেকে রক্ষা করা যা আমাদের দেশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।"

"যেমন?"

"যেমন আপনার কল্পনাপ্রসূত সংগঠন যাকে আপনি মেডুসা বলে থাকেন। আমি নিশ্চিত, আপনার স্ত্রী আপনার কাছে ফিরে আসবে, যদি সেটা তার পক্ষে সম্ভব হয়, মিঃ ওয়েব। কিন্তু যদি আপনি আপনার এই কাল্পনিক জগৎকে বেশি প্রশ্রয় দেন আর মেডুসা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করেন, তাহলে আপনাকে উন্মাদ এবং একজন সিজোফ্রেনিক রোগি হিসেবে ভাবতে বাধ্য হবো, মানসিক ভারসাম্যহীন মিথ্যুক যে কি না নৃশংসতার প্রতি আকৃষ্ট আর নিজের পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্ত। তেমন কোনো ব্যক্তি যদি দাবি করে যে, তার স্ত্রী নিখোঁজ, তাহলে তার মানসিক চিকিৎসা ঠিক কোন্ দিকে মোড় নেবে আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন? আমি কি সবকিছু পরিস্কার বোঝাতে পেরেছি?"

ডেভিড তার চোখ বন্ধ করলো। তার মুখ ঘেমে উঠছে। "পানির মতো পরিস্কার," মৃদু কণ্ঠে জবাব দিয়ে ফোনটা রেখে দিলো ওয়েব।

উন্মাদ...মানসিক ভারসাম্যহীন। বাস্টার্ড! সে তার চোখ খুললো, তার রাগ আর ক্ষোভ প্রশমিত করার জন্যে যেকোনো কিছুর উপর সেটা প্রয়োগ করতে হবে! কিন্তু সে থেমে গেলো, দাঁড়িয়ে রইলো নিথর দেহে। কারণ তার মাথায় এক নতুন কিন্তু অনিবার্য চিন্তার উদয় হয়েছে। মরিস পানোভ! মো পানোভ এই মিথ্যুকদের

BanglaBook.org

সামাল দিতে পারবে। দুর্নীতিপরায়ণ বুরোক্রেসির মিথ্যুক, অযোগ্য, স্বার্থান্বেষী রক্ষক এরা। এরা আসলে আরো খারাপ। টলতে টলতে ফোনের কাছে পৌঁছে নাম্বারটা ডায়াল করলো। এই নাম্বারে অতীতে কতোবার যে ফোন করেছে, আর প্রতিবারই একটি শান্ত কণ্ঠ তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে তার জীবনের মূল্য, যখন কিনা সে ভাবতো তার জীবনের আর কিছুই বাকি নেই, সব শেষ হয়ে গেছে।

"ডেভিড, কতোদিন পরে তোমার কথা শুনতে পেলাম," আন্তরিকতার সাথে বললো ডক্টর পানোভ।

"খবর ভালো না, মো। তোমাকে করা সব থেকে বাজে কল এটা।"

"আরে ডেভিড, এতো হতাশ হচ্ছো কেন। আমাদের ওপর দিয়ে কি কম গেছে—"

"আমার কথা শোনো!" আর্তনাদ করলো ওয়েব। "সে চলে গেছে। তারা ওকে ধরে নিয়ে গেছে!" কথাগুলো গুছিয়ে বলা হলো না, মানেটাও স্পষ্ট হলো না।

"থামো, ডেভিড!" নির্দেশ দিলেন পানোভ। "আবার প্রথম থেকে শুরু করো। ওই লোকটি যখন তোমার সাথে দেখা করতে এলো..."

"কোন্ লোক?"

"স্টেট ডিপার্টমেন্টের।"

"ওহ্! ঠিক আছে। তার নাম ম্যাকঅ্যালিস্টার।"

"সেখান থেকে শুরু করো। তার নাম, পেশা, পদবী সবকিছু বলে যাও। হংকংয়ের সেই ব্যাংক মালিকের নামের বানানটা বলো। আর ঈশ্বরের দোহাই, একটু ধীরে, গুছিয়ে বলো।"

সে আবার শুরু করলো। তার কথার ওপরে সে কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা করলো, কিন্তু তাসত্ত্বেও তা কঠিন, কর্কশ বলেই মনে হলো। ধীরে ধরে গতি বাড়তে থাকলো। শেষমেষ সে সবকিছুই উগড়ে দিলো, যতোটা মনে পড়লো সে বললো, এই ভয়ে যে, কোনো কিছু যেনো বাদ না পড়ে। এক অজানা শূন্যতা তাকে ঘিরে ফেললে বেদনাময় পরিবেশের সৃষ্টি হলো। যা যা বলা সম্ভব ছিলো সবই বলে ফেলেলো সে, আর কিছুই বলার বাকি রইলো না।

"ডেভিড" মো পানোভ দৃঢ় কণ্ঠে বলতে শুরু করলো। "আমার একটা কথা রাখবে?"

"কি?"

"জানি কথাটা বোকার মতো শোনাবে, কিছুটা অদ্ভুতও লাগবে, কিন্তু আমি চাই তুমি হেটে একটু বিচের কাছে যাও, তীর ধরে কিছুক্ষণ হাটো। আধ ঘণ্টা কিংবা পয়তাল্লিশ মিনিটই যথেষ্ট হবে। জোয়ারের শব্দ শোনো, ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার শব্দ শোনো।"

"আপনি নিশ্চয় মজা করছেন?" বললো ওয়েব।

"না, আমি সিরিয়াস," জোর দিয়ে বললো মো। "মনে আছে আমরা একবার একমত হয়েছিলাম যে, কখনও কখনও মানুষকে নিজেদের অনুভূতি সামলে চলতে

BanglaBook.org

হয়? ঈশ্বরই জানেন, আমি একজন সাইক্রিয়াটিস্ট নয়, বন্ধু হিসেবে কথাটা বলছি। সবকিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, আর আমরা একসাথে কাজ শুরু করার আগে সকল দ্বিধা বিভ্রান্তি দূর করতে হবে। যেমনটা বলছি তেমন করো, ডেভিড। যতোটা শীঘ্র সম্ভব আমি তোমার কাছে আসছি, এক ঘণ্টার বেশি সময় নেবো না, আশা করি এসে যেনো দেখি তুমি সব কিছু শান্তভাবে নিয়েছো।"

অনুরোধটা অদ্ভুত, কিন্তু পানোভের এই উপদেশের মধ্যে কোনো সত্যি লুকোনো আছে। ওয়েব ঠাণ্ডা পাথুরে বিচের ধারে হাটছে, একটি মুহূর্তের জন্যেও সে ভুলতে পারলো না কিছুক্ষণ আগে কী ঘটেছে। কিন্তু দৃশ্যপটের পরিবর্তন, ফুরফুরে বাতাস অথবা ঢেউয়ের শব্দের জন্যেই কি না কে জানে, সে আগের চেয়ে আরো স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারলো। হাত ঘড়ির দিকে তাকালো সে, চাঁদের আলোর উপস্থিতিতে তার রেডিয়াম দেয়া ঘড়িতে সময় দেখে নিলো। এদিক ওদিক ক'রে বত্রিশ মিনিট হেটে তার আর তর সইলো না। বিচ থেকে বেরিয়ে ছন্নছাড়া ঘাসগুলোর মধ্যে দিয়ে রাস্তায় চলে এলো বাড়ির উদ্দেশ্যে যাবার জন্যে। প্রতিটি পদক্ষেপের সাথেই তার গতি বেড়ে চলেছে।

নিজের ডেস্কের চেয়ারে এসে বসলো, তার চোখ ফোনের উপর স্থির। এমন সময় ফোনটা বেজে উঠলো; রিং থামার আগেই রিসিভারটি তুলে নিলো সে।

"মো?"

"হ্যা।"

"বিচে খুবই ঠাণ্ডা ছিলো। ধন্যবাদ তোমাকে।"

"তোমাকেও ধন্যবাদ।"

"তুমি কি কিছু জানতে পেরেছো?"

এরপরই দুঃস্বপ্নের পরবর্তী অংশ শুরু হলো।

"মেরির যাওয়ার কতোক্ষণ হয়েছে, ডেভিড?"

"জানি না। এক ঘণ্টা, বা দু'ঘণ্টা, কিংবা তারচেয়েও বেশি হতে পারে। সেটা জেনে কি হবে?"

"এমনটা হতে পারে না যে, শপিং করতে গেছে? বা হয়তো তোমাদের ঝগড়া হয়েছিলো তাই সে কিছুক্ষণ একা একা সময় কাটাতে চাইছে? কখনও কখনও সবকিছু সামলানো ওর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে, তুমিই তো একসময় বলেছিলে এটা।"

"কী যা-তা বলেছো? ওরা একটা নোট রেখে গেছে! রক্ত আর হাতের ছাপ পাওয়া গেছে!"

"হ্যা, তুমি বলেছো কিন্তু সেটা কেমন যেনো সাজানো লাগছে। কেউ এমনটা করতে যাবে কেন?"

"আমি কি ক'রে জানবো! কিন্তু সেগুলো এখানে আছে!"

"তুমি কি পুলিশকে বলেছো?"

"হায় ঈশ্বর, না! এটা পুলিশের কাজ না! এটা আমাদের কাজ, আমার কাজ,

BanglaBook.org

তুমি কি সেটাও বুঝতে পারছো না...? তুমি কি কিছু জানতে পেরেছো? এভাবে কথা বলছো কেন?"

"কারণ, বলাই স্বাভাবিক। যে কয় মাস আমরা একসাথে ছিলাম, একসাথে সবকিছু শেয়ার করেছিলাম, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র মিথ্যা ছিলো না, আমরা একে অপরকে সবসময় সত্যি কথা বলে এসেছি, তাই আজকেও তোমাকে সত্যিই কথাটিই শুনতে হবে।"

"মো, ঈশ্বরের দোহাই, মেরি বিপদে আছে!"

"প্লিজ, ডেভিড, আমাকে শেষ করতে দাও। তারা যদি মিথ্যা বলে থাকে, যেমনটা তারা আগেও বলেছে, তাহলে আমি তা হাতেনাতে ধরবো, সব ফাঁস ক'রে দেবো। এতো সহজে ছাড় দেবো না। কিন্তু আমি তোমাকে একদম ঠিক তাই বলবো যেমনটা তারা আমাকে বলেছে, সুদূর প্রাচ্যের সেক্শন থেকে কি বলেছে আর স্টেট ডিপার্টমেন্টের চিফ সিকিউরিটি অফিসার কি বলেছে সব অক্ষরে অক্ষরে বলবো। তারা ঘটনাগুলো অফিসিয়ালি লগ করেছে।"

"অফিসিয়ালি লগ করেছে?"

"হ্যা। তারা বলেছে সপ্তাহখানেক আগে তুমি তাদেরকে সিকিউরিটি কন্ট্রোলে ফোন করেছিলে, তাদের লগের তথ্য অনুযায়ী তোমার কথাবার্তা নাকি খুবই অস্বাভাবিক লাগছিলো।"

"আমি তাদের কল করেছি?"

"ঠিক তাই, তারা সেটাই বলছে। লগ আরো বলছে, তুমি দাবি করেছো যে, তোমাকে হুমকি দেয়া হয়েছে, তোমার কথা ছিলো 'অস্পষ্ট', তারা ঠিক এই শব্দটিই ব্যবহার করেছে, তারপর তুমি তাৎক্ষণিকভাবে অতিরিক্ত সিকিউরিটির দাবি জানাও। আর যেহেতু তোমার ফাইলে বিশেষ গোপনীয়তা বজায় রাখা হচ্ছিলো তাই তোমার দাবি দাওয়া সরাসরি উপর মহলে পাঠানো হয়, তারা বলেছে, 'সে যা চাচ্ছে দিয়ে দাও। ঠাণ্ডা করো তাকে।' "

"আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না!"

"কথা এখনও শেষ হয় নি, ডেভিড। পুরো কথাটা আগে শোনো, যেমনভাবে আমি তোমারটা শুনেছি।"

"ঠিক আছে। বলে যাও।"

"এই তো। হাল্কাভাবে নিলে। শান্ত হও। শান্ত কথাটা বারবার কানে বাজাও।"

"প্লিজ, বলতে থাকো।"

"যখন গার্ড পাঠানো হলো, লগের তথ্য অনুযায়ী তুমি তখন দু'বার ফোন ক'রে অভিযোগ করেছো যে, তোমার গার্ডেরা ঠিকমতো তাদের কাজ করছে না। তুমি বলেছো তারা তোমার বাড়ির সামনে গাড়িতে ব'সে মদ খায়, তোমাকে নিয়ে তারা হাসি ঠাট্টা করে, তারপর তারা বলেছে, এই যে আমি লিখে রেখেছি—'ওদের যা করার কথা ওরা তা নিয়ে ঠাট্টা তামাশা ক'রে চলেছে।' আমি 'ঠাট্টা তামাশা'র নীচে

BanglaBook.org

আন্ডারলাইন ক'রে রেখেছি।"

"ঠাট্টা তামাশা...?"

"শান্ত হও, ডেভিড। তারপর এটা হচ্ছে শেষ কথা, লগের শেষ কথা। তুমি শেষে তাদেরকে আরো একবার ফোন করো, প্রচণ্ড বিরক্তির সাথে সব গার্ডদের সরিয়ে নিতে বলো এমনভাবে যেনো তোমার গার্ডগুলোই তোমার শত্রু। যেনো তারাই তোমাকে মারতে চায়। সংক্ষেপে, যারা তোমাকে রক্ষা করছিলো তাদেরকেই তুমি তোমার সম্ভাব্য হত্যাকারী ভাবতে শুরু করো।"

"আর আমি নিশ্চিত, লগের এই গল্প সুন্দরভাবে একটি সাইক্রিয়াটিক উপসংহার টানছে যার সারসংক্ষেপ দাঁড়ায় আমি উন্মাদ থেকে বদ্ধ পাগল আর সন্দেহবাতিক একজনে পরিণত হয়েছি।"

"হ্যা, স্বাভাবিকভাবেই," বললো পানোভ। "খুব সহজে।"

"সূদুর প্রাচ্যের প্রতিনিধি কি বলেছে?"

পানোভ কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকলো। "তার কথা তোমার ভালো লাগবে না, ডেভিড। তারা কখনও ইয়াও মিঙ্গ নামে কোনো ব্যাংকার বা প্রভাবশালী তাইপান সম্পর্কে শোনে নি। সে বলেছে হংকংয়ের বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি সত্যিই তেমন কোনো ব্যক্তি থাকতো তাহলে তার নামের সাথে সে অবশ্যই পরিচিত থাকতো।"

"সে কি মনে করে আমি পুরোটাই বনিয়ে বলছি! তার পরিচয়, তার স্ত্রী, ড্রাগসের ব্যবসা, জায়গাগুলোর নাম, ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র ক'রে বৃটিশদের প্রতিক্রিয়া! ঈশ্বরের দোহাই, এতো কিছু আমি কখনই বানাতে পারি না..."

"এতো কিছু বানাতে গেলে তোমার উপর অনেক চাপ পড়তো," সাইক্রিয়াট্রিস্ট নরমভাবে বললো। "তার মানে তোমাকে যা কিছু বললোম তার পুরোটাই তুমি প্রথমবারের মতো শুনছো, তার সবকিছুই তোমার কাছে অর্থহীন মনে হচ্ছে?"

"মো, এর পুরোটাই মিথ্যা! আমি কখনও স্টেটে ফোনই করি নি। তোমাকে যা যা বলেছি তার সবই ম্যাকঅ্যালিস্টার আমার বাসায় এসে বলে গেছে, ইয়াও মিঙ্গের গল্পসহ! আর এখন মেরি নেই, আর আমাকে একটা সূত্র দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে আমি তাকে খুঁজতে পারি। কিন্তু কেন? তারা কেন এমন করছে?"

"আমি ম্যাকঅ্যালিস্টারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি," বললো পানোভ, তার কণ্ঠস্বরে কিছুটা ক্ষোভের বর্হিপ্রকাশ দেখা গেলো। "সুদূর প্রাচ্যের ডেপুটি তার রেকর্ড চেক ক'রে আমাকে আবার ফোন করেছিলো। তারা বলেছে ম্যাকআলিস্টার প্রায় সপ্তাহ দুয়েক আগে হংকংয়ে আসে। তার নির্ভুল ক্যালেন্ডারের তথ্য অনুযায়ী ম্যাকঅ্যালিস্টার মেইনে তোমার বাসায় তখন থাকতে পারে না।"

"কিন্তু সে তো এসেছিলো!"

"আমার মনে হয় আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি।"

"তার মানে?"

"তোমার কথায় আমি সত্যের ছোঁয়া অনুভব করছি। আর তাছাড়া এই শব্দ দুটি 'ঠাট্টা তামাশা,' সাধারণত কোনো উত্তেজিত উন্মাদের ডিকশনারিতে এমন শব্দ

BanglaBook.org

থাকে না।"

"তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"কেউ দেখেছে তুমি কোথায় কাজ করো, কি কাজ করো। তারপর হয়তো ভেবেছে এর সঙ্গে আরো বাড়তি কিছু যোগ করবে। হায় ঈশ্বর, ওরা কি করতে চাইছে তোমার সাথে?" পানোভ রাগে ফেটে পড়লো।

"তারা আমাকে ফাঁদে ফেলেছে," নরম কণ্ঠে বললো ওয়েব। "এখন তারা যা বলবে আমাকে তাই করতে হবে।"

"শূয়োরের বাচ্চারা।"

"একে বলে রিক্রুটমেন্ট।" ডেভিড দেয়ালের দিকে চেয়ে রইলো। "এসব থেকে দূরে থাকো, মো। তোমার কিছুই করার নেই। তাদের প্রতিটি ঘুটি জায়গা মতো বসানো হয়েছে, আর আমিও ওদের হয়ে কাজ করতে বাধ্য।" কথাটা বলেই হতভম্ব ওয়েব লাইন কেটে দিয়ে তার অফিস ঘর থেকে বের হয়ে ভিক্টোরিয়ান হলে চলে এলো। চারদিকে ভাঙচুর হওয়া জিনিসগুলোর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনুমান করার চেষ্টা করলো সে। ফার্নিচার, ল্যাম্প, চীনা মাটির গ্লাস ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে আছে সর্বত্র। তারপর পানোভের সেই কথাটি তার কানে বাজতে শুরু করলো : "পুরোটাই কেমন যেনো সাজানো ব'লে মনে হচ্ছে।"

সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে সেটা খুলে অনেকটা জোর করেই দরজায় হাতের ছাপটি পরীক্ষা করতে শুরু করলো। ক্যারেজ ল্যাম্পের আলোয় রক্তগুলো কালো দেখাচ্ছে, আর তা শুকিয়েও গেছে। আরো কাছে ঝুঁকে ভালোভাবে পরীক্ষা করতে শুরু করলো সেটা।

এটা আসল হাতের ছাপ নয়, অন্য কিছু দিয়ে হাতের ছাপ তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে। শুধুমাত্র হাতের আউটলাইন রেখা, তালু আর আঙুলগুলো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু একটি রক্তাক্ত হাত থেকে রক্ত বেয়ে পড়ার যে চিহ্ন সেখানে থাকার কথা সেটা নেই। তাছাড়া শক্ত কাঠের ওপর রক্তাক্ত হাত চাপ প্রয়োগ করলে যেভাবে রক্ত শুষে নেয়ার কথা সেগুলোর চিহ্নও সেখানে নেই। না আছে হাতটির নিজস্ব কোনো ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য, না আছে কোনো চামড়া বা মাংসের টুকরোর চিহ্ন। দেখে মনে হচ্ছে সমতল কিছু দিয়ে ছাপটি তৈরি করা হয়েছে। গ্লাভস? রাবারের গ্লাভস?

ডেভিড তার চোখ ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ির দিকে এগোতে থাকলে তার কানে এবার অন্য একটি লোকের কথা বাজতে থাকলো।

হয়তো নোটটি আপনার আরো ভালোভাবে দেখা উচিত...দেখলে পরিস্কার বুঝতেন যে, আপনার সাহায্য দরকার, মানসিক চিকিৎসা জাতীয় সাহায্য।

ওয়েব চিৎকার ক'রে উঠলো, দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ছুটে গেলো বেডরুমের দিকে। তার ভেতরের ভয় বেড়ে চলছে। টাইপ করা নোটটি পড়ে আছে বিছানার ওপর। কাঁপা কাঁপা হাতে সেটা তুলে নিয়ে তার স্ত্রীর ড্রেসিং টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলো সে। ল্যাম্প জ্বালিয়ে আলোতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো নোটটি।

BanglaBook.org

তার হৃদয় যদি বিস্ফোরণ ঘটাতে পারতো, তাহলে অনেক আগেই সেটা টুকরো টুকরো হয়ে যেতো। কিন্তু জেসন বর্ন নিজেকে উপেক্ষা ক'রে নোটটি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

ঈষৎ বাঁকানো 'এস' আর 'ডি' বর্ণগুলো আছে, কতোগুলো উপরের দিকে অসম্পূর্ণ আর কতোগুলো মাঝখান থেকে ভেঙে গেছে।

বানচোতের দল!

নোটটা তার নিজের টাইপরাইটারেই টাইপ করা হয়েছে। *রিক্রুটমেন্ট!*

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

বিচের কাছে একটা পাথরের উপর ব'সে আছে সে; জানে তাকে এখন ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে। চিন্তা করতে হবে এতোদূর পর্যন্ত কি কি ঘটেছে, তার কাছে ওরা ঠিক কি চাইছে, আর কি ক'রে ওদের বুদ্ধিকে হার মানানো যায়। শেষ কথা, আর উত্তেজিত হওয়া যাবে না, যদিও একজন উত্তেজিত মানুষের ক্রোধ অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজে আসে, কিন্তু সেই ঝুঁকি এখন নেয়া যাবে না। বেশি বাড়াবাড়ি করলে মেরির ক্ষতি হবে, সে নিজেও মারা যেতে পারে, সহজ হিসেব। সবকিছুই হিসেব ক'রে সাজানো হয়েছে, ভয়ংকরভাবে হিসেব ক'রে সাজানো হয়েছে।

ডেভিড ওয়েব এখন আর কোনো কাজেই আসবে না। জেসন বর্নকে পুরো নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে। হে ঈশ্বর! কি অদ্ভুত এ জীবন! পানোভ ডেভিড ওয়েবকে বলে ছিলো বিচের ধারে হাটতে—আর এখানে ওয়েব নয়, বসে আছে জেসন বর্ন—বসে বসে ভাবছে, ঠিক যেভাবে বর্ন ভেবে থাকে। তাকে নিজেরই এক অংশকে এখন অগ্রাহ্য করতে হচ্ছে অন্য অংশটিকে জাগিয়ে তোলার জন্য।

ব্যাপারটা অদ্ভুত হতে পারে, কিন্তু অসম্ভব নয়, অতিরঞ্জিতও নয়, কারণ মেরিকে কেন্দ্র ক'রে সবকিছু ঘটছে। তার ভালোবাসা, তার একমাত্র প্রেম—না, ওভাবে ভেবো না। জেসন বর্ন বলতে শুরু করলো : সে তোমার মূল্যবান সম্পদ, যা তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে! তাকে ফিরিয়ে আনো।

ডেভিড ওয়েব জবাব দেয় : না, সম্পদ নয়, সে আমার জীবন।

জেসন বর্ন : সব নিয়ম-কানুন ভেঙে ফেলো! তাকে খুঁজে বের করো। তাকে ফিরিয়ে আনো তোমার কাছে।

ডেভিড ওয়েব: কি ক'রে করবো? আমাকে সাহায্য করো।

জেসন বর্ন : আমাকে ব্যবহার করো! তুমি আমার কাছ থেকেই শিখেছো। তোমার কাছে অস্ত্র আছে, সেগুলো অনেক বছর ধরেই তোমার কাছে আছে। মেডুসাতে তুমি ছিলে সবার সেরা। কিন্তু সেখানে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলে না, তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। তুমি সহ্য করেছো, কিন্তু আর নয়। তুমি এখনও বেঁচে আছো।

নিয়ন্ত্রণ?

সহজ একটি শব্দ কিন্তু এর থেকে কতো কিছু বোঝা যায়। ওয়েব পাথরের উপর থেকে নামলো, আবারো ঘেমে উঠলো তার শরীর। ঘর্মাক্ত শরীরেই সে হেটে রাস্তায় উঠে তার ভিক্টোরিয়া হাউজের দিকে এগিয়ে গেলে হঠাৎই তার মাথায় একটি নাম আসতে শুরু করলো। নামটি তার স্মৃতিতেই গাঁথা ছিলো। ধীরে ধীরে তার চোখে ফুটে উঠলো সেই নামের লোকটির মুখও। এই লোকটিকে কি ক'রে সে ভুলতে পারে, কারণ প্রতিবারই তাকে মনে করার সাথে সাথে ডেভিডের মনে ঘৃণার উদয় হয়।

BanglaBook.org

আলেক্সান্ডার ককলিন, দু'বার তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু অল্পের জন্য ব্যর্থ হয়েছিলো। আর তার ফাইল, অগণিত সাইক্রিয়াট্রিক সেশন, অস্পষ্ট স্মৃতি থেকে সে এতোটুকু জানে যে, অ্যালেক্স ককলিন অনেক বছর আগে কম্বোডিয়াতে তার এবং তার থাই স্ত্রীর বেশ ভালো বন্ধু ছিলো। যখন আকাশে থেকে মৃত্যু নেমে এসে নদীর পানিকে রক্তাক্ত ক'রে দিয়েছিলো। সে সময় ডেভিড সাইগনে পালিয়ে যায়, তার ক্ষোভ তখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিলো। সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের বন্ধু ককলিনই তাকে সেই বিতর্কিত মেডুসাতে ঠাঁই ক'রে দিয়েছিলো।

তুমি যদি জঙ্গলের ট্রেনিংয়ে উতরাতে পারো তাহলেই ওরা তোমাকে কাজে নেবে—কিন্তু এ জগতে প্রত্যেককে কড়া নজরে রাখা হবে, প্রতিটি মিনিটই চোখে চোখে রাখবে। কারণ সুযোগ পেলে ওরা তোমার কব্জি কেটে ঘড়ি খুলে নেবে। এইসব কথা ওয়েব মনে করতে পারলো, আর সে আরো মনে করতে পারলো যে, এই কথাগুলো সে ককলিনের গলা থেকেই শুনেছিলো।

সে নৃশংস ট্রেনিংয়ে উতরে গিয়ে হয়ে ওঠে ডেল্টা। আর কোনো নাম ছিলো না, ছিলো শুধু একটি ক্রমিক নম্বর। ডেল্টা ওয়ান। যুদ্ধের পরে ডেল্টা হয়ে যায় কেইন।

কেইন গুপ্তঘাতক কার্লোসের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ানই গল্প ছড়ায় যে, কেইন নামের এক খুনি কার্লোস দি জ্যাকেলকে ধাওয়া করছে। ইউরোপের আন্ডারওয়ার্ল্ড এই কেইন নামটির সাথে পরিচিত, যা কিনা আসলে এশিয়ার জেসন বর্ন, কারণ এক পর্যায়ে ককলিন তার বন্ধুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। কিন্তু সে যদি কিছুটা আস্থা রাখতে পারতো, তাহলে হয়তো এমনটা হতো না। কিন্তু সে পারে নি। সে তার বন্ধুর সবচেয়ে খারাপ দিকটি কল্পনা করতে বাধ্য হয়। কারণ তার দেশপ্রেম তাকে সেদিকেই ঠেলে দেয়। এটা তার ভেঙে যাওয়া আত্মবিশ্বাসকে জোড়া লাগায়, তার মনে হতে শুরু করে সে তার প্রাক্তন বন্ধুর চেয়েও সেরা। মেডুসায় কাজ করার সময় ল্যান্ড মাইনে পা পড়ে ককলিনের পা উড়ে গেলে তার সাথে তার অসাধারণ ক্যারিয়ারেরও সমাপ্তি ঘটে। মাঠ পর্যায়ে সে তার পঙ্গু শরীর নিয়ে কাজ করতে পারতো না, বিশেষ ক'রে এলিয়েন ডালেস আর জেমস অ্যাঙ্গেলটনের মতো করিৎকর্মা প্রতিদ্বন্দ্বীর উপস্থিতির জন্যে। অপর দিকে ল্যাঙ্গলে বেজ-এ কাজ করার জন্য যে 'বুরোক্র্যাটিক' ক্ষমতার দরকার তাও তার মধ্যে ছিলো না। সে পড়ে থাকলো, এক সময়কার সেরা টেকনিশিয়ান পড়ে থাকলো এটা দেখার জন্য যে, তার চেয়ে কম মেধাবী লোকগুলো কিভাবে তাকে ছড়িয়ে যায়।

দু'বছর অনেকটা বন্দিদশায় কাটানোর পরে গোপন অপারেশনের জনক নামে পরিচিত একজন তাকে কাজে নেয়। কারণ কাজটা ডেভিড ওয়েবকে ঘিরে, আর ককলিন ওয়েবকে বহু বছর ধরেই চিনতো। এভাবেই ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ান তৈরি করা হয়, জন্ম হয় জেসন বর্ন চরিত্রটির আর টার্গেট করা হয় কার্লোস দি জ্যাকেলকে। প্রায় বত্রিশ মাস ধরে ককলিন এই গোপন অপারেশন নিরীক্ষা করতে

BanglaBook.org

থাকে, তারপরই জেসন বর্নের গায়েব হয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র ক'রে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়। একই সময় ট্রেডস্টোনের জুরিখ অ্যাকাউন্ট থেকে খোয়া যায় পাঁচ মিলিয়ন ডলার।

কোনো প্রমাণ ছাড়াই ককলিন একটি বাজে অনুমান করে নেয়। তার মতে বহুল আলোচিত বর্ন এই প্রতারণা করেছে। সংঘর্ষময় জীবন তার জন্যে খুব বেশি চাপের সৃষ্টি করেছিলো—তাই পাঁচ বিলিয়ন ডলারের লোভ সে সামলাতে পারে নি। খোঁড়া ককলিনের চোখে এটা শুধু প্রতারণা নয়, অসহনীয় পর্যায়ের বিশ্বাসঘাতকতা। তার পা ছিলো মৃত আর ভারি। সার্জারি করে যাতে পাথরের মাংস লাগানো হয়েছিলো। এক সময়কার অসাধারণ ক্যারিয়ার একেবারে নড়বড়ে অবস্থায় উপনীত হয়েছিলো। ব্যক্তিগত জীবনেও একাকীত্ব ছাড়া কিছু ছিলো না, এজেন্সির প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্যই ছিলো তার ধ্যান-জ্ঞান। সে দেখাতে চেয়ে ছিলো এজেন্সির প্রতি তার অবদান আর অন্যদের অবদান কতোটুকু—যাদের জন্য সবচেয়ে বেশি করা হয়েছে তারাই এজেন্সির সাথে প্রতারণা করেছে।

এভাবেই তার একসময়কার কাছের বন্ধু ডেভিড ওয়েব তার শত্রুতে পরিণত হলো। শুধু শত্রু নয়, ওয়েব তার নেশায় পরিণত হলো। সে এই চরিত্রকে তৈরি করেছে, প্রয়োজন হলে সে-ই এটাকে ধ্বংস করবে। তার প্রথম চেষ্টা ছিলো প্যারিসে দু'জন ভাড়াটে খুনি লেলিয়ে দেয়া।

ডেভিড এখনও ঝাপসা দেখতে পাচ্ছে, পরাজিত ককলিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেটে চলে যাচ্ছে, তার খোঁড়া দেহটির দিকে ওয়েবের অস্ত্র তাক্ ক'রে রেখেছে।

দ্বিতীয় প্রচেষ্টাটি ওয়েবের কাছে এখনও অস্পষ্ট। হয়তো এটা তার কখনও মনে পড়বে না। জায়গাটি ছিলো নিউইয়র্কের সেভেনটি-ওয়ান স্ট্রিটের ট্রেডস্টোনের হাউজে, ককলিন অসাধারণ একটি ফাঁদ পাতলেও ওয়েব তার অসামান্য ক্ষমতা বলে পার পেয়ে যায়। অবশ্য সেখানে কার্লোস দি জ্যাকেলের উপস্থিতিও এর জন্যে কিছুটা দায়ি ছিলো।

পরে যখন সত্য উন্মোচিত হলো, সবাই জানলো বিশ্বাসঘাতকের ভেতরে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা নেই, আছে শুধু সমস্ত স্মৃতি জুড়ে ক্ষত, যাকে সংক্ষেপে বলে অ্যামনেসিয়া। ককলিন ভেঙে পড়লো। ভার্জিনিয়াতে চিকিৎসার সময় ককলিন বারবার চেষ্টা করলো তার পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা করতে, তাকে সবকিছু খুলে বলতে, নিজের সাফাই গাইতে, আর অবশ্যই যা কিছু হয়েছে তার জন্য ক্ষমা চাইতে।

তবে ডেভিডের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ক্ষমার উদয় হলো না। "সে যদি এই দরজা দিয়ে ঢোকে আমি তাকে খুন করবো," সে সবসময় এই কথা বলতো। কিন্তু এখন আর তা বলবে না, ভাবলো ডেভিড, বাড়ির দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে যেতে। ককলিনের দোষ-ত্রুটি যাই থাক না কেন, ইন্টেলিজেন্সের খুব কম লোকই এতো বছরে তার মতো অন্তর্দৃষ্টি আর সোর্স তৈরি করতে পেরেছে। ডেভিড বেশ কয়েক মাস অ্যালেক্সের কথা ভাবে নি; কিন্তু এখন ভাবছে। হঠাৎ মনে পড়লো শেষ কবে

BanglaBook.org

তাকে নিয়ে আলোচনা করেছিলো সে। মো পানোভই তার নামটা তুলেছিলো।

"তার সাহায্য দরকার, কিন্তু সে সাহায্য নেয় না। সে মাতাল হয়ে একা পড়ে থাকে, আর যদি সে তার রিটায়ারমেন্ট পর্যন্ত টিকে যায় তাহলে আমি সত্যিই অবাক হবো। সত্যিই আমি এটাই বুঝতে পারি না সে এতোদিন কাজ করলো কিভাবে? তাকে যে পেনশন দেয়া হয় তাতো তার থেরাপির খরচ সামলাতেই শেষ হয়ে যায়।" নরম কণ্ঠে বলেছিলো মো।

জবাবে ডেভিড বলেছিলো, "আমি দুঃখিত, মো। সে আমার কাছে মৃত, একটি পুরনো অধ্যায় মাত্র।"

সে আর মৃত নয়, বাগানের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভাবলো ডেভিড। অ্যালেক্সান্ডার ককলিন তার কাছে আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সে পঙ্গু, মাতাল, অসুস্থ, যেমনটাই হোক না কেন, তার গড়ে তোলা বহু বছরের সোর্স, কনট্রাক্ট, ইনফরমেশন সবই আজ তার জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে। অ্যালেক্সান্ডার ককলিন—জেসন বর্নের তালিকায় এখন তার নাম সবার ওপরে।

সে দরজা খুলে হলের মাথায় এসে দাঁড়ালো। কিন্তু এবার তার চোখ ভেঙে যাওয়া ফার্নিচারগুলোর ওপর পড়লো না। তার পরিবর্তে, তার ভেতরের যুক্তিবাদী মন তাকে স্টাডির দিকে যেতে বললো, কাজ শুরু করতে বললো; এখনও অনেক কিছুই অস্পষ্ট, ধাঁধালো। কিন্তু এই অস্পষ্ট ধাঁধার মাঝে হারিয়ে যাবার সময় তার নেই, তাকে বুঝে শুনে পা ফেলতে হবে। বাস্তবতাকে ধাঁধা থেকে বের ক'রে আনতে হবে।

ডেস্কের চেয়ারে ব'সে নিজের সকল চিন্তাকে এক ক'রে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করলো সে। তার সামনে কলেজ শপ থেকে কেনা নোটবুকটি পড়ে আছে, যেমনটা সবসময় থাকে। সে কভার পেজটি খুললো। একটা পেনসিল ধরার চেষ্টা করলো...কিন্তু পারলো না। লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে চোখ বন্ধ ক'রে চোখ খুললো, আবারো পেনসিলটির দিকে হাত বাড়ালো। যেনো আঙুলগুলোকে নির্দেশ দিলো ধীরে, সাবধানে পেনসিলটি জায়গা মতো ধরতে, নোটবুকটির ওপর রাখতে। লেখাগুলো বোঝাই যাচ্ছে না, কিন্তু লেখা শুরু হলো :

ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট এবং ডিনকে ফোন করো। পারিবারিক সমস্যা, কানাডায় গিয়ে সে এটা খোঁজ করতে পারবে না। হয়তো ইউরোপে কোনো ভাইকে খুঁজে বের করা যাবে। হ্যা, ইউরোপে। ছুটি চাই, সংক্ষিপ্ত ছুটি। জরুরি, এখনই দরকার। সময়মতো যোগাযোগ করবো। হাউজ কল রেন্টাল এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করো। জ্যাককে বলো সময়ানুক্রমিকভাবে চেক্ করতে। তার কাছে চাবি আছে। থার্মোস্ট্যাট ৬০ ডিগ্রিতে রাখো।

চিঠি পোস্ট করো—পোস্ট অফিসে ফরম পূরণ করো। সব চিঠি আঁটকে রাখতে বলো।

সংবাদপত্র—ওসব দিতে মানা ক'রে দাও।

এই ছোটোখাটো বিরক্তিকর বিষয়গুলোর পেছনে এতো সময় দিতে হয় যে, হুট

BanglaBook.org

ক'রে চলে যাওয়ার অবকাশ নেই। এরপর তাকে একইসাথে ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট আর ডিনের সাথে কথা বলতে হবে। যদিও সেটা তার কাছে কোনো সমস্যা নয়। শুধু অল্প কথায় কাজ সারতে হবে যাতে বেশি প্রশ্ন করার সুযোগ না পায় তারা।

তাকে অবাক ক'রে দিয়ে তার হাত থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে থাকা ফোনটি কানে তালা লাগিয়ে বেজে উঠলে ফোনের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিললো সে, ভাবলো স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলতে পারবে কিনা। ফোনটা আবারো বাজলো। রিসিভারটি ধরা ছাড়া আর কোনো পথ রইলো না।

সে রিসিভারটি তুলে কোনো রকমে একটি মাত্র শব্দ গলা থেকে বের করতে পারলো। "হ্যালো?"

"স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন থেকে মোবাইল এয়ার অপারেটর বলছি—"

"কে? কি বললেন?"

"মি: ওয়েবের জন্যে চলন্ত ফ্লাইট থেকে একটি রেডিও কল আছে। আপনিই কি মি: ওয়েব, স্যার?"

"হ্যা।"

তারপরের কণ্ঠস্বরটি যেনো ডেভিডের সমগ্র দুনিয়াটাকে ভেঙে যাওয়া কাঁচের আয়নার মতো টুকরো টুকরো ক'রে দিলো।

"ডেভিড!"

"মেরি?"

"ভয় পেও না, লক্ষ্মীটি! তুমি কি শুনতে পাচ্ছো, ভয় পেও না!" তার কণ্ঠস্বর কিছুটা স্থির, যদিও সে চেষ্টা করছে না চেঁচাতে, কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না।

"তুমি ঠিক আছো তো? নোটে লেখা ছিলো তুমি আঘাত পেয়েছো, তুমি আহত!"

"আমি সম্পূর্ণ ঠিক আছি। অল্প কাটাছেড়া হয়েছে, আর কিছু না।"

"তুমি কোথায় আছো?"

"সমুদ্রের ওপরে। ওরা এর চেয়ে বেশি কিছু বলছে না। আমি ঠিক জানি না এখন কোথায় আছি।"

"হে ঈশ্বর! আমি সহ্য করতে পারছি না। ওরা তোমাকে ধরে নিয়ে গেছে!"

"নিজেকে শক্ত করো, ডেভিড। আমি বুঝতে পারছি তারা কি করছে, কিন্তু তোমার সাথে করছে না। বুঝতে পারছো, আমি কি বলছি? তোমার সাথে করছে না!"

মেরি ইশারায় তাকে কিছু একটা বোঝাতে চাইছে, মানেটা বের করা কঠিন হলো না। তাকে সেই মানুষে রূপান্তরিত হতে হবে যাকে সে ঘৃণা করে। তাকে জেসন বর্ন হতে হবে, সেই ঘাতক আবারো জেগে উঠলো, জেগে উঠলো ডেভিড ওয়েবের অভ্যন্তর থেকে।

BanglaBook.org

"বুঝেছি। ঠিক আছে। আমি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম!"

"তোমার কণ্ঠস্বর খুব কাঁপছে—"

"সেটাই তো স্বাভাবিকভাবে।"

"তারা আমাকে তোমার সাথে কথা বলতে দিয়েছে যাতে তুমি জানতে পারো আমি বেঁচে আছি।"

"তারা কি তোমাকে আঘাত করেছে?"

"ইচ্ছাকৃতভাবে করে নি।"

"তাহলে কাঁটাছেড়া হলো কিভাবে?"

"আমি ওদের বাধা দিয়েছিলাম। মারামারি করেছিলাম।"

"হায়, ঈশ্বর—"

"ডেভিড, প্লিজ! এভাবে ভেঙে পড়ো না। তোমার যেনো কিছু না হয়।"

"আমার? বিপদ তো তোমাকে ঘিরে আছে!"

"আমি জানি, ডার্লিং। আমার মনে হয় ওরা তোমার পরীক্ষা নিচ্ছে। বুঝতে পারছো?"

আবারো একই ঈশারা। তাকে জেসন বর্ন হতে হবে, আর সেটা দু'জনের ভালোর জন্যেই, দু'জনের বেঁচে থাকার জন্যে।

"ঠিক আছে, বুঝেছি।" সে তার গলার স্বর নীচু করলো। চেষ্টা করলো নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে। "এটা ঘটলো কখন?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"আজ সকালে, তুমি চলে যাওয়ার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে।"

"সকালে? কিভাবে?"

"তারা দরজায় নক্ করে। দু'জন লোক—"

"কে?"

"আমাকে শুধু এটুকু বলার অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, তারা সুদূর প্রাচ্যের। তাছাড়া এর চেয়ে বেশি কিছু আমিও জানি না। তারা আমাকে সহযোগিতা করতে বলছে, কিন্তু আমি শুনি নি। আমি দৌড়ে কিচেনে চলে যাই, একটা ছুরি দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করি। তাদের একজনের হাতে ছুরি দিয়ে আঘাতও করি।"

"দরজায় হাতের ছাপ..."

"কি বলছো?"

"না, কিছু না।"

"এক লোক তোমার সাথে কথা বলতে চায়, ডেভিড। তার সাথে কথা বলো, ঠাণ্ডা মাথায়, বুঝতে পারছো?"

"হ্যা, ঠিক আছে। বুঝতে পারছি।"

লোকটির কণ্ঠস্বর লাইনে শোনা গেলো। একটু ইতস্তত করলো সে, বেশ পরিস্কার কণ্ঠ তার, উচ্চারণ ভঙ্গি অনেকটা বৃটিশদের মতো, হয়তো কোনো বৃটিশের কাছেই ইংরেজি শিখেছে, না হলে বৃটেনেই হয়তো থাকতো। তাসত্ত্বেও, তার কথায় এশিয়ান একটা টান আছে; দক্ষিণ চায়নার বাচনভঙ্গী। বর্ণগুলোর প্রতি

BanglaBook.org

জোর, ছোটো শব্দের ব্যবহার, উচ্চারণরীতি থেকে মনে হচ্ছিলো ক্যান্টোনিজ।

"আমরা আপনার স্ত্রীকে আঘাত করতে চাই না, মিঃ ওয়েব। কিন্তু যদি প্রয়োজন পড়ে, তাহলে সেটা এড়ানো সম্ভব হবে না।"

"আমি হলেও এটাই বলতাম," শান্তকণ্ঠে বললো ডেভিড।

"জেসন বর্ন বলছেন?"

"হ্যা, জেসন বর্নই বলছি।"

"প্রথমে আপনাকে বুঝতে হবে কেন এসব করা হচ্ছে?"

"কেন?"

"আপনি একজনের মূল্যবান একটি সম্পদ কেড়ে নিয়েছেন।"

"আর আপনি কেড়ে নিয়েছেন আমার সবচেয়ে দামি সম্পদ।"

"কিন্তু সে তো এখনও বেঁচে আছে।"

"সে যেনো সেভাবেই থাকে।"

"কিন্তু অন্যজনকে খুন করা হয়েছে, আপনিই তাকে হত্যা করেছেন।"

"আপনি কি সে বিষয়ে নিশ্চিত? বর্ন যা করে তা অস্বীকার করে না।"

"আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত।"

"প্রমাণ কি?"

"আপনাকে দেখা গেছে। একজন লম্বা লোক, যে আবছা অন্ধকারে লুকিয়ে ছিলো, অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে পালিয়ে গেছে সে।"

"তার মানে আমাকে পরিস্কারভাবে দেখা যায় নি? আর দেখা যাওয়ার কথাও নয়। কারণ আমি হাজার মাইল দূরে ছিলাম।"

"এখনকার দ্রুতগামী এয়ারক্রাফটের যুগে দূরত্ব কোনো ব্যাপারই না।" এশিয়ান লোকটি থামলো, তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলতে লাগলো, "আপনি প্রায় আড়াই সপ্তাহ আগে পাঁচ দিনের ছুটি নিয়েছিলেন।"

"আর আমি যদি বলি আমি সুঙ্গ আর ইয়ুঙ্গ রাজপরিবারের ওপরে একটি সম্মেলনে যোগ দিতে বোস্টনে গিয়েছিলাম, যা আমার কাজের মধ্যেই পড়ে।"

"আমি সত্যিই অবাক হচ্ছি," মার্জিত কণ্ঠে বাধা দিলো লোকটি, "জেসন বর্ন কি ক'রে এতো খোঁড়া অজুহাত দেখাতে পারে?"

তার বোস্টান যাওয়ার কোনো ইচ্ছে ছিলো না। সম্মেলনের বিষয়ের সাথে তার লেকচারের বিষয়েরও কোনো মিলই ছিলো না। কিন্তু যাবার জন্য অফিসিয়ালি তাকে অনুরোধ করা হয়। অনুরোধটি আসে ওয়াশিংটন থেকে, সেখানকার কালচারাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম, এই ইউনিভার্সিটির ওরিয়েন্টাল স্টাডি ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে কাজটা করে। হায় ঈশ্বর। প্রতিটি ঘুটিই জায়গামতো বসানো হয়েছে। "কিসের খোড়া অজুহাত?"

"আপনি যেখানে ছিলেন না সেখানে থাকার ভান করছেন। ওসব জায়গায় প্রচুর লোকের সমাগম হয়ে থাকে, আর আমি নিশ্চিত অল্প কিছু টাকা দিলে অনেকেই আপনার পক্ষ নিয়ে বলবে যে, তারা আপনাকে দেখেছে।"

BanglaBook.org

"আমি এভাবে টাকা দিয়ে লোক কিনি না।"

"আপনাকে কিন্তু টাকা দিয়েই কেনা হয়েছিলো?"

"তাই নাকি? কিভাবে?"

"ওই একই ব্যাংকের মাধ্যমে—যেটা আপনি এর আগেও ব্যবহার করেছেন—জুরিখের ব্যানহোফস্ট্রাসের কাছে গেমেইনশ্যাফ্‌ট ব্যাংক।"

"অদ্ভুত! ঐ ব্যাংক্ক তো কখনও জানায় নি আমি টাকা পেয়েছি," বললো ডেভিড।

"আপনি যখন ইউরোপের জেসন বর্ন ছিলেন তখন এসবের দরকারও ছিলো না, যেহেতু আপনার একাউন্টটি ছিলো থৃজিরো একাউন্ট—যা সুইজারল্যান্ডে সবচাইতে গোপন একাউন্ট। যাইহোক, আমরা একটা ড্রাফট ট্রান্সফারের নমুনা পেয়েছি, গেইমেনশ্যাফট ব্যাংকে একজন মৃত মানুষের দলিলপত্রে এটা লুকানো ছিলো।"

"উনাকে নিশ্চয়ই আমি মারি নি।"

"না। বরং উনিই অন্য আরেকজনকে মারার জন্য আপনাকে টাকা দিয়েছিলেন, এর ফলে সেই মূল্যবান সম্পদটিও খোয়া যায়।"

"মূল্যবান সম্পদ, ট্রফি, তাই না?"

"এগুলো সব কষ্ট ক'রে অর্জিত সম্পদ, মিঃ বর্ন। যথেষ্ট হয়েছে। আমি জানি আপনি কে। কথা না বাড়িয়ে কাউলুনের রিজেন্ট হোটেলে পৌছে যান। যে কোনো নামে রেজিস্টার করুন কিন্তু শুধুমাত্র ছয়-নয়-শূন্য সুটটিই দিতে বলবেন। বলবেন এর জন্যে আগে থেকেই বলে রাখা হয়েছে।"

"বাহ্, চমৎকার। আমার নিজের রুম!"

"এটা সময় বাঁচাবে।"

"এখানকার কাজ গুটাতেও আমার কিছু সময় লাগবে।"

"আমরা নিশ্চিত আপনি বিষয়টিকে অন্যদেরকে বলার মতো বোকামি করবেন না। যতো দ্রুত সম্ভব সেখানে পৌছে যাবেন। এ সপ্তাহের মধ্যেই চলে আসবেন।"

"ভরসা রাখুন। আমার স্ত্রীকে আবার লাইনে দিন।"

"আমি দুঃখিত, সেটা সম্ভব হচ্ছে না।"

"ঈশ্বরের দোহাই, আপনি চাইলে সবই করতে পারেন।"

"আপনি কাউলুনে এসেই তার সাথে কথা বলবেন।"

ক্লিক্ ক'রে লাইনটি কেটে গেলে আর কিছু শোনা গেলো না। ফোনটি রেখে দিলো সে। এতো শক্ত ক'রে ফোনটা ধরে ছিলো যে, আঙুলগুলো ব্যথা করছে এখন। কিভাবে কম সময় নষ্ট করে তার গৌণ কাজগুলো দ্রুত শেষ করা যাবে সে ব্যাপারে একটা আইডিয়া তার মাথায় এলো। এরপর তাকে ধূর্ত ককলিনের সাথে দেখা করতে হবে। যে তাকে দিনের আলোয় নিউইয়র্ক সেভেনটি-ওয়ান স্ট্রিটে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিলো। অ্যালেক্সান্ডার ককলিনের প্রতি তার কোনো সহানুভূতি নেই, সে যতো কষ্টেই থাকুক না কেন, যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে তাকে চিপে তার

BanglaBook.org

চোখ দিয়ে রক্ত বের করতেও তার বাধবে না। ককলিনের কাছে যা যা ইনফরমেশন আছে সে তা জেনেই ছাড়বে।

ওয়েব স্টাডি রুমের চেয়ার থেকে উঠে কিচেনে ঢুকে নিজের জন্য একটি ড্রিংক তৈরি করলো। এটা দেখে তার ভালো লাগলো যে, যদিও এতোক্ষণ তার হাত কাঁপছিলো, কিন্তু এখন তা আগের তুলনায় অনেক কম।

তাকে কিছু দায়িত্ব অন্যের কাঁধে চাপিয়ে যেতে হবে। জেসন বর্ন কখনও দায়িত্ব কারো উপর চাপাতো না, কিন্তু সে এখনও ডেভিড ওয়েব। ক্যাম্পাসে অনেকে আছে যাদেরকে সে বিশ্বাস করতে পারে। অবশ্যই তাদেরকে সত্যি খুলে বলা যাবে না, উপযুক্ত মিথ্যার ব্যবহার করতে হবে। সে তার স্টাডিতে ফিরে এসে মিথ্যা ছড়ানোর উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে টেলিফোনটাই বেছে নিলো। স্বল্পবয়সী কিছু ছাত্র তার কথা ফেলতে পারবে না; গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টদের মাস্টার্স-এর থিসিস তাদের অ্যাডভাইজারদের দ্বারা গ্রেড করা হয়, আর ডেভিড ওয়েব তাদেরই একজন। ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হবে, ভদ্রতার সাথে বা ভয় দেখিয়েই হোক, কাজটা করতে হবে।

"হ্যালো, জেমস্? ডেভিড ওয়েব বলছি।"

"হাই মিঃ ওয়েব, আমি আবার কোথায় ভুল করলাম?"

"তুমি কিছু করো নি, জিম। এটা আমার নিজের সমস্যা, বাড়তি একটু সহযোগিতা পেলে আমার বেশ উপকার হতো। তুমি কি আগ্রহী? আমি বেশিক্ষণ সময় নেবো না।"

"এই সপ্তাহ শেষে? কোনো খেলার কথা বলছেন?"

"না, শুধু আগামীকাল, সকালবেলা, এই ঘণ্টা দেড়েক লাগতে পারে। আর তারপর তোমার কারিকুলাম ভিটাতে দরকার পড়লে সামান্য বোনাস দেবো। চলবে তো?"

"বলুন, কি করতে হবে?"

"বেশ, এটা একটু গোপনীয় ব্যাপার—আমি আশা করবো তুমি গোপনীয়তা বজায় রাখতে পারবে। আমাকে সপ্তাহখানেকের জন্যে বাইরে যেতে হবে, বড়জোর দু'সপ্তাহের জন্য। আর আমি উপরে ফোন ক'রে সাজেস্ট করবো যে, এ সময়টা তুমি আমার জায়গায় বসবে। তোমার জন্য কোনো সমস্যাই হবে না, কারণ এটা মাঞ্চু সরকারের উচ্ছেদ আর সিনো-রাশিয়ান চুক্তি সংক্রান্ত, এর সাথে তুমি ভালোভাবেই পরিচিত।"

"উনবিংশের শুরু থেকে উনিশ শো ছয় সাল পর্যন্ত," মাস্টার্সের স্টুডেন্টটি বললো, অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে।

"তুমি চাইলে বাড়তি কিছু পরিবর্তন আনতে পারো, কিন্তু জাপানিজ, পোর্ট আর্থার আর পুরনো টেডি রুজবেল্টকে অগ্রাহ্য করো না। সবগুলো সমান তালে এগিয়ে নিয়ো...আমি সেভাবেই এগোতাম।"

"আমি পারবো। পারবো। আগামীকালই সোর্স ঘাটতে আসবো, অসুবিধা

BanglaBook.org

আছে?"

"আমাকে আজ রাতেই চলে যেতে হবে, জিম। আমার স্ত্রী এরই মধ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছে। তোমার কাছে কি পেনসিল আছে?"

"জ্বি স্যার, আছে।"

"জানো তো, কিছুদিন বাড়িতে না থাকলে পেপার আর চিঠি কিভাবে জমে স্তূপ হয়ে যায় তাই পোস্ট অফিসে গিয়ে ওদেরকে এ দুটো জমা রাখতে বোলো, কিছু সাইন করার দরকার হলে তুমি সাইন ক'রে দিও। তারপর এখানকার স্কালি এজেন্সিতে ফোন ক'রে জ্যাক অথবা অ্যাডেলি'র সাথে কথা বলবে, তাদেরকে বলবে..."

মাস্টার্সের ছাত্রটিকে সে কাজে লাগিয়ে দিলো। পরবর্তী কলটা ডেভিডের ধারণার চেয়েও অনেক সহজে হয়ে গেলো। কারণ ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট তার বাসায় তারই সম্মাননায় ডিনার পার্টিতে কি বক্তব্য রাখবে তা ভাবতে এতোটাই ব্যস্ত যে, একজন এ্যাসোসিয়েট প্রফেসরের অস্বাভাবিক ছুটির আবেদনকে গ্রাহ্যই করলো না। "প্লিজ মিঃ ওয়েব, আপনি স্টাডি ডিনের সাথে যোগাযোগ করুন, আমি ব্যস্ত আছি।"

স্টাডি ডিনকে সামাল দিতে একটু কষ্ট করতে হলো।

"ডেভিড, এটা কি গত সপ্তাহে যে লোকগুলো তোমার সাথে হাটছিলো তাদের সাথে কোনোভাবে সম্পর্কিত? মানে, এখানকার সামান্য কয়জন জানে যে ওয়াশিংটনের খুবই গোপন কোনো কাজের সাথে তুমি জড়িত, আমি তাদেরই একজন কিনা।"

"সে রকম কিছুই না, ডগ্। ওগুলো গুজব, প্রথম থেকেই রটে আসছে। আমার ভাই মারাত্মক আহত হয়েছে, তার গাড়ি পুরো থেতলে গেছে। আমাকে কিছু দিনের জন্য প্যারিসে যেতে হবে, হয়তো সপ্তাহখানেকের জন্য, এই যা।"

"আমি দু'বছর প্যারিসে ছিলাম। সেখানকার ড্রাইভারগুলো একেবারে পাষণ্ড।"

"বোস্টনের চেয়েও খারাপ, ডগ্। কিন্তু কায়রোর চেয়ে ভালো।"

"বেশ, আশা করি আমি ব্যবস্থা করতে পারবো। এক সপ্তাহ তো আর বেশি সময় না, জনসন তো নিউমোনিয়ার আক্রান্ত হয়ে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ছুটি কাটাচ্ছে—"

"আমি এরই মধ্যে ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছি, অবশ্যই যদি তোমার আপত্তি না থাকে। জিম ক্রোদার, মাস্টার্সের এক ছাত্র আমার জায়গায় বসবে। সে এ বিষয়টা ভালো জানে, আর আশা করি সে বেশ ভালো কাজ করতে পারবে।"

"ওহ্, ক্রোদার, খুবই মেধাবী ছাত্র, শুধু তার দাড়িটা বেমানান। ষাপট বছর বয়সে এসও দাড়িওয়ালাদের কখনই বিশ্বাস করতে পারলাম না।"

"একবার দাড়ি রেখেই দেখো না। হয়তো ধারণাটা পাল্টে যাবে।"

"ছাড়ো তো এসব। তুমি কি নিশ্চিত, স্টেট ডিপার্টমেন্টের লোকগুলোর সাথে এটা কোনোভাবেই সম্পৃক্ত নয়? আমার কিন্তু বিশদ তথ্য লাগবে, ডেভিড। তোমার

BanglaBook.org

ভাইয়ের নাম কি? প্যারিসের কোন্ হাসপাতালে সে আছে?"

"আমি হাসপাতালের নামটা ঠিক জানি না, মেরি জানে। কিন্তু সে আজ সকালেই রওনা দিয়ে দিয়েছে। গুড বাই, ডগ্। আমি তোমাকে কাল বা পরশু ফোন করবো। আমাকে বোস্টনের লোগান এয়ারপোর্টে যেতে হবে।"

"ডেভিড?"

"হ্যা?"

"আমার কেন মনে হচ্ছে তুমি সব সত্যি বলছো না?"

ওয়েব একটু ভেবে বললো। "কারণ আমাকে আগে এ পরিস্থিতিতে পড়তে হয় নি তাই।"

ডেভিড ফোন রেখে দিলো।

বোস্টন থেকে ওয়াশিংটনের ফ্লাইটটিতে ডেভিডের মাথা খারাপ হয়ে গেলো পাশে বসা এক পণ্ডিত প্রফেসরের লাগামহীন বকবকানির জন্য। তার গলার স্বর কয়েক মুহূর্তের জন্যেও নীচু হলো না। ন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার পরে পণ্ডিত মশাই নিজেই কথাটা স্বীকার করলেন।

"আমি আপনাকে বিরক্ত করেছি ব'লে দুঃখিত। আমি প্লেনে উড়তে ভীষণ ভয় পাই তাই কথা বলে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করি। বোকার মতো শোনাচ্ছে, তাই না?"

"একদম না, কিন্তু আপনি আগেই খুলে বললেন না কেন? এটা কিন্তু অপরাধের পর্যায়ে পড়ে।"

"হয়তো পাশের যাত্রীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে ভয় পাই ব'লে।"

"কথাটা মনে থাকবে," ওয়েব হালকা হাসলো। "হয়তো আমি এর পরের বার আপনাকে সাহায্য করতে পারবো।"

"আপনি সত্যিই খুব সদয় ব্যক্তি। ধন্যবাদ, আপনাকে।"

"আপনাকেও ধন্যবাদ।"

ডেভিড লাগেজ বেল্ট থেকে তার সুটকেস নিয়ে ট্যাক্সি ধরার জন্য বাইরে বেরিয়ে এলো। ডেভিড বিরক্ত হলো কারণ ক্যাবগুলো একজন সিঙ্গেল যাত্রি নিতে চাইছে না, তার পরিবর্তে একই সাথে একই গন্তব্যে দু'তিনজন ক'রে প্যাসেঞ্জার নিতে চাইছে। তার পেছনের সিটের সহযাত্রী একজন মহিলা, আকর্ষণীয় মহিলাটি তার শরীরী ভাষা আর কামার্ত চাহনি দিয়ে কিছু একটা ইঙ্গিত করছে। ডেভিড তার কোনো মানেই বুঝতে পারলো না, কোনোকিছু বোঝানোর চেষ্টাও করলো না। শুধু তাকে আগে নামানোর জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে পড়লো।

সিক্সটিন স্ট্রিটের জেফারসন হোটেলে একটি ভূয়া নামে রুম রেজিস্টার করলো সে। হোটেলটা পছন্দ করার আসল কারণ এটা ককলিনের বাড়ির খুব কাছে, সেই একই বাড়িতে ককলিন প্রায় বিশ বছর ধরে বাস করছে। এই ঠিকানাটাও ডেভিড ভার্জিনিয়া থেকে বের হওয়ার আগেই জোগাড় ক'রে নিয়েছে। অবিশ্বাস আর অন্ত

BanglaBook.org

দৃষ্টিই তাকে এগুলো সামলে রাখতে বাধ্য করেছে। তার কছে ককলিনের কোনো নাম্বারও ছিলো না। তবে সে জানতো ককলিনকে ফোন ক'রে কোনো লাভ হবে না। তাতে এক সময়কার অত্যন্ত কুশলী এই পরিকল্পনাবিদ মানসিক এবং শারীরিক দু'দিক থেকেই তার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা ক'রে ফেলবে। ডেভিড তাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরতে চায়। সে সাবধান হওয়ার আগেই ডেভিড সেখানে পৌছে যাবে। তাকে শুধু মনে করিয়ে দেবে তার অপরিশোধিত ঋণের কথা, যেটা পরিশোধের সময় এসে গেছে এখন।

ডেভিড ঘড়ির দিকে তাকালো, রাত বারোটা বাজতে মিনিট দশেক বাকি। এটাই উপযুক্ত সময়, এর চেয়ে ভালো সময় আর হয় না। সে হাতমুখ ধুয়ে শার্ট বদলালো, তারপর ব্যাগ থেকে বিভিন্ন অংশে খুলে রাখা অস্ত্র দুটো বের করে অংশগুলো জোড়া লাগালো। যাচাই করলো গুলি করার ক্ষমতা, সেই সাথে রিসিভিং চেম্বারটি ঠিক করে নিলো। অস্ত্র দুটি ধরে নিজের হাত পর্যবেক্ষণ করে সন্তুষ্ট হলো কারণ এবার আর হাত কাঁপছে না। এ এক অসাধারণ অনুভূতি, কারণ আট ঘণ্টা আগেও সে অস্ত্রটা ধরার সাহস পেতো না এই ভয়ে যে, গুলি ছুটে যেতে পারে। সেটা আট ঘণ্টা আগের কথা, এখনকার কথা নয়। এখন সে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দবোধ করছে, যেনো অস্ত্রটি তারই কোনো অঙ্গ, জেসন বর্নেরই একটি অংশ।

সে জেফারসন থেকে বের হয়ে সিক্সিটিন স্ট্রিট ধরে হাটতে থাকলো, মোড়ে এসে ডান দিকে মোড় নিয়ে বাড়িগুলোর নাম্বার দেখতে লাগলো। বাড়িগুলো খুবই পুরনো ধাঁচের, এগুলো দেখে নিউইয়র্কের উত্তর-পূর্ব দিকের ব্রাউনস্টোন অ্যাপার্টমেন্টগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। ম্যানহাটনে ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ান'র বাড়িটিও ব্রাউনস্টোনের ছিলো। সে এখনও স্পষ্ট দেখতে পায় উঁচু নীল কাঁচের জানালাওয়ালা বাড়িটি। ওখানেই তার অপর সত্তার জন্ম হয়েছে, যাকে তার এখন প্রচণ্ড প্রয়োজন।

আরেকবার সেটা করো!

মুখটা কার?

তার ব্যাকগ্রাউন্ড কি? খুন করার পদ্ধতিটাই বা কি?

ভুল! তোমার ধারণা ভুল! আবার করো সেটা!

কে সে? কার্লোসের সাথে তার কানেকশানটা কি?

ধ্যাততারিকা, ভাবো! এতে তো কোনো ভুল হতে পারে না!

এই তো, ককলিনের অ্যাপার্টমেন্ট। সে সামনের দিকের ফার্স্ট ফ্লোরে থাকে। লাইট জ্বলছে, মানে অ্যালেক্স বাসায় একা জেগে আছে। ডেভিড ওয়েব রাস্তা পার হলে হঠাৎ কোথা থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করলো, স্ট্রিট ল্যাম্পের আলোগুলো যেনো সে বাতাসে চাপা পড়ে যাচ্ছে। ওয়েব অ্যাপার্টমেন্টের সিঁড়ি দিয়ে হেটে ভেতরে এসে মেইল বক্সের পাশের নামগুলো পড়তে থাকলো। মোট ছয়টা ফ্ল্যাট আর প্রতিটি নামের নীচে সে ফ্ল্যাটে কল করার জন্যে একটি বাটন রয়েছে।

বেশি চিন্তা করার সময় নেই। যদি পানোভের বর্ণনা ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে

BanglaBook.org

ককলিনকে বোকা বানাতে তার কণ্ঠস্বরই যথেষ্ট হবে। সে ককলিনের বাটনটি টিপে জবাবের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলো। জবাব এলো প্রায় এক মনিট পরে।

"হ্যা? কে বলছেন?"

"হ্যারি বাবকক," কণ্ঠস্বর বদলে বললো ডেভিড।

"আমি তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি, অ্যালেক্স।"

"হ্যারি? হঠাৎ কি মনে করে...? আসো, আসো, উপরে চলে আসো!"

ডেভিড ভেতরে ঢুকে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ফার্স্ট ফ্লোরে উঠে গেলো। সে চাইছে ককলিন দরজা খোলার আগেই সে বাইরে প্রস্তুত থাকবে। অ্যালেক্স অন্যমনস্ক হয়ে দরজা খোলার সেকেন্ডেরও কম সময়ে ওয়েব সেখানে পৌছে গেলো। ওয়েবের ওপর চোখ পড়তেই অ্যালেক্স দরজাটা টেনে বন্ধ করার চেষ্টা করলো, চিৎকার করতে শুরু করলো সে। ওয়েব ককলিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই তার মুখ চেপে ধরলো। তাকে ঠেলে ভেতরে ঢুকে লাথি মেরে বন্ধ ক'রে দিলো দরজাটা। বহু দিন কাউকে নিখুঁতভাবে শারীরিক আক্রমণ করে নি সে। কাজটা আনাড়ির মতো হতে পারতো, শুরুতেই সুযোগটা ফস্‌কে যেতে পারতো। কিন্তু কোনোটাই হয় নি। সে খুবই স্বাভাবিকভাবেই কাজটা করতে পেরেছে।

"আমি আমার হাত সরিয়ে নেবো, অ্যালেক্স, কিন্তু তুমি আবার চেঁচানোর চেষ্টা করলেই সেটা জায়গামতো পড়বে। এটা সামলে ওঠা হয়তো তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না, বুঝেছো?" ডেভিড ককলিনকে সামনে ঠেলে দিয়ে তার হাতটি সরিয়ে নিলো।

"ভালো সারপ্রাইজ দিয়েছো," কাশতে কাশতে খুড়িয়ে পেছন দিকে গিয়ে বললো সি.আই.এ'র লোকটি। "ড্রিংক চলবে?"

"না, আমি ডায়েট মেনে চলেছি।"

"আমরা ঠিক আগের মতোই আছি," টেবিলের উপর একটি খালি গ্লাসের দিকে এগোতে এগোতে জবাব দিলো ককলিন। গ্লাসটি নিয়ে সে দেয়ালের পাশে কপার প্লেট করা বার-এর দিকে এগোলো, সেখানে একই ধরনের বোতলগুলো সারি বেধে সাজানো আছে। সেখানে না আছে কোনো মিক্সচার, না আছে পানি, শুধু কিছু বরফ আছে একটি বাক্সে। বারটির আভিজাত্য বাড়ির অন্য সব জীর্ণ আসবাবের সাথে একোবরেই বেমানান।

"তো কি মনে করে," নিজের জন্যে একটি ড্রিংক তৈরি করে ককলিন বললো, "এই বিশিষ্ট সাক্ষাতের আয়োজন করলে? তুমি ভার্জিনিয়াতে আমার সাথে দেখা করতে অস্বীকার করেছিলে, বলেছিলে তুমি আমাকে খুন করবে, আর সেটা নিশ্চয়ই কথার কথা ছিলো না। তুমি তাই বলেছিলে, ওই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলে তুমি আমাকে খুন করবে।"

"তুমি মাতাল।"

"হয়তো। কিন্তু এ সময়টা আমি তো সাধারণত মাতালই থাকি। এখন এ নিয়ে আবার লেকচার দিতে যেয়ো না। তাতে কোনো লাভ হবে না, শুধু পুরনো কলেজ

BanglaBook.org

দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাবে।"

"তুমি অসুস্থ।"

"না, কেবলই মাতাল। যেমনটা প্রথমে বললে। আমি কি একই কথা বারবার বলছি?"

"কাজের কথায় আসা যাক।"

"দুঃখিত," ককলিন তার বোতলটি সরিয়ে রেখে গ্লাস থেকে কয়েক ঢোক মদ গিলে ওয়েবের দিকে তাকালো। "আমি কিন্তু তোমার দরজা দিয়ে ঢুকি নি, তুমি আমার দরজা দিয়ে ঢুকেছো, যদিও তোমার কাছে হয়তো সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তুমি কি তোমার সেই হুমকিকে বাস্তবে রূপ দিতে এসেছো, পালন করতে এসেছো সেই ভবিষ্যৎবাণীকে, নাকি পাপপুণ্যের হিসাব করার জন্যে এই আগমন?"

"তোমাকে মৃত দেখার সেই অমানবিক কামনা আমার মধ্যে আর নেই, তবে প্রয়োজন পড়লে তোমাকে আমি খুনও করতে পারি। যদি তুমি বাধ্য করো।"

"চমৎকার। তা ঠিক কি ক'রে আমি তোমাকে বাধ্য করতে পারি?"

"আমি যা চাইছি আমাকে তা না দিলে। অবশ্য তুমি চাইলেই আমাকে তা দিতে পারো।"

"তুমি নিশ্চয়ই এমন কোনো ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলছো যার সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই।"

"আমি জানি গোপন সব মিশনে তোমার বিশ বছরের অভিজ্ঞতা আছে আর তুমি ওগুলোর ওপরে বইও লিখেছো।"

"সবই ইতিহাস," বিড়বিড় ক'রে বললো সি.আই.এ'র লোকটি, সে এখনও পান করে যাচ্ছে।

"এগুলোকে আবার পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। তোমার স্মৃতি আমারটার মতো নয়, সেটা সম্পূর্ণ ঠিক আছে। আমারটা সীমিত, কিন্তু তোমার তা নয়। আমার কিছু তথ্য চাই, কিছু প্রশ্নের জবাব চাই।"

"কিসের তথ্য? কেন এসব চাইছো?"

"তারা আমার স্ত্রীকে ধরে নিয়ে গেছে," সহজভাবে অত্যন্ত শীতল কণ্ঠে বললো ওয়েব। "তারা মেরিকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে।"

ককলিন একটুও নড়লো না, শুধু তার চোখের পলক পড়লো। "আবার বলো, আমার মনে হয় না আমি ঠিকমতো শুনেছি।"

"ঠিকমতোই শুনেছো। আর তোমাদের মতো খানচোতরাই কোনো না কোনোভাবে এসবের নেপথ্যে রয়েছে।"

"না, আমি নেই। আমি তা করি নি। করতেও পারতাম না। কি বলছো তুমি? মেরিকে ধরে নিয়ে গেছে?"

"প্যাসিফিকের ওপর দিয়ে যাচ্ছে এমন কোনো প্লেনে সে আছে। আমাকে সেটার পিছু নিতে হবে। যেতে হবে কাউলুনে।"

"তুমি পাগল হয়ে গেছো। তোমার মাথার কোনো ঠিক নেই।"

BanglaBook.org

"আমার কথা শোনো, অ্যালেক্স। যা বলছি খুব ভালোভাবে শোনো..." আবারো পুরো ঘটনাটা সে খুলে বললো, কিন্তু অনেকটা গুছিয়ে, অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণের সাথে, যে নিয়ন্ত্রণ সে মরিস পানোভের সামনে ধরে রাখতে পারে নি। মাতাল ককলিনের বিচারবুদ্ধি ইন্টেলিজেন্সের অনেক সতর্ক কর্মকর্তার চেয়ে বেশি, আর সে জানে তাকে এ বিষয়টি খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। ওয়েব কোনো কিছুই বাদ দিতে পারলো না; বিষয়টি পরিস্কার করার জন্য একদম প্রথম থেকে শুরু করলো। ঠিক যখন মেরি তাকে জিমনেসিয়ামে ফোন ক'রে বলেছিলো, 'ডেভিড, বাসায় আসো। তোমার সাথে কেউ দেখা করতে এসেছে। জল্‌দি এসো।' "

সে বলতে থাকলে ককলিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তার জীর্ণ সোফাটিতে গিয়ে বসলো, তার চোখ এক মুহূর্তের জন্যেও ওয়েবের মুখ থেকে সরলো না। ওয়েব যখন পাশের হোটেলে এসে ওঠার কথায় গিয়ে থামলো অ্যালেক্স তখন মাথা ঝাঁকিয়ে আবার ড্রিংকের দিকে হাত বাড়ালো। "ভয়ংকর," বেশকিছুক্ষণ চুপ থাকার পরে সে বললো।

"শুনে মনে হচ্ছে একটা পরিকল্পনা করা হয়েছিলো, কিন্তু সেটা লাগামের বাইরে চলে যায়।"

"লাগামের বাইরে?"

"নিয়ন্ত্রনহীন হয়ে পড়ে আর কি।"

"কিভাবে?"

"তা জানি না," হালকা ঝিমুতে ঝিমুতে বললো প্রাক্তন টেকনিশিয়ান। "তোমাকে ওরা নাচাচ্ছিলো, তারপর হঠাৎ করে তোমার পরিবর্তে তোমার স্ত্রী ওদের টার্গেট হয়ে যায়, যদিও এতে কাজ হয়েছে। কারণ তুমি তাদের হিসেব অনুযায়ীই চলছিলে, কিন্তু যখন তুমি মেডুসার কথা তুললে, ওরা তোমাকে হুমকি দিলো, বাড়াবাড়ি করলে তুমি পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। পুরোটাই হিসেবের মধ্যে পড়ে। কিন্তু এটা ওদের মূল পরিকল্পনা হতে পারে না। কারণ হুট ক'রে তোমার বউ যখন বিপদে তখন মেডুসাও ফাঁস হবার হুমকির মুখে পড়ে গেলো। নিশ্চয়ই কেউ হিসেবে বড় ভুল করেছে। কোনো কিছু লাগামের বাইরে চলে গেছে, কিছু একটা ঘটেছে।"

"তোমার খালি আজকের রাত আর কালকের দিন পর্যন্ত সময় আছে আমাকে জবাব দেবার। আমাকে হংকংয়ের জন্যে সন্ধ্যা সাতটার ফ্লাইট ধরতে হবে।"

ককলিন সোজা ব'সে রইলো, তার মাথা ধীরে ধীরে দুলছে, তার ডান হাত কাঁপতে কাঁপতে আবার মদের বোতলটির দিকে এগিয়ে গেলো। "তুমি ভুল জায়গায় এসেছো," মদ গিলতে গিলতে সে বললো। "আমি ভেবেছিলাম তুমি সব জানো। আমি কোনো কাজের না। অপ্রয়োজনীয়, অকেজো বাক্সের মতো পড়ে থাকি। কেউ আমাকে কিছু বলে না। আর বলবেই বা কেন? আমি একটা প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু, ওয়েব। আমাকে কারোর কোনো প্রয়োজন নেই। আমি একেবারে শেষ হয়ে গেছি, আমাকে বিক্রি করে কেউ কানাকড়িও পাবে না। আর আমার মনে

BanglaBook.org

হয় সেটা তুমিও এখন বুঝতে পারছো।"

"হ্যা, সেটাই। 'তাকে হত্যা করো। সে অনেক বেশি জেনে গেছে।' "

"মনে হয় তুমি এখন আমার বেলায় সেরকমই ভাবছো। ঘুমন্ত মেডুসাকে জাগিয়ে আমাকে শাস্তি দিতে চাইছো। আগের হিসাব নিকাশ পূরণ করতে চাইছো।"

"না, তুমিই আমাকে সেরকম ভেবেছো," জ্যাকেটের পকেট থেকে অস্ত্র বের ক'রে বললো ডেভিড।

"হ্যা, আমি সেরকম ভেবেছি," মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানিয়ে বললো ককলিন। তার দৃষ্টি অস্ত্রটির দিকে। "কারণ আমি ডেল্টাকে চিনতাম, আর তার কাছে অসম্ভব ব'লে কিছুই ছিলো না। আমি নিজের চোখে তোমাকে দেখেছি। তাম কুয়ানে তুমি নিজের দলেরই একজনকে গুলি ক'রে মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছিলে, কারণ তোমার সন্দেহ হয়েছিলো সে রেডিওর মাধ্যমে হো চি মিন সিটিতে খবর পাচার করছে। তোমার কাছে কোনো প্রমাণ ছিলো না, শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়েই তুমি সেটা করেছিলে। তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগই তুমি দাও নি, এটা ছিলো জঙ্গলের মধ্যে ঠাণ্ডা মাথায় আরেকটি হত্যাকাণ্ড। যদিও পরে প্রমাণ হয় তোমার সন্দেহই ঠিক ছিলো, কিন্তু সেটা ভুলও হতে পারতো। তুমি চাইলে তাকে ধরে আনতে পারতে, তার কাছ থেকে আমরা অনেক খবর বের করতে পারতাম, কিন্তু না, ডেল্টা তা করতো না! ডেল্টা নিজের মতোই চলতো, নিজে নিয়ম তৈরি করতো। তাই জুরিখে তুমি প্রতারণা করেছো এমনটা ভাবা অস্বাভাবিক ছিলো না!" "তাম কুয়ানের বিশদ বিশ্লেষণ আমার কাছে নেই, কিন্তু অন্যদের কাছে জেনেছি।"

রাগান্বিত হয়ে বললো ওয়েব, "নয়জনকে বাঁচিয়ে আনতে হয়েছিলো আমার, দশজনকে বাঁচানোর মতো অবস্থা আমাদের ছিলো না। তাতে আমাদের গতি কমে যেতো অথবা পুরো যাত্রাটাই পণ্ড হতে পারতো।"

"চমৎকার! তোমারই তৈরি নিয়ম। তোমার নিয়মের সাহায্য নিয়ে এই সমস্যাটারও সমাধান ক'রে ফেলো আর ঈশ্বরের দোহাই, গুলিটা করেই ফেলো, যেমনটা তাকে করেছিলে, আমাদের মহাত্মা জেসন বর্ন! প্যারিসেও তোমাকে তাই করতে বলেছিলাম!" থামলো ককলিন, জোরে জোরে শ্বাস নিলো সে। তার লাল চোখদুটো ওয়েবের ওপর স্থির রেখে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলতে শুরু করলো আবার।

"আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আমাকে এসব থেকে মুক্তি দাও। আমি কাপুরুষ।"

"আমরা একসময় বন্ধু ছিলাম, অ্যালেক্স!" চেঁচিয়ে বললো ডেভিড। "তুমি আমাদের বাড়িতে আসতে! আমাদের সাথে খেতে, বাচ্চাদের সাথে খেলতে! তাদের সাথে নদীতে সাতার কাটতে..." *ওহ্ গড ওগুলো আবার ফিরে আসছে। সেই দৃশ্যগুলো, সেই মুখগুলো...ওহ্, ঈশ্বর, সেই মুখগুলো...নদীতে ভাসতে থাকা মৃতদেহগুলো...নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করো, নিজেকে সামলাও! ভুলে যাও ওদেরকে! ভুলে যাও! এখনই।*

BanglaBook.org

"সেটা অন্য দেশে হয়েছিলো, ডেভিড। আর তাছাড়া, আমার মনে হয় না তুমি চাও আমি কথাগুলো পুরো শেষ করি।"

" 'তাছাড়া ওই মাগীটা তো মরেই গেছে। না, আমি তোমার ওসব কথা শুনতে চাই না।"

"যাই হোক," সবটুকু হুইস্কি গিলে ফেলে কর্কশভাবে বললো ককলিন। "আমরা দু'জনেই একটু বেশি বুঝতাম, তাই না?...আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারবো না।"

"তুমি পারবে। আর তুমি অবশ্যই সেটা করবে।"

"এসব বাদ দাও, সৈনিক। সেটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।"

"তুমি আমার কাছে ঋণী। তা ভুলে যেও না।"

"আমি এখনও ভুলি নি।"

"তুমি বন্দুকের ট্রিগার যখন ইচ্ছে টিপতে পারো, কিন্তু আমি সত্যিই দুঃখিত, আমি শুধু বৈধ কাজেই আগ্রহবোধ করি।" সি.আই.এ অফিসারটি খুড়িয়ে খুড়িয়ে তার বারের দিকে এগোলো, ঠিক তখনই ওয়েবের মনে পড়লো তার ডানপাটা আগের চেয়েও অনেক বেশি অকেজো হয়ে গেছে। এটা নিয়ে হাটতে খুব কষ্ট হয় নিশ্চয়।

"পা'টা খুব ভোগাচ্ছে, তাই না?" জিজ্ঞেস করলো ওয়েব।

"এটাকে নিয়েই আমাকে বাঁচতে হবে।"

"ওটাকে নিয়েই তাহলে তোমাকে মরতে হবে," তার অটোমেটিকটি তাক্ ক'রে বললো ওয়েব। "কারণ আমি আমার স্ত্রীকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না, আর তুমি সেটা মোটেও গ্রাহ্য করছো না। তাতে কি প্রমাণ হয় জানো, অ্যালেক্স? তুমি আমাদের বিরুদ্ধে কতো কিছুই না করেছো, কতো মিথ্যে বলেছো, কতো ফাঁদ পেতেছো, আমাদেরকে শেষ ক'রে দিতে কতো বানোয়াট গল্পই না বানিয়েছো—"

"তোমাদেরকে না," বাধা দিয়ে বললো ককলিন, তার গ্লাসটি ভরে নিয়ে অস্ত্রের দিকে তাকালো। "শুধু তোমাকে।"

"যদি আমাদের একজনকে মেরে ফেলো, তাহলে আমরা দু'জনেই মারা যাবো। যদিও তুমি এসব কথা বুঝবে না।"

"সেই সৌভাগ্য আমার কখনও হয় নি।"

"নিজেকে তোমার ছোটো ক'রে দেখার প্রবণতাই এর জন্যে দায়ি, অ্যালেক্স। তুমি চাও এই দুঃখের সাগরে ভেসে ভেসে বাকি সবাইকে তোমার বেদনাবিধুর গল্প শোনাতে। তুমি কারোর সাহায্য চাও না, চাও না এই অন্ধকার ঘর থেকে থেকে বেরোতে। একটা ল্যান্ডমাইন তোমার মতো মেধাবী, প্রতিভাবান লোককে থামিয়ে রাখতে পারে না—"

"ওহ্ জণ্ডি। বন্ধ করো! চুপ করো! আমাকে গুলি করো, ট্রিগারটা টিপে ফেলো, কিন্তু ওসব কথা মনে করিয়ে দিও না।" সে এক ঢোকে পুরো ড্রিংকটি শেষ করেই ভয়ানকভাবে কাশতে শুরু করলো। কাশি থামলে পরে সে ডেভিডের দিকে

BanglaBook.org

তাকালো। তার রক্তিম চোখে জল এসে গেছে।

"বানচোত, তুই ভাবছিস আমি পারলেও তোকে সাহায্য করবো না, তাই না?" ভেবেছিস এ অন্ধকার ঘরে ব'সে আমার বেদনাবিধুর স্মৃতি মনে করতে খুব ভালো লাগে। তাই না? তুই সবসময়ই জেদি আর একগুঁয়ে ছিলি, ডেভিড। আমাকে তুই কখনই বুঝতে পারিস নি, আর কখনও পারবিও না।" ককলিন তার দু'আঙুলে ধরা গ্লাসটি হঠাৎ মাটিতে ফেলে দিলে শব্দ ক'রে সেটা টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ নীরবতার পর সে আবার বলতে শুরু করলো।

"আমি আরো একটি ব্যর্থতার দায় আমার কাঁধে নিতে পারবো না, বন্ধু। আর বিশ্বাস করো, আমি আবারো ব্যর্থ হবো। আমার জন্যে হয়তো তোমরা দু'জনেই মারা পড়বে, সেই গ্লানি নিয়ে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না।"

ওয়েব তার অটোমেটিকটি নীচে নামিয়ে ফেললো। "কিন্তু এভাবে তোমার জীবন চলতে পারে না, একে তো বেঁচে থাকা বলে না। আর যাই বলো না কেন, আমাকে ঝুঁকি নিতেই হবে। আমার সামনে খুব অল্প পথই খোলা আছে, তাই আমি তোমাকেই বেছে নিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, আমি তোমাকে ছাড়া কাউকে চিনিও না। আমার মাথায় কিন্তু আইডিয়া আছে, হয়তো একটা পরিকল্পনাও আছে, কিন্তু খুব দ্রুত কাজ করতে হবে আমাকে।"

"ওহ্?" ককলিন বারের উপর হাতে ভর দিয়ে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে রইলো।

"আমি কি কফি বানাবো, অ্যালেক্স?"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

ব্ল্যাক কফি ককলিনের মাতলামো কিছুটা কমিয়ে আনলো, কিন্তু ততোটা না যতোটা ডেভিড আশা করেছিলো। সাবেক জেসন বর্ন তার অতীতের সবচেয়ে ভয়ংকর শত্রুর প্রতিভাকে যে সম্মান করতো তা তাকে জানালো। তারা ভোর চারটা পর্যন্ত কথা বললো, যতোটা সম্ভব চেষ্টা করলো একটা অস্পষ্ট পরিকল্পনাকে বাস্তবিক রূপ দিতে। অ্যালকোহলের নেশা ছুটে যাওয়ার সাথে সাথে ককলিনও কার্যকর রূপে ফিরে এসে ডেভিডের অস্পষ্ট ধারণাকে একটা ফ্রেমের ভেতর বসানোর চেষ্টা করলো।

"তুমি এমন একটা সংকট আমার সামনে তুলে ধরেছো যার সমাপ্তি ঘটেছে মেরির অপহরণের মাধ্যমে। তারপর সেটা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে বসলে এতে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু যেমনটা তুমি বলেছো, আমাদেরকে খুব দ্রুত কাজ করতে হবে, যাতে তারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটা বড় ধাক্কা খায়।"

"প্রথমে যা সত্যি সত্যি ঘটেছে তা নিয়ে চিন্তা করো। আমি এখানে এসেছিলাম তোমাকে মারার ভয় দেখাতে। ম্যাকঅ্যালিস্টারের আগমন থেকে শুরু ক'রে বাবককের সেই কথা যে, আমাকে মারতে সে একটা ঘাতক দল পাঠাবে, আর ফোনে সেই হুমকি যে, মেডুসা নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তারা আমাকে উন্মাদ প্রমাণ করবে, এই সবকিছুই আমার অভিযোগের ভেতরে পড়ে, সবকিছুই একটা জালের মতো জোড়া লাগানো মনে হচ্ছে। এর কোনোটাই অস্বীকারও করা যাবে না। এগুলো সত্যিই ঘটেছে আর তাই আমি মেডুসাকে ফাঁস করার হুমকি দিয়েছিলাম।"

"কিন্তু তারপরই ওরা তোমাকে নিয়ে মিথ্যা গল্প ফাঁদতে শুরু করে, হুমকি দেয়া শুরু করে। নিশ্চয়ই ওরাও একটা সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে।"

"যেমন?"

"আমি এখনও জানি না। আমাদেরকে এ নিয়ে আরো ভাবতে হবে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কিছু একটা ঘটেছে, এমন কিছু যা মূল পরিকল্পনাকারীদেরকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে, তারা যেই হোক না কেন—প্রতিটি ঘটনাই আমার মধ্যে এই অনুভূতি জাগাচ্ছে যে, তারা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। তারা প্রথমে ম্যাকঅ্যালিস্টারকে পাঠায় মূল পরিকল্পনার অংশ হিসেবে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলায় এখন তা অস্বীকার করছে। আমার সন্দেহ যদি ঠিক হয় তাহলে তাদের মধ্যে থেকে কেউ না কেউ যোগাযোগের চেষ্টা করবে আবার।"

"তাহলে, তোমার নোটবুক বের করো," জোর দিয়ে বললো ডেভিড। "এমন পাঁচ ছয়জনের কাছে পৌছানোর চেষ্টা করো যারা সম্ভাব্য এর পেছনে থাকতে পারে।"

"তা করতে কয়েক ঘণ্টা, এমনকি কয়েক দিনও লাগতে পারে," অসম্মতির ভঙ্গিতে বললো সি.আই.এ'র অফিসার। "তাদের আশেপাশে এখন অনেক বাধা

থাকবে, আমাকে তা ডিঙিয়ে যেতে হবে। আমাদের কাছে অতো সময় নেই, তোমার হাতেও তো সময় নেই।"

"সময় থাকতেই হবে! এখনই কাজে নেমে পড়ো।"

"আরো ভালো উপায় আছে," পাল্টা জবাব দিলো ককলিন। "পানোভই তোমাকে সেটা দিয়েছে।"

"মো?"

"হ্যা। স্টেটের লগগুলো, অফিসিয়াল লগ, তোমার রেকর্ড।"

"লগ...?" বিষয়টা ওয়েবের মাথায় ছিলো না। কিন্তু ককলিন ভোলে নি। "সেগুলো কিভাবে কাজে আসবে?"

"ওখান থেকেই ওরা তোমার ওপর নতুন ফাইল বানানো শুরু করে। আমি ইন্টারনাল সিকিউরিটির কাছে ভিন্ন আরেকটি গল্প নিয়ে যাবো, এমন কিছু বানিয়ে বলবো যা ওদেরকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে বাধ্য করবে। এতে কাজ হবে... কিন্তু ঠিক কি বানিয়ে বলবো আগে সেটা ঠিক করে নিতে হবে।"

"অ্যালেক্স, তুমি কিছুক্ষণ আগে 'নিয়ন্ত্রণের বাইরে' শব্দটি ব্যবহার করেছিলে। কেননা আমরা ওটারই সদ্ব্যবহার এখানে করি। তারা বলছে আমি মানসিক ভারসাম্যহীন একজন সিজোফ্রেনিক রোগি, আমি কল্পনায় বাস করি, মাঝে মাঝে সত্যি বলি, মাঝে মাঝে বলি মিথ্যা। সত্য-মিথ্যার পার্থক্যও আমি বুঝতে পারি না।"

"ওরা তো তাই বলছে," বললো ককলিন। "ওদের কেউ কেউ হয়তো এটা বিশ্বাসও করে। তাতে কি?"

"আমরা ওদের কথাগুলোই কাজে লাগাচ্ছি না কেন? আমরা বলবো মেরি পালিয়ে গিয়ে আমার সাথে যোগাযোগ করেছে, আমি তার সাথেই দেখা করতে যাচ্ছি।"

অ্যালেক্স অবাক হয়ে শুনলো, তার চোখ বড় বড় হয়ে গেছে, চোখ থেকে ঘুমের রেশ কেটে গেছে এখন।

"অসাধারণ" আস্তে ক'রে বললো সে। "হায় ঈশ্বর, এটা তো আসলেই অসাধারণ। তাদের মধ্যে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে তা ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়বে। যে কোনো অপারেশনে খালি দু'থেকে তিনজন লোক এতো গভীরের খবর জেনে থাকে। বাকিদেরকে অন্ধকারে রাখা হয়। আর এটাতো এক ধরণের অফিসিয়াল কিডন্যাপিং। মূল পরিকল্পনাকারীরা হয়তো ভয় পেয়ে নিজেদেরকে বাঁচানোর সব চেষ্টাই করবে। খুব ভালো, মিঃ বর্ন।"

"শোনো," সে বলতে থাকলো। "আমরা দু'জনেই ক্লান্ত। আর আমরা এও জানি আমরা কোন্ দিকে এগোচ্ছি, এখন কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেয়া যাক, সকাল হলেই আমরা কাজে নেমে পড়বো। তুমি, আমি দু'জনেই বহু বছর আগেই শিখেছি যে একদম না ঘুমানোর চেয়ে হাল্কা ঘুমিয়ে কাজে নামা ভালো।"

"তুমি কি হোটেলে ফেরত যাবে?" জানতে চাইলো ককলিন।

BanglaBook.org

"মাথা খারাপ, এখন গিয়ে কাজ নেই," জবাব দিলো ডেভিড।

"আমাকে শুধু একটা চাদর জোগাড় ক'রে দাও, আমি এই বারের সামনেই থাকছি।"

ককলিন সোফা থেকে উঠে একটা আলমারির দিকে গেলো চাদর নিতে। তাক থেকে একটা বালিশ আর একটা চাদর হাতে নিয়ে ককলিন ঘুরে দাঁড়ালো।

"তুমি ঘুমাও, সোফটা বড় আছে। আমি কিছু খেতে চাচ্ছি। আমাকে আরো কিছুক্ষণ ভাবতে হবে।"

"তোমার ঘুমানো দরকার।"

"আমি পরে পুষিয়ে নেবো। এখন খাওয়াটা সেরে নেই।"

আলেক্সান্ডার ককলিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের চারতলার করিডোর দিয়ে হেটে চলেছে। তার খোড়ানোর সমস্যাকে সে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করছে, তার মনের ভেতর জেগে ওঠা নব্য দৃঢ়তা তার পায়ের পীড়াকে পাত্তাই দিচ্ছে না। সে জানে তার ভেতরে কি হচ্ছে : তার সামনে এমন একটি কাজ আছে যা সে খুব ভালোভাবে করতে চায়, সম্ভব হলে অসাধারণভাবে, যদিও শব্দটা তার ক্ষেত্রে অনেক দিন খাটে নি। হে ইশ্বর, জীবন কি অদ্ভুত! এক বছর আগে সে জেসন বর্নকে ধ্বংস করার জন্যে উদগ্রীব ছিলো, আর আজ হঠাৎ ক'রে সে ডেভিড ওয়েবকে সাহায্য করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে—কারণ জেসন বর্নকে হত্যার উদ্দেশ্যে যে সকল আক্রমণ হয়েছিলো তার সবই গড়ে উঠেছিলো তার ভুল সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি ক'রে। হয়তো এই কাজটা তাকে তার আগের সম্মান ফিরিয়ে দেবে। হয়তো সকল গ্লানি থেকে মুক্তি দেবে তাকে। কিন্তু এর পেছনে যে ঝুঁকি আছে তা তাকে নিতেই হবে।

তার মনে হচ্ছে আজ তাকে ভালো দেখাচ্ছে। ইচ্ছে করেই বসন্তের শীতল হাওয়া গায়ে লাগিয়ে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পথ সে হেটে এসেছে। তার শরীরের রঙ অনেকটা ফিরে এসেছে যা অনেক বছর ধরেই দেখা যায় নি। এরপর ক্লিন শেভ করা মুখ আর পিনস্ট্রাইপ সুট পরার কারণে গতরাতে ওয়েব যে ককলিনকে দেখেছে তার সাথে সামান্যই মিল পাওয়া যাচ্ছে আজ। বাকিটা তার অভিনয়ের উপর নির্ভর করবে, সে নিজেও সেটা জানে। ধীরে ধীরে সে স্টেট ডিপার্টমেন্টের ইন্টারনাল সিকিউরিটি চিফের দরজার দিকে এগোলো।

আরুষ্ঠানিকতা সারতে অল্প কিছু সময় নষ্ট হলো। এরপর মুখোমুখি হলো গম্ভীর আর কড়া মেজাজের আর্মি জি-২'র সাবেক বৃগেডিয়ার, ইন্টারনাল সিকিউরিটি চিফের। অ্যালেক্স তার প্রথম কথাগুলো দিয়েই পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিতে চেষ্টা করলো।

"আমি এখানে কোনো অভ্যন্তরীণ কূটনৈতিক মিশন নিয়ে আসি নি, জেনারেল সাহেব, আপনি তো জেনারেল, তাই না?"

"হ্যা, আমাকে এখনও ওই নামেই ডাকা হয়।"

"আমি কূটনীতির তোয়াক্কা করি না, আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন?"

BanglaBook.org

"আপনাকে আমার ভালো লাগছে না। হ্যা, আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি।"

"তাতে আমার কিছু যায় আসে না," ককলিন বলতে থাকলো। "যে বিষয়টি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো ডেভিড ওয়েব নামের একটি লোক।"

"তার আবার কি হলো?"

"কি হলো? তার নাম আপনি এই প্রথম শুনেই চিনে ফেললেন, আশ্চর্য! ভেতরে ভেতরে কি ঘটছে, বলুন তো জেনারেল?"

"তা জানা আপনার আওতায় পড়ে না।"

"আমি জবাব চাই, করপোরাল। এই অফিসে আপনাকে সেজন্যেই রাখা হয়েছে।"

"নিজের সীমার মধ্যে থাকুন, ককলিন। আপনি যখন আপনার এমারজেন্সি লাইন দিয়ে আমাকে ফোন করেন আমি সেটা তেমনভাবে গায়ে লাগাই নি। কারণ আপনি একজন পাড় মাতাল, উচ্ছন্নে যাওয়া ব্যক্তি, সে বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ নেই। আপনার জগৎ জোড়া খ্যাতিকে আজকাল সামান্য লোকেই পরোয়া করে। আমি একটা ভালো উপদেশ দিচ্ছি, মন দিয়ে শুনুন। আপনার যা বলবার তা এক মিনিটের মধ্যে বলে এখান থেকে ফুটুন। না হলে আপনাকে আমি ছুড়ে ফেলে দেবো, আর জানালা দিয়ে ফেলবো নাকি সিঁড়ি দিয়ে ফেলবো তা আপনিই ঠিক ক'রে নেবেন।"

ককলিন হিসেব করেই রেখেছিলো যে, উত্তেজিত জেনারেল তার মাতলামো নিয়ে মন্তব্য করতে পারে, মনে মনে সেও এরকমটি চাইছিলো। সে জেনারেলের চোখের দিকে তাকালো, শীতল অথচ বিনীতকণ্ঠে বলতে লাগলো। "জেনারেল, আপনি আমার বিরুদ্ধে যে ব্যক্তিগত মন্তব্য করলেন তা আমি এক কথায় জবাব দেবো, তার আগে বলে নেই, আপনি যা বললেন তা অন্যদের কানেও পৌছুতে পারে। আর আমি জানি কথাটা কার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, সময় হলে এজন্সিও তা জানবে।" ককলিন থামলো, তার চোখ পরিস্কার, যেনো জেনারেলের মস্তিষ্ক ভেদ ক'রে ঢুকতে চেষ্টা করছে। "আমরা প্রায় সময়ই কর্তব্যের খাতিরে নিজেদের মেন ভাবমূর্তি তৈরি করি যার ভেতরের কারণ আমরা প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখি না। আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি?"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। হয়তো আমার ওসব মন্তব্য করা ঠিক হয় নি, কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, আপনারই একজন ডেপুটি ডিরেক্টর আমাকে আপনার মাতলামির কথা বলেছিলো।"

"আমি তার নামও জানতে চাই না, জেনারেল, কারণ তাতে সে আমার হাসির পত্রে পরিণত হবে। আপনার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, আমি মদ খাই না। যাকগে, ডেভিড ওয়েবের কথায় ফেরা যাক," তীক্ষ্ম কণ্ঠে ককলিন বললো।

"সমস্যাটা কোথায়?"

"সমস্যাটা আমার জীবর নিয়ে, সোলজার। ভেতরে ভেতরে কিছু একটা ঘটছে,

BanglaBook.org

আমি সেটাই জানতে চাই! ঐ কুত্তার বাচ্চা গতরাতে আমার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে আমাকে হত্যা করার হুমকি দিয়ে গেছে। সে আপনাদের বেশ কয়েকজন লোকের উপর—যেমন হ্যারি বাবকক, স্যামুয়েল টিজডেল, উইলিয়াম ল্যানিয়ার—এদের ওপর অভিযোগ এনেছে। আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি এরা আপনাদের কভার্ট ডিভিশনে আছে, এখনও প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে। এরা আসলে কি করেছে? একজন নাকি তাকে হুমকিও দিয়েছে যে, আপনারা তাকে মারার জন্য একটা ঘাতক দল পাঠাবেন! এসব কি ধরনের কথা? আরেকজন তাকে বলেছে হাসপাতালে ফিরে যেতে, সেটাই তার আসল জায়গা। তার হাতে কিছু গোপন তথ্য আছে যা আমাদের কেউই চায় না ফাঁস হোক। কিন্তু সে এখন সেগুলো ফাঁস করার হুমকি দিচ্ছে, কারণ আপনাদের মতো ইডিয়েটরা কোথাও কোনো গোলমাল পাকিয়েছেন! সে দাবি করছে তার কাছে প্রমাণ আছে, সবকিছুই আপনাদের সাজানো, সবকিছুর জন্যেই আপনারা দায়ি!"

"কি প্রমাণ?" হতভম্ব জেনারেল প্রশ্ন করলো।

"সে তার স্ত্রীর সাথে কথা বলেছে," একঘেয়ে কণ্ঠে বললো ককলিন।

"তো?"

"তার স্ত্রীকে দু'জন লোক অজ্ঞান ক'রে তাদের বাড়ি থেকে একটি প্রাইভেট জেটে করে তুলে নিয়ে গেছে। তাকে পশ্চিম উপকূলের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

"আপনি বলতে চাইছেন তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে?"

"ঠিক তাই। আর যে কথাটা আপনার গিলতে কষ্ট হবে তা হলো তার স্ত্রী ওই লোক দুটোকে পাইলটের সাথে কথা বলতে শুনে ফেলেছে, আর এই পুরো নোংরা বিষয়টা যে, স্টেট ডিপার্টমেন্টের সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত তা বুঝে গেছে। কোনো অজানা কারণে সে 'ম্যাকঅ্যালিস্টার' নামটি উচ্চারণ করেছিলো। আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, ইনি সুদুর প্রাচ্যে দায়িত্ব পালনরত আপনাদের অন্যতম একজন আন্ডার সেক্রেটারি।"

"অসম্ভব।"

"কতোটা অসম্ভব তা আপনি পরে বুঝবেন। আরো ভালো খবর হচ্ছে তার স্ত্রী সানফ্রানসিসকোতে রিফুয়েলিংয়ের সময় পালিয়ে গেছে। ঠিক তারপরই সে ওয়েবের সাথে মেইন-এ যোগাযোগ করেছে। সঙ্গে সঙ্গেই ওয়েব তার সাথে দেখা করার জন্যে রওনা হয়ে গেছে, ঈশ্বরই জানেন সে কোথায় যাচ্ছে! এখন আপনারা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ভালো জবাব তৈরি ক'রে রাখুন, তা না হলে কোনো রকম কিডন্যাপিং হয় নি সেটা বোঝানোর জন্যে তাকে পাগল এবং নিজের স্ত্রীকে হত্যা করেছে এমন অভিযোগে অভিযুক্ত করতে হবে। আমি অবশ্য আশা করি আপনারা সেটা করতে পারবেন।"

"আমি লগের রেকর্ড পড়েছি," চিৎকার করে বললো ইন্টারনাল সিকিউরিটির চিফ। "আমাকে সেটা পড়তে হয়েছে, কারণ গতকাল রাতেও একজন ফোন ক'রে

BanglaBook.org

ওয়েবের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছে। জানতে চাইবেন না তিনি কে, কারণ আমি সেটা বলতে পারবো না।"

"এসব হচ্ছেটা কি?" সামনে ঝুঁকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলো ককলিন।

"সে বদ্ধ পাগল। আর কি বলতে পারি? সে নিজে নিজে গল্প বানায় আর সেসব বিশ্বাস করতে শুরু করে!"

"কিন্তু গভর্নমেন্ট ডাক্তারেরা কখনও তা বলে নি," শীতল কণ্ঠে বললো ককলিন। "আমি এ বিষয়ে কিছু খবর জানি।"

"আমি কিচ্ছু জানি!"

"আপনার জানার কথাও নয়," বললো অ্যালেক্স। "কিন্তু ট্রেডস্টোন অপারেশনের একজন জীবিত সদস্য হওয়ার অধিকারে আমি চাই আপনি তাদের কারো সাথে যোগাযোগ করুন, যে আমাকে সঠিক তথ্য দিয়ে আমার উত্তেজিত মস্তিষ্ককে শান্ত করতে পারবে।"

ককলিন একটা ছোটো নোটবুক আর বলপেন বের ক'রে একটা নাম্বার লিখে কাগজটা ছিড়ে টেবিলের ওপর রাখলো। এটা একটা বিশেষ নাম্বার। এর মাধ্যমে ফোন কল ট্রেস করা যায় না। "আজকে এটা তিনটা থেকে বারোটার মধ্যে ব্যবহার করা হবে, অন্য সময়ে হবে না। এই সময়ের মধ্যে কাউকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে বলবেন। আমি জানতে চাই না লোকটা কে বা কিভাবে আপনি কাজটা করবেন। শুধু মনে রাখবেন, আমার জবাব চাই—আমাদেরকে জবাবটা জানতেই হবে!"

"আপনি কিন্তু ঝামেলায় পড়তে পারেন!"

"বেশ তো, তা পড়লামই। কিন্তু যেমনটা চাচ্ছি তা না হলে আপনাদের ভালো সময়ও বেশিক্ষণ টিকে থাকবে না, কারণ আপনারা আপনাদের সীমা অতিক্রম করে ফেলেছেন।"

ডেভিড কিছুটা নিশ্চিত বোধ করছিলো, যদিও তার অনেক কাজ বাকি আছে। ককলিন ল্যাঙ্গলে'র উদ্দেশ্যে রওনা দিলে সেও হোটেলে ফিরে আসে। সে তার কাজগুলোর একটা তালিকা তৈরি করে ফেললো। প্রথম দিকে গৌণ, আর শেষের দিকে মুখ্য কাজগুলো। কিন্তু সে তাতে মন বসাতে পারলো না, সে অ্যালেক্সর ব্যাপারেও ভাবতে পারছে না। কতো কিছুই না ঘটতে পারে সেদিকে। কিন্তু সে একটা ফোন ক'রে খোঁজও নিতে পারছে না। ককলিন অত্যন্ত ধূর্ত, সবার চেয়ে সেরা। এই প্রাক্তন কৌশলপ্রণয়নকারী প্রতিটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া খুঁটিয়ে দেখেছে। তার প্রথম অনুমান ছিলো, চিফ ইন্টারনাল সিকিউরিটির সাথে তার যোগাযোগের কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিষয়টা অনেকের কানে পৌঁছে যাবে, তারপর দুটো ফোনকে বিশেষ নজরদারিতে রাখা হবে। দুটো ফোনই তার নিজের। একটি তার অ্যাপার্টমেন্টের আর অন্যটি ল্যাঙ্গলে'র অফিসের। এ কারণে সে আর অফিসে গেলো না, সিদ্ধান্ত নিলো হংকংয়ের ফ্লাইটের ৩০ মিনিট আগে ডেভিডের সাথে

BanglaBook.org

এয়ারপোর্টেই দেখা করবে।

"তুমি মনে করছো তোমাকে এ পর্যন্ত কেউ অনুসরণ করে নি?" ওয়েবকে সে বলেছিলো। "আমি কিন্তু এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই। তারা তোমাকে নজরদারী করছে।"

"তুমি কি ইংরেজি অথবা মান্দারিনে কথা বলবে? আমি ওটা সামলাতে পারবো, কিন্তু তোমার এই সব ঘোড়ার বিষ্ঠাকে নয়।"

"তোমার বিছানার নীচে তারা হয়তো কোনো মাইক্রোফোন রেখে দিতে পারে। অবশ্য আমার মনে হচ্ছে না তোমার অজান্তে সেটা তারা করতে পারবে।"

ডালেস এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে দেখা করার আগে তাদের মধ্যে আর কোনো যোগাযোগ হবে না। ওয়েব ওয়ামিঙ্গ এভিনিউর একটি লাগেজ স্টোরের ক্যাশিয়ার কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার সুটকেস বাদ দিয়ে একটা একটা বড়সড় ফ্লাইট ব্যাগ কিনেছে। নিজের পরিচয়কে যতোটা সম্ভব আড়াল করা প্রয়োজন ব'লে ইকোনমি ক্লাসের টিকিট কিনেছে ডেভিড। অপরদিকে সে জানে যেখানেই যাক না কেন তাকে অনেক কিছু কিনতে আর জন্যে দরকার প্রচুর অর্থের। তাই তার পরবর্তী গন্তব্য হলো ফরটিন্থ স্ট্রিটের একটি ব্যাংক।

ডেভিড যখন তার স্মৃতি হারিয়ে ফেলে গভর্নমেন্ট ডাক্তারদের অধীনে চিকিৎসাধীন ছিলো, মেরি তখন সবার অগোচরে দ্রুত জুরিখের গেইমেনশাফ্‌ট ব্যাংক এবং প্যারিসের জেসন বর্নের সব টাকা উঠিয়ে ফেলে, তারপর কেইমান আইল্যান্ডে মেরির পরিচিত এক কানাডিয়ান ব্যাংকারের মাধ্যমে তাদের একটি একটি গোপন অ্যাকাউন্ট তৈরি করে সব টাকা সেখানে জমা করা হয়।

কোথাও ঘুরতে যাওয়া, অথবা গাড়ি কিংবা বাড়ি কেনার জন্যে যখনই বাড়তি টাকার দরকার হতো, ডেভিড আর মেরি তাদের কেইমান আইল্যান্ডের ব্যাংকারকে ফোন করলে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে তাদের টাকা ইউরোপ, আমেরিকা, প্যাসিফিক আইল্যান্ড, অথবা সুদূর প্রাচ্যের পাঁচ ডজন অ্যাকাউন্টের যেখানে দরকার সেখানে টাকাগুলো পাঠিয়ে দিতো।

ওয়ামিঙ্গ এভিনিউর একটি পে-ফোন থেকে সে তার ব্যাংকারকে ফোন করলে তার হঠাৎ এতো বিপুল অঙ্কের টাকার জরুরি প্রয়োজন শুনে বন্ধু ব্যাংকার কিছুটা অবাক হয়ে গেলো। এই বিশাল ফান্ডটি সে হংকংয়ে দ্রুত পাঠানোর ব্যবস্থা করতে বললো। পে-ফোন থেকে কলটি করতে তার খরচ হলো আট ডলার, আর তা দিয়ে সে আধ মিলিয়ন ডলারের ব্যবস্থা ক'রে ফেললো।

ওয়েব ফরটিন্থ স্ট্রিটের কাঁচের দরজাটা দিয়ে ব্যাংকের ভেতরে ঢুকলো। ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্টের সাথে বিরক্তিকর বিশটি মিনিট কাটিয়ে ওয়েব অবশেষে ৫০০০০ ডলার নিয়ে বের হয়ে এলো, যার মধ্যে চল্লিশটি ৫০০ ডলারের নোট আর বাকি টাকা বিভিন্ন নোটে মেশানো।

তারপর একটা ক্যাব ডেকে উত্তর পশ্চিম দিকের ডি.সি অ্যাপার্টমেন্টগুলোর উদ্দেশ্যে রওনা হলো, সেখানে এমন একজন লোক থাকে যাকে সে জেসন বর্ন

BanglaBook.org

হওয়ার সময় থেকে চেনে, এমন একজন, যে কিনা ট্রেডস্টোন সেভেনি-ওয়ান'র জন্যে অসাধারণ সব কাজ করেছিলো। লোকটি রূপালি চুলের একজন কৃষ্ণাঙ্গ, যে আসলে একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার ছিলো। সেটা অবশ্য অনেক বছর আগের কথা, আর তারপর এই ড্রাইভার হঠাৎ করেই তার সুপ্ত প্রতিভার পরিচয় পেয়ে যায়। সহজ কথায় সে পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স আর ফটোযুক্ত আইডি কার্ড পরিবর্তন বা জাল করার ক্ষেত্রে একজন জিনিয়াস। ডেভিড তাকে ভুলেই গিয়েছিলো কিন্তু মো'র সম্মোহন চিকিৎসার মাধ্যমে 'ক্যাকটাস' নামটা তার মাথায় আসে। পরে মো'ই তাকে ভার্জিনিয়াতে নিয়ে আসে ডেভিডের স্মৃতিকে একটু চাঙ্গা করতে। অস্বাভাবিক শোনালেও সে পানোভের কাছে প্রতি সপ্তাহে ডেভিডের সাথে দেখা করার অনুমতি চেয়েছিলো।

"কেন, ক্যাটটাস?" জানতে চেয়ে ছিলো মো পানোভ।

"সে খুব কঠিন সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, স্যার। আমি তার চোখ দেখেই তা বুঝেছি। তার কিছু একটা হারিয়ে গেছে, কিছু একটা তার জীবনকে অসম্পূর্ণ ক'রে রেখেছে। কিন্তু তাসত্ত্বেও সে একজন ভালো মানুষ। আমি তার সাথে কথা বলতে চাই। আমি তাকে পছন্দ করি, স্যার," সে বলেছিলো।

ওয়েব ট্যাক্সি থেকে নেমে ড্রাইভারকে অনুরোধ করলো তার জন্য অপেক্ষা করতে, কিন্তু ড্রাইভার রাজি হলো না। ডেভিড খুচরো টাকাগুলো টিপ্‌স হিসেবে দিয়ে পুরনো বাড়িটার পাথর বিছানো পথ ধরে এগিয়ে গেলো। বাড়িটা দেখে মেইনে তাদের নিজেদের বাড়িটার কথা মনে পড়ে গেলো তার। দরজার পাশে রাখা বেল চাপলো ডেভিড।

দরজা খুলে ক্যাকটাস চোখ কুঁচকে তাকে দেখে ঠিক সেভাবেই স্বাগত জানালো যেভাবে বহু বছর আগে সে জানাতো। "তোমার কথা আমার খুব মনে পড়ে। আমাকে ফোন করো নি কেন?"

"তোমার নাম্বার লিস্টে নেই, ক্যাকটাস।"

"রাখা উচিত ছিলো।"

তারা বেশ কিছুক্ষণ ক্যাকটাসের রান্নাঘরে গল্প করলো, আর তার মধ্যেই এই ফটোগ্রাফার উপলব্ধি করতে পারলো ডেভিডের খুব তাড়া আছে। লোকটা ডেভিডকে তার স্টুডিও'র ভেতর নিয়ে গিয়ে ওয়েবের তিনটি পাসপোর্ট একটি ল্যাম্পের নীচে রেখে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে ডেভিডকে তার ক্যামেরার সামনে বসতে বললো।

"বেশ, আমরা চুলগুলোকে হালকা ধূসর করতে পারি, কিন্তু সোনালী ধাঁচের হবে না, যেমনটা তোমার প্যারিসে ছিলো। ধূসর রঙটি লাইটিং বদলিয়ে কিছুটা হেরফের করা যাবে, একই ছবি কিছুটা পরিবর্তন ক'রে ব্যবহারও করা যাবে। চেহারাটা যেমন আছে তেমনই রাখতে চাচ্ছি, ভুরু জোড়া আমি দেখছি।"

"আর চোখ?" জানতে চাইলো ডেভিড।

"ওসব রঙ বেরঙের কনট্যাক্ট লেন্সের সময় এখন নেই। এখন সাধারণ গ্লাসেরই

BanglaBook.org

জায়গা মতো প্রিজম করা থাকে :-নীল চোখ, বাদামী চোখ, স্প্যানিশ আরামাদার মতো কালো চোখ, যেমনটা চাও তেমনটাই দেওয়া যাবে।"

"তিনটাই চাই," বললো ওয়েব।

"ওগুলো খুবই দামি, ডেভিড, আর তোমাকে নগদে সেটা কিনতে হবে।"

"আমার সাথে নগদ টাকা আছে।"

"তাহলে তো সমস্যা নেই।"

"আচ্ছা, তাহলে বাকি থাকছে চুল। এটার কি হবে?"

"রাস্তার ওপাশে। আমারই এক সহকারী, সে একটা বিউটি শপ চালায়। খুব ভালো কাজ করে। চলো, তোমাকে নিয়ে যাই।"

প্রায় এক ঘণ্টা পরে হেয়ার ড্রায়ারের নীচ থেকে ডেভিড মাথা তুলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে লাগলো। বিউটি শপটির মালিক ধূসর চুলের কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাও তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

"এটা যেনো আপনিই, কিন্তু আগের আপনি নন," বললো সে। "সত্যিই বেশ ভালো কাজ করেছি, আমাকে বলতেই হচ্ছে সেটা।"

কাজটা আসলেই ভালো হয়েছে, নিজের দিকে তাকিয়ে ভাবলো ডেভিড। চুলগুলো অনেক হালকা রঙের হয়ে গেছে কিন্তু গায়ের রঙের সাথে বেশ মানিয়ে নিয়েছে। হালকা রঙের পাশাপাশি তার মধ্যে একটা ক্যাজুয়াল ভাব ফুটে উঠেছে। সবমিলিয়ে ওয়েব এমন একজনের দিকে তাকিয়ে আছে যার সাথে আগের ওয়েবের মিল আছে ঠিকই কিন্তু সেআর এখন ঠিক আগের ওয়েব নেই।

"মানলাম," বললো, ডেভিড। "ভালো কাজ করেছেন। কতো দিতে হবে?"

"তিনশো ডলার," জবাব দিলো মহিলা। "অবশ্যই, তার মধ্যে আপনার পাঁচ প্যাকেট ঘরে বানানো মুখ ধোয়ার পাউডার আর এ ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখার দামটাও ধরা হয়েছে। প্রথমটি কয়েক মাস টিকে থাকবে, কিন্তু পরেরটি আজীবন।"

"ধন্যবাদ," ডেভিড তার পকেট থেকে চামড়ার মানি ব্যাগটা বের করে নোটগুলো গুণে তার হাতে দিলো। "ক্যাকটাস বলেছিলো কাজ শেষ হলে আপনি তাকে ফোন করবেন।"

"তার আর দরকার হবে না, সে সময় মেনে চলে। সে পার্লারেই আছে।"

"পার্লার?"

"ওহ্, ঐযে হলওয়ে'তে ফ্লোর ল্যাম্প আর সোফা বসিয়ে বানানো হলো। আমার সেটা এতো ভালো লাগে যে, ওটাকে পার্লার বলি। শুনতে ভালো শোনায়, তাই না?"

ফটোসেশন খুব দ্রুত এগোতে থাকলো, মাঝে শুধু ক্যাকটাস তার ভ্রু জোড়া ব্রাশ চালিয়ে বদলে দিলো একটু, আর কয়েকবার তাকে পরিবর্তন করতে হলো শার্ট এবং জ্যাকেট। এরপর একবার টরটয়েজশেল এবং আরেকবার স্টিল রিমের চোখগুলোকে পালাক্রমে নীল আর বাদামী ক'রে তুললো। তারপর এই স্পেশালিস্ট ছবিগুলোকে জায়গা মতো বসিয়ে বড় একটি ম্যাগানিফাইং গ্লাসের নীচে রেখে

BanglaBook.org

অত্যন্ত দক্ষতার সাথে স্টেট ডিপার্টমেন্টের পাঞ্চারগুলো তুলে ফেললো। কাজ শেষে পাসপোর্ট তিনটি দেখানো হলো ডেভিডের সন্তুষ্টির জন্যে।

"কোনো কাস্টম্‌সের বাপের সাধ্য নেই যে, এটা ধরতে পারে," বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো ক্যাকটাস। "এগুলো আগের চেয়েও বেশি আসল দেখাচ্ছে। আমি এর মধ্যে একটু পুরনো ভাবও এনে দিয়েছি।"

"অসাধারণ কাজ, বন্ধু। এটা আগের চেয়েও পুরনো দেখাচ্ছে। তোমাকে আমি কি দিতে পারি?"

"ওহ্, কি বলবো তোমাকে। কাজটা এতো ছোটো ছিলো..."

"বলো কতো দেবো, ক্যাকটাস?"

"খুশি হয়ে যা দাও। আমি তো জানি না তোমার আয়রোজগার কেমন যাচ্ছে, তাই..."

"আমার ভালোই যাচ্ছে, ধন্যবাদ তোমাকে। আমাকে একটা ক্যাব ডেকে দিতে পারবে?"

"তাতে অনেক সময় লাগবে, আর বেশিরভাগ সময় পাওয়াও যায় না। আমার নাতি তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, তুমি যেখানে যেতে চাও সে ড্রাইভ ক'রে তোমাকে সেখানেই নামিয়ে দেবে। আর আমার নাতিটাও হয়েছে ঠিক আমার মতো, কোনো প্রশ্ন করে না। আমি জানি তোমার তাড়া আছে, আমি বুঝতে পারছি। চলো, তোমাকে রদজা পর্যন্ত পৌছ দেই।"

"ধন্যবাদ। আমি কাউন্টারে টাকাগুলো রেখে যাচ্ছি।"

"ঠিক আছে।"

ওয়েব পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে ৫০০ ডলার গুণে স্টুডিও'র কাউন্টারে রেখে দিলো। প্রতিটি পাসপোর্টের জন্য যদি হাজার ডলার চার্জ করা হতো তাহলেও খুব বেশি হতো না, কিন্তু এর চেয়ে বেশি দিতে গেলে তার পুরনো বন্ধুর আত্মসম্মানে লাগতে পারে।

হোটেল থেকে বেশ কিছুটা পথ দূরে থাকতেই সে গাড়ি থেকে ব্যস্ত রাস্তায় নেমে পড়লো, যাতে ক্যাকটাসের নাতি তার আসল ঠিকানাটা জানতে না পারে। হোটেলের রুমে ফিরে ডেভিড তার ফাইনাল লিস্ট করতে বসে গেলো, এতে অবশ্য নতুন ক'রে কিছুই লেখার নেই, সবই তার মনে আছে। তাকে কিছু কাপড় বেছে ফ্লাইট ব্যাগে ভরতে হবে, বাকিগুলো সে রেখে যাবে। মেইন থেকে রাগের মাথায় আনা অস্ত্র দুটো বিভিন্ন অঙশে খুলে কয়েল দিয়ে প্যাক করতে হবে, তারপর সেগুলো সুটকেসে তুলে রাখবে। অস্ত্র নিয়ে সিকিউরিটি গেট পার করা যা-তা ব্যাপার নয়। তারা টের পেয়ে যাবে, ধরে ফেলবে তাকে। ঘরটা পরিস্কার করে সব কিছু ড্রেনে ফেলে দিতে হবে। হংকং থেকেই প্রয়োজন মতো অস্ত্র কিনে নেবে সে, ওখান থেকে অস্ত্র কেনাটা খুব একটা কঠিন কাজ হবে না। তাকে সবশেষে আরো একটি কাজ করতে হবে, আর কাজটা তার জন্য কঠিন, কষ্টদায়কও বটে। সুস্থির হয়ে ব'সে আবার প্রথম থেকে ঘটনাটা মনে করতে হবে, ভাবতে হবে তাকে।

BanglaBook.org

ম্যাকঅ্যালিস্টার মেইনে আসার পর থেকে যা যা কথা হয়েছিলো, সবকিছু। বিশেষ ক'রে মেরির কথাগুলো। কথাগুলোর ভেতর কোনো অন্তর্নিহিত অর্থ আছে, যা সে বুঝতে পারে নি। ঘড়ির দিকে তাকালো। ৩টা ৩৭ বাজে, সময় খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে। তাকে সময় আটকে রাখতে হবে। ওহ্ ঈশ্বর। মেরি, কোথায় তুমি?

ককলিন ৯নং স্ট্রটের পুরনো বারের ভেতরে বসে আছে। সে এই বারের একজন নিয়মিত খদ্দের, কারণ সে জানে তার প্রফেশনাল জগতের কেউ এদিকে পা বাড়াবে না। তাছাড়া বারটিও মালিকও তাকে সহজভাবে গ্রহণ করে। বারটির দেয়ালের পাশের পুরনো ফোন বুথে অ্যালেক্স কল রিসিভ করলেও তার কিছু যায় আসে না। এই বুথটিই অ্যালেক্সের বিশেষ ফোন, যেখান থেকে কল ট্রেস করা সম্ভব হয় না। ফোনটি বেজে উঠলো।

ককল্লিন হেটে পুরনো বুথটির ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে রিসিভারটি তুললো। "হ্যা?" সে বললো।

"এটা কি ট্রেডস্টোন?" অদ্ভুতস্বরে একটি পুরুষ কণ্ঠ প্রশ্ন করলো।

"আমি ওটাতে কাজ করেছি। আপনিও ছিলেন নাকি?"

"না, আমি ছিলাম না। কিন্তু ফাইলটা দেখার অনুমতি আমাকে দেয়া হয়েছে, পুরো ঝামেলাটা দেখার অনুমতিও আমার আছে।"

সেই কণ্ঠস্বর! ভাবলো অ্যালেক্স। যেমনটি ওয়েব বর্ণনা করেছিলো? মধ্য আটলান্টিক ধাঁচের, বৃটিশ উচ্চারণ ভঙ্গি। এটা সেই একই লোক। তাদের ফাঁদটা কাজ করতে শুরু করেছে। কিছু দূর অগ্রসরও হতে পেরেছে। ওদের কেউ ভয় পেয়েছে নিশ্চয়।

"তাহলে আমি নিশ্চিত আপনি জানেন যে, আমি এ বিষয়ে সব খবরই জানি। ব্যক্তি, নাম, তারিখ, ঘটনা, ব্যাক-আপ, এমনকি গতরাতে ওয়েব যে গল্প শুনিয়েছে তাও জানি।"

"আমি ধারণা করছি যদি খুব খারাপ কিছু ঘটে তাহলে আপনার দিক থেকে এ ব্যাপারে সিনেটের সাবকমিটি কিংবা কংগ্রেসের কাছে রিপোর্ট যাবে, ঠিক তো?"

"আমরা একে অপরের সমস্যা ভালো বুঝতে পারছি।"

"আপনার অবসর নেয়ার সময় হয়েছে। আপনি প্রচুর মদ পান করেন।"

"সব সময় না। তাছাড়া আমার বয়স এবং যোগ্যতার একজন লোকের মদ পান করার পেছনে অনেক কারণই থাকতে পারে।"

"এগুলো বাদ দিন। কাজের কথায় আসা যাক।"

"তার আগে আপনি আসলেই ব্যাপারটার সাথে জড়িত কিনা তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আপনি এ বিষয়ে কতোটা জানেন তা দেখতে হবে, শুধু ট্রেডস্টোন নাম বললে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না।"

"ঠিক আছে। ব্যাপারটা মেডুসা সংক্রান্ত।"

"কাছাকাছি। কিন্তু তরপরেও যথেষ্ট হলো না।"

BanglaBook.org

"বেশ। জেসন বর্নের সৃষ্টি। সন্ন্যাসি।"

"আরেকটু এগোতে হবে।"

"ফান্ডের টাকা লোপাট হয়ে যাওয়া, যা আর কখনও পুণরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। প্রায় পাঁচ মিলিয়নের কাছাকাছি ছিলো। জুরিখ, প্যারিস এবং পশ্চিমের কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে এটা ঘটেছে।"

"এ ধরণের গুজব ছড়িয়ে ছিলো, অনেকেই তা শুনেছে। আমার আরো সুনির্দিষ্ট তথ্যের প্রয়োজন।"

"দিচ্ছি, দিচ্ছি। জেসন বর্নকে হত্যার পরিকল্পনা। তারিখটা ছিলো মে মাসের তেইশ তারিখ, স্থান তাম কুয়ান...আবার ওই একই তারিখে, চার বছর পর নিউইয়র্কে আরেকবার চেষ্টা করা হয়। একাত্তরতম স্ট্রিটে।"

ককলিন তার চোখ বন্ধ করে গভীর একটা নিঃশ্বাস নিলো। "ঠিক আছে," সে আস্তে ক'রে বললো। "এতেই চলবে।"

"আমি আমার নাম বলতে পারবো না।"

"তাহলে আপনি ঠিক কি বলতে পারবেন?"

"শুধু দুটো শব্দ : পিছু হটেন।"

"আপনি ভাবছেন আমি তা মেনে নেবো?"

"মানতেই হবে," স্পষ্ট ভাষায় বললো লোকটি। "বর্ন যেখানে যাচ্ছে সেখানে তার প্রয়োজন আছে।"

"বর্ন?" প্রশ্ন করলো অ্যালেক্স।"

"হ্যা, জেসন বর্ন। তাকে সাধারণ পদ্ধতিতে রিক্রুট করা সম্ভব নয়। আমরা দু'জনেই সেটা জানি।"

"আর তাই তার স্ত্রীকে অপহরণ করা হয়েছে। আপনারা পশুরও অধম!"

"তার স্ত্রীর কোনো ক্ষতি হবে না।"

"আপনি সেটার নিশ্চয়তা দিতে পারেন না! আপনার তো কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তারা আপনাকে থার্ড পার্টি হিসেবে ব্যবহার করছে। আমি এসব কাজ বেশ ভালোভাবেই বুঝি। আর যতোটা বুঝতে পারছি আপনি আসল লোকগুলোকে চেনেনও না, তাদের সাথে কোনোভাবে যোগাযোগও করতে পারেন না। কারণ যদি তাই পারতেন, তাহলে তাদেরকে ফোন ক'রে বিষয়টা নিশ্চিত করতেন, আমাকে আর ফোন করতেন না।"

সম্ভ্রান্ত কণ্ঠস্বরটি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকলো। "তার মানে আমরা দু'জনেই মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি, তাই না মিঃ ককলিন? মহিলাটি পালাতে পারে নি, আর ওয়েবকেও সে ফোন করে নি। আপনি ভালোই চাল চেলেছেন, আমিও ভালো জবাব দিয়েছি। কিন্তু এতে কারো কোনো লাভ হলো না।"

"আপনি গভীর জলের মাছ।"

"আপনি আমার জায়গায় আগে কাজে করেছেন, মিঃ ককলিন, আপনার তো এসব ভালোই জানা উচিত। ডেভিড ওয়েবের কথায় ফেরা যাক...তার ব্যাপারে কি

BanglaBook.org

বলতে চান?"

"আপনি তাদেরকে হারিয়ে ফেলেছেন, তাই না?" আস্তে ক'রে বললো সে। "আপনারা তার স্ত্রীকেও হারিয়ে ফেলেছেন?"

"আট চল্লিশ ঘণ্টা পার না হওয়া পর্যন্ত কিছুই নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না," বললো কণ্ঠস্বরটি।

"কিন্তু আপনি আপনার ওপরওয়ালদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা চালাচ্ছেন। আপনি আপনার আশেপাশের সহযোগীদের মাধ্যমে তাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাদের কাউকেই খুঁজে পাচ্ছেন না। ওহ্, ঈশ্বর, আপনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন! তার মানে, সত্যিই এটা লাগামের বাইরে চলে গেছে! কেউ আপনাদের পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করেছে, আর আপনাদের কোনো ধারণাই নেই সেই লোকটা কে। সে আপনাদের বেকুব বানিয়ে আপনাদের পুরো খেলাটাই কব্জা ক'রে ফেলেছে!"

"আমাদের সিকিউরিটি সব দিকে ছড়ানো আছে," তার ওপর আনা অভিযোগকে অগ্রাহ্য ক'রে বললো লোকটি, "সবচেয়ে সেরা লোকগুলো এ কাজটি সামলাচ্ছে।"

"তার মধ্যে কি ম্যাকঅ্যালিস্টারও পড়ে? হংকংয়ের লোকটি?"

"আপনি তা জানেন?"

"জানি।"

"ম্যাকঅ্যালিস্টার বোকার হদ্দ, কিন্তু তার কাজে সে পারদর্শী। হ্যা, সেও আছে এর মধ্যে। আমরা কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত নই। পরিস্থিতি খুব শিগগিরই আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।"

"কি নিয়ন্ত্রণে আসবে?" রেগেমেগে অ্যালেক্স জানতে চাইলো। "আপনাদের বেহাত হয়ে যাওয়া মাল? আপনাদের কৌশল বাতিল হয়ে গেছে! অন্য কেউ এটার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। সে কেন আপনাদেরকে সেই মালটা ফেরত দিতে যাবে? আপনারা তো ওয়েবের বউকে খুন করেছেন, মিঃ নাম না জানা ভদ্রলোক! আপনারা কি করছেন, অ্যা?"

"আমরা শুধু বর্নকে ওই জায়গায় চাই," নম্রকণ্ঠে জবব দিলো লোকটি। "আর যতোদূর আমরা জানি, পরিস্থিতি এখনও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় নি। পৃথিবীর ওদিকটার সাথে ঘন ঘন যোগাযোগ বজায় রাখটা একটু ঝামেলার, এই আর কি।"

"শান্ত্বনার বাণী! আর সবাই যেমনটা দিয়ে থাকে।"

"যাই হোক, মিঃ ককলিন...আপনি ব্যাপারটাকে কিভাবে দেখছেন? এবার আমিই প্রশ্নটা করছি যথেষ্ট আগ্রহের সাথে। এ বিষয়ে তো আপনার যথেষ্ট সুখ্যাতি রয়েছে।"

"ছিলো, এখন আর নেই।"

"খ্যাতি এতো সহজে কেড়ে নেয়া যায় না, হয়তো আগে-পিছে কথা লাগিয়ে

BanglaBook.org

কিছুটা বিতর্কিত করা যায় মাত্র।"

"আপনি অপ্রয়োজনীয় মতামতের জন্য সময় নষ্ট করছেন।"

"না, বরং আমি ঠিক কাজটিই করছি। তারা বলে আপনি সবার সেরা ছিলেন। বলুন, ঘটনাটা আপনি কেমন বুঝছেন?"

অ্যালেক্স তার মাথা দোলালো, তারপর বলতে শুরু করলো। "যেমনটা আমি আগেই বলেছি, কেউ আপনাদের পরিকল্পনার কথা জেনে ফেলে মাঝখান দিয়ে এসে সব নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে।"

"ঈশ্বরের দোহাই, এমনটা কেউ করতে যাবে কেন?"

"কারণ সে যেই হোক না কেন, আপনাদের থেকে তারই বেশি প্রয়োজন জেসন বর্নকে।" কথাটা বলেই অ্যালেক্স ফোনটি রেখে দিলো।

ঠিক ৬টা ২৮মিনিটে ককলিন ডালেস এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে পা রাখলো। সে ওয়েবের হোটেলের বাইরে একটা ট্যাক্সিতে অপেক্ষা ক'রে তাকে আনুসরণ ক'রে এখানে এসেছে। ওয়েবকে একটা অন্ধকার বুথের দিকে দেখতে পেলো সে।

"তুমিই তো, তাই না?" বললো অ্যালেক্স। "তোমার সোনালী চুলের স্টাইলটাই ভালো ছিলো।"

"ওটা প্যারিসে কাজে দিয়েছিলো। তুমি কি জানতে পেরেছো, অ্যালেক্স?"

"আমি অন্ধকার গর্তে কিছু ইঁদুরের বাচ্চা খুঁজে পেয়েছি যারা সেই গর্ত থেকে বেরোনোর চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। কারণ তারা জানে না সূর্যের আলো অনুসরণ করলে হয়তো তারা পথ খুঁজে পেতে পারে!"

"সূর্যের আলো অনেক সময় চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। হেয়ালি রাখো, ককলিন। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার ফ্লাইট।"

"সংক্ষেপে, তারা তোমাকে কাউলুনে একটা কাজে লাগানোর জন্যে পরিকল্পনা করেছে। অতীত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই—"

"ওগুলো বাদ দিয়ে বলো," বললো ডেভিড। "কিন্তু তারা কেন এরকম পরিকল্পনা করছে?"

"লোকটা বলেছে তোমাকে নাকি তাদের খুব প্রয়োজন। ঠিক তোমাকে না ওয়েব, তাদের দরকার বর্নকে।"

"কিন্তু তারা তো বলেছিলো বর্ন ইতিমধ্যেই সেখানে চলে গেছে। তোমাকে তো ম্যাকঅ্যালিস্টারের কথা বলেছি। লোকটা কি সে বিষয়টা পরিস্কার করেছে?"

"না, সে এতো কিছু বলতে রাজি হয় নি। কিন্তু সে আমাকে অন্য কিছু কথা বলেছে, ডেভিড। আর তোমারও সেটা জানা দরকার। সে এই ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারীদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না, কারণ সে জানে না তারা কারা। তারা মেরিকে হারিয়ে ফেলেছে, যদিও ভাবছে সমস্যাটা স্বল্পমেয়াদী। অন্য একজন তোমাকে ওখানে চাচ্ছে, সে-ই মেরিকে ধরে নিয়ে গেছে।"

ওয়েব দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললে কিছুক্ষণ পরেই তার বন্ধ চোখ দিয়ে পানি

BanglaBook.org

গড়িয়ে পড়লো। "আমি ওকে খুব ভালোবাসি, অ্যালেক্স। খুব বেশি ভালোবাসি!"

"চুপ করো," নির্দেশের স্বরে বললো ককলিন। "তুমি গতরাতেই আমাকে শিখিয়েছো যে, আমারো একটা মন আছে। যদি তাও না থাকে, তো একটা দেহ তো আছেই। তোমার তো দুটোই আছে। সেগুলো কাজে লাগাও।"

"কিভাবে?"

"ওরা তোমাকে যেমনটা চাচ্ছে তেমনটা হও! জেসন বর্ন হয়ে ওঠো।"

"ওটা অনেক দিন আগের কথা..."

"তুমি এখনও পারবে। যেমনটা ওরা চাইছে তোমাকে সেভাবেই খেলতে হবে এখন।"

"তাছাড়া আর উপায় কি।"

লাউডস্পিকারে হংকংয়ের ফ্লাইট ২৬-এর যাত্রিদের প্রতি আহ্বান ভেসে এলো।

ধূসর চুলের হাভিল্যান্ড ফোনটা রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে তাকালো। স্টেটের আন্ডারসেক্রেটারি বুক কেসের সামনে রাখা একটা গ্লোবের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার আঙুল গ্লোবে চীনের দক্ষিণ অংশের ওপর রাখা, কিন্তু তার চোখ অ্যাম্বাসেডরের ওপর আঁটকে আছে।

"কাজ হয়েছে," বললো কূটনৈতিক ভদ্রলোক। "সে প্লেনে চড়ে কাউলুনের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে।"

"জঘন্য," জবাব দিলো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"আমি জানি আপনি কাজটাকে ঘৃণার চোখে দেখছেন। কিন্তু এর ভালো দিকগুলো ভেবে দেখুন। আমাদের কাজ শেষ, আমরা এখন স্বাধীন। পরে যা ঘটবে তার জন্য আমরা আর দায়ি থাকবো না।"

"তারা একদল অজ্ঞাত লোকের দ্বারা চালিত হয়েছে, আর সেই অজ্ঞাত লোকগুলো হচ্ছি আমরা।"

"ঈশ্বরের দোহাই, আমি এখনও বলবো, কাজটা জঘন্য হয়েছে।"

"যদি আমরা ব্যর্থ হই তাহলে তার দায়টা কি আপনার ঈশ্বর নেবে? আমরা নিজেদের ইচ্ছা দ্বারাই চালিত হই, মিঃ আন্ডারসেক্রেটারি! কেউ কাউকে চালিত করতে পারে না। তাছাড়া বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে কিছু ত্যাগ তো করতেই হয়।"

"আমরা বৃহত্তর স্বার্থের নামে একজন সাধারণ মানুষকে দুঃস্বপ্নের ভিড়ে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছি। তিলে তিলে তাকে শেষ করে ফেলছি। তা করার অধিকার কি আমাদের আছে?"

"আমাদের আর কোনো উপায় ছিলো না। সে যা করতে পারে তা আর কেউ করতে পারে না—যদি তাকে যথাযথ কোনো কারণ দেয়া হয়।"

ম্যাকঅ্যালিস্টার গ্লোবটি ঘুরিয়ে দিয়ে হেটে ডেস্কের কাছে চলে এলো। "হয়তো কথাটা আমার বলা উচিত হবে না, কিন্তু আমাকে বলতেই হচ্ছে," রেমন্ড

BanglaBook.org

হাভিলান্ডের সামনে দাঁড়িয়ে বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "আপনার মতো বিবেকহীন লোক আমি আর দেখি নি।"

"মি: আন্ডারসেক্রেটারি, আমি যে কোনো সীমা লঙ্ঘন করেই হোক আর যে কোনো পন্থা অনুসরণ করেই হোক, এ পৃথিবীটাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবোই। তার জন্যে যদি একজন ডেভিড ওয়েবের জীবনের ঝুঁকিও নিতে হয়, আমি তাতে রাজি আছি।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

জেট বিমানটি ভিক্টোরিয়া হার্বারের ওপর দিয়ে এর গন্তব্যস্থল কাই টাক এয়ারপোর্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভোরের ঘন কুয়াশা আভাস দিচ্ছে একটি হিমশীতল দিনের। বিমানটি কাউলুন এয়ারপোর্টের কাছাকাছি আসতেই হংকংয়ের সারি সারি সুউচ্চ ভবনগুলোর দেখা পাওয়া গেলো, যেনো পাথরে তৈরি কতোগুলো দৈত্য কুয়াশা ভেদ ক'রে উপরে উঠে এসেছে, আর তাদের গায়ে প্রতিফলিত হচ্ছে দিনের প্রথম আলো।

ওয়েব জানালা দিয়ে নীচের দৃশ্য দেখছে। তার এক অংশ এখনও প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছে, আরেক অংশ কৌতুহলী দর্শকের মতো কাউলুনের দৃশ্য অবলোকন করছে। তার কষ্ট লাগলো এই ভেবে যে, এ শহরের বিশাল জনগোষ্ঠীর মাঝে কোথাও মেরি বন্দী অবস্থায় আছে। ভার্জিনিয়াতে থাকার সময় পানোভ তাকে বার বার বিভিন্ন রকম ট্রাভেল গাইড পড়তে বাধ্য করেছে, যাতে বর্ন কোথায় কোথায় গিয়ে থাকতে পারে তা তার মনে থাকে। কখনও হয়তো কোনো স্মৃতির ভগ্নাংশ মনে পড়ে, কখনও কিছুই মাথায় আসে না, কখনও যা মনে পড়ে তা অস্পষ্ট এবং বিভ্রান্তিকর, আবার কখনও সে জায়গাগুলোর একদম নির্ভুল বর্ণনা দিয়ে দিতে পারবে যা কিনা ট্রাভেল গাইডেও নেই। এখন সে নীচে তাকিয়ে দেখলেও নির্দিষ্টভাবে কোনো কিছুই তার মনে পড়ছে না। তাই সে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে তার সামনে যে কাজগুলো করতে হবে তা নিয়ে ভাবতে লাগলো।

ডালেস এয়ারপোর্ট থেকেই কাউলুনের রিজেন্ট হোটেলে ফোন করেছিলো সে। ক্যাকটাস তার নীল চোখের পাসপোর্টে যে নাম ব্যবহার করেছে, সেই জেমস হাওয়ার্ড ক্রুয়েট নামেই সে হোটেলে একটি রুম বুক করলো এক সপ্তাহের জন্যে।

সে আরো বললো, "আশা করি আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সুট নাম্বার ছয়-নয়-শূন্য অ্যারেঞ্জই করা হয়েছে। আমার আসার দিনক্ষণ ঠিক করা ছিলো।"

সুটটা ঠিকই পাওয়া যাবে। তবে আগে এটা দেখতে হবে সুটটি কে তার জন্য বুক করেছে। মেরির কাছে যাওয়ার এটাই হবে তার প্রথম পদক্ষেপ।

ডেভিড হাত তুলে একটা ট্যাক্সি ডাকলো, সে জানে আগেও সে এমনটা করেছে, এর আগেও সে এই কাস্টম্‌সের এক্সিট ডোর দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, এই রাস্তাতেই তাকে কোনো ড্রাইভার আগেও উঠিয়ে নিয়েছিলো যদিও তার কিছুই স্পষ্টভাবে মনে পড়ছে না, কিন্তু কোনো না কোনোভাবে সে জানে, এগুলো সে আগেও করেছে।

"একটু ভুল হয়েছে," রিজেন্ট হোটেলের লবিতে মার্বেলের তৈরি কাউন্টারটির পেছনে দাঁড়ানো ক্লার্ককে বললো ডেভিড। "আমি সুট চাচ্ছি না। আমি আরো ছোটো কিছু চাই, একটা সিঙ্গেল বা ডাবল রুম হলেই হবে।"

"কিন্তু অ্যারেঞ্জমেন্ট তো করা হয়ে গেছে, মিঃ ক্রুয়েট," জবাব দিলো ক্লার্কটি।

"কে অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে?"

BanglaBook.org

স্বল্পবয়সী এশিয়ান লোকটি কম্পিউটারে প্রিন্ট নেওয়া রিজারভেশনের সিগনেচার দেখলো। "অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার মিঃ লিয়াঙ্গ এই অ্যারেঞ্জমেন্টটার ব্যবস্থা করেছেন।"

"তাহলে ভদ্রতার খাতিরে, আমার তার সাথেই কথা বলা উচিত, তাই নয় কি?"

"দুঃখিত, আমার মনে হয় না, তার কোনো দরকার পড়বে। কারণ যতোদূর জানি আর কোনো রুমই খালি নেই।"

"বুঝতে পারছি। তাহলে আমি অন্য একটি হোটেল খুঁজে নেবো।"

"আপনি আমাদের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অতিথি, স্যার। আমি এখনই মিঃ লিয়াঙ্গের সাথে কথা বলে আসছি।"

ওয়েব মাথা নেড়ে সায় দিলে ক্লার্কটি রিজারভেশন পেপারটা নিয়ে কাউন্টারের বামদিক থেকে বেরিয়ে দ্রুত লোকজনের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে চলে গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লার্ক আবার দৌড়ে তার নিজের জায়গায় ফিয়ে আসলে লবি থেকে কয়েক পা দূরে একজন মধ্যবয়সী প্রাচ্যদেশীয় লোকের আবির্ভাব হলো। লোকটি কাছাকাছি আসতেই সামান্য ঝুঁকে অভিবাদন জানালো।

"ইনিই রিজেন্টের অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার, মিঃ লিয়াঙ্গ, স্যার," বললো ক্লার্কটি।

"বলুন আমি কি সেবা করতে পারি?" বললো অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার। "আর অবশ্যই আপনার মতো অতিথিকে পেয়ে আমরা আনন্দিত।"

ওয়েব মৃদু হেসে মাথা দোলালো।

"দুঃখিত, কিন্তু এবার হয়তো আর অতিথি হওয়া গেলো না, অন্য কোনো সময়ে হবে।"

"আপনি কি বর্তমান ব্যবস্থাপনায় অসন্তুষ্ট, মিঃ ক্রুয়েট?"

"একদমই না। সবকিছুই আমার খুবই ভালো লেগেছে। কিন্তু আমি শুধু ছোটো রুম পছন্দ করি, সিঙ্গেল বা ডাবল রুম হলে চলবে, তবে সুট নয়। কিন্তু আমি আপনাদের অবস্থাও বুঝতে পারছি, হয়তো আর কিছু করার নেই।"

"আপনার মেসেজে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ছিলো সুট নাম্বার ছয়শো নব্বই, স্যার।"

"আমি বুঝতে পারছি এবং তার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত," ওয়েব বন্ধুসুলভ ভঙ্গীতে জবাব দিলো।

"যাই হোক, কিন্তু এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা করেছে কে? আমি তো করি নি।"

"হয়তো আপনার প্রতিনিধি," নির্বিকারভাবে জবাব দিলো লিয়াঙ্গ।

"সেলস্ ডিপার্টমেন্টের কেউ? না, তার তো সেই অথোরিটি নেই। বরং, সে বলেছিলো এখানকার কোনো কোম্পানি এটা করেছে। আমি তো এটা গ্রহণ করতে পারছি না, তবে জানতে আগ্রহী কারা এই অসাধারণ ব্যবস্থাটা করেছে। যেহেতু আপনি নিজেই এই রিজারভেশনটা সামলেছেন, নিশ্চয়ই আপনি জানেন তারা কে?"

BanglaBook.org

লিয়াঙ্গের ইতস্তত ভাবটা আরো বেড়ে গেলো; ডেভিডের জন্যে সেটাই যথেষ্ট কিন্তু ধাঁধাটা শেষ করার সময় এখনও হয় নি।

"আমার মনে হয়, কোনো স্টাফ, আমাদের তো অনেক স্টাফ, তাদেরই কেউ রিকোয়েস্ট নিয়ে আসে আমার কাছে। আর এতো রিজারভেশন, এতো ব্যবস্তুতার মধ্যে থাকতে হয়, সত্যিই আমি ঠিক মনে করতে পারছি না।"

"নিশ্চয়ই বিল পেমেন্টের জন্যে তাদের পরিচয় রেকর্ড করা আছে।"

"আমাদের অনেক সম্মানিত ক্লায়েন্ট আছে, যাদের একটা ফোনই যথেষ্ট, আমরা বিলের জন্য তাদের পরিচয় রাখার প্রয়োজন মনে করি না।"

"হংকং অনেক বদলে গেছে।"

"প্রতিনিয়তই বদলাচ্ছে, মিঃ ক্রুয়েট। হতে পারে আয়োজক নিজেই আপনার সাথে যোগাযোগ করবে। এসব ব্যাপারে আমাদের হস্তক্ষেপ করাটা ঠিক হবে না।"

"আপনার বিশ্বস্ততা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।"

লিয়াঙ্গ হাল্কা হাসার চেষ্টা করলো, কিন্তু তাতে কৃত্রিমতার ছোঁয়া বেশ স্পষ্ট।

"বেশ। কিন্তু আপনাদের কাছে যখন আর কোনো রুম নেই, তখন আমাকেই কিছু করতে হবে। রাস্তার ওপাশে, আমার কিছু পরিচিত বন্ধু আছে," পাশের পেনিনসুলা হোটেলটির দিকে ইঙ্গিত করে বললো ওয়েব।

"তার আর দরকার হবে না, প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা আমরাই করতে পারবো।"

"কিন্তু আপনার ক্লার্ক বলছিলো—"

"সে তো আর রিজেন্টের অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার নয়, স্যার," লিয়াঙ্গ এক ঝলক কাউন্টারের ক্লার্কটির দিকে তাকালো।

"আমার কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি কোনো কিছু ফাঁকা নেই," প্রতিবাদ করে বললো ক্লার্কটি।

"চুপ করো!" লিয়াঙ্গ সাথে সাথেই হেসে ফেললো, আগের মতোই কৃত্রিমভাবে। সে বুঝতে পেরেছে এই হেঁয়ালির খেলায় সে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। "এদের বয়স কম, বয়স কম আর একদম অনভিজ্ঞ, কিন্তু যথেষ্ট পরিশ্রমী...আমরা বেশ কিছু রুম সবসময় ফাঁকা রাখি এ ধরণের ভুল বোঝাবুঝি সামলানোর জন্য।" আবার সে ক্লার্কের দিকে তাকিয়ে কর্কশকণ্ঠে বললো, "টিঙ্গ রুয়ান জি!" তারপর দ্রুত সে চাইনিজ ভাষায় বলে যেতে লাগলো যার প্রতিটি অর্থ ভাবলেশহীন ওয়েবের কাছে একদম পরিষ্কার ছিলো : "আমার কথা মনে রাখ, মরা মুরগি কোথাকার! যখন আমি কথা বলবো তখন চুপ ক'রে থাকবি, না জিজ্ঞেস করা পর্যন্ত মুখ খুলবি না! যদি আবার একই ভুল করিস তোকে লাথি মেরে নর্দমায় ফেলে দেবো। এখন এই হাঁদাটাকে রুম নাম্বার দুই-শূন্য-দুই'টা দিয়ে দে। এটা রির্জাভ লিস্টে আছে, আর লিস্ট থেকে নামটা কেটে ফেল।"

অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার তার মুখে আরো বড় ক'রে কৃত্রিম হাসি ফুঁটিয়ে ডেভিডের দিকে ফিরলো। ওটা খুব সুন্দর রুম, আর এ রুম থেকে আপনি হার্বারের

BanglaBook.org

দৃশ্যও উপভোগ করতে পারবেন, মিঃ ক্রুয়েট।"

হেঁয়ালির খেলাটা শেষ হয়ে গেলো। "আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ বোধ করছি," জবাব দিলো ওয়েব। "এটা আমাকে নতুন রুম খোঁজার ঝক্কি থেকে বাঁচিয়ে দিলো।" ডেভিড ওয়েব, জেসন বর্নের অসংখ্য সহজাত ক্ষমতার মধ্যে থেকে কিছু বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগ করলো। "আচ্ছা যখন আপনারা রুমে দৃশ্য উপভোগের কথা বলেন তখন নিশ্চয়ই হাও জিনগ্‌সে ভি ফ্যানজিয়ানই বুঝান, আমি কি ঠিক বললোম? নাকি আমার চাইনিজ খুব বাজে?"

হোটেলের লোকটি তার দিকে তাকিয়ে রইলো। "আমি নিজেও এর চেয়ে ভালোভাবে বলতে পারতাম না," নম্রকণ্ঠে বললো সে। "এই ক্লার্ক আপনার সব প্রয়োজনের দিকে চোখ রাখবে। আশা করি এখানে আপনার দিনগুলো আনন্দে কাটবে, মিঃ ক্রুয়েট।"

"আশা করি তেমন কিছু দরকার পড়বে না, তবু আপনাকে অনেক, অনেক ধন্যবাদ। সত্যি কথা বলতে আমার ফ্লাইটটা অত্যন্ত দীর্ঘ আর ক্লান্তিকর ছিলো, তাই আমাকে ডিনারের আগে কেউ যেনো বিরক্ত না করে, এমনকি ফোনগুলোও আপনারা হোল্ডে রাখবেন।"

"ওহ্?" লিয়াঙ্গের অপ্রস্তুতভাবটা আরো স্পষ্ট হয়ে গেলো; তাকে দেখে ভীত সন্ত্রস্তও মনে হচ্ছে এখন। "কিন্তু এমারজেন্সি কোনো দরকার দেখা দেয় যদি—"

"সবকিছুই অপেক্ষা করতে পারে। আর আমি যেহেতু সুট ছয়শো নব্বই-এ উঠি নি, হোটেল তো বলতেই পারে তিনি এখনও এখানে আসেন নি, তাই না? আমি প্রচণ্ড ক্লান্ত। ধন্যবাদ, মিঃ লিয়াঙ্গ।"

"ধন্যবাদ, মিঃ ক্রুয়েট," অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার আবার সামনে ঝুঁকে অভিবাদন জানিয়ে সে ওয়েবের চোখের দিকে তাকালো, কিন্তু সেখানে কোনো ইশারা-ইঙ্গিতের আভাস পেলো না। অতঃপর সে উল্টো দিকে ঘুরে দ্রুত উত্তেজিতভাবে তার অফিসে ফিরে গেলো।

শত্রুদেরকে বিভ্রান্ত করে দাও, তাদেরকে বেকায়দায় ফেলে দেও...জেসন বর্নের কথা নাকি এটা অ্যালেক্সান্ডার ককলিন বলেছিলো?

"রুমটি সবাই পছন্দ করে, স্যার!" রুমের চার দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললো ক্লার্ক। "আপনার বেশ ভালো সময় কাটবে।"

"মিঃ লিয়াঙ্গ একজন সদয় ব্যক্তি," বললো ওয়েব। "আমার উচিত তার ব্যবহারকে যথার্থ মূল্যায়ন করা, যেমনটা আমি তোমার সাহচার্য্যকে মূল্যায়ন করবো।" ওয়েব তার চামড়ার মানিব্যাগ বের ক'রে তা থেকে একটি বিশ ডলারের নোট বের ক'রে হ্যান্ডশেকের ভঙ্গিতে ক্লার্কের দিকে বাড়িয়ে দিলো। "মিঃ লিয়াঙ্গ কখন চলে যান?"

উৎফুল্ল ক্লার্ক তার আশেপাশে এক নজর দেখে নিলো কেউ আছে কিনা, তারপর হাত বাড়িয়ে দিলো। "আপনি খুব ভালো স্যার। এটার কোনো প্রয়োজন ছিলো না স্যার, কিন্তু আপনি যখন দিচ্ছেনই, ধন্যবাদ স্যার। মিঃ লিয়াঙ্গ প্রতিদিন

BanglaBook.org

বিকাল পাঁচটায় চলে যান, স্যার। আমিও ওই একই সময়ে চলে যাই। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট প্রয়োজন মনে করলে আরো বেশি সময় থাকতেও আমার কোনো অসুবিধা নেই। হোটেলের সম্মান এবং মর্যাদা বজায় রাখতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি।"

"আমি জানি তুমি যথেষ্ট পরিশ্রম করো," বললো ওয়েব, "আর সে যোগ্যতা তোমার আছে। আমার চাবিটা, প্লিজ। ফ্লাইট বদলানোর কারণে আমার লাগেজ একটু দেরিতে আসবে।"

"ঠিক আছে, স্যার!"

ডেভিড জানালার পাশে চেয়ারে বসে হংকংয়ের হার্বারটি দেখতে থাকলো। মেরি এরই মধ্যে কোথাও আছে। তাকে খুঁজে বের করতেই হবে! যে লাফিয়ে চেয়ার থেকে উঠে পড়লো, তাকে সব জট ছাড়াতে হবে, তাকে আরো গভীরভাবে ভাবতে হবে, কিন্তু কোনো কিছুতেই লাভ হচ্ছে না, এখানে তাকে আরো অপেক্ষা করতে হবে, একমাত্র সময়ই পারে সাহায্য করতে। কিন্তু তার সময় যেনো আর কাটছে না। একটা জিনিস পরিস্কার হয়ে গেছে। তাকে এখন থেকে তাৎক্ষণিক প্ল্যান তৈরি ক'রে সাথে সাথেই তা সেরে ফেলতে হবে। তাকে সেই সব চাল চালতে হবে যেগুলো জেসন বর্ন হিসেবে শিখেছিলো এবং যেগুলো সে ভুলে গিয়েছিলো। তাকে তারই ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা অতীতকে জাগিয়ে তুলতে হবে, তার সহজাত ক্ষমতাকে বিশ্বাস করতে হবে।

সে প্রথম পদক্ষেপটি সেরে ফেলেছে। কোনো না কোনোভাবে লিয়াঙ্গ তার কাজে নামবে, নিদেনপক্ষে হলেও একটা নাম, বা ঠিকানা বা কোনো কনট্যাক্ট সর্ম্পকে ইনফরমেশন পাওয়া যেতে পারে। সময় নষ্ট করা চলবে না, যাই করুক না কেন, তাকে তা খুব দ্রুত করতে হবে। কিন্তু এসবের জন্য প্রথমে তাকে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। কিছু জিনিস তাকে চিনতে হবে সুতরাং এখানে একটা টুরের ব্যবস্থা করতে হবে তাকে। গাড়ির পেছনের সিটে ব'সে বড়জোর একঘণ্টা ঘুরবে, যতোটা সম্ভব নষ্ট স্মৃতি পুণরুদ্ধার করতে হবে তাকে।

সে একটা বড় লাল রঙের হোটেল ডিরেক্টরি হাতে তুলে নিয়ে বিছানার পাশে বসলো। দ্রুত পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকলো সে : দা নিউ ওয়ার্ল্ড শপিং সেন্টার, মনোরম পাঁচতলা বিশিষ্ট শপিং কমপ্লেক্স, পৃথিবীর চারপ্রান্ত শুধুমাত্র আপনার জন্য...শপিং কমপ্লেক্সটি একেবারে হোটেলের পাশেই অবস্থিত, এতেই কাজ হবে। লিমুজিন ভাড়া দেয়া হয়। ঘণ্টা বা দিনের হিসেবে ব্যবসায়িক বা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে গাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়। প্লিজ, কসসিয়ার্জের সাথে যোগাযোগ করুন। ডায়াল করুন ৬২ নম্বরে।

লিমুজিন ভাড়া করার উদ্দেশ্য হলো অভিজ্ঞ ড্রাইভার পাওয়া, যারা কাউলুন, হংকং আর নতুন এলাকাগুলোর রাস্তাঘাট, অলিগলি এবং বিশেষ জায়গাগুলো চেনে। এরা ঢোকা আর বের হওয়ার সব ফাঁক-ফোকরগুলো অন্য সবার চেয়ে ভালো চিনে থাকে, তাই এদের অভিজ্ঞতা বাড়তি কাজে লাগতে পারে।

BanglaBook.org

তাকে একটা অস্ত্র কিনতে হবে। তারপর তাকে হংকংয়ের একটি বিশেষ ব্যাংকে যেতে হবে, যেখানে কেইমান আইল্যান্ড থেকে ফান্ড ট্রান্সফার করা হয়েছে। তাকে হয়তো বেশ কিছু কাগজপত্র সই করতে হবে, তারপর সে যে অঙ্কের টাকা নিয়ে বের হয়ে আসবে তা হয়তো কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ নিজ হাতে বহন করতে চাইবে না। অবশ্যই সেগুলো লুকোনোর একটা জায়গাও সে খুঁজে নেবে, কিন্তু ব্যাংকে রাখবে না, কারণ ব্যাংক থেকে প্রতিবার টাকা উঠানোর ফরমালিটি সারবার মতো সময় আর তার হাতে নেই।

ডেভিড টেলিফোনের পাশের মেসেজ প্যাড এবং পেনসিলটি হাতে নিয়ে আরেকটি লিস্ট তৈরি করতে শুরু করলো। ছোটো ছোটো কতোগুলো কাগজ, কিন্তু সবগুলো শেষ করার জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু তার হাতে এতো সময়ও নেই। এখন প্রায় বেলা এগারোটা বাজছে। তাকে এই সব কাজ ৪টা ৩০'র আগে শেষ করতে হবে। কারণ এই সময়টায় কর্মীদের এক্সিট পথে না হলে গ্যারেজে অথবা এমন কোনো জায়গায় সে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে পারবে, যেখান থেকে হতভম্ব লিয়াঙ্গকে ফাঁদে ফেলা অথবা অনুসরণ করা যাবে।

লিস্ট তৈরি করতে তার প্রায় তিন মিনিট লেগে গেলো। তারপর বিছানা থেকে উঠে ডেস্ক চেয়ারে রাখা জ্যাকেটটার দিকে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ ক'রে নিঃশব্দ রুমটিকে কাঁপিয়ে ফোনটি সশব্দে বেজে উঠলো। চোখ দুটো বন্ধ করলো সে, শরীরের প্রতিটি শিরা উপশিরাকে অনুভব করতে পারছে এখন, আশা করছে মেরির কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে, হয়তো বন্দীদশাতেই, কিন্তু তাও সে শুনতে চাচ্ছে। তার মধ্যে জেসন বর্ন জেগে উঠেছে। সে এখন নিয়ন্ত্রহীন। কিন্তু ফোনটা রিসিভ করলেই ওরা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করবে। ফোনটা বাজতে থাকলেও সেটা অগ্রাহ্য ক'রে ওয়েব দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো।

ওয়েব রুমে ফিরে এলো বারোটা দশ-এ। তার হাতে বেশ কয়েকটা প্লাস্টিকের ব্যাগ যার মধ্যে নিউ ওয়ার্ল্ড শপিং সেন্টার থেকে কেনা বিভিন্ন জিনিস রয়েছে। সে সবগুলো বিছানার ওপরে ফেলে এক এক ক'রে জিনিসগুলো ব্যাগ থেকে বের করলো। জিনিসগুলোর মধ্যে আছে কালো একটি রেইনকোর্ট, কালো ক্যানভাসের হ্যাট, ধূসর বর্ণের একজোড়া কেড্‌স, কালো ট্রাউজার আর একটি সোয়েটার, সেটাও কালো রঙের; এসব হচ্ছে তার রাতের পোশাক। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে আছে ৭৫ পাউন্ড ওজন সইতে পারে মাছ ধরার স্পুল, যার সাথে দুটো হাতের তালুর সমান আইহুকও আছে। পিতলের বারবেলের মতো দেখতে একটা ২০ আউন্সের পেপার ওয়েট, একটা বরফ কাটার আইস পিক, আর একটি চার ইঞ্চি ব্লেডের অত্যন্ত ধারালো শিকারী ছুরি। এগুলো তার শব্দহীন অস্ত্র, সে এগুলো দিনে এবং রাতে সব সময় বহন করবে। আরো একটি জিনিস তার কেনা বাকি আছে, সেটাও সে দ্রুত জোগাড় ক'রে ফেলবে।

জিনিসগুলো পরীক্ষা করতে লাগলো সে, তার পূর্ণ মনোযোগ আইহুক আর ফিসিং-লাইনের স্পুলের ওপর, ঠিক এমন সময়ই সে একটি লাইটের অস্তিত্ব টের

BanglaBook.org

পেলো। লাইটটি জ্বলছে, নিভছে...জ্বলছে, নিভছে। তার চোখ বিছানার পাশের টেলিফোনের টেবিলটির দিকে গেলো। জানালা দিয়ে আসা হার্বারের দিনের আলো, টেলিফোনটির নীচের লাল লাইটটিকে ম্লান ক'রে দিচ্ছে। এটা একটা মেসেজের সিগনাল, একবার বিন্দুটি জ্ব'লে লাল হচ্ছে তো পর মুহূর্তেই তা নিভে যাচ্ছে। মেসেজ আর কল এক জিনিস নয়, সে ভাবলো। টেবিলের কাছে গিয়ে একটা কার্ডে আগে থেকে লেখা টেলিফোন ইনস্ট্রাকশনটা পড়ে সঠিক বাটনটি টিপলো।

"হ্যা, মিঃ ক্রুয়েট?" অপারেটর তার কম্পিউটারাইজড সুইচবোর্ড থেকে জবাব দিলো।

"আমার জন্য কোনো মেসেজ আছে কি?" সে প্রশ্ন করলো।

"হ্যা, স্যার। মিঃ লিয়াঙ্গ আপনার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন—"

"আমি তাকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলাম," ওয়েব কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো, "আমি না বলা পর্যন্ত যেনো কোনো কল না আসে।"

"গ্যা স্যার, কিন্তু মিঃ লিয়াঙ্গ এখানকার অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার, যখন সিরিয়র ম্যানেজার এখানে থাকে না, যেমনটা আজকের সকালে... মানে দুপুরে হয়েছে, তখন তার নির্দেশ আমাদের মানতেই হয়। তিনি বলেছেন আর্জেন্ট মেসেজ আছে। গত একঘণ্টা ধরে তিনি প্রতি দু'তিন মিনিট পরপরই আপনার সাথে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন। আমি তাকে এখনই ফোন করছি, স্যার।"

ডেভিড ফোনটি রেখে দিলো, সে লিয়াঙ্গের জন্য এখনও প্রস্তুত না, আরো ভালো ক'রে বললে লিয়াঙ্গ এখনও তার জন্য প্রস্তুত না, অন্তত ডেভিড যেভাবে চায় সেভাবে তো নয়ই। কারণ লিয়াঙ্গ তার প্রথম ও সবচেয়ে নীচু দরের কনট্যাক্ট যে কিনা তার শিকারকে একটা বিশেষভাবে আঁড়িপেতে রাখা রুমে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, যেখান থেকে ডেভিডের শত্রুরা তার প্রতিটি কথা শুনতে পেতো, তার গতিবিধির ওপর নজর রাখতে পারতো। তাই সে লিয়াঙ্গকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইছে, শুধু ভয় না, তাকে সম্পূর্ণভাবে ভড়কে দিতে হবে। তার সাথে কোনো যোগাযোগ করা যাবে না, কোনো কথা বলা যাবে না, বা কোনো আলোচনাও করা যাবে না, তাহলে সে পুরো বিভ্রান্ত হয়ে তার উপর মহলের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করবে।

ওয়েব তার কাপড়গুলো বিছানা থেকে তুলে দুটো ড্রয়ারে রাখলো। কাপড়ের লেয়ারের মাঝে সে ঢুকিয়ে দিলো আইহুক আর ফিশিংলাইন। তারপর সে পেপার ওয়েটটি ডেস্কের ওপরে রাখা রুম সার্ভিস মেনুর ওপরে রেখে ছুরিটি নিয়ে তার ডান কোটের পকেটের ভেতরে রাখলো। আইস পিকটির দিকে তাকালে সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় অদ্ভুত একটি চিন্তা খেলে গেলো; একজন মানসিক চাপগ্রস্ত মানুষ আচমকা কোনো ভীতিকর দৃশ্য দেখলে আরো ভড়কে যাবে, খুব দ্রুতই সে কারো সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করবে। ডেভিড পকেট থেকে রুমালটি বের করে আইস পিকটি তুলে পরিস্কার ক'রে নিলো। মারণাস্ত্রটি হাতে নিয়ে সে দ্রুত দরজার বিপরীত দিকের দেয়ালের কাছে এসে চোখে পড়ার মতো একটি উচ্চতায় তা গেঁথে

BanglaBook.org

রাখলো। এদিকে ফোনটি অনবরত বেজেই চলেছে। ওয়েব দ্রুত রুম থেকে বের হয়ে দৌড়ে এলিভেটরের পাশ দিয়ে করিডরের মাথায় গিয়ে লুকিয়ে কি হয় তা দেখতে থাকলো চুপিসারে।

তার ধারণা ভুল না। লিয়াঙ্গ লিফ্‌ট থেকে বের হয়ে দ্রুত ওয়েবের রুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ডেভিড দেখতে পাচ্ছে নার্ভাস লিয়াঙ্গ তার ডোর বেল টিপছে বারবার, এরপর ক্রমাগত দরজায় নক্ করতে শুরু করলো অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজারটি, যেনো নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না সে। বেল টেপার পাশাপাশি দরজায় ধাক্কানো শুরু করলো এবার। তারপর থেমে দরজায় কান পাতলো। কিছুটা সন্তুষ্টির ভাব দেখা গেলো তার মধ্যে, এরপর পকেট থেকে একগোছা চাবি বের করলে ওয়েব তার মাথা লুকিয়ে ফেললো কারণ অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার করিডোরে কেউ আছে কি না দেখার জন্যে আশপাশে তাকাচ্ছে বারবার।

ডেভিডের আর না দেখলেও চলবে, সে শুধু শব্দ শুনতে চাইছে। তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষাও করতে হলো না। একটি ভীতসন্ত্রস্ত আর্তনাদের পরপরই সজোরে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ পাওয়া গেলো। আইসপিকের দৃশ্য কাজে দিয়েছে। ডেভিড নীচু হয়ে দেয়াল থেকে মাথা বার ক'রে দেখতে লাগলো। লিয়াঙ্গ কাঁপছে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর বারবার এলিভেটরের বাটন টিপছে। অবশেষে একটা বেলের শব্দ হলে এলিভেটরের দরজা খুলে যেতেই অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার দৌড়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। ডেভিডের কোনো পরিষ্কার পরিকল্পনা নেই। কিন্তু অস্পষ্ট হলেও তার ধারণা আছে কি করা উচিত, কারণ সেটা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। সে এলিভেটরের পাশ দিয়ে দৌড়ে গিয়ে তার রুমে ঢুকেই বিছানার পাশ থেকে টেলিফোনটি তুলে তার মনে গেঁথে রাখা নাম্বারটি ডায়াল করলো—৬২।

"কনসিয়ার্জের ডেস্ক থেকে বলছি," একটি মার্জিত কণ্ঠে জবাব এলো যা মোটেও ওরিয়েন্টাল ধাঁচের নয়, সম্ভবত ইন্ডিয়ান কারোর।

"আমি কি কনসিয়ার্জের সাথে কথা বলছি? " প্রশ্ন করলো ওয়েব।

"হ্যা, স্যার।"

"তার কোনো অ্যাসিসট্যান্টের সাথে নয় তো?"

"আমার তা মনে হয় না। আপনি কি কোনো অ্যাসিসট্যান্টের সাথে কথা বলতে চাইছেন?"

"না, আমি আপনার সাথেই কথা বলতে চাইছি," আস্তে ক'রে বললো ওয়েব। "আমার বিষয়টি খুবই গোপনীয়তার সাথে সামাল দিতে হবে, আমি কি আপনার ওপর আস্থা রাখতে পারি? টাকা নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।"

"আপনি কি হোটেলের কোনো গেস্ট?"

"আমি হোটেলেরই গেস্ট।"

"আর আপনার বিষয়টি কোনোভাবে হোটেলের পলিসির বাইরে যাবে না, কিংবা হোটেলের মর্যাদাকে খাটো করবে না তো, স্যার?"

"না, বরং এর মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। কারণ আমার মতো বিজনেসম্যানকে

BanglaBook.org

সহযোগিতা করার ফলস্বরূপ আপনারা আরো বড় বড় ব্যবসার সুযোগ পাবেন। বড় বড় বিজনেস ডিল পাবেন। অনেক বড় ডিল।"

"আমি আপনার সেবায় হাজির...স্যার।"

ঠিক হলো যে, একটি ডাইমলার লিমুজিন তাকে দশ মিনিটের মধ্যে স্যালিসব্যারি রোড থেকে উঠিয়ে নেবে। সাথে থাকবে তাদের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ড্রাইভার। আর কনসির্য়াজ গাড়ির পাশেই দাঁড়য়ে থাকবে, তার হাতে তুলে দেওয়া হবে ২০০ আমেরিকান ডলার যা প্রায় ১৫০০ হংকং ডলারের সমান। কোনো ব্যক্তি বিশেষের নামে ভাড়ার রিসিট বানানো হবে না, যে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের নাম তারা পছন্দ মতো বসিয়ে নেবে। আর মিঃ ক্রুয়েট রিজেন্ট হোটেলের সবচেয়ে নীচের তলার পেছনের এক্সিট দিয়ে বের হবে, যেখান থেকে সরাসরি দা নিউ ওয়ার্ল্ড সেন্টার-এ ঢোকা যায়। এই সেন্টারের ভেতর দিয়ে বের হলেই সে সরাসরি স্যালিসব্যারি রোডে পৌঁছে যাবে।

বখশিস বুঝিয়ে দিয়ে ডেভিড ডাইমলারটির পেছনের সিটে গিয়ে বসলো।

"ওয়েলকম স্যার! আমার নাম পাক-ফেই আর আমি আপনাকে আমাদের সেরা সার্ভিসটি দেয়ার চেষ্টা করবো! আপনি যেখানে বলবেন, আমি সেখানেই আপনাকে নিয়ে যাবো। আমি সবকিছু চিনি!"

"আমি তাই আশা করেছিলাম," নরমভাবে বললো ওয়েব।

"জ্বি স্যার?"

"উয়ো বুশি লুক," বললো ডেভিড, যার মানে দাঁড়ায় সে কোনো টুরিস্ট নয়। "কিন্তু আমি অনেক বছর এদিকটায় আসি নি," সে চাইনিজেই বলতে থাকলো। "আমি জায়গাগুলো আবার চিনতে চাই। তাই ভালো হবে প্রথমে আইল্যান্ড জুড়ে সাধারণ একটা টুর তারপর কাউলুনের ভেতর দিয়ে ছোটো একটা ভ্রমণ! আমাকে ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে আবার ফেরতও আসতে হবে...আর এখন থেকে ইংরেজিতে কথা বলা হোক।"

"আহ্! আপনার চাইনিজ বলার ভঙ্গি সত্যিই অসাধারণ, অতি উঁচু মানের। আমি সব কিছু বুঝেছি। শুধু দু'একটি শব্দ—"

"সময় নেই," ওয়েব তার কথার মাঝে বাধা দিয়ে বললো।

"এখন থেকে ইংরেজিতে কথা বলবে, বুঝেছো, কারণ আমি চাই না কোনো ভুল বোঝাবুঝি হোক। আর ভুলে যেও না, তোমায় সার্ভিসের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।"

"ইয়েস, ইয়েস!" স্যালিসব্যারি রোডের ব্যস্ত ট্রাফিক থেকে ডাইমলার গাড়িটি ছুটিয়ে নিয়ে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললো ড্রাইভার পাক-ফেই।

"আমি আপনাকে সেরা সার্ভিস দেয়ার সকল চেষ্টাই করবো!"

ড্রাইভারটি তাই করলে অনেক জায়গা দেখে অনেক পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে গেলো ডেভিডের। সে সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টের রাস্তাগুলো চিনতো, ম্যানডারিন হোটেল আর হংকং ক্লাবের কথাও তার মনে পড়ে গেলো, মনে পড়লো ল্যাটার স্কোয়ার আর

BanglaBook.org

সুপ্রিম কোর্টের বিপরীতে থাকা হংকংয়ের বিশাল ব্যাংকগুলোর কথাও। সে এই সকল ব্যস্ত সড়কগুলোর জমজমাট ভিড়ের মধ্যে দিয়ে অনেকবার হেটেছে। কুইনস্ রোড, হিলিয়ার, পডিসেন স্ট্রিট...গারিশ ওয়ানটাই, এক এক করে সব তার মনে পড়তে লাগলো, যে জায়গাগুলোতে আগেও এসেছে, যে জায়গাগুলো সে চেনে, গলির ফাঁক-ফোকর আর আর ছোটো ছোটো শর্টকাটগুলোও তার অজানা নয়। কাউলুনের স্টার ফেরি, গউডির ভাসমান রেস্টুরেন্ট, ছোটো মোটরবোট আর মাস্তুলের লোকগুলো, এসব কিছুই সে আগে দেখেছে, আগে জেনেছে, কিন্তু সে শুধু মনে করতে পারলো না এসব জায়গায় সে কি করেছিলো।

হাত ঘড়ির দিকে তাকালে বুঝতে পারলো তারা প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে গাড়িতে ঘুরছে। এখন আইল্যান্ডে একটা জায়গায় থেমে তার একটা কাজ করতে হবে, তার পরই সে পাক-ফেই'র সততার পরীক্ষাটা নেবে।

"ল্যাটার স্কোয়ারের দিকে ফিরে চলো," সে বললো। "ওখানে একটা ব্যাংকে আমার কিছু কাজ আছে।"

টাকার অঙ্কের পরিমাণ যতো বেশি তার প্রতি ব্যাংকের আগ্রহও ততো বেশি। ৫০০ ডলারের লোনের জন্য একটা লোককে অনেক ছুটাছুটি করতে দেখলো ওয়েব। কিন্তু তার ৫০০,০০০ ডলারের আবেদন মুহূর্তেই অনুমোদিত হয়ে গেলো। অত্যন্ত নিপুণ আর পেশাদারিত্বের সাথে তারা ডলারগুলো একটা অ্যাটাচি কেসে ক'রে নিয়ে হাজির হলো। তারা ডেভিডকে হোটেল পর্যন্ত সঙ্গ দেয়ার জন্য একজন গার্ড অফার করলেও সে তা নাকচ ক'রে দিলো। রিলিজ পেপারে সাইন করার পর তাকে আর কোনো প্রশ্ন করা না হলে ব্যস্ত সড়কে তার জন্য অপেক্ষারত গাড়িতে ফিরে আসলো সে। সামনের দিকে ঝুঁকে একটা ১০০ ডলারের নোট বাড়িয়ে দিলো। "পাক-ফেই," সে বললো, "আমার একটি অস্ত্রের দরকার।"

ড্রাইভার আস্তে করে তার দিকে ঘুরলো। ডলারটি দেখে তার চোখ চকচক করছে, তারপর সে ওয়েবের দিকে তাকালো। খুশি করার সেই অতি ভদ্রতার মুখোশ হঠাৎ কোথাও উধাও হয়ে গেলো, তার পরিবর্তে তার চোখে নির্বিকার একটা ভাব।

"কাউলুন। মঙ্গককের যেতে হবে।" একশো ডলারের নোটটি নিয়ে সে জবাব দিলো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

ডাইমলার লিমুজিনটি মঙ্গককের ঘিঞ্জি রাস্তার মধ্যে দিয়ে জায়গা ক'রে এগোচ্ছে। মঙ্গকক একদিক দিয়ে পৃথিবীর আর বাকি সব জায়গা থেকে ভিন্ন, এটি পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ স্থান। আর পুরো জায়গাটিই চীনা লোকজনে ভরে আছে। পশ্চিমা চেহারা এতোই কম দেখা যায় যে, একজন দু'জনের আবির্ভাব হলেই উৎসুক কৌতুহলী দর্শকের ভিড় জমে যায়। কেউ কেউ হাসি ঠাট্টা করতে করতে ঘিরে দাঁড়ায় তো, কেউ কেউ আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে চেপে ধরে। সাদা চামড়ার পুরুষ বা মহিলাদেরকে সন্ধ্যার পরে মঙ্গককে আসতে নিরুৎসাহিত করা হয়। এর মূলে বর্ণবাদ নেই, আছে বাস্তবতা। খুব অল্প জায়গাই তাদের হাতে আছে আর যা আছে তা তারা রক্ষা করতে সর্বদা প্রস্তুত। তাদের কাছে পরিবারই সবকিছু। অসংখ্য পরিবারের বাস এই মঙ্গককে। অধিকাংশ পরিবারই থাকে এক রুম আর এক বিছানা বিশিষ্ট বাড়িতে। সাথে হয়তো একটি ব্যালকনি থাকে বড়জোর। কিন্তু মঙ্গকক কোনো গরিব এলাকা নয়। এর রাস্তায় রাস্তায় রাজকীয় উজ্জ্বল রঙের বাহার আর ঝলমলে আলো চুম্বকের মতো আকৃষ্ট করে। বিশাল বিশাল আকারের বিলবোর্ড আর ব্যানার চোখ খুললেই নজরে পড়ে। ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার সব চেষ্টাই করে এখানকার ব্যবসায়ী শ্রেণী। মঙ্গককের আকাশে টাকা উড়ে বেড়ায় নিঃশব্দে, যদিও এর অধিকাংশই অবৈধ। মঙ্গককে কোনো অভাব থাকলে তা হলো জায়গার অভাব, যেটুকু জায়গা আছে তার পুরোটাই তাদের, বাইরের কারো নয়, তাই বাইরের লোকদেরকে তারা স্বাগত জানায় না, যদি না সেই লোক তাদেরকে অঢেল অর্থের সন্ধান দিতে পারে। সঠিক জায়গাগুলো চিনলে আর পকেটে যথেষ্ট টাকা থাকলে কোনো সমস্যাই হয় না। ড্রাইভার পাক-ফেই সেই সঠিক জায়গাগুলো চেনে, আর বলাই বাহুল্য জেসন বর্নের পকেটেও টাকার কোনো কমতি নেই।

"আমি এখন থামছি, আমাকে একটা ফোন করতে হবে," পার্ক করা একটা ট্রাকের পিছনে গাড়ি থামিয়ে বললো পাক-ফেই। "আমি গাড়ির দরজা লক ক'রে যাচ্ছি, কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসবো।"

"তার কি কোনো দরকার আছে?" প্রশ্ন করলো ওয়েব।

"স্যার, বৃফকেসটা আমার নয়, ওটা আপনার।"

হায় ঈশ্বর, ভাবলো ডেভিড, সে কি বোকার মতোই না বসে আছে! অ্যাটাচি কেসটার কথা সে ভুলেই গিয়েছিলো। তার সাথে অঢেল টাকা, আর এই অর্থ নিয়ে সে নির্দ্বিধায় মঙ্গককে ঢুকে পড়েছে, যেনো সে লুঠ করতে বেরিয়েছে। ড্রাইভার উঠে বেরিয়ে যেতেই শোনা গেলো কানে তালা লাগানো শোরগোল। হঠাৎ করে সবাই যেনো লিমুজিনটির ওপর ঝুঁকে পড়লো। শতজোড়া চোখ জানালা ভেদ ক'রে অদ্ভুতভাবে ওয়েবকে দেখছে। সে কিছু কথা বুঝতে পারলো, যেমন *বিন গো আহ্?* আর *চং মান* তুই, যার অর্থ দাঁড়ায় অনেকটা, আপনি কে? নিজেকে তার খাচায় বন্দী কোনো প্রাণীর মতো মনে হচ্ছে, যে কিনা অন্য প্রজাতির একদল হিংস্র প্রাণীর

BanglaBook.org

খপ্পরে পড়েছে। সে অ্যাটাচি কেসটি শক্ত ক'রে ধরে সোজা সামনে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎ তার ডান দিকের জানালার সামান্য ফাঁক দিয়ে দুটো হাত ঢুকে পড়লে ডেভিড ধীরে ধীরে তার জ্যাকেটের পকেটে রাখা শিকারী ছুরিটির দিকে হাত বাড়াতেই হাত দুটো আবার বাইরে চলে গেলো।

"*জাউ!*" পাক-ফেই ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি ক'রে নিজের জন্য পথ তৈরি ক'রে এগিয়ে এসে চেঁচিয়ে বললো। "ইনি একজন বিশিষ্ট তাইপান আর রাস্তার মাথা থেকে পুলিশ এসে তোদের ধরে গরম তেল ঢালবে যদি তোরা বিরক্ত করিস! ভাগ এখান থেকে, ভাগ!" সে দরজা খুলে লাফিয়ে হুইলের পেছনে বসেই দরজা বন্ধ করে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলে ডাইমলারটি আবার চলতে শুরু করলো সংকীর্ণ পথ দিয়ে।

"আমরা যাচ্ছিটা কোথায়?" চেঁচিয়ে উঠলো ওয়েব। "আমি ভেবেছিলাম আমরা এসে গেছি!"

"যার সাথে আপনি ডিল করবেন সে তার ব্যবসা অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলেছে, একদিক থেকে এটা ভালোই হয়েছে, কারণ মঙ্গককের এ জায়গাগুলো ঠিক নিরাপদ নয়।"

"তোমার প্রথমেই ফোন ক'রে জেনে নেয়া উচিত ছিলো। জায়গাটা আসলেই ভালো না।"

"আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন, স্যার," পাক-ফেই গাড়ির রিয়ার-ভিউ মিরর দিয়ে ডেভিডের দিকে তাকালো। "এতোক্ষণে আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি যে, আপনাকে কেউ অনুসরণ করছে না। তার মানে, আপনাকে যেখানে নিয়ে যেতে চাইছি, সেখানেও কেউ আমাদেরকে অনুসরণ করবে না।"

"তুমি কি বলতে চাইছো?"

"আপনি ব্যাংকে ঢুকেছিলেন খালি হাতে, আর বের হলেন ওই বৃফকেসটা নিয়ে।"

"তো?" ওয়েব ড্রাইভারের চোখের দিকে তাকালো।

"আপনি সাথে কোনো গার্ডও নেন নি, ওখানে অনেক আজে বাজে লোক থাকে যারা আপনার মতো লোকদের ওপরে নজর রাখে, স্যার। এসব আজে বাজে লোক ব্যাংকের ভেতরে এবং বাইরেই থাকে। তাছাড়া দিনকাল খারাপ, তাই একটু সাবধানতা অবলম্বন করা বুদ্ধিমানের কাজ।"

"তো তুমি নিশ্চিত এখন কেউ অনুসরণ করছে না।"

"ওহ্, না, স্যার!" পাক-ফেই'র মুখে হাসি। "কোনো গাড়ি যদি আমাদের অনুসরণ করতো তাহলে মঙ্গককের রাস্তায় তাদেরকে আমি অবশ্যই দেখতে পেতাম।"

"তার মানে তুমি আসলে কোনো ফোন করতে বের হও নি।"

"ওহ্ না, ফোন আমাকে করতেই হয়েছে, স্যার। এ ধরণের ডিলের আগে ফোনে যোগাযোগ করাটা ভালো, কিন্তু সেটা খুব দ্রুত সেরেছি, তারপর আমি

BanglaBook.org

আমার টুপি খুলে বেশ কয়েকবার ফুটপাত ধরে হেটে দেখেছি, কিন্তু কোনো সন্দেহজনক গাড়ি কিংবা কোনো সন্দেহজনক যাত্রি আমি দেখি নি। এখন আপনাকে আমি একজন অস্ত্র ব্যবসায়ীর কাছে নিয়ে যাবো, একদম নিশ্চিন্তে।"

"আমি বেশ স্বস্তি পাচ্ছি," বললো ডেভিড। সে মনে মনে ভাবলো, জেসন বর্ন নিশ্চয়ই কিছুক্ষণের জন্য উধাও হয়ে গিয়েছিলো, না হলে তারও এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত হওয়া উচিত ছিলো। কেউ অনুসরণ করুক আর নাই করুক, বিপদ তো আসতেই পারতো।

মঙ্গককের ঘিঞ্জি আর জনাকীর্ণ রাস্তা পার হয়ে তাদের গাড়ি বেশ কিছু দূর এগিয়ে এসেছে। ওয়েব এখন ভিক্টোরিয়া হার্বারের পানি দেখতে পাচ্ছে। পাক-ফেই একটি একতলা গুদাম ঘরের প্রবেশ পথের দিকে গাড়ি ঘুরালো। ভেতরে বেশ অনেকটা ফাঁকা জায়গা, সেখানে মাত্র দুটো গাড়ি চোখে পড়ছে। গেটটা বন্ধ হয়ে গেলে একজন গার্ড ছোটো কাঁচ-ঘরের অফিস থেকে বের হয়ে এলো। গার্ডের হাতে একটি ক্লিপবোর্ড, সে লিস্টের নামগুলোর দেখে নিচ্ছে।

"আমার নাম লিস্টে পাওয়া যাবে না," চাইনিজ ভাষায় বললো পাক-ফেই। "মিঃ ইয়ু সং'কে জানাও রিজেন্ট নাম্বার ফাইভ এসেছে, তার সাথে একজন বিশিষ্ট তাইপানও এসেছেন। তিনি দেখে খুশি হবেন।" গার্ড মাথা দুলিয়ে চোখ কুঁচকে একনজর বিশিষ্ট তাইপানকে দেখে টেলিফোনের কাছে ছুটে গেলো।

"স্যার, আপনি ভুল বুঝবেন না," বললো পাক-ফেই। "আমি যে আমার হোটেলের নাম এখানে ব্যবহার করলাম তার সাথে হোটেলের কোনো ফর্মূলাই নেই। সত্যি কথা বলতে কি, মিঃ লিয়াঙ্গ বা তার সমপর্যায়ের কেউ যদি জানে যে, আমি এ জায়গায় হোটেলের নাম ব্যবহার ক'রে নিজের পরিচয় দিয়েছি তাহলে আমার চাকরি চলে যাবে।"

"আমি কাউকে এ ব্যাপারে কিছু বলবো না," মনে মনে হেসে ডেভিড বললো।

হোয়াইট ওয়াশ করা গুদাম ঘরটির চারদিকে অনেকগুলো কেস রাখা, প্রতিটিই কাপড় দিয়ে ঢাকা। সাধারণত সব গুদাম ঘরেই এরকম বাক্সগুলো কাপড় বা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে আর এসবের ভেতরে থাকে ব্যবসা সংশ্লিষ্ট দ্রব্য। এখানে একমাত্র ব্যতিক্রম হলো বাক্সগুলোর ভেতরে কোনো সাধারণ দ্রব্য রাখা নেই, আছে বিভিন্ন ধরণের মারণাস্ত্র আর বিস্ফোরক। সবচেয়ে ছোটো ক্যালিবার হ্যান্ডগান আর রাইফেল থেকে শুরু করে সবচে জটিল আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম, হাজার রাউন্ড ছুড়তে পারে এমন অটোমেটিক মেশিন গান, আর লেজার গাইডেড রকেট লঞ্চারও এখানে আছে। দু'জন বিজনেস সুট পরা গার্ড দাঁড়িয়ে আছে, একজন রুমের বাইরের প্রবেশ পথে, আরেকজন রুমের ভেতরে। যেমনটা আশা করা হয়েছিলো, বাইরের গার্ডটি প্রথমে ক্ষমা প্রার্থনা করে সামান্য ঝুঁকে একটা স্ক্যানার নিয়ে ডেভিড এবং তার ড্রাইভারের শরীর তল্লাশি করলো। তারপর সে অ্যাটাচি কেসটার দিকে এগোলো। ডেভিড অ্যাটাচি কেসটা হাতে তুলে নিয়ে মাথা নেড়ে স্ক্যানারটির দিকে ইঙ্গিত করলে গার্ড তার অ্যাটাচি কেসের উপর দিয়ে স্ক্যানারটি ধরে দেখলো।

BanglaBook.org

"ব্যক্তিগত কাগজ পত্র," চাইনীজে বললো ওয়েব, তারপর ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লো সে।

সে যা দেখলো তা বুঝতে ডেভিডের প্রায় এক মিনিট লাগলো। তারপরেও সে ভালো ক'রে সবটা বুঝতে পারলো না। দেয়ালের চারদিকে বিশাল আকারে ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ এবং চাইনীজ ভাষায় 'নো স্মোকিং' সাইন লেখা রয়েছে। সে অ্যাটাচি কেসটা হাতে নিয়ে ছোটো অস্ত্রগুলোর ডিসপ্লের কাছে এগিয়ে গেলো।

"হুয়ানিঙ্গ!" চেঁচিয়ে উঠলো একটি কণ্ঠস্বর, আর সঙ্গে সঙ্গে একজন স্বল্পবয়সী লোকের আবির্ভাব ঘটলো। লোকটা এমন একটা ইউরোপিয়ান সুট পরে আছে যাতে কাঁধ চওড়া আর কোমর চিকন দেখায়।

"ইনি মিঃ উ সঙ, স্যার," প্রথমে লোকটির দিকে এবং পরে ডেভিডের দিকে একবার ঝুঁকে পাক-ফেই বললো। "আপনার নাম না বললেও চলবে, স্যার।"

"বু!" অস্ত্র ব্যবসায়ী ডেভিডের অ্যাটাচির দিকে ইঙ্গিত করে বললো। *"বু জিঙ্গ ইয়া!"*

"আপনার ক্লায়েট, স্যার, ইনি চাইনীজ ভাষা জানেন," ড্রাইভার ডেভিডের দিকে ঘুরলো। "স্যার, আপনি তো শুনলেনই, মিঃ সঙ আপনার বৃফকেস সঙ্গে রাখাতে আপত্তি করছেন।"

"এটা আমার হাত থেকে কোথাও যাবে না," বললো ডেভিড।

"তাহলে কোনো লেনদেনেরও প্রশ্ন ওঠে না," নিঁখুত ইংরেজিতে বললো উ সঙ।

"কেন? আপনার লোক এটা চেক করে দেখেছে। এর ভেতরে কোনো অস্ত্র নেই। আর যদি থাকেও তাহলে এটা খুলে অস্ত্র বের করার আগেই আমি মেঝেতে লুটিয়ে পড়বো।"

"প্লাস্টিক?" বললো উ সঙ। "কথা রেকর্ড করার জন্যে তৈরি প্লাস্টিক মাইক্রোফোন আছে যাতে মেটালের পরিমাণ এতো কম থাকে যে, তা স্ক্যানারে ধরা পড়ে না।"

"আপনি একজন সন্দেহবাতিক লোক।"

"যেমনটা আপনার দেশের লোকেরা বলে থাকে, দেশ থেকে এই অভ্যাসটিও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন দেখছি।"

"আপনার ইংরেজিতে বেশ ভালো আর যথেষ্ট উন্নত।"

"কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম, ব্যাচ সেভেনটি-থ্রি।"

"মেজর করেছিলেন কি অস্ত্রশস্ত্রের উপর?"

"না, মার্কেটিংয়ে।"

"আইয়া!" আর্তনাদ ক'রে উঠলো পাক-ফেই, কিন্তু ততোক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। ওয়েব আর উ সঙের এই ছোট্ট কথপোকথনের মধ্যে কয়েকজন গার্ড রুমের ভেতর ঢুকে ড্রাইভারের আর ডেভিডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

জেসন বর্ন দ্রুত সরে গিয়ে তার আক্রমণকারীর হাতটি ধরে ঘুরিয়ে ফেললো।

BanglaBook.org

তারপর এক ঝটকায় সেটা উল্টো দিকে মোচড় দিয়ে লোকটিকে বাধ্য করলো মেঝেতে শুইয়ে পড়তে। এরপর তার মাথায় এ্যাটাচি কেসটা দিয়ে সজোরে আঘাত করলো সে। বর্নের এই সব কৌশলগুলো আবার ফিরে আসতে শুরু করেছে। লোকটি মেঝেতে পরে অজ্ঞান হয়ে গেলো। এটা দেখে তার সঙ্গী রেগেমেগে ড্রাইভারকে মেঝেতে ফেলে দিয়ে ওয়েবের দিকে ছুটে এলো।

ওয়েব অ্যাটাচি কেসটা নামিয়ে রেখে আচম্‌কা সরে দাঁড়িয়ে ডান পা'টা তুলে ছুটে আসা লোকটির তলপেটে লাথি বসালো। লোকটি কুঁজো হয়ে চিৎকার করতে লাগলো। ওয়েব সঙ্গে সঙ্গে তাকে আরেকটা লাথি মেরে মেঝেতে ফেলে দিয়ে তার জুতোর ডগা দিয়ে লোকটির থুতনির ঠিক নীচে গলাটা চেপে ধরলো। ঠিক মতো শ্বাস নিতে পারছে না লোকটি, সে একহাত দিয়ে তার তলপেট ধরে অন্য হাত দিয়ে তার গলা বাঁচানোর চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে। প্রথম গার্ডটি আবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে; বর্ন দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার বুকে হাটু দিয়ে সজোরে আঘাত করলে গার্ডটি বেশ কিছুটা দূরে ছিটকে পড়লো একটা ডিসপ্লে কেসের নীচে। সোনেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকলো।

স্বল্পবয়সী সেই অস্ত্র ব্যবসায়ী হতভম্ব হয়ে গেছে। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না সে, যা দেখেছে তা তার কল্পনার সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে যেনো। প্রথম দিকে সে আশা করেছিলো তার গার্ডগুলো ঠিকই ঘুরে দাঁড়াবে, পুরো ব্যাপারটা ভালোভাবে সামলে নেবে। কিন্তু হঠাৎ ক'রে তার উপলব্ধি হলো সেটা হয়তো আর সম্ভব হবে না, ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সে দৌড়ে প্যানেল দরজাটির দিকে এগিয়ে গেলো, কিন্তু ওয়েব খুব সহজেই তাকে ধরে ফেললো। পেছন থেকে তার কাঁধ ধরে জোরে টান দিয়ে ছেড়ে দিলে উ সঙ ঘুরতে ঘুরতে মেঝেতে ছিটকে পড়লো। একবার দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও শেষপর্যন্ত পড়েই গেলো। দু'হাত জড়ো করে ক্ষমা চাইতে আরম্ভ করলো সে।

"দয়া ক'রে থামুন! আমাকে মারবেন না! আমি অসুস্থ হয়ে যাই! আপনার যা দরকার আপনি নিতে পারেন!"

"মারলে কি হয়ে যান?"

"বললোাম তো, অসুস্থ হয়ে যাই।"

"আপনি এসব করলেন কেন?" প্রশ্ন করলো ডেভিড।

"কাস্টমারদের দাবি পূরণ করাই আমার কাজ, আর কিছু না। আপনার যা যা দরকার নিয়ে যান, কিন্তু প্লিজ, আমাকে মারবেন না।"

ওয়েব ড্রাইভারের দিকে এগিয়ে গেলো, সে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। সারাটা মুখ বেয়ে রক্ত পড়ছে তার।

"আমি যা নেবো তার জন্যে উপযুক্ত দামও দেবো," অস্ত্র ব্যবসায়ীকে বললো ওয়েব। এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে ড্রাইভারকে উঠতে সাহায্য করলো সে। "তুমি ঠিক আছো তো?"

"আপনাকে অনেকট কষ্ট পেতে হলো, স্যার," জবাব দিলো পাক-ফেই, তার

BanglaBook.org

হাত কাঁপছে, চোখে ভয়ের ছাপ।

"তোমার কোনো দোষ নেই, উ সঙ সেটা জানে, তাই না উ?"

"কিন্তু আমিই তো আপনাকে এখানে এনেছি," জোর দিয়ে বললো ড্রাইভার।

"কিছু জিনিস কেনার জন্যে," সাথে যোগ করলো ডেভিড। "তাই যা হয়েছে ভুলে যাও, আর এখনই এই দু'জনকে বেঁধে ফেলো। পর্দাগুলো কাজে লাগাও। সেগুলোকে ছিড়ে চিকন ক'রে দড়ি হিসেবে ব্যবহার করো।"

পাক-ফেই একবার উ সঙের দিকে তাকালো। "আরে মহান খৃস্টান, সে যা বলছে তাই করো," আর্তনাদ করলো উ সঙ। "তা না হলে সে আমাকে পেটানো শুরু করবে! পর্দাগুলো নিয়ে ওদেরকে বেঁধে ফেলো বোকাচোদা কোথাকার।"

প্রায় মিনিট তিনেক পরে ওয়েব তার হাতে দেখতে অদ্ভুত একটি আগ্নেয়াস্ত্র তুলে নিলো, ভারি কিন্তু বড় নয়। অত্যাধুনিক অস্ত্র, সামনে লাগানো সিলিন্ডারটি সাইলেন্সার হিসেবে কাজ করে, গুলি করলে শুধু ভোতা একটা শব্দ হবে, আর কিছু না। অল্প দূরত্বে এর নিশানা নিখুঁত। নয় রাউন্ড গুলি আঁটে এটাতে, মুহূর্তের মধ্যে ক্লিপ লাগানো এবং খোলা যায়। গুলি করার ক্ষমতা একটি ম্যাগনাম ৩৫৭-এর সমান, ওজন মাত্র কোল্ট ৪৫-এর মতো। "অসাধারণ," হাত বাঁধা গার্ডগুলোর দিকে তাকিয়ে বললো ওয়েব।

"এটা কে ডিজাইন করেছে? কোথায় তৈরি হয়েছে?"

"বৃস্টলের একজন লোক। সে বুঝতে পেরেছিলো যে কোম্পানির হয়ে সে কাজ করে তারা তাকে কখনও এই অস্ত্রের যথার্থ মূল্য দেবে না। তাই সে আন্তর্জাতিক চোরা বাজারে এটা বিক্রি করে দিয়েছে।"

"আপনার কাছে?"

"না, আমি ইনভেস্ট করি না, আমার কাজ বিক্রি করা, কনসাইনমেন্ট হিসেবে মাল নিয়ে থাকি।"

"ওহ্, ভুলে গিয়েছিলাম, আপনার কাজ তো শুধু ক্লায়েন্টদের দাবি পূরণ করা।"

"একদম ঠিক।"

"তা তুমি কাকে টাকা দাও?"

"সিঙ্গাপুরের একটি অ্যাকাউন্টে আমাকে টাকা পাঠাতে হয়, তাছাড়া আর কিছু জানি না। আমি সুরক্ষিত। আমার কোনো বিপদ হবে না।"

"বুঝলাম। এটার দাম কতো?"

"নিয়ে নিন, আমার পক্ষ থেকে গিফ্‌ট হিসেবে নিন।"

"আপনি নোংরা, আর আমি নোংরা লোকদের কাছ থেকে গিফ্‌ট নেই না।"

উ সঙ ঢোক গিললো। "লিস্টে এর দাম ধরা হয়েছে ৮০০ আমেরিকান ডলার।"

ওয়েব তার বাম পকেট থেকে মানিব্যাগ বের ক'রে আটটি ১০০ ডলারের নোট গুণে অস্ত্র ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দিলো। "পুরো দাম চুকিয়ে দিলাম," বললো

BanglaBook.org

ডেভিড। এরপর পাক-ফেইর দিকে ঘুরলো। "একে বেঁধে ফেলো। কোনো চিন্তা কোরো না, বেঁধে ফেলো!"

"যেমনটা বলছে তেমনটা কর্, ইডিয়েট।"

"তারপর এই তিনজনকে বাইরে নিয়ে যাও। বিল্ডিংয়ের যেখানে গাড়িটা রাখা আছে সেদিকে।"

"জলদি করো!" আর্তনাদ করলো সং। "সে রেগে যাচ্ছে!"

চার মিনিট পরে উ সঙ আর তার গার্ড দু'জন হেলতে দুলতে দরজার বাইরে দুপুরের কড়া রোদের মধ্যে বের হলো, ভিক্টোরিয়া হার্বারের পানিতে সেই আলো প্রতিফলিত হয়ে তাদের চোখে লাগছে। তাদের হাটু আর হাত পর্দার ছেড়া কাপড় দিয়ে বাধা, যে কারণে তারা ঠিকমতো হাটতে পারছে না। যাতে কোনো শব্দ না করতে পারে তাই গার্ড দু'জনের মুখে কাপড়ও গুজে দেয়া হয়েছে। উ সঙের মুখ বাধার দরকার পড়ে নি, কারণ সে এতোই ভয় পেয়েছে যে মুখ খুলতে পারবে না।

রুমে একা ডেভিড, হাত থেকে অ্যাটাচি কেসটা নামিয়ে রেখে ডিসপ্লেগুলোর সামনে দিয়ে দ্রুত হাটতে লাগলো আর ডিসপ্লেগুলো পড়তে পড়তে এগোলো। অবশেষে যা খুঁজছিলো সেটা পেয়ে গেলো সে। তার আগ্নেয়াস্ত্রটির হাতল দিয়ে বাড়ি মেরে তালাটি ভাঙলো। ভেতরে আছে টাইমার গ্রেনেড, একেকটা ২০পাউন্ড বোমার সমান কাজ করতে পারে।

সে ছয়টি গ্রেনেড বের করে প্রত্যেকটির ব্যাটারির চার্জ চেক্ করলো। কিন্তু সে এসব কিভাবে করতে পারছে? সে কিভাবে জানে কোথায় কি দেখতে হয়, কি টিপতে হয়? যেভাবেই জানুক না কেন, সে জানে। হাত ঘড়িতে সময় দেখে নিলো ডেভিড। প্রত্যেকটি গ্রেনেডের টাইমার ঠিক করে দৌড়ে প্রত্যেকটি ডিসপ্লে কেসের উপর একটি ক'রে গ্রেনেড ফেলতে লাগলো। তার হাতে একটি গ্রেনেড আছে, সামনে বাকি আছে দুটো ডিসপ্লে কেস। তারপর হঠাৎ সে উপরে তাকিয়ে 'নো স্মোকিং' সাইনটা দেখে সন্দেহের দানা বাঁধলো। যে প্যানেল ডোর দিয়ে উ সঙ ঢুকেছিলো সেটার দিকে এগিয়ে গেলো সে। দরজা খুলতেই যেমনটা সন্দেহ করেছিলো ঠিক তেমনটা দেখতে পেলো—একটি আন্ডারগ্রাউন্ড স্টোরেজ। তার হাতের শেষ গ্রেনেডটি সেখানে ছুড়ে মারলো।

ওয়েব আবার তার ঘড়ি দেখলো, অ্যাটাচি কেসটা হাতে তুলে নিয়ে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এলো সে। পার্কা করা ডাইমলার গাড়িটির দিকে এগোতে লাগলো যেখানে পাক-ফেই বন্দীদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে কিছু বলে চলেছে।

"এদেরকে ওদিকে নিয়ে যাও," ওয়েব নির্দেশ দিলো, হার্বারের দিকে পানি থেকে সামান্য উপরের একটি পাথরের দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললে উ সঙ ওয়েবের দিকে তাকালো।

"কে আপনি?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"সময় হয়ে গেছে।" ওয়েব আবার তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অস্ত্র ব্যবসায়ীর দিকে এগিয়ে গেলো। উ সঙকে টেনে একটু পাশে নিয়ে এলো যাতে পাশের কেউ

BanglaBook.org

তাদের কথা শুনতে না পায়।

"আমি জেসন বর্ন," নির্বিকারভাবে কথাটা বললো ডেভিড।

"জেসন ব-!" প্রাচ্যদেশীয় লোকটি কথাটা শেষ করতে পারলো না, ফুটো থেকে হাওয়া বের হয়ে গেলে বেলুন যেভাবে চুপসে যায় তার মুখও সেভাবে চুপসে গেলো।

"আর যদি প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আপনি অন্য কারো, যেমন আমার ড্রাইভারের ক্ষতি করেন, তাহলে আমি আবার ফিরে আসবো, আর আমি জানি আপনাকে কোথায় পাওয়া যাবে।" এক নিঃশ্বাসে ওয়েব কথাগুলো বলে একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলো। "আপনি সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, উ। আপনার কিছু দায়িত্বও আছে। নিশ্চয়ই আপনাকে কিছু প্রশ্ন করা হবে, কিন্তু একেবারে মিথ্যে বলতে হবে না। যদিও আমার মনে হয় আপনি বেশ ভালো মিথ্যে বলতে পারেন। যদি বলেন আমাদের সামনাসামনি দেখা হয়েছে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। যদি বলেন আমি আপনার জিনিস চুরি করেছি, তাতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু যদি আমার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেন, তাহলে ফলটা ভালো হবে না, বেঘোরে প্রাণ হারাবেন।"

উ সঙ বরফের মতো জমে গেলো, সে তাকিয়ে আছে ওয়েবের দিকে, তার নীচের ঠোঁট কাঁপছে। ডেভিড এবার পাক-ফেই আর গার্ড দু'জনের দিকে ঘুরলো। "যেমনটা তোমাকে বলছি তেমন করো, পাক-ফেই," বললো সে। "এদেরকে দেয়ালের কাছে নিয়ে যাও, আর বলো নীচু হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়তে। আরো বলবে তাদের দিকে পেছন থেকে বন্দুক তাক্ ক'রে আছি আমি। যতোক্ষণ না আমরা গাড়ি ড্রাইভ ক'রে গেটের দিকে যাচ্ছি ওরা যেনো না ওঠার চেষ্টা করে।"

ড্রাইভার অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাইনীজ ভাষায় বন্দী তিনজনকে নির্দেশ দিতে বাধ্য হলো। উ সঙ সবার আগে হাটতে শুরু করলো। ওয়েব ডাইমলার গাড়ির ভেতর উঁকি মেরে দেখে পাক-ফেই'কে চিৎকার ক'রে বললো, "চাবিগুলো ছুড়ে দাও! জলদি!"

ডেভিড শূন্যে ছুড়ে দেয়া চাবিগুলো খপ্ ক'রে ধরে সাথে সাথে ড্রাইভিং সিটে বসে ইঞ্জিন চালু করলে দিলো। উ সঙ আর তার গার্ড দু'জন মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ডেভিড ইঞ্জিন চালু রেখে গাড়ি থেকে বের হয়ে এলো। সে গাড়ির পেছন দিয়ে দৌড়ে ড্রাইভারের পাশের ফ্রন্ট সিটের দরজার কাছে আসলো। তার হাতে রয়েছে সদ্য কেনা সাইলেন্সার লাগানো নতুন অস্ত্রটি।

"ভেতরে ঢোকো, গাড়ি চালাও!" পাক-ফেইকে চিৎকার ক'রে বললো সে। "জলদি করো!"

ড্রাইভার দ্রুত গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লে ডেভিড বন্দীদের থেকে অল্প দূরে পর পর তিনটি গুলি করলো, ফলে রাস্তার থেকে কিছু সিমেন্ট ছিটকে তাদের গায়ে লাগলো। এতেই কাজ হলো; তিনজনই ভয়ে গড়াগড়ি ক'রে দেয়ালটির আরো কাছে চলে গেলে সামনের সিটে বসলো ওয়েব।

BanglaBook.org

"চলো!" সে কথাটা বলে শেষবারের মতো হাত ঘড়িতে সময় দেখে নিলো, তার অস্ত্র এখনও জানালার বাইরে বন্দী তিনজনের দিকে তাক্ করা আছে।

ডাইমলারটি ছুটে বের হয়ে ডান দিকে মোড় নিয়ে মঙ্গককের ডুয়াল লেন হাইওয়ে দিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে চললো।

"গতি কমাও!" ডেভিড আদেশ করলো। "রাস্তার পাশে বালুর ওপরে পার্ক করো।"

"এ রাস্তার ড্রাইভারগুলো পাগল, স্যার। ওরা প্রচণ্ড জোরে ছোটে, কারণ ওরা জানে কিছু দূর গেলেই ওদের গাড়ি আর সহজে নড়বে না। এ রাস্তায় একবার নেমে পড়লে ফেরা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।"

"আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এমনটা হবে না।"

ঠিক তখনই এটা ঘটলো। এক এক ক'রে শোনা গেলো বিস্ফোরণের শব্দগুলো। তিন, চার, পাঁচ...ছয়। ধ্বংস হয়ে গেলো সেই গুদাম ঘরটি, আগুনের শিখা আর কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী এলাকার যানবাহনগুলোর স্বাভাবিক চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করলো।

"এটা আপনার কাজ?" আর্তনাদ করে উঠলো পাক-ফেই, তার মুখ হা হয়ে গেছে, চোখ কোটর ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেনো।

"আমি তো সেখানেই ছিলাম, নাকি!"

"আমরা সেখানে ছিলাম, স্যার! আমার খবর আছে! *আইয়া!*"

"না পাক-ফেই, তোমার কিছুই হবে না," বললো ডেভিড। "তোমার নিরাপত্তার বিষয়টি আমি নিশ্চিত করেছি, আমার ওপর আস্থা রাখো। উ সঙ আর কখনও তোমাকে দেখাই দেবে না। আমার মনে হয় সে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে চলে যাবে, হয়তো ইরানে গিয়ে মোল্লাদেরকে মার্কেটিং পড়াবে। তাছাড়া আর কী করার আছে তার।"

"কিন্তু কেন? আপনি এতো নিশ্চিন্ত হচ্ছেন কিভাবে, স্যার?"

"সে একেবারে শেষ হয়ে গেছে। 'কনসাইনমেন্ট' নিয়ে ব্যবসা করতো সে, যার মানে হচ্ছে মাল বিক্রি হলে তাকে টাকা পরিশোধ করতে হয়। বুঝতে পারছো?"

"কিছুটা, স্যার।"

"তার আর কোনো মালই অবশিষ্ট নেই, কিন্তু এগুলো তো সে বিক্রি করতে পারে নি।"

"স্যার?"

"তার প্যানেল ডোর দিয়ে ভেতরে গেলে ডিনামাইট আর প্লাস্টিক বিস্ফোরকের সংগ্রহশালা দেখতে পাই। জিনিসগুলো পুরনো ব'লে সে ডিসপ্লেতে রাখে নি।"

"স্যার?"

"আমার কাছে কোনো সিগারেট নেই। পাক-ফেই, আমাকে এখনই কাউলুনে ফিরতে হবে।"

BanglaBook.org

গাড়িটি সিম শা সুই'র ভেতর ঢুকতেই ওয়েবের চিন্তায় ছেদ পড়লো, কারণ ড্রাইভার পাক-ফেই বারবার তার দিকে তাকাচ্ছে।

"কি হয়েছে?" সে প্রশ্ন করলো।

"আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, স্যার? শুধু বুঝতে পারছি আম প্রচণ্ড ভয় পেয়েছি।"

"আমি যা বললোাম তা তোমার বিশ্বাস হয় নি, তাই তো? তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই!"

"ব্যাপারটা তা নয়, স্যার। আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ আমি নিজ চোখে দেখেছি আপনি কি করতে পারেন, আর আমি উ সঙের চেহারাও দেখেছি যখন আপনি তার সাথে কথা বলছিলেন। আমার মনে হয় আমি আপনাকে ভয় পাচ্ছি যদিও আমার আপনাকে ভয় পাওয়া উচিত নয় কারণ আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু উ সঙের চোখ দুটোকে আমি ভুলতে পারছি না। সেখানে ছিলো শুধু ভয়, মৃত্যুর ভয়। আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না আপনাকে।"

"এতো ভেবো না," তার নিজের পকেট থেকে ম্যানিব্যাগ বের করতে করতে বললো ডেভিড। "তুমি কি বিবাহিত, পাক-ফেই? কিংবা তোমার কোনো গার্লফ্রেন্ড আছে? অথবা বয়ফ্রেন্ড? মানে সেরকম কিছু?"

"আমি বিবাহিত, স্যার। আমার দুটো সন্তান আছে, যারা বেশ ভালোই কাজ করছে। তারা আমাদের সাহায্য করে।"

"খুব ভালো। বাড়িতে যাও, তোমার স্ত্রীকে, চাইলে সন্তানদেরকেও তুলে নাও, পাক-ফেই। তাদেরকে এই গাড়িতে নিয়ে নতুন কোনো এলাকায় চলে যাও, অনেক মাইল পাড়ি দাও। তুয়েন মুন বা ইউয়েন সঙ-এ থেমে ভালো খাবার খেয়ে নেবে, তারপর আরো কিছুক্ষণ ড্রাইভ করবে। তাদেরকে নিয়ে এই গাড়িতে ফুর্তি করো।"

"স্যার?"

"একজন ঝিয়াও জিন," হাতে টাকা নিয়ে বললো ওয়েব। "ইংরেজিতে আমরা বলে থাকি নির্দোষ মিথ্যা যা বললে কারো কোনো ক্ষতি হয় না। আসলে আমি চাই এই গাড়ির মাইলেজ এমন হোক যা থেকে প্রমাণ হয় যে, তুমি সারা দিন আর সারা রাত আমাকে নিয়ে কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় ঘুরেছো।"

"কোন্ কোন্ জায়গায়?"

"তুমি মিঃ ক্রুয়েটকে নিয়ে প্রথমে লো ইয়ু'তে যাও, তারপর পাহাড়ি পথ ধরে লোক মা চউ'তে গিয়েছো।"

"ওগুলো তো সব চেকপোস্টের জায়গা।"

"হ্যা, আমি জানি," ডেভিড সম্মতি জানিয়ে তিনটি ১০০ ডলারের নোট বের করলো। "তোমার এসব মনে থাকবে তো? মাইলেজের ব্যাপারটি ঠিকমতো সামলাতে পারবে?"

"অবশ্যই, স্যার।"

BanglaBook.org

ওয়েব আরো একটি ১০০ ডলারের নোট বের করলো। "আর তুমি কি এটা বলতে পারবে আমি লোক মা চউ'তে গাড়ি থেকে নেমে প্রায় ঘণ্টাখানেক সেখানকার পাহাড়ি পথে হেটে বেড়িয়েছি।"

"যদি চান তো বলবো দশ ঘণ্টা হেটে বেড়িয়েছেন।"

"এক ঘণ্টার কথা বললেই হবে।" ডেভিড ৪০০ ডলার ড্রাইভারের চকচক করা চোখের সামনে মেলে ধরলো।

"আর তুমি যদি আমার শর্তগুলো না মানো তবে কিন্তু আমি অবশ্যই টের পেয়ে যাবো।"

"আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, স্যার!" এক হাতে গাড়ির হুইল আর অন্য হাতে ডলারগুলো নিয়ে চিৎকার ক'রে বললো পাক-ফেই। "আমি আমার স্ত্রী, সন্তান, এমনকি পারলে আমার শ্বশুর-শ্বাশুড়িকেও উঠিয়ে নেবো। এই যে দৈত্যটা আমি চালাই, তাতে বারো জনের মতো লোক আঁটে। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ!"

"স্যালিসব্যারি রোড থেকে দশ রাস্তা দূরে আমাকে তুমি নামিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওই এলাকা থেকে বের হয়ে যাবে। আমি চাই না কাউলুনের কেউ এই গাড়ি দেখতে পাক।"

যেমনটা ধারণা করা হয়েছিলো, ৫টা ২মিনিটে অস্থির লিয়াঙ্গ রিজেন্টের কাঁচের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো। আস্তে আস্তে সে উপস্থিত লোকগুলোকে একবার দেখে তারপর বামদিকে হাটতে শুরু করলে ওয়েব বাগানের ঝর্ণাগুলোর পেছনে নিজেকে আড়াল ক'রে তার পিছু নেয়ার জন্যে প্রস্তুত হলো। লিয়াঙ্গকে অনুসরণ ক'রে স্যালিসব্যারি রোড পর্যন্ত গেলো সে। হঠাৎ মাঝপথে থেমে ঘুরে তাকালো লিয়াঙ্গ।

অ্যাসিসটান্ট ম্যানেজারকে দেখে মনে হলো সে হঠাৎ তার গন্তব্যস্থল বদলে ফেলেছে। ডেভিড সাথে সাথে নিজেকে আড়াল করলো। তারপর ভিড়ের মধ্যে দিয়ে উঁকি দিতেই দেখলো লিয়াঙ্গ নিউ ওয়ার্ল্ড শপিং সেন্টারের ব্যস্ত প্রবেশপথ দিয়ে ভেতরে ঢুকছে। ওয়েবও সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়লো, তাড়াতাড়ি না এগোলে সে লিয়াঙ্গকে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলবে। হাত দুটো উঠিয়ে সামনের ভিড় সামলে দৌড়ে এগোতে থাকলে সে। কিন্তু লিয়াঙ্গকে দেখতে পাচ্ছে না। কোথায় গেলো সে? ডেভিড সামনের দিকে ছুটলো, অনেকের সাথে ধাক্কা খেলো; অবশেষে দেখতে পেলো লিয়াঙ্গকে! কিন্তু সে শুধু পেছন থেকে লিয়াঙ্গের মতো দেখতে, কালো সুট পরা একজনকে হার্বার ওয়াকওয়ের প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকতে দেখেছে। যদি এটা লিয়াঙ্গ না হয়ে থাকে তাহলে সে নিশ্চিত লিয়াঙ্গকে হারিয়ে ফেলেছে। সহজাত ক্ষমতা। জেসন বর্নের সহজাত ক্ষমতার উপর আস্থা রেখে সে এগিয়ে গেলো।

ওয়াকওয়ের প্রবেশপথ দিয়ে দৌড়ে ঢুকে পড়লো ওয়েব। ওয়াকওয়ে থেকে স্যালিসব্যারি রোডে যাওয়ার অন্য আর কোনো পথ নেই শুধু প্রবেশ পথটি ছাড়া। তার মাথায় প্রশ্ন জাগলো লিয়াঙ্গ এমন জায়গা বেছে নেবে কেন যেখান থেকে পালাবার কোনো পথ নেই? নিশ্চয়ই তাকে কেউ এ জায়গা বেছে নিতে বাধ্য

BanglaBook.org

করেছে! লোকটা যেই হোক না কেন, সে নিশ্চয়ই এটা আশা করে নি যে, লিয়াঙ্গকে অনুসরণ করা হতে পারে! এই মুহূর্তে এর চেয়ে ভালো কোনো যুক্তি ডেভিডের মাথায় আসলো না।

জেসন বর্নের চোখ মিথ্যা বলে নি। লোকটা লিয়াঙ্গই। কিন্তু যে জিনিসটা ওয়েবকে ধাঁধায় ফেলে দিলো তা হলো কাউলুনের হাজার হাজার পাবলিক টেলিফোনের মধ্যে লিয়াঙ্গ এই ভিড়ে অবস্থিত পে-ফোনটিই বেছে নিয়েছে। জায়গাটা খোলা, আর এ ফোনটি ব্যবহার করার পেছনে ওয়েব কোনো যুক্তিই খুঁজে পেলো না।

লিয়াঙ্গ তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুচরো পয়সা বের করলে হঠাৎ করেই যেনো বর্নের ভেতরের সত্তা তাকে আদেশ করলো, কোনোভাবেই লিয়াঙ্গকে ফোন করতে দেওয়া চলবে না। এটাই তার পরিকল্পনা, এই পরিকল্পনাই তাকে মেরির আরো কাছে নিয়ে যাবে। নিয়ন্ত্রণ তার হাতে থাকতে হবে, অন্যদের হাতে দেয়া যাবে না!

সে দৌড়াতে শুরু করলো সোজা পে-ফোনের বুথের দিকে। সে চেঁচাতে চাইলো কিন্তু বুঝলো এই হট্টগোলের মধ্যে তার চিৎকার শোনা যাবে না। তাকে আরেকটু কাছে যেতে হবে।

অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার ডায়াল করছে।

"লিয়াঙ্গ!" ওয়েব গর্জন ক'রে উঠলো। "ফোনটা রাখো! যদি বাঁচতে চাও তো ফোনটা কেটে দাও, আর ওখান থেকে বের হয়ে আসো!"

চাইনীজ ঘুরে দাঁড়াতেই তার মুখ ভয়ে শক্ত হয়ে গেলো। "তুমি!" ভয়ে সে চিৎকার ক'রে বললো। পিছিয়ে যেতে লাগলো সে। "না...না! এখন না! এখানে না! এখানে না!" গুলির শব্দ হঠাৎ পানির ওপর বয়ে যাওয়া বাতাসের শব্দকে ছাপিয়ে উঠলে আশেপাশের লোকগুলো ভয়ে চিৎকার ক'রে ছুটোছুটি শুরু ক'রে দিলো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

"আইয়া!" গুলিগুলো ফুটপাতের পাশে টেলিফোন বুথের দেয়াল ফুটো ক'রে বেরিয়ে যেতেই লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো লিয়াঙ্গ। ওয়েব একটু নীচু হয়ে হামাগুঁড়ি দেয়া লিয়াঙ্গের দিকে এগোতে থাকলো, তার ডান হাতে রয়েছে পকেট থেকে বের করা শিকারী ছুরিটা। "এটা করবেন না! আরে, করছেন কি?" চেঁচিয়ে উঠলো লিয়াঙ্গ। ডেভিড হাঁটু গেঁড়ে বসলো, তার কলার ধরে ছুরিটি ঠিক তার থুতনির নীচে চেপে ধরলে ছুরির চাপে চামড়া কেটে কিছুটা রক্ত গড়িয়ে পড়লো।

"নাম্বারটা দাও! এখনই।"

"আমাকে কিছু করবেন না! কসম কেটে বলছি, আমি জানতাম না ওরা আপনার জন্য ফাঁদ পেতেছে!"

"ফাঁদটা আমার জন্য না, লিয়াঙ্গ," এক নিঃশ্বাসে বললো ওয়েব। "ফাঁদটা পাতা হয়েছে তোমার জন্য।"

"আমার জন্য? আপনি পাগল হয়ে গেছেন! তা কি ক'রে হয়?"

"কারণ তুমি জানো আমি এখানে, তুমি আমাকে দেখেছো, আমার সাথে কথা বলেছো। তুমি ওদেরকে ফোনও করেছো, তাই তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার আর কোনো প্রয়োজন ওরা দেখছে না।"

"কিন্তু কেন?"

"তোমাকে একটা টেলিফোন নাম্বার দেয়া হয়েছে। তুমি তোমার কাজ ক'রে ফেলেছো, এখন ওরা এমন কোনো সাক্ষী রাখতে চায় না যা দিয়ে ওদেরকে ট্রেস্ করা যাবে।"

"তাতেও কিছু পরিস্কার হচ্ছে না!"

"হয়তো আমার নাম শুনলে সব পরিস্কার হয়ে যাবে। আমার নাম জেসন বর্ন।"

"হায় ঈশ্বর...!" ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো লিয়াঙ্গ, তার চেহারা হলুদ হয়ে গেছে, তার চোখ যেনো চশমা ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসতে চাইছে, সে মুখ হা ক'রে ডেভিডের দিকে তাকিয়ে রইলো।

"তুমি ওদের সূত্র," বললো ওয়েব। "সুতরাং তুমি মরেছো।"

"না, না!" চাইনীজ লোকটি মাথা দুলিয়ে বললো। এ হতে পারে না! আমি আর কাউকে চিনি না, শুধু নাম্বারটা জানি! নাম্বারটা নিউ ওয়ার্ল্ড সেন্টারের একটা ফাঁকা অফিসের," লিয়াঙ্গ জবাব দিলো। "টেলিফোনটা একটা অস্থায়ী লাইন নিয়ে সদ্য বসানো হয়েছে। নাম্বারটা হচ্ছে থৃ-ফোর, ফোর-জিরো, ওয়ান! আমাকে ছেড়ে দিন, মিঃ বর্ন! জিশুর দোহাই, আমাকে মারবেন না!"

"যদি এখানে আমার জন্যে ফাঁদ পাততে তুমি তাহলে রক্ত শুধু তোমার থুতনিতে লেগে থাকতো না, সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তো...থৃ-ফোর, ফোর- জিরো, ওয়ান?"

BanglaBook.org

"হ্যা, ওটাই!"

"নিউ ওয়ার্ল্ড সেন্টার তো আমাদের হোটেলটার পাশেই অবস্থিত, তাই না?"

"হ্যা, ওটাই!" লিয়াঙ্গ ওয়েবের দিক থেকে চোখ সরাতে পারছে না, সে চোখ বন্ধ ক'রে ফেললো, তার চোখ বেয়ে পানি পড়ছে। "আমি আপনাকে দেখি নি! জিশুর পবিত্র ক্রসের কসম, আমি এটাই বলবো!"

"তোমাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি হংকংয়ে না, ভ্যাটিকানে আছি।" ওয়েব মাথা ঘুরিয়ে আশেপাশে একবার দেখে নিলো। ওয়াকওয়ের সব আতঙ্কিত লোকগুলো উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে। গুলির শব্দ শুনে অনেকে শুয়ে পড়েছিলো, অনেকে আবার ভিড়ের ধাক্কায় পড়েই গিয়েছিলো। এখন সবাই হুড়োহুড়ি ক'রে স্যালিসব্যারি রোডের দিকে ছুটতে শুরু করেছে।

"তোমাকে ঠিক এখান থেকেই ফোন করতে বলা হয়েছিলো? তাই না?" আবার লিয়াঙ্গের দিকে তাকিয়ে বললো ডেডিভ।

"হ্যা, স্যার।"

"কেন? তারা কোনো কারণ বলেছিলো?"

"হ্যা, স্যার।"

"তোমার চোখ খোলো।"

"হ্যা, স্যার," লিয়াঙ্গ চোখ খুললো ঠিকই, কিন্তু তার দৃষ্টি আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। "তারা বলেছিলো সুট নাম্বার ছয়-নয়-শূন্য'তে যে গেস্ট আসছে তার ওপর তাদের আস্থা নেই। সে চাপ প্রয়োগ ক'রে আমাকে দিয়ে মিথ্যেও বলাতে পারে। তাই যখন আমি তাদের সাথে ফোনে কথা বলবো, তারা আমাকে যাতে দেখতে পারে... মিঃ বর্ন না, দুঃখিত! মিঃ কুয়েট, আমি সারাদিন ধরে আপনার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। তারা আমাকে ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করছিলো, জানতে চাইছিলো আমি কখন এখান থেকে তাদেরকে ফোন করবো। আমি তাদেরকে বারবার বলেছি, আপনি এখনও এসে পৌছান নি। আমি আর কি করতে পারতাম? আপনাকে আমি আসলে সাবধান ক'রে দিতে চাইছিলাম, আপনি তো জানেন, আমি কতোবার আপনার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি, এটা থেকেই আমার কথার সত্যতা প্রমাণ হয়, হয় না?" পাঠাগার ডট নেট থেকে সংগৃহিত।

"তোমার কথায় শুধু প্রমাণ হয় তুমি একটা গাধার বাচ্চা।"

"আমি এ কাজের জন্য মানানসই নই।"

"তাহলে কেন করছিলে এসব?"

"টাকার জন্য, স্যার। আমার স্ত্রী আছে, পাঁচজন সন্তান আছে। ওদের জন্যে।"

"সন্তানদের নাম বলো।"

"তাদের নাম হলো...ওয়াঙ্গ, ওয়াঙ্গ শো..."

"অনেক হয়েছে!" বললো ডেডিভ। *"নি বুলি রেন!* তুমি মানুষ না, তুমি একটা শুয়োর! ভালো থেকো, যতোক্ষণ ওরা তোমায় ভালো থাকতে দেয়।"

ওয়েব তার পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তার চোখ পড়লো বাম দিকের

BanglaBook.org

ওপরের জানালাগুলোর দিকে। জেসন বর্নের দৃষ্টিতে কোনো খাঁদ নেই, জানালায় কেউ নেই এখন। ডেভিড ছুটতে থাকা মানুষের ভিড়ের মধ্যে দৌড়ে ঢুকে পড়ে স্যালিসব্যারি রোডের দিকে পা বাড়ালো।

নাথান রোডের সংকীর্ণ, ব্যস্ততম জায়গাটিকে ফোন করার জন্য বেছে নিলো সে। বাম হাতে ফোনটা ধরে আর ডান কানে আঙুল দিয়ে চেপে রাখলো যাতে আরও সুষ্ঠুভাবে শোনা যায়।

"কে?" একটি পুরুষ কণ্ঠে জবাব এলো।

"বর্ন বলছি, আর আমি পরিষ্কার ইংরেজিতেই কথা বলবো। আমার স্ত্রী কোথায়?"

"*ওয়াডি টিয়ান আহ্!* তারা বলে তুমি আমাদের ভাষাও বিভিন্ন ভঙ্গিতে বলতে পারো।"

"সেটা অনেকদিন আগের কথা, তাছাড়া আমি সবকিছু পরিস্কারভাবে বুঝতে চাই, কোনো ভুল বোঝাবুঝি চাই না। আমি আমার স্ত্রীর ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলাম!"

"লিয়াঙ্গ তোমাকে এই নাম্বার দিয়েছে?"

"সে দিতে বাধ্য হয়েছে।"

"তাকেও কি মেরে ফেলেছো?"

"তুমি কি ভেবেছিলে আমি বোকার মতো ওই সুটে গিয়ে উঠবো? আমি ওকে বাধ্য করেছি আমাকে অন্য রুম দেয়ার জন্যে। আমাদেরকে অনেক লোক কথা কাটাকাটি করতে দেখেছে। ওকে মারলে অনেক গুজব রটতো। যথেষ্ট হয়েছে। আমার স্ত্রীর কথায় ফেরা যাক!"

"এ ধরণের তথ্য জানার মতো সৌভাগ্য আমার হয় নি।"

"তাহলে এমন কাউকে ফোনটা দাও যে এসব জানে। এখনই!"

"তুমি অন্যদের দেখা পাবে যারা এ বিষয়ে যথেষ্ট খবর রাখে।"

"কখন?"

"আমরা তোমার সাথে যোগাযোগ করবো। তুমি কোন্ রুমে আছো?"

"আমিই তোমাদেরকে আবার ফোন করবো। তোমাকে পনেরো মিনিট সময় দিচ্ছি।"

"তুমি আমাকে আদেশ করছো?"

"আমি জানি তোমাকে কোথায় পাওয়া যাবে, কোন্ জানালার পাশে কোন্ অফিসে তুমি ব'সে আছো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি তোমার একশো গজের মধ্যে পৌঁছে যেতে পারি। কিন্তু তুমি জানো না আমি কোথায় আছি, আমাকে কোথায় খুঁজতে হবে?"

"আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না।"

"আমাকে পরখ করেই দেখো। তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছো না, কিন্তু আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, তোমার হাতে পনেরো মিনিট আছে, আর যখন তোমাকে

BanglaBook.org

ফোন করবো, আমি যেনো আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শুনতে পাই।"

"সে এখানে নেই!"

"যদি আমি জানতাম যে, সে তোমার সাথে আছে, তাহলে এতোক্ষণে তুমি লাশ হয়ে যেতে। তোমার মাথা আমি ছুরি দিয়ে কেটে আলাদা ক'রে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিতাম। আর যদি তোমার মনে হয় আমি বাড়িয়ে বলছি তাহলে এমন কারো সাথে কথা বলো যে আমার সম্পর্কে জানে, আমার সাথে কাজ করেছে।"

"আমি চাইলেই তোমার বউকে হাজির করতে পারি না, জেসন বর্ন!" ভীতসন্ত্রস্ত কণ্ঠে জবাব দিলো লোকটি।

"তাহলে এমন কোনো নাম্বার দাও যেটা দিয়ে তার সাথে কথা বলতে পারি। না হলে গলাকাটা লাশ হতে বেশি সময় লাগবে না। শুধু পনেরো মিনিট।"

ওয়েব লাইন কেটে দিয়ে তার মুখের ঘাম মুছলো। সে কাজটা করেছে। তার মস্তিষ্ক আর মুখের শব্দগুলো জেসন বর্নের স্মৃতির কোটরে অস্পষ্টভাবে থাকা দৃশ্যগুলো এখন বাস্তবে পরিণত হতে শুরু করেছে। ডেভিডকে তার ভেতরের মানুষটির ওপর আস্থা রাখতে হবে, সেটাই তার একমাত্র পথ।

ওয়েব লোকগুলোর ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে ডান দিকে মোড় নিলো। সিম শা সুই'র গোল্ডেন মাইল এলাকাটি রাত্রিকালীন আমোদ প্রমোদের আয়োজনের জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করেছে। সে এখন হোটেলে ফেরত যেতে পারে, অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার যদি একটুও সত্যি কথা বলে থাকে তাহলে এতোক্ষণে সে পালিয়েছে, হয়তো তাইওয়ানের কোনো ফ্লাইট ধরেছে। ওয়েব সাবধানে হোটেলে ঢুকবে, তার জন্য ওরা লবিতে অপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু তার মনে হয় না কেউ থাকবে, কারণ নিউওয়ার্ল্ড সেন্টারের অফিসটা তাদের মূল ঘাঁটি নয়, আর ফোনের সেই লোকটিও যোগাযোগের একটা মাধ্যম মাত্র। তার উপর সে নিজের প্রাণ নিয়ে শঙ্কায় পড়েছে।

নাথান রোড থেকে প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে তার শ্বাস নেয়ার গতি কমে এলো, বেড়ে গেলো হৃদয়ের ধুকপুকানি। আর মাত্র বারো মিনিট পরেই সে মেরির কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে। মেরির কণ্ঠস্বর শোনার জন্য সে কাতর হয়ে আছে। মেরির কথাগুলোই তাকে শান্ত রাখতে পারে।

"তোমার পনেরো মিনিট শেষ," বিছানার কিনারে ব'সে বললো ওয়েব।

"ফাইভ-টু, সিক্স-ফাইভ, থ্রি নাম্বারে কল করো।"

"ফাইভ?" ডেভিড এক্সচেঞ্জটি ধরতে পারলো। হংকংয়ের নাম্বার, তার মানে মেরি হংকংয়ে আছে, কাউলুনে নয়।

"তাকে এখনই সরানো হবে।"

"ওর সাথে কথা বলা শেষ ক'রে আমি তোমাকে আবার ফোন করবো।"

"তার কোনো দরকার হবে না, জেসন বর্ন। ওখানে আমাদের দক্ষ লোকেরা আছে, তারা তোমার সাথে কথা বলবে। আমার কাজ শেষ, তুমি আমার কথা ভুলে যেতে পারো এখন।"

BanglaBook.org

"এতো সহজে নয়। তুমি যখন ওই অফিস থেকে বের হবে তখন তোমার ছবি তোলা হবে, তুমি সেটা টেরও পাবে না। ভালো থেকো।" ওয়েব লাইন কেটে দিয়ে নতুন নাম্বারটিতে ডায়াল করলো। রিং হচ্ছে!

"হ্যালো?"

"বর্ন বলছি। আমার স্ত্রীকে ফোনটা দাও।"

"যেমন আপনার ইচ্ছে।"

"ডেভিড?"

"তুমি ঠিক আছো তো?" ডেভিড আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

"হ্যা, ডার্লিং। শুধু একটু ক্লান্ত। তুমি ঠিক আছো তো—"

"ওরা তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে নি তো? তোমার গায়ে হাত দেয় নি তো?"

"না, ডেভিড, বরং বেশ ভালো ব্যবহারই করছে। কিন্তু তুমি তো জানো মাঝে মাঝে আমি খুব ক্লান্ত হয়ে যাই। মনে আছে, আমরা যেবার জুরিখে গিয়েছিলাম, তুমি ফ্রাউমুনস্টার আর মিউজিয়াম দেখতে চেয়েছিলে, আমরা লিমাট নদীতে নৌ ভ্রমণ করতে বের হয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম আমি এসবের জন্য প্রস্তুত নই?"

জুরিখে তারা কখনও ছুটি কাটাতে যায় নি। শুধু দুঃস্বপ্নে ভরা একটি ভয়ানক রাতের স্মৃতি আছে তাদের। তারা দু'জনেই সেখানে তাদের প্রাণ হারাতে বসেছিলো। মেরিকে ধর্ষণের চেষ্টাও করা হয়েছিলো সেখানে। নিশ্চয়ই মেরি ইশারায় তাকে কিছু বলার চেষ্টা করছে।

"হ্যা, আমার মনে আছে।"

"আমাকে নিয়ে চিন্তা কোরো না, ডেভিড। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি এখানে এসে গেছো! তারা আমাকে কথা দিয়েছে, আমরা খুব শিগগিরই মিলিত হবো। এটা ঠিক প্যারিসের সময়টার মতো, ডেভিড। তোমার মনে আছে যখন আমি ভেবেছিলাম আমি তোমাকে হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু তুমি আমার কাছে ফিরে এসেছিলে আর আমরা দু'জন সুন্দর সবুজ গাছের সারি ধরে, আমার প্রিয় গাছগুলো—"

"সময় শেষ, মিসেস ওয়েব," একটা পুরুষ কণ্ঠ বাধা দিয়ে বললো। "নাকি মিসেস বর্ন, কোন্‌টা বলবো," লোকটি সরাসরি ফোনে কথাটা বললো।

"ভাবো ডেভিড, আর সাবধানে...?" পেছন থেকে মেরির কথাটা শোনা গেলো।

"টিঙ্গ ঝি!" লোকটি চেঁচিয়ে উঠে চাইনীজে কাউকে আদেশ করলো। "ওকে নিয়ে যাও! ও ইনফরমেশন দেয়ার চেষ্টা করছে। জলদি। ওকে কথা বলতে দেবো না!"

"ওকে কোনোভাবে আঘাত করলে তোমাকে পস্তাতে হবে," বরফের মতো শীতল কণ্ঠে বললো ডেভিড।

"তুমি তোমার স্ত্রীর মুখেই শুনেছো। তাকে বেশ আরামেই রাখা হয়েছে, তার

BanglaBook.org

কোনো অভিযোগ নেই।"

"তার কথা স্বাভাবিক লাগছিলো না! নিশ্চয়ই তোমরা কিছু করেছো যা সে বলতে পারছে না।"

"এটা টেনশনের লক্ষণ, মিঃ বর্ন। আর সে শুধু ইশারায় তার লোকেশান বলার চেষ্টা করছিলো, ভুলভাবে। সে ঠিকভাবে বললেও কিছু হতো না, কারণ তাকে এখনই অন্য অ্যাপার্টমেন্টে সরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আর জানোই তো, হংকংয়ে এ রকম লাখ লাখ অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। আমরা বিনা কারণে তার কোনো ক্ষতি করতে পারি না। তাতে আমাদের কোনো লাভ নেই। একজন বিশিষ্ট তাইপান তোমার সাথে দেখা করতে চাইছে।"

"ইয়াও মিঙ্গ?"

"তোমার মতো তারও অনেক নাম আছে। তার সাথে হয়তো তুমি কোনো বোঝাপড়ায় আসতে পারবে।"

"তা আসতেই হবে, না হলে সে মরবে আর তার সাথে তোমরাও।"

"আমি জানি তুমি বাড়িয়ে বলো না, জেসন বর্ন। তুমি আমার এক নিকট আত্মীয়কে হত্যা করেছিলে, লানটাউ'তে, আশা করি তোমার মনে আছে।"

"এতো রেকর্ড রাখার সময় আমার নেই। ইয়াও মিঙ্গ কখন দেখা করবে?"

"আজ রাতে।"

"কোথায়?"

"তোমার বোঝা উচিত, তাকে অনেকে চেনে। তাই আমরা একটি বিশেষ জায়গায় কাজটা করতে চাইছি।"

"জায়গাটা কি আমি ঠিক করবো?"

"প্রশ্নই ওঠে না। আমাদেরকে জোর কোরো না। তোমার স্ত্রী এখনও আমাদের কাছে আছে।"

ডেভিড বুঝতে পারলো সে নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করেছে। "জায়গার নাম বলো," সে বললো।

"ওয়াল্ড সিটি। আমরা ধরে নিয়েছি তুমি জায়গাটা চেনো।"

"হ্যা, পৃথিবীর সবচে নোংরা বস্তি, এতোটুকুই আমি মনে করতে পারছি। রাতে কখন?"

"অন্ধকার হওয়ার পরে, কিন্তু দোকানগুলো বন্ধ হওয়ার আগে। সাড়ে ৯টা থেকে পৌনে দশটার মধ্যে।"

"এই ইয়াও মিঙ্গকে খুঁজে পাবো কিভাবে যদিও বুঝতে পারছি তার নাম ইয়াও মিঙ্গ না।"

"ওখানকার খোলা বাজারের প্রথম ব্লকে একজন মহিলাকে দেখতে পাবে, সে যৌনশক্তি বর্ধক হিসেবে সাপের নালীসহ বিভিন্ন অংশ বিক্রি করে, দেখবে বেশিরভাগই কোবরা সাপ। তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে সবচেয়ে বড়টা কোথায়। সে-ই তোমাকে বলে দেবে কোন্ পথে হাটতে হবে, কোন্ রাস্তায় যেতে

BanglaBook.org

হবে। তারপর তুমি সেই লোকটির দেখা পাবে।"

"আমি হয়তো সেখানে ঢুকতেই পারবো না। সাদা চামড়ার লোকেদের সেখানে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয় না।"

"কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। তবুও আমি অনুরোধ করবো চকমকে কাপড় বা জুয়েলারি না পরতে।"

"জুয়েলারি?"

"যদি তোমার কোনো দামি ঘড়ি থাকে তাহলে সেটা পড়বে না। ওরা তোমার কব্জি কেটে ঘড়ি নিয়ে যাবে। বুঝেছো?"

"উপদেশের জন্য ধন্যবাদ।"

"আরো একটা উপদেশ আছে। ইয়াও মিঙ্গের সাথে জোড়াজুড়ি করতে যেও না, কিংবা জেসন বর্নের বিশেষ ক্ষমতাগুলোর প্রদর্শন কোরো না। কারণ বাড়াবাড়ি করলে তোমার স্ত্রী মারা পড়বে।"

"এই উপদেশটির কোনো দরকারই ছিলো না।"

"জেসন বর্নের ক্ষেত্রে সবকিছুরই দরকার আছে। তোমার উপর নজর রাখা হবে।"

"সাড়ে ন'টা থেকে পৌনে দশটা," ওয়েব কথাটা বলেই ফোনটা রেখে দিয়ে বিছানা থেকে উঠে জানলা দিয়ে হার্বারের দিকে তাকালো। এর মানে কি? মেরি তাকে কি বলার চেষ্টা করছিলো?

...তুমি তো জানোই মাঝে মাঝে আমি ক্লান্ত হয়ে যাই।

না, সে এটা জানতো না। তার স্ত্রী অত্যন্ত শক্তসামর্থ্য মহিলা, সে কখনও ক্লান্ত হওয়ার কথা বলে না। মেরি উল্টাপাল্টা বকে সময় নষ্ট করার মতো মেয়ে নয়। সে কি বোকার মতো প্রলাপ বকছিলো?...*এটা ঠিক প্যারিসের সময়টার মতো, ডেভিড। সেই সুন্দর গাছের সারি ধরে মনোরম রাস্তায় আমরা...*

না, প্রলাপ হতে পারে না। নিশ্চয়ই এর কোনো বিশেষ অর্থ আছে। কিন্তু সেটা কি? মনোরম রাস্তা? প্রিয় গাছ? সে কোনো কিছুর মানেই বুঝতে পারছে না! কিন্তু তার বোঝা জরুরি! তার ভেতরের মানুষটি হঠাৎ তাকে বললো যা বুঝতে পারছো না তা নিয়ে সময় নষ্ট কোরো না, আরো অনেক কাজ করতে হবে। ঠিক, এমনি এমনি সে তার শত্রুর পাতা ফাঁদে পা ফেলতে পারে না, তাকে কিছু পূর্ব প্রস্তুতি তো নিতেই হবে। তাকে নিজের কিছু চাল তৈরি করতে হবে। লোকটা বলছিলো ঝকমকে আর উজ্জ্বল কাপড় চোপড় না পড়তে...সে এমনিও কখনও এ ধরণের কাপড় পড়ে না, কিন্তু এখন সে এমন কিছু করবে যা সম্পূর্ণ তার বিপরীত...সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

ডাইমলার গাড়ি থেকে নামার পর ডেভিড হোটেল পেনিনসুলাতে গিয়ে আরেকটি রুম বুক করলো। তার অ্যাটাচি কেসটি হোটেলের সেফ ডিপাজিটে রাখলো ক্যাকটাসের দেয়া তৃতীয় জাল পাসপোর্টটির নাম অনুযায়ী। লোকগুলো তাকে খুঁজলে রিজেন্ট হোটেলে ব্যবহার করা নামে খুঁজবে; সেটা ছাড়া তাদের হাতে

BanglaBook.org

আর কোনো সূত্র নেই।

অল্প কিছু জামাকাপড় ফ্লাইট ব্যাগটিতে ঢুকিয়ে সে দ্রুত রুম থেকে বেরিয়ে বাইরের দিকের লিফ্‌ট দিয়ে সরাসরি রাস্তায় চলে এলো, তবে রিজেন্ট হোটেল থেকে চেক-আউট করলো না। কারণ সে চাইছিলো তার শত্রুরা তাকে ভুল জায়গায় খুঁজে সময় নষ্ট করুক।

পেনিনসুলাতে পুরোপুরি স্যাটেল করার পর সে কিছু সময় খাবার খেয়ে আর বাকি সময়টা বিভিন্ন জিনিস শপিং করার পেছনে ব্যয় করলো। সন্ধ্যা নামার পর সে ওয়াল্‌ড সিটিতে যাবে সাড়ে ন'টা বাজার আগেই। জেসন বর্ন এখন আদেশ করা শুরু করেছে আর ডেভিড ওয়েব তা পালন করছে।

নাম শুনে অনেকের মনে হবে ওয়াল্‌ড সিটি মানে দেয়ালের শহরে বুঝি বিরাট বিরাট ইস্পাত আর পাথরের দেয়াল দিয়ে গড়ে উঠেছে, কিন্তু বাস্তবে তা নয়। সারি সারি কতোগুলো নীচু ফ্ল্যাটের সামনের রাস্তাটি ধরে যে ঘিঞ্জি খোলা বাজার গড়ে উঠেছে তাই ওয়াল্‌ড সিটি। এর চারদিকে অগোছালোভাবে উঠে দাঁড়িয়েছে অসংখ্য দোকানপাট আর ভাঙাচুরা ঘরবাড়ি। যাতায়াতের জন্য এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে থাকা অন্ধকার গলিগুলোর সামনে ভিখারী আর অর্ধনগ্ন বেশ্যারা কাস্টমার ধরার চেষ্টা করছে।

গলিগুলোর কোথাও কোথাও সংকীর্ণ সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলা-তিনতলার ভাঙাচোড়া ফ্লাটগুলোতে। ওপরের এসব ঘিঞ্জি ছোটো রুমগুলোই নারকোটিকস আর যৌন ব্যবসার মূলকেন্দ্র। এসব কিছুই পুলিশের আওতার বাইরে। সব ক'টা রাজনৈতিক দলের মৌন সম্মতিতেই চলছে ওয়াল্‌ড সিটির নৈশ ব্যবসা। কলোনির খুব অল্প মানুষেরই সাহস আছে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার। তাই যেমনটা চলছে চলুক না, এতে কার কি এসে যায়? অদ্ভুত এ বাজারটির একদম মাথায় একটি শক্ত সমর্থ মহিলা কাঠের তৈরি পীড়াতে ব'সে তার মোটা পা দুটো ফাঁক ক'রে ব'সে আছে। সাপের চামড়া ছিড়ছে আর ভেতর থেকে নালীগুলো টেনে বের করছে সে, তার ভারি ডান পায়ের নীচে নিথর দেহে চাপা পড়ে আছে একটি কিং কোবরা, সামনের উপচে পরা মানুষের ভিড় আর হৈচৈয়ের শব্দ তাকে স্তম্ভিত ক'রে ফেলছে। মহিলার ডানে বায়ে বেশ কয়েকটি ব্যাগের ভেতরে আঁটকে থাকা সাপগুলো হিস্‌হিস্‌ শব্দে ব্যাগের গায়ে বার বার ঠোকর মারছে, যেনো তাদের বন্দীদশার প্রতিবাদ জানাচ্ছে তারা।

লম্বা বাজারটির অপর প্রান্তে একপাশ থেকে লোকটি বেরিয়ে এসে রাস্তায় উপচে পড়া ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো। লোকটির পরনে সস্তা, ঢিলেঢালা, বাদামী রঙের সুট, ট্রাউজারটা বেশ ঢোলা আর কোটটা অনেক লম্বা। মাথায় কালো রঙের গরম কাপড়ের চওড়া চীনা হ্যাটটি তার মুখের অনেকাংশই ঢেকে রেখেছে। লোকটা বিভিন্ন দোকানের এটা সেটা জিনিস হাতে নিয়ে দেখছে, দামাদামি করছে আর ধীরগতিতে সামনে এগোচ্ছে। পকেট থেকে টাকা বের ক'রে সে কিছু একটা কিনেও ফেললো। তার আচার আচরণ, চলাফেরার ভঙ্গি থেকে তাকে বাজারের আর

BanglaBook.org

পাঁচটা লোক থেকে আলাদা করা কঠিন। যে কেউ তাকে এ এলাকার লোক ভেবেই ভুল করতে পারে। লোকটি ধীরে ধীরে সেই সাপের নালী নিয়ে ব্যস্ত থাকা শক্ত সমর্থ মহিলাটির দিকে এগিয়ে গেলো।

"সবচেয়ে বড়টা কোথায়?" জেসন বর্ন চাইনীজে জিজ্ঞেস করলো, তার চোখ নিথর পড়ে থাকা কোবরাটির দিকে।

"তুমি আগে এসে গেছো," জবাব দিলো মহিলাটি। "অন্ধকার হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তুমি একটু আগেই এসে গেছো।"

"আমাকে আগে আসতে বলা হয়েছে। তুমি কি তাইপানের দেয়া নির্দেশকে সন্দেহ করছো?"

"ও ব্যাটার মতো তাইপান আমি ঢের দেখেছি!" মহিলাটি ক্যান্টোনিজ ভাষায় তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করলো। "ও ব্যাটা যা চাইছে তাই হোক, এতে আমার কি। আমার পেছনে যে সিঁড়িটা দেখছো ওটা ধরে নামাও, তারপর বাম দিকের প্রথম গলিটায় যাবে। পনেরো কি বিশ মিটার দূরে একটা মাগি দাঁড়িয়ে আছে। ওই মাগি একজন সাদা লোকের জন্য অপেক্ষা করছে, সাদা লোককে সেই তাইপানের কাছে নিয়ে যাবে... তুমি কি সাদা চামড়ার লোক? এই অল্প আলোয় আমি তোমার চেহারাটা দেখতে পারছি না, তোমার কাপড় চোপড় দেখে তোমাকে বিদেশী মনে হয় না, আর তোমার চাইনীজও বেশ ভালো।"

"আমার জায়গায় তুমি থাকলেও বিদেশীদের মতো জামা পরে আসতে না। সেই ভুল বাচ্চা খুকিও করবে না!"

"সাহেবদের কাছে অনেক পয়সা থাকে! তোমার কাছে কি পয়সা আছে?"

"না, তা নেই!"

"তুমিই মিথ্যা বলছো। সাদা আদমিরা পয়সার ব্যাপারে হাজারটা মিথ্যা বলতে পারে।"

"বেশ, আমি মিথ্যাই বলেছি। আশা করি তোমার সাপ এজন্য আমাকে কামড় মারবে না।"

"বোকা! এগুলো বুড়ো সাপ, আর এগুলোর কোনো দাঁত নেই। এগুলোই তো আমাকে পয়সা এনে দেয়! তুমি কি আমাকে পয়সা দেবে?"

"যদি কাজ করো তাহলে অবশ্যই দেবো।"

"*আইয়া!* তুমি এই বুড়ির শরীরের ওপর নজর দিয়েছো! তোমার ট্রাউজারের ভেতর যে কুড়াল আছে তা দিয়ে মাগিদের কোপাও, আমাকে রেহাই দাও, বাবা।"

"কোপাকুপি না, শুধু কথাতেই হবে," বললো বর্ন। তার ডান হাতটি ট্রাউজারের পকেটে ঢুকে গেলো। একটি ইউ.এস ১০০ ডলারের নোট বের ক'রে তার হাতের তালুতে রেখে সাপ বিক্রেতার সামনে এমনভাবে তুলে ধরলো যাতে আশেপাশের লোকদের চোখে না পড়ে।

"*আইয়া-আইয়া!*" বিস্ময় প্রকাশ করলো মহিলাটি। তার হাত থেকে সাপটি পড়ে গেলো। সে নোটটির দিকে এগোলো।

BanglaBook.org

"আগের কাজের কথা," বর্ন বলতে লাগলো, "যেমনটা তুমি ভেবেছিলে আমি এখানকারই একজন, আমি চাই অন্যেরাও তাই ভাবুক। তোমাকে শুধু বলতে হবে সাদা চামড়ার সাহেব এখানে আসে নি। ঠিক আছে?"

"একদম ঠিক আছে! টাকাটা আমাকে দাও!"

"কাজটা হবে তো?"

"তুমি সাপ কিনতে এসেছিলে! সাপ! আর পাঁচজনের মতো! সাদা চামড়ার লোকের আমি কি জানি, সে এখানে কখনও আসে নি। এই নাও, এই নাও তোমার সাপ। এইবার মাগি লাগাতে যাও।" মহিলা নোটটা নিয়ে সাপের নালীগুলো একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে ডেভিডের হাতে দিয়ে দিলো।

বর্ন দ্রুত বার দু'য়েক কুর্ণিশ ক'রে মিলে গেলো ভিড়ের মধ্যে। রাস্তার ল্যাম্পের আলো থেকে বেশ কিছুটা দূরে অন্ধকার এক জায়গায় সে প্যাকেটটা ফেলে দিলো। ঘড়িতে সময় দেখলো : ৯টা ১৫; তাইপানের লোকেরা নিশ্চয়ই জায়গামতো টহল দেয়া শুরু করেছে। তাকে জানতে হবে ব্যাংকারের সিকিউরিটি কতোটা মজবুত, সিকিউরিটির কোথায় কোন্ ছেদ আছে। ডেভিড বুঝলো জেসম বর্ন নিয়ন্ত্রণ নেয়া শুরু করেছে। ব্যাংকারের রেখে যাওয়া সেই নোটটির কথা তার মনে পড়লো : স্ত্রীর বদলা স্ত্রী...জেসন বর্ন শুধু একটি শব্দ বদলাতে চায়। স্ত্রীর বদলা তাইপান।

ওয়েব অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলো। সিঁড়ির একপাশে হাটু গেঁড়ে বসা এক মহিলা টাকার বিনিময়ে তার ক্লায়েন্টকে যৌন সেবা প্রদান করছে, আর তার ক্লায়েন্ট মহিলার মাথার ওপরে কিছু টাকা ধরে দাঁড়িয়ে আছে; নেশাগ্রস্ত স্বল্পবয়সী এক যুগল অশালীনভাবে জড়াজড়ি করছে; অল্পবয়সী একটি ছেলে মারিজুয়ানার সিগারেট টানছে আর প্রসব করছে দেয়ালের গায়ে; পা-হীন পঙ্গু এক ফকির তার ভিক্ষার ঠেলাগড়িতে শুয়ে শুয়ে ডাক ছাড়ছে, *"বঙ্গ-গো। বঙ্গ-গো!"*

জেসন বর্ন পুরো জায়গাটি খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলো, যেনো এটি একটি যুদ্ধক্ষেত্র।

৯টা ২৪। ব্যাংকারের লোকগুলো তাদের নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাংকারের মাগিটা তার নিজের জায়গায় এসে দাঁড়ালো, বোতাম খোলা লাল উজ্জ্বল বর্ণের ব্লাউজটি কোনো রকমে তার ছোট স্তন জোড়া ঢেকে রেখেছে। তার কালো স্কার্ট তার উরু পর্যন্ত ওঠানো। তার কয়েক গজ পেছনেই এক চাইনীজ লোক রেডিওতে কি যেনো বললো, তারপর ইশারায় মাগিটাকে কিছু একটা ইঙ্গিত ক'রে দ্রুত সামনের দিকে হেটে চলে গেলো। ওয়েব থামলো, তার শরীর উত্তেজিত, তার পেছন দিয়ে কেউ দ্রুত পদক্ষেপে হেটে আসছে। আর একজন মধ্যবয়সী চাইনীজ তার পাশ দিয়ে হেঁটে সামনের দিকে গেলো। লোকটি কালো বিজনেস সুট-টাই আর ঝকঝকে পালিস করা জুতা পরে আছে। ইনি এখানকার বাসিন্দা হতে পারেন না, তার চোখেমুখে অনভ্যস্ততা আর বিরক্তিকতার মিশ্রিত ছাপ। মাগিটাকে অগ্রাহ্য ক'রে সে ঘড়িতে সময় দেখে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। সামনের আগোছালো দোতলা-তিনতলার কোনো ঘিঞ্জি ফ্ল্যাটেই সেই তাইপান তার জন্য

BanglaBook.org

অপেক্ষা করছে। বর্নকে শুধু খুঁজে বের করতে হবে কোন্ তলার কোন্ ফ্ল্যাটে সে অবস্থান করছে। তাইপান নিশ্চয়ই চমকে যাবে, ভড়কে যাবে পুরোপুরি। সে ভালোই ঝুঝতে পারবে কার বিরুদ্ধে সে ফাঁদ পেতেছে।

জেসন আবার তার কাজ শুরু করলো, এবার সে হাটতে শুরু করলো বদ্ধ মাতালের মতো; একটা পুরনো মান্দারিন লোকগীতির সুর গুণগুণ ক'রে গাইতে গাইতে দেয়াল ঘেষে, হেলে দুলে সেই পতিতার কাছে গেলো সে।

"আমার কাছে পাত্তি আছে, সুন্দরী," কথাগুলো অস্পষ্টভাবে চাইনীজে বললো। "আর তোমার যা আছে আমার তা চাই। কোথায় যাওয়া যায়, বলো তো?"

"কোথাও না, ভাগ্ এখান থেকে, মাতাল কোথাকার!"

"বঙ্গ-গো! সং বঙ্গ-গো!" সেই পঙ্গু ফকিরটি সামনে এগিয়ে এলো। "আরে এই মাতাল তো তোমার কাস্টমার, একে ভাগাচ্ছো কেন?"

"এই সস্তা মাতাল আমার কাস্টমার না, এ আমাকে বিরক্ত করছে, ডার্লিং। আমি অন্য লোকের জন্য অপেক্ষা করছি এখানে।"

"বিরক্ত করছে? তাহলে আমি এই হারামির ঠ্যাং কেটে ফেলবো!" ঠেলাগাড়ি থেকে একটা দা তুলে ধরে চেঁচিয়ে উঠলো বিকৃত শরীরের লোকটি।

"তোমার মাথা ঠিক আছে তো?" ইংরেজিতে চেঁচিয়ে উঠলো বর্ন, সে ফকিরটির বুকে কষে একটি লাথি মারলে ফকিরটি তার ঠেলাগাড়িসহ ছিটকে অপর দিকের দেয়ালের গায়ে ধাক্কা খেলো।

"দেশে আইন কানুন ব'লে কি কিছু নেই?" চেঁচিয়ে উঠলো ফকিরটি। "তুই একজন প্রতিবন্ধীর গায়ে হাত তুলেছিস! তুই একজন অসহায় প্রতিবন্ধীর টাকা লুট করেছিস!"

"তাই নাকি, তাহলে আমার বিরুদ্ধে কেস্ কোরো, কেমন," বর্ন বলেই মহিলাটির দিকে ঘুরলে ফকিরটি তার গাড়িতে ক'রে পাশের একটা গলির দিকে চলে গেলো।

"তুমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারো...," সেই পতিতা তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"তা তো তুমিও পারো," বললো বর্ন।

"তুমি চাইনীজেও কথা বলতে পারো, কিন্তু তুমি চাইনীজ নও।"

"হয়তো আমার মনটা চাইনীজ, আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম।"

"তুমিই সেই লোক?"

"হ্যা, আমিই।"

"আমি তোমাকে তাইপানের কাছে নিয়ে যাবো।"

"না, আমাকে শুধু বলো কোন্ সিঁড়ি দিয়ে আর কয় তলায় যেতে হবে।"

"আমাকে এরকম নির্দেশ দেওয়া হয় নি।"

"এগুলো তাইপানের নতুন নির্দেশ, তুমি কি তাইপানের নতুন নির্দেশকে অমান্য করতে চাও?"

BanglaBook.org

"নির্দেশে পরিবর্তন হলে তাইপানের হেডম্যান আমাকে বলতো।"

"কালো বিজনেস সুট পরা সেই ছোটোখাটো ঝোন গুয়ো রেন?"

"সে-ই আমাদেরকে সব নির্দেশ দেয়। তাইপানের হয়ে কাজ করার জন্যে সে-ই আমাদেরকে টাকা দেয়।"

"তাকে কে টাকা দেয়?"

"তা তুমিই ওকে জিজ্ঞেস করে নিও।"

বর্ন তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে ভাঁজ করা কয়েকটা নোট বের করলো। "তাইপান বলেছে তোমাকে কিছু বাড়তি টাকা দিতে যদি তুমি আমাকে সহযোগিতা করো। সে সন্দেহ করছে তার হেডম্যান বোধহয় তার সাথে বেঈমানী করছে।"

মহিলা দেয়ালে হেলান দিয়ে একবার বর্ন আরেকবার নোটগুলোর দিকে তাকালো। "আর যদি তোমার কথা মিথ্যে হয়—"

"আমি মিথ্যা বলতে যাবো কেন? তাইপান আমার সাথে দেখা করতে চায়, সেটা তুমিও জানো। তোমারই তো আমাকে তার কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা। সেই আমাকে এ ধরণের কাপড় পরতে বলেছিলো, এরকম আচরণ করতে বলেছিলো, তোমাকে খুঁজে বের করে তোমার কাছ থেকে তার লোকদের খবর বের করতে বলেছে আমাকে। যদি সে না বলতো তাহলে তোমার কথা আমি জানলাম কি ক'রে?"

"খোলা বাজারে তোমার সাথে একজনের দেখা করার কথা, সেখান থেকে...!"

"আমি সরাসরি এখানে এসেছি। আমি ওখানে যাই নি," তার নোটের তাড়ি থেকে কয়েকটা নোট বের ক'রে বললো বর্ন। "আমরা দু'জনেই তাইপানের জন্যে কাজ করছি। এই নাও, তাইপান তোমাকে এই নোটগুলো দিতে বলেছে, এখন তুমি যেতে পারো। কিন্তু তুমি ওই রাস্তার দিকে যাবে না।" সে নোটগুলো দিয়ে দিলো।

"তাইপান সত্যিই সজ্জন ব্যক্তি," নোটগুলো নিয়ে পতিতাটি বললো।

"কোন্ সিঁড়ি?" প্রশ্ন করলো বর্ন। "আর কয়তলায়?"

"ওদিকে," দূরের একটি দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত ক'রে জবাব দিলো মহিলাটি। "তৃতীয় সিঁড়িটি দিয়ে, দ্বিতীয় তলায়।"

"হেডম্যানের কথামতো গোপনে আর কে কে কাজ করছে? জলদি।"

"খোলা বাজারের সেই সাপ বিক্রেতা, উত্তর দিকের একজন চোরাই সোনার চেন বিক্রেতা আর পঁচা মাছ-মাংস বিক্রি করছে যে দোকানদার, তারাই।"

"খালি এই ক'জন?"

"হ্যা, এটাই আমাকে বলা হয়েছে।"

"তাইপানের সন্দেহই ঠিক। তার সাথে বেঈমানি করা হয়েছে। সে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবে।" বর্ন আরো একটি নোট বের করলো। "কিন্তু আমি আরেকটু নিশ্চিত হতে চাই, ওয়্যারলেস হাতে নিয়ে যে লোকটা কথা বলছে সে ছাড়া আর কয়জন লোককে হেডম্যান সাথে নিয়ে এসেছে?"

BanglaBook.org

"আর তিনজন, তাদের সাথেও ওয়্যারলেস আছে," বললো পতিতা, তার চোখ নোটের ওপর স্থির, তার হাত নোটটির দিকে একটু একটু ক'রে এগিয়ে আসছে।

"এই নাও, এখন তুমি বিদায় হও। ওপরের ওই রাস্তার দিকে এখন যাবে না, বুঝলে।"

মহিলা নোটটি নিয়ে দৌড়ে একটা গলির দিকে এগিয়ে গেলো, তার জুতার হিলের খট্ খট্ শব্দ হচ্ছে আর তার শরীরটা ডিম লাইটের আবছা আলোয় ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। বর্ন তার যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো তারপর ঘুরে দ্রুত ছুটে আবার সেই রাস্তায় উঠে এলো। তিনজন গার্ড আর একজন হেডম্যান। সে জানে তাকে কি করতে হবে, আর করতে হবে খুব দ্রুত। ৯টা ৩৫ বাজে। স্ত্রীর বদলা তাইপান।

সে প্রথম গার্ডটিকে খুঁজে পেলো এক মাছের দোকানদারের সাথে কথাবার্তায় ব্যস্ত অবস্থায়। তারা ইশারায় এবং চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে। উপচে পড়া মানুষের ঢল আর চিৎকার চেঁচামেচি এতোটাই অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সাধারণভাবে কথা বললে কিছুই শোনা যাবে না। বর্ন গার্ডের পাশের ভারি লোকটিকে বেছে নিলো; দৌড়ে গিয়ে সেই লোকটাকে জোরে ধাক্কা মারলে সে গিয়ে পড়লো গার্ডের উপর। গার্ড সামলে ওঠার আগেই জেসন হ্যাচকা টান দিয়ে তাকে পাশে সরিয়ে এনে তার গলায় শক্ত ক'রে ঘুষি মারলো। তারপর বিপর্যস্ত লোকটাকে ঘুরিয়ে তার কাঁধের ওপরে মেরুদণ্ডে সজোরে আঘাত করলো সে। অচেতন গার্ডকে তুলে নিয়ে তাকে বগলদাবা ক'রে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগোতে লাগলো আর তার মাতাল বন্ধুর মাতলামোর জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে থাকলো। লোকটিকে একটি ভাঙাচোড়া ফাঁকা দোকানের সামনে নিয়ে ফেলে তার ওয়্যারলেসটি কেড়ে নিয়ে আছাড় মেরে ভেঙে ফেললো।

তাইপানের দ্বিতীয় গার্ডটিকে বাগে আনতে তেমন কোনো কৌশলের দরকার হলো না। সে ভিড়-ভাট্টা থেকে দূরে থেকে ওয়্যারলেসে কথা বলতে ব্যস্ত। বর্ন তার দিকে এগিয়ে গেলে বর্নের আলুথালু পোশাক পরিচ্ছদ দেখে গার্ড ভয় তো পেলোই না উল্টো তাকে ফকির-টকির মনে ক'রে বসলো। হাত নেড়ে ইশারায় তাকে দূরে সরতে বললো গার্ডটি; জ্ঞান হারাবার আগে এটাই ছিলো তার শেষ অভিব্যক্তি। বর্ন খপ্ ক'রে তার হাত ধরে এক মোচড়ে লোকটার হাত ভেঙে ফেললো। চৌদ্দ সেকেন্ড পরে তাইপানের দ্বিতীয় গার্ডটিকে কোনো এক ডাস্টবিনে পড়ে থাকতে দেখা যাবে। বর্ন লোকটির ওয়্যারলেস সেটটি নালায় ফেলে দিলো।

তৃতীয় গার্ডটি সাপ বিক্রেতার সাথে কথা বলছে। বর্নকে খুশি করার জন্য মহিলা গার্ডকে কথায় ব্যস্ত রেখেছে। ওয়ার্ল্ড সিটির এই একটা গুণ, ঘুষ দিলে বিশ্বস্ত লোকের অভাব হয় না এখানে। গার্ড তার অটোমেটিকটি বের করলেও ব্যবহার করার সুযোগ পেলো না। জেসন দৌড়ে গিয়ে বুড়ো দাঁতহীন কোবরা সাপটি তুলে নিয়ে গার্ডের মুখে সেটা থেঁতলে দিলো। গলার নার্ভগুলো খুবই স্পর্শকাতর, এর ফাইবারগুলো শরীরের বিভিন্ন অংশের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে সেন্ট্রাল

BanglaBook.org

নার্ভাস সিস্টেমের সাথে সংযোগ করে। বর্ন অত্যন্ত নিপুণভাবে নার্ভে আঘাত হেনে আরো একবার তার মাতাল বন্ধুকে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেলো মাতলামির জেন্যে দুঃখ প্রকাশ করতে করতে। তাকে ফেলে রাখলো অন্ধকার এক কোণায়। ৯টা ৪০বাজে। এখন খালি বাকি আছে হেডম্যান।

দামি সুট আর পলিশ করা জুতো পরা ছোটোখাটো মধ্যবয়সী চাইনীজটি নাকে আঙুল চেপে রেখেছে। ভিড়ের মধ্যে থাকায় খাটো চাইনীজটিকে খুঁজে পেতে সমস্যা হলো। কিন্তু বর্ন নজর রাখলো সে কোন্ দিকে এগোচ্ছে, তারপর দ্রুত তার সামনে গিয়ে সে ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর চাইনীজটির তল পেটে জোরে লাথি মারলে সে পড়ে যেতে উদ্যত হলে জেসন তার বাম হাত দিয়ে তার কোমর ধরে তাকে আগলে ধরলো। ব্যাংকার সেজে থাকা এই চাইনীজকেও তার বাকি সঙ্গীদের কাছে ফেলে এলে জেসন বর্ন। ৯টা ৪৩।

বর্নের হাতে আর সময় নেই। সে দৌড়ে সেই চিপা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আবার সেই গলিগুলোর দিকে এগিয়ে গেলো। কাজের কাজ করেছে সে। সবগুলো গার্ডকে সরিয়ে দিয়েছে। স্ত্রীর বদলা তাইপান! সে সিঁড়ির কাছে গিয়ে মঙ্গকক থেকে কেনা তার অসাধারণ অস্ত্রটি বের করলো। প্রতিটি পদক্ষেপ অতি সাবধানতার সাথে ফেলে দোতলায় উঠে গেলো সে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মনে মনে প্রস্তুতি নিলো, বাম পা-টা উঁচিয়ে সজোরে লাথি বসালো পাতলা কাঠের দরজার উপর।

দরজাটা দড়াম ক'রে খুলে যেতেই সে লাফিয়ে পড়ে ডিগবাজি দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে তার অস্ত্রটি তাক্ করলো। তিনজন লোক অর্ধবৃত্তাকারে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের হাতে একটি ক'রে অস্ত্র, তার মাথায় তাক্ করা। তাদের পেছনে, সাদা সিল্কের সুট পরা বিশালদেহী এক চাইনীজ চেয়ারে ব'সে আছে।

সেই লোকটি তার গার্ডগুলোর দিকে সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো।

হেরে গেছে সে। বর্ন হিসেবে বিশাল ভুল করে ফেলেছে, আর এখন ডেভিড ওয়েবকে মরতে হবে। তার চেয়েও বেশি কষ্ট লাগছে এটা ভেবে যে, সে মারা যাবার কিছুক্ষণ পরে মেরিকেও মেরে ফেলা হবে। গুলি করলে করুক, ভাবলো ডেভিড। কিছুক্ষণের কষ্ট, তারপরই তো সবকিছু থেকে মুক্তি পাবে সে। তার মন থেকে কথাটা উচ্চারিত হলো : "গুলি করো! থেমে আছো কেন? গুলি করো!"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

"স্বাগতম, মি: বর্ন," গার্ডগুলোকে হাত নেড়ে পাশে সরতে ইশারা ক'রে বললো সাদা সিল্কের সুট পরা বিশালদেহী লোকটি। "অস্ত্রটা মাটিতে রেখে দূরে সরিয়ে দিন। বুঝতেই তো পারছেন তা ছাড়া আপনার আর কোনো উপায়ও নেই।"

ওয়েব গার্ড তিনজনের দিকে তাকালো; মাঝখানের চাইনীজটি তার অটোমেটিকের হ্যামার পিছনে টানলে ডেভিড তার অস্ত্রটি মাটিতে রেখে সামনে ঠেলে দিলো।

"আপনি আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন?" বর্ন জিজ্ঞেস করলো। পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর সাথে সাথে তার অস্ত্রটি কুড়িয়ে নিলো একজন গার্ড।

"হ্যা, কিন্তু ঠিক এভাবে না! আমার লোকগুলো কি মরে গেছে?"

"না। তারা আহত হয়েছে, তবে বেঁচে আছে।"

"অতুলনীয়। আপনি ভেবেছিলেন আমি এখানে একা থাকবো?"

"আমাকে বলা হয়েছিলো আপনি আপনার হেডম্যান আর তিনজন গার্ড সাথে নিয়ে ঘোরেন, ছয় জনের কথা জানতাম না। তিনজনই স্বাভাবিক মনে হয়েছিলো, ছয় জন নিয়ে ঘোরাটা চোখে পড়ার মতো।"

"এই লোকগুলো সবকিছু অ্যারেঞ্জ করার জন্য অনেক আগে এসেছে, আর একবারের জন্যেও এখান থেকে বের হয় নি তারা। তো আপনি ভেবেছিলেন আপনি আমাকে ধরে নিয়ে যেতে পারবেন, তারপর আপনার স্ত্রীর বিনিময়ে আমাকে ছেড়ে দেবেন?"

"এসব ব্যাপারে সে কোনো কাজেই আসবে না, তাকে যেতে দিন। সে আপনার কোনো ক্ষতি করবে না, তাকে ছেড়ে দিন। চাইলে আমাকে মেরে ফেলুন।"

"পি.জে!" বললো ব্যাংকার, তার গার্ড দুটোকে ফ্ল্যাট থেকে বের হওয়ার নির্দেশ দিলে তারা ঝুঁকে কুর্ণিশ করে দ্রুত রুম থেকে বের হয়ে গেলো। "শুধু এই লোকটি থাকবে," ওয়েবের দিকে ফিরে সে বললো। "আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক, তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে এ ইংরেজি ভাষার একটা শব্দও বোঝে না।"

"আপনি আপনার লোকদের যথেষ্ট বিশ্বাস করেন, দেখছি!"

"আমি কাউকেই বিশ্বাস করি না," লোকটি হাত বাড়িয়ে ডেভিডকে সামনের কাঠের চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করলো। তার হাতে স্বর্ণের রোলেক্স ঘড়ি, ডায়ালে আবার খাঁজকাটা ডায়মন্ড বসানো, যা তার শার্টের সোনার কাফলিংয়ের সাথে বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ।

"বসুন," সে আদেশ করলো। "এই ছোট্ট কনফারেন্সের আয়োজন করতে গিয়ে আমাকে অনেক ঘাম ঝড়াতে হয়েছে, অনেক পয়সা খরচ করতে হয়েছে।"

"আপনার লোক ফোনে বলেছিলো এ ধরণের জায়গায় দামি কিছু না পরে আসতে, আমার মনে হয় আপনি আপনার লোকের কথা শোনেন না!"

BanglaBook.org

"আমি এখানে একটা ঢোলা হাতাওয়ালা কাফতান পরে এসেছি, এগুলো লুকোনোর জন্য সেটাই যথেষ্ট ছিলো।"

"আপনিই তো ইয়াও মিঙ্গ?" ওয়েব বললো।

"হ্যা, এই নামটা আমি ব্যবহার করেছি। একজন বহুরূপীর অনেক ধরণের পরিচয় থাকে। আপনার তা বোঝা উচিত, আপনি নিজেও তো একজন বহুরূপী, মিঃ বর্ন।"

"আমি আপনার স্ত্রীকে মারি নি, আর তার মাঝে যে লোকটি ছিলো তাকেও না।"

"আমি তা জানি, মিঃ ওয়েব..."

"আপনি জানেন?" ডেভিড চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালে গার্ডটি এক পা এগিয়ে এসে অস্ত্রটা তার দিকে তাক্ করলো।

"আপনি বসুন তো," বললো ব্যাংকার। "আমার এই বিশ্বস্ত বন্ধুকে গুলি চালাতে বাধ্য করবেন না, সেটা আমার বা আপনার কারোর জন্যেই সুখকর হবে না!"

"আপনি জানেন আমি কিছুই করি নি, তা সত্ত্বেও আপনি আমাদের এতোবড় ক্ষতি করছেন!"

"বসে পড়ুন, প্লিজ।"

"আমার জবাব চাই," চেয়ারে বসে বললো ওয়েব।

"কারণ আপনিই আসল জেসন বর্ন। একটা কাজে আপনাকে এখানে আনা হয়েছে, আপনার স্ত্রীকে বন্দী করা হয়েছে আর তিনি আমাদের হাতে ততোক্ষণ বন্দী থাকবেন যতোক্ষণ না আপনি আমাদের কথা মতো কাজ করছেন।"

"আমি তার সাথে বলেছি।"

"আমি জানি আপনি বলেছেন। আমিই অনুমতি দিয়েছিলাম।"

"তার কথা শুনে তাকে স্বাভাবিক মনে হয় নি, সে অত্যন্ত শক্ত প্রকৃতির মেয়ে, সে সহজে ভেঙে পড়ে না। তাকে নিশ্চয়ই কিছু করা হয়েছে! তাকে কি ড্রাগস্ দেয়া হচ্ছে?"

"একদমই না।"

"সে কি আহত হয়েছে?"

"মানসিকভাবে হতে পারে। কিন্তু অন্য কোনোভাবে তাকে আঘাত করা হয় নি। তবে তাকে আঘাত করা হবে, মেরেও ফেলা হবে যদি আপনি আমাদের কথা না শোনেন। আপনাকে কি বোঝাতে পেরেছি?"

"তাহলে আপনিও বাঁচবেন না!"

"আসল বর্ন জেগে উঠেছে। খুব ভালো। আমিও তাই চাই।"

"কাজটা কি?"

"আপনার নাম ব্যবহার ক'রে কেউ আমাকে তাড়া ক'রে বেড়াচ্ছে," বলতে শুরু করলো তাইপান, তার কণ্ঠস্বরে একটা কঠিন ভাব। "সে শুধু আমার স্ত্রীকে

BanglaBook.org

মেরেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং সম্ভাব্য সবদিক দিয়েই আমাকে আক্রমণ ক'রে চলেছে। এই সন্ত্রাসী হলো নতুন জেসন বর্ন! সে আমার লোকদেরকে মারছে, অঢেল টাকার শিপমেন্টগুলো বোমা মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে, অন্য তাইপানদের হুমকি দিচ্ছে যাতে তারা আমার সাথে ব্যবসা করা বন্ধ ক'রে দেয়। হংকং, ম্যাকাও আর গভীর সমুদ্রে আমার যে সব শত্রু আছে তারাই তাকে কি দিয়ে এই কাজগুলো করাচ্ছে!"

"আপনার দেখছি অনেক শত্রু।"

"কারণ আমার লক্ষ্যও অনেক বড়।"

"আমাকে ঠিক কি করতে হবে খুলে বলুন। আমার স্ত্রী এখনও বেঁচে আছে আর আমি তাকে সম্পূর্ণ সুস্থভাবে ফেরত চাই। যদি তার কোনো রকম ক্ষতি হয়, তাহলে আপনি এবং আপনার এইসব পাণ্ডা আমার বিপক্ষে দাঁড়ানোর সুযোগই পাবে না।"

"হুমকি দেয়ার মতো জায়গায় আপনি নেই, মিঃ ওয়েব।"

"ওয়েব নেই," সম্মতি জানালো এশিয়া ও ইউরোপের এক সময়কার সবচেয়ে দুর্ধর্ষ লোকটি, কিন্তু বর্ন আছে।"

প্রাচ্যদেশীয় লোকটি জেসনের দিকে কঠোর চোখে তাকালো কিন্তু বর্নের চাহনির সামনে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলো না। "আপনার উগ্রতা আপনার ঔদ্ধত্যের সাথে বেশ মানানসই। আপনাকে কি করতে হবে তাই জানতে চাচ্ছেন তো? একদম পরিস্কার।" তাইপানের চেয়ারের হাতল শক্ত ক'রে চেপে ধরে জোরে একটি বাড়ি বসালো। হঠাৎই উত্তেজিত হয়ে উঠলো সে। "আমি আমার শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রমাণ চাই!" সে চেঁচিয়ে বললো। "আর তা পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে সেই প্রতারক জেসন বর্নকে এখানে ধরে আনা। আপনাকে সেই প্রতারককে ধরে আনতে হবে যে আপনার নাম ভাঙিয়ে খাচ্ছে! আমি তাকে সামনাসামনি দেখতে চাই, তাকে বোঝাতে চাই মৃত্যুভয় কি জিনিস। তাকে আমি তিলে তিলে মারতে থাকবো যদি না সে আমাকে সবকিছু খুলে বলে। তাকে আমার সামনে চাই, জেসন বর্ন!"

লোকটি হেসে জোরে জোরে শ্বাস টানলো, তারপর শান্তভাবে বলতে শুরু করলো। "শুধুমাত্র তারপরই আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে পারবেন।"

ওয়েব তাইপানের দিকে তাকালো। "আপনার কি ক'রে মনে হলো কাজটা আমি করতে পারবো?"

"আপনিই আসল বর্ন, আপনার চেয়ে ভালো শিকার ধরতে আর কে পারে। সে আপনাকে নিয়ে স্টাডি করেছে! আপনার পদ্ধতিগুলো, আপনার কৌশলগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। কিন্তু যতোই পর্যবেক্ষণ করুক না কেন, সে আপনাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। আপনিই তাকে খুঁজে বের করতে পারেন! আপনি আপনার নিজের তৈরি জালে তাকে জড়িয়ে ফেলুন!"

"মুখে বলা খুবই সহজ..."

"আপনাকে আমরা সাহায্য করবো। কিছু নাম আর তথ্য আপনাকে দেয়া

BanglaBook.org

হবে। আমি নিশ্চিত এরা এই নতুন জেসন বর্নের সাথে জড়িত।"

"এটা কি ম্যাকাও'র সেই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে?"

"কখনই না! লিজবোয়া হোটেলে যা ঘটেছিলো তা আমি সবার আড়ালে রাখতে চাই। আমি চাই না সেটা নিয়ে কোনো টানাহেঁচড়া হোক। এতে আমার নাম জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে।"

"আমার মনে হয় আপনি একটু আগে প্রমাণ চাইছিলেন—"

"হ্যা, আর সেটা তখনই সম্ভব হবে যখন আপনি সেই নকল বর্নকে এখানে ধরে আনবেন," চেঁচিয়ে বললো তাইপান।

"কিন্তু কাজটা মাঝখান থেকে শুরু না হলে, কোত্থেকে হবে—"

"এখানে, কাউলুনে। সিম শা সুই'র ক্যাবারের পেছনের একটি ঘরে পাঁচজনকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তাদের মধ্যে একজন ছিলো আমার মতোই তাইপান এক ব্যাংকার। আর তিনজন এতো প্রভাবশালী ব্যক্তি যে, গভর্নমেন্ট তাদের মৃত্যুর খবর গোপন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এমনকি আমিও তাদের পরিচয় জানতে পারি নি।"

"আর পঞ্চম ব্যক্তিটি কে ছিলো," জানতে চাইলো বর্ন।

"সে আমার হয়ে কাজ করতো। আমার হয়ে ওই মিটিংয়ে গিয়েছিলো। যদি তার জায়গায় আমি যেতাম তাহলে আপনার মিতা আমাকেও হত্যা করতো। আপনাকে এখান থেকে কাজ শুরু করতে হবে, এই সূত্র ধরেই এগোতে হবে, কাউলুনের সিম শা সুই। আমি আপনাকে দু'জন মৃত ব্যক্তির নাম দেবো আর এমন অনেক লোকের পরিচয় দেবো যারা আমার বর্তমান শত্রু। জলদি কাজে নেমে পড়ুন। লোকটিকে খুঁজে বের করুন যে আপনার নাম ব্যবহার ক'রে খুন করছে, তাকে আমার কাছে ধরে নিয়ে আসুন। আর একটি শেষ কথা, মিঃ বর্ন। যদি আপনি ভুল করেও আমার পরিচয় বের করার চেষ্টা করেন তো আমার নির্দেশ হবে খুবই স্পষ্ট, আর তার প্রতিপালন হবে সূক্ষ্ম এবং দ্রুত। সহজ কথায় আপনার স্ত্রী মারা যাবে।"

"তাহলে আপনিও বাঁচবেন না। নামগুলো দিন।"

"সেগুলো এই কাগজে আছে," সিল্কের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললো লোকটি। "এটা একটা পাবলিক স্টেনোগ্রাফার মান্দারিন ভাষায় টাইপ করেছে। কোনো নির্দিষ্ট টাইপ রাইটারকে ট্রেস্ করতে গেলে আপনি বোকামি করবেন।"

"আমি সময় নষ্ট করি না," কাগজটি হাতে নিয়ে বললো বর্ন। "হংকংয়ে কমপক্ষে ২০ মিলিয়ন টাইপ রাইটার রয়েছে।"

"কিন্তু আমার মতো লম্বা চওড়া তাইপান খুব বেশি নেই, তাই না?"

"কথাটা মাথায় থাকবে।"

"জানি, তা থাকবে।"

"আমি আপনার সাথে যোগাযোগ করবো কিভাবে?"

"আপনাকে করতে হবে না। কখনই না! এই মিটিংটার কথাও ভুলে যাবেন।"

BanglaBook.org

"তাহলে এই মিটিংটা হলোই বা কেন? এসবের মানে কি? পুরো ব্যাপারটা যদি ধাপ্পা হয়? আর আমি যদি সেই জাল বর্নকে ধরি, তাকে কোথায় নিয়ে আসবো? ওয়াল্ড সিটির এই সিঁড়িগুলোর কাছে?"

"আইডিয়াটা খারাপ না। তাকে নেশা জাতীয় কিছু খাইয়ে এখানে ফেলে রাখলে কেউ দেখবেও না।"

"আমাকে জীবন বাজি রেখে এই কাজ করতে হবে। আর তার যথার্থ মূল্যায়ন দরকার। আপনার কথার গ্যারান্টি কি?"

"গ্যারান্টি কিভাবে দিতে হবে?"

"প্রথমত, আমি আমার স্ত্রীর সাথে কথা বলতে চাই, এটা নিশ্চিত করতে যে, তার কোনো ক্ষতি করা হয় নি। আর দ্বিতীয়ত আমি তাকে দেখতে চাই রাস্তার একপাশ থেকে অপর পাশে যাচ্ছে, নিজ পায়ে, সম্পূর্ণ একা।"

"এটা কি জেসন বর্নের দাবি?"

"তারই দাবি।"

"বেশ। আমরা এখানে হংকংয়ে উন্নত টেকনোলজির ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলেছি, আপনার দেশের ইলেকট্রনিক্স ব্যবসার সাথে জড়িত কাউকে জিজ্ঞেস করলেই সেটা বলতে পারবে। ওই কাগজটার নীচে একটা ফোন নাম্বার দেয়া আছে। যখন আপনি ওই প্রতারককে আমাদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হবেন শুধুমাত্র তখনই ওই নাম্বারে ফোন করবেন আর 'স্বর্পরাণী' কথাটি বলবেন কয়েকবার—"

"মেডুসা," ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো জেসন বর্ন। "উড়ন্ত।"

তাইপান ভুরু কুঁচকালো, তার অভিব্যক্তি ভাবলেশহীন। "আসলে আমি ওই বাজারের মহিলার কথা বলছিলাম।"

"না, ঠিক আছে। বলে যান।"

"যা বলছিলাম, শব্দটা বেশ কয়েকবার বলতে থাকবেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত না একটা গৃক শব্দ শুনতে পাবেন। যাই হোক। ফোনটা শুধু তখনই করবেন যখন সেই প্রতারক আপনার হাতে থাকবে, আর ককে মিনিটের মধ্যে তাকে আমাদের হাতে হস্তান্তর করা যাবে। যদি এমনি এমনি আপনি বা অন্য কেউ এই নাম্বার আর কোড ওয়ার্ড ব্যবহার করেন তাহলে আমি ধরে নেবো লাইনটা ট্রেস করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আপনার স্ত্রীকে মেরে ফেলা হবে। একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলার লাশ সাগরের পানিতে ফেলে দেয়া হবে। আমি কি আপনাকে বোঝাতে পেরেছি?"

ঢোক গিললো ওয়েব, নিজের ভেতরের ভয়কে ঢেকে বরফ শীতল কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করলো বর্ন। "আপনার শর্ত বুঝতে পেরেছি। এবার আমারটা বুঝে নিন। আমি যখন ওই নাম্বারে ফোন করবো তখনই যেনো আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, কয়েক মিনিটের মধ্যে নয়, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই শুনতে চাই। আর যদি না শুনি, তাহলে যে-ই ঐ লাইনে থাকুক না কেন, সে নকল জেসন বর্নের মাথা গুলি ক'রে উড়িয়ে দেয়ার শব্দ শুনতে পাবে। আমি শুধু তিরিশ সেকেন্ড সময় দেবো।"

BanglaBook.org

"আপনার শর্তটা বুঝলাম, সেটা মেনে চলা হবে। আমার মনে হয় এই কনফারেন্স এখানেই শেষ করা প্রয়োজন, মিঃ বর্ন।"

"আমি আমার অস্ত্রটি ফেরত চাই, যে দু'জন গার্ড বাইরে গেছে তাদের একজন সেটা নিয়ে গেছে।"

"আপনি যাওয়ার সময় আপনাকে সে দিয়ে দেবে। তাকে সেই নির্দেশই দেয়া আছে।"

হংকংয়ের পাহাড়ি এলাকার ওপরে, ভিক্টোরিয়া পিক নামের জায়গাটিতে গড়ে উঠেছে উচ্চবিত্তদের আবাসস্থল। এখানে দেখা যায় প্রতিটি বাড়ির সাথে বাগান, আর রাস্তার পাশে সাজানো গোলাপের সারি। ধনী ব্যক্তিরা তাদের বাড়ির বারান্দা আর ছাদ থেকে দূরের হার্বারের দৃশ্য উপভোগ করে। বাড়িগুলোও আবার গোছানো আর সুবিন্যস্তভাবে সারি বেধে তৈরি করা হয়েছে। এরই মাঝে একটি বাড়ি আছে যা অন্য বাড়িগুলোর থেকে আলাদা। না, এর আকার আভিজাত্য বা সৌন্দর্যের জন্য নয়, বরং বাড়ির গেটে আর দেয়ালের পাশে ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র টহলদার লোকগুলোই একে অন্য বাড়িগুলো থেকে আলাদা করছে। এই টহলদার লোকগুলো আমেরিকান মেরিন।

এই জায়গাটি আমেরিকান কনসুলেট লিজ নিয়েছে। উদ্দেশ্য আমেরিকান গভর্নমেন্টের লোক বা কোনো আমেরিকান শিল্পপতি ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আসলে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনে তার কাজে সহায়তা করা। কনসুলেট এতোটুকুই জানে। কিন্তু আসলে এটি গোপন সব অপারেশন পরিচালনার জন্য হংকংয়ে তাদের হেডকোয়ার্টার। বিষয়টা এতোটাই গোপনীয় যে, এমনকি প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রাইম মিনিস্টারও এ ব্যাপারে সামান্যই জানেন। ভিক্টোরিয়া পিকের এই সম্পত্তিটি লিজ নেয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশ হয়ে গেলে বর্হিবিশ্বে এবং সুদূর প্রাচ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনার প্রচুর।

একটি ছোটো সিডান গাড়ি গেটটির সামনে এসে থামলে সাথে সাথেই গাড়িটির ওপরে শক্তিশালী ফ্লাড লাইটের আলো জ্বালানো হলো। তীব্র আলোয় ড্রাইভারের চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, সে হাত দিয়ে তার চোখ ঢাকার চেষ্টা করলো। দু'জন মেরিন গার্ড এগিয়ে এসে গাড়িটির দু'পাশে দাঁড়ালো, তাদের অস্ত্র নীচু করা।

"এতোদিনে তো গাড়িটি চিনে ফেলা উচিত ছিলো তোমাদের," বললো সাদা সিল্কের সুট পরা বিশালদেহী চাইনীজটি। জানালা দিয়ে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে সে।

"আমরা গাড়িটা ঠিকই চিনে ফেলেছি, মেজর লিন," জবাব দিল বাম দিকে দাঁড়ানো ল্যান্স কর্পোরাল। "শুধু নিশ্চিত হচ্ছি ভেতরের ড্রাইভারটিও ঠিক আছে কি না।"

"আমাকে তুলে আছাড় মারতে পারে এমন সাধ্য কার আছে?" ঠাট্টার সুরে বললো বিশালদেহী মেজর।

BanglaBook.org

"ম্যান মাউন্টেন ডিন, স্যার," জবাব দিলো ডান দিকে দাঁড়ানো মেরিনটি।

"ওহ্, মনে পড়েছে। সেই আমেরিকান রেসলার।"

"আমার দাদু প্রায়ই তার কথা বলতো।"

"ধন্যবাদ তোমাকে। কিন্তু তোমার উচিত ছিলো বাবার আমলের কারো নাম বলা, ও লোকটা বড্ড বুড়ো হয়ে গেছে। এবার আমি কি ভেতরে যেতে পারি?"

"আমরা এখনই লাইটটা নিভিয়ে গেট খুলছি, মেজর," বললো প্রথম মেরিনটি।

বাড়ির ভেতরে যেটা আগে লাইব্রেরি ছিলো সেটাকেই অফিসে পরিণত করা হয়েছে। সেখানে একটা ডেস্কের পেছনে বসে এডওয়ার্ড নিউইঙ্গটন ম্যাকঅ্যালিস্টার অতি মনোযোগ সহকারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফাইল দেখছে। ল্যাম্পের আলোয় মার্জিনের বাইরে সে নোট বসাচ্ছে। ইন্টারকমটি বেজে ওঠায় তার মনঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটলো। ফোনের দিকে হাত বাড়ালো সে।

"হ্যা?" সে ওপাশের কথাটা শুনে জবাব দিলো। "তাকে ভেতরে আসতে দিন।"

ম্যাকঅ্যালিস্টার রিসিভারটি রেখে দিয়ে হাতে পেন্সিল নিয়ে আবার কাগজগুলো দেখতে শুরু করলো। প্রতিটি কাগজের ওপরে, ঠিক একই জায়গায় একটি কথা লেখা : অত্যন্ত গোপনীয়। পি. আ. সি। আভ্যন্তরীন। শেঙ্গ চোউ ইয়াঙ্গ।

দরজা খুলে গেলে বৃটিশ ইন্টেলিজেন্সের এমআই-সিক্স'র হংকং স্পেশাল ব্রাঞ্চের বিশালদেহী মেজর লিন ভেতরে ঢুকে দরজাটা লাগিয়ে দিলো। তার মুখে মুচকি হাসি। ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

"আমাকে দুটো মিনিট সময় দাও," বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "তাড়াহুড়োর কিছু নেই," হাত থেকে রোলেক্স ঘড়ি আর কাফলিং খুলে জিনিসগুলো টেবিলের ওপর রেখে আস্তে ক'রে বললো মেজর। "এগুলো ফেরত দিতে খারাপ লাগছে। আমার উপস্থিতিতে জিনিসগুলো বিশেষ মাত্রা যোগ করতো। কিন্তু সুটের দামটা তোমাকেই দিতে হবে, এডওয়ার্ড।"

"নিশ্চয়ই," সম্মতি জানালো আন্ডারসেক্রেটারি, অন্যমনস্কভাবে। মেজর লিন ডেস্কের সামনের কালো লেদারের চেয়ারটায় ব'সে প্রায় এক মিনিট চুপ ক'রে থাকলো। কিন্তু চুপ ক'রে থাকাটা তার স্বভাবের বাইরে। "আমি কি কোনো সাহায্য করতে পারি, এডওয়ার্ড? যে ফাইলগুলো তুমি দেখছো সেগুলো কি আমাদের কাজটার সাথে সম্পর্কিত? সেগুলো কি আমাকে খুলে বলা যায়?"

"দুঃখিত লিন। এগুলো তেমন কিছু নয় যেমনটা তুমি ভাবছো।"

"দেরিতে হলেও এক সময় তোমাকে সবকিছু খুলে বলতে হবে। তুমি যেমনটা চেয়েছিলে আমরা সেভাবেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছি।"

"আমি ধরে নিচ্ছি সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ীই হয়েছে।"

"জেসন বর্ন তার পদ্ধতিতেই এগিয়েছিলো, এখন তোমাকে একজন হাত ভাঙা গার্ড আর দু'জন গার্ডের কাঁধের সমস্যার মেডিকেল ফি দিতে হবে। চতুর্থজন তো এতোই লজ্জিত যে কিছু বলতেই চাচ্ছে না।"

"বর্ন তার কাজে অত্যন্ত পারদর্শী।"

"সে একজন জ্বলজ্যান্ত মারণাস্ত্র, এডওয়ার্ড।"

"কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি তুমি তাকে ভালোভাবে সামলেছো।"

"প্রতিটি মুহূর্তেই আমার মনে হচ্ছিলো সে ঘরটা বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে পারে। আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম। লোকটা একটা পিশাচ। কিন্তু তাকে ম্যাকাও থেকে দূরে রাখতে বলা হয়েছে কেন? এটা তার কাজে অদ্ভুত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।"

"সে সব কাজ এখান থেকেই করতে পারবে, ম্যাকাও'তে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন পড়বে না। খুনগুলোও সব এখানে হয়েছে। ওই নকল বর্নের ক্লায়েন্টরাও নিশ্চয়ই এখানেই আছে, ম্যাকাও'তে নয়।"

"এটা কোনো জবাব হলো না।"

"আচ্ছা, জিনিসটাকে তাহলে অন্য দৃষ্টিতে দেখো। আর এর চেয়ে বেশি কিছু তোমাকে আমি বলতেও পারবো না। তুমি তো জানোই তাইপানের স্বল্পবয়সী স্ত্রী আর তার প্রেমিকের খুনের ঘটনাটি পুরোটাই আমাদের বানানো গল্প। এটাকে তুমি কি দৃষ্টিতে দেখছো?"

"অসাধারণ একটি চাল। প্রতিশোধের আগুন এমন একটা জিনিস যাকে কেন্দ্র ক'রে অনেক অবাস্তব জিনিসও বাস্তবে রূপ দেয়া যায়। 'চোখের বদলে চোখ,' পুরো ঘটনাটা তুলে ধরতে এটুকুই যথেষ্ট।"

"তোমার কি মনে হয়, ওয়েব যদি জানতে পারে এর পুরোটাই মিথ্যা তবে সে করবে?"

"সে জানতে পারবে না। তুমিই তাকে বলেছো ঘটনাটা ধামাচাপা দেয়া হয়েছিলো।"

"তুমি ওর ক্ষমতাকে খাটো করে দেখছো। একবার ম্যাকাও'তে গেলে সে বের করেই ছাড়বে এই তাইপান আসলে কে। সে প্রত্যেকটি বেয়ারা আর পরিচারিকাকে প্রশ্ন করবে, ঘুষের লোভ দেখাবে নাহলে মারার হুমকি দেবে। সে লিজবোয়া হোটেলের প্রতিটি কর্মচারীকে ওই এলাকার প্রায় সব পুলিশকে ঘাটাবে, যতোক্ষণ না জানতে পারবে পুরো ঘটনাটিই মিথ্যা।"

"কিন্তু তার স্ত্রী আমাদের হাতে বন্দী, আর সেটা তো মিথ্যা নয়। সে আমাদের কথা মতো চলতে বাধ্য।"

"ঠিক, কিন্তু সমস্যাটা সেখানে না। সে যদি ম্যাকাও'তে গিয়ে ঘটনা ঘটাতে থাকে তাহলে কেঁচো খুড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে, সে সত্যি কথাটা জেনে যাবে। তার হাতে প্রমাণ এসে যাবে যে, সে তার গভর্নমেন্টের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে।"

"কিভাবে?"

"কারণ এই মিথ্যা বানোয়াট গল্পটি তাকে স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন সিনিয়র অফিসার বলেছে। আর সেই অফিসারটি হলাম আমি। তাই আমি চাই ম্যাকাও'র ইমিগ্রেশন কাউন্টারে সব সময় একজন লোক নজর রাখুক। এমন লোকদের ভাড়া

BanglaBook.org

করো যাদের ওপর আস্থা রাখা যায়। তাদের শুধু ওয়েবের ফটো দেবে কিন্তু কোনো তথ্য দেবে না। বলবে তাকে দেখরা সাথে সাথে যেনো তোমাকে ফোন ক'রে জানিয়ে দেয়া হয়।"

"এটা করা কোনো ব্যাপার না। আর আমার মনে হয় না সে কোনো ঝুঁকি নেবে। সে জানে সে বেকায়দায় পড়েছে। একটা ভুল চাল চাললেই তার স্ত্রী মরবে। সে এরকম কোনো ঝুঁকি নিতে পারে না।"

"আর আমরাও কোনো চান্স নিতে পারি না। সত্যি কথা বলতে কি, সে যদি ম্যাকাও'র দিকে যায় তাহলে আমরা বড় বিপদে পড়ে যাবো। সে হয়ে উঠতে পারে আমাদের জন্যে বিরাট একটা বোঝা।"

"তখন কি তাকে খতম ক'রে দেয়া হবে?" মেজর সরাসরি জানতে চাইলো।

"এই শব্দটা আমি ব্যবহার করতে চাই না।"

"আমার মনে হয় না ও সেদিকে যাবে। আমি তাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছি। আমি চেয়ারে বাড়ি মেরে চেঁচিয়ে বলেছি, 'আপনার স্ত্রী মারা পড়বে।' আর সে আমার কথা বিশ্বাস করেছে। আমার আসলে অপেরা'তে প্রশিক্ষণ নেয়া উচিত ছিলো।"

"তুমি বেশ ভালো কাজ করেছো।"

"এটা আকিম তামিরোফের অভিনয়ের পর্যায়ে পড়ে।"

"কে?"

"কিছু না, বাদ দাও! আমি শুনেছিলাম সাদা লোকেরা বলে চীনাদের বুদ্ধি কম, ওদের সব কথা বলা ঠিক না। এ কারণেই কি পুরো ঘটনাটা আমাকে খুলে বলা যাচ্ছে না?"

"গুড লর্ড, ব্যাপারটা তা নয়!"

"আমি এখনও জানি না আমাদের আসল উদ্দেশ্য কি! আমরা একটা লোককে নিয়ন্ত্রণে আনলাম যে একজন খুনিকে ধরে আনবে। সেই খুনি আবার তাকেই নকল করছে। কিন্তু শুধুমাত্র এর জন্য লোকটির স্ত্রীকে কিডন্যাপ করা, আমাদেরকে এর মধ্যে জড়িয়ে ভয়ংকর এই খেলা শুরু করাটা আমার কাছে ধাঁধালো ঠেকছে। লন্ডন থেকেও বলা হচ্ছে 'নির্দেশ মেনে চলো, নিজের মুখ বন্ধ রাখো।' আমি মনে করি, আমাদেরকে বিষয়টা আরো পরিষ্কার ক'রে বলা উচিত। কারণ না জেনেশুনে স্পেশাল ব্রাঞ্চ এতো বড় দায়িত্ব কাঁধে নিতে পারে না।"

"এই মুহূর্তে দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদের, আর সব সিদ্ধান্তও আমরা নিচ্ছি। লন্ডনের এতে সম্মতি আছে। বিষয়টা ফাঁস করার মতো সময় এখনও আসে নি। লন্ডনও তাই মনে করে।" ম্যাকঅ্যালিস্টার সামনে ঝুঁকে কথাগুলো বললো।

"যাই হোক। আমি জানি তুমি একজন বৃলিয়ান্ট অ্যানালিস্ট। আশা করি তুমি যা করছো বুঝে শুনেই করছো।"

"ধন্যবাদ তোমাকে।"

"তুমি যেমনটা চেয়েছিলে তা আজ রাতেই করা হয়েছে। খুব শিগগিরই

BanglaBook.org

জানতে পারবে তোমার পুনরুজ্জীবিত শিকারীর শিকার করার ক্ষমতা আগের মতোই আছে নাকি ফুরিয়ে গেছে। বর্নের বিপজ্জনক যাত্রা আজ থেকেই শুরু হচ্ছে।"

"তার মানে তাকে নামগুলো দেয়া হয়েছে?"

"হংকং ম্যাকাও'র আন্ডারওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে ভয়ানক নামগুলো। এরা উপর মহলের হয়ে সবগুলো ডিল আর কনট্যাক্টদের সাথে যোগাযোগ করে। এরাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। এ অঞ্চলের কেউ যদি সেই নকল বর্ন সম্পর্কে কিছু তথ্য দিতে পারে, তা হলে এরাই সেটা দিতে পারবে।"

"বেশ, তাহলে এখন আমাদের দ্বিতীয় ধাপ শুরু করতে হবে," বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে। "আরে এতোটা সময় পার হয়ে গেছে আমি বুঝতেই পারি নি। এমনিতেই তোমার আজকে অনেক খাটুনি গেছে। ঘড়ি আর কাফলিং আজ রাতে ফেরত না দিলেই তো পারতে।"

"সেটা জানতাম।"

"তাহলে আসলে কেন?"

"যদিও তোমার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চাই না, কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। এমন একটা সমস্যা যা আমরা আগে ভেবে দেখি নি।"

"সেটা কি?"

"মহিলাটি মনে হয় অসুস্থ। আর ফোনে কথা বলার সময় তার স্বামী সেটা আঁচ করতে পেরেছে। প্রথম থেকেই সে একদমই খাওয়া দাওয়া করছিলো না।"

"তুমি কি বলতে চাইছো সে গুরুতর অসুস্থ?"

"সেই সম্ভাবনাকেও বাতিল ক'রে দেয়া যায় না, ডাক্তার তা বাতিল করতে পারে নি।"

"ডাক্তার?"

"আমি তোমাকে বিরক্ত করতে চাই নি। কয়েকদিন আগে আমি আমাদের একজন মেডিকেল স্টাফকে ডাকি—চিন্তা কোর না, সে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত—ডাক্তারের ধারণা তার সমস্যা মানসিক চাপ বা ডিপ্রেশান থেকে হয়েছে। এমনকি ভাইরাস থেকেও হতে পারে, তাই তাকে অ্যান্টিবায়োটিক আর ট্র্যাঙ্কুইলাইজার দেয়া হয়। কিন্তু এতে তার কোনো উন্নতি হয় নি। উল্টো অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায়। সে আবোল-তাবোল বকতে শুরু করে। মহিলাটি আর আগের মতো নেই, এটুকু আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি।"

"বুঝতে পারছি," বললো আন্ডারসেক্রেটারি, তার চোখের পাতা দ্রুত পড়ছে, তার মুখ হা হয়ে আছে। "আমরা কি করতে পারি?"

"ডাক্তার বলছে তাকে এখনই হাসপাতালে ভর্তি করানো দরকার, টেস্ট করানোর জন্য।"

"কিন্তু সেটা সম্ভব না, একেবারেই সম্ভব না।"

চাইনীজ ইন্টেলিজেন্স অফিসারটি উঠে ধীরে ধীরে ডেস্কের দিকে এগোলো। "এডওয়ার্ড," সে শান্তভাবে বলতে শুরু করলো, "আমি জানি না এই অপারেশনের

BanglaBook.org

মূল উদ্দেশ্য কি, কিন্তু ছোটোখাটো উদ্দেশ্যগুলোকে এক ক'রে আমি সামান্য ধারণা করতে পারি। আর একটা জিনিস ভেবে আমি সত্যিই ভয় পাচ্ছি, তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হচ্ছি : ডেভিড ওয়েবের কি হবে যদি তার স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ হয়ে যায়? জেসন বর্নেরই বা কি হবে যদি মহিলাটি মারা যায়?"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

"আমি ওনার মেডিকেল হিস্ট্রি চাই মেজর, যতোটা শীঘ্র সম্ভব," বললো ইংলিশ ডাক্তারটি। তিনি অত্যন্ত সভ্য, শান্ত আর উঁচু মানের একজন ফিজিসিয়ান।

"আমরা জোগাড় করার চেষ্টা করছি; আপনি বলছিলেন সে তার আগের ডাক্তারের নাম বলতে পারছে না," জবাব দিলো বিশালদেহী মেজর লিন। "আপনি পেশেন্টকে নিয়ে শঙ্কিত, তাই না ডাক্তার?"

"যেমনটা সন্দেহ করছি, এটা যদি নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডারই হয়, তাহলে তা শঙ্কারই বিষয়, মেজর। আপনার লোকগুলো যদি একটু জলদি তার আমেরিকান ডাক্তারকে খুঁজে বের করতে পারে তাহলে ভালো হয়। আমি নিজে তার ডাক্তারের সাথে কথা বলতাম।"

"আপনার এক্সামিনেশনে কি কিছু ধরা পড়ে নি?"

"নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছি না, কিন্তু অনেক কিছু হওয়ারই সম্ভাবনা আছে। আমি আজ সকলেই একবার সি.এ.টি স্ক্যান করার নির্দেশ দিয়েছি।"

ওরা ঠিক তাই ভাবছে যেমনটা আমি চেয়েছি। হায় ঈশ্বর, আমি খিদায় মারা যাচ্ছি! এখান থেকে একবার বের হতে পারলে আমি টানা পাঁচ ঘণ্টা ধরে খাবো। আমাকে এখান থেকে বের হতেই হবে! ডেভিড, তুমি কি আমার কথার মানে বুঝেছিলে? তুমি কি বুঝেছিলে আমি কি বলতে চাইছিলাম? গাছগুলো বলতে আমি ম্যাপল গাছের কথা বুঝিয়েছিলাম। ম্যাপল পাতা হলো কানাডার জাতীয় প্রতীক। অ্যাম্বাসি! আর হংকংয়ে সেটাকে বলে কনসুলেট! আমরা প্যারিসেও তাই করেছিলাম, ডার্লিং! তখন আমাদের অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে, কিন্তু এবার আর হবে না। নিশ্চয়ই পরিচিত কাউকে পাওয়া যাবে। তখন যাদেরকে আমরা মোকাবেলা করেছিলাম, এখানকার লোকগুলো তাদের চেয়ে ভিন্ন নয়, ডেভিড। একদিক দিয়ে এরা হৃদয়হীন যান্ত্রিক মানুষের মতো। শুধু কারো নির্দেশ পালন করছে। যদিও তারা আমার সাথে বেশ ভদ্র ব্যবহার করেছে। তাদেরকে দেখে মনে হয় তারা আমাকে ধরে রাখার জন্য লজ্জিত, কিন্তু নির্দেশ অমান্য করাও তাদের পক্ষে সম্ভব না। তারা ভাবছে আমি অসুস্থ, তাই আমাকে নিয়ে তারা সত্যিই শঙ্কিত। এরা কোনো ক্রিমিনাল বা খুনি নয় ডেভিড। এরা দিশেহারা হয়ে যাওয়া কিছু আমলা। হ্যা, এরা আমলা, ডেভিড! এই পুরো ঘটনাটির ওপরেই যেনো একটা গভর্নমেন্টের ছাপ লেপ্টে আছে। আমি নিশ্চিত! এ ধরণের লোকদের সাথে আমি বছরের পর বছর কাজ করেছি। আমি তাদেরই একজন ছিলাম!

মেরি তার চোখ খুললো। দরজা বন্ধ, ঘরটা ফাঁকা, কিন্তু সে জানে বাইরে একজন গার্ড পাহাড়া দিচ্ছে, সে চাইনীজ মেজরকে নির্দেশ দিতে শুনেছে। ইংলিশ ডাক্তার আর দু'জন বিশেষ নার্সকে ছাড়া কাউকে রুমের ভেতরে যেতে দেবার অনুমতি নেই গার্ডটির। এই গার্ডটিই ভোর পর্যন্ত তাকে পাহাড়া দেবে।

BanglaBook.org

সে উঠে বসলো। হায় ঈশ্বর! খিদেয় মরে গেলাম! তার ভেবে মজা লাগছে যে, এখন লোকগুলো তার মেইন-এর প্রতিবেশীদেরকে তার ডাক্তারের কথা জিজ্ঞেস ক'রে ছাড়াবে। একে তো তার প্রতিবেশীরা তাদেরকে ভালোভাবে চেনে না, তার ওপর তার কোনো ডাক্তারই নেই। প্রায় মিনিট দু'য়েক পরে দরজাটি খুলে গেলে চল্লিশোধ নার্সের ইউনিফর্ম পরা একজন চাইনীজ মহিলা ভেতরে ঢুকলো।

"তোমার কি কিছু লাগবে, মা," শুদ্ধ ইংরেজিতে বললো মহিলাটি।

"আমার প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগছে, কিন্তু তারপরেও ঘুম আসছে না। আমাকে কি কিছু ঘুমের বড়ি দেয়া যাবে?"

"আমি তোমার ডাক্তারের সাথে কথা বলে দেখছি, সে এখনও এখানেই আছে। চিন্তা কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।" নার্স রুম থেকে বেরিয়ে যেতেই মেরি বিছানা থেকে নেমে দরজার কাছে গেলো, হসপিটালের ঢোলা গাউনটা তার বাম কাঁধ থেকে ঝুলে পড়েছে। দরজা খুলতেই ডান দিকের চেয়ারে ব'সে থাকা শক্তসমর্থ যুবক গার্ডটি চমকে উঠলো।

"জ্বি মিসেস...?" লাফিয়ে উঠলো গার্ড।

"হিশ্!" মেরি তার ঠোঁটের সামনে আঙুল দিয়ে ইশারা করলো। "ভেতরে আসো! জল্দি!"

হতভম্ব চাইনীজটি তার পেছন পেছন রুমে ঢুকলে দ্রুত সে বিছনায় উঠে বসলো। ডান দিকে হেলে বসার ফলে গাউনটি তার ডান কাঁধ থেকে খুলে পড়ে কোনো রকমে তার বুকের উঁচু অংশটিতে আঁটকে আছে সেটি। "কাছে আসো!" সে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো। "আমি চাই না কেউ আমাদের কথা শুনতে পাক!"

"কি হয়েছে, ম্যাডাম? জিজ্ঞেস করলো গার্ডটি, তার দৃষ্টি মেরির শরীরের অনাবৃত অংশের দিকে নেই, বরং সে তাকিয়ে আছে মেরির মুখের দিকে। কয়েক পা সামনে এগিয়ে এলেও দূরত্ব বজায় রাখলো সে।

"দরজা বন্ধা আছে। কেউ আপনার কথা শুনতে পাবে না।"

"আমি চাই তুমি—" পরের কথাগুলো সে এতোই নীচু স্বরে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো যে, তা শোনাই গেলো না।

"আমিও আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না, মিসেস," লোকটি আরো কাছে এগিয়ে আসলো।

"তুমি অন্য গার্ডদের থেকে আলাদা। তুমি সত্যিই খুব ভালো।"

"আমি শুধু আমার কাজ করছি, ম্যাডাম।"

"তুমি কি জানো আমাকে এখানে কেন রাখা হয়েছে?"

"আপনার নিরাপত্তার জন্য," ভাবলেষহীন ভাবে মিথ্যা বললো গার্ডটি।

"তাই বুঝি," মেরি বাইরে থেকে আসা পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে নড়েচড়ে বসলে গাউনটি আরো সরে গিয়ে তার অনাবৃত পা দুটো উন্মোচিত করলো। দরজা খুলে গেলে ভেতরে ঢুকলো সেই নার্সটি।

"ওহ্?" চমকে গেলো নার্স। এ ধরণের দৃশ্যের জন্য সে প্রস্তুত ছিলো না।

BanglaBook.org

অপ্রস্তুত গার্ডের দিকে সে তাকালে মেরি নিজের শরীরটা ঢেকে ফেললো।

"তোমার তো বাইরে থাকার কথা নয়?" প্রশ্ন করলো নার্স।

"ম্যাডাম আমার সাথে কথা বলতে চেয়েছিলেন," কয়েক পা পিছিয়ে জবাব দিলো লোকটি।

নার্স সাথে সাথে মেরির দিকে তাকালো। "তাই নাকি?"

"যদি সে তাই বলে তো আমি কি করতে পারি।"

"বোকার মতো কাজ করেছি," দরজার দিকে যেতে যেতে বললো শক্তসমর্থ গার্ডটি। "ম্যাডাম ভালো নেই। তার মাথার ঠিক নেই। তিনি উল্টোপাল্টা কথা বলছেন," সে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিলো।

নার্স আবার মেরির দিকে তাকালো, তার চোখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। "তুমি ঠিক আছো তো?" প্রশ্ন করলো সে।

"আমার মাথা ঠিকই আছে, আমি আবোলতাবোল বলছি না। কিন্তু আমি তাই করছি যা আমাকে করতে বলা হচ্ছে," মেরি একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলো। "যখন ওই বিশালদেহীর মেজর হাসপাতাল থেকে বের হবে তখন আমার কাছে এসো। তোমার সাথে কিছু কথা আছে।"

"সরি, আমি তা করতে পারি না। তুমি বিশ্রাম নাও। এই নাও তোমার ঘুমের ঔষুধ। আমি তোমাকে পানি দিচ্ছি।"

"ভুলে যেও না তুমিও একজন নারী," নার্সের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললো মেরি।

"হ্যা," মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালো মহিলাটি। সে মেরির বেডসাইড টেবিলের ওপর একটা কাপ আর ঘুমের বড়ি রেখে দরজার দিকে ফিরে গেলো। শেষবারের মতো তার রোগির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েই চলে গেলো সে।

বিছানা থেকে নেমে নিঃশব্দে দরজার কাছে গেলো মেরি। আস্তে ক'রে দরজায় কান পাতলো; চাইনীজে তর্ক আর কথাকাটাকাটির শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। তারা যাই বলে থাকুক না কেন, তাদের সংক্ষিপ্ত কথোপকথনটি উতপ্ত আর বেশ উত্তেজিত। মেরির চাল কাজে দিয়েছে।

আলমারীর কাছে গিয়ে সেটা খুললো সে। তার জন্যে লোকগুলো হংকং থেকে কিছু জিনিস কিনেছিলো, সেগুলো এখানে আছে। এর সাথে যেদিন তাকে ধরে আনা হয়, যেদিন সে যেসব জামা আর জুতা পরেছিলো, সেগুলোও এখানে রাখা আছে। এগুলো সরানোর কথা কারোর মথায় আসে নি। আসবেই বা কেন, তারা তো ভাবছে মেরি অসুস্থ। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে হাটা আর আবোলতাবোল বকা কাজে দিয়েছে। তার নজর পড়লো বিছানার পাশের ছোটো সাদা টেলিফোনটির ওপর। যদিও এখানে ফোন করার মতো তার পরিচিত কেউ নেই, তবু সে এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটি তুলে নিলো। যেমনটা সে সন্দেহ করেছিলো, লাইনটা ডেড! শুধু নার্সকে ডাকার জন্য একটা সিগনাল আছে, এর চেয়ে বেশি সুযোগ দেবার প্রয়োজন মনে করে নি তারা।

BanglaBook.org

জানালার পাশে গিয়ে পর্দাটি সরিয়ে দিলো সে। রাতের অন্ধকারে হংকংয়ের আলোর ঝলমলানি তার চোখে পড়লো, আর সাথে এও বুঝতে পারলো মাটির চেয়ে আকাশই তার বেশি কাছে।

ওয়াশ বেসিনের কাছে গেলো এবার। হাসপাতাল থেকে দেয়া টুথপেস্ট, টুথব্রাশ আর সাবানটার প্যাকেট পর্যন্ত খোলা হয় নি এখনও।

এরপর বাথরুমে গেলে সেখানে কিছু স্যানিটারি ন্যাপকিন ছাড়া নতুন কিছুই চোখে পড়লো না। আবর রুমে ফিরে এলো সে। কি খুঁজেছে? সেটা যাই হোক না কেন এখনও খুঁজে পায় নি।

সবকিছু খুঁটিয়ে দেখো। ব্যবহার করা যাবে এমন কিছু নিশ্চয়ই তুমি খুঁজে পাবে। কথাগুলো জেসনের, ডেভিডের নয়। তারপরই জিনিসটা তার চোখে পড়লো। কিছু কিছু হসপিটাল বেডের নীচে একধরণের বিশেষ হ্যান্ডেল থাকে যা ঘুরিয়ে বিছানাটিকে উঁচু-নীচু করা যায়। মেরির বেডটাও সে রকম। এই হ্যান্ডেলটা আবার খোলা যায়; যখন ডাক্তার মনে করে পেশেন্টকে একটি বিশেষ পজিশনে রাখা প্রয়োজন, তখন হ্যান্ডেলটা খুলে ফেলা হয়। যদি কোনো নার্স একটু চাপ দিয়ে বাম দিকে ঘোরায় তাহলেই হ্যান্ডেলটা আলগা হয়ে আসে। মেরি এই বেড আর হ্যান্ডেলটার কথা জানতো। ডেভিড হাসপাতালে থাকার সময় সে অনেকবার নার্সদেরকে এই কাজ করতে দেখেছে। সে জানতো কিভাবে হ্যান্ডেলটা খুলতে হয়; আর একবার খোলা হয়ে গেলে লোহার একটা দণ্ডের মতো হয়ে যায় জিনিসটা।

হ্যান্ডেলটা খুলে বিছানার চাদরের নীচে লুকিয়ে শুয়ে পড়লো সে। করিডোর থেকে একটা পায়ের শব্দ ভেসে আসছে। মেরি ঘড়ির দিকে তাকালো। ষোলো মিনিট পার হয়ে গেছে। চোখ বন্ধ ক'রে ঘুম ঘুম ভাব করলো সে।

"ঠিক আছে, মা," দরজা থেকে কয়েক পা এগিয়ে এসে বললো নার্স। "তোমার কথা আমার মনে দাগ কেটেছে, আমি সেটা অস্বীকার করবো না। তোমার ব্যাপারে আমাকে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু তারপরেও আমি এসেছি। মেজর আর ডাক্তার চলে গেছে। এখন বলো তুমি কি বলতে চাও?"

"এখন...না," ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো মেরি, তার মাথা তার কাঁধে নুয়ে পড়েছে, দেখে মনে হচ্ছে সে ঘুমে ঢলে পড়ছে। "আমি খুব ক্লান্ত...আমি ঘুমের বড়ি...খেয়েছি।"

"বাইরের গার্ড কি তোমাকে বিরক্ত করছে?"

"সে অসুস্থ...সে আমাকে ছোঁয় না—আমার কি। সে আমাকে জিনিস দেয়... খুব ক্লান্ত লাগছে।"

"সে অসুস্থ মানে?"

"সে...মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালোবাসে...আমি ঘুমিয়ে গেলে সে...বিরক্ত করে না," মেরির চোখ বন্ধ হয়ে এলো।

"জ্যাঙ্গ?" জোরে জোরে শ্বাস টেনে বললো নার্স। "নোংরা, নোংরা!" সে রুম থেকে বেরিয়ে দরজা লাগিয়ে গার্ডের উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করলো। "মেয়েটি

BanglaBook.org

ঘুমাচ্ছে। বুঝেছো!"

"যাক, বাঁচা গেলো।"

"সে বলছে তুমি তাকে ছোঁও নি!"

"আমি স্বপ্নেও তা করার কথা ভাবি না।"

"ভুল করেও সেটা ভাববে না।"

"তোমার লেকচার শোনার মতো সময় আমার নেই। আমাকে আমার ডিউটি করতে দাও, নার্স।"

"দেখবো তুমি কতো ডিউটি করো। কাল সকালেই নামি মেজর লিনের সাথে কথা বলবো।" নার্স শেষবারের মতো গার্ডের দিকে কড়া চাহ্নী দিয়ে উত্তেজিতভাবে করিডোর দিয়ে হেটে চলে গেলো।

"এই!" শব্দটি সামান্য ফাঁক করা মেরির দরজার ভেতর থেকে এলো। দরজাটি আরো এক ইঞ্চি ফাঁক করে বললো সে, "এই নার্সটি আসলে কে?"

"আমি মনে করেছিলাম আপনি ঘুমাচ্ছেন, মিসেস," হতভম্ব গার্ডটি বললো।

"সে আমাকে বলেছিলো সে তোমাকে ঐ কথাই বলবে।"

"কি?"

"সে বলেছে সে আমাকে নিতে আসবে! এখানে গোপন দরজা আছে যা দিয়ে অন্য রুমে যাওয়া যায়। মহিলাটি আসলে কে?"

"সে কি বলেছে?"

"আস্তে বলো! সে শুনে ফেলতে পারে! সে কোন্ দিকে গিয়েছে!"

"ডান দিকের হলওয়েতে গেছে।"

"এতো নিশ্চিত হচ্ছো কিভাবে? তোমার বোঝা উচিত আমি কি বলতে চাইছি!"

"আমি কারো কথাই বুঝতে পারছি না," দেয়ালের দিকে তাকিয়ে করুণ স্বরে বললো গার্ডটি। "আমি আপনার কথার মানেও বুঝছি না, তার কথার মানেও বুঝছি না!"

"ভেতরে আসো। জলদি! আমার মনে হয় সে পিকিংয়ের কোনো কমিউনিস্ট!"

"বেইজিং?"

"আমি তার সাথে যেতে চাই না!" মেরি দরজাটা খুলে দিয়ে ভেতরে চলে গেলে গার্ডও দৌড়ে ভেতরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলো। সারা ঘর অন্ধকার শুধুমাত্র বাথরুমের লাইটটা জ্বালানো আর দরজাটা সামান্য ফাঁক করা। তা দিয়েই অল্প আলো আসছে। লোকটিকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু লোকটি কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

"ম্যাড্যাম, আপনি কোথায়? শান্ত হোন। সে আপনাকে নিয়ে যেতে পারবে না—" গার্ড আর কিছু বলার সময় পেলো না, মেরি লোহার হ্যান্ডেলটি দিয়ে তার করোটির উপরিভাগে সজোরে বারি মারতেই ধপাস ক'রে মেঝেতে পড়ে গেলো সে। মেরিও হাটু গেঁড়ে বসে দ্রুত শুরু ক'রে দিলো তার কাজ।

চাইনীজটি শক্তসমর্থ হলেও বিশালদেহী বা লম্বা-চওড়া না। মেরিও বিশালদেহী

BanglaBook.org

নয় কিন্তু মেয়ে হিসেবে যথেষ্ট লম্বা। এদিকে একটু হাতা ভাজ আর ওদিকে একটু কাপড় গুঁজে নেয়ায় গার্ডের জামা আর জুতো তার শরীরে মোটামাটি ফিট হয়ে গেলো। তার পরনের গার্ডের এই জামা কাপড়গুলোই তাকে এখান থেকে বের হবার সুযোগ ক'রে দেবে। শুধু সমস্যা হচ্ছে তার চুলগুলো নিয়ে। রুমের চারদিকে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো ব্যবহার করার মতো কিছু আছে কিনা। অবশেষে খুঁজে পেলো। বেডসাইড টেবিলের পাশে দেয়ালে একটা ছোটো তোয়ালে ঝোলানো। চুলগুলো খোঁপা ক'রে তোয়ালে দিয়ে পেঁচিয়ে ফেললো সে। তাকে একদমই বোকার মতো লাগছে, কিন্তু পরিচয় গোপন করার জন্যে এর চেয়ে ভালো আর কোনো উপায় তার হাতে নেই। তাছাড়া পেঁচানো তোয়ালেটা অনেকটা পাগড়ির মতো লাগছে।

আন্ডারপ্যান্ট আর মোজাপরা গার্ড প্রচণ্ড ব্যথায় গোঙানির মতো শব্দ ক'রে ধীরে ধীরে উঠে বসরা চেষ্টা করতেই মেরির হাতে দ্বিতীয় বারিটি তাকে পুরোপুরি অচেতন ক'রে ফেললো। মেরি আলমারির কাছে গিয়ে তার কাপড়গুলো বের ক'রে এক ইঞ্চিরও কম ফাঁক ক'রে খুললো দরজাটা। হলওয়েতে একজন ইউরোপিয় আর একজন চাইনীজ নার্স নীচুকণ্ঠে কথা বলছে। এই..চাইনীজ নার্সটি সেই নাস নয় যে মেরিকে দেখাশোনা করে। আরো একজন নার্স এসে তাদেরকে ইশারায় কিছু একটা বলে হলওয়ের পাশের একটি দরজা দিয়ে চলে গেলো। এটা হলো লিনেন চাদরের সাপ্লাই রুম। হলওয়ে থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফিটের মতো দূরত্বে ডেস্কের ওপরের টেলিফোনটা বেজে উঠলো। সেদিকেই ডান দিকে তীর চিহ্ন দেয়া একটা এক্সিট সাইন ছাদ থেকে ঝুলানো রয়েছে।

প্রথম দু'জন নার্স ডেস্কের দিকে ছুঁটে গিয়ে ফোন ধরলে তৃতীয় নার্সটি চলে গেলো লিনেন সাপ্লাই রুম থেকে একগাদা কাপড় হাতে নিয়ে। এক দৌড়ে লিনেন সাপ্লাই রুমে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলো মেরি। হঠাৎ একটি নারী কণ্ঠের চিৎকারে পুরো হলওয়েটা কেঁপে উঠলো। কতোগুলো পায়ের দৌড়ানোর শব্দ শুনতে পেলো সে। তারপর আরো কতোগুলো পায়ের শব্দ।

"গার্ড!" ইংরেজিতে চেঁচিয়ে উঠলো চাইনীজ নার্সটি। "ওই নোংরা গার্ডটা কোথায়?"

মেরি লিনেন সাপ্লাইয়ের দরজাটি এক ইঞ্চির মতো ফাঁক করে দেখতে পেলো উত্তেজিত নার্স তিনজন তার রুমের সামনে দাঁড়ানো, রাগে ফেটে পড়ছে তারা।

"তুই! তুই কাপড়ও খুলে ফেলেছিস! জ্যাঙ্গ সাইন, তুই আস্ত একটা নোংরা লোক! এই তোমরা, বাথরুমটা খুলে দেখো তো!"

"তুমি!" ব্যথায় আর্তনাদ ক'রে উঠলো গার্ডটি। "তোমার জন্য সে পালাতে পেরেছে! স্যারদের সামনে এর জন্য আমি তোমাকে দায়ি করবো।"

"আমাকে ফাঁসাতে চাচ্ছিস, লোভি মানুষ! তুই সব মিথ্যা বলছিস!"

"তুমি বেইজিং থেকে আসা একজন কমিউনিস্ট!"

মেরি লিনেন সাপ্লাই রুম থেকে বের হয়ে এক দৌড়ে চলে গেলো এক্সিট

BanglaBook.org

সাইনের দিকে। এর চেয়ে সহজ পালানোর পথ সে আর পাবে না।

"মেজর লিনকে ডাকো! আমি একজন কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশকারীকে ধরেছি!"

"আরে, আগে পুলিশকে ডাকো! এই লোকটা আস্ত লম্পট!"

হসপিটাল গ্রাউন্ড থেকে বের হয়ে মেরি পার্কিংলটের দিকে ছুটে গেলো। জায়গাটা সম্পূর্ণ অন্ধকার, দুটো গাড়ির ছায়ার মাঝে বসে থাকলো ঘাপটি মেরে। তাকে কিছুক্ষণ ভাবতে হবে; পরিস্থিতিটা বুঝতে হবে। এখন কোনো ভুল করা যাবে না। তোয়ালেটা খুলে তার কাপড়গুলো নীচে রেখে গার্ডের প্যান্টটার পকেট হাতড়াতে শুরু করলো সে, উদ্দেশ্য ওয়ালেট বা ম্যানিব্যাগ জাতীয় যদি কিছু পাওয়া যায়। খুঁজেও পেলো; আর তা খুলে নোটগুলো গুনে নিলো ডিমলাইটের আলোয়। সবমিলিয়ে ৬০০ হংকং ডলারের চেয়ে কিছু বেশি, যা আমেরিকান ১০০ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। এ দিয়ে টেনেটুনে একটা হোটেল রুম ভাড়া করা যাবে। এরপর কাউলুন থেকে ইসু করা একটা ক্রেডিট কার্ড দেখতে পেলো সে। ডলার আর ক্রেডিট কার্ডটা ম্যানিব্যাগ থেকে বের ক'রে নিজের জামা বদলাতে শুরু করলো মেরি। তার দৃষ্টি হাসপাতালের বাইরের রাস্তাটার দিকে। সৌভাগ্যক্রমে রাস্তায় মানুষের ভিড় অনেক, এই ভিড়ই তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

হঠাৎ ক'রে দ্রুতগতিতে পার্কিংলটের ভেতরে ছুঁটে এলো একটি গাড়ি। হাসপাতালের এমার্জেন্সি দরজার সামনে এসেই ব্রেক কষে থামলো সেটা। মেরি উঠে গাড়ির জানালার ভেতর দিয়ে উঁকি মারলো। গাড়ি থেকে সেই বিশালদেহী মেজর আর শান্তশিষ্ট ডাক্তার লোকটি নেমেই দৌড়ে চলে গেলো প্রবেশপথের দিকে। সাথে সাথে মেরি দৌড়ে পাকিংলট থেকে বেরিয়ে মিশে গেলো রাস্তার মানুষজনের ভিড়ের মধ্যে।

সে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে হাটলো। রাস্তার পাশে খাবারের দোকানগুলোতে রাখা খাবারের ছবি আরো ক্ষুধার্ত ক'রে তুললো তাকে। শেষমেষ আর না পেরে একটা ফার্স্টফুড রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়লো। সেখানকার লেডিস রুমে ঢুকে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে বুঝতে পারলো তার ওজন কমে গেছে। কালো দাগ পড়ে গেছে তার চোখের নীচে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে ভালোই চেনা যাচ্ছে। বিশেষ ক'রে তার চুলগুলোর জন্য! তারা নিশ্চয়ই সারা হংকংয়ে তাকে খুঁজে বেড়াবে, আর তাদের দেয়া বর্ণনায় প্রথমেই তার উচ্চতা আর চুলের উল্লেখ থাকবে। প্রথমটার ব্যাপারে সে তেমন কিছু করতে না পারলেও দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনা সম্ভব। একটা দোকান থেকে কয়েকটা ববি পিন আর মাথার ব্যান্ড কিনে নিলো। ব্যান্ডগুলো দিয়ে মাথার পেছনে একটা খোঁপা করে পিনগুলো দিয়ে তার দু'পাশের চুল লেপটে দিলো মাথার সাথে। ওজন কমে যাওয়ায় এবং কোনো মেক-আপ না থাকায় তার এই নতুন চেহারায় তাকে অত্যন্ত রুক্ষ দেখাচ্ছে।

"আপনি এমনটা কেন করলেন, মিস্?" কসমেটিক কাউন্টারের একজন ক্লার্ক আয়নার পাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা করলো তাকে। "আপনার চুলগুলো কতো সুন্দর!"

"ওহ্! আমি চুল আঁচড়াতে আচড়াতে বিরক্ত হয়ে গেছি, আর কোনো কারণ

নেই।"

মেরি সেখান থেকে বের হয়ে ফুপটাত থেকে এক জোড়া ফ্ল্যাট স্যান্ডেল কিনে নিলো, সেই সাথে গুচ্চির একটা নকল ব্যাগ কিনলো যার 'জি' অক্ষরটা উল্টো ক'রে লাগানো। তার কাছে ৪৫ আমেরিকান ডলার বাকি আছে এখন, কিন্তু সে বুঝতে পারছে না, রাতটা কোথায় কাটাবে। এখন কনসুলেটে যাওয়ার উপযুক্ত সময় নয়। কারণ ওখানকার কাউকে সে চেনে না। তাছাড়া তাদের কাছে কিভাবে সাহায্য চাইবে তাও ঠিক করতে পারে নি। উপরন্তু, সে প্রচণ্ড ক্লান্ত। ক্লান্ত অবস্থায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া উচিত নয়, সবসময় বর্ন এটা বলতো। এতে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে প্রচুর। *বিশ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।*

আশপাশের দোকানগুলো বন্ধ হতে শুরু করেছে। সামনে এগিয়ে গেলো সে। এক আমেরিকান যুগল একটি টি-শার্টের দোকানের সামনে দামাদামি করছে। "আরে, ছাড়ো তো," বললো উজ্জ্বল চেহারার যুবকটি। "তোমার কি বিক্রি করবার কোনো ইচ্ছে আছে? যদি বিক্রি করতে চাও তো মুনাফা একটু কম ধরো।"

"তা চলবে না," হাসিমুখে বললো দোকানদারটি। "আমার বাচ্চা-কাচ্চা আছে, এভাবে ব্যবসা করলে ওদের না খেয়ে থাকতে হবে।"

"আর কথা বাড়িও না, ছয়টা শার্টের জন্য আমি ৪ ইউএস ডলার দেবো। দিলে দাও, না হলে রেখে দাও।"

"ঠিক আছে, নিন! শুধুমাত্র আপনাদেরকে ভালো লেগেছে বলেই দিলাম।" দোকানদারটি বিল নিয়ে শার্টগুলো একটা প্যাকেটে ঢুকিয়ে দিলো।

"তুমি একটা আজব চিজ, বাজ্," মুচকি হেসে বললো ছেলেটির বান্ধবী। "সে এরপরেও চারশো পারসেন্ট লাভ করবে।"

"তোমাদের মতো বিজনেস গ্র্যাজুয়েটদের নিয়ে এই এক সমস্যা। তোমরা শুধু খঁত ধরতে আর তর্ক করতেই পারো!"

"আমরা যদি কখনও বিয়ে করি, তাহলে আর খুঁত ধরবো না, বাকি জীবনে দারুণভাবে তোমাকে সমর্থন দিয়ে যাবো কেবল।"

সুযোগ নিজে থেকেই দেখা দেবে। তোমাকে শুধু সেগুলো চিনতে হবে, কাজে লাগাতে হবে। মেরি ওদের দিকে এগিয় গেলো।

"এক্সকিউজ মি," মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললো সে। "আমি আপনাদের কথা শুনছিলাম—"

"আমি খুব ভালো দামাদামি করেছি, না?" তাকে বাধা দিয়ে বললো যুবকটি।

"তেমন ভালো না," জবাব দিলো মেরি। "কিন্তু আমার মনে হয় আপনার বান্ধবী ঠিকই বলেছে। আমি নিশ্চিত এই শার্টগুলো বানাতে ২৫ সেন্ট ক'রেও খরচ পড়ে নি।"

"চারশো পারসেন্ট," মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানিয়ে বললো মেয়েটি।

"ওহ্, আমি আমি কাদের পাল্লায় পড়লাম। আমি আর্ট-হিস্ট্রির স্টুডেন্ট, দেখে নিও, একদিন আমি পুরো মেট্রোপলিটান চালাবো।"

BanglaBook.org

"চলানো পর্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু কিনতে যেও না," মেরির দিকে ঘুরে বললো মেয়েটি। "আমরা আসলে মাজা করছিলাম, আর কিছু নয়।"

"আসলে ব্যাপারটা একটু লজ্জাজনক, আমি আমার প্লেন মিস্ করেছি, সাথে চায়না টুরও। হোটেলে জায়গা নেই, তাই ভাবছিলাম—"

"আপনার থাকার জায়গা দরকার?" আর্ট-হিস্ট্রির স্টুডেন্ট মাঝখান দিয়ে বলে উঠলো।

"ঠিক, তাই। আমার কাছে যা ফান্ড আছে তা পর্যাপ্ত, কিন্তু সীমিত। আমি মেইন-এ ইকোনমিক্সের শিক্ষক, আমার এখন একটু বাজে সময় যাচ্ছে।"

"কোনো সমস্যা নেই," মেয়েটি হাসিমুখে বললো।

"আমি আগামীকালকেই আমার টুরে যোগ দিতে পারবো, কিন্তু আজকের রাতটা...?"

"আমরা হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারবো, তাই না লেসি?"

"আমরারও তাই মনে হচ্ছে। আমাদের কলেজ চাইনীজ ইউনিভার্সিটি অব হংকংয়ের সাথে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে।"

"রুম সার্ভিস খুব একটা অসাধারণ না তবে ভাড়াটা সামান্য," বললো যুবকটি। "এক রাতের জন্য তিন ইউ.এস ডলার। কিন্তু সমস্যা একটাই, ছেলে-মেয়ে আলাদা থাকতে হয়।"

মেরি যে ঘরটার ক্যাম্পবেডের ওপরে ব'সে আছে, তার ছাদ প্রায় ৫০ফুট উঁচু, তার মনে হলো এটা আগে কখনও জিমসেনিয়াম ছিলো। তার চারপাশে অল্পবয়সী যুবতীরা শুয়ে আছে, কেউ ঘুমাচ্ছে কেউ জেগে আছে। সবাই চুপচাপ, শুধুমাত্র কয়েকজনের নাক ডাকার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, কয়েকজন আবার সিগারেট ধরাচ্ছে। তার মনে হলো কতোগুলো বাচ্চাদের মধ্যে ব'সে আছে সে। তার ইচ্ছে হলো আবার সেই ছোটোবেলায় ফিরে যেতে, ভয়হীনভাবে হাত মেলে দৌড়ে বেড়াতে।

ডেভিড, তোমাকে আমার ভীষণ প্রয়োজন! তুমি ভাবো আমি খুব শক্ত, কিন্তু ডার্লিং, আমি আর পারছি না! আমি কি করবো? কিভাবে করবো!

সবকিছু খুঁটিয়ে দেখো, ব্যবহার করা যায় এমন কিছু নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে। জেসন বর্ন।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

প্রচণ্ড বেগে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামছে। পানির উপরে আছড়ে পড়ছে বৃষ্টির ফোটাগুলো, ছিটকে যাচ্ছে ফ্লাডলাইটগুলোতে লেগে। ফ্লাডলাইটের আলো রিপাল্জ বে'র চাইনীজ দেবদেবীর অদ্ভুত মূর্তিগুলোকে আলোকিত ক'রে রেখেছে, যাদেরকে ঘিরে তৈরি হয়েছে সব হিংস্র আর বীভৎস প্রাচ্যদেশীয় রূপকথা। বিভিন্ন ভয়ংকর ভঙ্গিতে থাকা মূর্তিগুলোর কোনো কোনোটা প্রায় ৩০ ফিট পর্যন্ত উঁচু। অন্ধকারে বিচটি জনশূন্য হয়ে পড়েছে, শুধুমাত্র রাস্তার ধারের পুরনো হোটেলটি আর তার পাশের একটা হ্যামবার্গার দোকানে কিছু মানুষ জটলা ক'রে আছে। এরা ভবঘুরে টুরিস্ট আর এখানকারই অধিবাসী, শেষরাতের ড্রিংকের নেশায়, না হলে কিছু খাওয়ার উদ্দেশ্যে বিচের কাছে এসেছে। কেউ বা এসেছে নিষিদ্ধ এই মূর্তিগুলো দেখতে, এগুলোর ভাবার্থ উপলব্ধি করতে। কিন্তু এই হঠাৎ বৃষ্টি এদের সবাইকে বাধ্য করেছে ভেতরে কোথাও আশ্রয় নিতে।

ভিজে চপচপে বর্ন ঝুঁকে কুজো হয়ে মূর্তিগুলোর দিকে এগোলো, বীভৎস দেখতে একটা মূর্তি থেকে প্রায় ২০ ফিটের মতো দূরত্বে দাঁড়িয়ে সে হাত দিয়ে মুখ থেকে পানি মুছে পুরনো কলোনিয়াল হোটেলের প্রবেশপথের কংক্রিটের ধাপগুলোর দিকে তাকালো। তাইপানের দেয়া লিস্টের তৃতীয় ব্যক্তিটির জন্যে সে অপেক্ষা করছে।

প্রথম ব্যক্তিটির সাথে স্টার ফেরিতে তার দেখা করার সময় সেখানেই সে বর্নকে ফাঁদে ফেলরা চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু জেসন ওয়াল্ড সিটিতে যেমন ছদ্মবেশ ধরেছিলো সেভাবেই স্টার ফেরিতেও হাজির হয়েছিলো। ওয়্যারলেস হাতে দু'জন টহলদারকে চিহ্নিত ক'রে ফেলে সে। বর্ন তার কথামতো দেখা দিচ্ছিলো না বলে গার্ড দু'জন বর্নের কনট্যাক্টের সাথে কথা বলে আর দু'জন দু'মাথায় টহল দিতে থাকে। তাদের নজর ছিলো তাদের বসের ওপর। ফেরিঘাটে ফেরা আর গণহারে প্যাসেঞ্জার বের হওয়া পর্যন্ত বর্ন অপেক্ষা করলো। এরপর বর্ন প্রথম গার্ডের কিডনিতে সজোরে ঘুষি বসিয়ে পেছন থেকে তার মাথায় পিতলের সেই ভারি পেপারওয়েটটা দিয়ে আঘাত ক'রে কুপোকাৎ ক'রে ফেলে। আবছা ডিমলাইটের আলোয় প্যাসেঞ্জারেরা হুড়োহুড়ি ক'রে বের হচ্ছিলো, তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করারও সময় ছিলো না কারোর। তারপর বর্ন ফাঁকা বেঞ্চগুলোর পাশ দিয়ে হেটে অপরপ্রান্তে এগিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় গার্ডটির মুখোমুখি হয়ে গার্ডের পেটে অস্ত্র ঠেকিয়ে তাকে ঠেলতে ঠেলতে সামনের রেলিংয়ের কিনারে নিয়ে গিয়ে গার্ডটিকে উপরে উঠালো। রাতের অন্ধকারে একটি জাহাজ ভোঁ-ভোঁ ক'রে বাঁশি বাজাতেই তাকে ধাক্কা মেরে রেলিং থেকে ফেলে দিলো বর্ন। তারপর সে তার কনটাক্টের সাথে যেখানে দেখা করার কথা ঠিক হয়েছিলো সেখানে ফিরে এলো।

"তুমি তোমার কথা রেখেছো," বললো জেসন। "কিন্তু আমার হয়তো একটু দেরি হয়ে গেছে।"

BanglaBook.org

"আপনিই আমাকে ফোন করেছিলেন?" কনট্যাক্ট বর্নের জীর্ণ পোশাকের ওপর চোখ বুলিয়ে বললো।

"হ্যা, আমিই করেছিলাম।"

"আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে না আপনার কাছে ওতো টাকা আছে যতো টাকার ব্যবসা করার কথা আপনি বলেছিলেন।"

"সেটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক," বর্ন ভাঁজ করা এক তাড়া আমেরিকান ডলার বের করলে প্রায় ১০০০ ডলারের উপস্থিতি টের পাওয়া গেলো।

"আচ্ছা, তো আপনিই সেই লোক," চাইনীজ লোকটি জেসনের কাঁধের পেছনে এক ঝলক দেখে বললো। "আপনি কি চান?" চিন্তিতভাবে লোকটি প্রশ্ন করলো।

"আমার ইনফরমেশন দরকার, এমন একজন সম্পর্কে যে ভাড়া খাটে আর নিজেকে জেসন বর্ন ব'লে পরিচয় দেয়।"

"আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন।"

"আমি সঠিক ইনফরমেশনের জন্য ভালো দাম দেবো।"

"আমার কিছুই বলার নেই।"

"কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আছে," বর্ন নোটগুলো সরিয়ে নিয়ে তার অস্ত্রটি বের করে লোকটির কাছে এগিয়ে এলো, আশেপাশে এখনও প্যাসেঞ্জারদের ভির। "তুমি আমাকে ইনফরমেশন নিশ্চয়ই দেবে, হয় টাকার বিনিময়ে না হয় নিজের প্রাণের বিনিময়ে।"

"আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি," প্রতিবাদের সুরে বললো চাইনীজটি। "আমার লোকেরা তাকে কখনও ভাড়া করবে না!"

"কেন নয়?"

"কারণ সে আর আগের মতো নেই।"

"কি বলছো?" জেসন তার দম আঁটকে রাখলো, লোকটিকে খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

"সে এমনসব ঝুঁকি নিচ্ছে যা সে আগে কখনও নিতো না," চাইনীজটি আবার জেসনের পেছনে তাকালো, তার কপাল বেয়ে ঘাম পড়ছে। "সে দু'বছর পর এসছে। কে জানে কার সাথে কি হয়েছে? হয়তো মদ খাওয়া বা নেশা করা ধরেছে, কিংবা হয়তো কোনো মাগির থেকে বাজে কোনো অসুখ বাধিয়েছে, কে জানে কি হয়েছে?"

"কি ধরণের ঝুঁকি নিচ্ছে সে?"

"যেমন সে সিম শা সুই'র একটা ক্যাবারেতে গিয়ে পাঁচজনকে খুন করেছে। অথচ সেখানে আগে থেকেই দাঙ্গা হাঙ্গামা চলছিলো, পুলিশও সেখানেই যাচ্ছিলো। তাসত্ত্বেও সে খুন করেছে। ধরা পড়ে যেতে পারতো সে, তার ক্লায়েন্টদের পরিচয়ও ফাঁস হয়ে যেতে পারতো! তবে দু'বছর আগেও সে এমনটা করতো না।"

"এমনও তো হতে পারে ওই দাঙ্গা হাঙ্গামা তৈরি ক'রে সে এক পোশাকে কাজটা সেরে তারপর আরেক রূপে বেরিয়ে গেছে।"

BanglaBook.org

"হ্যা, সেটাও সম্ভব," বর্নের জীর্ণ পোশাকের দিকে আরেকবার তাকিয়ে জবাব দিলো চাইনীজটি।

"এই বর্নকে কোথায় পাওয়া যাবে?"

"আমি কসম কেটে বলছি, আমি জানি না। আপনি কেন আমাকে এসব জিজ্ঞেস করছেন?"

বর্ন লোকটির দিকে ঝুঁকে তার তলপেটে অস্ত্রটা ঠেকালো। "তুমি বলছিলে তোমার লোকেরা তাকে কখনও ভাড়া করবে না, তার মানে তুমি জানো তাকে কোথায় ভাড়া করতে হয়! এখন বলো, কোথায়?"

"ম্যাকাও! একবার শোনা গিয়েছিলো সে ম্যাকাও'র বাইরে কাজ করে, আমি শুধু এটুকুই জানি, বিশ্বাস করুন!" লোকটি ভয়ে ডানে বামে তাকালো।

"তুমি কি তোমার লোকদুটোকে খুঁজছো, ওদের চিন্তা কোরো না, ওদের কথা আমি জানি," বললো জেসন। "একজন ওই ভিড়ের মধ্যে পড়ে আছে, আর অন্যজন আশা করি সাঁতার কাটতে জানে।"

"ওই লোকগুলো—আপনি আসলে কে?"

"আমার মনে হচ্ছে তুমি জানো আমি কে?" বর্ন জবাব দিলো। "ফেরির পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো। আর ফেরি ছাড়ার আগে এক পা-ও নড়বে না, না হলে তোমার এমন হাল হবে যে, আর কখনও পা নড়াতেও পারবে না।"

"ওহ্, ঈশ্বর, আপনিই তো—"

"তোমার জায়গায় আমি হলে কথাটা শেষ করতাম না।"

লিস্টের দ্বিতীয় ব্যক্তির নামের সাথে অদ্ভুতভাবে একটা রেস্টুরেন্টের ঠিকানাও জুড়ে দেয়া আছে। কজওয়ে বে'র রেস্টুরেন্ট, ক্ল্যাসিক ফ্রেঞ্চ ফুডের জন্যে বিশেষ খ্যাতি আছে এদের। ইয়াও মিঙ্গের দেয়া সংক্ষিপ্ত নোট অনুযায়ী রেস্টুরেন্টির মালিক নিজেকে ম্যানেজার হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে, আর এদের কিছু ওয়েটার আছে যারা খাবারের ট্রে হাতে যতো দক্ষ, অস্ত্র হাতেও ততোটা পারদর্শী। লোকটির বাসায় ঠিকানা দেয়া নেই, ধারণা করা হয় তার নির্দিষ্ট কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই।

রেস্টুরেন্টটি দেখতে অনেকটা প্যারিসের অভিজাত বুলেভার্দ মতোয়াঁর ডাইনিং প্যালেসের মতো। রেস্টুরেন্টের ভেতরের ছাদ থেকে জায়গায় জায়গায় সূক্ষ্ম কারুকাজ করা লণ্ঠন ঝুলে আছে, আর টেবিলে টেবিলে জ্বলে থাকা মোমবাতিগুলো লিনেনের রূপালি টেবিল ক্লথ এবং ক্রিস্টালের গ্লাসগুলোতে প্রতিফলিত হচ্ছে।

"দুঃখিত স্যার, আজ সন্ধ্যায় আর কোনো টেবিল ফাঁকা নেই," বললো ওয়েটার। পুরো হোটেলে সে-ই একমাত্র ফরাসি।

"আমার জিয়াঙ্গ ইয়ু'র সাথে দেখা করা প্রয়োজন, তাকে বলো আর্জেন্ট কাজ আছে," একটা আমেরিকান ১০০ ডলারের নোট দেখিয়ে বর্ন জবাব দিলো।

"আমি এখনই তাকে খুঁজে আনছি," জেসনের হাত থেকে নোটটি নিয়ে ওয়েটার জবাব দিলো। "জিয়াঙ্গ ইয়ু আমাদের এই ছোট্ট কমিউনিটির ভালো

একজন সদস্য, কিন্তু বেশিরভাগ কাজ আমিই দেখাশোনা করি।"

ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটছে তাই ডিনার করার সময় পায় নি সে। তার ড্রিংক আসার মিনিট কয়েক পরেই কালো সুট পরা এক চাইনীজ লোক তার টেবিলের সামনে হাজির হলো। তার গায়ের রঙ শ্যামলা আর চোখের গড়ন দেখে মনে হচ্ছে সে মালয়েশীয়ান বংশোদ্ভুত।

"আপনি আমায় ডেকেছেন?" বললো ম্যানেজার, তার চোখ ডেভিডের চেহারা পড়ার চেষ্টা করছে। "আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?"

"প্রথমত চেয়ারটিতে বসেন।"

"গেস্টদের সাথে এক টেবিলে বসাটা আমরা শোভনীয় দৃষ্টিতে দেখি না, স্যার।"

"এতে অশোভনীয় হওয়ার কোনো কারণ দেখি না। বিশেষ ক'রে আপনিই যখন এই রেস্টুরেন্টের মালিক। প্লিজ। বসুন।"

"এটা কি কর কমিশনের আরো একটি ক্লান্তিকর অভিযান? যদি তাই হয়, তাহলে আপনার ডিনার উপভোগ করুন, আর এজন্যে আপনাকে মূল্য দিতে হবে। আমাদের রেকর্ডে কোনো সমস্যা নেই, আপনি বৃথা সময় নষ্ট করছেন।"

"আধ মিলিয়ন ডলারের কনট্রাক্ট যদি আপনার কাছে ক্লান্তিকর অভিযান মনে হয়, তাহলে এখনই এখান থেকে কেটে পড়ুন, আর সেই ফাঁকে আমি আমার ডিনারটা সারি।" বর্ন তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বাম হাতে ড্রিংকটা নিয়ে চুমুক দিলো। তার ডান হাতটি লুকানো।

লোকটি বর্নের বিপরীত দিকে বসলো। "জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হচ্ছি। আপনাকে কে পাঠিয়েছে?"

"আমিও জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হচ্ছি," বললো জেসন। "আপনি কি আমেরিকান মুভি পছন্দ করেন? বিশেষ ক'রে ওয়েস্টার্ন ধাঁচের মুভিগুলো?"

"অবশ্যই। আমেরিকান মুভিগুলো খুব ভালো হয়। আর পুরনো ওয়েস্টার্ন ছবিগুলোর তো তুলনাই নেই। কাব্যিক ভাবের সাথে নৃশংসতা আর কেউ এতো সুন্দরভাবে ফুঁটিয়ে তুলতে পারে না। ঠিক বললোম তো?"

"ঠিক বলেছেন। আর এই মুহূর্তে আপনিও সেরকম একটি পরিস্থিতির মধ্যেই আছেন!"

"কি বললেন?"

"টেবিলের নীচে একটি বিশেষ অস্ত্র আমি ধরে আছি। এটা আপনার দু'পায়ের মাঝে তাক্ করা আছে।" মুহূর্তেই জেসন টেবিলের চাদর সরিয়ে অস্ত্রটি বের ক'রে এর ব্যারেলটি দেখিয়ে পুণরায় তা টেবিলের নীচে ঢুকিয়ে রাখলো। "এতে সাইলেন্সার লাগানো আছে। গুলি করলে বড়জোর একটা শ্যাম্পেনের কর্ক খোলার মতো শব্দ হবে, কেউ কিছু টেরও পাবে না। লিয়াও জি মু?"

"লিয়াও জি..." বললো চাইনীজটি, ভয়ে জোরে জোরে শ্বাস টানতে শুরু করেছে সে। "আপনি কি স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে এসেছেন?"

BanglaBook.org

"আমি একা একাই কাজ করি।"

"তার মনে হাফ মিলিয়ন ডলারের কনট্রাক্টটা ধাপ্পা?"

"আপনার জীবনের দাম যদি আধ মিলিয়ন ডলারের কম মনে করেন তাহলে আমি কি করতে পারি?"

"আমি কি করেছি?"

"আপনার নাম একটা লিস্টে আছে," বর্ন জবাব দিলো।

"মারার জন্য?" ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো চাইনীজ লোকটি, তার চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে।

"সেটা আপনার ওপরেই নির্ভর করছে।"

"আমাকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে আপনাকে কতো দিতে হবে?"

"একদিক দিয়ে দেখলে, হ্যা, আমাকে দিতে হবে।"

"কিন্তু আমি পকেটে আধ মিলিয়ন ডলার নিয়ে ঘুরি না! আর রেস্টুরেন্টের কাউন্টারেও এতো টাকা নেই!"

"তাহলে আমাকে অন্যকিছু দিতে হবে।"

"কি! সেটা কিভাবে! আপনি আমাকে বিভ্রান্ত করছেন!"

"টাকার বদলে তথ্য!"

"কি ধরনের তত্য?" চাইনীজটি ভয়ে সাদা হয়ে গেলো। "আমার কাছে এমন কি তথ্য আছে? আমি কিভাবে তথ্য দিতে পারি?"

"আপনি এমন একজন লোকের সাথে কাজ করেছেন যাকে আমি খুঁজছি। জেসন বর্ন।"

"না! এমন কিছু কখনও হয় নি!" লোকটির হাত কাঁপছে, সে ঢোক গিললো। এই প্রথম জেসনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলো সে। লোকটি মিথ্যে বলেছে।

"মিথ্যুক," বর্ন সামনের দিকে ঝুঁকে শান্তভাবে বললো। "আপনি ম্যাকাও'র সাথে আপনি যোগাযোগ করেছেন।"

"হ্যা, ম্যাকাও'তে, কিন্তু তার সাথে কোনো যোগাযোগ হয় নি। আমার পরিবারের সদস্যদের কসম কেটে বলছি!"

"আবার ভুল বকলেই আপনি আপনার পেটের সাথে সাথে প্রাণটাও হারাবেন। আপনাকে ম্যাকাও'তে পাঠানো হয় তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য!"

"আমাকে পাঠানো হয়েছিলো, কিন্তু তার সাথে কোনো যোগাযোগ হয় নি।"

"প্রমাণ করুন। তার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন কিভাবে?"

"একজন ফরাসি। ক্যালকাডার পুড়ে যাওয়া সেন্ট পল চার্চের সবচেয়ে উঁচু ধাপে আমার অপেক্ষা করার কথা ছিলো। গলায় একটা কালো রুমাল পরতে বলা হয়েছিলো, আর বলা হয়েছিলো যদি কোনো লোক সেই ফরাসিকে আমার কাছে এসে এই সব ধ্বংসস্তুপের সৌন্দর্য নিয়ে কথা বলে তাহলে আমাকে এই কথাগুলো বলতে হবে : 'কেইন হলো ডেল্টা।' জবাবে যদি সে বলে, 'আর কার্লোস হলো কেইনের জন্যে,' তাহলে আমাকে ধরে নিতে হবে সে-ই জেসন বর্নের লোক। কিন্তু

BanglaBook.org

আমি কসম কেটে বলছি, সে কখনও—"

বর্ন চাইনীজটির বাকি শব্দগুলো শুনতে পেলো না। তার মাথার ভেতরে বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে, সে ফিরে গেলো পুরনো স্মৃতিগুলোর মাঝে। *কেইন হলো ডেল্টা আর কার্লোস কেইনের জন্যে...কেইন হলো ডেল্টা!* ডেল্টা ওয়ান হলো কেইন! কেইন প্যারিসে আর কার্লোস তার শিকার! এই শব্দগুলো, এই কোডগুলোই কার্লোসকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিয়েছিলো। আমিই কেইন, আমি সেরা, আর আমি এখানে! আমাকে খুঁজে নাও, জ্যাকেল। ভালো চাইলে তোমাকে খুঁজে নেয়ার আগেই তুমি আমাকে খুঁজে নাও, কার্লোস। কেইনের সামনে তুমি দাঁড়ানোরই সুযোগ পাবে না!

হায় ঈশ্বর! পৃথিবীর অপরপ্রান্তে এতোদূরে কে এই শব্দগুলো জানতে পারলো, কে এই কোডগুলোর কথা জানতে পারলো? গোপন অপারেশনের সবচেয়ে গোপন আর্কাইভগুলোতে এগুলো তালাবদ্ধ হয়ে থাকার কথা!

বর্ন এই অসাধারন তথ্য প্রকাশে এতোটাই উত্তেজিত হয়ে গেলো যে তার হাত শক্ত হয়ে এলো। অস্ত্রের ট্রিগার থেকে আঙুল সরিয়ে নিলো সে। আরেকটু হলে মূল্যবান তথ্য দেয়ার জন্য একজন লোক তার হাতে মারা পড়তো। কিন্তু কিভাবে! কিভাবে এটা সম্ভব? এই নতুন জেসন বর্নের কোন্ সহযোগী তাদের এসব গোপন তথ্য জানে?

চাইনীজটি জেসনের দিকে তাকিয়ে আছে, তার অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে সে হাতটা ধীরে ধীরে টেবিলের কোণায় নিয়ে গেলো, হয়তো কাউকে ইশারা করার উদ্দেশ্যে।

"হাতটা আগের জায়গায় নিয়ে যাও, নাহলে তোমার পেটের সাথে তোমার বিচিও গুলি ক'রে উড়িয়ে দেবো।"

চাইনীজটি আবার ঘাড় ঝারা দিয়ে উঠলো, তার হাত টেবিলের ওপর। "আমি আপনাকে যা যা বলেছি তার পুরোটাই সত্যি," বললো লোকটি। "ফরাসি লোকটি আমার সাথে আর দেখা করে নি। যদি দেখা করতো তাহলে আমি তাও বলে দিতাম। আমি শুধু আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি।"

"কে তোমাকে যোগাযোগ করতে পাঠিয়েছিলো? কে এই শব্দগুলো তোমাকে শিখিয়েছে?"

"সত্যি বলছি, এসব কিছুই আমার ধরাছোয়ার বাইরে। সব যোগাযোগ ফোনের মাধ্যমে হয়। সেকেন্ড পার্টি, থার্ড পার্টি এসব ইনফরমেশন বহন করে কিন্তু তারাও এর চেয়ে বেশি কিছু জানে না। আর কাজ পছন্দ হলে তারা টাকা পাঠিয়ে দেয়।"

"টাকা পাঠায় কিভাবে? নিশ্চয়ই কেউ তোমাকে দেয়।"

"কেউ, অথবা বলা যায় কেউ না। কোনো ব্যয়বহুল ডিনার পার্টিতে কোনো অচেনা আয়োজক হয়তো ম্যানেজারের সাথে দেখা করতে চাইলো। সে আমার কাজের প্রশংসা করলো, কথার ফাঁকে একটা খাম আমাকে ধরিয়ে দিলো, এভাবে

BanglaBook.org

আর কি। ফরাসি লোকটা সাথে যোগাযোগ করতে পারলে আমাকে দশ হাজার আমেরিকান ডলার দেয়া হতো।"

"এখন বলো তুমি তার সাথে কিভাবে দেখা করতে গেলে?"

"ম্যাকাও শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত 'কাম পেক' ক্যাসিনোতে যেতে হবে। ওখানে মূলত চাইনীজরা যায়, ফ্যান ট্যান আর ডাই শুই খেলার জন্য। সেখানে টেবিল ফাইভ-এ গিয়ে ম্যাকাও হোটেলের একটা ফোন নাম্বার রেখে আসতে হবে— এটা কোনো প্রাইভেট নাম্বার না, সাথে একটা নামও রেখে আসতে হবে, যে কোনো নাম, অবশ্যই আসল নাম না।"

"সে এই নাম্বারে ফোন করবে?"

"সেও করতে পারে আবার নাও করতে পারে। আপনাকে চব্বিশ ঘণ্টা ম্যাকাও'তে থাকতে হবে। যদি সে এর মধ্যে আপনাকে ফোন না করে তাহলে বুঝতে হবে আপনার জন্য তার হাতে সময় নেই, সে আপনাকে ফিরিয়ে দিয়েছে।"

"এগুলোই সব নিয়ম?"

"হ্যা, আমাকে সে দু'বার ফিরিয়ে দেয়, আর যে একবার ফোন করেছিলো সেবারও সে ক্যালকাডা-তে আমার সঙ্গে দেখা করে নি।"

"তোমাকে কেন সে ফিরিয়ে দিলো? কেন সে তোমার সাথে দেখা করে নি?"

"আমি জানি না। এমন হতে পারে সে খুব ব্যস্ত এবং নতুন কাজ হাতে নেয়ার সময় নেই তার, কারণ এ লাইনে সেই তো সেরা।" এমনও হতে পারে প্রথম দু'বার আমি তাকে ভুল কোড বলেছিলাম। আবার এমনও হতে পারে যে তৃতীয়বার সে ক্যালকাডাতে আমার আশেপাশে সন্দেহজনক লোক দেখে মনে করেছিলো তারা আমার সাথে এসেছে। কিন্তু সত্যি বলতে কি আমার সাথে তেমন কোনো লোক ছিলো না।"

"টেবিল ফাইভ। সেখানকার ডিলার," বললো বর্ন।

"তাদেরকেও নিয়মিত বদলি করা হয়, তার অ্যারেঞ্জমেন্ট আসলে টেবিলটার সাথে। যারা টেবিলটাতে কাজ করে তাদেরকে হয়তো কিছু টাকা ভাগ ক'রে দেয়া হয়। আর সে নিজে কাম পেক ক্যাসিনো'তে যায় না, রাস্তা থেকে কোনো মাগি ভাড়া ক'রে তাকে কাজটা করতে পাঠায়। সে খুবই সতর্ক, খুবই প্রফেশনাল।"

"তুমি কি আর কাউকে চেনো যে এই বর্নের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে? মিথ্যা বললে কিন্তু আমি বুঝে যাবো।"

"আমি জানি আপনি ধরে ফেলবেন। আমি সত্যি কথাই বলবো, কারণ আমি চাই না একটা শ্যাম্পেনের কর্ক খোলার শব্দের সাথে সাথে আমার নাড়িভুড়ি সব উড়ে যাক। না, স্যার, এমন কাউকে আমি চিনি না।"

"আমার মনে হচ্ছে তুমি সত্যি কথাই বলছো।"

"বিশ্বাস করুন, স্যার। আমি একজন কুরিয়ার ম্যান, হয়তো একটু ব্যয়বহুল, কিন্তু কাজ কুরিয়ারের চেয়ে বেশি না।"

"শুনেছি তোমার ওয়েটারগুলো বিভিন্ন কাজে পারদর্শী।"

BanglaBook.org

"কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তাদের পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা খুব একটা ভালো নয়।"

"তাসত্ত্বেও তুমি আমাকে প্রবেশপথ পর্যন্ত সঙ্গ দেবে।"

এখন তৃতীয় নামটির পালা, তৃতীয় ব্যক্তিটির, যার জন্য ওয়েব তীব্র বৃষ্টির মধ্যে রিপাল্জ বে'তে অপেক্ষা করছে। এই লোক একটা বিশেষ কোডে সারা দিয়েছিলো : "*ইকুতেজ, মঁসিয়ে।* 'কেইন হলো ডেল্টার আর কার্লোসের জন্যে কেইন।' "

"আমাদের তো ম্যাকাও'তে দেখা করার কথা ছিলো!" লোকটি ফোনেই চেঁচিয়ে উঠলো। "তখন কোথায় ছিলে?"

"আমি ব্যস্ত ছিলাম," বললো জেসন বর্ন।

"তুমি অনেক দেরি ক'রে ফেলেছো। আমার ক্লায়েন্টের হাতে সময় খুব অল্প কিন্তু সে যথেষ্ট খবর রাখে। সে শুনেছে তোমার লোক অন্যদের হয়ে কাজ করছে। সে এতে বিরক্ত। তুমি তোমার কথা রাখো নি, ফ্রেঞ্চম্যান!"

"আমার লোক কোথায় কাজ করছে ব'লে সে শুনেছো?"

"অন্য অ্যাসাইমেন্টে, সে বিশদ খবর পেয়েছে।"

"সে ভুল শুনেছে। আমার লোক কাজ করার জন্য প্রস্তুত আছে, শুধু ন্যায্য মূল্যের জন্যে অপেক্ষা করছে।"

"আমাকে কয়েক মিনিট পরে ফোন করো, আমি আমার ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলে দেখছি কি করা যায়।"

বর্ন পাঁচ মিনিট পরে আবার ফোন করলো। "সম্মতি পাওয়া গেছে, আগের জায়গাতেই দেখা হবে। রিপাল্জ বে। এক ঘণ্টা পরে। যুদ্ধদেবতার মূর্তি থেকে সামান্য দূরে, বাম দিকের বিচে। কনট্যাক্ট গলায় একটা কালো রুমাল পরে থাকবে, কোড আগেরটাই ব্যবহার করা হবে।"

জেসন্ তার ঘড়ির দিকে তাকালো, একঘণ্টার পর আরো বারো মিনিট পার হয়ে গেছে। কনট্যাক্ট দেরি করছে, বৃষ্টি কোনো সমস্যা সৃষ্টি করছে না, বরং লুকোতে সাহায্য করছে। বর্ন মিটিং গ্রাউন্ডটি পরীক্ষা ক'রে দেখেছে, কোনো কিছুই অস্বাভাবিক ঠেকে নি তার কাছে। এবার আর কোনো ফাঁদ পাতা হয় নি।

চীনা লোকটিকে দৌড়ে আসতে দেখা গেলো। প্রচণ্ড বৃষ্টির বেগের বিপরীতে সে ছুটে আসছে যুদ্ধ দেবতার মূর্তিটির পথ ধরে। ফ্লাড লাইটের আলোয় তার মুখে ক্ষোভের চিহ্ন দেখা গেলো, মূর্তির আশেপাশে কাউকে দেখতে না পাওয়ার ক্ষোভ।

"ফ্রেঞ্চম্যান, ফ্রেঞ্চম্যান?"

বর্ন দ্রুত দৌড়ে আবার মূর্তিগুলোর পাদদেশে সিঁড়ির ধাপগুলোর নীচে লম্বা লম্বা ঘাসগুলোর আড়ালে চলে গেলো, আরো একবার নিশ্চিত হতে চায় যে, চীনা লোকটির সাথে আর কেউ নেই। ধাপগুলোর সাথে একটি পাথরের থামের পেছন থেকে সে উঁকি দিলো। যা আশা করেছিলো ঠিক তার বিপরীত দৃশ্য দেখতে পেলো। রেইনকোট আর হ্যাট পরা এক লোক কলোনিয়াল হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুত মূর্তিগুলোর পথের দিকে হেটে এসে থেমে পকেট থেকে কিছু একটা বের

BanglaBook.org

ক'রে তুলে ধরলে এক বিন্দু আলো জ্বলে উঠলো...হোটেলের লবির জানালা থেকে সাথে সাথে পাল্টা আলোর জবাব এলো। পেনলাইট! আলোর সিগনাল। একজনকে রেকি করতে পাঠানো হয়েছে। লোকটা আবার লবিতে থাকা তার অপর সঙ্গীর সাথে সিগনালের মাধ্যমে যোগাযোগ করলে জেসন ঘুরে এবার মূর্তিটির দিকে ফিরে গেলো।

"ফ্রেঞ্চম্যান, তুমি কোথায়?"

"এখানে!"

"জবাব দিচ্ছিলে না কেন? কোথায় তুমি?"

"সোজা সামনে। তোমার সামনের ঝোঁপের দিকে। জলদি আসো!"

কনট্যাক্ট সে দিকে এগিয়ে যাচ্ছে; তাদের মধ্যে খালি এক হাত দূরত্ব। বর্ন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরলো। তাকে ধাক্কা মেরে ভেজা ঝোঁপগুলোর আরো ভেতরে ফেলে দিয়ে সাথে সাথে বাম হাত দিয়ে লোকটির মুখ চেপে ধরলো শক্ত করে।

"যদি বাঁচতে চাও তো কোনো শব্দ কোরো না!" জেসন লোকটির কলার ধরে একটা গাছের গায়ে ঠেসে ধরলো। "তোমার সাথে আর কে এসেছে?" লোকটির মুখ থেকে আস্তে ক'রে হাতটি সরিয়ে সে কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

"আমার সাথে? আমার সাথে আর কেউ নেই!"

বর্ন তার অস্ত্রটি বের ক'রে কনট্যাক্টের গলায় ঠেসে ধরলে ভয়ে সে কাঁপতে শুরু করলো। "ফাঁদ সামলানোর মতো সময় আমার হাতে নেই!" বললো জেসন বর্ন।

"আমার সাথে কেউ নেই। এসব ব্যাপারে আমার কথার যথেষ্ট দাম আছে। কথার দাম না থাকলে আমার দ্বারা এসব কাজ হতো না।"

বর্ন লোকটির দিকে তাকালো। অস্ত্রটা তার বেল্টে ঢুকিয়ে কনট্যাক্টের হাত ধরে তাকে ডান দিকে নিয়ে গেলো। "কোনো শব্দ করবে না। আমার সাথে আসো।"

প্রায় নব্বই সেকেন্ড পরে জেসন আর সেই কনট্যাক্ট নীচু হয়ে ঝুঁকে মূর্তিটি থেকে বিশ ফিট পশ্চিম দিকে গেলো। বর্ন লোকটিকে থামালো। এ জায়গা থেকে রেকি করা লোকটিকে দেখা যাচ্ছে, হাতে অস্ত্র নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তাদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে। ফ্লাড লাইটের আলোয় তাকে শুধু ক্ষণিকের জন্য দেখা গেলো, কিন্তু বর্নের জন্যে সেটাই যথেষ্ট। বর্ন এবার কনট্যাক্টের দিকে ফিরলো।

চাইনীজ লোকটি হতভম্ব হয়ে গেছে। তার চোখ রেকি করা লোকটার দিক থেকে সরছে না। তার মনে একটা শব্দ ঘুরপাক খাচ্ছে। *"সাই,"* সে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো। *"জিয়াজিয়ান!"*

"ছোটো ছোটো ইংরেজি শব্দে বলো," বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে বললো জেসন। "ওই লোকটিকে পাঠানো হয়েছে খুন করতে?"

"হ্যা।"

"বলো, আমাকে কেন এখানে আসতে বলেছো?"

"সবকিছু খোলাসা করার জন্য," জবাব দিলো কনট্যাক্টটি, সে এখনও হতভম্ব।

BanglaBook.org

"প্রথমত পেমেন্টের জন্য, তাছাড়া নির্দেশাবলী পরিস্কার করার জন্য... সবকিছু।"

"একজন ক্লায়েন্ট যাকে মারতে লোক পাঠাবে তাকে সে কোনো টাকা পাঠাবে না।"

"আমি জানি," লোকটি আস্তে ক'রে মাথা দুলিয়ে বললো। "ওরা আসলে আমাকে মারতে লোক পাঠিয়েছে," চোখ বন্ধ ক'রে বললো সে। "হোটেলের লবিতে আরো একজন আছে। আমি ওদেরকে সিগনাল পাঠাতে দেখেছি," লোকটি এবার একটু থেমে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো, "এটাই এ ধরণের কাজের ঝুঁকি।" এরপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে একটা খাম বের ক'রে আনলো। "এখানেই সব আছে।"

"তুমি এটা খুলে দেখেছো?"

"শুধু টাকার পরিমাণটা। ফ্রেঞ্চম্যানের দাবি ঠিকমতো পালিত হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য। বাকি তথ্য জানার কোনো প্রয়োজন আমি দেখি নি।" হঠাৎ লোকটি বর্নের দিকে ভালো ক'রে তাকালো, বৃষ্টিতে তার চোখের পলক দ্রুত পড়ছে। "কিন্তু তুমি তো ফ্রেঞ্চ নও!"

"আস্তে বন্ধু," বললো জেসন। "আজ রাতে তোমার জন্যে ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটছে।"

"তুমি কে?"

"এমন কেউ যে তোমাকে এই নিরাপদ জায়গায় এনে তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। এখানে কতো টাকা আছে?"

"তিরিশ হাজার, আমেরিকান ডলার।"

"ফার্স্ট পেমেন্টই যদি এতো হয় তাহলে টার্গেট নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো ব্যক্তি হবে।"

"আমারও তাই ধারণা।"

"এটা তোমার কাছেই রাখো।"

"কি? কি বলছো তুমি?"

"আমি তো সেই ফ্রেঞ্চম্যান নই, তাই না?"

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

"আমি কোনো নির্দেশ দিতেও চাইছি না। আমি নিশ্চিত অন্য কেউ তোমাদের কাজটা করে দেবে। আমি শুধু ওই লোকটাকে চাই যে নিজেকে জেসন বর্ন হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে। আর আমি জানি তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে। তোমাকে আমি এই খামের টাকাগুলো দিয়ে দিচ্ছি, সাথে বোনাস হিসেবে তোমাকে এখান থেকে জীবন্ত বের ক'রে নিয়ে যাবো। যদি প্রয়োজন পড়ে তো ওই দু'জনের লাশ এখানে ফেলে রেখে যাবো। কিন্তু আমি যা চাইছি তোমাকে তা দিতে হবে। তুমি বলেছিলে তোমার ক্লায়েন্ট শুনেছে ফ্রেঞ্চম্যানের ঘাতক অন্য কোনো জায়গায় কাজ নিয়েছে। কোথায় নিয়েছে? বর্নকে কোথায় পাওয়া যাবে?"

"তুমি খুব দ্রুত কথা বলছো—"

BanglaBook.org

"আমি আগেই বলেছি, আমার হাতে সময় নেই! জলদি বলো! আর না বললে, এখানেই তোমাকে ফেলে রেখে যাবো, আমাকে এমন কি মারতেও হবে না, তোমার ক্লায়েন্টই তোমাকে মেরে ফেলবে।"

"শেনঝেন," ভয়ে ভয়ে বললো কনট্যাক্ট।

"চীনে? শেনঝেন-এ কাউকে টার্গেট করা হয়েছে?"

"তাই ধারণা করা হচ্ছে। আমার ধনী ক্লায়েন্টের কুইন্স রোডে সোর্স আছে।"

"সেটা কি?"

"পিপল্‌স রিপাবলিকের কনসুলেট। সেখানে খুবই অস্বাভাবিক একটা ভিসা অনুমোদিত হয়েছে। বেইজিংয়ে সবচেয়ে উঁচুতলার কর্তৃপক্ষ দিয়ে এটা ক্লিয়ার করা হয়েছে। আমাদের সোর্স জানে না কেন, আর যখন সে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, তখনই তাকে দ্রুত ওই শাখা থেকে বদলি করা হয়েছে। সে-ই আমার ক্লায়েন্টকে এসব তথ্য দেয়। অবশ্যই, টাকার বিনিময়ে।"

"ভিসাটিকে অস্বাভাবিক বলা হচ্ছে কেন?"

"কারণ এতে কোনো ইন্টারভিউয়ের সময়সূচী ছিলো না আর আবেদনকারীও কখনও কনসুলেটে আসে নি।"

"তারপরেও এটা তো নিছক একটা ভিসা, নাকি।"

"পিপল্‌স রিপাবলিকে 'নিছক একটা ভিসা' ব'লে কিছু নেই। বিশেষ ক'রে এমন একজন সাদা লোকের জন্যে যার সন্দেহজনক পাসপোর্ট ম্যাকাও থেকে ইসু করা হয়েছে।"

"ম্যাকাও?"

"হ্যা।"

"এন্ট্রির তারিখ কবে?"

"কালকে। লো ইয়ু বর্ডার দিয়ে।"

"তুমি বলছিলে তোমার ক্লায়েন্টের কনসুলেটে সোর্স আছে। তুমি কি...?"

"তুমি যা চাচ্ছো তা করতে হলে প্রচুর টাকা লাগবে কারণ কাজটাতে প্রচুর ঝুঁকি আছে।"

বর্নের চোখ ফ্লাড লাইটের আলো পড়া মূর্তিটির দিকে গেলো, সেখানে কিছু একটা নড়াচড়া করতে দেখা যাচ্ছে, সেই রেকি করা লোকটা তার টার্গেটকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। "এখানে অপেক্ষা করো," বললো সে।

ভোরের ট্রেনে কাউলুন থেকে লো ইয়ু বর্ডারে আসতে সময় লাগলো এক ঘণ্টার কিছু বেশি। বর্ন সেই কনট্যাক্টকে তার ভিসার জন্য ৭০০০ ডলার দিয়েছে। ভিসার মেয়াদকাল ৫দিন। ভিসাতে ভ্রমনের উদ্দেশ্য হিসেবে দেখানো হয়েছে 'অর্থনৈতিক জোনে ব্যবসায়িক বিনিয়োগ,' আর একজন চীনা ব্যাংকারের উপস্থিতিতে যদি এটা প্রমাণ করা যায় যে, বিনিয়োগ করা হয়েছে তাহলে শেনঝেন ইমিগ্রেশন কাউন্টার থেকে ভিসা আবার নবায়ন করা যাবে। হয়তো কৃতজ্ঞতার বশে আর কোনো বাড়তি

BanglaBook.org

চার্জ ছাড়াই সেই কনট্যাক্ট বর্নকে শেনঝেনের একজন ব্যাংকারের নাম দিয়েছে যে কিনা তাকে এ কাজে সাহায্য করতে পারবে। শেষমেশ, কনট্যাক্টের কাছ থেকে যে বোনাস তথ্য পেলো সেটা হয়তো তার জীবন বাঁচানোর জন্যেই দিয়েছে।

ম্যাকাও'র পাসপোর্ট হাতে যে লোকটি লো ইয়ু বর্ডারে আসবে তার বর্ণনা অনেকটা এরকম : লোকটি ৬ফুট ১ইঞ্চি লম্বা, ওজন ১৮৫ পাউন্ড, গায়ের রঙ সাদা, চুলের রঙ হাল্কা বাদামি। জেসন এই বর্ণনার ওপর চোখ বুলিয়ে অন্যমনস্কভাবেই তার নিজের গভর্নমেন্ট আইডিতে থাকা লেখাটার কথা মনে পড়ে গেলো। সেটাতে লেখা আছে : উচ্চতা ৬ফুট ১ইঞ্চি, ওজন ১৮৭ পাউন্ড, গায়ের রঙ সাদা, চুল হাল্কা বাদামি।

এক অজানা ভয় তার মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। না, এই নতুন বর্নকে মুখোমুখি হওয়ার ভয় নয়। তার মনে হলো সে এক রাক্ষস তৈরি করেছে। তার শরীর থেকে এই নৃশংসতার ভাইরাস ল্যাবরেটরি থেকে তার মতো দেহের এবং মস্তিষ্কের অধিকারী আরো অনেক রাক্ষস তৈরি করছে।

কাউলুন থেকে ছেড়ে আসা দিনের এই প্রথম ট্রেনটায় মূলত দক্ষ শ্রমিক আর চাকুরিজীবি লোকজনে পূর্ণ। প্রতিটি স্টেশনে ট্রেন থামার সাথে সাথে প্যাসেঞ্জার উঠছে। বর্নের চোখ ক্লান্তিহীনভাবে প্রতিটি সাদা চামড়ার লোকের ওপর নজর রাখছে। লো ইয়ু পৌছানো পর্যন্ত সে মোট চৌদ্দজন সাদা লোককে দেখলো, কেউই ম্যাকাও থেকে আসা সেই লোকটির বর্ণনার সাথে মিললো না, না মিললো তার নিজের বর্ণনার সাথে। এই নতুন জেসন বর্ন নিশ্চয় পরের কোনো ট্রেনে আসবে। আসল জেসন বর্ন তার জন্য অপেক্ষা করবে।

যে চারঘণ্টা সে স্টেশনে বসে ছিলো তার মধ্যে তাকে ষোলো বার একজন সিকিউরিটির কাছে জবাবদিহি করতে হয়েছে। প্রতিবারই সে বলেছে সে একজন বিজনেস অ্যাসোসিয়েটের জন্য অপেক্ষা করছে; সম্ভবত সে মিটিংয়ের সময়ে হিসেবটা ভুল করে ফেলে অনেক আগেই এসে পড়েছে। যে কোনো দেশে গেলেই সেখানকার ভাষা জানাটা আর তা বিনম্রভাবে উপস্থাপন করাটা বেশ লাভজনক হয়ে থাকে। বর্ন তা ভালোভাবেই করতে জানে, ফলে তাকে চার কাফ কফি, সাত কাপ গরম চা পরিবেশন করা হলো। দু'জন ইউনিফর্ম পরা চাইনীজ মেয়ে তার সাথে হাসিঠাট্টা করে অবশেষে তাকে একটি আইসক্রিম কিনে দিলো। সবকিছুই হাসিমুখে গ্রহণ করলো সে। গ্রহণ না করাটাই অশোভন দেখাতো।

১১টা ১০ বাজে। প্যাসেঞ্জারেরা ইমিগ্রেশন কাউন্টারের ঝক্কি-ঝামেলা শেষ ক'রে তার দিয়ে ঘেরা লম্বা করিডোর দিয়ে বেরিয়ে আসছে; বেশিরভাগই টুরিস্ট, আর শ্বেতাঙ্গ। বেশিরভাগই বিরক্ত আর ক্লান্ত। এদের অধিকাংশই কোনো না কোনো টুর এজেন্সির সাথে এসছে, সাথে একজন ক'রে গাইডও আছে। জেসন প্রতিটি শ্বেতাঙ্গ লোককে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। যাদেরই উচ্চতা ছয় ফুটের বেশি তাদের বেশিরভাগই হয় খুব রোগা না হয় বেশি বুড়ো, কিংবা হয় বেশি মোটা, না হয় কম বয়সী। ফলে ম্যাকাও'র সেই লোকটা হওয়ার সম্ভাবনা নাকচ

BanglaBook.org

হয়ে গেলো।

ওইতো! ওদিকে! পুরনো গ্যাবারডিনের সুট পরা মাঝারি আকারের একজন বুড়ো টুরিস্ট কুঁজো হয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটছে। হঠাৎ, তার খোঁড়ানো ভাব গায়েব হয়ে গেলো! আর হঠাৎই করে তাকে লম্বাও দেখাচ্ছে! লোকটা দ্রুত ভিড়ের মধ্য দিয়ে হেটে পার্কিং লটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পার্কিং লটে ব্যাগ আর টুরিস্ট ভ্যানের সংখ্যা বেশি, ট্যাক্সি কম। বর্ন সামনের লোকগুলোকে পাশ কাটিয়ে লোকটির পেছনে ছুটে গেলে একজনের সাথে তার ধাক্কা লাগলো। গ্যাবারডিনের সুট পরা লোকটি একটা গাঢ় সবুজ রঙের খোলা ভ্যানে লাফ দিয়ে উঠলো, যার জানালার কাঁচগুলো কালো রঙের। দরজা বন্ধ হতেই গাড়িটা পার্কিং লট থেকে বের গেলো। বর্ন অস্থির হয়ে উঠলো, তাকে কোনোভাবেই হাতছাড়া করতে পারে না সে। তার ডান দিকে একটা পুরনো ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। তার দরজা খুলে বসতেই ড্রাইভার তার দিকে চেঁচিয়ে উঠলো।

"ঝা!"

"শি মা?" জেসন গর্জন ক'রে উঠলো, পকেট থেকে এতো টাকা বের করলো যা দিয়ে পাঁচ বছর পিপল্‌স রিপাবলিক চীনে রাজার হালে কাটানো সম্ভব।

"আইয়ার।"

"জোউ!" সামনের সিটে ব'সে সবুজ ভ্যানটির দিকে ইঙ্গিত ক'রে বর্ন আদেশ করলো। *মেরি, আমি তাকে প্রায় ধরে ফেলেছি! আমি জানি এই সেই লোক! আমি তাকে ছাড়বো না! সে এখন আমার! সেই আমাদের সব সমস্যার সমাধান!*

ভ্যানটি পার্কিং লট থেকে বের হয়ে টুরিস্ট বাস আর ভ্যানগুলোকে পাশ কাটিয়ে ছুটে চললো। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এড়িয়ে গেলো রাস্তার বাইসাইকেল চলকদেরকেও। ট্যাক্সি ড্রাইভার একটি ভাঙাচোড়া রাস্তায় এলে ভ্যানটির দেখা পাওয়া গেলো। একটা ট্রাকের সামনে দিয়ে রাস্তায় বাঁক নিয়ে ঘুরলো ভ্যানটি। বর্ন সামনের দিকে তাকালো, রাস্তা উঁচু হতে শুরু করেছে, সামনেই পাহাড়ী পথ। হঠাৎ গতি বাড়িয়ে পাহাড়ী পথ ধরে উঠতে শুরু করলো ভ্যানটি।

"তুমি গতি বাড়াচ্ছো না কেন?"

"সামনে অনেক বিপজ্জনক বাঁধা আছে।"

"কিছু হবে না, গতি বাড়াও!"

তারা সামনের একটা টুর বাসকে পাশ কাটিয়ে ডান দিকের সরু বাঁকে মোড় নিলো। বর্ন জানালা দিয়ে যতোটা সম্ভব মাথা বের ক'রে উঁকি দিয়ে বললো, "ওদিক দিয়ে কেউ আসছে না! সামনে চলো! দ্রুত! এটাই সুযোগ।"

ড্রাইভারও তাই করলো, পুরনো ট্যাক্সিটিকে সর্বোচ্চ গতিতে উঠিয়ে নিলো সে। এবার বাম দিকে একটা সরু বাঁক নিতে হবে, পথটা আরো খাড়া হয়ে এসেছে। গাড়িটা মোড় নেয়ার পর একটা সোজা উঁচু পাহাড়ী রাস্তা দেখা গেলোও ভ্যানটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই পাহাড়ের অপর পাশে নেমে গেছে।

"কুয়াই!" চেঁচালো বর্ন। "এই কলের গাড়িটা কি এর চেয়ে বেশি জোরে যেতে

BanglaBook.org

পারে না?"

"এই গাড়ি আগে কখনও এতো জোরে ছোটে নি! আমার তো ভয় হচ্ছে ইঞ্জিনটাই না ফেঁটে যায়। এই গাড়িটা কিনতে আমার পাঁচ বছর লেগেছে, আর লাইসেন্সের জন্য কতো যে ঘুষ দিতে হয়েছে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নাই।"

জেসন মুঠো ভর্তি নোট ড্রাইভারের পাশে রাখলো। "ভ্যানটা ধরতে পারলে এর দশগুন টাকা পাবে! এখন, চলো।"

ট্যাক্সিটি পাহাড়ের চূড়োর সংকীর্ণ পথের ধার ঘেষে সাবধানতার সাথে ছুটে চললো। পাশেই, খাদের নীচে দেখা যাচ্ছে একটা বিশাল হ্রদ, সম্ভবত মাইলের পর মাইল বিস্তৃত। সুদূরে বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়া তার চোখে পড়লো, যতোদূর চোখ যায় শুধু সবুজ ছোটো ছোটো দ্বীপ আর নীল পানি। ট্যাক্সিটি লাল এবং সোনালী রঙের বড় একটি প্যাগোডার পালিশ করা কনক্রিটের সিঁড়ির সামনে এসে থামলো। পাশেই একটা পার্কিং লটে চারটা টুরিস্ট বাস দাঁড়িয়ে আছে, বেশ কয়েকটা দোকান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বর্ডারের আশেপাশে। কিন্তু সেই সবুজ ভ্যানটি কোথাও দেখা যাচ্ছে না। বর্ন দ্রুত তার মাথা ঘুরিয়ে সবদিকে দেখে নিলো। "কোথায় গেলো ভ্যানটা? ওই রাস্তাটা কিসের?" সে ড্রাইভারকে প্রশ্ন করলো।

"পাম্প স্টেশন। ওখানে যাওয়ার পারমিশন কারোর নেই, আর্মিরা ওখানে টহল দেয়। রাস্তাটির বাঁক উঁচু তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা, ওখানে একটা গার্ড হাউজও আছে।"

"এখানেই অপেক্ষা করো।" জেসন ক্যাব থেকে নেমে নিষিদ্ধ সেই রাস্তাটির দিকে এগোতে শুরু করলো। আফসোস হলো তার, সাথে একটা ক্যামেরা বা গাইডবুক থাকলে ভালো হতো, তাকে দেখে টুরিস্ট মনে হতো তখন। পথ হারিয়ে গেছে এমন একটা ভাব করে সে হাটতে শুরু করলো, আর চারপশে ভালো করে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চললো সামনের দিকে। রাস্তার বাঁকের কাছে উঁচু তারের বেড়া আর গার্ড হাউজের কাছে গেলো। একটা লম্বা লোহার বার রাস্তাটিকে আঁটকে রেখেছে; পিছন ফিরে অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলছে দু'জন সৈনিক, তাদের থেকে কিছুটা সামনে বাদামি রঙের কনক্রিটের তৈরি একটি চতুষ্কোণ আকৃতির নীচে দুটি গাড়ি পার্ক করা। তাদের একটি হচ্ছে সেই গাঢ় সবুজ রঙের ভ্যানটি, অন্যটি একটা বাদামি রঙের সিডান। ভ্যানটা চলতে শুরু করলো। এটা গেটের দিকে ফিরে আসছে!

বর্নের মাথায় দ্রুত চিন্তা খেলতে শুরু করলো। বর্ডারে দাঁড়িয়ে অস্ত্র বের করাটা হবে বোকামির কাজ, তাছাড়া সে সাথে অস্ত্র আনে নি। সে যদি ভ্যানটি থামিয়ে সেই খুনিকে বের করার চেষ্টা করে তাহলে বর্ডারের গার্ডগুলো সাথে সাথে রাইফেল হাতে হাজির হবে। কাজটা আরো জটিল হয়ে যাবে। তবে আরেকটি উপায় আছে!

বর্ন দৌড়ে আবার রাস্তার বাঁকটি পার হয়ে ওই গেট আর সৈনিকগুলোর দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে এলো। কিছুক্ষণের জন্যে থামলো ভ্যানটির শব্দ, তার মানে

BanglaBook.org

গাড়িটা গেটের সামনে দাঁড়িয়েছে, গেট খোলা হচ্ছে। আর কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। বর্ন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আগের মতোই টুরিস্টদের ভূমিকা পালন করতে লাগলো। ভ্যানটা ঘুরে তার দিকেই আসছে এখন। বর্ন তার পরবর্তী পদক্ষেপের সময় হিসেব করতে লাগলো। হঠাৎ ক'রে ভ্যানটা তার সামনে এসে গেলে আতংকিত হয়ে গেছে এমন ভাব ক'রে দ্রুত ঘুরে ভ্যানটার পাশে চলে এসে রাস্তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার ক'রে উঠলো, যেনো ভ্যানটা তাকে আঘাত করেছে, যেনো সে ব্যথায় মারাই যাচ্ছে।

বর্ন রাস্তায় নিথরদেহে পড়ে থাকলে ভ্যানটা থামলো। ড্রাইভার সম্ভবত নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে নেমে এলো গাড়ি থেকে। কিন্তু কিছু বলার সুযোগই পেলো না সে। বর্ন খপ্ ক'রে তাকে ধরে ফেলে তার হাটুতে আঘাত করলো। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা ধরে সজোরে ভ্যানের গায়ে ধাক্কা খাওয়ালে ড্রাইভার অজ্ঞান হয়ে গেলো। তাকে টেনে হিঁচড়ে ভ্যানের পেছন দিকের তলায় এনে রাখলো বর্ন। লোকটার জ্যাকেটের একটা জায়গা একটু ফুলে আছে—প্যাসেঞ্জারকে নিরাপত্তা দেয়ার জন্যে—একটা অস্ত্র। জেসন জিনিসটা সরিয়ে নিয়ে ম্যাকাও'র লোকটির জন্য অপেক্ষা করলেও লোকটা বের হয়ে এলো না। ব্যাপারটা তার কাছে অস্বাভাবিক ঠেকলো।

অস্ত্রটা তৈরি রাখলো বর্ন। তারপর সতর্কভাবে পুরো ভ্যানটি চেক্ করলো। কেউ নেই। ভ্যানটি ফাঁকা! সে ভ্যানের পেছনে গিয়ে ড্রাইভারকে তুলে ধরে তার গালে থাপ্পর মারতে লাগলো যতোক্ষণ পর্যন্ত না তার জ্ঞান ফিরে এলো।

"আ!" ব্যথায় কুঁকড়ে উঠলো সে।

"ভ্যানে যে লোকটা ছিলো সে কোথায়?"

"ওই...ওখান!" মাথা নেড়ে ক্যান্টোনিজ ভাষায় জবাব দিলো ড্রাইভার। "সে একটা অফিসিয়াল কারণে নাম না জানা এক লোকের সাথে উঠেছে। আমাকে ছেড়ে দাও! আমার সাত-সাতটি সন্তান আছে!"

"সিটে গিয়ে বসো," ড্রাইভারকে তুলে তার পায়ে দাঁড় করিয়ে খোলা দরজার দিকে ঠেলে দিয়ে বললো বর্ন। "এখান থেকে যতো দূরে সম্ভব চলে যাও।"

আর কোনো নির্দেশ দেয়ার দরকার পড়লো না। ভ্যানটা এতো দ্রুত রাস্তার ধার ঘেষে চলে যেতে লাগলো যে, বর্নের মনে হলো সেটা নীচের হ্রদে গিয়ে পড়বে।

নাম না জানা এক লোক! এর মানে কি? যাই হোক, ম্যাকাও'র লোকটি এবার ফাঁদে পড়েছে। সে নিষিদ্ধ রাস্তার গেটের ওপাশে একটা বাদামি রঙের সিডানে ব'সে আছে। বর্ন দৌড়ে তার ট্যাক্সির কাছে ফিরে এসে সামনের সিটে বসলো; গাড়ির ফ্লোরে ছিটিয়ে দেয়া নোটগুলো সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

"আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন?" বললো ক্যাবড্রাইভার। "যে টাকা দিয়েছেন তার দশগুন দেবেন বলেছিলেন?"

"আরে চার্লি চ্যান, ওসব পরে হবে! ওই পাম্প স্টেশন থেকে একটা গাড়ি

BanglaBook.org

বেরিয়ে এলে তুমি তাই করবে যা আমি করতে বলবো। বুঝেছো?"

"যতো টাকা আপনি আমাকে দিয়েছেন, তার দশগুন বলতে কি বোঝায় তা আপনি বোঝেন তো?"

"আমি বুঝি। এটা পনেরোগুণও হতে পারে, যদি তুমি তোমার কাজ ঠিকমতো করো। এখন ইঞ্জিন চালু করে ওই পার্কিং লটের একদম কিণারে গিয়ে পার্ক ক'রে রাখো। আমি জানি না আমাদেরকে কতোক্ষণ এভাবে অপেক্ষা করতে হবে।"

"সময় মানেই টাকা, স্যার।"

"আরে, এইসব প্যাচাল বন্ধ করো!"

তাদেরকে প্রায় বিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো। এরপরই বাদামি রঙের সিডানটি বেরিয়ে এলো, বর্ন দেখতে পেলো এই গাড়িটির জানালার কাঁচ আরো বেশি কালো, ভেতরে যেই থাকুক না কেন তাকে দেখা যাচ্ছে না। তারপরই বর্ন সেই কথাগুলো শুনলো যা শোনার জন্য সে প্রস্তুত ছিলো না।

"আপনার টাকা ফেরত নিয়ে নিন," আস্তে ক'রে বললো ড্রাইভারটি। "আমি আপনাকে লো ইয়ু'তে নামিয়ে দেবো। আমাদের কখনও দেখা হয় নি, বুঝলেন।"

"কেন?"

"এটা গভর্নমেন্টের গাড়ি—আমাদের কোনো গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালের গাড়ি—আমি এ গাড়িকে অনুসরণ করতে পারবো না।"

"দাড়াও, দাড়াও! তোমাকে এ পর্যন্ত যা দিয়েছি তার বিশগুন বেশি দেবো, সাথে একটা বোনাসও থাকবে যদি সব কাজ ঠিকমতো শেষ হয়! আমি না বলা পর্যন্ত তুমি দূরত্ব বজায় রেখেই এগোতে পারবে। আমি তো টুরিস্ট, ঘুরে বেড়াতেই পারি। না, দাঁড়াও। তোমাকে দেখাচ্ছি! আমার ভিসাতে লেখা আছে আমি এখানে বিনিয়োগ করতে এসেছি। বিনিয়োগকারীদের ঘুরে খোঁজখবর নেয়ার অধিকার আছে!"

"বিশগুণ?" ড্রাইভার জেসনের দিকে তাকালো। "তুমি যে তোমার কথা রাখবে সেটার নিশ্চয়তা কি?"

"আমি টাকাটা মাঝখানের সিটে রাখবো। আর তা ফেরত নেয়ার চেষ্টাও করবো না। এটা তোমার গাড়ি, তুমি যা ইচ্ছে করতে পারো।"

"বেশ! কিন্তু আমি অনেক দূর থেকে অনুসরণ করবো। আমি এই রাস্তাগুলো চিনি। যাওয়ার মতো জায়গা আছে হাতে গোনা কয়েকটা।"

পয়ত্রিশ মিনিট পার হয়ে গেলেও বাদামি রঙের সিডান গাড়ির কোনো দেখা পাওয়া গেলো না। ড্রাইভার আবার মুখ খুললো। "তারা এয়ারফিল্ডে যাবে।"

"কি ধরণের এয়ারফিল্ড?"

"গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল আর দক্ষিণ চায়নার ধনী লোকেরা এটা ব্যবহার করে।"

"যেমন, যেসব লোকজন ফ্যাক্টরি, ইন্ড্রাস্ট্রিতে বিনিয়োগ করে?"

"হ্যা। এটাই হলো ইকোনোমিক জোন।"

BanglaBook.org

"আমি একজন বিনিয়োগকারী," বললো বর্ন। "আমার ভিসাতে তাই লেখা আছে। ওসব চিন্তা ছাড়ো! গাড়িটার কাছে যাও এবার!"

"আমাদের মাঝখানে আরো পাঁচটি গাড়ি আছে। তাছাড়া কথা ছিলো আমরা দূর থেকে ফলো করবো।"

"কথা ছিলো আমি না বলা পর্যন্ত দূরত্ব রেখে চলবে! এখন কাছে যেতে হবে। তাছাড়া আমার সাথে টাকা আছে। আমি চায়নাতে বিনিয়োগ করতে এসেছি!"

"আমাদেরকে গেটে আঁটকানো হবে। ওরা টেলিফোন ক'রে আপনার পরিচয় নিশ্চিত করবে।"

"অসুবিধা নেই, শেনঝেনের একজন ব্যাংকারের নাম আমি জানি।"

"সেই লোক কি আপনার নাম জানে, স্যার? আর আপনি যেসব চাইনীজ ফার্মের সাথে ডিল করছেন তাদের একটা লিস্ট আছে তো? যদি থাকে আপনি গেটে গিয়ে কথা বলতে পারেন। আর যদি শেনঝেনের ওই ব্যাংকার আপনাকে না চেনে তাহলে ভুয়া ইনফরমেশন দেয়ার জন্য ওরা আপনাকে ধরে নিয়ে যাবে। তাদের জেরার কারণে চায়নাতে আপনার টুরটা আরো অনেক দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে।"

"আমাকে ওই গাড়িটার কাছে যেতেই হবে!"

"ওই গাড়ির কাছে গেলে ওরা আপনাকে গুলি করবে।"

"দ্যাখো, এতো কিছু বোঝানোর সময় নেই। ওকে আমার দেখতেই হবে!"

"তাতে আমার কি," শান্তকণ্ঠে বললো ড্রাইভার।

"লাইনে আসো, ঐ গেট পর্যন্ত যাও," বর্ন আদেশের সুরে বললো। "আমি তোমার প্যাসেঞ্জার, তুমি আমাকে লো ইয়ু থেকে তুলেছো, ব্যস্, তেমার আর চিন্তা কি। বাকি কথা আমি বলবো।"

"আপনার আবদারটা বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে না! আমি চাই না আপনার সাথে আমাকে কেউ দেখে ফেলুক।"

"চুপচাপ গাড়ি চালাও," বেল্ট থেকে অস্ত্র বের ক'রে বললো জেসন।

একটা বড় জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বর্ন এয়ারফিল্ডের দিকে তাকিয়ে আছে। তার বুক ধরফড় করছে। জায়গাটা মূলত প্রভাবশালী ব্যক্তি আর ধনী শিল্পপতিদের বিচরণ স্থান। তার পোশাক আশাকে এদের মাঝে তাকে বেমানান লাগছে। ভেতরে ঢোকার জন্য সে অজুহাত দেখালে হংকয়ের কুইন্স রোডের কনসুলেট একজন অফিসারের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাকে নির্দেশ দিয়েছে। লোকটি বেইজিংয়ের একটি ফ্লাইট থেকে আসছে, এয়ারপোর্টে তাদের দেখা করার কথা। ভুলবশত লোকটির নাম গুলিয়ে ফেলেছে সে, তবে তারা এর আগে ওয়াশিংটনে দেখা করেছে, সুতরাং দেখা হলে একে অপরকে চিনতে পারবে তারা। এসব বলার পর তাকে টার্মিনাল পর্যন্ত যাওয়ার একটা পাশ দেয়া হয়। অতঃপর সে তার ট্যাক্সিটা ভেতরে ঢোকানোরও একটা অনুমতি চেয়ে নেয়।

"যদি টাকা চাও তাহলে অপেক্ষা করো," সিট থেকে ভাঁজ করা নোটগুলো

BanglaBook.org

তুলে নিয়ে ড্রাইভারকে ক্যান্টোনিজ ভাষায় বললো সে।

"আপনার সাথে অস্ত্র আছে, আপনার চোখেমুখে প্রচণ্ড রাগ দেখা যাচ্ছে। আপনি মানুষ মারবেন!"

জেসন ড্রাইভারের দিকে তাকালো। "ওই গাড়ির লোকটিকে আমি কোনোভাবেই মারতে পারি না, বরং তাকে রক্ষা করার জন্য আমি সবকিছু করতে পারি।"

বাদামি রঙের সিডান গাড়িটি পার্কিং লটে নেই। সে দ্রুত হেটে টার্মিনালের জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। ক্ষোভ আর হতাশায় তার কপালের রগগুলো ফুলে উঠেছে, বাইরে মাঠে সে গভর্নমেন্টের গাড়িটি দেখতে পেলো। গাড়িটা তার থেকে পঞ্চাশ ফিটেরও কম দূরত্বে পার্ক করা আছে, কিন্তু তার সামনের শক্ত কাঁচের দেয়ালটি তাকে গাড়িটার কাছে যেতে দিচ্ছে না। হঠাৎ ক'রে সিডানটি রানওয়েতে দাঁড়ানো একটা মাঝারি আকারের জেট বিমানের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করলো। বর্নের আফসোস হলো সাথে একটা বাইনোকুলার থাকলে ভালো হতো। গাড়িটা বিমানের লেজের পেছন দিয়ে ঘুরে বিমানের অপরপ্রান্তে, দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলো।

ধ্যাত্‌তারিকা!

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই জেট বিমানটি রানওয়ে দিয়ে চলতে শুরু করলে বাদামি রঙের সিডানটি পার্কিং লটের দিকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে যেতে লাগলো।

সে এখন কি করবে? এভাবে সে হেরে যেতে পারে না! লোকটা ওখানে আছে! হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে সে! বর্ন দৌড়ে প্রথম কাউন্টারটির কাছে গেলো, আচরণে অত্যন্ত বিভ্রান্ত একটা ভাব আনলো।

"ওই যে প্লেনটি উড়ে যাচ্ছে! আমার ওটাতে থাকার কথা! এটা সাংহাইতে যাচ্ছে, আমার বেইজিংয়ের প্রতিনিধি আমাকে এই প্লেনে আসতে বলেছিলো! এটা থামান!"

কাউন্টারের পেছনের ক্লার্কটি তার ফোনের রিসিভারটি তুলে দ্রুত ডায়াল ক'রে কিছু একটা শুনে তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো, "স্যার, এটা আপনার প্লেন না। এটা গুয়াঙ্গডঙ্গ যাচ্ছে।"

"কোথায়?"

"ম্যাকাও'র বর্ডারে, স্যার।"

ম্যাকাও হতে পারে না। তাইপান তাকে সেখানে যেতে নিষেধ করেছে। তার কথার অমান্য হলে তার নির্দেশ হবে স্পষ্ট আর তার পালন হবে সঙ্গে সঙ্গে। " তোমার স্ত্রীকে মেরে ফেলা হবে।

ম্যাকাও। টেবিল ফাইভ। কাম পেক ক্যাসিনো।

"সে যদি ম্যাকাও'র দিকে যায়," মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার বলেছিলো মৃদুকণ্ঠে, "সে আমাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে..."

"শেষ ক'রে দেবেন!"

"আমি ঠিক এ ধরণের শব্দ ব্যবহার করি না।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

"তুমি এই কথা আর বলবে না, তুমি এই কথা বলতে পারো না!" চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললো এডওয়ার্ড নিউইঙ্গটন ম্যাকঅ্যালিস্টার। "এটা গ্রহণযোগ্য নয়। এটা হতে পারে না। আমি আর কিছু শুনতে চাই না।"

"তোমাকে শুনতে হবে, এডওয়ার্ড," বললো মেজর লিন। "কারণ এটা ঘটেছে।"

"সব দোষ আমার," ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আমেরিকান লোকটির মুখোমুখি হয়ে ইংলিশ ডাক্তারটি বলতে শুরু করলো। "তার প্রতিটি সিমটম মস্তিষ্কের ক্ষতজণিত রোগের দিকে ইঙ্গিত করছিলো। মনঃসংযোগ আর দৃষ্টিশক্তির হ্রাস পাওয়া; ক্ষুধামন্দা এবং ওজন কমে যাওয়া, বিশেষ ক'রে আবোল তাবোল বকা, সবই সেদিকে ইঙ্গিত করছিলো। আমি সহজ মনে ধরে নিয়েছিলাম তার মধ্যে একটা নেগেটিভ ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে—"

"সেটার মানে কি?"

"ভেবেছিলাম সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর এ ধরণের অসুখকে সাধারণত সারিয়ে তোলা যায় না।"

"কিন্তু আপনার ধারণা তো ঠিকও হতে পারে?"

"আমিও মনেপ্রাণে চাই আমার ধারণাই ঠিক হোক। তাহলে নিদেনপক্ষে আমার চিকিৎসা বিদ্যার ক্ষমতা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করতে পারবে না, অন্তত এ পেশাতে আমার গর্ব বজায় থাকবে। কিন্তু সেটা ঠিক না। এটা আমাকে বিপর্যস্ত ক'রে তুলেছে।"

"আপনি বিপর্যস্ত?"

"সেরকমই। এটা আমার পেশাগত অহংকারে আঘাত করেছে, মিঃ আন্ডারসেক্রেটারি। ঐ মাগি আমাকে বোকা বানিয়েছে। অথচ চিকিৎসাবিদ্যার কিছুই সে জানে না। তার প্রতিটি কথা, প্রতিটি আচরণ, সবকিছু সাজানো নাটক ছিলো; নার্সকে উস্কে দেয়া থেকে শুরু ক'রে গার্ডকে প্রলোভন দেখানো পর্যন্ত সবই তার চাল ছিলো।"

"হায় ঈশ্বর, আমাকে হাভিলান্ডের সাথে যোগাযোগ করতে হবে!"

"অ্যাম্বাসেডর হাভিলান্ড?" ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলো লিন।

ম্যাকঅ্যালিস্টার তার দিকে তাকালো। "যা শুনেছো তা ভুলে যাও।"

"আমি এটা ভুলতে তো পারবো না, তবে কথা দিচ্ছি এর কথা মুখে আনবো না। আপনি একজন হোমড়াচোমড়ার নাম বলেছেন।"

"নামটি কারো কাছে বলবেন না, ডাক্তার," বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"আমি ইতিমধ্যেই সেটা ভুলে গেছি। তাছাড়া জানিও না লোকটা কে।"

"আমি আর কি বলতে পারি? তো আপনারা কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন?"

"মানুষের পক্ষে যা যা সম্ভব," জবাব দিলো মেজর। "আমরা হংকং এবং

BanglaBook.org

কাউলুনকে কতোগুলো সেকশনে ভাগ করেছি। আমরা প্রতিটি হোটেলে জেরা করছি, তাদের রেজিস্টার চেক্ ক'রে দেখছি। পুলিশ আর মেরিন টহল বাহিনীকে সতর্ক বার্তা পাঠিয়েছি, প্রত্যেক অফিসারের কাছে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, আর বলা হয়েছে তাকে খুঁজে বের করা অত্যন্ত জরুরি—"

"হায় ঈশ্বর, কি বলছো তুমি? ওদেরকে পরে কি ব্যাখ্যা দেবে?"

"এখানে আমি হয়তো একটু সাহায্য করতে পারবো," বললো ডাক্তার। "আমার বোকামির প্রতিদানস্বরূপ সামান্য ক্ষতিপূরণ দেয়ার চেষ্টা করবো আর কি। আমি একটা মেডিক্যাল অ্যালার্ট জারি করবো। ফলে বিভিন্ন হসপিটাল থেকে প্যারামেডিক টিম রাস্তায় নামবে, রেডিওর সাহায্যে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করবে, সম্ভাব্য সব জায়গা চোষে বেড়াবে।"

"কি ধরণের মেডিকাল অ্যালার্ট?" তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করলো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"অল্পবিস্তর তথ্য দেয়া হবে। তাতেই চলবে। বলা হবে মহিলাটি লুজোন প্রণালীর একটা অজানা দ্বীপ ভ্রমণ করে এসেছে এবং সম্ভবত দেহে অত্যন্ত ভয়াবহ ধাঁচের সংক্রমণশীল জীবাণু বহন করছে যা অপরিস্কার থালাবাসনের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে।"

"আমাদের বন্ধু ডাক্তার যেভাবে বললেন তাতে কাজটা সহজেই করা যাবে," বললো লিন। "আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আমরা তাকে খুঁজে পাবোই, এডওয়ার্ড। আমরা সবাই জানি ভিড়ের মধ্যেও তাকে আলাদা ক'রে চেনা যায়। লম্বা, আকর্ষণীয় দেখতে, সুন্দর চুলের অধিকারী—হাজার হাজার লোক খুঁজে বেড়ালে তাকে না পাওয়ার তো কোনো কারণই দেখি না।"

"আশা করি তোমার কথা যেনো সত্যি হয়। চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে মহিলা ট্রেনিং পেয়েছে একজন বহুরূপীর কাছ থেকে।"

"মাফ করবেন?"

"কিছু না, ডাক্তার," বললো মেজর। "আমাদের লাইনে এ ধরণের কিছু টেকনিক্যাল শব্দের প্রচলন আছে।"

"ওহ্?"

"আমার পুরো ফাইলটা চাই, পুরো ফাইল!"

"কি, এডওয়ার্ড?"

"ইউরোপে তাদেরকে একসাথে তাড়া করা হয়েছিলো। এবার তারা আরঅদা আছে, তাড়া করা হবে আলাদাভাবে। দেখতে হবে তখন তারা কি করেছিলো? আর এখন তারা কি করতে পারে?" কপালের ডান দিকে আঙুল দিয়ে ডলতে ডলতে বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"ক্ষমা করবেন, জেন্টেলম্যান। আপনাদের এখন চলে যাওয়া উচিত। আমাকে অত্যন্ত জরুরি একটা ফোন করতে হবে।"

BanglaBook.org

মেরি কিছু নতুন কাপড় এবং অন্যান্য জিনিসের পেছনে কিছু ডলার ব্যয় করলো।

ফলাফল আশাব্যঞ্জক : লেপটে থাকা চুলের নতুন স্টাইলের ওপর একটা চওড়া সান হ্যাট, ঢিলেঢালা ধূসর বর্ণের ব্লাউজ আর স্কার্টে তার শারীরিক গঠন অনেকটাই ঢেকে গেছে। তাকে আর চেনাই যাচ্ছে না। তার ওপর আবার ফ্ল্যাট স্যান্ডেল পরায় তাকে কিছুটা কম লম্বা লাগছে, গুচি ব্যাগটার কারণে একটা টুরিস্ট টুরিস্ট ভাব সৃষ্টি হয়েছে। সে কানাডিয়ান কানসুলেটে ফোন ক'রে একটা বাসে ক'রে সেখানে যাওয়ার উপায়টা জেনে নিয়েছে। কাউলুনের চাইনীজ ইউনিভার্সিটি থেকে বাসটি ছাড়ে। কেউ তার দিকে দ্বিতীয়বার আছে না দেখতে পেয়ে সে সন্তুষ্ট হলো। প্যারিসে একজন বহুরূপীর কাছ থেকে সে শিখেছিলো ছোটো ছোটো জিনিসগুলো একজন মানুষকে কতোটা বদলে দেয়। সেই শিক্ষা এখন কাজে আসছে।

"আমি জানি এটা অদ্ভুত শোনাবে," অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে কিন্তু কিছুটা মজা করে রিসেপশনিস্টকে বললো সে। "আমার এক দুঃসম্পর্কের কাজিন এখানে কাজ করে, আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম তার সাথে দেখা করবো।"

"কথা শুনে তো মোটেও অদ্ভূত লাগছে না।"

"লাগবে, যখন জানবেন আমি তার নাম ভুলে গেছি।" তারা দু'জনেই একসঙ্গে হেসে উঠলো।

"আপনি কি জানেন সে কোন্ সেক্শনে আছে?"

"আমার মনে হয় ইকোনমিকসের সাথে জড়িত কোনো ডিপার্টমেন্টে হবে," মেরি বললো।

রিপেসশনিস্ট ড্রয়ার খুলে সাদা একটা বুকলেট বের করলো। কাভারে কানাডার জাতীয় পতাকার ছবি। "এটা আমাদের ডাইরেক্টরি। আপনি বসুন, নিজেই খুঁজে দেখুন, কেমন?"

"যথেষ্ট ধন্যবাদ," বললো মেরি। তারপর একটা চামড়ার হাতলওয়ালা চেয়ারে গিয়ে সে ব'সে পড়লো।

দ্রুত পৃষ্ঠা পাল্টিয়ে মেরি প্রতিটি কলামের নামগুলো পড়লো, চেষ্টা করলো পরিচিত কাউকে খুঁজে বের করতে। তিনটি পরিচিত নাম খুজে পেলো সে। কিন্তু তাদের চেহারা ভালো ক'রে মনে করতে পারছে না।

তারপর পৃষ্ঠা বারোতে একটা নাম পড়তেই তার সামনে একটা চেহারা এবং কণ্ঠস্বর স্পষ্ট ভেসে উঠলো। ক্যাথরিন স্টেপলস্।

ঠাণ্ডা, গম্ভীর ক্যাথরিন স্টেপলস্। ওটোয়ার ট্রেজারি বোর্ডে কাজ করার সময় মেরির সাথে ক্যাথরিনের পরিচয় হয়। স্টেপলস্ তখন ইউরোপিয়ান কমন মার্কেট এবং পরে হংকংয়ের ওপর কাজ করছিলো। তাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব না থাকলেও তারা চার-পাঁচবার একসাথে লাঞ্চ করেছে; একে অপরকে ডিনারেও দু'একবার দাওয়াত করেছে। এই অল্প সময়েই স্টেপলস্কে ভালোভাবে বুঝে উঠতে সক্ষম হয়েছিলো মেরি।

পঞ্চাশোর্ধ, মাঝারি উচ্চতার, উদ্যমী স্টেপলস্ বেশ ফ্যাশনেবল কাপড়চোপড় পড়লেও সবসময় একটা সাদামাটাভাব বজায় রাখে। নিজের কাজে তার দক্ষতা

BanglaBook.org

বেশিরভাগ লোকের কাজের মানকেই ছাড়িয়ে যায়। পুরুষ, মহিলা নির্বিশেষ যাদেরই ওপর অপ্রাসঙ্গিক কাজ চাপিয়ে দেয়া হতো, স্টেপেলস্ তাদের সাথে সদয় ও নম্রভাবে ব্যবহার করতো; আর যারা না বুঝেশুনে অন্যদের ঘাড়ে এসব কাজ চাপাতো তাদের বিরুদ্ধে সে ততোটাই কঠোর এবং শক্ত অবস্থান নিতো। স্টেপলস্ পরিচিত ছিলো তার সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার জন্য। মেরি আশা করলো সত্যনিষ্ঠ স্টেপলস্ হংকংয়েও তার নিষ্ঠার পরিচয় রাখবে।

"কোনো লাভ হলো না," বললো মেরি। চেয়ার থেকে উঠে বুকলেটটি রিসেপশনিস্টকে ফেরত দিয়ে দিলো সে। "নিজেকে খুব বোকা বোকা লাগছে।"

"আপনি কি জানেন সে দেখতে কেমন?"

"আসলে আমাদের কখনও সামনাসামনি দেখা হয় নি, আর আমি কাউকে জিজ্ঞেস করার কথাও ভেবে দেখি নি।"

"আমি দুঃখিত।"

"আমি লজ্জিত। এখন বাসার লোকদেরকে ব্যাপারটা ফোনে জানাতেও আমার লজ্জা লাগবে...ওহ্, একটা নাম আমার পরিচিত মনে হলো। আমার কাজিনের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই, বন্ধুর বন্ধু বলতে পারেন আর কি। স্টেপলস্ নামের একজন মহিলা।"

"ক্যাথরিন দি গ্রেট? সে এখন এখানেই আছে। যদিও তাকে প্রমোশন দিয়ে অ্যাম্বাসেডর বানিয়ে ইউরোপে পাঠিয়ে দিলে এখানকার অনেক স্টাফই খুশি হবে। তারা তাকে ভীষণ ভয় পায়।"

"ওহ্, সে এখানেই আছে?"

"তিরিশ ফিটেরও কম দূরে। আপনি যদি আপনার বন্ধুর নাম আমাকে বলেন তাহলে আমি দেখতে পারি তার কথা বলার সময় হবে কি না?"

মেরি দ্বিধায় পড়ে গেলো। এভাবে অফিসিয়ালি জানান দিয়ে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। অন্য কনসুলেটদের মাধ্যমে স্টেট ডিপার্টমেন্ট তার খবর পেয়ে যেতে পারে, তাই চাপের মুখে পড়ে স্টেপলস্ তাকে সাহায্য করতে অস্বীকারও করতে পারে। না, তাকে ক্যাথরিনের সাথে একান্তে কথা বলতে হবে, অফিসিয়ালি নয়।

"...এক মিনিট। আপনি কি বললেন, ক্যাথরিন!"

"হ্যা। ক্যাথরিন স্টেপলস্। এখানে একজনই আছে এ নামে।"

"ওহ্, দুঃখিত। আমার বন্ধুর বন্ধুর নাম হলো ক্রিস্টন। ওহ্ ঈশ্বর, আজ দিনটাই খারাপ যাচ্ছে। আপনি যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাইছি না।"

BanglaBook.org

মেরি এশিয়ান হাউজের লবিতে অপেক্ষা ক'রে অনেকক্ষণ পর উঠে প্রবেশ পথের দিকে এগিয়ে গেলো সে। রাস্তার ভিড়ের মধ্যে প্রায় একঘণ্টা ধরে হাটলো। দুপুর গড়িয়েছে, ক্যাথরিন কি লাঞ্চ করতে বেরোবে এখন? একসাথে লঞ্চ করতে পারলে

কাজটা অনেক সহজ হয়ে যেতো। আরেকটা সম্ভাবনার কথাও তার মনে উঁকি দিলো—ডেভিডকেও হয়তো দেখা যেতে পারে এখানে! তবে সেটা তার সেই ডেভিড হবে না, সেটা হবে জেসন বর্ন। আর জেসন বর্ন মানে যেকোনো ব্যক্তি। কারণ ছদ্মবেশে থাকলে তার স্বামীকে সে দেখলেও চিনতে পারবে না। প্যারিসে তাকে এরকমটি করতে দেখেছে সে। তবে এই জায়গাটা প্যারিসের চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক। যেকোনো সময় তার জীবন বিপন্ন হয়ে যেতে পারে। কি হবে যদি আমি...? কি হবে যদি সে...? সে এসব কেন ভাবছে? তাদেরকে তো আগে বেঁচে থাকতে হবে। তবেই না তাদের দেখা হওয়া সম্ভবপর হবে।

ওই তো ক্যাথেরিন স্টেপলস্! এশিয়ান হাউজ থেকে বের হয়ে ডান দিকে মোড় নিচ্ছে। চল্লিশ ফিটের মতো দূরে, মেরি দৌড়াতে শুরু করলো, সামনে আসা মানুষগুলোকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে এগোতে লাগলো সে। দৌড়ানোর চেষ্টা করবে না, তোমাকে সহজেই চিনে ফেলতে পারে। আমি পরোয়া করি না। মেরি এখন কিছুই পরোয়া করবে না! তাকে যে করেই হোক ক্যাথরিনের সাথে কথা বলতে হবে!

স্টেপলস্ বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে এলো। সেখানে আগে থেকেই তার জন্য কনসুলেটের একটা গাড়ি অপেক্ষা করছে; দরজার মেপল্ পাতার ছাপ প্রিন্ট করা। সে গাড়ির ভেতরে ঢুকে দরজা লাগাতে যাচ্ছে।

"না! দাঁড়াও?" চিৎকার ক'রে বললো মেরি, তা আশেপাশের ভিড় ছাপিয়ে ক্যাথরিন পর্যন্ত পৌছাতে পারলো সে।

"আপনি?" ঘাবড়ে গিয়ে বললো স্টেপলস্, তার ড্রাইভার সতর্ক হয়ে উঠে দাঁড়ালো, কোত্থেকে জানি একটা অস্ত্রও বের ক'রে ফেললো লোকটা।

"আমাকে চিনতে পারছো না! অটোয়া'তে আমরা কাজ করতাম।"

"মেরি? তুমি?"

"হ্যা। আমি বড্ড বিপদে পড়েছি, তোমার সাহায্য দরকার।"

"গাড়িতে ওঠো," পাশের সিটে সরে গিয়ে বললো ক্যাথরিন স্টেপলস্। "ওহ্ এই জঘন্য জিনিসটা সরাও তো," ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলো সে। "ও আমার বন্ধ।"

বৃটিশ ডেলিগেশনের সঙ্গে তার শিডিউল করা চিরাচরিত লাঞ্চ বাতিল ক'রে ফরেন সার্ভিস অফিসার স্টেপলস্ তার ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলো তাদেরকে কজওয়ে বে'র ফুড স্টৃটে নামিয়ে দিতে। ফুড স্টৃট রকমারি খাবারের জন্য বিখ্যাত। মাত্র দুটো রাস্তা জুড়ে প্রায় ৩০টি রেস্টুরেন্ট গড়ে উঠেছে। ফুড স্টৃটে গাড়ি চালানো নিষিদ্ধ, যদি গাড়ি চালানোর অনুমতি দেয়াও হয় তাতে কোনো লাভ হয় না, খাবারের সন্ধানে ছুটে আসা হাজার হাজার মানুষের ভীড়ে কোনো মোটরগাড়িই সেখানে ঢুকতে পারে না। ক্যাথরিন মেরিকে একটা রেস্টুরেন্টের পেছনের দরজার দিকে নিয়ে গেলো। দরজার বেল টিপলে প্রায় পনেরো সেকেন্ড পরে দরজা খুলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো বিভিন্ন রকম চাইনীজ খাবারের

BanglaBook.org

ঝাঁঝালো গন্ধ।

"মিস্ স্টেপলস্, আপনাকে দেখে খুশি হলাম," বললো চাইনীজ পোশাক আর সাদা অ্যাপ্রোন পরা একজন শেফ। "প্লিজ, আসুন। সব সময়ের মতো আপনার জন্য একটা টেবিল ঠিক করা আছে।"

বড় একটি কিচেনের মধ্য দিয়ে তারা বের হয়ে এসে ক্যাথরিন মেরির দিকে ঘুরলো। "রেস্টুরেন্টটির মালিকের কিছু আত্মীয় কুইবেকে থাকে। আমি তাদের ভিসার ব্যাপারটা দেখি।" রেস্টুরেন্টটির পেছন দিকে কিচেন ডোরের পাশে কয়েকটা ফাঁকা টেবিলের দিকে বসার ইঙ্গিত ক'রে বললো স্টেপল্স।

"এমন একটা জায়গায় নিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ," বললো মেরি।

"মাই ডিয়ার," বললো স্টেপলস্, তার চিরাচরিত গম্ভীর, বুদ্ধিদীপ্ত ভঙ্গিতে। "তোমার চেহারা আর পোশাক-আশাক দেখে যে কেউ বলতে পারবে তুমি সবার নজর এড়িয়ে চলতে চাচ্ছো।"

"যতোটা আড়ালে থাকা সম্ভব আর কি, তোমাদের লাইনের কারো সাথেই আমার এতোদিন যোগাযোগ ছিলো না। তাই তোমার কোনো খোঁজখবরও নিতে পারি নি।"

"হ্যা, জানি। কিছু গুজব শুনেছিলাম তোমার নামে, ইউরোপিয়ান পেপারে বেরিয়েছিলো সেসব। আমি সে সময় এখানেই ছিলাম। ঘটনাটা আমাদেরকে স্তম্ভিত করেছিলো। সবশেষে শুনতে পাই যে, তারা তোমাকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। ঈশ্বর, এতো ঝড় ঝাপটার পর আবার ওই অপমানজনক শব্দটা তোমাকে হজম করতে হয়েছিলো! তারপরই তুমি একদম উধাও হয়ে গেলে, কেউ তোমার কোনো খবর দিতে পারে নি।"

"কথাটা সত্যি, ক্যাথরিন। আমরাই নিজেদেরকে আড়াল ক'রে রাখার চেষ্টা করেছি। প্রথম কয়েক মাস তো আমাদের প্রায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো, তারপর যখন স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু করলাম সেটাও এমন একটা জায়গায়, খুব কম লোকই তা চেনে।"

"আমরা?"

"পেপারে যে লোকটির কথা তুমি পড়েছো আমি তাকে বিয়ে করেছি। যদিও পেপারে তার সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে ও আসলে সেরকম না; আমেরিকান গভর্নমেন্টের গোপন কিছু মিশনে তাকে দিয়ে কাজ করানো হয়েছিলো। সে তার জীবনের একটা বড় অংশ এই কাজের পেছন উৎসর্গ করেছে।"

"তো তুমি এখন হংকংয়ে আছো, এবং বিপদের মধ্যে?"

"আমি হংকংয়ে বড়সড় এক বিপদের মধ্যে আছি।"

"আমি কি ধরে নিতে পারি আগের সেই ঘটনাগুলোর সাথে তোমার বর্তমান বিপদটা সম্পর্কিত?"

"তা ধরে নিতে পারো।"

"তুমি কতোটুকু খুলে বলতে চাইছো?"

BanglaBook.org

"সবটুকু, যা যা আমি জানি। কারণ তোমার সাহায্য আমার দরকার। আর তোমাকে সবকিছু খুলে না বলে তোমার কাছে সাহায্য চাওয়া ঠিক হবে না।"

"ব্যাপারটা কি একটু প্যাঁচালো?

"খুবই প্যাঁচালো।"

"তাহলে একটু ধৈর্য ধরো। আমরা আগে লাঞ্চটা সেরে নেই, তারপর আরো নিরিবিলি কোনো জায়গায় গিয়ে তোমার গল্প শুনবো।"

ক্যাথরিন স্টেপল্‌সের ফ্ল্যাটে তারা মুখোমুখি ব'সে আছে, মাঝখানে একটা কফি টেবিল আর তার ওপরে একটা টি-পট।

"আমার মনে হয়," বললো ক্যাথরিন, "যা আমি শুনলাম তা গত তিরিশ বছরের ইতিহাসে ক্ষমতার অপব্যবহারের সবচেয়ে বড় উদাহরণ। যদি না ব্যাপারটিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।"

"তুমি কি আমাকে অবিশ্বাস করছো?"

"না, কারণ এই পুরো গল্পটিই তুমি নিজে থেকে বানিয়ে বলতে পারো না। যদিও পুরো ঘটনাটিই অযৌক্তিক ব'লে মনে হচ্ছে।"

"তুমি ঠিক কি বলতে চাচ্ছো?"

"আমি গভীর ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি, আর এসব ব্যাপারে আমার ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। যে কেউই তোমাদের সাথে এটা করুক না কেন, তার প্রকৃত উদ্দেশ্য তোমার স্বামীর নাম ব্যবহারকারী খুনিকে ধরা নয়, আরো জটিল কিছু।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

হংকং থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, চীন সাগরের দক্ষিণের দ্বীপগুলোর চেয়েও দূরে ম্যাকাও অবস্থিত, যা নামেমাত্র পর্তুগীজ কলোনি। এর ঐতিহাসিক বুৎপত্তি পর্তুগালে হলেও, আধুনিক জীবনযাত্রা ধনী ইউরোপিয়দের চাহিদাকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে।

সেই গুপ্তঘাতকের ডেরা ম্যাকাও'তে আর তাই একজন বহুরূপীকে এখানে পা ফেলতে হলো। বর্ন বোট থেকে প্যাসেঞ্জারদের ভিড়ে মিশে উঠে এলো জেটিতে; এখানে পৌছাতে তার প্রায় একঘণ্টা সময় লেগেছে।

শেনঝেন থেকে লো ইয়ু'তে ফিরে এসে তিনটার দিকে কাউলুনের ট্রেনটা ধরেছে সে। পুরো যাত্রাপথে সে ছিলো ক্লান্ত, নিস্তেজ আর হতবিহ্বল। কয়েক মিনিট আগে যদি বুঝতে পারতো ওই খুঁড়িয়ে চলা লোকটিই সেই প্রতারক, তাহলে সে তাকে ধরতে পারতো। একটুর জন্যে সব ফস্‌কে গেলো! অন্তত তার চেহারা যদি সে দেখতে পারতো তাহলেও নিজেকে শান্তনা দেয়া যেতো! লাভের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সে বের করতে পেরেছে : এই নৃশংস খুনির সাথে পিপল্‌স রিপাবলিক চীনের গভীর কোনো যোগসূত্র রয়েছে। তার সন্দেহজনক ভিসার অনুমোদন আর চীনা অফিসিয়ালের গাড়িতে ওঠা সেটারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিষয়টা তাকে ভাবিয়ে তুলছে, চীনা অফিসিয়ালরা এমন নৃশংস খুনিকে কেন ব্যবহার করবে? ডেভিড এই নতুন জটিলতাকে অগ্রাহ্য করলো। এটা তার বা মেরির সাথে কোনোভাবে সম্পর্কিত নয়। জেসন বর্নের কাজ হলো শুধু লোকটিকে ধরে আনা। প্রয়োজন পড়লে ম্যাকাও থেকেই।

সে হোটেল পেনিনসুলাতে ফিরে এলো। পথে কোমর পর্যন্ত লম্বা কালো নাইলনের জ্যাকেট আর এক জোড়া মোটা সোলের নেভি ব্লু কালারের কেড্‌স কিনতে নিউ ওয়াল্‌ড সেন্টারে থেমেছিলো। রুম সার্ভিসকে বলে হাল্কা লাঞ্চের অর্ডার দিলো; বিছানায় বসে টিভি নিউজ দেখতে দেখতে লাঞ্চ সেরে নিলো সে। তারপর ধীরে ধীরে শরীরটা বালিশে এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করলে হঠাৎ কোথা থেকে যেনো শব্দগুলো ভেসে এলো। *বিশ্রাম একধরণের হাতিয়ার। ভুলে যেও না!* পনেরো মিনিট পরে বর্ন জেগে উঠলো।

জেসন সাড়ে ৮টা বাজে প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে সিম শা ওইয়ের একটা চিহ্নিত বুথ থেকে টিকেট কিনলো। আর কেউ তাকে ফলো করছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য ম্যাকাও'র বোট ধরার আগে তিনবার ট্যাক্সি বদল করলো সে। বাকিটা পথ হেটে গেলো সতর্কতার সাথে। ভিড়ের মধ্যে বার বার লুকিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলো কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা। না, তেমন কাউকে দেখা গেলো না। এরপর অনেকটা নিশ্চিত হয়েই ম্যাকাওয়ের বোটে উঠলো বর্ন। জানালার পাশে বসে ধীরে ধীরে চীনের দ্বীপগুলো ছাড়িয়ে ম্যাকাওয়ের দিকে বোটের ছুটে চলা দেখলো সে।

BanglaBook.org

জেটি থেকে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে ড্রাইভারের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সে কাম পেক ক্যাসিনোতে চলে এলো।

"তোমার জন্য লিজবোয়া, কাম পেক নয়। কাম পেক চীনাদের জন্য! *দাই সুই! ফান ট্যান।*" ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললো ড্রাইভার।

জবাবে বর্ন বললো, "*কাম পেক, চেঙ্গ নেট,*" বর্ন আর কিছু বললো না।

ক্যাসিনোর ভেতরটা অন্ধকার। শীতল হাওড়া আর ঝাঁঝালো তীব্র ধোঁয়া টেবিলগুলোর ওপরে থাকা লাইটশেডগুলোর ওপরে ঘুরপাক খাচ্ছে। খেলার টেবিলগুলো থেকে কিছুটা দূরে একটা বার রয়েছে। বর্ন সেদিকে গিয়ে একটা টুলে বসে কুঁজো হয়ে নিজের উচ্চতা কিছুটা কমানোর চেষ্টা করলো। বোটে আসার সময় এক যাত্রীর সাথে পরিচয় হয়েছে তার, সে তাকে উপহারস্বরূপ একটি বেস্‌বল ক্যাপ দিয়েছে। বর্ন এখন সেটা পরে আছে, আর সেই ক্যাপের ছায়া তার আসল চেহারার অনেকটাই ঢেকে দিচ্ছে। একটা ড্রিংকের অর্ডার দিলে বারটেন্ডার যখন ড্রিংক নিয়ে হাজির হলো তখন তাকে হংকং ডলারে ভালো একটা বখশিস্ দিলো।

"*মগোই,*" ধন্যবাদ জানিয়ে অ্যাপ্রোন পরা লোকটি বললো।

"*হোউ,*" হাত নাড়িয়ে জেসন বললো। অচেনা পরিবেশে যতোদ্রুত সম্ভব লোকজনকে হাত করতে হয়। এসব কোথায় শিখেছিলো সে, মেডুসা, নাকি ট্রেডস্টোন-এ? তার মনে পড়লো না।

আস্তে ক'রে ঘুরে টেবিলগুলোর দিকে তাকালে চাইনীজ অক্ষরে লেখা 'পাঁচ' নাম্বার প্যাকার্ডটি তার চোখে পড়লো। আবার বারের দিকে ফিরে পকেট থেকে তার নোটবুম আর কলম বের করে একটা পৃষ্ঠা ছিড়লো, বোটে প্যাসেঞ্জারদের জন্যে রাখা *ভয়েজার* ম্যাগাজিন থেকে পাওয়া ম্যাকাও হোটেলের একটা ফোন নাম্বার আর একটা নাম লিখে নিলো। সঙ্গে এই বাক্যটুকু যোগ করলো : 'কার্লোসের বন্ধু নই।'

সে তার গ্লাসটি বার কাউন্টারের নীচে নিয়ে সবটুকু মেঝেতে ফেলে দিয়ে হাত তুলে আরো এক গ্লাসের অর্ডার দিলো।

"*মগোই সাই,*" সামান্য ঝুঁকে বললো বারটেন্ডার।

"*সা,*" হাত নেড়ে বললো বর্ন। "তুমি আমার ছোট্ট একটি উপকার করবে?" লোকটির ভাষাতেই সে বলতে লাগলো। "দশ সেকেন্ডের বেশি সময় লাগবে না।"

"কি করতে হবে, স্যার?"

"টেবিল পাঁচের ডিলারকে এই নোটটা দিয়ে আসো। সে আমার একজন পুরনো বন্ধু, তাকে বোলো আমি এখানে আছি।" জেসন নোটটা ভাঁজ ক'রে তুলে ধরলো। "কাজটা করলে ভালো বখশিস্ পাবে।"

"আনন্দের সাথে, স্যার।"

বর্ন দেখছে। ডিলার নোটটা নিয়ে কিছু দূর গিয়ে আস্তে ক'রে খুলে দেখলো, তারপর টেবিলের নীচে ঢুকিয়ে রাখলো সেটা। অপেক্ষার পালা শুরু হয়ে গেলো। এই দীর্ঘ অপেক্ষার মাঝে বারটেন্ডার রাতের ছুটি নিয়ে চলে গেলো। অন্য একটি

BanglaBook.org

টেবিলে পাঠানো হলো টেবিল পাঁচের ডিলারকে, আর তার ঘণ্টা দুয়েক পরে টেবিল পাঁচের নতুন ডিলারকেও সরিয়ে আরেকজন ডিলার আনা হলো। ভোর হতে চলেছে, জেসন সঙ্গত কারণেই কফির অর্ডার দিলো, তারপর চায়ের। আর একঘণ্টা অপেক্ষা করবে সে, এরমধ্যে কিছু না ঘটলে যে হোটেলের নাম্বার সে দিয়েছে, সেই হোটেলে যাবে। তার মধ্যে ঝিমুনিভাব চলে এসেছে।

ঝিমুনির ভাবটা কেটে গেলো। এটা ঘটতে শুরু করেছে! স্কার্ট পরা এক চাইনীজ পতিতা টেবিল পাঁচের দিকে এগিয়ে আসছে। খেলোয়াড়দের পাশ কাটিয়ে সোজা ডিলারের কাছে গিয়ে কিছু একটা বললে ডিলার কাউন্টারের নীচ থেকে ভাঁজ করা নোটটি বের ক'রে তাকে দিয়ে দিলো। তারপরই ক্যাসিনোর বাইরে চলে গেলো মহিলা ।

অন্ততপক্ষে সে নিজে ক্যাসিনোতে যায় না, রাস্তা থেকে কোনো বেশ্যা ভাড়া করে তাকে কাজটা করতে পাঠায়। বর্ন সেই মহিলাকে ফলো করতে শুরু করলো। রাস্তাটা এখনও অন্ধকার, অল্প কিছু লোক থাকলেও হংকংয়ের তুলনায় যথেষ্ট ফাঁকাই বলা চলে। মহিলা থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফিটের মতো দূরত্ব বজায় রাখলো সে, সাথে এটাও নিশ্চিত করলো তাকে হারিয়ে যেনো না ফেলে।

কখনও প্রথম বাহককে ধরবে না। সে হয়তো কিছুই জানে না। সামান্য কিছু ডলারের জন্য কাজ করে তারা। দ্বিতীয় বা তৃতীয় বাহককেও ধরে লাভ হবে না। আসল কনট্যাক্টকে ধরতে হবে, আসল কনট্যাক্টকে দেখামাত্র চিনতে পারবে। অন্যদের থেকে সে আলাদা হবে। অপর দিক থেকে একটা কুঁজো বয়স্ক লোক সেই বেশ্যার দিকে এগিয়ে আসছে, তাদের মধ্যে ধাক্কা লাগলে বেশ্যাটি তার দিকে চেঁচিয়ে উঠে একইসাথে তার হাতে নোটটি গুঁজে দিলো। বর্ন ঘুরে দ্বিতীয় বাহককে অনুসরণ করতে শুরু করলো।

প্রায় চারটা রাস্তা পার হওয়ার পর এটা ঘটলো। এবারের লোকটা অন্যদের থেকে আলাদা। পরিপাটি পোশাক পরা ছোটোখাটো গাট্টাগোট্টা চাইনীজ লোকটির চওড়া কাঁধ আর চিকন কোমর। তার শারীরিক শক্তির চিহ্ন এটি। লোকটা সেই কুঁজো বুড়োকে কিছু টাকা দিয়ে নোটটি নিয়ে দ্রুত রাস্তা পার হয়ে হাঁটতে শুরু করলো। বর্ন আর লোভ সামলাতে পারলো না, সে নিশ্চিত এই লোকটির সাথেই ফ্রেঞ্চম্যানের সরাসরি যোগাযোগ আছে।

অপর পাশে ছুটে গেলো জেসন। লোকটা থেকে তার দূরত্ব পঞ্চাশ গজেরও কম। আর সেটা ক্রমশ কমতে থাকলো। আর দেরি করার কোনো মানে হয় না, দৌড়ে এগোতে থাকলো সে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লোকটির একদম পেছনে চলে এলো। তার মোটা সোলের নতুন কেড্স জোড়ার কারণে দৌড়ানোর শব্দটা শোনাই গেলো না। সামনে দুটো বিল্ডিংয়ের মাঝে একটা চিপাগলির মতো দেখা যাচ্ছে। তাকে দ্রুত কিছু একটা করতে হবে, কিন্তু সাবধানে। রাস্তার অন্য লোকগুলোর মনোযোগ আকর্ষণ করা যাবে না, তারা পুলিশকে ডাকলে ঝামেলা আরো বাড়বে। কিন্তু জেসন এতে বিপদের সম্ভাবনা দেখলো না, কারণ লোকগুলোর

BanglaBook.org

অধিকাংশই মাতাল, না হলে নেশাখোর, আর বাকিরা রাতের মজুর, সারা রাতের হাড়ভাঙা খাটুনি শেষে ক্লান্ত দেহে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, কারোর মনোযোগ তাদের দিকে নেই।

গাট্টাগোট্টা চাইনীজ লোকটি চিপাগলির মুখের সামনে দিয়ে যাচ্ছে এখন। এই তো সুযোগ। বর্ন ছুটে লোকটির ডান দিকে চলে এলো। "ফ্রেঞ্চম্যান," সে চাইনীজে বললো। "আমাকে ফ্রেঞ্চম্যান পাঠিয়েছে, কিছু জরুরি খবর দিতে! জল্‌দি, এদিকে আসো!" সে গলির ভেতর ঢুকে গেলে লোকটি হা করে দেখতে থাকলো। তার চোখে বিস্ময়, এখন আর কথা না বলে উপায় নেই। সেও বাধ্য ছেলের মতো গলির ভেতরে ঢুকে পড়লো।

ছায়ার মধ্যে থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসে লোকটির কান ধরে তাকে টেনে এনে কানটা মুচড়িয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে সামনে ফেলে দিলো। হাটু দিয়ে লোকটির মেরুদণ্ডে আঘাত করলো বর্ন। কোনোরকমে উঠে অন্ধকার গলির মধ্য দিয়েই ছুটতে আরম্ভ করলো লোকটি। বর্ন তার কেড্‌স পরা পা দিয়ে পেছন থেকে তার হাটুতে কষে লাথি বসাতেই হোচট খেয়ে মাটিতে পড়ে তার দিকে তাকালো সে।

"ফ্রেঞ্চম্যান! আপনি!" ডিমলাইটের আবছা আলোয় ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করলো সে। "না। "তুমি ফ্রেঞ্চম্যান নও," শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে সে বললো।

সতর্ক হওয়ার কোনো সুযোগ না দিয়ে লোকটি বর্নের ডান পা জাপটে ধরে মুহূর্তেই তার বাম পা দিয়ে বর্নের তলপেটে আঘাত ক'রে বসলো। তার শক্ত শরীর দিয়ে বর্নকে সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরে আঘাতের পর আঘাত করতে লাগলো সে। এরপর যা ঘটলো তাকে দুটো পশুর মধ্যেকার সংঘর্ষের সাথেই কেবল তুলনা করা চলে, পার্থক্য শুধু এটুকুই যে, এরা দু'জনেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘাতক, যাদের প্রতিটি আঘাতই হিসেব ক'রে জায়গামতো মারা হয়। একজন নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য লড়ছে, অন্যজন লড়ছে নিজের ভালোবাসার জন্য। শেষমেশ, শারীরিক উচ্চতা, বাড়তি ওজন আর ভালোবাসার গভীরতা একজনকে জয় এনে দিলো আর অন্যজনকে পরাজয়ের গ্লানি।

দুটি ঘর্মাক্ত আর শ্রান্ত দেহ দেয়ালের পাশে পড়ে আছে, তাদের চোখ মুখ দিয়ে রক্ত বেয়ে পড়ছে। বর্ন তার ডান হাটু দিয়ে লোকটির গলা পেঁচিয়ে ধরেছে আর বাম হাটু দিয়ে তার পিঠে এমনভাবে চাপ দিয়ে আঁটকে রেখেছে যে, সে নড়তে পারছে না।

"তুমি ভালো করেই জানো এরপরে কি হবে!" ফিস্‌ফিস্ ক'রে এক দমে বললো সে। "একটু মোচড় দিলেই তোমার মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে। এভাবে মরাটা মোটেও আরামদায়ক হবে না। তবে তোমাকে এভাবে মরতে হবে না। তুমি চাইলেই অঢেল টাকা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারো। এতো টাকা যা ফ্রেঞ্চম্যানও তোমাকে কখনও দেবে না। আমার কথা শোনো, ফ্রেঞ্চম্যান আর তার সাথীরা এখানে বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে না! বাকিটা তোমার ইচ্ছা। বলো কি চাও তুমি!" জেসন তার পা দিয়ে লোকটার গলায় আরেকটু চাপ দিলো।

BanglaBook.org

"আমি বাঁচতে চাই, মরতে চাই না," কেঁদে উঠলো লোকটি।

সেই অন্ধকার গলির দেয়ালে হেলান দিয়ে ব'সে সিগারেট ফুঁকছে ওরা দু'জন। চাইনীজ লোকটি বেশ ভালো ইংরেজি বলতে পারে, জানা গেলো একটা পর্তুগীজ ক্যাথলিক স্কুলের নানদের কাছ থেকে সে ভাষাটা রপ্ত করেছে।

"তুমি সত্যিই অসাধারণ," ঠোঁট থেকে রক্ত মুছে বললো বর্ন।

"আমি ম্যাকাও'র চ্যাম্পিয়ন। এ কারণে ফ্রেঞ্চম্যান আমাকে টাকা দেয়। কিন্তু তুমি আমাকেও হারিয়ে দিয়েছো। আমার আত্মসম্মান ব'লে আর কিছু নেই।"

"না, অসম্মানের কিছু নেই। আমি শুধু কতোগুলো নোংরা মারপ্যাচ জানি যা তুমি জানো না। তুমি যেখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছো সেখানে এগুলো শেখানো হয় না, আর কখনও হবেও না। তাছাড়া আমাদের মধ্যে কি ঘটেছে তা কেউ জানতে পারবে না।"

"কিন্তু আমি তরুণ আর তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড়।"

"আমি হলে এভাবে দেখতাম না। বয়স যাই হোক না কেন, আমি এখনও সম্পূর্ণ ফিট আছি, আর এর পুরো কৃতিত্বই আমি এক আধপাগলা ডাক্তারকে দিয়ে থাকি। আমার বয়স কতো মনে হয়?"

"তিরিশের বেশি?"

"ঠিক।"

"বয়স্ক!"

"ধন্যবাদ।"

"তোমার অনেক শক্তি আর জ্ঞানও বেশি—কিন্তু এটাই জেতার কারণ নয়। আমি একজন সুস্থ মানুষ, কিন্তু তুমি তা নও!"

"হয়তো," জেসন সিগারেটটি মাটিতে ফেলে দিলো। "কাজের কথার আসা যাক," পকেট থেকে টাকা বের ক'রে বললো সে। "আমি যা বলেছি তা-ই হবে। তোমাকে আমি ভালো মূল্য দেবো... ফ্রেঞ্চম্যানকে কোথায় পাওয়া যাবে, বলো?"

"আমি জানি ফ্রেঞ্চম্যান আর তার গুপ্তঘাতক বর্ন আগামীকাল রাতে কোথায় থাকবে। এর দাম কতো দেবে?"

"দশ হাজার আমেরিকান ডলার।"

"*আইয়া!*"

"কিন্তু টাকাটা শুধু তখনই পাবে যখন আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে।"

"এটা সীমানার ওপারে।"

"শেনঝেনের ভিসা আমার আছে। এর মেয়াদ আছে আরো তিন দিন।"

"এটা কাজে লাগতে পারে, কিন্তু গুয়াঙ্গডঙ্গ বর্ডারের জন্য তা যথেষ্ট নয়।"

"আমি জানি তুমি ঠিকই কোনো পথ বের করে নিতে পারবে। দশ হাজার আমেরিকান ডলারের কথাটা ভুলে যেও না।"

"আমি বের করবো। আগাম কিছু পাওয়া যাবে কি?"

BanglaBook.org

"পাঁচশো ডলারের বেশি নয়।"

"বর্ডারে ঘুষ দিতে হতে পারে, আরো বেশি দিতে হবে।"

"আমাকে ফোন কোরো। আমি নিয়ে আসবো।"

"কোথায় ফোন করবো?"

"এই ম্যাকাও'তে আমার জন্য একটা হোটেল রুম বুক করো। আমি ওখানকার ভল্টে আমার টাকার রাখবো।"

"হোটেল লিজবোয়া চলবে?"

"না, লিজবোয়া না। আমার ওখানে সমস্যা আছে। অন্য কোথাও।"

ক্যাথরিন স্টেপলস্ তার ডেস্কে ব'সে আছে। লাইন কেটে যাওয়ার পরও ফোনের রিসিভারটি ধরে আছে সে, অন্যমনস্কভাবে রিসিভারটির দিকে তাকিয়ে সেটা রেখে দিলো। এইমাত্র ফোনে যে আলোচনা হয়েছে তা তাকে বিস্মিত করেছে। সবশুনে মনে হচেছ হংকংয়ে কানাডিয়ান ইন্টেলিজেন্সের কোনো সোর্স কাজই করছে না, কারো কোনো মাথাব্যথা নেই। স্টেপলস্ তার পুরনো বন্ধু ইয়ান ব্যালেনটাইনকে ফোন করেছিলো। লোকটির বয়স পয়ষট্টির কিছু বেশি হলেও কর্মক্ষমতা একটুও কমে নি। এই ইংরেজ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে রিটায়ার্ড করার পর হংকংয়ের ক্রাউন কলোনিয়ান অ্যাফেয়ার্সের চিফ হিসেবে জয়েন করে।

ইয়ান আর স্টেপলস্ খুব ভালো বন্ধু। আন্তরিকতার ব্যাপারটা সীমিত হলেও তারা একে অপরের উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারে। আর তাই স্টেটের আন্ডারসেক্রেটারি ম্যাকঅ্যালিস্টার মেইন-এ মেরি আর তার স্বামীকে যা যা বলেছিলো স্টেপলস্ তাকে সেসব কথা খুলে বললে বিনিময়ে সে জানতে পেরেছে হংকংয়ে ইয়াও মিঙ্গ নামে কোনো তাইপান নেই, কখনও ছিলও না। আর লিজবোয়া হোটেলে কখনও কোনো তাইপানের স্ত্রী'র সাথে ড্রাগ ডিলারের হত্যাকাণ্ডের মতো বিষয় ঘটে নি। ১৯৪৫ সালে জাপানিরা চলে যাওয়ার পরে এ অঞ্চলে এমন কোনো ঘটনাই ঘটে নি। ক্যাসিনোগুলোতে অসংখ্যবার গোলাগুলি আর কোপাকুপির ঘটনা ঘটেছে, কোনো কোনো হোটেল রুমে অতিরিক্ত মাদক সেবনের কারণে অনেকের মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু স্টেপলসের ইনফর্মার যে ধরনের হত্যাকাণ্ডের কথা বলছে তেমন কিছু কখনও ঘটে নি।

"এগুলো সুন্দরভাবে সাজানো কিছু মিথ্যা, ক্যাথি," বলেছিলো ইয়ান। "কিন্তু এই মিথ্যার পেছনে উদ্দেশ্য কি তা আমি জানি না।"

"আমার ইনফর্মারের তথ্য ভুল হতে পারে না। তুমি কি কিছু আঁচ করতে পারছো?"

"একটু দুগর্ন্ধ পাচ্ছি, মাই ডিয়ার। কেউ কিছু একটা অর্জনের উদ্দেশ্যে অনেক বড় ঝুঁকি নিচ্ছে। নিজেকে আড়াল ক'রে রাখছে সে, তবে আমি নিশ্চিত ঘটনাটা কল্পকাহিনী, বাস্তব নয়। তুমি কি আমাকে আরো কিছু বলতে পারো?"

"যদি বলি এর উৎস ওয়াশিংটন, ইউ.কে নয়?"

BanglaBook.org

"তোমার কথা একটু সুধরে দিতে হচ্ছে। এতোটা ঝুঁকি ওয়াশিংটন একা নিতে পারে না, লন্ডনকেও এর সাথে জড়িত থাকতে হবে।"

"কিছুই পরিস্কার হচ্ছে না।"

"তোমার দৃষ্টিকোণ থেকে না বোঝাই স্বাভাবিক, ক্যাথি। কারণ তাদের দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই। সেই পাষণ্ড বর্নকে এমন কারো পেছনে লাগানো হয়েছে যার সম্পর্কে কোনো তথ্য তারা ফাঁস করছে না। হয়তো আমিও তাদের জায়গায় থাকলে সেটা করতাম না।"

"আমি যদি তোমাকে আরো ইনফরমেশন এনে দেই তাহলে কি তুমি আমাকে বিষয়টা পরিস্কার করতে পারবে?"

"চেষ্টা ক'রে দেখো, কিন্তু মনে হয় না লাভ হবে।"

স্টেপলস্ তার ডেস্কে ব'সে আছে, কথাগুলোর অর্থ বোঝার চেষ্টা করছে। ব্যালেনটাইন কি কিছু আঁচ করতে পেরেছে? কি ঘটতে চলেছে? আর এই প্রাক্তন ইকোনমিস্টকেই বা এর সাথে টেনে আনা হচ্ছে কেন? সে ভেবে শান্ত্বনা পেলো যে যতো যাই হোক, মেরি অন্তত নিরাপদে আছে।

অ্যাম্বাসেডর হাভিলান্ড হাতে একটা বৃফকেস নিয়ে ভিক্টোরিয়া পিকের অফিসে হাজির হলে তাকে দেখে ম্যাকঅ্যালিস্টার লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো।

"বসো, এডওয়ার্ড। খবর কি?"

"কোনো খবর নেই, স্যার।"

"হায় জিশু, আমি এই কথাটা যেনো আর না শুনি।"

"স্যরি, স্যার।"

"ওই উন্মাদ কুত্তার বাচ্চাটা কোথায়, যার জন্য এটা ঘটেছে?"

ম্যাকঅ্যালিস্টার খুক্‌খুক্ ক'রে কাশলো, কারণ হাভিলান্ড খেয়াল করে নি মেজর লিন ওয়েনজু তার পেছনে দেয়ালের গায়ে লাগানো একটা সোফাতে ব'সে আছে। সে আস্তে ক'রে উঠে দাঁড়ালো। "আমিই সেই উন্মাদ কুত্তার বাচ্চা, যার জন্য এটা হয়েছে, অ্যাম্বাসেডর।"

"দুঃখিত, এর জন্যে আমি ক্ষমা চাইতে পারছি না," ঘুরে দাঁড়িয়ে কর্কশকণ্ঠে বললো হাভিলান্ড। "এখন তোমার গর্দান বাঁচাতে আমাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। আমরা তো বেঁচেই যাবো। কিন্তু তুমি বাঁচবে ব'লে মনে হয় না।"

"এতে এনার কোনো দোষ নেই," প্রতিবাদ করলো আন্ডারসেক্রেটারি।

"তাহলে দোষ কি আপনার?" চেঁচিয়ে উঠলো অ্যাম্বাসেডর। "মহিলাটিকে দেখাশোনা করার দায়দায়িত্ব কি আপনার ছিলো?"

"এখানকার সব দায় দায়িত্ব আমিই নিচ্ছি!"

"আপনার মহত্তকে সাধুবাদ জানাই, আন্ডারসেক্রেটারি, কিন্তু এসব নীতিকথা শোনার সময় আমাদের হাতে নেই।"

"কাজটার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছিলো," বললো লীন। "আমিই

BanglaBook.org

অ্যাসাইনমেন্টটা নিয়েছি এবং ব্যর্থ হয়েছি। সহজ কথায়, মহিলাটি আমাদেরকে বোকা বানিয়েছে।"

"তুমিই লিন, স্পেশালব্রাঞ্চের?"

"হ্যা, মিঃ অ্যাম্বাসেডর।"

"তোমার নামে অনেক ভালো ভালো কথা শুনেছিলাম।"

"এখন নিশ্চয়ই সেগুলো বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে?"

"আমি শুনলাম সে নাকি তোমাদের খুব ভালো একজন ডাক্তারকেও বোকা বানিয়েছে?"

"ঠিকই শুনেছেন," জবাব দিলো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "এই অঞ্চলের অন্যতম সেরা ডাক্তার।"

হাভিলান্ড ডেস্কের অপরপাশে গিয়ে বৃফকেসটি উপরে রেখে খুলে ভেতর থেকে একটা ফাইল বের করলো। "আপনি ট্রেডস্টোন ফাইলটা চেয়েছিলেন। এই যে সেটা। এটা কোনোভাবেই যেনো এই রুমের বাইরে না যায়। আর যখন এটা পড়বেন না, তখন এটা লক্ ক'রে রাখবেন," বললো হাভিলান্ড।

"আমি শিগগিরই এটা পড়া শুরু করবো।"

"আপনি কি এর ভেতর থেকে সূত্র পাবার আশা করছেন?"

"আর কিছু তো হাতে নেই।"

"যা ভালো বোঝেন করেন," বললো হাভিলান্ড। "মেজরকে কতোটুকু খুলে বলা হয়েছে?"

"যতোটুকু বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো।" ম্যাকঅ্যালিস্টার লিন ওয়েনজুর দিকে তাকালো। "যদিও সে আরো জানার অনুরোধ করছিলো! হয়তো সে ঠিক বলছে, তাকে আরো খুলে বলা প্রয়োজন।"

"আমি অল্পতেই কাজ করতে বাধ্য হয়েছি, এডওয়ার্ড। লন্ডন তাদের অবস্থানে অনড় ছিলো, মিঃ অ্যাম্বাসেডর। সঙ্গত কারণেই আমি পরিস্থিতিটা মেনে নিয়েছি।"

"আমি চাই না আপনি বাধ্য হয়ে কোনো কাজ করুন, মেজর। আপনার আরো জানা এবং বর্তমান পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। গাড়িতে আসার সময় একটা আকর্ষণীয় বাগান চোখে পড়লো। মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার তার ফাইল পড়ুক, ততোক্ষণে চলুন আমরা সেখানে গিয়ে কথা বলি। কোনো আপত্তি নেই তো?"

"আনন্দের সাথে, স্যার।"

মেরি ক্যাথরিন স্টেপল্সের ফ্ল্যাটের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে নীচের দৃশ্য দেখছে। বরাবরের মতোই রাস্তায় মানুষের ভিড়। তার খুব ইচ্ছে করছে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে নীচের মানুষের ভিড়ে মিশে যেতে। তার ইচ্ছা করছে এশিয়ান হাউজের আশেপাশে হেটে বেড়াতে, এই আশায়, যদি ডেভিডের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! কিন্তু সে এখান থেকে বেরোতে পারবে না, কারণ সে স্টেপলস্‌কে কথা দিয়েছে। কথা

BanglaBook.org

দিয়েছে সে ভেতরে থাকবে। কোনো ফোনেরও জবাব দেবে না। স্টেপলস্ ফোন করলে প্রথমে দুটো রিং হয়ে কেটে যাবে, তারপর তৃতীয় রিং হবে।

টেলিফোনটি বেজে উঠলো। দুটো রিং হয়ে থেমে তারপর তৃতীয় রিং হলে মেরি দৌড়ে গিয়ে রিসিভারটি তুলে নিলো। "হ্যা?"

"মেরি, ওই মিথ্যুক ম্যাকঅ্যালিস্টার যখন তোমাদের সাথে কথা বলেছিলো, তখন সিম শা শুইয়ের একটা ক্যাবারের কথাও তো উল্লেখ করেছিলো, তাই না?"

"হ্যা। সে একটা উজি'র কথা বলতে গিয়ে ক্যাবারের কথাটা বলেছিলো। উজি হলো একটা অস্ত্র—"

"আমি জানি, ডিয়ার। এই অস্ত্র দিয়েই তাইপানের স্ত্রী আর তার প্রেমিককে ম্যাকাও'তে হত্যা করা হয়েছে, তাইতো?"

"হ্যা, তাই।"

"কিন্তু সে কি কাউলুনের সেই ক্যাবারের হত্যাকাণ্ড নিয়ে কোনো কথা বলেছিলো?"

মেরি ভেবে দেখলো। "না, আমার মনে হয় না। সে শুধু অস্ত্রটার কথা বলার সময় ওই ক্যাবারের প্রসঙ্গ টেনেছিলো। তুমি কি কিছু জানতে পেরেছো?"

"হ্যা। ম্যাকঅ্যালিস্টার যেমনটা বলেছে তেমন কোনো হত্যাকাণ্ড ম্যাকাও'র লিজবোয়া হোটেলে ঘটে নি।"

"পুরো ব্যাপারটা ধামাচাপা দেয়া হয়েছিলো। ওই তাইপান ব্যাংকার এর পেছনে প্রচুর অর্থ ঢেলে ছিলো।"

"আমার সোর্স যতোটুকু বলেছে তাতে মনে হয় না সেরকম কিছু ঘটেছে।"

"ক্যাথরিন, তুমি কি বলতে চাইছো?"

"হয় এটা আমার দেখা সবচেয়ে বাজে অপারেশন, না হয় এটা আমার দেখা সবচেয়ে অসাধারণ অপারেশন, যেখানে তোমার স্বামীকে তারা নিজেদের জালে জড়িয়ে কাজে নামাতে বাধ্য করেছে। হয়তো কাজটা এমন যে, তোমার স্বামী তা এমনিতে করতে রাজি হতো না। আমি ধরে নিচ্ছি দ্বিতীয়টাই হবে।"

"সেটা কিভাবে?"

"একজন লোক আজ দুপুরে কাই টাক এয়ারপোর্টে পৌঁছেছে, যাকে স্টেটসম্যানের চেয়ে ডিপ্লোম্যাট হিসেবেই লোকজন বেশি চেনে। আমরা সবাই জানলেও তার আগমনের খবরটা মিডিয়াতে প্রকাশ করতে বাধা দেয়া হয়েছে। শেষমেষ যখন খবরটা মিডিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে তখন সাংবাদিকেরা তার আসার উদ্দেশ্যে নিয়ে প্রশ্ন তোলে। জাবে সে বলেছে তার প্রিয় শহর হংকংয়ে ছুটি কাটাতে এসেছে সে।"

"তো?"

"লোকটা সারা জীবনে কখনও ছুটিই নেয় নি।"

BanglaBook.org

ম্যাকঅ্যালিস্টার দেয়াল দিয়ে ঘেরা সারি সারি গোলাপ বাগানের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

ট্রেডস্টোন ফাইলটি সিন্দুকে তালা মেরে রেখে এলেও তথ্যগুলো তার মস্তিষ্কে ঘুরপাক খাচ্ছে। ওরা কোথায়? ওইতো ওখানে বসে আছে! একটা চেরি গাছের নীচে দুটো কংক্রিটের বেঞ্চে। লিন সামনে ঝুঁকে আছে, তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে অ্যাম্বাসেডরের কথায় সে যেনো সম্মোহিত হয়ে গেছে। ম্যাকঅ্যালিস্টার একদমে গাছের কাছে পৌছে স্পেশাল ব্রাঞ্চের মেজরের দিকে তাকালো।

"লিন! যখন ওয়েব আর তার স্ত্রীর মধ্যে ফোনে কথা হয়েছিলো, তখন সে ঠিক কি কি বলেছিলো, তোমার মনে আছে?"

"সে প্যারিসের একটা রাস্তা, তাতে সারি সারি গাছ, তার প্রিয় গাছ, ইত্যাদি। আমার মনে হয় এগুলো নিয়েই কথা বলছিলো। সে চেষ্টা করছিলো ওয়েবকে তার ঠিকানা বলতে, কিন্তু সে ভুল বকছিলো।"

"সে ঠিকই বলছিলো। তার প্রিয় গাছ মানে মেপল গাছ, মেপল পাতা। যা কানাডার প্রতীক! ভুলে যেও না সে কানাডার গভর্নমেন্টের হয়ে কাজ করতো। এখানে কানাডার কোনো অ্যাম্বাসি নেই কিন্তু একটা কনসুলেট আছে। সেখানেই তারা দেখা করবে। যেমনটা তারা আগে করেছিলো, প্যারিসে!"

"আমাদের বন্ধুপ্রতীম অ্যাম্বাসি আর কনসুলেটগুলোকে আপনারা সতর্ক করেন নি?"

"সতর্ক!" রেগে উঠলো ম্যাক্‌অ্যালিস্টার। "আমি তাদেরকে কি বলতাম! আমাকে চুপ থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, স্যার!"

"হুম্‌ম, আপনি ঠিকই বলছেন। আপনার কথায় যুক্তি আছে।"

"আপনি আমাদের সবাইকে চুপ করিয়ে রাখতে পারেন না, মিঃ অ্যাম্বাসেডর," বললো লিন।

"আমরা আপনার সিদ্ধান্তকে শ্রদ্ধা করি, ঠিক তেমনি আমাদের কয়েকজনের মতামতকেও আপনার শ্রদ্ধার চোখে দেখা উচিত। আমরা এই কাজে আরো স্বাধীনতা চাই। ব্যক্তি স্বাধীনতা!"

"স্বাধীনতা আর তথ্য, দুটোই দেয়া হবে, কিন্তু গোপনীয়তা বজায় রাখা চাই!"

"অবশ্যই রাখা হবে," বললো মেজর।

"কানাডিয়ান কনসুলেট," বললো হাভিলান্ড। "ওখানকার সকল কর্মচারির রেকর্ড আমার চাই।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

কলটা এলো ঠিক পাঁচটার সময়, বর্ন সেটার জন্য প্রস্তুত ছিলো।

"অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে গেছে। আগামী একুশ ঘণ্টার মধ্যে বর্ডারে থাকতে হবে, সে সময় গার্ডরা শিফ্‌ট বদলায়। তোমার শেনঝেন ভিসা ব্যবহার ক'রে ভেতরে ঢুকতে হবে। তবে কেউ তোমার ভিসা ছুঁয়েও দেখবে না, আর তুমিও বলবে না তুমি ম্যাকাও থেকে এসেছো। আমার কাজটা তোমাকে বর্ডারের ওপারে পাঠানো, একবার সেদিকে গেলে আমার কাজ শেষ।"

"ফেরত আসবো কিভাবে? আমার সাথে একজনের থাকা দরকার।"

"আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে দেবো, বাকিটা রাস্তা তোমাকে একাই যেতে হবে।"

"না, আমাকে একদম ওদের দেখা করার স্থানে নিয়ে যেতে হবে। আর ফেরত আসার ব্যাপারটা কে দেখবে?"

"ঢোকাটা যতো কঠিন বের হয়ে আসাটা ততো কঠিন না। যদি তোমার কাছে নিষিদ্ধ কিছু না পাওয়া যায় তাহলে গার্ডরা তোমাকে আঁটকাবে না। তুমি মাতলামোর অভিনয় করতে পারো। এটা অস্বাভাবিক কিছু না। শেনঝেনের বাইরে একটা এয়ারফিল্ড আছে যা শুধু—"

"আমি জানি।"

"তুমি বলবে তুমি হয়তো ভুল প্লেনে উঠেছো, এটাও এখানে অস্বাভাবিক না। চায়নায় এ ধরণের ভুল অহরহ ঘটে থাকে।"

"আজ রাতের জন্য কতো দিতে হবে?"

"চার হাজার হংকং ডলার আর একটা নতুন ঘড়ি।"

"পেয়ে যাবে।"

গঙ্গবেই ভিলেজ থেকে প্রায় দশ মাইল উত্তরে মাটি খাঁড়া হতে শুরু করেছে। আরো কিছুটা সামনে তাকালে ছোটো ছোটো পাহাড়ী জঙ্গলের উপস্থিতি দেখা যায়। জেসন আর তার প্রাক্তন প্রতিপক্ষ একটা ধুলোময় রাস্তা দিয়ে হেটে চলছে। চীনা লোকটি থেমে সামনের পাহাড়গুলোর দিকে তাকালো।

"আরো পাঁচ-ছয় কিলোমিটার হাটার পর আমরা একটা সমতল মাঠে পৌছাবো। ওটা পার হবার পর আবার পাহাড়ী পথ আসবে, আমরা সেদিকেই এগোবো। খুব সাবধানে এগোতে হবে।"

"তুমি কি নিশ্চিত ওরা দু'জনেই সেখানে থাকবে?"

"আমিই মেসেজটা বহন করেছিলাম। ফ্রেঞ্চম্যান আমাকে সেটা দেয়ার জন্য পাঠিয়ে ছিলো। সেখানে ক্যাম্পফায়ার জ্বলার কথা। যদি আগুন জ্বলতে দেখা যায় তাহলে তারা আসবে।"

"মেসেজে কি লেখা ছিলো?"

BanglaBook.org

"জরুরি কনফারেন্স।"

"বর্ডারের ওপাশে কেন?"

"কোথাও একটা সমস্যা হয়েছে। কোনো গণ্ডগোল হয়েছে। তাই তারা বর্ডারের ওপাশে দেখা করছে।"

"কি সমস্যা?"

"আমি জানি না। আমি শুধু মেসেজের বাহক। আসল কাজের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের মূল ব্যবসায় সব লেনদেন ফ্রেঞ্চম্যানই করে। সে সব ক্লায়েন্টদের সাথে যোগাযোগ করে, আর তার গুপ্তঘাতক ওই ক্লায়েন্টদের ইচ্ছা পূরণ করে। কিন্তু এবার কোথাও একটা সমস্যা হয়েছে, আমি তা টের পাচ্ছি।"

হামাগুঁড়ি দিয়ে তারা দ্রুত সামনে এগোতে থাকলো। চাঁদের আলো কতোগুলো মেঘের টুকরোর পেছনে চাপা পড়ে গেছে। চাইনীজ লোকটি এদিককার গার্ডবোট হাত করেছে। শিফ্‌ট বদল হয়ে নতুন গার্ড আসার আগে পর্যন্ত জায়গাটা ফাঁকা থাকবে। তবে অন্য গার্ডদের চোখে পড়া যাবে না। চাইনীজ লোকটি থেমে পেছন ফিরে দু'হাত তুলে ওয়েবকে থামতে বললো।

"কি হয়েছে?" ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো জেসন।

"আমাদেরকে আরো আস্তে যেতে হবে। কোনো শব্দ করা যাবে না।"

"গার্ড টহল দিচ্ছে?"

"জানি না। কোথাও একটা সমস্যা হয়েছে।"

তারা হাটুর ওপর ভর ক'রে সামনের ছোটো জঙ্গলটির মধ্যে দিয়ে এগোতে লাগলো। ঝিঁঝিঁ পোকার কানে তালা লাগানো শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। বর্ন আর চীনা লোকটি জঙ্গলের শেষপ্রান্তে পৌছে গেলো, সামনের মাঠটি আবার খাঁড়া হতে শুরু করেছে। একটা আলোর উৎস তাদের চোখে পড়লো। ক্যাম্পফায়ার! সামনে, দূরের ছোটো পাহাড়টার মাঝখানে একটা ক্যাম্পফায়ার জ্বালানো হয়েছে। জেসন আর সইতে পারছে না। তার ইচ্ছে করছে এখনই সেখানে ছুটে যেতে, কিন্তু তার ভেতরের মানুষটি তাকে বলছে ধৈর্য ধরতে। সে তার লক্ষ্যের খুব কাছে পৌছে গেছে, এখন আর কোনো ভুল করা যাবে না।

"তোমাকে আর আসতে হবে না, তুমি যেতে পারো।" বর্ন তার পকেট থেকে টাকা বের করলো। "আমার একটা আগ্নেয়াস্ত্র চাই। ম্যাকাও'তে আসার সময় নিজের অস্ত্র আনার ঝুঁকি আমি নেই নি, তাতে বর্ডারে ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিলো।" লোকটার হাতে টাকাটা ধরিয়ে দিলো জেসন। "এখানে নয় হাজার পাঁচশো ডলার আছে। যাওয়ার সময় গুণে নিও।"

"তুমি আমাকে একবার হারিয়েছো। তোমার কথা আমি অবিশ্বাস করতে পারি না।"

"তোমার কথা শুনতে খুব ভালো লাগে কিন্তু বাস্তব জীবনে এর কোনো স্থান নেই।"

"এই আমার অস্ত্র," অস্ত্রটি তার বেল্ট থেকে বের ক'রে বললো লোকটি।

BanglaBook.org

"প্রয়োজন পড়লে ব্যবহার করবে। ম্যাগজিন লোড করা আছে। মোট নয় রাউন্ড গুলি হবে। রেজিস্টার করা হয় নি, তাই এটা থেকে কেউ আমাকে ট্রেস্ করতে পারবে না। ফ্রেঞ্চম্যানের কাছ থেকে শিখেছি।"

"ধন্যবাদ। কিন্তু মনে রেখো, যদি তোমার কথা মিথ্যে হয় তাহলে আমি তোমাকে খুঁজে বের করবোই।"

"তাহলে সেটাকে মিথ্যে বলা যাবে না, এমন তো হতে পারে ইনফরমেশনটা ভুল ছিলো। সেক্ষেত্রে আমি টাকা ফিরিয়ে দেবো। তুমি আমাকে হারিয়েছো, আমি তোমার সাথে বেঈমানী করতে পারি না। আমি এতোটা অকৃতজ্ঞ নই।"

বর্ন হাটুর ওপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগোতে লাগলো। মাঠটা লম্বা আর উঁচু ঘাসে ভরা; এ ধরণের জায়গাতেই সব থেকে বেশি পাহাড়া থাকার কথা। কারণ গার্ডরা জানে এমন জায়গা দিয়েই অনধিকার প্রবেশকারীরা লুকিয়ে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। বর্ন সামনে কতোগুলো গাছ দেখতে পেলো। সামনে কি আছে দেখার জন্য মাথাটা একটু উপরে তুলতেই সঙ্গে সঙ্গে নীচু হয়ে গেলো সে। চুপ মেরে বসে থাকলো কিছুক্ষণ। তার সামনে, হাতের ডান দিকে এক লোক রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন চাইনীজ গার্ড! লোকটির মনোযোগ জেসনের দিকে নয়, কারণ জেসন তার পেছনে। লোকটির স্থির দৃষ্টি সামনের ক্যাম্পফায়ারের দিকে। জেসন ধীরে ধীরে লোকটির দিকে এগোতে লাগলো, তার সাথে এখন গার্ডের দূরত্ব মাত্র কয়েক ইঞ্চি। এই সুযোগ!

বর্ন লাফিয়ে লোকটাকে জাপটে ধরলে হতভম্ব লোকটি রাইফেলের বাট দিয়ে বেশ কয়েকবার পেছন দিকে আঘাত করার চেষ্টা করলো। বর্ন রাইফেলটা খপ্ ক'রে ধরে ব্যারেল দিয়ে কষে বাড়ি মারলো লোকটার উন্মুক্ত করোটিতে। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো গার্ড। বর্ন লোকটাকে টেনে লম্বা ঘাসগুলোর মধ্যে এনে তার জ্যাকেটটা খুলে পেছন দিক থেকে শার্ট টেনে ছিড়ে সেটা দিয়ে বাঁধতে আরম্ভ করলো।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই লোকটাকে এমনভাবে বাঁধা হয়ে গেলো যে, নড়বার চেষ্টা করলেই শক্ত বাঁধনের চাপ মাংসপেশীতে অনুভব করবে। সে যাতে কোনো চিৎকার চেঁচামেচি না করতে পারে তাই তার মুখে তারই শার্টের একটি হাতা গুঁজে শক্ত ক'রে বেঁধে দেয়া হলো।

এতোক্ষণ পরে জিনিসটা বর্নের চোখে পড়লো। বর্ন ভেবেছিলো লোকটা চাইনীজ আর্মির ইউনিফর্ম পরা, আসলে সে সস্তা মার্কেটের ঢিলেঢালা কাপড় পড়ে আছে, তার ওপর লোকটার গা থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। বর্ন নীচু হয়ে ভালো ক'রে লোকটির চেহারা দেখলো। কুঁচকে যাওয়া চেহারার সাথে ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতের জন্য তাকে আরো কিম্ভুত, আরো অসভ্য দেখাচ্ছে। এ আবার কেমন ধরনের গার্ড, কি পাহাড়া দিচ্ছিলো সে? না, এ আসলে অভিজ্ঞ ভাড়াটে গুণ্ডা। কিন্তু কনফারেন্সের ক্যাম্পফায়ারের কাছে এ কি করছে? সেই গুপ্তঘাতকে হাজার হাজার ডলার দেয়া হয় মানুষ মারার জন্য, তার নিশ্চয়ই বডিগার্ডের দরকার পড়বে না! কোথাও একটা

BanglaBook.org

সমস্যা হয়েছে!

বর্ন লোকটার রাইফেল নিয়ে ঘাসের মধ্য দিয়ে হামাগুঁড়ি দিয়ে এগোতে লাগলো। সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, আর জঙ্গলের শুকনো পাতার মর্মর শব্দ ছাড়া কিছু শুনতেও পাচ্ছে না। একদম ওপরে পৌছে গেলো সে। চারদিক জঙ্গল দিয়ে ঘেরা মাঝখানের একটি ফাঁকা জায়গায় ক্যাম্পফায়ার জ্বালানো হয়েছে। বর্ন একটি বড় উঁচু পাথরের ঢিবির পেছনে নিজেকে আড়াল করলো। রাইফেলটা আস্তে ক'রে মাটিতে রেখে বেল্ট থেকে অস্ত্রটি বের করে নিলো। পাথরের ঢিবি থেকে সামনের দিকে উঁকি মাড়লো বর্ন। এবার সে সত্যিকারের একজন চাইনীজ বর্ডার-গার্ড দেখতে পেলো। ইউনিফর্ম পরা লোকটি বার বার ঘড়িতে সময় দেখছে। অপেক্ষার পালা কেবল শুরু হলো।

এক ঘণ্টারও কিছু বেশি সময় ধরে এই অপেক্ষা চললো। গার্ড এর মধ্যে সবার করলো পাঁচটি সিগারেট; জেসন মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো, শ্বাসও টানলো মেপে মেপে। ঠিক তখনই এটা ঘটলো। একজন দ্বিতীয় ব্যক্তির আগমন। অন্ধকার জঙ্গলের মধ্য থেকে লোকটি স্বাভাবিকভাবে হেটে বেরিয়ে এলো। গুপ্তঘাতক!

জেসন শক্ত ক'রে তার অস্ত্রের ব্যারেল চেপে ধরলো। সে উত্তেজিত, তার দাঁত শক্ত হয়ে আসছে। লোকটি আগুনের উৎসের খুব কাছে চলে এসেছে। জেসনের মনে হলো সে বুঝি নিজেকেই দেখছে। ঠিক নিজেকে না, তার অতীতকে। শক্তসামর্থ, যুবক বর্ন তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। সেই যুবকই ছিলো ডেল্টা, মেডুসার ডেল্টা। অসাধারণ! তারপর ডেল্টা থেকে কেইন, আর সবশেষে গুপ্তঘাতক জেসন বর্ন!

খুট ক'রে একটা শব্দ জঙ্গলের বাকি শব্দগুলোকে ছাপিয়ে ফেললে গুপ্তঘাতক থামলো, তারপর ঘুরে ক্যাম্পফায়ারের দিক থেকে ডান দিকে লাফ দিয়ে ছিটকে গেলো। সাথে সাথে গার্ডটিও শুয়ে পড়লো মাটিতে। সামনের জঙ্গলের দিক থেকে ছুটে আসা এলোপাতাড়ি গুলির শব্দ বার বার প্রতিধ্বনিত হতে লাগলে জেসনের কানে তালা লেগে গেলো। আক্রমণকারী ক্যাম্পের চারদিকে ঘুরে ঘুরে গুলি করছে কিন্তু তাকে ভালো ক'রে দেখা যাচ্ছে না। চাইনীজ গার্ডটি তার এক হাটুর ওপর ভর দিয়ে আক্রমণকারীর দিকে গুলি করতে আরম্ভ করলে শুরু হলো কান ফাঁটানো সংঘর্ষ। একদিক দিয়ে নয়, তিন দিক দিয়ে গুলি আর পাল্টা গুলি। ব্যাপক আকারের বিস্ফোরণ সারা জঙ্গল কাঁপিয়ে তুললো। প্রথম গ্রেনেডটি পুরো ক্যাম্পটিকেই উড়িয়ে দিলো বলা চলে, দ্বিতীয়টি গিয়ে পড়লো ক্যাম্পের পাশের কতোগুলো পাতাঝড়া শুকনো গাছের উপর, বিস্ফোরণে সেগুলোর ডালপাতায় আগুন ধরে গেলো। আর শেষের গ্রেনেডটি ছোড়া হলো পাল্টা জবাব হিসেবে জঙ্গলের দিকে, যেদিক থেকে মেশিনগান দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়া হচ্ছে।

হঠাৎ চারদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়লে বর্ন তার অস্ত্রটি প্রস্তুত রেখে সামনের দিকে এগোতে লাগলো। কেউ সেই গুপ্তঘাতকের জন্য মরণফাঁদ পেতেছিলো আর সে এতে পা-ও দিয়েছে! হঠাৎ একটা লোক বাম দিক থেকে জ্বলে যাওয়া ক্যাম্পটির

দিকে ছুটে এসে আগুনের মধ্য দিয়ে দৌড়ে চারদিকে ঘুরে এদিক ওদিক দেখতে লাগলো। পেছন ফিরতেই জেসনের দিকে চোখ পড়ে গেলে তার দিকে গুলি করলো সে। বর্ন ডান দিকে লাফ দিয়ে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে গড়িয়ে গিয়ে অন্যপাশে সরে গেলো। লোকটি দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে এখন। বর্নের দৃষ্টি তার দিকে। পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে লোকটির পিছু ছুটতে লাগলো সে।

এই সেই গুপ্তঘাতক! এই সেই প্রতারক যে বর্নের নাম ব্যবহার ক'রে সারা এশিয়া মাতিয়ে চলেছে; যার জন্য ওয়েব আর তার স্ত্রীর জীবন ধ্বংস হতে চলেছে। আজকে ওকে কোনোভাবেই ছাড়া যাবে না। বর্নের মনে হলো তার অতীত আবার ফিরে এসেছে। সে আবার মেডুসার একজন সদস্য! লোকটার সাথে তার দূরত্ব যখন দশ গজের মতো আর তা প্রতি মুহূর্তেই কমে আসছে। বর্ন একটা লম্বা লাফ দিয়ে লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তার হাত চিতাবাঘের মতো লোকটার কাঁধে থাবা বসিয়ে ধরে ফেললো শক্ত করে। তারপর হাটু দিয়ে আঘাত করলো লোকটার মেরুদণ্ডে। বর্ন বনাম বর্ন! অত্যধিক ক্রোধের মাথায়ও বর্ন নিজেকে মনে মনে বললো একে কোনোভাবেই মারা চলবে না। বাঁচিয়ে রাখতে হবে! তুমিই আমাদের মুক্তির চাবি!

বর্ন তার হাটু দিয়ে লোকটির গলা পেঁচিয়ে ধরে চাপ দিতেই লোকটি চেঁচিয়ে উঠলো। বর্ন দ্রুত লোকটির ওপরে উঠে বসে তার ডান হাতের কনুই দিয়ে লোকটির গলা চেপে ধরলো। আর বাম হাত দিয়ে ক্রমাগত ঘুষি মারতে লাগলো লোকটির তলপেটে।

"ডেল্টা!" লোকটি আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

"তুমি আমাকে কি ব'লে ডাকলে?" বর্ন চেঁচিয়ে উঠলো।

"ডেল্টা। কেইন কার্লোসের জন্যে আর ডেল্টা কেইনের জন্যে?"

"তুমি কে!"

"দাঁজু! আমি দাঁজু! মেডুসা! তাম কুয়ান-এর জঙ্গল! তুমি প্যারিসে একবার আমার জীবন বাঁচিয়েছিলে যেমনটা তুমি মেডুসাতে অনেকেরই বাঁচিয়েছো। আমি দাঁজু। প্যারিসে আমি তোমাকে অনেক কথা বলেছিলাম যা তোমার জানা দরকার ছিলো।"

ওয়েব ব্যথায় কুঁকড়ে যাওয়া চেহারাটির দিকে ভালো ক'রে তাকালো—সুন্দর ক'রে পাকানো সাদা গোঁফ আর রূপালী চুলের লোকটির বয়স ওয়েবের চেয়ে বেশিই হবে। ওয়েব ক্ষণিকের জন্য তার পুরনো দুঃস্বপ্নের মধ্যে হারিয়ে গেলো... তাম কুয়ান জঙ্গলের অসংখ্য লাশের মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে আছে, পালানোর কোনো পথ নেই। তারপর হঠাৎ ক'রে প্যারিসে চলে এলো সে, ভরদুপুর, লুভরের দিকে এগোচ্ছে। এমন সময় গুলি ছোড়া শুরু হলো। আশপাশের লোকজন ভয়ে চিৎকার আর আর্তনাদ শুরু ক'রে দিলো।

এই লোকটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে! মেডুসার এই লোকটি তার অনেক ধাঁধার জবাব দিতে পরবে।

BanglaBook.org

"দাঁজু?" ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললো জেসন। "তুমি দাঁজু?"

"হ্যা, আর এখন আমাকে সবাই ফ্রেঞ্চম্যান ব'লে চেনে। তুমি যদি আমার গলাটা ছাড়ো তাহলে আমি তোমাকে একটা গল্প বলতে পারি। আমি নিশ্চিত তোমারও অনেক কিছু বলার আছে।"

ফিলিপ দাঁজু জ্বলে যাওয়া ক্যাম্প এবং তার আশপাশটা ভালোভাবে পরীক্ষা করলো। মৃত গার্ডের পকেট সার্চ ক'রে যা কিছু প্রয়োজনীয় মনে করলো সরিয়ে ফেললো। "আমরা চলে যাওয়ার আগে লোকটির বাঁধন খুলে দেবো। এখানে আসার এদিক ছাড়া আর কোনো পথ নেই জেনেই আমি তাকে পাহাড়ায় বসিয়েছিলাম," জেসন যে গার্ডটির হাত পা বেঁধে রেখে ছিলো তার দিকে তাকিয়ে বললো সে।

"তুমি কি আশংকা করেছিলে আমি আসতে পারি?"

"তা সম্ভব ছিলো না। কিন্তু আমি আশংকা করেছিলাম আমারই সৃষ্টি আমার বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে। তার এখানে একা আসার কথা ছিলো। তাকে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু তারপরেও তাকে বিশ্বাস করা কঠিন ছিলো। এটা আমার গল্পের একটা অংশমাত্র।"

তারা জঙ্গল থেকে এগিয়ে মাঠের কাছাকাছি আসতেই হাত-পা বাঁধা গার্ডের গোঙানীর শব্দ পেলো। বর্ন ছুরি দিয়ে গার্ডের হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিলে ফ্রেঞ্চম্যান তার পাওনা বুঝিয়ে দিতেই লোকটা ছুটে অন্ধকারের হারিয়ে গেলো।

"তুমি তোমার সৃষ্টিকে আজ মারার চেষ্টা করেছিলে?"

"হ্যা। যখন বিস্ফোরণ ঘটে আমি ভেবেছিলাম সে আহত হয়েছে। এই কারণে তাকে ধাওয়া করতে আমি বেরিয়ে আসি আর তোমাকে দেখতে পাই।"

"তোমাকে দেখে আমি ভেবেছিলাম তুমিই দ্বিতীয় বর্ন। কারণ মেডুসাতে আমরা এভাবেই আক্রমণ করতাম। এবার তোমার গল্পটা খুলে বলো।"

"এখানকার বিস্ফোরণের আগুন আশপাশের গ্রামের নজরে পড়তে পারে। লোকজন ছুটে আসতে পারে। সামনে কিছুটা দূরে ফাঁকা সমতল মাঠ আছে, ওই বাম দিকে। চলো, ওখানে যাই।"

"ওটা তো প্রায় মাইল পাঁচেক দূরে।"

"তবুও, ঝুঁকি নেয়ার দরকার নেই।"

মেডুসার প্রাক্তন দুই সদস্য অন্ধকার খোলা মাঠে ব'সে আছে। জেসন একটা সিগারেট ধরালে দাঁজু বলতে শুরু করলো।

"তোমার কি মনে আছে, প্যারিসের একটা জমজমাট রেঁস্তোরায় আমরা ব'সে লুভরের হানাহানির ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম?"

"নিশ্চয়ই। সেবার কার্লোস আমাদের বাগে পেয়েছিলো।"

"কিন্তু তুমিও জ্যাকেলকে প্রায় ফাঁদে ফেলে দিয়েছিলে।"

"আমি কিছুই করি নি। কিন্তু প্যারিসের কথা এখন টানছো কেন?"

BanglaBook.org

"কারণ তখন আমি তোমাকে বলেছিলাম আমি এশিয়াতে চলে আসবো। সিঙ্গাপুর না হলে হংকংয়ে। আমার মনে হয় আমি বলেছিলাম, ফ্রান্সে আমার ভালো কিছু হচ্ছে না।"

"আমার মনে আছে।"

"আমি এশিয়াতেই ফিরে আসি। আর যেহেতু কার্লোস আমার চেহারা চিনে ফেলেছিলো, তাই আমাকে খুব গোপন একটা পথ ধরে এখানে আসতে হয়। আমি আমার জীবন বাঁচানোর জন্য পালাতে থাকি। কিন্তু আমার হাতে যথেষ্ট মালপানি ছিলো না। তাই যেদিন তোমার সাথে আমার শেষ কথা হয় সেদিন দুপুরেই সেন অনরে'র সেই শপে গিয়ে যা পিছু পাই চুরি ক'রে নিই। সিন্দুকের লকের কাম্বিনেশন আমি জানতাম, আর তাতেই কেল্লাফতে হয়। যা টাকা হাতে আসে তাতে দুনিয়ার যে কোনো কিছুই কেনা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো। কার্লোস থেকে দূরে সরে গিয়ে আমার জীবন নিশ্চিন্তেই কাটছিলো। কিন্তু আমি বুঝতে পারি এভাবে বেশি দিন চলতে পারে না। এক সময় আমার টাকা শেষ হয়ে আসবে। আর যে কাজে আমার দক্ষতা তা সভ্য সমাজ কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না। আমি জানতাম স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা আমার পক্ষে কখনও সম্ভব হবে না। কতো দিন যে রাস্তাঘাটের চোর-ছ্যাচার, সস্তা গুণ্ডার হাতে লাঞ্ছিত হয়েছি, সামান্য ক'টা টাকার জন্যে মরতেও বসেছিলাম, ওসব আমি ভুলতে পারবো না। অথচ আমার ক্ষমতা ছিলো এমন সব প্রতিভা সৃষ্টি করা যারা হতে পারে অদ্বিতীয়। বিবেকের প্রশ্নকে জবাব দেওয়ার মতো সময় আমার ছিলো না। আগের জীবন বেছে নেয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিলো না। তুমি নিশ্চয়ই আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছো?"

"লেকচার শুনতে আমি এখানে আসি নি।"

"তাহলে তুমি ঠিকভাবে শুনছো না, ডেল্টা।"

"আমি ডেল্টা নই।"

"বেশ। বর্ন।"

"হয়তো না। হয়তো।"

"তখনই আমার মাথায় একটা চিন্তা আসে। প্যারিসে তোমার সাথে যাই হয়েছিলো না কেন তার সারসংক্ষেপ ছিলো হয় তুমি হেরে গেছো না হয় তুমি মরে গেছো। মোদ্দা কথা হলো জেসন বর্ন শেষ হয়ে গেছে। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম যে, ওয়াশিংটন কখনও তোমার ব্যাপারে মুখ খুলবে না। তখন থেকেই তুমি সম্পূর্ণ উধাও হয়ে যাও।"

"আমি জানি কি হয়েছিলো। বলে যাও।"

"তুমি নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারছো, আমি আমার সকল সমস্যার কি সমাধান বের করেছিলাম?"

"কিছুটা..."

"আর এশিয়া সেটার জন্য একটা আদর্শ জায়গা। জেসন বর্ন হয়তো নেই কিন্তু

BanglaBook.org

তার কিংবদন্তী আজো আছে। আমি জানতাম আমাকে কি করতে হতো। আমার শুধু দরকার ছিলো একজন উপযুক্ত প্রার্থীর—"

"প্রার্থী?"

"শিকারি বললে বেশি মানাবে। মানে কাউকে মেডুসার টেকনিকে প্রশিক্ষণ দেয়া। আমি সিঙ্গাপুরে গিয়ে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেখানকার অপরাধ জগতের অলিতে গলিতে তাকে খুঁজতে থাকি। আর খুব দ্রুতই তাকে খুঁজে পাই। সে একজন পলাতক আসামী, জীবন বাঁচাতে প্রায় তিন বছর ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলো। লোকটা বৃটিশ। একজন প্রাক্তন রয়্যাল কমান্ডো। এক রাতে সে মাতাল হয়ে রাগের মাথায় লন্ডনের রাস্তায় সাতজনকে খুন করে। তার অসাধারণ সার্ভিস রেকর্ডের কারণে তাকে জেলে না পাঠিয়ে কেন্টের একটি সাইকিয়াট্রিক হাসপাতালে পাঠানো হয় যেখান থেকে সে পালিয়ে কিভাবে যেনো সিঙ্গাপুরে এসে পৌছায়।"

"তার দৈহিক বর্ণনা কি আমার সাথে মেলে?"

"আগের তুলনায় এখন আরো বেশি মেলে। লম্বা, পেশীবগুল দেহের অধিকারী সে। বাকি রূপটা আমি দিয়েছি।"

"কমান্ডো," ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো জেসন। "খাপ খায়। লোকটা কে?"

"তার নাম কারো জানা নেই, শুধু গল্পটা জানা আছে।"

"নাম জানা নেই..."

"সে তার আসল পরিচয় আমাকে কখনও দেয় নি। তার পরিচয় তার জীবনের মূল্যের সমান। যদি কেউ তার পরিচয় জেনে যায় আর হংকংয়ের বৃটিশ অথোরিটিকে জানায় তাহলে তারা কম্পিউটার ঘেঁটে মুহূর্তেই তার সব রেকর্ড বের করবে, তাকে পাকড়াও করতে লোক পাঠাবে বৃটিশেরা। সে জানতো আমার সাথেও বেশি দিন টিকতে পারবে না, তাই তার কোনো দুর্বল তথ্য আমার কাছে প্রকাশ করে নি। কাউকেই সে বিশ্বাস করে না।"

"বৃটিশরা তাকে মারতে চায় কেন?"

"ওয়াশিংটনের যেমন মেডুসা ছিলো তেমনি লন্ডনেরও সাম্প্রতিক সময়ে একটা গুপ্তঘাতক মিলিটারি ইউনিট গড়ে উঠেছে। সত্য প্রতিষ্ঠার নামে নির্বিচারে অনেক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে এই মিলিটারি ইউনিট। লোকটা সেই ইউনিটেরই সদস্য ছিলো, অনেক গোপন তথ্য জানে সে, যেগুলো ফাঁস হয়ে গেলে মধ্যপ্রাচ্য আর আফ্রিকাতে বৃটিশরা বেকায়দায় পড়ে যাবে।"

"সে কি ইউনিটে নেতৃত্ব দিতো?" প্রশ্ন করলো বর্ন।

"সে কোনো সাধারণ সৈনিক ছিলো না। মাত্র বাইশ বছর বয়সে ক্যাপ্টেন আর চব্বিশ বছর বয়সে মেজর হয় সে। হোয়াইট-হলের কিছু বিশেষ বিধিমালার কারণে পরবর্তী পদবী অর্জন করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু ভাগ্য যদি সহায় হতো তাহলে এতোদিনে সে বৃগেডিয়ার হয়ে যেতো।"

"এই কথাগুলো কি সে নিজে তোমাকে বলেছে?"

BanglaBook.org

"হ্যা, মাতাল অবস্থায়, কিন্তু তারপরেও ভুল করেও কখনও তার নাম আমাকে বলে নি। প্রতি মাসেই কয়েকটা দিন সে মদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। এরই মধ্যে দু'য়েকটা দিন এমন হতো যখন সে তার নিজের ব্যাপারে কথা বলতো। অতিরিক্ত মদ্যপানের পর সে দুর্বল হয়ে পড়তো, তাকে বাঁচাতে বলতো, রক্ষা করতে বলতো, আর বলতো তাকে আত্মসুদ্ধির পথ দেখাতে। নিজের অতীত ঘেঁটে এমন সব বীভৎস, ভয়ানক দৃশ্যের কথা বলতো যাতে সে নিজেই শিউরে উঠতো। জেরা করার সময় চাকু দিয়ে বন্দীদের চোখ ফুটো ক'রে দেয়া, তাদের হাত-পায়ের রগ কেটে দেয়া আর অন্য বন্দীদের তা চোখ খুলে দেখতে বাধ্য করা, আরো কতো জঘন্য ঘটনা যে সে বলতো তার ঠিক নেই। অধিকাংশ ঘটনাই সত্তর কিংবা আশির দশকের ইয়েমেন আর পূর্ব-আফ্রিকার হত্যাযজ্ঞের সাথে জড়িত। একবার সে এও বলেছিলো যে, তার নাম শুনলে ইদি আমীনের দম বন্ধ হয়ে যেতো। তার কুখ্যাতি এতোই প্রসার পেয়েছিলো।"

দাঁজু থামলো। তার দৃষ্টি দূরের আকাশের দিকে। তারপর অন্যমনস্কভাবে আবার বলতে শুরু করলো। "সে কোনো স্বাভাবিক মানুষ না, আর পাঁচজনের থেকে আলাদা। একজন অমায়িক আর অত্যন্ত বুদ্ধিমান অফিসার হিসেবে তাকে গণনা করা হতো। তার পুরো চরিত্রটাই একটা ধাঁধার মতো, একজন সাধারণ সভ্য মানুষের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম সে...তার দলেরই সৈন্যরা তাকে জানোয়ার বলে ডাকতো আর তা শুনে সে হাসতো। ইউনিটের বাধা-ধরা নিয়ম সে পরিহার করতো। বলতে গেলে সে নিজেই তার নিয়ম তৈরি করতো, কেউ তার বিরুদ্ধে কখনও অফিসিয়াল অভিযোগও করতো না!"

"কিন্তু কেন?" প্রশ্ন করলো জেসন।

"কারণ সে অনেকবার তাদেরকে বিপদ থেকে বের ক'রে এনেছে। যুদ্ধের সময় যখন বাকিরা চোখে অন্ধকার দেখতো তখন সে-ই কোনো না কোনো সমাধান বের করতো।"

"তার মানে তোমার নামহীন কমান্ডো মেজর তার কাজে যথেষ্ট পারদর্শী, তাই তো?" শীতল কণ্ঠে বললো বর্ন।

"বলা যেতে পারে ডেল্টার সমকক্ষ বা তারচেয়েও বেশি। পার্থক্য একটাই, তার মধ্যে বিবেকবোধ বা মানবিক কোনো গুণ নেই। অন্য দিকে তোমার মধ্যে নৃশংসতা আর মানবিকতার এক অতুলনীয় মিশ্রণ ঘটেছে। তোমার ভেতরের আরেকটি সত্তা মাঝে মাঝে তোমাকে থামিয়ে দেয়। আমার মনে আছে, তুমি অনেক সময়ই বলতে 'লোকটাকে ছেড়ে দাও,' কখনও বলতে 'এ কারো স্বামী' তো কখন বলতে 'ও কারোর বাবা হয়। লোকটাকে ভয় দেখিয়ে ছেড়ে দাও, কিন্তু প্রাণে মেরো না।' ...আমার সৃষ্টি, তোমার প্রতিরূপ, দ্বিতীয় বর্ন কখনই তা করে না। তার সকল সমস্যার সমাধান একটাই—মৃত্যু।"

"সে লন্ডনে ওই সাতজনকে কেন হত্যা করেছিলো? তার মতো ব্যক্তি নিশ্চয় শুধু মাতাল হয়ে ভারসাম্য হারিয়ে এরকম কিছু ঘটাবে না? নেপথ্যে কারণটা কি?"

BanglaBook.org

"সে যে অজুহাতটা দেয় তা অযৌক্তিক আর কিছুটা বস্তাপচাও বটে। কোনো একটা মেয়ে তাকে ফিরিয়ে দিলে ওই অপমান সে সহ্য করতে পারে নি। ভালোবাসার ছিঁটেফোটাও তার মধ্যে নেই, যা আছে তা শুধুই দৈহিক চাহিদা। উগান্ডার একটা ভয়ানক মিশন থেকে সে আহত হয়ে ফিরে এসে লন্ডনের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ের সাথে তার সম্পর্ক ছিলো, তাকে ফিরে পেতে চেয়ে ছিলো। কিন্তু মেয়েটি তার সাথে দেখা করতে অস্বীকার ক'রে নিজের প্রটেকশনের জন্য চেলসি থেকে দু'জন গার্ডও ভাড়া করে আনে। সেই রাতে যে সাতজনকে সে হত্যা করেছিলো তার মধ্যে ওই গার্ড দু'জনও ছিলো। মেয়েটির দাবি রাগের মাথায় তার মধ্যে বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ থাকে না, আর মদ্যপ অবস্থায় সে একজন খুনির মতো হয়ে যায়। কথাগুলো সত্যি। কিন্তু আমার জন্যে সে-ই ছিলো সবচেয়ে আদর্শ প্রার্থী—অদ্বিতীয় শিকারী। সিঙ্গাপুরে তাকে ফলো ক'রে একটা বারের কাছে মদ্যপ অবস্থায় নারকোটিকসের ব্যবসার সাথে জড়িত দু'জন ভয়ংকর গুণ্ডাকে নির্দয়ভাবে পেটাতে দেখি তাকে। আমার চোখের সামনে সে ওই দু'জনের গলা ছুরি দিয়ে কেটে তাদের পকেট থেকে টাকা পয়সা নিয়ে নেয়। মুহূর্তেই বুঝতে পারি আমি যেমনটা, চাইছিলাম তার মধ্যে সেসব গুণ উপস্থিত। আমি আমার জেসন বর্নকে খুঁজে পেলাম। তার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়াই। সে দু'জনকে খুন ক'রে যতো টাকা পেয়েছিলো তার চেয়ে বেশি টাকা আমার হাতের মুঠোয় ধরা ছিলো। আমরা কিছুক্ষণ কথা বলি। এভাবেই সবকিছু শুরু হয়।"

"বানচোত! আমি তোমাকে এখনই মেরে ফেলতে পারি! তুমি জানো না তুমি কি করেছো!" চেঁচিয়ে উঠলো বর্ন।

"তোমার গল্পটা পরে শুনবো, ডেল্টা। আগে আমারটা শেষ করতে দাও।"

"সংক্ষিপ্ত করো...ইকো। মেডুসাতে এটাই তোমার নাম ছিলো, তাই না?" তার স্মৃতি ফিরে আসছে।

"হ্যা, এটাই ছিলো," দাঁজু থামলো। কিছুক্ষণ বিরতি নিয়ে আবার বলতে শুরু করলো সে। "বিশ্বাসঘাতকতা! তোমাকে যেভাবে তৈরি করা হয়েছিলো ঠিক সেভাবে আমি আমার বর্নকে তৈরি করি। আর তুমি যেভাবে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাও ঠিক সেভাবে আমার সৃষ্টিও আমার হাতছাড়া হয়ে যায়। সে চলে যায় আমার বিরুদ্ধে। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানবের মতো সেও তার মনিবকে সরিয়ে দেয়ার ফন্দি আঁটে। সে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে নিজে থেকেই কাজ করার পরিকল্পনা করে। সাফল্যের সাথে সাথে তার অহংকার আর ঔদ্ধত্য বাড়তে থাকে। তার কাছে আমি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ি। সে আমাকে পথের কাঁটা ভাবতে শুরু করে দেয়। তার দৃষ্টিতে আমি তাকে এতোদিন ব্যবহার করেছি!"

"তুমি বলতে চাচ্ছো কনট্যাক্টদের সাথে যোগাযোগ, ক্লায়েন্টদের সাথে সব ডিলিংস্ এখন সে নিজেই করে?"

"হ্যা। যত্তোসব উগ্র আর উন্মাদ ক্লায়েন্টদের সাথে। তাদের অদ্ভুত আর

BanglaBook.org

অত্যন্ত বিপজ্জনক ডিলিংস্ এখন সে সামলাচ্ছে।"

"কিন্তু আমি তো তাকে ট্রেস্ করেছি তোমার মধ্য দিয়ে, কাম পেক ক্যাসিনোতে তুমি যে অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছো তার মধ্য দিয়ে। টেবিল পাঁচ। ম্যাকাও হোটেলের একটা টেলিফোন নাম্বার আর একটা নাম দিয়ে।"

"যদি যোগাযোগের কোনো পন্থাকে তার কাছে সুবিধাজনক মনে হয় তাহলে সে সেটাকে ধরে রাখবে না কেন? আর এতে ধরা পড়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই। অপরদিকে তার বিরুদ্ধে আমিই বা কী করতে পারি। আমি তো আর ক্লায়েন্টদের ফোন ক'রে বলতে পারি না, 'ভদ্রমহোদয়গণ, এই লোকটি আমার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে, আপনারা আর এর সাথে কোনো রকম ডিলিংসে যাবেন না।"

"তুমি ঐ ছোটোখাটো চীনা বাহককে দিয়ে তোমার কমান্ডোর কাছে মেসেজ পাঠিয়েছিলে। তাকে এখানে আসতে বলেছিলে, যাতে তুমি তাকে মারতে পারো। কিন্তু এতোটা নিশ্চিত হলে কিভাবে যে সে আসবেই?"

"কিছুটা অর্ন্তদৃষ্টি, বাকিটা সহজ হিসাব! যদি আমার কাছ থেকে সে লাভজনক কোনো ক্লায়েন্টের ডিলিংস পায় তাহলে সে আসবে না কেন?"

"আর তাতে তুমি নিজেই মরতে বসেছিলে! কিন্তু ওকে মারা তোমার জন্য এতো জরুরি হয়ে উঠলো কেন?"

"প্রধান এবং অন্যতম কারণ তার একজন বিশেষ ক্লায়েন্ট। সে এমন একটা লিয়াঁজো তৈরি করেছে যা তার জন্যে অত্যন্ত লাভজনক হলেও হংকংয়ের জন্য ভয়ানক পরিণতি বয়ে আনতে পারে। আশংকা করা হচ্ছে হংকংয়ে যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে, কিংবা পুরো কলোনিটির অর্থনীতি ধসে পড়তে পারে।"

"থিওরিটা আমিও শুনেছি," ম্যাক্অ্যালিস্টারের মেইন-এর কথাগুলো মনে করে বললো জেসন। "কিন্তু বিশ্বাস করি নি। যখন খুনিরা একে অপরের সাথে খুনোখুনি করে তখন তাদেরই শক্তি কমতে থাকে। ইকোনমি বা পলিটিক্সে তেমন একটা প্রভাব পড়ে না।"

"হ্যা, কিন্তু যখন কোনো প্রভাবশালী পলিটিক্যাল ফিগার এর শিকার হয় তখন অনেক কিছুরই সম্ভাবনা দেখা দেয়।"

বর্ন দাঁজুর দিকে তাকালো। "চায়নায় এমন কিছু হয়েছে?"

"সিম শা সুই-এ পাঁচজনকে হত্যা করা হয়েছে," মাথা দুলিয়ে বললো দাঁজু।

"জানি।"

"চারজন তেমন গুরুত্বপূর্ণ কেউ ছিলো না। কিন্তু পাঁচ নম্বর ব্যক্তিটি ছিলো বিশেষ কেউ—পিপ্‌লস রিপাবলিকের ভাইস প্রিমিয়ার।"

"হায় ঈশ্বর!" জেসন হতভম্ব, তার কাছে এ তথ্য একেবারেই নতুন।

"ভাইস প্রিমিয়ার কাউলুনে কি করছিলো সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার। নিশ্চয় ভেতরে কোথাও ছন্দপতন ঘটেছে। আমার সৃষ্টির হাতে নতুন কোনো ডিলিংস যাওয়ার আগেই তাকে ধ্বংস করতে হবে। না হলে খুব বড় কোনো বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।"

BanglaBook.org

"সরি, ইকো। ধ্বংস করা চলবে না, তাকে আমার জীবিত চাই। তাকে অন্য একজনের কাছে পাচার করতে হবে।"

"তাহলে সেটা তোমার গল্পের অংশ?" প্রশ্ন করলো দাঁজু।

"হ্যা।"

"আমাকে খুলে বলো।"

"শুধু যতোটুকু তোমার জানা প্রয়োজন ততোটুকু বলছি। আমার স্ত্রীকে কিডন্যাপ ক'রে হংকংয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। তাকে ফিরে পেতে হলে তোমার ওই কুত্তার বাচ্চাকে ধরে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। আমি কিছুটা অগ্রসরও হয়েছি, আর এখন তুমি আমাকে সাহায্য করবে, না করলে—"

"হুমকি দেয়া অপ্রয়োজনীয়, ডেল্টা," বর্নকে থামিয়ে বলে উঠলো মেডুসার প্রাক্তন সদস্যটি। "আমি জানি তুমি কতোটা নির্মম হতে পারো। আমি নিজ চোখে দেখেছি। তুমি তাকে চাও তোমার প্রয়োজনে, আর আমি তাকে চাই আমার প্রয়োজনে। আমাদের দু'জনেরই লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন!"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

ক্যাথরিন স্টেপলস্ আর তার ডিনার গেস্ট জন নেলসন একটি অভিজাত ব্যয়বহুল রেস্তোঁরায় বসে আছে। ক্যাথরিন মেপে মেপে ড্রিংক করছে কিন্তু তার গেস্ট এরই মধ্যে বেশ কয়েক পেগ ভদকা মারটিনি সাবাড় ক'রে দিয়েছে।

"আমার সাথে নিশ্চয়ই টাংকি মারতে এখানে নিয়ে আসো নি। এতো ব্যয়বহুল রেঁস্তোরা আমার সামর্থ্যের বাইরে," টলতে টলতে বললো নেলসন।

"এটা আমারও সামর্থ্যের মধ্যে পড়ে না, কিন্তু অটোয়ার সামর্থ্যের মধ্যে পড়ে। আর অটোয়া তোমাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মনে করছে।"

বত্রিশ বছর বয়সি জন নেলসন আমেরিকান সহ-রাষ্ট্রদূত। ক্যাথরিন স্টেপলস্ একবার তাকে বড় একটা কেলেঙ্কারীর হাত থেকে রক্ষা করেছিলো। কতোগুলো অশ্লীল ছবি স্টেপল্সের হাতে এসেছিলো যেগুলো প্রকাশ হলে জন নেলসনের চারিত্রিক সাধুতা প্রশ্নবিদ্ধ হতো। তার ক্যারিয়ারই হয়তো শেষ হয়ে যেতো, আর অ্যাম্বাসি থেকেও তাকে বের ক'রে দেয়া হতো নির্ঘাত। নেলসন এজন্যে ক্যাথরিনের কাছে কৃতজ্ঞ, আর সেটা সবসময় মুখে স্বীকার করতেও দ্বিধা করে না।

"কি হয়েছে, ক্যাথরিন? আমি কেন এতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেলাম?"

"কারণ তোমার সাহায্য দরকার আমার।"

"খালি বলে দেখো। আমার পক্ষে যা যা সম্ভব আমি সব করবো।"

"মেরি সেন্ট জ্যাক...ওয়েব," নামটি বলেই ক্যাথরিন সহ-রাষ্ট্রদূতের মুখ যাচাই করতে লাগলো। কিন্তু তার মুখে তেমন কোনো ভাবান্তর দেখা গেলো না।

"এই নাম আগে শুনেছি ব'লে তো মনে হয় না," বললো নেলসন।

"ঠিক আছে, তাহলে রেমন্ড হাভিলান্ড!"

"ওহ্, ব্যাপারটা তাহলে এতোদূর গড়িয়েছে," চোখ বড় বড় ক'রে বললো নেলসন। "তার এখানে আসার উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক জল্পনা কল্পনা চলছে। সে এখনও একবারও কনসুলেটে আসে নি, আমাদের বস্‌কেও ফোন করে নি। কিন্তু হাভিলান্ডের মতো লোক এমনি এমনি ঘুরতে আসতে পারে না। নিশ্চয় সে কিছু একটা লুকাচ্ছে।"

"তার মানে এখানে তার আসার উদ্দেশ্য তোমরাও জানো না?"

"না, জানি না। কিন্তু আমি শুধু এটুকু জানি, সে কোনো হোটেলে ওঠে নি।"

"তার কিছু ধনী বন্ধু আছে—"

"আমি জানি তার ধনী বন্ধু আছে, কিন্তু সে তাদের ওখানেও ওঠে নি।"

"ওহ্?"

"আমাদের কনসুলেট বেশ কয়েক বছর আগে ভিক্টোরিয়া পিক-এ একটা হাউজ লিজ নেয়। হাভিলান্ড হাওয়াই থেকে একটা বিশেষ হেলিকপ্টারে ক'রে সরাসরি সেখানে যায়। তার আসার খবর আমাদের কাছেও গোপন রাখা হয়েছিলো। এমনকি কনসুলেটের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও তার ব্যাপারে কিছু জানতো না। কিন্তু

BanglaBook.org

ভিক্টোরিয়া পিক-এর দু'জন মেরিন গার্ডের বোকামির কারণে খবরটা ফাঁস হয়ে যায়।"

"বোকা মেরিন," বললো স্টেপলস্।

"কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে ভিক্টোরিয়া পিক-এর ওই হাউজটি লিজ নেয়া হয়েছে আমেরিকান গর্ভনমেন্টের কর্মকর্তা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি যারা এখানে ব্যবসা করতে আসে তাদের নিরাপত্তা আর থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্যে।"

"যত্তোসব! হাভিলান্ড আবার ব্যবসা করতে শুরু করলো কবে থেকে!"

"সেটাই তো সবচেয়ে রহস্যজনক!"

"তার মানে সে ভিক্টোরিয়া পিক-এ আছে এবং সেখানে ব'সে নতুন কোনো পরিকল্পনা আঁটছে।"

"তো এই মেরি সেন জ্যাক ওয়েব এ ব্যাপারটার সাথে জড়িত কিভাবে? আমাকে কি খুলে বলা যাবে?"

"এখনও সময় হয় নি," ক্যাথরিন তার গ্লাস থেকে এক চুমুক হুইস্কি খেলো। "শোনো জনি, একমাত্র তুমিই আমাকে সাহায্য করতে পারো। তোমাকে একটা ছোট্ট চাল চালতে হবে, এরফলে তাদের যে ভাবভঙ্গি প্রকাশ হবে তাতেই আমি সব বুঝে নেবো। আমাকে শুধু এটা জানতে হবে যে, হাভিলান্ডের এখানে আসার উদ্দেশ্যের সাথে ডেভিড ওয়েব আর মেরি সেন জ্যাক কোনোভাবে সম্পর্কিত কি না।"

"আমাকে একটু ভাবতে দেও," নেলসন তার মারটিনি হাতে নিলো কিন্তু তাতে চুমুক না দিয়েই নামিয়ে রাখলো।

"যদি আমি তাদেরকে এটা বলি যে অপরিচিত একজন মহিলার কাছ থেকে আমি ফোন পেয়েছিলাম?"

"যেমন?"

"আমি বলবো একজন কানাডিয়ান মহিলা তার হারিয়ে যাওয়া স্বামীকে খুঁজতে ফোন করেছে!"

"সে তোমাকে ফোন করবে কেন? ফোন করলে কনসুলেটের হেডকে করবে। এসব সরকারী ব্যাপারে তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।"

"কনসুলেটের হেড অফিসে ছিলো না, শুধু আমি ছিলাম।"

"কিন্তু তোমার পদবী ঠিক তার পরেই আসে না, তাই কখনও সে তোমাকে ফোন করবে না।"

"তাও ঠিক, আর যে কেউ কল রেকর্ড চেক করলেই বুঝে ফেলবে আমি মিথ্যে বলেছিলাম।"

স্টেপলস্ সামনে ঝুঁকে আস্তে ক'রে কথা বলতে শুরু করলো। "আরো একটি উপায় আছে। কিন্তু তোমাকে একটু বেশি মিথ্যে বলতে হবে, তবে কেউ ধরতেও পারবে না যে, তুমি মিথ্যে বলেছো।"

BanglaBook.org

"সেটা কি?"

"তুমি বলবে কনসুলেটের অফিস ছেড়ে যাবার সময় গার্ডেন রোডে একজন মহিলা তোমাকে থামায়। সে বেশি কথা বলে নি, কিন্তু তাও তোমার সন্দেহ হয়। সে কনসুলেটের ভেতরে ঢুকতেও ভয় পাচ্ছিলো। মহিলা তার হারিয়ে যাওয়া আমেরিকান স্বামীকে খুঁজছে। শুরু করবে তার দৈহিক বর্ণনা দিয়ে।"

আন্ডারসেক্রেটারির ডেস্কের সামনে বসে আছে। লিন ওয়েনজু তার নোটবুক থেকে একটি লেখা পড়ছে আর ম্যাকঅ্যালিস্টার তা মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

"সামান্য কিছু পার্থক্য দেখা দিয়েছে, কিন্তু সেগুলো নিমিষেই গড়ে তোলা সম্ভব। চুল ঝুটি করা, হ্যাট দিয়ে মাথা ঢাকা, কোনো মেক-আপ ছিলো না, ফ্ল্যাট স্যান্ডেল পরে উচ্চতা কমানোর চেষ্টা—আমি নিশ্চিত ইনিই সেই মহিলা।"

"আর সে ডিরেক্টরি চেক্ করার পর বলেছে তার দূর সম্পর্কের কাজিনের নাম সেখানে নেই! সে বলেছে তার কাজিনের ভালো নাম মনে করতে পারছে না। রিসেপশনিস্টের বর্ণনা অনুযায়ী তার আচরণ ছিলো অদ্ভুত আর খামখেয়ালী।"

"সে কোনো একজনের নাম চিনতে পেরেছিলো," বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "যদি তাই হয়, তাহলে সে তার সাথে দেখা করলো না কেন?"

"সে হয়তো আশংকা করেছিলো কনসুলেটে অফিসিয়ালি দেখা করলে আমরা তার খবর পেয়ে যেতে পারি। সেই ঝুঁকি নেয় নি সে।"

"আমার তা মনে হয় না, এডওয়ার্ড। সে এখনও নিশ্চিতভাবে জানে না তাকে কারা কিডন্যাপ করেছিলো। আমরা তো তার সাথে নাটক করছিলাম। তার কোনো ধারণাই নেই, গভর্নমেন্ট এর পেছনে আছে।"

"ঠিক তাই, তার কোনো ধারণা নেই। সে কোনো ব্যাপারেই নিশ্চিত নয়, আর তাই প্রতিটি পদক্ষেপই সে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে নেবে। সে জানে যেকোনো ব্যক্তিই তার শত্রু হতে পারে।"

"আচ্ছা, অ্যাম্বাসেডর এখন কোথায়?"

"কানাডিয়ান হাই কমিশনার সাথে তার গোপন বৈঠক চলছে।"

"তিনি কি সবকিছু খুলে বলবেন?"

"না, তিনি কানাডিয়ান হাইকমিশনকে কোনো কিছু না জানতে চেয়ে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করবেন। আর হাভিলান্ডকে ফিরিয়ে দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না ব'লে আমি বিশ্বাস করি।"

হঠাৎ ফোনটি বেজে উঠলে ম্যাকঅ্যালিস্টার সেটা রিসিভ করলো। "হ্যালো?... না তিনি এখানে নেই। কে বলছেন?... হ্যা, অবশ্যই, আমি তাকে জানাবো।" আন্ডারসেক্রেটারি হাত দিয়ে ফোনের স্পিকারটি ঢেকে মেজরের দিকে তাকালো। "আমাদের কনসুল জেনারেল।"

"নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে," চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললো লিন।

"হ্যালো, মিঃ লুইস, আমি ম্যাকঅ্যালিস্টার বলছি। আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাইছিলাম, স্যার। কনসুলেট আমাদেরকে সবদিক থেকেই যথেষ্ট সাহায্য

BanglaBook.org

ক'রে আসছে।"

হঠাৎ ক'রে দরজা খুলে গেলে হাভিলান্ড ভেতরে ঢুকলো।

"আমেরিকান কনসুল জেনারেল ফোন করছে, মিঃ অ্যাম্বাসেডর," বললো লিন। "মনে হয় সে আপনাকেই চাইছে।"

"তার জঘন্য পার্টি অ্যাটেন্ড করার মতো সময় আমার নেই!"

"এক মিনিট, মিঃ লুইস। অ্যাম্বাসেডর এইমাত্র এসেছেন। আপনি তার সাথে কথা বলুন," ম্যাকঅ্যালিস্টার ফোনটি হাভিলান্ডের দিকে এগিয়ে দিলো।

"হ্যা জনাথন, বলো কি হয়েছে?" অ্যাম্বাসেডর চুপচাপভাবে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলো, তার দৃষ্টি জানালার বাইরে বাগানের দিকে স্থির। শেষমেষ সে মুখ ঘুরালো। "ধন্যবাদ জনাথন, তুমি ঠিক কাজটিই করেছো। আর কাউকে এ ব্যাপারে কিছু বলো না, আমি দেখছি কি করা যায়।" হাভিলান্ড ফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে এক এক ক'রে ম্যাকঅ্যালিস্টার এবং লিনের দিকে তাকালো।

"আমরা প্রথম সূত্রটা পেয়েছি। তবে যেমনটা সন্দেহ করেছিলাম তেমনটা হয় নি। সূত্রটা এসেছে আমেরিকান কনসুলেট থেকে, কানাডিয়ান কনসুলেট থেকে নয়।"

"এটা অস্বাভাবিক," বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "এটা প্যারিসের সেই রাস্তার প্রতীক হতে পারে না, তার প্রিয় গাছ, মেপল পাতা—কানাডিয়ান কনসুলেটের প্রতীক, আমেরিকান কনসুলেটের নয়।"

"এই থিওরির ওপর ভিত্তি ক'রে কি আমরা এই নতুন তথ্যকে অবজ্ঞা করবো?"

"অবশ্যই না। ঘটনাটা কি?"

"নেলসন নামের একজন সহ-রাষ্ট্রদূতকে গার্ডেন রোডে একজন কানাডিয়ান মহিলা পথরোধ করেছে। সে নাকি তার স্বামীকে খুঁজছে। এই নেলসন তাকে সাহায্য করতে চায়, তাকে পুলিশের কাছে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু মহিলা রাজি হয় নি। সে পুলিশের কাছে যেতে চায় নি, এমনকি নেলসনের অফিসেও যেতে রাজি হয় নি।"

"সে কি বলেছে সে কেন পুলিশের কাছে যেতে চাইছে না," প্রশ্ন করোল লিন।

"সে বলেছে এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। নেলসনের বর্ণনা অনুযায়ী মহিলাটি লম্বা, মাথায় হ্যাট পরা, আর তার নাম মেরি ওয়েব। তার ধারণা তার স্বামী তাকে কনসুলেটে খুঁজতে আসতে পারে।"

"সে মোটেও আমেরিকান কনসুলেটের কথা বলে নি," প্রতিবাদ করলো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "তার প্রতিটি কথাই কিন্তু কানাডিয়ান কনসুলেটের দিকে ইঙ্গিত করছিলো!"

"তুমি এতো বাধা দিচ্ছো কেন?" প্রশ্ন করলো হাভিলান্ড। "আমি তোমার ওপর রাগ করছি না, শুধু জানতে চাইছি এর পেছনে ব্যাপারটা কি?"

"বুঝতে পারছি না। কোথাও একটা সমস্যা আছে। তার ওপর আবার মেজর

BanglaBook.org

প্রমাণ এনেছে যে, সে কানাডিয়ান কনসুলেটেও গিয়েছিলো।"

"ওহ্?" অ্যাম্বাসেডর স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকটির দিকে তাকালে লিন তার নোটবুকে লেখা পুরো তথ্যটি হাভিলান্ডকে আবার পড়ে শোনালো।

"ম্যাকঅ্যালিস্টার, এই হচ্ছে তোমার জবাব," দৃঢ়কণ্ঠে বললো হাভিলান্ড। "সে প্রথমে কানাডিয়ান কনসুলেটে গিয়ে নিশ্চিত হয় যে, তার স্বামী সেখানে যায় নি। তাই সে আমেরিকান কনসুলেটে যায়। কেমন?"

"আর সেখানে গিয়ে সে তার পরিচয় বিলিয়ে বেড়াবে যখন কিনা সারা হংকং তার পেছনে লেগে আছে?"

"মিথ্যে পরিচয় দিলে তার স্বামী তাকে খুঁজে পাবে কি ক'রে?"

"মি: অ্যাম্বাসেডর," বাকি দু'জনকে থামিয়ে দিয়ে বলতে শুরু করলো লিন। "আমি যতোদূর জানি আমাদের কনসুল জেনারেলকে এ বিষয়ে কিছু জানানো হয় নি। সে এই কেসটার সাথে কোনোভাবেই জড়িত নয়।"

"ঠিক ধরেছো, মেজর।"

"তাহলে সে কেন আপনাকে ফোন ক'রে এই তথ্যগুলো দিলো?"

এক মুহূর্তের জন্যে হাভিলান্ডের চেহারায় সংশয় দেখা গেলো। তার মাথায় দ্রুত নানা চিন্তা ঘুরছে। শেষে অন্যমনস্কতা কাটিয়ে অ্যাম্বাসেডর তার চিরাচরিত কর্তৃত্বময় ভঙ্গিতে কথা বলতে শুরু করলো।

"এডওয়ার্ড, লুইসকে এখনই ফোন করো। তাকে বলো ওই নেলসনকে লাইনে পাঠাতে। তুমি তাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করো। আমি আরেকটা লাইনে তোমাদের মধ্যকার কথা শুনবো।"

"তাহলে আপনি মানছেন, কোথাও একটা সমস্যা আছে," বললো আন্ডারসেক্রেটারি।

"হ্যা," লিনের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো হাভিলান্ড। "আমার নজরে না পড়লেও মেজর জিনিসটা ঠিকই ধরেছে। লুইস কেন আমাকে ফোন ক'রে এটা জানালো সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এই নেলসন কেন লুইসকে গিয়ে পুরো ঘটনাটা খুলে বললো। হংকংয়ে প্রতিদিনই শতশত মানুষ হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে। আর একজন বিরক্তিকর মহিলা এসে যদি বলে তার স্বামী হারিয়ে গেছে, তার ওপর সে যদি আবার পুলিশের কাছে যেতে রাজি না হয়, তাহলে কি করণীয় থাকে? সাধারণত এমন কিছু ঘটলে আমরা পাত্তাই দেই না। এটা নেলসনের মতো কর্মকর্তার মনোযোগ কাড়ার মতো বিষয় নয়, কিন্তু তাসত্ত্বেও সে লুইসকে ঘটনাটা জানালো কেন তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে!"

"অবশ্যই। কিন্তু ওদিকের খবর কি, কানাডিয়ান কমিশনের সাথে আপনার মিটিং ঠিকঠাক হয়েছে তো? তারা কি আমাদেরকে সহযোগিতা করবে?"

"দুটি বাক্যে তোমাকে জবাব দিচ্ছি। এক, কোনো কিছুই ঠিকঠাকভাবে বলে নি। দুই, ইচ্ছা না থাকলেও তারা সহযোগিতা করতে বাধ্য। ওরা শীঘ্রই আমাকে ওই সব লোকদের লিস্ট দেবে যারা কোনো না কোনো সময় মেরি সেন জ্যাকের

BanglaBook.org

সাথে কাজ করেছে।"

নেলসন ফোনের রিসিভারটি রাখলো। তার কপাল দিয়ে ঘাম ঝরে পড়ছে। সে সন্তুষ্ট কারণ সবকিছু ভালোভাবে সামাল দিতে পেরেছে। ম্যাকঅ্যালিস্টারের প্রশ্ন তাকে বেকায়দায় ফেলতে পারে নি।

"আপনি কনসুল জেনারেলকে বিষয়টি জানানোর প্রয়োজন মনে করলেন কেন?" প্রশ্ন করেছিলো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"আমার মনে হয়েছিলো স্বাভাবিকের বাইরে কিছু একটা ঘটেছে, আর কনসুলেটের সেটা জানা প্রয়োজন। এখন দেখছি আপনি ফোন ক'রে খোঁজ নিচ্ছেন, তার মানে আমি ঠিক সন্দেহই করেছিলাম।"

"কিন্তু মহিলাটি পুলিশের কাছে যেতে অস্বীকার করেছে, এমনকি কনসুলেটের ভেতরে যেতেও রাজি হয় নি।"

"যেমনটা আমি বললাম, স্বাভাবিকের বাইরে, স্যার। তাকে খুবই নার্ভাস দেখাচ্ছিলো, কিন্তু তাকে আমার কাছে ফালতু ব'লে মনে হয় নি।"

"তাই নাকি। আপনি ঠিকই ধরেছেন মিঃ নেলসন। যদিও এটা আপনার কাজ না, তবু বলে রাখি, ওই মহিলাকে খুঁজে বের করতেই হবে। আর এ ব্যাপারে যদি আপনি কোনো সাহায্য করেন তো আপনিই লাভবান হবেন।"

"আমি সাহায্য করতে পারলে কৃতজ্ঞ হবো, স্যার। যদি সে আবার আমার কাছে আসে তাহলে আমি অবশ্যই আপনাদের সাথে তার দেখা করার ব্যবস্থা করাবো।"

"আমরা আপনার ফোনের জন্যে অপেক্ষা করবো।"

ক্যাথরিনকে এখনই জানানো দরকার। কিন্তু অফিস থেকে তাকে ফোন করা যাবে না। নিশ্চয় এখন তার ফোন ট্রেস্ করা হচ্ছে। ক্যাথরিন যে তাকে কি ঝামেলাতেই ফেললো কে জানে? কিন্তু তাকে সাহায্য না ক'রে উপায়ও ছিলো না। হয়তো ক্যাথরিনের কাছে এখনও সেই অশ্লীল ছবিগুলোর নেগেটিভ আছে। হয়তো সে সাহায্য না করলে ক্যাথরিন তাকে বাধ্য করতো। নেলসন তার অফিস থেকে বের হয়ে এলো। সে ক্যাথরিনের কথা ভাবছে। তার দেখা সবচেয়ে শক্ত সমর্থ মানুষদের মধ্যে ক্যাথরিন অন্যতম। কিন্তু এই ক্যাথরিনের মুখে সে রাতে ডিনারের সময় ভয়ের ছাপ দেখেছিলো নেলসন। ঈশ্বরই জানে, কতো বড় বিপদ আসতে যাচ্ছে তার সামনে।

"সে প্রশ্নগুলো ভালোভাবে পাশ কাটিয়ে গেছে?" দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বললো হাভিলান্ড। তার পেছনে বিশালদেহী মেজর লিন।

"হ্যা, তার মানে সে আগে থেকেই এর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলো। তোমার কি মনে হয়, মেজর?"

"সে কারো হয়ে কাজ করছে অথবা করতে বাধ্য হচ্ছে।"

BanglaBook.org

"তাকে ফোন করা উচিত হয় নি," ডেস্কের পেছনে ব'সে মৃদুকণ্ঠে বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"উচিত ছিলো তাকে না জানিয়ে তার ওপর নজর রাখা। এখন সে সাবধান হয়ে যেতে পারে।"

"তাকে ফোন করতেই হতো। অন্তত তাকে পরীক্ষা করার জন্য তাকে ফোন করতেই হতো।"

"তোমার উচিত ছিলো একটু ভিন্নভাবে কথা বলা। হয়তো তুমি আরেকটু আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে কথা বললে কাজ হতো," ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে তাকিয়ে বললো লিন।

"না, তাতে সে ঘাবড়ে যেতো। তাকে কোনো রকম ভয় পাইয়ে দেয়া ঠিক হতো না। সে অন্য কারোর জন্য ইনফরমেশন বের করেছে, আর খুব শীঘ্রই তার সাথে যোগাযোগ করবে। আমাদেরকে এখন এটা বের করতে হবে সে কার হয়ে কাজ করছে।"

"আমাকে একটা দিন সময় দিন," বললো এমআই-সিক্স'র লিন। "হয়তো আমি বের করতে পারবো।"

"না," বলল গোপন অপারেশনে অভিজ্ঞ কূটনৈতিক। "তোমাকে আজ রাত আটটা পর্যন্ত সময় দিলাম। এর বেশি সময় আমরা নষ্ট করতে পারবো না। যা যা সম্ভব সব চেষ্টা ক'রে দেখো, লিন।"

"আর আটটার পরে, মিঃ অ্যাম্বাসেডর, এর মধ্যে কিছু না হলে তখন কি করবেন?"

"তখন, আমরা আমাদের ধূর্ত আর বিচক্ষণ সহ-রাষ্ট্রদূতকে তুলে নিয়ে আসবো, অবশ্যই গোপনে। যে করেই হোক, ওই মহিলাকে খুঁজে বের করতেই হবে। মনে রেখো, রাত আটটা।"

"ক্যাথরিন, জন বলছি," অ্যালবার্ট রোডের একটা পে-ফোন থেকে বললো নেলসন।

"আহ্, কতোদিন পরে তোমার গলা শুনলাম," দ্রুত জবাব দিলো ক্যাথরিন। "তুমি ফোন করাতে খুব খুশি হয়েছি। ইদানিং আমার খুব ব্যস্ত সময় কাটছে, তবুও চলো কোথাও একদিন লাঞ্চ করি। তোমার অনেক কথা শোনার আছে। আচ্ছা, আগে একটা কথা বলো। আমি যা সন্দেহ করেছিলাম সেটা কি ঠিক?"

"ক্যাথরিন, জল্‌দি দেখা করো।"

"একটু আভাস দেয়া যায় না এখন?"

"তুমি কি এখন ফ্রি আছো?"

"একটু পরে আমার একটা মিটিং আছে।"

"তাহলে পাঁচটার দিকে। ওয়ানচাইতে মাঙ্কি ট্ নামে একটা ক্যাফে আছে।"

"আমি চিনি। আমি পৌঁছে যাবো।"

BanglaBook.org

লিন ওয়েনজু সব জায়গায় লোক লাগিয়েছে। গোপন ক্যামেরা, টেলিফোনে আঁড়িপাতা, ইলেক্ট্রনিক সার্ভিলেন্স, যা যা সম্ভব সে সব করেছে। ওই কনসুলেটের প্রতিটি লোকের ওপর তাকে নজর রাখতে হবে। টেলিফোন বেজে উঠলে লিন রিসিভ করলো।

"হ্যা?"

"আমাদের সাবজেক্ট ট্যাক্সিতে ক'রে ওয়ানচাই-এর একটি ক্যাফে'তে এসেছে। নাম মাঙ্কি টু। আমি তার পেছন পেছন এসেছি। সে আমার সামনেই আছে।"

"জায়গাটায় খুব ভিড় হয়ে থাকে," বললো মেজর। "তার সাথে কি কেউ দেখা করতে এসেছে?"

"না, কিন্তু সে দু'জনের জন্যে একটি টেবিল বুক করেছে।"

"যতোদ্রুত সম্ভব আমি ওখানে আসছি। তাকে হাতছাড়া কোরো না। আমি ওয়্যারলেসে'র মাধ্যমে তোমার সাথে যোগাযোগ করবো। তোমাকে সাত নম্বর গাড়ি দেয়া হয়েছিলো, তাই না?"

"জ্বি স্যার, সাত নম্বর...একটু রাখুন! একজন মহিলা তার টেবিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।"

"মহিলাকে তুমি চিনতে পারছো?"

"না। এখানে খুব অন্ধকার।"

"ওয়েটারকে কিছু বখশিস দাও। বলো ওদের সার্ভিস একটু বিলম্ব করতে। কয়েক মিনিট দেরি করিয়ে দিলেই চলবে।"

"ক্যাথরিন, আমি তোমার কাছে ঋণী আর আমি সত্যিই তোমাকে সাহায্য করতে চাই, কিন্তু আগে তোমাকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলতে হবে।"

"তাদের মধ্যে একটা কানেকশান আছে, তাই না? হাভিলান্ড আর মেরি সেন জ্যাকের মধ্যে।"

"আমি তা বলতে পারি না, কারণ হাভিলান্ডের সাথে আমার কথা হয় নি। হয়েছে অন্য একজনের সাথে। দেখো, আমি তোমার কাছে ঋণী আর আমি জানি ওই ছবিগুলো তুমি কখনও আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে না—"

"আমার হাতে যে ক'টা ছবি ছিলো তা আমি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। আর নেগেটিভগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিলো।"

"তুমি আমাকে সত্যিই বাঁচিয়েছিলে। হায় ঈশ্বর, ওটা একটা বারো বছরের বাচ্চা ছিলো।"

"তোমার তখন হুঁশ ছিলো না। তোমাকে কোনো ধরনের ড্রাগ্স দেয়া হয়েছিলো। অতীতকে টেনে এনে কোনো লাভ নেই। যা হয়েছে তা হয়েছে। আমি শুধু জানতে চাইছি হাভিলান্ড এবং মেরির মধ্যে কোনো কানেকশান আছে কি নেই? আমি বিশ্বাস করি জবাবটা তুমি জানো, কিন্তু বলছো না। এটা বলা কি এতোই কঠিন?"

BanglaBook.org

"কারণ, আমি সেটা তোমাকে বলতে পারি না। আর যদি আমি তোমাকে বলি তাহলে হাভিলান্ডকেও সেটা জানানো উচিত যে, আমি তোমাকে বলেছি।"

"তুমি আমাকে একটা ঘণ্টা সময় দাও।"

"কেন?"

"কারণ আমার মনে হয় তোমার কিছু ছবি আমার অফিসের ভল্টে এখনও জমা আছে," মিথ্যা বললো ক্যাথরিন স্টেপলস্।

নেলসন তার চেয়ারে হেলিয়ে পড়লো। "ওহ্ ঈশ্বর! আমার সাথেই কেন এমন হয়!"

ক্যাথরিন নেলসনকে বোঝাতে চেষ্টা করলো যে, সে যা কিছু করছে সব তার দেশের জন্য, নিজের জন্য নয়। মেরি সেন্ট জ্যাক একজন কানাডার নাগরিক এবং তার বন্ধু। তার জীবন সে কতোগুলো আমেরিকান বানচোতের হাতে নষ্ট হতে দিতে পারে না। আর তাই নেলসন নিজে থেকে সাহায্য না করলে ক্যাথরিন তাকে সাহায্য করতে বাধ্য করাবে।

অনেকক্ষণ আগে অর্ডার দেয়া ড্রিংক নিয়ে হাজির হলো ওয়েটার। ক্যাথরিন ধন্যবাদ দেয়ার জন্য ওয়েটারের দিকে তাকাতেই তার নজর পড়লো টেলিফোন বুথের একটি লোকের ওপর। লোকটি ফোনে কথা বলছে আর তাদের দিকে বারবার তাকাচ্ছে। ক্যাথরিন চোখ সরিয়ে নিলো।

"তো জনি, তোমার জবাব কি হবে? কানেকশান আছে, কি নেই?"

"আছে," গ্লাসের দিকে হাত বাড়িয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো নেলসন।

"ভিক্টোরিয়া পিক-এর হাউজেই সে আছে?"

"হ্যা।"

"তোমার কার সাথে কথা হয়েছে?"

"ম্যাকঅ্যালিস্টারের সাথে। আন্ডারসেক্রেটারি ম্যাকঅ্যালিস্টার।"

"হায় ঈশ্বর!"

বাইরের করিডোরে প্রচণ্ড ভিড়। ক্যাথরিন আঁড়চোখে সেদিকে তাকালো। বিশালদেহী একজন লোক ভেতরে ঢুকে দেয়ালের টেলিফোন বুথটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সারা হংকংয়ে এমন বিশালদেহের অধিকারী লোক একজনই আছে। আর তিনি হলেন লিন ওয়েনজু— এমআই-সিক্স—স্পেশাল ব্রাঞ্চ!

"তুমি কিছু ভুল করো নি, জনি," চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বললো স্টেপলস্। "আমি একটু লেডিস রুমে যাচ্ছি, বাকি কথা এসে শুনবো।"

ক্যাথরিন ওয়েনজুর পিছন দিয়েই লেডিস রুমে গেলো। সেখানে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে দু'জন মহিলার সাথে বেরিয়ে এলো সে। ভিড়ে নিজেকে আড়াল ক'রে মাঙ্কি ট্র'র কিচেনের ভেতর দিয়ে ক্যাফের পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসলো। একটা গলির ভেতর দিয়ে দৌড়ে গ্লুচেস্টার রোডে এসে বাম দিকে মোড় নিয়ে ছুটতে লাগলো সে। একটা ফোন বুথ দেখে ক্যাথরিন থামলো। তারপর কয়েন ঢুকিয়ে ডায়াল করলো একটা নাম্বারে।

BanglaBook.org

"হ্যালো?"

"মেরি, এখনই ওই ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যাও! বিল্ডিং থেকে নেমে একটা রাস্তা পার হয়ে ডানে গেল্লেই গ্যারেজটা দেখতে পাবে। সেখানে আমার গাড়ি আছে। গ্যারেজটার বাইরে ওপরে একটা বড় সাইনবোর্ড আছে, তাতে *সিঙ্গ* নামটা লাল রঙে লেখা। যতো দ্রুত সম্ভব সেখানে যাও! আমি ওখানেই তোমার সাথে দেখা করবো।" একটা ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়লো ক্যাথরিন।

"মহিলার নাম স্টেপলস্, ক্যাথরিন স্টেপলস্," মাঙ্কি ট্ ক্যাফের টেলিফোন বুথ থেকে আশেপাশের প্রচণ্ড কোলাহলের শব্দকে ছাপিয়ে দেয়ার জন্য জোড়ালো কণ্ঠে বললো লিন ওয়েনজু। "কম্পিউটারে কনসুলেট ডিস্কটা ঢুকিয়ে সার্চ করো। জলদি! আমি এখনই তার বাসার ঠিকানাটা চাই।"

মেজরকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, সে তার প্রত্যাশিত তথ্য পেতেই সাথে সাথে আরেকটি অর্ডার ইসু করলো। "যদি আমাদের টিমের কোনো গাড়ি ওই এলাকার কাছে থাকে তাহলে তাকে এখনই সেদিকে যেতে বলো। আর কেউ না থাকলে এখনই কাউকে পাঠাও," লিন একটু থামলো। তারপর আবার বলতে শুরু করলো, এবার কিছুটা আস্তে। "একজন কানাডিয়ান মহিলা যদি তাদের নজরে পড়ে তাহলে তাকে উঠিয়ে নিতে বলো।"

মেরি ভয় না পেয়ে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করলো। পরিস্থিতি ভয়াবহ আর সময় একদম কম। তার ওপর সে কেবলই গোসল ক'রে উঠেছে, আর গায়ে ক্যাথরিন স্টেপল্সের ঢোলা গাউন। নিজের কাপড় সে কিছুক্ষণ আগে ধুয়ে সেগুলো একটা চেয়ারে শুকোতে দিয়েছে। সে ভেবে পাচ্ছে না হঠাৎ কি এমন হয়েছে? নিশ্চয় ভয়াবহ কিছু না হলে ক্যাথরিন ওভাবে নির্দেশের সুরে কথা বলতো না। সে কখনও ওভাবে কথা বলে না।

মেরি কাপড় পরে নিলো। তার ভিজে জামাগুলো তার গায়ের সাথে লেপ্টে আছে। হেয়ার পিন দিয়ে চুলগুলো আঁটকে নিয়ে ঝুটি করে সবশেষে তার হ্যাটটা পরে নিলো।

লিফটের জন্য অপেক্ষা না ক'রে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো মেরি। বিল্ডিং থেকে বের হয়েই সে দ্বিধায় পড়লো। ক্যাথরিন কি ডানে যেতে বলেছিলো না বায়ে! গ্যারেজটা কোন্ দিকে! সে মনে করার চেষ্টা করলো। মানুষের প্রথম অনুমানটিই সাধারণত ঠিক হয়, নির্ভুল হয়। কারণ মস্তিষ্কে তথ্যগুলো অনেকটা কম্পিউটারের ডাটা ব্যাংকের মতো ক্রমানুসারে সাজানো থাকে, মানুষের মস্তিষ্ক তথ্যগুলোকে সেভাবেই পড়ে। বর্ন বলেছিলো। ডান দিকে! হ্যাঁ, এটাই তার মাথায় প্রথমে এসেছিলো। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। ক্যাথরিন নিশ্চয় ডান দিকের কথাই বলেছিলো। সে দৌড়াতে শুরু করলে তার স্যান্ডেল খুলে পড়ে গেলো। ওটা আবার পরার জন্য একটু থামলো সে। ঠিক তখনই, বোটানিক্যাল গার্ডেনের গেট দিয়ে একটা গাড়ি বাইরের রাস্তা থেকে দ্রুতগতিতে ছুটে এসে সশব্দে ব্রেক কষে তার পাশেই থামলো। সঙ্গে সঙ্গে এক লোক বেরিয়ে এসে এগোতে লাগলো তার দিকে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৮

আর কিছুই করার নেই। গাড়িটা তার পথ অবরোধ ক'রে ফেলেছে। মেরি প্রথমে আর্তনাদ করলো, তারপর শুরু করলো চিৎকার করতে। চাইনীজ এজেন্টটি তার দিকে এগোতে থাকলে সে অনবরত চিৎকার ক'রে যেতে লাগলো। মেরি লোকটিকে দেখেই সব বুঝে ফেলেছে। সেই একই ধরণের পোশাক, গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল। তার গলা ফাটানো চিৎকার রাস্তার লোকদের নজর কাড়লো। অনেকেই উৎসুক দৃষ্টিতে দেখতে থাকলো কি হচ্ছে, আবার কেউ কেউ ডাকতে গেলো পুলিশ।

"প্লিজ, মিসেস?" ওরিয়েন্টাল এজেন্টটি মিনতি ক'রে বললো। "আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। আপনি আমার সাথে গাড়িতে উঠুন। আপনার নিজের প্রটেকশানের জন্যই বলছি।"

"আমাকে বাঁচাও," বিস্মিত পথচারীদের দিকে চেঁচিয়ে বললো মেরি। "এই লোকটা চোর, সে আমার পার্স কেড়ে নিয়েছে, আমার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে, এখন আমার জুয়েলারিগুলোও নিতে চাইছে!"

"এই যে বন্ধু, এদিকে দেখো!" মধ্যবয়সী এক ইংরেজ সামনে এগিয়ে এসে কথাগুলো বললো। "আমি একজনকে এরই মধ্যে পুলিশ ডাকতে পাঠিয়েছি। কিন্তু যতোক্ষণ না তারা আসছে, আমি নিজেই চাবকে তোমার পিঠের ছাল তুলে ফেলবো!"

"প্লিজ স্যার," স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকটি শান্তভাবে বললো। "এটা হাই অথোরিটির ব্যাপার, আমি তাদের হয়েই আজ করছি। আপনাকে আমার আইডেনন্টিটি কার্ড দেখাচ্ছি, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন।"

"শান্ত হও, বাবা," শক্তসামর্থ এক লোক সামনে ছুটে এসে অস্ট্রেলিয়ান বাচনভঙ্গীতে বললো। সে বয়স্ক বৃটিশ লোকটিকে পাশে সরিয়ে দিলো। "এই ধরণের লম্পটকে শিক্ষা দিতে আরেকটু কমবয়সী লোকের দরকার। ওর গা থেকে হাত সরিয়ে নাও, লম্পট কোথাকার!"

"প্লিজ স্যার, আপনারা আমাকে ভুল বুঝছেন। এই মহিলা ভয়াবহ বিপদের মধ্যে আছে, অথোরটি তাকে জিজ্ঞেসাবাদ করতে চায়।"

"তাহলে তুমি ইউনিফর্ম পরো নি কেন?"

"আমি আপনাদেরকে আমার আইডেন্টিটি কার্ড দেখাচ্ছি।"

"একঘণ্টা আগে আমাকে গার্ডেন রোডে আক্রমণ করার আগেও সে একই কথা বলেছিলো," চেঁচিয়ে বললো মেরি। "ওখানেও লোকজন আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলো! লোকটা সেখানেও সবাইকে মিথ্যা বলেছে! তার পরই আমার পার্স চুরি করেছে সে! এখন আমাকে ফলো করতে করতে এখানেও এসে গেছে!" মেরি জানতো তার কোনো কথাই অর্থবহ হচ্ছে না। কিন্তু চেষ্টা করতে থাকলো যতোটা সম্ভব বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে। জেসন তাকে এটা শিখিয়েছিলো।

BanglaBook.org

"এরপর আর আমি কোনো সুযোগ দেবো না, বাবা!" অস্ট্রেলিয়ান লোকটা আরো এক পা এগিয়ে এসে বললো। "তোমার নোংরা হাত এখনই ওর গা থেকে সরিয়ে নাও, বলছি!"

"প্লিজ স্যার, আমি তা করতে পারি না। অন্য অফিসিয়ালরাও আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে।"

"ওহ্, তাই বুঝি? তোমরা লম্পটরা দল বেধে ঘোরো নাকি? বেশ, তোমার সাথীরা আসার পর তোমার করুণ বিধ্বস্ত অবস্থা দেখতে পাবে তাহলে!"

অস্ট্রেলিয়ান লোকটি চীনাটির কাঁধ ধরে টানতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে চীনাটি তার ডান পায়ের বুটের সুঁচালো ডগা দিয়ে লোকটার তলপেটে সজোরে লাথি বসালো। প্রচণ্ড ব্যথায় হাটুতে ভর দিয়ে নীচে ব'সে পড়লো লোকটি।

"আমি অনুরোধ করছি, আপনি এ ব্যাপারে আর নাক গলাবেন না, স্যার!"

"নাক গলালে করবি কি তুই, কুত্তার বাচ্চা?"

রাগে উপচে পড়া অস্ট্রেলিয়ান লোকটি স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকটির ওপর ঝাপিয়ে পড়ে দমাদম হাত চালাতে শুরু করলো। তামাশা দেখার জন্য চারদিকে উৎসুক দর্শকের ভিড় জমে গেছে। অনেকে চেঁচিয়ে বাহ্বা দিচ্ছে। হৈচৈয়ের শব্দ ছাপিয়ে একটি অ্যাম্বুলেন্স আর তার সাথে দুটি গাড়ি ছুটে আসার শব্দ পাওয়া গেলো এবার। গাড়ি তিনটি জটলা পাকা মানুষের ভিড়ের পাশে এসে সশব্দে ব্রেক কষে থামলো।

সুযোগের সদ্ব্যবহার করলো মেরি। ভিড়ের মধ্য থেকে আস্তে ক'রে কেটে পড়ে ছুটতে লাগলো সে। তার স্যান্ডেল দুটো মাটিতে পড়ে গেলে আলগা হয়ে যাওয়া, শক্ত আর ধারালো ইটের টুকরোগুলোর কারণে দৌড়াতে বেশ কষ্ট হলো। কিন্তু সেই ব্যথার দিকে মনোযোগ দেয়ার সময় নেই তার। তাকে এখন ছুটতে হবে, পালাতে হবে এখান থেকে, যতোদ্রুত সম্ভব। ঠিক তখনই গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরটি শুনতে পেলো সে, আর তার সামনে বিশালদেহী সেই চীনা লোকটি—যাকে সবাই মেজর বলে ডাকে—তার চেহারা ভেসে উঠলো।

"মিসেস ওয়েব, মিসেস ওয়েব, প্লিজ থামুন! আমরা আপনার কোনো ক্ষতি করবো না। আপনাকে সব কথা খুলে বলা হবে! ঈশ্বরের দোহাই, থামুন!"

সবকথা খুলে বলা হবে! ভাবলো মেরি। আরো যতোসব বানোয়াট গল্প বলা হবে আর কি! হঠাৎ সেই জটলা পাকা লোকগুলো তার দিকেই ছুটে আসছে। ওরা করছেটা কি! তারপর ওরা ছুটতে ছুটতে একসময় মেরিকেও ছাড়িয়ে গেলো, বেশির ভাগই পুরুষ, কিন্তু সবাই পুরুষ নয়। তারপর সে বুঝতে পারলো আসলে কি হয়েছে। তারা সবাই ভয় পেয়ে দিকবিদিকহীনভাবে ছুটতে শুরু করেছে। সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে। মেরি ঘুরে দাঁড়ালো। ভিড়ের মধ্যে ঢুকে নিজেকে একটু আড়াল করে আবার সেদিকেই দিয়ে যেতে লাগলো সেখানে সে ধরা খেয়েছিলো। সে সতর্কভাবে দেখলো মেজর লোকগুলোর সাথে বিপরীত দিকে ছুটে যাচ্ছে, তার সাথে আরো একজন গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল। মেরি দৌড়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনের

চওড়া প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে গিয়ে সেখানে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালো। মিঙ্গ পার্কিং গ্যারেজটা সরাসরি তার চোখের সামনে। মেজর গ্যারেজটা পার হয়ে সামনে চলে যাচ্ছে আর আশেপাশের গলিগুলোতে উঁকিঝুঁকি মারছে।

মিঙ্গের সামনে একটা ট্যাক্সি এসে থামতেই তার ভেতর থেকে ড্রাইভার বের হয়ে গ্যারেজের গ্লাস বুথের ভেতরে বসা কারো সাথে কথা বললো। ড্রাইভার ঝুঁকে লোকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের ক্যাবে ফিরে গিয়ে তার প্যাসেঞ্জারের সাথে কথা বলছে। তার প্যাসেঞ্জার খুব সতর্কভাবে ক্যাবের দরজা খুলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো।

ক্যাথরিন!

সে অত্যন্ত দ্রুত পায়ে গ্লাস বুথের লোকটির কাছে গিয়ে ড্রাইভারের কাছ থেকে শোনা খবরটির সত্যতা যাচাই করছে। হঠাৎ ক'রে ওয়েনজুর আবির্ভাব ঘটলো। সে আর তার একজন সহযোগী মিঙ্গের পাশে পার্ক করা তাদের অ্যাম্বুলেন্সের কাছে ফিরে আসছে এখন। আর বাকি সহযোগীরা মেরিকে খুঁজতে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। ওয়েনজু গ্যারেজের দিকে এগোতে লাগলো। সে তো ক্যাথরিনকে দেখে ফেলবে!

মেরি টের পেলো খুব বাজে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, আর এটা ঘটতে দেয়া যায় না।

"কার্লোস!" চিৎকার করে বললো মেরি, সে জানতো এ নামটা তাদের মনোযোগ এদিকে টানতে বাধ্য করবে। "ডেল্টা!"

হতভম্ব মেজর ঘুরে তাকাতেই মেরি দৌড়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনের ভেতরে ঢুকে পড়লো। সে জানতো 'কার্লোস' নামটা যাদুর মতো কাজ করবে। কেইন কার্লোসের জন্য আর কার্লোস কেইনের হাতেই মরবে...এ রকমই কিছু একটা সংকেত ওরা ব্যবহার করতো! ওরা আবার ডেভিডকে ব্যবহার করছে! ওরা ইউনাইটেড স্টেটসের সরকারী লোকজন! অমানুষ! ওরা এতোটা নীচে নামতে পারে মেরি কখনও কল্পনাও করে নি। এখন ডেভিডকে যে করেই হোক খুঁজে বের করতে হবে। ডেভিড ওর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই বানচোতগুলোর ফরমায়েশ খাটতে যাচ্ছে। কিন্তু ডেভিডকে ফিরে পেতে হলে ক্যাথরিন স্টেপল্‌সের সাহায্য লাগবে। একমাত্র সে-ই তাকে সাহায্য করতে পারে।

একসারি ঝোঁপের ভেতরে গুঁটিশুটি মেরে লুকালো সে। মেজর লিন তার পেছন পেছন বোটানিক্যাল গার্ডেনের গেট দিয়ে ঢুকলো। বিশালদেহী লোকটা একটু থেমে চোখ কুঁচকে চারদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তার একজন সহকারীকে চেঁচিয়ে ডাকলো। লোকটি বাড়ন্ত ট্রাফিকের জন্য রাস্তার এপারে আসতে হিমশিম খাচ্ছে। রাস্তার মাঝখানে পার্ক করা দুটো গাড়ি আর একটি অ্যাম্বুলেন্সই এই ট্রাফিক জ্যামের কারণ। মেজর সেদিকে তাকিয়ে ঘাবড়ে গেলো। ঝামেলার মূল কারণ কি চিহ্নিত করতে পারলো সে।

"ওই গাধা দুটোকে গাড়িগুলো সরাতে বলো," গর্জন ক'রে উঠলো মেজর। "তারপর জলদি এখানে আসতে বলো...না! একজনকে আলবানি রোডে যে গেটটা

BanglaBook.org

আছে সেখানে যেতে বলো, আর বাকিদের এখানে আসতে বলো! জলদি!"

সন্ধ্যা নেমে আসছে আর তার সাথে রাস্তার পথচারীর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। ক্লান্তদেহে লোকজন অফিস থেকে ফিরছে। কেউ টাই খুলে হাতে নিয়েছে তো কারো শার্টের বোতাম খোলা, মহিলারা তাদের হাইহিল জুতো ব্যাগে ভরে তার জায়গায় ফ্ল্যাট স্যান্ডেল পরেছে। গার্ডেনের পাশে বাচ্চাদের ছুটোছুটি আর হাসি ঠাট্টার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু মেজর গেট থেকে এক পা-ও নড়ছে না। মেরি ঢোক গিললো; তার ভেতর ভয় বেড়েই চলেছে। অ্যাম্বুলেন্স আর বাকি গাড়ি দুটোকে সরিয়ে ফেলা হলে ট্রাফিক কিছুটা স্বাভাবিক হতে শুরু করলো।

ঢাস্ ক'রে একটা অ্যাকসিডেন্টের শব্দ হলো এবার। অ্যাম্বুলেন্সটির পাশ দিয়ে যাবার সময় একটি গাড়ি তার সামনের গাড়িটির পেছনে আঘাত করেছে। মেজর আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। অ্যাকসিডেন্টটা তার অ্যাম্বুলেন্সের পাশে হওয়ায় তাকে দেখতে যেতে হলো, নিশ্চিত করতে হলো এতে তার ড্রাইভারের কোনো দোষ আছে কি না। সুযোগ নিজে থেকেই দেখা দেয়...আর সেগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয়। এই তো সেই সুযোগ!

মেরি দৌড়ে ঝোঁপগুলোর একদম শেষ মাথায় পৌঁছে গেলো। সেখান দিয়ে চারজনের একটি দল গেটের দিকে যাচ্ছে, মেরি তাদের ভেতর ঢুকে পড়লো। হাটতে হাটতে সে এক নজরে ডান দিকে তাকাতেই ভয় পেয়ে গেলো, কারণ মেজর কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছে, হয়তো তাকে দেখেই ফেলেছে। মেজর থেমে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কিছু একটা ভেবেই দ্রুত গেটের দিকে ফিরে আসতে শুরু করলো।

রাস্তায় একটা গাড়ি থেকে অনবরত হর্ন বাজছে। ছোট্ট একটা জাপানিজ গাড়ি। তার জানালা দিয়ে কেউ হাত নাড়ছে। ক্যাথরিন! ওটা ক্যাথরিনের গাড়ি! মেরি দৌড়ে গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলো।

"উঠে পড়ো!" চেঁচিয়ে বললো স্টেপলস্।

"লোকটা আমাকে দেখে ফেলেছে!"

"জল্‌দি।"

মেরি সামনের সিটে বসতেই ক্যাথরিন তার গাড়িটা বিদ্যুৎবেগে ঘুরিয়ে নিয়ে সোজা ছুটতে শুরু করলো। মেইন রোড থেকে গাড়িটা নামিয়ে একটা সাইড রোড ধরে এগোলো। ওদের চোখে পড়লো রাস্তার পাশের থামের ওপরে একটা সাইনবোর্ডের দিকে। তাতে লাল রঙা তীরচিহ্ন দিয়ে ডান দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ওপরে লেখা : সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট। স্টেপলস্ ডান দিকে মোড় নিলো।

"ক্যাথরিন!" উত্তেজিতভাবে বললো মেরি। "সে আমাকে দেখে ফেলেছে!"

"তার চেয়েও খারাপ ব্যাপার," রাস্তার দিকে চোখ রেখেই বললো স্টেপলস্। "সে এই গাড়িটাও দেখে ফেলেছে।"

BanglaBook.org

"একটু টু ডোর সবুজ রঙের মিটসুবিশি!" হাতের ওয়্যারলেসে চেঁচিয়ে বললো ওয়েনজু। "লাইসেন্স নাম্বার হচ্ছে এ.ও.আর ফাইভ-থ্রি-ফাইভ-জিরো...না, জিরো না হয়ে সিক্সও হতে পারে, আমি নিশ্চিত না। পুলিশের এমারজেন্সি টেলিফোন ব্যবহার ক'রে সব জায়গায় মেসেজ পাঠিয়ে দাও! গাড়ির ড্রাইভার এবং প্যাসেঞ্জারকে ধরা মাত্রই কাস্টডিতে নিয়ে আসতে বলো; কোনো কারণ দর্শানোর দরকার নেই। বলো এটা হাই অথোরিটির ব্যাপার, আর এখন কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হবে না। জল্‌দি!"

আইস হউজ স্ট্রিটের একটা পার্কিং গ্যারেজের দিকে স্টেপলস্ গাড়িটা ঘোরালো। রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে টাঙানো মানদারিন হোটেলের উজ্জ্বল লাল সাইনবোর্ডটি চোখে পড়ছে।

"আমাদেরকে একটা গাড়ি ভাড়া করতে হবে।" নিজের গাড়ি পার্ক করার টিকেট হাতে নিতে নিতে বললো স্টেপলস্। "এই গাড়িটার কথা এতোক্ষণে সবাই জেনে ফেলেছে। এটাকে এখানেই পার্ক ক'রে রেখে যাবো। সামনের হোটেলটার কয়জনকে আমি চিনি। ওরা এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে।"

তারা দু'জন মানদারিন হোটেলের প্রধান ফটক ব্যবহারনা ক'রে পাশের ছোটো একটা দরজা দিয়ে ঢুকলো। "ওই ডান দিকে একটা লেডিস রুম আছে, তুমি ওদিকে যাও, আমি আসছি," ক্যাথরিন কথাটা বলেই মানদারিনের লবিতে থাকা কানাডিয়ান ডেস্কের কাছে গেলো। লি টেঙ্গের সাথে চোখাচোখি হলো তার। ক্যাথরিন এই লি টেঙ্গের কাছে অসংখ্যবার কানাডিয়ান কাস্টমার পাঠিয়েছে। সে আশা করছে লি টেঙ্গ তাকে গাড়ি ভাড়া ক'রে দিতে সাহায্য করবে। কিন্তু তাদের সম্পর্কটা শুধু ব্যবসায়িক লাভ-ক্ষতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। কারণ ক্যাথরিনের অজান্তে লি টেঙ্গ প্রায়ই তার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে।

"প্লিজ, মিসেস ক্যাথরিন? আপনি এদিকে আসুন।"

"কি হয়েছে?" টেঙ্গের সাথে ডেস্ক থেকে কিছুটা দূরে এসে প্রশ্ন করলো ক্যাথরিন।

"কিছুক্ষণ আগে ওপরে অফিসে এটার চারটা কপি পাঠানো হয়েছে, আমি শুধু তিনটা সরাতে পেরেছি," লি টেঙ্গ তার পকেট থেকে কতোগুলো কম্পিউটার প্রিন্ট করা পেপার বের করলো।

এমারজেন্সি : গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল। মিসেস ক্যাথরিন স্টেপলস্ নামে একজন কানাডিয়ান মহিলা একটি গাড়ি ভাড়া করতে আসতে পারে। তার বয়স সাতান্ন, চুল কিছুটা পাকা, মাঝারি উচ্চতা ও হালকা গড়ন। তার সকল কাজে দেরি করিয়ে দিন এবং পুলিশের সাথে যোগাযোগ করুন।

"এখানে থেকে গাড়ি ভাড়া করা নিরাপদ হবে না," বললো টেঙ্গ। "আমি

BanglaBook.org

একজন ড্রাইভার আর গাড়ি আপনাকে দিচ্ছি, সে আপনাকে আপনার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবে।"

"আপনি কি জানতে চান সবাই কেন আমার পেছন লেগেছে?"

"তার কোনো দরকার নেই, কারণ গভর্নমেন্ট যাই বলুক না কেন, আমি জানি আপনি একজন ভালো মানুষ।"

"আমি সত্যিই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ!"

"আপনার সাথে ক্যাশ কতো আছে?"

"আমি বেশি ক্যাশ নিয়ে ঘুরতে অভ্যস্ত নই। ক্রেডিট কার্ড আছে। সেটা দিয়ে পে করলে চলবে তো?"

"আমার জন্য বলছি না। ক্রেডিট কার্ড এখন আর ব্যবহার করবেন না, ওটা দিয়ে আপনাকে ট্রেস্ করতে পারবে," পকেট থেকে বেশ কিছু টাকা ক্যাথরিনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো টেঙ্গ।

"আমি পালিয়ে যাচ্ছি না, টেঙ্গ, আমি আবার আসবো," টাকাগুলো নিয়ে বললো ক্যাথরিন। তার চোখেমুখে কেবলই বিস্ময়।

"সারাটা রাত তোমরা করেছো কি, খালি ঘুরে বেড়িয়েছো!" উত্তেজিত কণ্ঠে বললো হাভিলান্ড। "সে তার গাড়ি পার্ক ক'রে রেখে গেছে, কোনো না কোনো সময় তা ফেরত নিতে আসবে, এই আশায় সারা রাত কাটিয়ে দিয়েছো! তোমাদের দিয়ে কিছু হবে না। শোনো, আগামীকাল বিকাল ৪টার সময় একটা কানাডিয়ান-আমেরিকান স্ট্রাটেজি কনফারেন্স আছে। সে ওটা অ্যাটেন্ড করবেই! চারদিকে পাহাড়া বসাও! সে আসলেই তাকে আমার কাছে ঘাড় ধরে নিয়ে আসবে!"

"সে দাবি করতে পারে তার সাথে হয়রানিমূলক আচরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া ওখান থেকে তাকে ধরলে আন্তর্জাতিক কূটনীতিক আইন ভঙ্গ করা হবে।"

"আরে রাখো তোমার আইন! একটা সেকেন্ডও বরবাদ করার সময় নেই। তাকে সোজা এখানে ধরে আনবে, ব্যস।"

দু'জন প্রহরীর প্রহরায় উত্তপ্ত ক্যাথরিন স্টেপলস্ ভিক্টোরিয়া পিক-এর সেই বাড়িটির একটা রুমের সামনে এসে দাঁড়ালো। ওয়েনজু দরজা খুললে স্টেপলস্ প্রথমবারের মতো মুখোমুখি হলো অ্যাম্বাসেডর রেমন্ড হাভিলান্ড এবং আন্ডারসেক্রেটারি এডওয়ার্ড ম্যাকঅ্যালিস্টারের। সময় বেলা ১১টা ৩০, বাইরের বাগান থেকে রোদেলা আলো জানালা দিয়ে এসে ঘরটিকে ঝলমলে করে তুলেছে।

"এবার কিন্তু আপনি সীমা ছাড়িয়ে গেলেন, হাভিলান্ড," বললো ক্যাথরিন, তার কণ্ঠে শীতলতা আর কঠোরতার সামঞ্জস্যপূর্ণ মিশ্রণ ঘটেছে।

"আমার সীমা এতো সীমিত নয়, মিসেস স্টেপলস্। আপনি আমার গভর্নমেন্টের কাজে বাধা সৃষ্টি করছেন।"

"আপনার কাছে কোনো প্রমাণ নেই, না আছে কোনো ছবি, না আছে কোনো ভিডিও টেপ।"

BanglaBook.org

"আমাকে প্রমাণ করতে হবে না, গতকাল সন্ধ্যা সাতটার সময় আমেরিকান কনসুলেটের একজন তরুণ সদস্য নিজে এখানে এসে সব বলে গেছে। আপনার জারিজুরি সব ফাঁস হয়ে গেছে।"

"ছেলেটা বোকা। কিন্তু তাকে আমি দোষ দেই না! দোষ সব আপনাদের। আপনারা যা করেছেন তা ক্ষমার অযোগ্য," ক্যাথরিন স্টেটের আন্ডারসেক্রেটারির দিকে তাকালো। "আর আপনি নিশ্চয়ই সেই মিথ্যুক ম্যাকঅ্যালিস্টার!"

"আপনার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অসাধারণ, মিসেস।" বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"আপনাদের মতো আদর্শহীন লোক ক্ষমতার জোরে সবকিছু করতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষগুলোর বিধাতা হওয়ার অধিকার আপনাদের কে দিয়েছে? কোন্ অধিকারে আপনারা দুটো মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন? তাইপান আর তার মৃত স্ত্রীর বদলা, অ্যাহ!" ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে তাকালো ক্যাথরিন। "অন্যের স্ত্রীকে তুলে আনার জন্য এর চেয়ে ভালো কিছু মাথায় এলো না আপনার?" তাচ্ছিল্যের স্বরে বললো সে। "স্পষ্ট ক'রে বলছি, কানে ঢুকিয়ে নিন। আমি তাকে আমার গভর্নমেন্টের প্রকেটশানের আন্ডারে কনসুলেটে নিয়ে আসবো। আপনি আর আপনার গুণ্ডাগুলো একজন কানাডিয়ান নাগরিকের জীবন বিপন্ন করেছিলেন তা প্রমাণ করবো। জবাবদিহি করার জন্য তৈরি থাকুন।"

"মাই ডিয়ার লেডি!" চেঁচিয়ে উঠলো অ্যাম্বাসেডর, অনেকটা নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে। "যতো খুশি হুমকি দিতে চান, দিন, কিন্তু আপনাকে আমার কথা শুনতে হবে। আর সবকিছু শোনার পরও যদি আপনি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে চান, তাহলে আপনাকে স্বাগত জানাবো।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

"আমাদের একদম সময় নেই," ব্রাউন প্যাকেটটা ছিড়তে ছিড়তে বললো দাঁজু। প্যাকেটের ভেতরে আছে এক জোড়া খাকি পোশাক, দুটো বেল্ট আর দুটো হ্যাট। চেয়ারের ওপর রাখলো সেগুলো। "এগুলো ইউনিফর্ম। আমি নকল পরিচয়পত্রও জোগাড় করেছি।"

"হংকং পুলিশের ইউনিফর্ম?"

"কাউলুন পুলিশের। আমরা হয়তো আজই একটা সুযোগ পাবো, ডেল্টা! এ কারণেই আমার ফিরতে এতো দেরি হয়েছে!"

বর্ন দাঁজুর অ্যাপার্টমেন্টে উঠেছে। দাঁজু মাত্র দু'সপ্তাহ আগে নকল নাম পরিচয় ব্যবহার ক'রে এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নেয়। ওয়াটার ফ্রন্টের এই অ্যাপার্টমেন্টে দাঁজু মারণাস্ত্র আর বিস্ফোরক দ্রব্যের সংগ্রহ গড়ে তুলেছে।

"কি হয়েছে, খুলে বলো," আদেশের সুরে বললো বর্ন।

"ক্রাউন গভর্নর আজকে আসছে। কাউলুন পুলিশ খবর পেয়েছে তাকে মারার চেষ্টা করা হতে পারে।"

"কি?" বর্ন হতভম্ব।

"গভর্নর আজকের ফ্লাইটে বেইজিং থেকে আসছে। বরাবরের মতোই তার সাথে আরো চাইনীজ নেগোশিয়েটর থাকবে। সাংবাদিক, টেলিভিশন উপস্থাপক, মিডিয়া সবাই সেখানে থাকবে। আসার সময়ই আমি সেদিকে পুলিশের বাড়তি উপস্থিতি দেখতে পেয়েছি। এও শুনলাম যে, দু'ঘণ্টার মধ্যে কাই টাক এয়ারপোর্টে পুরো দশ গাড়ি আর বিশ ভ্যান ভর্তি সিকিউরিটি পাঠানো হচ্ছে। তারা আন্ডারগ্রাউন্ড সোর্স থেকে খবর পেয়েছে যে, হত্যার একটা চেষ্টা করা হবে।"

"পুরো দৃশ্যপটটাকে বোঝার চেষ্টা করো," বললো জেসন।

"কি দৃশ্যপট?"

"প্রথমে ভাইস প্রিমিয়ারকে মারা হলো। তার প্রতিশোধ নিতে এবার গভর্নরকে মারা হবে! এরপর হয়তো ফরেন সেক্রেটারিকেও মারা হবে, তার বদলাস্বরূপ প্রাইম মিনিস্টার বা চেয়ারম্যানকে ক্যু করা হবে। অভিভাবক যেমন বেশি দিন তার অবাধ্য সন্তানকে সহ্য করে না ঠিক সেভাবে চায়নাও হংকংয়ের এই ঔদ্ধত্য সহ্য করবে না। চায়নার সৈন্যরা হংকংয়ে মার্চ করবে। সব কিছুই পরিকল্পিত। কেউ চাইছে এমনটা ঘটুক।" বর্ন গভীর মনোযোগের সাথে কথাগুলো বললো।

দাঁজু ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। "আমি ভেবেছিলাম আমার তৈরি দানবের নির্বিচার হত্যার কারণে দুটো অঞ্চলের সম্পর্কের মধ্যে অস্থিতিশীলতা নেমে আসবে। কিন্তু তুমি যা বলছো, ডেল্টা, তার মানে দাঁড়ায়, এটা একটা সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা। হংকংকে চায়নার নিয়ন্ত্রণে আনার পরিকল্পনা!"

কাই টাক এয়ারপোর্টের ছাদ, গেট, টানেল, ইমিগ্রেশন কাউন্টার আর লাগেজ

BanglaBook.org

এরিয়া, সব জায়গায় পুলিশে গিজগিজ করছে। বাইরের বিশাল মাঠে ফ্লাডলাইটের আলোয় আলোকিত করা হয়েছে, সার্চলাইটের সতর্ক আলোয় প্রতিটি গাড়ির চলাচলের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। রিপোর্টার আর জার্নালিস্টদের এখনও এয়ারপোর্টের গেটের বাইরে রাখা হয়েছে, তবে কিছুক্ষণের মধ্যে তাদেরকে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হবে যাদের কাছে প্রবেশানুমতি আছে। তখনই সবাইকে অবাক ক'রে দিয়েছে প্রবল ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করলো। পশ্চিম দিকের আকাশ থেকে ধোয়া আসা প্রকাণ্ড মেঘ খণ্ডগুলোই এই হঠাৎ বৃষ্টির উৎস।

ইউনিফর্ম পরা বর্ন আর দাঁজু অন্য পুলিশদের সাথে মিশে সামনে এগোচ্ছে। তীব্র বৃষ্টির শব্দে বাকি শব্দগুলো চাপা পড়ে যাচ্ছে। "হ্যাঙ্গারে পৌছানোর সাথে সাথে আমি আলাদা হয়ে যেতে চাই। আমার আরো ভেতরে ঢোকা দরকার! তোমার এই পরিচয়পত্রে কি সেটা সম্ভব হবে?" বললো বর্ন।

"আমার পরিচয়পত্র বলছে আমি মঙ্গকক ডিভিশনাল পুলিশের বৃটিশ সেক্টর কমান্ডার।"

"তার মানে কি?"

"জানি না, কিন্তু এর চেয়ে ভালো কিছু ম্যানেজ করা সম্ভব হয় নি।"

"তোমার উচ্চারণ শুনে তো মনে হয় না তুমি বৃটিশ।"

"এই কাই টাক-এ সেটা কে বুঝবে?"

"কোনো বৃটিশ।"

"আমি বৃটিশদের এড়িয়ে চলবো।"

ডোম আকৃতির হ্যাঙ্গার এতোক্ষণ দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা ছিলো, এখন দড়ি সরিয়ে নেয়া হলে ট্রাকে ক'রে হলুদ কোট পরা বিশেষ পুলিশের টিম সেখানে হাজির হলো। ট্রাক আর ভ্যান থেকে নেমেই পুলিশেরা কতোগুলো দলে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। একের পর এক পুলিশের দলের আবির্ভাব, তার ওপর আবার এই ঝড়ো বৃষ্টি তাদের শৃঙ্খলাতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। বর্ন দাঁজুকে প্রশ্ন করলো তার কমান্ডো যে আসবেই তার নিশ্চয়তা কি? জবাবে সে বললো তার সৃষ্টি সবসময় এমন কোনো কাজে হাতে নেয় যা দর্শনীয় হয়ে থাকে। যাতে সে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারে। প্রমাণ করতে পারে তার স্থান কার্লোসেরও উপরে, তার স্থান পুরনো জেসন বর্নের চেয়েও ওপরে। দাঁজু ঠিকই বলছে। দর্শনীয় একটি হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্য যা যা উপকরণ দরকার তার সবই এখানে উপস্থিত। কয়েকশো পুলিশ আর ইন্টেলিজেন্সের ইউনিটকে ধোঁকা দিয়ে এখানে ঢোকা সহজ হলেও, খুন ক'রে এখান থেকে পালানো সহজ কাজ হবে না। এরচেয়ে বেশি ঝুঁকি কার্লোস দি জ্যাকেলও নিতো না, না নিতো জেসন বর্ন, ভাবলো ডেভিড ওয়েব। এমন প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ ক'রে ঢোকা আর আত্মহত্যা করা একই জিনিস। কিন্তু জেসন জানতো তার প্রতিরূপ প্রথমটা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করলেও দ্বিতীয়টা এড়িয়ে যাবে। সে হয়তো এমন কোনো অস্ত্র বেছে নেবে যার শব্দ এতোই অল্প যে, বৃষ্টির শব্দের মাঝে তা হারিয়ে যাবে। কিন্তু টার্গেটকে আঘাত করার সাথে সাথেই তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে

BanglaBook.org

যাবে। গভর্নর মাটিতে ঢলে পড়ার সাথে সাথেই পুরো এলাকাটাকে ঘিরে ফেলা হবে। সে পালাতে পারবে না। তাহলে কি এমন কোনো অস্ত্র ব্যবহার করা হবে যার প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে ঘটে। বিষাক্ত এয়ার ডার্ট? একটি ছোট্ট বিষাক্ত পিনের সমান এয়ার ডার্ট সবার চোখে ধুলো দিয়েই তার কাজ সহজে হাসিল করতে পারবে! এতে মৃত্যু কিছুটা ধীরে ঘটলেও তা হবে অনিবার্য। কিন্তু গভর্নর নিশ্চয় প্রটেকটিভ কোনো ভেস্ট পরে থাকবে। তাকে আঘাত করার একমাত্র স্থান হবে গলা আর মুখের খোলা অংশ। আর সেখানে সামান্যটুকু ব্যথা বা বাহ্যিক কোনো বস্তুর স্পর্শ ঘটলেই তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে। না, এর সম্ভাবনা কম। ছাদের ওপরে দূরপাল্লার শক্তিশালী রাইফেল? নির্ভুল নিশানার একটা শক্তিশালী রাইফেল আরেকটি সম্ভাবনা হতে পারে! কিন্তু এ ধরণের শক্তিশালী রাইফেল অতিরিক্ত শব্দ ক'রে থাকে, আর সাইলেন্সার ব্যবহার করলে তার রেঞ্জ কমে যায়। না, এ ধরণের অস্ত্র ব্যবহার করা আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু না। ছাদ থেকে পালানো কঠিন হবে আর ধরা পড়া হবে সহজ। তাহলে কিভাবে? কোন্ পথটা এই নতুন বর্ন বেছে নেবে! সে এমন কোনো পথ বেছে নেবে যাতে ক'রে কাজে শেষে সহজে পালানো যায়। জটিল কলকব্জার টেলিভিশন ট্রাকগুলো পালানোর একটা ভালো বাহন হতে পারে। কিন্তু জার্নালিস্টদের চেকিং ক'রে ভেতরে ঢোকানো হচ্ছে, কোনো জিনিসে দশ মিলিগ্রামের বেশি মেটাল পেলেই তা কেড়ে নেয়া হচ্ছে। তার ওপর ছাদের উপর কড়া পাহাড়া বসানো হয়েছে। তাহলে কিভাবে?

"তোমার পাশ পেয়ে গেছি," বললো দাঁজু, তার হাতে একটি পেপার ধরা। কাই টাক পুলিশের কাছ থেকে সিল মেরে আনা হয়েছে।

"তুমি তাদেরকে কি বলেছো?"

"তুমি একজন ইহুদি এবং মোসাদ থেকে অ্যান্টি টেরোরিস্ট অ্যাকটিভিটির ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছো, একটি এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের মাধ্যমে তোমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। খবরটা সবার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে।"

"হায় ঈশ্বর, আমি তো হিব্রু ভাষা জানি না।"

"এখানে সেটা কে জানে? তুমি সহজেই পার পেয়ে যাবে।"

মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে বর্ন সামনে এগিয়ে গিয়ে হ্যাঙ্গারের প্রধান ফটকের গার্ডগুলোকে তার ক্লিয়ারেন্স দেখিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। প্লেনের রানওয়ের পাশে বেশ কয়েকটি জায়গায় মাইক্রোফোন বসানো হয়েছে। যেখানে প্রেস কনফারেন্স হবে তার চারপাশ ঘিরে পুলিশ ভ্যান আর মটরসাইকেল অর্ধবৃত্ত তৈরি করেছে। প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ, পুরো সিকিউরিটি সোর্স জায়গা মতো দাঁড়িয়ে গেছে, মিডিয়ার সব যন্ত্রপাতি কাজ করার জন্য তৈরি। পিকিং থেকে আসা প্লেনটি হয়তো বৃষ্টির জন্যে কিছুটা দেরি করছে। কিন্তু আর কয়েক মিনিটের ব্যাপার মাত্র, কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেটা এই হ্যাঙ্গারের রানওয়েতে নেমে আসবে। এই নতুন বর্ন কোন্ হাতিয়ারটা বেছে নেবে? কোন্টা তার পালাবার জন্যে সবচেয়ে সহজ পথ তৈরি করবে? ভাবলো বর্ন! *ভাবো!*

BanglaBook.org

বৃষ্টির পানিতে ভিজে তার কাউলুন পুলিশের ইউনিফর্ম গায়ের সাথে লেপ্টে গেছে। ক্রমাগত হাত দিয়ে মুখের পানি মুচছে সে। হঠাৎ দূরে জেট ইঞ্জিনের হাল্কা শব্দ শোনা গেলো। পিকিং থেকে আসা জেট বিমানটি রানওয়ের একদম মাথার দিকে এগিয়ে আসছে। ল্যান্ড করতে যাচ্ছে সেটি।

জেসনের চোখ রানওয়ে থেকে কিছুটা দূরে, দড়ি দিয়ে ঘেরা জটলা হয়ে থাকা মানুষগুলোর ওপরে পড়লো। সিকিউরিটির অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও মিডিয়ার এ লোকগুলোকে এখানে দাঁড়াতে দেয়া হয়েছে, কারণ দু'পক্ষের গভর্নমেন্টই পাবলিসিটি চায়। তবে এ ধরণের পরিস্থিতি আর আবহাওয়ায় গভর্নরের বক্তব্য যে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হবে তা আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে পাঁচ-ছ' মিনিটের বেশি নয়। ঠিক তখনই জেসনের মাথায় আরেকটা সম্ভাবনার দেখা দিলো। ফটোগ্রাফার! মেটাল ক্যামেরাগুলো ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয়েছে, কিন্তু সব ক্যামেরাই ছবি তোলার জন্য ব্যবহার করা হয় না! এই সাধারণ যন্ত্রটাই গুলি করা বা ডার্ট ছোড়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, কোনো শব্দ না করেই! এই অস্ত্রটাই কি সে বেছে নিয়েছে? কাজ শেষে ক্যামেরাটি মাটিতে পাড়া দিয়ে ভেঙে ফেলে পকেট থেকে আরেকটি ক্যামেরা বের করলেই তার পালানো সহজ হয়ে যাবে। এভাবেই কি হবে তার দর্শনীয় হত্যাকাণ্ড? এভাবেই কি সে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে? বা এভাবেই কি সে জেসন বর্নের শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে?

বিশাল জেট বিমানটি রানওয়ে দিয়ে ছুটে আসছে আর বর্ন দ্রুতপায়ে দড়ি দিয়ে ঘেরা জায়গাটির দিকে এগোচ্ছে। প্রায় দু'ডজন ফটোগ্রাফার সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, বর্ন যার যার কাছে ক্যামেরা দেখলো তাকেই ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। সে এমন একজনকে খুঁজছে যে দেখতে অনেকটা তারই মতো। ফ্লাড লাইট আর সার্চ লাইটের আলো এখন প্রেস কনফারেন্সের স্থানটির ওপর স্থির। সেই আলোয় বর্ন প্রতিটি ফটোগ্রাফারের মাঝে সেই খুনিকে খুঁজতে লাগলো। জ্বলন্ত চোখ, দৈহিক গঠন, মেকআপ দিয়ে চেহারা লুকোনোর চেষ্টা, না, সেই খুনির কোনো লক্ষণই সে এদের কারো মধ্যে পাচ্ছে না। কি হতে পারে? আবার প্রথম থেকে ভাবো। টার্গেট গভর্নর। দর্শনীয় হত্যাকাণ্ড। এয়ার-ডার্ট! পালানোর পথ! না! প্রথমেই ভুল হয়েছে! দর্শনীয় হত্যাকাণ্ড হতে হলে একজন নয়, একসঙ্গে অনেকজনকে মারা স্বাভাবিক হতে পারে! একজনের বদলে বেশ কয়েকজনকে করতে পারলে সেটা আরো দর্শনীয় হবে! তার ওপর এতে সহজেই পুরো হংকংয়ে দাঙ্গা লেগে যাবে! ফলে সিকিউরিটি সোর্স বিশৃঙ্খলায় পড়ে যাবে আর সহজ পথে পালাতে পারবে সে!

বর্ন অস্থিরভাবে বৃষ্টির মধ্যে দৌড়াতে লাগলো। তার চোখ চারদিকে ছটফট ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছে, তার মস্তিষ্ক সকল মারণাস্ত্রের নাম মনে করার চেষ্টা করছে, সেগুলোর সাথে সে এক সময় বিশেষ পরিচিত ছিলো। সে এমন একটা অস্ত্রের কথা মনে করার চেষ্টা করছে যা অনেকগুলো লোকের মধ্য থেকে নিঃশব্দে ছোড়া যাবে আর অস্ত্রটা সক্রিয় হবার আগেই খুনি তার পালাবার পথ সুগম করতে পারবে। তার

BanglaBook.org

মাথায় প্রথমেই যে অস্ত্রটার নাম এলো সেটা গ্রেনেড। কিন্তু সে পুরোপুরিই সেটা নাকচ ক'রে দিলো। তারপর তার মাথায় আসলো টাইম বোমার কথা, টাইম ফিউজ ডাইনামাইট বা টাইম ফিউজ প্লাস্টিক বোমা। পরের দুটি অস্ত্র খুব সহজেই বহন করা যায়, এতে সে পালাবারও যথেষ্ট সময় পাবে। প্লাস্টিক বোমাগুলোতে কয়েক মিনিট এমনকি কয়েক সেকেন্ড সময়ও সে ঠিক ক'রে দিয়ে সহজেই এখান থেকে সরে পড়তে পারবে। এগুলো সে যেকোনো ছোটো বাক্স, র‍্যাপিং করা প্যাকেট এমনকি বৃফকেসে ক'রে নিয়েও আসতে পারবে। ফটোগ্রাফারদের সরঞ্জামের সাথে তা সহজেই ঢুকানো সম্ভব। বর্ন আবার সেই দড়ি দিয়ে ঘেরা মানুষগুলোর দিকে এগিয়ে গেলো। তার চোখ মানুষগুলোর হাতে প্যাকেট খুঁজছে, সেটা দৈর্ঘ্যে কমপক্ষে ১২ ইঞ্চির মতো হবে, বৃফকেস হলে ২০ ইঞ্চি। এর চেয়ে ছোটো কম শক্তিশালী বোমা একসঙ্গে অনেকজনকে মারতে পারবে না। কিন্তু অন্ধকারে তাদের হাত বা কোমরের কোনো প্যাকেট জাতীয় বস্তু আছে না কি বোঝা যাচ্ছে না। তার হাতে একটা ফ্ল্যাশ লাইট থাকলে ভালো হতো। এমনকি একটা পেনলাইট থাকলেও চলতো। সে এটা আনতে ভুলে গেলো কিভাবে? তারপর বর্নকে অবাক ক'রে দিয়ে সিকিউরিটি সার্চ লাইট দড়ি দিয়ে ঘিরে থাকা লোকগুলোর ওপর পড়লো। সার্চ লাইট লোকগুলোর হাত-পা, কোমরের ওপর দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে। তার মানে সিকিউরিটি পুলিশও একই জিনিস সন্দেহ করছে। কিন্তু তারা এটা ধরতে অনেক বেশি সময় নিয়েছে, এটা মেনে নেওয়া যায় না।

পিপল্‌স রিপাবলিকের ৭৪৭ স্টারশিপ অবশেষে সবার অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে সফলভাবে ল্যান্ডিং করলো। জেট বিমানের দরজা খুলে গেলে সাথে সাথে বৃটিশ আর চাইনীজ গার্ডেরা বিমানটির সিঁড়ির সামনে বিছানো রেড কার্পেটের দু'ধারে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। বৃটিশ আর চাইনীজ ডেলিগেশনের দু'জন নেতা একসাথে বের হয়ে এসে এগিয়ে গেলো মাইক্রোফোনের দিকে।

"আমরা যৌথভাবে আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে, আমাদের আলোচনা বেশ কিছু দূর অগ্রসর হয়েছে। আমরা ইউনাইটেড কিংডমের পক্ষ থেকে..."

আনুষ্ঠানিকতা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলো আর তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে চারপাশ থেকে তালির বন্যা বয়ে গেলো। কিন্তু জেসন সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করলো না, তার নজর অন্য দিকে। রানওয়ে থেকে সারিবদ্ধভাবে কতোগুলো লিমুজিন এগিয়ে আসছে, এগুলোতে করেই অতিথিদের উঠিয়ে নেয়া হবে। গাড়িগুলোর সাথে মটরসাইকেলে ক'রে একজন টহলদার পুলিশও এগিয়ে আসছে। এখনই সময়। কিছু ঘটলে এখনই ঘটবে, না হলে আর ঘটবে না। যদি কোনো টাইম ফিউজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে তা বড়জোর এক মিনিট বা তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যেই ফাটবে! জেসনের চোখ তার বাম দিকের লম্বা অফিসারটির দিকে পড়লো। সে তার কাছে গিয়ে তার ক্লিয়ারেন্স শো ক'রে তাকে লিমুজিনগুলোর দিকে নিয়ে যাবার জন্য আদেশ করলো।

"আপনিই মোসাদ থেকে এসেছেন?"

BanglaBook.org

"হ্যা।"

"আমরা খবর পেয়েছি।"

"তোমার কাছে ফ্লাশলাইট বা টর্চ জাতীয় কিছু আছে?"

"হ্যা, অবশ্যই। আপনার লাগবে?"

"লাগবে।"

"এই নিন।"

"বর্ন দড়ির ওপাশে রাখা লিমুজিনগুলোর কাছে গেলো। আশপাশ থেকে সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফরদেরকে পুলিশ একএক ক'রে সরিয়ে ফেলছে। শুধু আগে থেকে ঠিক রাখা দু'জন ক্যামেরাম্যান ফরেন ডেলিগেটদের সাথে লিমুজিনে উঠলো। বর্ন সবচেয়ে সামনের গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলো। গাড়িটার সামনের ডান দিকে গ্রেট বৃটেন আর বাম দিকে পিপল্‌স রিপাবলিকের পতাকা টাঙানো হয়েছে। প্রধান প্রতিনিধি দু'জনও একই সাথে সামনের গাড়িটিতে উঠে পড়লেন। ঠিক তখনই এটা হলো, যদিও বর্ন পুরোপুরি ধরতে পারলো না কিভাবে। তার বাম কাঁধে আরেকটি লোকের কাঁধের সাথে ধাক্কা খেলো। এই ক্ষণিকের স্পর্শেই জেসনের শরীরে যেনো বিদ্যুৎ খেলে গেলো। লোকটি ঘুরে বিপরীত দিক থেকে এতো দ্রুত আসছিলো যে ধাক্কা লাগতেই জেসন পড়ে যেতে লেগেছিলো। জেসন ঘুরে লিমুজিনগুলোর সাথে আসা মটরসাইকেলের এই টহলদার পুলিশটির দিকে তাকালো। পুলিশটিও ঘুরে দাঁড়িয়েছে, জেসন ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে লোকটির মুখের ওপর আলো ফেললো, হেলমেটের কাঁচের জন্য অন্ধকারে লোকটির চেহারা ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না। জেসনের মাথায় যেনো বাজ পড়লো। সে যেনো তার নিজের চেহারাই দেখছে, তার বেশ কয়েক বছর আগের চেহারা। এই সেই কমান্ডো! এই সেই প্রতারক! গুপ্তঘাতক!

লোকটির অস্থির চোখদুটো বর্নের দিকে তাকিয়ে আছে। সেখানে ভয়ের ছাপ। চোখ দুটো স্থির থাকছে না, দ্রুত এদিক ওদিক নড়ছে। হঠাৎ একটি শক্ত হাত আঁড়াআঁড়িভাবে জেসনের গলায় সজোরে আঘাত করলে জেসন ছিটকে পড়ে গেলো, প্রচণ্ড ব্যথায় সে চিৎকারও করতে পারলো না, আর সেই গুপ্তঘাতক তার মটরসাইকেলে চড়ে দ্রুত জেসনকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলো সামনে।

"থামাও... ওকে," জেসন চিৎকার করার চেষ্টা করলো, কিন্তু তার গলা দিয়ে শব্দগুলো প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বের হলো। লিমুজিনগুলো ইঞ্জিন স্টার্ট করলো। টার্মিনাল থেকে একটা ব্যান্ড বাজনা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছে।

"ওকে থামাও।" এবার শব্দ দুটো আগের চেয়ে স্পষ্ট হলো, কিন্তু তাও কেউ শুনলো না। ব্যান্ডের বাজনা আর বৃষ্টির জোরালো শব্দে তা চাপা পড়ে গেছে। সে উঠে দাঁড়ালো। চারদিকে লোকে লোকারণ্য। জেসন টার্মিনালের গ্লাসের ওয়ালের পেছন দাঁড়ালো, লোকগুলোর ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেলো। না! নেই! সে পালিয়েছে!

কিন্তু হত্যাকাণ্ড! লিমুজিন! দু'দেশের পতাকা লাগানো! সবার সামনের

BanglaBook.org

লিমুজিনটাই তার টার্গেট। ওই গাড়ির ভেতরে বা নীচে কোথাও টাইম ফিউজ বোমা রাখা হয়েছে। জেসন ঘুরে দাঁড়ালো, দেখতে লাগলো আশেপাশে সিকিউরিটি অথোরিটির কাউকে পাওয়া যায় কিনা। তার থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে দড়ির ওপাশে কাউলুনের একজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে আছে, তার বেল্টে একটা ওয়্যারলেস। লিমুজিনগুলো সারিবদ্ধভাবে এয়ারফিল্ড থেকে বের হবার প্রধান গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এখন।

জেসন লাফ দিয়ে দড়িটা পার হয়ে দৌড়ে বেটে চীনা পুলিশ অফিসারটির কাছে গেলো।

"জুন সু!" যে চেঁচিয়ে উঠলো।

"শেম্মা?" জবাব দিলো হতভম্ব পুলিশ অফিসারটি, তার হাত তার বেল্টের অস্ত্রটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

"ওদেরকে থামাও! ওই গাড়িগুলোকে, লিমুজিনলোকে! সবার সামনেরটা!"

"আপনি কি বলছেন? আপনি কে?"

"মোসাদ!" আর্তনাদ করলো বর্ন।

"আপনিই ইসরায়েলের সেই অফিসার? আমি শুনেছি—"

"আমার কথা শোনো! ওয়্যারালেসে যোগাযোগ করো, এক্ষুনি ওদেরকে থামাতে বলো! সবাইকে গাড়ি থেকে বের হতে বলো! এটা বিস্ফোরিত হবে! এক্ষুনি!"

অফিসার মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানিয়ে তার বেল্ট থেকে ওয়্যারালেসটা বের করলো। "এমারজেন্সি সিচুয়েশান! চ্যানেলটা ক্লিয়ার করো, রেড স্টার ওয়ান'কে থামতে বলো। এক্ষুনি!"

"সব গাড়িগুলোকে!" বাধা দিয়ে বললো জেসন। "বলো, সবাইকে বের হয়ে পালাতে!"

"চেঞ্জ!" কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো অফিসারটি। "সব গাড়িগুলোতে সতর্ক বার্তা পাঠাও। আমাকে মূল লাইনে দাও।" তার নার্ভাস কণ্ঠস্বরকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ ক'রে স্পষ্টভাবে কথা বলে চললো অফিসারটি। "কলোনি ফাইভ থেকে বলছি, এমারজেন্সি সিচুয়েশন। আমার সাথে মোসাদের লোকটি আছে, আমি তার নির্দেশ পালন করছি। তার সকল নির্দেশ এই মুহূর্তে বাস্তবায়ন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। রেড স্টার ওয়ান এক্ষুনি থামান, নির্দেশ দিন সবাইকে গাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে, দূরে কোথাও কভার নিতে। বাকি গাড়িগুলোকে বলছি, রেড স্টার ওয়ান থেকে দূরে সরে যান; আপনাদের গাড়িগুলোকে মাঠের মাঝখানে নিয়ে যান, গাড়ি থেকে বেরিয়ে কভার নিন। আদেশ পালন করুন, এক্ষুনি!"

জটলা বাধা দর্শকদের অবাক ক'রে দিয়ে পাঁচটা লিমুজিন তাদের সারি থেকে দ্রুত এয়ারপোর্টের অন্ধকার মাঠের দিকে ছুটে গেলো। সামনের লিমুজিনটা সশব্দে ব্রেক কষে থামতেই দরজা খুলে ভেতর থেকে লোকগুলো বের হয়ে দিকবিদিকহীনভাবে ছুটতে আরম্ভ করলো।

আট সেকেন্ড পরেই ঘটনাটা ঘটলো। রেড স্টার ওয়ান নামের লিমুজিনটা

BanglaBook.org

প্রধান গেট থেকে চল্লিশ ফিট দূরে পুরো এয়ারফিল্ড কাঁপিয়ে বিস্ফোরিত হলো। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেও গাড়িটির ইস্পাত আর কাঁচের তৈরি পার্টসগুলো আগুনে পুড়তে থাকলে দর্শকদের সাথে সাথে ব্যান্ড বাদকেরাও তাদের বাজনা বাজানো থামিয়ে স্তম্ভিত হয়ে তা দেখতে লাগলো।

পিকিং রাত ১১টা ২৫।

পিকিংয়ের উত্তরে, ধনী আর ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের নিয়ে যে বসতিটি গড়ে উঠেছে, তার চেয়েও কিছুটা ওপরে, পাহাড়ে, একটা বিশাল কম্পাউন্ড আছে যা সাধারণ লোকচক্ষুর আড়ালে থাকে। পুরো কম্পাউন্ডটি উচু, সাদা পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। কম্পাউন্ডটিতে প্রাক্তন মিলিটারি সদস্য আর স্পেশাল ট্রেনিং পাওয়া গার্ডদের দিয়ে অভেদ্য প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করা হয়েছে। দেয়ালের ভেতরের দিকে বিশাল কম্পাউন্ডের কিছু জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে একটি ছোটো জঙ্গল। তার ভেতরে ও আশেপাশে সবসময় ছেড়ে দেয়া থাকে হিংস্র, আক্রমণাত্মক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলোকে। এই বিশেষ জায়গাটির নাম জেড টাওয়ার মাউন্টেন। মাও সে তুং, লিন, মাওকি, লিন বিয়াও আর চোউ এনলাও-এর মতো ক্ষমতাসীন এবং প্রভাবশালীরা লোকেরা কোনো না কোনো সময় এখানে থেকে গেছেন। এর বর্তমান বাসিন্দা হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যাকে পিপল্‌স রিপাবলিকের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের রূপকার হিসেবে ধরা হয়। ওয়ার্ল্ড মিডিয়াতে তিনি সেঙ্গ নামে পরিচিত। তার পুরো নাম সেঙ্গ চোউ ইয়াঙ্গ।

একটা বাদামি রঙের সিডান গাড়ি সাদা পাথরের দেয়ালটির ছয় নম্বর গেটের সামনে এসে থামলে একজন গার্ড এগিয়ে আসলো সেটার কাছে।

"আপনার পরিচয়? আপনি কার সাথে দেখা করতে চান? আপনার পরিচয়পত্র বের করুন।"

"মিনিস্টার সেঙ্গের কাছে এসেছি," বললো ড্রাইভার। "আমার নাম বা পরিচয়পত্রের কোনো দরকার পড়বে না। মিনিস্টারের অথোরিটিকে বলো কাউলুন থেকে তার বার্তাবাহক এসেছে। এতেই হবে।"

গার্ড ভেতরে এসে সেঙ্গ চোউ ইয়াঙ্গের ভিলাতে ডায়াল করলো।

"তাকে আসতে দাও।" ফোনের অপরপ্রান্তের সংক্ষিপ্ত জবাব।

গার্ড আর গাড়িটির কাছে না গিয়ে একটা কমলা রঙের বোতাম টিপ দিলো, ফলে গেটটি আপনাআপনি খুলে গেলো। গাড়িটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ভেতরে ছুটে যাচ্ছে। বার্তাবাহকের নিশ্চয়ই তাড়া আছে।

"মিনিস্টার সেঙ্গ বাগানে আছেন," দরজার কাছে দাঁড়ানো আর্মি অফিসারটি বললো। "আপনাকে সেখানেই ডেকেছেন।"

বার্তাবাহক দরজা দিয়ে ঢুকে সেঙ্গের আলিসান বাড়ির ভেতর দিয়ে হেটে মার্বেল পথের বিছানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাগানো আসলো। বাগানের একটি চেয়ারে সেঙ্গ একাকী বসে আছেন। চিকন গড়ন, মাঝারি উচ্চতা আর অকালে চুলে পাক ধরা সেঙ্গ দেখতে একেবারেই সাদামাটা একজন ব্যক্তি। তার চেহারাতে অন্যদের

BanglaBook.org

ভড়কে দেয়ার মতো কিছু থাকলে তা হলো তার চোখ জোড়া। পলকহীন মৃত মানুষের মতো কালোচোখ দুটো দেখলে যে কেউ ভড়কে যাবে।

"আমি জবাব চাই," চেয়ারের কালো হাতলটি চাপড়ে গর্জে উঠলেন তিনি। "এর জন্য দায়ি কে?"

"সব কথা মিথ্যা, মিনিস্টার! আমরা আমাদের তেল আবিরে লোকদের কাছ থেকে কৌঁজ নিয়েছি, যেমনটা বলা হয়েছে, ইসরায়েল থেকে তেমন কোনো লোক আসে নি। কাউলুনে মোসাদ থেকে কোনো এজেন্ট আসে নি!"

"তোমরা কি অ্যাক্শন নিয়েছো?"

"আমরা কিছুটা বিভ্রান্ত—"

"কি অ্যাক্শন?"

"আমরা মঙ্গককের একজন ইংলিশম্যানকে খোঁজার চেষ্টা করছি যাকে কেউ চেনে না।"

"ইডিয়ট! গাধার বাচ্চা! তোমরা কার সাথে যোগাযোগ করেছো?"

"কাউলুন পুলিশে আমাদের যে লোক আছে তার সাথে। সে বিভ্রান্ত এবং কোনো সমাধান দিতে পারছে না।"

"ওকে মেরে ফেলো।"

"আমি আপনার নির্দেশ জানিয়ে দেবো।"

"আমার মনে হয় না তার দরকার পড়বে," সেঙ্গ তার বাম হাত তুলে ধরলো, তার ডান হাত ছায়াতে দেখা যাচ্ছে না, সেটা টেবিলের নীচে ঢুকে আছে। "আসো, কুয়োমিঙ্গটাঙ্গের কাছে তোমার আনুগত্য প্রদর্শন করো।"

লোকটি মিনিস্টারের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে একটু নীচু হলো। এই মহান লোকটির বাম হাত স্পর্শ করতে যেতেই মুহূর্তে সেঙ্গের ডান হাতটি বেরিয়ে এলো। তাতে একটা পিস্তল ধরা। বিকট শব্দের সাথে সাথে বার্তা বাহকের মাথা উড়ে গেলো। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো মৃতদেহটি। সঙ্গে সঙ্গে দরজার সেই আর্মি অফিসারটি হাজির হলো।

"এগুলো পরিস্কার করো," অর্ডার দিলেন সেঙ্গ। "সে অনেক বেশি জেনে ফেলেছিলো, অনেক বেশি বুঝতে শুরু করেছিলো..."

"এখনি করছি, মিনিস্টার।"

"আর ম্যাকাও'র লোকটির সাথে যোগাযোগ করো। তার জন্য আমার কিছু নির্দেশ আছে, যেগুলো এক্ষুনি বাস্তবায়ন হওয়া উচিত। কাউলুন এয়ারপোর্টের আগুন নেভার আগেই আমি তাকে এখানে দেখতে চাই।"

অফিসারটি লাশ সরাতে লাগলে সেঙ্গ তার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। পাশে তিনটি ছোটো ছোটো বৃত্তাকার পুকুর, একটার সাথে আরেকটাতে লাগানো। সেঙ্গ কাছের পুকুরটির দিকে এগিয়ে গেলে পানিতে তার চেহারা ভেসে উঠলো। তারপর তিনি পুকুরের ভাসতে থাকা লিলির দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলেন, "শীঘ্রই হংকং আর তার এলাকাগুলো আমাদের মুঠোয় চলে আসবে। আর তারপর আসবে

BanglaBook.org

চায়না।"

"আপনি এগিয়ে যান, মিনিস্টার," বললো অফিসারটি, তার চোখে আনুগত্যের ছাপ। "আমরা আপনাকে অনুসরণ করবো। আমাদের মাতৃভূমি আমরা আবার ফিরে পাবো।"

"হ্যা, তা হতেই হবে," মাথা দুলিয়ে বললেন সেঙ্গ।

"আমাদেরকে আর থামানো যাবে না। আমাকে আর কেউ থামাতে পারবে ন!"

BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

দিন গড়িয়ে দুপুর হয়েছে, তখনও কাই টাক এয়ারপোর্টে হামলা হয় নি; অ্যাম্বাসেডর হাভিলান্ড হতভম্ব স্টেপলস্‌কে শেঙ্গের ষড়যন্ত্রের গোমর ফাঁস ক'রে চলেছে, যে ষড়যন্ত্রের মূল শেকড় কুয়োমিংটাং থেকে শুরু।

উদ্দেশ্য : হংকংকে মুষ্টিমেয় ক'জন অসাধু তাইপানের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা এবং পুরো কলোনিটিকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করা।

অনিবার্য পরিণতি : মহাশক্তিধর পিপল্‌স রিপাবলিককে ক্ষেপিয়ে দিয়ে এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে, পিপ্‌লস রিপাবলিকের আর্মি হংকংয়ে মার্চ করতে করতে ঢুকবে এবং পুরো প্রাচ্যকে অনিশ্চয়তা আর ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।

ক্যাথরিন স্টেপলস্‌ অ্যাম্বাসেডরের কথাগুলোকে বিশ্বাস করতে অস্বীকার ক'রে তাকে জোড়ালো প্রমাণ দেখানোর দাবি করে। ফলে তাকে শেঙ্গ চোউ ইয়াঙ্গের ওপর স্টেট ডিপার্টমেন্টের দীর্ঘ টপ সিক্রেট ফাইলটা দেয়া হয়। ২টা ১৫ নাগাদ সে ফাইলটা দু'বার পড়ে ফেলে; সে অভিযোগ করতে থাকে যে, ফাইলটার সত্যতা যাচাই করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

৩টা ৩০-এ তাকে রেডিও রুমে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে ওয়াশিংটন থেকে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্য রিলি তার সামনে সুশৃঙ্খলভাবে একের পর এক তথ্য উপস্থাপন করে।

"আমি শুধু আপনার কণ্ঠস্বরই শুনতে পেলাম, মিঃ রিলি! আপনি যে এই হাউজেরই আন্ডারগ্রাউন্ডের কোথাও লুকিয়ে নেই তার প্রমাণ কি?"

ঠিক সেই মুহূর্তে লাইনে ক্লিক্‌ ক'রে একটি শব্দ হয়ে তার সাথে সাথে একটি কণ্ঠস্বর উপস্থিত হলো যা ক্যাথরিন স্টেপলস্‌ এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট অত্যন্ত পরিচিত।

"আমি ইউনাইটেড স্টেট্‌সের প্রেসিডেন্ট বলছি, মিসেস স্টেপলস্‌। আপনার যদি কোনো সন্দেহ থেকে থাকে তাহলে আপনার কনসুলেটে ফোন ক'রে নিশ্চিত হতে পারেন। তাদেরকে হোয়াইট হাউজে ফোন ক'রে এই ট্রান্সমিশনটির সত্যতা যাচাই করতে বলতে পারেন।"

মৃদুভাবে মাথা দুলিয়ে চোখের পাতা বন্ধ ক'রে ক্যাথরিন স্টেপল্‌স আস্তে ক'রে জবাব দিলো, "আমি আপনার কথা বিশ্বাস করছি, মিঃ প্রেসিডেন্ট।"

"আমার কথা ভুলে যান। বিশ্বাস করুন, যেসব কথা এতোক্ষণ আপনাকে বলা হয়েছে ওর মধ্যে বিন্দুমাত্র মিথ্যে নেই।"

"থিওরিটা অকল্পনীয়, অনেকটা অবাস্তব, তাই..."

"ট্রোজান হর্সের রূপকথাও অনেকের কাছে অবাস্তব মনে হয়েছিলো। কিন্তু এখন সবাই জানে সেটা সত্যি ঘটেছিলো। মিডিয়ার কথায় কান দেবেন না। আমার লোকগুলোর ওপরে আস্থা রাখুন। আপনি চাইলে আমি আপনাদের প্রাইম মিনিস্টারের সাথে কথা বলতে পারি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তাতে লাভের

BanglaBook.org

চেয়ে ক্ষতিই বেশি হতে পারে।"

"তার আর দরকার পড়বে না, মিঃ প্রেসিডেন্ট। এ কাজে যতোটা সম্ভব গোপনীয়তা দরকার। আমি মিঃ হাভিলান্ডকে বুঝতে শুরু করেছি।"

"আপনি আমার চেয়েও কয়েক ধাপ এগিয়ে আছেন। কারণ আমিও এতো দিনে তাকে বুঝে উঠতে পারি নি।"

৩টা ৫৮। একটা এমারজেন্সি কল এলো, কিন্তু সেটা হাভিলান্ড বা ম্যাকঅ্যালিস্টারের জন্যে নয়। কলটা ছিলোপ মেজর লিনের জন্য। কথোপকথনটা এতোই জটিল ছিলো যে, তা প্রায় ঘণ্টাখানেক স্থায়ী হলো। সকলের মনোযোগ ওই কল আর লিনের ওপরে কেন্দ্রীভূত হলো। ক্যাথরিন স্টেপলস্ তার কনসুলেটের হাই কমিশনারকে ফোন ক'রে জানিয়ে দিলো যে, আজকের মিটিংয়ে সে আসছে না। ভিক্টোরিয়ার এই হাউজে তার উপস্থিতিকে অ্যাম্বাসেডর হাভিলান্ডও স্বাগত জানালো। কারণ হাভিলান্ড চাইছিলো স্টেপলস্ নিজ চোখে দেখুক সমগ্র সুদূর প্রাচ্য সম্ভাব্য ধ্বংস যজ্ঞের কতোটা কাছে চলে এসেছে। মেজর লিন এখনও ফোনে কথা বলছে, তার লোকেদেরকে একের পর এক নির্দেশ দিয়ে চলেছে, কলোনির পুলিশ আর এয়ারপোর্ট সিকিউরিটিকে একযোগে কাজ করতে বলছে। এমআই-সিক্স'র মেজর ফোনের রিসিভারটি রাখার সাথে সাথে সবার দৃষ্টি তার ওপর পড়লো।

"আজ রাতে, কাই টাক এয়ারপোর্টে! চায়না-বৃটিশ ডেলিগেশন! হত্যার ষড়যন্ত্র। টার্গেট গভর্নর! তাদের ধারণা কাজটা করবে জেসন বর্ন।"

"আমি বুঝতে পারছি না!" প্রতিবাদ করলো ম্যাকঅ্যালিস্টার, তার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে। "পরিস্থিতি অপরিপক্ক। সেঙ্গ নিজেই এখনও প্রস্তুত না। যদি সে প্রস্তুত থাকতোই তাহলে আমরা কিছুটা হলেও আঁচ করতে পারতাম। এটা হতে পারে না। কোথাও ভুল হচ্ছে!"

"আমাদের হিসেবে?" প্রশ্ন করলো অ্যাম্বাসেডর।

"হয়তো। হয়তো না।"

"তোমার কাজে যাও, মেজর," বললো হাভিলান্ড। লিন রুম থেকে বের হতে যাবে এমন সময় হাভিলান্ড তাকে আরো একটি নির্দেশ দিলো। "মেজর, সকলের দৃষ্টির বাইরে থেকো। কথাটা মাথায় থাকো যেনো।"

"অসম্ভব", জবাব দিলো লিন। "স্যার, আমাকে আমার লোকগুলোর সাথে মূল দৃশ্যপটে থাকতেই হবে। এই অভিজ্ঞ চোখ জোড়ার দরকার আছে সেখানে।"

"আমি অবাক হচ্ছি এটা দেখে যে, তুমি আমার কথা এখনও ধরতে পারছো না!"

"কি কথা?"

"ভুলে যেও না কতো কসরত ক'রে আমরা আমাদের জেসন বর্নকে এখানে এনেছি," বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "এক সময় হংকংয়ে তার অসংখ্য কনট্যাক্ট, অসংখ্য সোর্স ছিলো। আর যদি মেডিকেল রিপোর্ট অনুযায়ী তার স্মৃতিশক্তি সত্যিই ধীরে ধরে ফিরে আসতে থাকে তাহলে সে তার আগের কনট্যাক্টদের সাথে

BanglaBook.org

যোগাযোগ করবে। তাদের কেউ যদি আজকের সম্ভাব্য হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তাকে সাবধান ক'রে দেয়? তাছাড়া এতো পুলিশ, এতো সিকিউরিটিকে কাই টাক এয়ারপোর্টের দিকে যেতে দেখলে সে কি ভাববে? সে কি করবে?"

"সেও সেখানে হাজির হবে!" জবাব দিলো লিন ওয়েনজু।

"আর আমাদের বর্ন যদি তোমাকে সেখানকার সিকিউরিটির সাথে দেখে ফেলে তাহলে পুরো পরিকল্পনাটাই বানচালব হয়ে যাবে। সে জেনে যাবে তাকে যা বলা হয়েছে তার পুরোটাই মিথ্যা, বানোয়াট! আর কিছু বলার দরকার আছে কি?"

না, এতেই চলবে," বললো মেজর লিন, কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে চুপচাপ ঘর থেকে বের হয়ে চলে গেলো সে।

"ম্যাকঅ্যালিস্টার, তুমি সেঙ্গের ওপর তোমার রিসার্চ চালিয়ে যাও, ততোক্ষণ আমি মিসেস স্টেপল্‌সের সাথেএকটু একান্তে কথা বলতে চাই।"

ম্যাকঅ্যালিস্টার টেবিলের পেপারগুলো গোছাতে গোছাতে চিন্তিত কণ্ঠে বলতে শুরু করলো। "যদি কাই টাকের হামলার গুজবটা আজকে সত্যিই সত্যিই ঘটে তাহলে বলতে হবে আমরা সেঙ্গকে এতোদিন ভুল বুঝেছি। তার পরিকল্পনা ভুল ধরেছি! সে এমন কোনো পরিকল্পনা কষেছে যা আমরা ধরতে পারছি না!" ম্যাকঅ্যালিস্টার পেপারগুলো বগলদাবা করে হাভিলান্ডের দিকে তাকালো। "আমরা যা ভেবেছিলাম সে তার চেয়ে অনেক বেশি ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে," অস্থিরভাবে ম্যাকঅ্যালিস্টার রুম থেকে বেরিয়ে গেলো।

"লোকটা অদ্ভুত, তাই না?" বললো ক্যাথরিন।

"ম্যাকঅ্যালিস্টার?"

"হ্যা।"

"আপনার কি তাকে বিরক্তিকর মনে হয়!" বললো হাভিলান্ড।

"বরং উল্টো। এখানকার লোকগুলোর মধ্যে একমাত্র তার উপরই আস্থা রাখা যায়।"

"ম্যাকঅ্যালিস্টার স্টেট ডিপার্টমেন্টের সেরা মাথাগুলোর মধ্যে একটি! কিন্তু আফসোস, সে কখনও তার যথাযোগ্য স্বীকৃতি পাবে না।"

"কেন?"

"আমার মনে হয় আপনি কিছুটা ধরতে পেরেছেন। সে বিবেকবান মানুষ। তার মধ্যে বিবেকবোধ আছে যা আমার মধ্যে নেই। কিন্তু ওসব বিবেক বোধ-টোধ থাকলে আমি আজকে এখানে পৌঁছাতে পারতাম না।"

"এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।" ঠাট্টার সুরে বললো ক্যাথরিন। "আমার মাথায় একটা প্রশ্ন আছে।"

"বলে ফেলুন, আমি তার জবাব দেয়ার সম্পূর্ণ চেষ্টা করবো।"

"আপনারা কি সেঙ্গের সাথে মুখোমুখি বৈঠকে বসার কথা ভেবেছেন? গোপন কোনো বৈঠক!"

"অবশ্যই এবং প্রতিবার সে একই বিরক্তিবর ভঙ্গিতে প্রতিবাদ করেছে। সে

BanglaBook.org

ক্ষোভে ফেটে পড়তে শুরু করে, দাবি করে আমরা তার সুনাম বরবাদ করার জন্য মিথ্যা অপবাদ চাপাচ্ছি। আর সে এও হুমকি দেয় যে, ভবিষ্যতে তার নামে এ অপবাদ চাপালে সে সরাসরি হংকংয়েরর ইকোনমিকে পিকিংয়ের অধীনে স্থানান্তরিত করবে।"

"আর তার ষড়যন্ত্রকে যদি জনসমক্ষে ফাঁস ক'রে দেয়া হয় তাহলেও কি একই ঘটনা ঘটবে?"

"হ্যা, আপনাকে বুঝতে হবে সে অত্যন্ত ক্ষমতাধর ব্যক্তি। যতোদিন সে বেঁচে আছে ততোদিন তার কথায় লোকজন উঠবে, বসবে। জনসমক্ষে সবকিছু প্রকাশ করলে পিকিং এসবের জন্য তাইওয়ান আর পশ্চিমাদের দায়ি করবে। বলবে পিকিংয়ের ইমেজ নষ্ট করার জন্য আমরা একযোগে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছি। তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাচ্ছি। এরপর তারা হংকংয়ের দিকে হাত বাড়াবে, আর অনিবার্যভাবে সেখানকার ইকোনমি ধসে পড়বে।"

"এর সমাধান কি?"

"সেঙ্গ। সে-ই এর একমাত্র সমাধান।"

"আর মেরির স্বামী?"

"সেও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ!"

"কিভাবে?"

"মেরির স্বামী জেসন বর্ন একমাত্র সেই দ্বিতীয় বর্নকে ধরে আনতে পারবে। তার মাধ্যমে আমরা সেঙ্গকে ধরতে, বা সরাতে পারবো। সম্ভবত চীনের কোথাও তাকে ফাঁদে ফেললে সব সমস্যা শেষ হয়ে যাবে।"

"চীনের কোথাও?"

"হ্যা, তাহলে পিকিং বাইরের শক্তিগুলোকে দোষারোপ করতে পারবে না। সবাই ধরে নেবে এতে বাইরের কোনো হাত নেই, এটা তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হিসেবে গণনা করা হবে!"

"আরেকটি প্রশ্ন," বললো ক্যাথরিন স্টেপলস্। "যতোদূর আমি জানি, ডেভিডের সাথে আপনাদের চুক্তি শুধু ওই নকল বর্নকে ধরে দেয়া পর্যন্তই। আপনারা কথা দিয়েছেন সেটা করলেই মেরিকে আপনারা ফিরিয়ে দেবেন। এটা আপনাদের কেন মনে হলো যে, ওই প্রতারককে ধরার পর ডেভিড সেঙ্গকেও মারতে রাজি হবে?"

"সেই মুহূর্তে আমরা তাকে সবকিছু খুলে বলবো। সেঙ্গ আর তার তাইপানদের ষড়যন্ত্র এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে তার সম্ভাব্য প্রভাবের কথা তুলে ধরবো। সবকিছু জেনেও যদি সে বিমুখ হয় তাহলেও আমাদের কিছু যায় আসবে না। কারণ তার কাজ করতে পারবে এমন অনেক এজেন্ট আমাদের হাতে আছে। তারা খুব সহজেই সেঙ্গকে কাবু করতে পারবে!"

"তাহলে ডেভিডকে এখন এতো প্রয়োজন কেন?"

"ডেভিডকে আমাদের প্রয়োজন শুধু এই নকল বর্নকে ধরার জন্য। যে কিনা

BanglaBook.org

ডেভিডের মতোই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, তার মতোই পারদর্শী আর অবশ্যই অত্যন্ত ভয়ংকর। আমার এজেন্টরা তাকে জীবিত অবস্থায় ধরে আনার সামর্থ্য রাখে না। একবার ডেভিড ওকে ধরে আনলে বাকিটা সময়ের ব্যাপার মাত্র।"

"কিভাবে?"

"কোড, মিসেস স্টেপলস্। অরিজিনাল জেসন বর্ন যেমন বিভিন্ন কোড ব্যবহার করে তার ক্লায়েন্টদের সাথে দেখা করতো, এই জেসন বর্নও তাই করে। নিশ্চয়ই সেঙ্গের সাথে যোগাযোগ করার জন্য তার বিশেষ কোড আছে। আমরা বিশেষ কেমিক্যাল প্রয়োগ ক'রে তার কাছ থেকে সত্যি কথাটা উগড়ে নেবো। আমরা জেনে যাবো কিভাবে সেঙ্গকে ডাকতে হয়, তার কাছে যেতে হয়। তারপর জেড টাওয়ার মাউন্টেনের বাইরে একটা মিটিং ডাকা হবে। সে ফাঁদে পা দেবে। শুধু একটি হত্যাকাণ্ড আর তারপর পৃথিবী আবার তার স্বাভাবিক গতিতে চলতে শুরু করবে। তো মিসেস স্টেপলস্, আপনাকে সব খুলে বলা হলো। এখন তো মিসেস ওয়েবকে আমাদের হাতে তুলে দেবেন?"

"হ্যা, কিন্তু আজ রাতে নয়। সে অত্যন্ত ক্লান্ত আর পালানোর সময় পায়ের পাতায় আঘাত পেয়েছে। তার পায়ে ব্যান্ডেজ করা আছে, আজ তাকে বিশ্রাম নিতে দিন। তাছাড়া আজ রাতে আপনারাও কাই টাক এয়ারপোর্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন!"

"আপনি ব্যাপারটা ম্যানেজ করবেন কিভাবে? আপনি তাকে কী বলবেন?"

"বুঝতে পারছি না। আমি তাকে কিছুক্ষণ পরে ফোন করবো, তাকে শান্ত রাখার চেষ্টা করবো। তাকে টেনশন করতে মানা করবো, তাকে বিশ্রাম নিতে বলবো। আর বলবো আমি সকালে তার সাথে দেখা করতে আসছি।"

"আমি আপনার সাথে একজন ব্যাকআপ পাঠাবো। তার সাথে ম্যাকঅ্যালিস্টারও থাকবে। সে ম্যাকঅ্যালিস্টারকে চেনে, এতে কাজটা সহজ হবে।"

সময় খুব দ্রুত পার হতে লাগলো। ঘড়ির কাঁটা ছুটতে ছুটতে কয়েক ঘণ্টা ছাড়িয়ে গেলো। পুরো সময়টাতে একরে পর এক ফোন আসায় হাভিলান্ড অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলো, প্রতি মুহূর্তে তাকে কাই টাক এয়ারপোর্টের রিপোর্ট দেয়া হচ্ছিলো। একজন স্টাফ রুমে কিছু হাল্কা খাবার নিয়ে হাজির হলো।

"তুমি কি ম্যাকঅ্যালিস্টারকে আমাদের সাথে থাকার জন্য ডেকেছো?"

"স্যার, আমি তাকে বলেছিলাম তার জন্য কিছু আনবো নাকি, কিন্তু মনে হলো তিনি একটু রেগে গেছেন। তিনি আমাকে বের হয়ে যেতে বললেন, তাকে একা থাকতে দিতে বললেন।"

"ওহ্, ঠিক আছে। ধন্যবাদ তোমাকে।"

একের পর এক ফোন আসতেই থাকলো, আর আলোচনার বিষয়বস্তু মেরি সেন্ট জ্যাক থেকে কাই টাক এয়ারপোর্টে স্থানান্তরিত হলো। স্টেপলস্ চুপচাপ হাভিলান্ডকে পর্যবেক্ষণ করছে। পরিস্থিতির জটিলতা যতোই বাড়ছে তার কণ্ঠস্বর ততোই ধীরস্থির আর নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। ফোনের ফাঁকে ফাঁকে হাভিলান্ড

BanglaBook.org

ক্যাথরিন স্টেপল্‌সের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছে।

"আপনার ব্যাপারে বলুন, মিসেস স্টেপলস্‌...আমি আপনার স্বামীকে চিনতাম..."

অতি সাদামাটা সব কথা। সময় হয়ে এসেছে। অ্যাম্বাসেডর তার রুমের ভেতরের টিভিটা চালু করলো। ঝড়ো বৃষ্টির মধ্যে বৃটিশ আর চাইনীজ ডেলিগেশনের দু'জন প্রতিনিধি প্লেন থেকে নামছে। সেই সংক্ষিপ্ত প্রেস কনফারেন্স শুরু হয়ে শেষও হয়ে গেলো। ঠিক তখনই আন্ডারসেক্রেটারি ম্যাকঅ্যালিস্টার ধাক্কা মেরে দরজা খুলে রুমের ভেতরে হাঁফাতে হাঁফাতে ঢুকলো।

"আমি পেয়েছি। সে উল্লসিত কণ্ঠে বললো, তার হাতে একটি পেপার ধরা। "আমি পেয়েছি!"

"শান্ত হও, এডওয়ার্ড! খুলে বলো।"

"এই চাইনীজ ডেলিগেশন!" জোরে জোরে বলতে লাগলো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "এর মূল প্রতিনিধি লাও শিঙ্গ! তার সহকারী হচ্ছে জেনারেল ইউন শেন! এরা দু'জনেই অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং এরা দু'জনেই বেশ কয়েক বছর ধরে সেঙ্গের পলিসির বিরোধিতা ক'রে আসছে। এই নেগোশিয়েশনে এদের ঢুকানোর কারণে ধরা হচ্ছিলো সেঙ্গ পুরনো শত্রুতা ভুলে গিয়ে সবার চোখে ভালো সাজতে চাইছে!"

"ঈশ্বরের দোহাই, তুমি আসলে কি বলতে চাইছো?"

"টার্গেট শুধু গভর্নর নয়। টার্গেট এরা সবাই! সেঙ্গ এক ঢিলে সব পাখি উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছে। এতে তার পিকিংয়ের দু'জন শত্রু কমবে এবং পথ অনেকটা পরিস্কার হয়ে আসবে।"

হাভিলান্ড ফোনের রিসিভারটি তুলে নিয়ে দ্রুত ডায়াল করলো। "কাই টাকের মেজর লিনকে দাও, এক্ষুনি!" অপারেটরকে আদেশ করলো সে। "জলদি, মেজর লিনকে দাও...সে এখানে নেই মানে?...সে কোথায়?...হ্যা, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো! টার্গেট শুধু গভর্নর নন, চাইনীজ ডেলিগেশনের দু'জন সদস্যও এর মধ্যে আছে। সবাইকে আলাদা করার চেষ্টা করো। তোমরা আগেই জানতে!...মোসাদের এজেন্ট! কী যা-তা বলছো...ঠিক আছে, রাখছি।" অ্যাম্বাসেডর দ্রুত নিঃশ্বাস নিচ্ছে, তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় ক'রে বলতে লাগলো সে। "ওরা জানলো কিভাবে?..ঈশ্বরই জানেন কে এটা আমাদেরও আগে জানতে পারলো?"

"আমাদের জেসন বর্ন," মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "আমি জানি সে ওখানেই আছে," ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললো সে। "ওখানেই আছে সে!"

BanglaBook.org

অধ্যায় ২১

ইঞ্জিনটির জোরালো শব্দে কানে তালা লেগে যাচ্ছে, রাতের আধারে প্রচণ্ড ঝড়ো বৃষ্টির মধ্যে সামনে এগিয়ে চলছে মোটরবোটটি। অসন্তোষের সাথে বিড়বিড় ক'রে চলেছে বোটটির চাইনীজ-পর্তুগিজ ক্যাপ্টেন। সে চোখ কুঁচকে ক্যাবিনের বড় জানালা দিয়ে দূরের দ্বীপটিকে দেখার চেষ্টা করলো। বর্ন আর দাঁজু লোকটির দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁজুই প্রথম মুখ খুললো।

"বিচটা আর কতোদূর?" বৃষ্টি আর ইঞ্জিনের শব্দকে চাপা দেয়ার জন্য সে চেঁচিয়ে কথা বললো।

"আর প্রায় দুশো মিটার," বললো ক্যাপ্টেন।

"লাইটটা কোথায় রেখেছো? ওটা আমাদের লাগবে।"

"তোমার নীচে দেখো, একটা লকার আছে, তার ভেতরে। আমি আর বড়জোর পচাত্তর মিটার যেতে রাজি আছি, এরপর আমি থামবো। এই আবহাওয়ায় বিচের বেশি কাছে যাওয়া বিপজ্জনক, অনেক বড় বড় পাথরের টুকরো সামনে আছে, সেগুলো ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না।"

"আমাদেরকে বিচে যেতেই হবে, আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম কাজটা জরুরি।"

"হ্যা, কিন্তু তুমি আমাকে এটা বলো নি যে, এই ঝড়ো আবহাওয়ায় তোমাদেরকে নিয়ে যেতে হবে। আমি তোমাদেরকে আরো নব্বই মিটার নিয়ে যাচ্ছি। তারপর তোমরা এটার সাথে ঝোলানো ছোটো বোটটাতে ক'রে চলে যেও। ওটার ইঞ্জিনও বেশ ভালো, কোনো সমস্যা হবে না।"

"তার মানে আরো প্রায় একশো মিটার আমাদেরকে একা যেতে হবে," লকার থেকে লাইটটা বের ক'রে বললো দাঁজু। লাইটটা সে তার বুকের কাছে তুলে ধরে জ্বালাতেই ক্যাবিনের জানালা ভেদ ক'রে চলে গেলো গাঢ় নীলাভ আলো। তার ঠিক কয়েক মুহূর্ত পরেই দ্বীপটির সৈকত থেকেও একই ধরণের আলো জ্বলতে দেখা গেলো। আলোর সিগন্যাল! লাইটটা আবার লকারে রেখে দিলো দাঁজু।

রাত প্রায় দেড়টা বাজে। মেডুসার এই প্রাক্তন দুই সদস্য কালো রঙের ট্রাউজার, সোয়েটার আর মাঙ্কি ক্যাপ পরে আছে। জেসনের সাথে তার অটোমেটিক গান আর ফ্রেঞ্চম্যানের সাথে একটি পয়েন্ট ২২ ক্যালিবারের পিস্তল আছে। এছাড়া দু'জনেই একটি ক'রে খাঁজকাটা ছুরি বহন করছে।

"যতোটা সম্ভব কাছে যাও," ক্যাপ্টেনকে উদ্দেশ্য ক'রে বললো ফ্রেঞ্চম্যান। "লাইটটা নিয়ে যাও, এটা তোমাদের দরকার পড়তে পারে।"

বর্ন আর দাঁজু অপর একটি লোকের সাথে বিচের একটি ফাঁকা জায়গায় ব'সে আছে, তাদের মাঝখানে কাঠখড়ি দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়েছে।

"তুমিই আমাদের কনট্যাক্ট?" প্রশ্ন করলো বর্ন।

BanglaBook.org

"ওভাবে বলতে হয় না, আমি একজন বন্ধু!"

"আমি এখনও জানি না আমরা এখানে কেন এসেছি। তাই আগেই বলে রাখছি, আলগা প্যাচালের সময় আমার নেই।"

"আমার বন্ধু গামা হয়তো আমাদেরকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারে, তাই না গামা?"

ইউনিফর্ম পরা চাইনীজ লোকটির দিকে তাকিয়ে বললো দাঁজু।

"গামা?" সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে দাঁজুর দিকে তাকিয়ে রইলো বর্ন।

"হ্যা, ডেল্টা। মেডুসার কিছু রীতিনীতি আমি এখনও এখানে ধরে রেখেছি। অন্য কোনো ছদ্মনাম ব্যবহারের পরিবর্তে আমি এখানে গৃক বর্ণের ব্যবহার শুরু করি," বলে চললো দাঁজু। "যাই হোক, এবার আমার বন্ধু গামার কথায় আসা যাক। গামা একজন অত্যন্ত শিক্ষিত ডাবল এজেন্ট। সে তার স্বার্থের জন্য যে কোনো দলের হয়েই কাজ করতে পারে। তার মতো আদর্শহীন আর বিবেকহীন লোক খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু এ জন্যেই আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, তাই না গামা? এবার গামা আমাদের বলবে কেন এই ঝড়ো আবহাওয়ায় সে আমাদের এই নির্জন দ্বীপে নিয়ে এলো!"

"প্রতিটি ইনফরমেশনের জন্য চড়া দাম লাগবে, ইকো?" বললো চাইনীজটি।

"সে আর নতুন কি!"

"আমি কি তোমার এই সঙ্গীর সামনেই কথাগুলো বলবো?" বর্নকে ইঙ্গিত ক'রে কথাগুলো বললো লোকটি।

"অবশ্যই, যা যা জানো সব খুলে বলো।"

"আমার ইনফরমেশন তোমার সত্যিই কাজে আসবে। কিন্তু দাম পড়বে এক হাজার আমেরিকান ডলার!"

"মাত্র?"

"তাতেই চলবে। কিন্তু টাকাটা আগাম দিতে হবে।"

"যতোক্ষণ না আমি জানাচ্ছি ইনফরমেশনটা কিসের সাথে জড়িত ততোক্ষণ একটা পয়সাও পাবে না!" বললো দাঁজু।

"আমার ওপর আস্থা রাখতে শেখো, ইকো," বললো গামা। "আমি আগেই বলেছি ইনফরমেশনটা তোমাদের কাজে আসবে। বিষয়টা তোমার সৃষ্ট গুপ্তঘাতকের সাথে জড়িত!"

"ওকে টাকাটা দিয়ে দাও!" চাইনীজ অফিসারটির দিকে শক্ত চোখে তাকিয়ে আদেশ করলো বর্ন। টাকাটা হাতে পেয়েই লোকটা মুখ খুলতে শুরু করলো।

"গুয়াংঝোউ'র হেডকোয়ার্টারে আমার একজন বন্ধু আছে। তার কাছ থেকেই খবরটা পেয়েছি। জেড টাওয়ার থেকে একটা গোপন লাইন ব্যবহার ক'রে বেইজিংয়ে একটা কল করা হয়েছে। কলটা করা হয়েছে সু জিয়াঙ্গের নামে।"

"ওই শুয়োরটা!" বললো দাঁজু।

"লোকটা কে?" প্রশ্ন করলো বর্ন।

BanglaBook.org

"ধারণা করা হয় সে ম্যাকাও ইন্টেলিজেন্সের চিফ," জবাব দিলো ফ্রেঞ্চম্যান। "তবে সঠিক দাম পেলে সে নিজের মাকেও পতিতালয়ের বিক্রি করতে দ্বিধা করবে না। আর বর্তমানে সে আমার একসময়কার ছাত্র, আমার শিষ্য, সেই গুপ্তঘাতকের বিশেষ চ্যানেল হিসেবে কাজ করছে।"

"আর সেই শিষ্যকে হঠাৎ করেই বেইজিংয়ে ডাকা হয়েছে," বললো গামা।

"তুমি কি নিশ্চিত?" প্রশ্ন করলো জেসন।

"আমার সেই হেডকোয়ার্টারের বন্ধু এ ব্যাপারে নিশ্চিত। সু জিয়াঙ্গ নিজেও বেইজিংয়ে আসছে। আমার সোর্স এটাও জানিয়েছে যে, আগামীকাল কাই টাক থেকে বেইজিংয়ের সকাল ফ্লাইট বুক করা ছিলো। কিন্তু সু'এর নির্দেশে কিছু সিট বিশেষভাবে রিজার্ভ করা হয়। এর মানে দাঁড়ায় আসল প্যাসেঞ্জারকে বাতিল ক'রে কারো জন্য সিট বুক করা হয়েছে।"

"বেইজিংয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো," চাইনীজ অফিসারটিও দিকে তাকিয়ে বললো বর্ন। "সকালের প্রথম ফ্লাইটটাতেই যাবো, এর জন্যে যা যা দরকার করো। তোমাকে প্রচুর টাকা দেয়া হবে।"

"ডেল্টা, পাগলের মতো বোকো না! পিকিংয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না," আর্তনাদ করলো দাঁজু।

"কেন? আমাদের দু'জনেরই পাসপোর্ট আছে, আর ওখানে বিভিন্ন দেশ থেকে আসা টুরিস্টও আছে। আমরা ওদের ভিড়ে মিশে গেলে কেউ চিনতে পারবে না! তাছাড়া কেউ আশাও করছে না আমরা ওদের ধাওয়া করতে ওখানে যাবো।"

"মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভাবো!" বললো ইকো। "ওখানে যাওয়া মানে ওদের জালে পা দেয়া। ওরা যদি কোনোভাবে আমাদের আসার কথা টের পেয়ে যায় তাহলে আমরা দু'জনেই মরবো! তাছাড়া আমি নিশ্চিত ওই গুপ্তঘাতক কয়েক দিনের মধ্যেই আবার এখানে দেখা দেবে!"

"আমার হাতে অতো সময় নেই!" শান্তকণ্ঠে বললো বর্ন। "তোমার এই শিষ্য দু'বার আমার হাত থেকে ফস্‌কে গেছে, তৃতীয়বারও আমি তা হতে দিতে পারি না।"

"তুমি কি মনে করো চায়নাতে তুমি ওকে কাবু করতে পারবে?"

"হ্যা, কারণ ও ভাবছে ওখানে কেউ ওর জন্য ফাঁদ পাতবে না।"

"পাগল! তুমি পাগল হয়ে গেছো!"

"সব কিছুর ব্যবস্থা করো," চাইনীজ অফিসারটির দিকে তাকিয়ে বললো জেসন। "টিকেটাগুলো হাতে পাওয়ার পর আমি তোমাকে পঞ্চাশ হাজার আমেরিকান ডলার দেবো।"

"পঞ্চাশ হাজার...?" গামা লোকটি মুখ হা ক'রে বর্নের দিকে তাকিয়ে রইলো।

পিকিংয়ের এয়ারপোর্টটি আর বাকি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টগুলোর মতোই বিশাল আকৃতির। রানওয়েরগুলোর কোনো কোনোটা প্রায় দু'মাইল পর্যন্ত লম্বা। অন্য

BanglaBook.org

এয়ারপোর্টগুলোর সাথে যদি এর কোনো পার্থক্য থেকে থাকে, তাহলে এর ডোম আকৃতির টার্মিনালটা, যার গা ঘেষে আবার একটা হোটেল গড়ে উঠেছে।

বর্ন আর দাঁজু তেমন কোনো ঝামেলা ছাড়াই এয়ারপোর্টের চেকিং কাউন্টারগুলো পার করলো। সম্ভবত তাদের চীনা ভাষার দক্ষতা এক্ষেত্রে তাদের কাজে এসেছে।

"একটা বিষয় আমি বুঝতে পারছি না," বললো ফ্রেঞ্চম্যান, তারা দু'জনই একটা ইলেকট্রনিক বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, দিনের সকল ফ্লাইটের সময়সূচী দেয়া আছে যেখানে। "কমান্ডো কেন এ ধরণের কোনো সাধারণ বাণিজ্যিক ফ্লাইটে ক'রে আসবে? সে যে লোকের হয়ে কাজ করছে তিনি চাইলেই তো যে কোনো গভর্নমেন্ট বা মিলিটারি এয়ারক্রাফট তার জন্য পাঠাতে পারতো?"

"হ্যা, কিন্তু সে ধরনের এয়ারকাফটও পারমিশন নিয়েই ব্যবহার করতে হয়। যে ব্যবহার করবে তাকে কিছু পেপারে সাইন করতে হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে তাও পরিস্কার জানাতে হয়। আমরা দু'জনই জানি কমান্ডোর ক্লায়েন্ট তার সাথে দুরত্ব বজায় রাখতে ইচ্ছুক আর তাই এই সু জিয়াঙ্গ এবং তোমার কমান্ডো বাণিজ্যিক বিমান ব্যবহার করছে। অন্তত আমার তাই মনে হচ্ছে।"

"আরেকটা প্রশ্ন! তুমি তো জানোই সে অত্যন্ত বিপজ্জনক, তাই তাকে যদি ধরতে পারো তাহলে এখান থেকে বের ক'রে নিয়ে যাবে কিভাবে, ভেবে দেখেছো?"

"আমার সাথে টাকা আছে, আমেরিকান টাকা! এতো টাকা যে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। টাকা দিয়ে সবকিছুই সম্ভব। এগুলো আমার জ্যাকেটের সেলাইয়ের ভেতরে বিশেষ কায়দায় রাখা আছে। আমি তাকে ঠিকই ধরে নিয়ে যাবো!"

"ওহ্, তাই তুমি তোমার জ্যাকেটটাকে এতো আগলে রাখছো?"

"এখানেই অপেক্ষা করো, কাই টাক থেকে পরবর্তী প্লেনটা আরো বারো মিনিট পরে আসার কথা। কিন্তু চায়নার সময়সূচীর যা অবস্থা, তাতে বারো মিনিটের জায়গায় দু'মিনিটও লাগতে পারে আবার বারো ঘণ্টাও লাগতে পারে। আমি ততোক্ষণে আমাদের জন্য দুটো গিফট কিনে আনছি!"

"বিরক্তিকর," বিড়বিড় ক'রে বললো ফ্রেঞ্চম্যান, প্রচণ্ড ক্লান্তিতে তার মুখ দিয়ে ঠিকভাবে কথাই বেরোলো না।

ফিরে এসে দাঁজুকে টেনে এক কোণার একটা ফাঁকা বন্ধ ইমিগ্রেশন দরজার কাছে নিয়ে গেলো জেসন। তারপর নিজের জ্যাকেটের ভেতরের পকেট থেকে একটা লম্বা, চিকন উজ্জ্বল রঙের বাক্স বের করলো। উপরের গলাটা সরাতেই ভেতরের তুলতুলে নরম বেল্টের মধ্যে, চিঠির মোড়ক খোলার কাজে ব্যহৃত হয় এমন দুটো সরু, ধারালো পিতলের ব্লেড দেখা গেলো। এগুলোকে লেটার ওপেনার বলে।

BanglaBook.org

"একটা নাও," বললো জেসন। "বেল্টের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখো।"

"হ্যা, আমার মনে আছে," বললো দাঁজু। "মেডুসাতে থাকার সময়ে একদিন এক গুর্খা দশ ফিট দূরের এক শত্রুকে ছুরি মেরে কাবু করেছিলো। তার পরদিনই তুমি ওই গুর্খাকে আদেশ করেছিলে আমাদেরকে ছুরি ছোড়া শেখাতে।"

"তুমি কেমন শিখেছিলে?"

"ভালোই। যদিও আমার বয়স তোমাদের চেয়ে বেশি ছিলো, কিন্তু এটা শিখতে বেশি শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হতো না। তাছাড়া পরবর্তী সময়ে আমি নিয়মিত প্র্যাকটিসও করেছি।"

জেসন ফ্রেঞ্জম্যানের দিকে তাকালো। "কথাটা হাস্যকর শোনাতে পারে, কিন্তু সত্যি বলছি ওসবের কিছুই আমার মনে নেই।"

দীর্ঘ অপেক্ষার পালা শুরু হলো এবার, আর বর্নের লো ইয়ু'র স্টেশনে অপেক্ষার কথা মনে পড়ে গেলো। একের পর এক ট্রেন আসছে, কিন্তু তার টার্গেটের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। শেষমেষ এক বয়স্ক খোঁড়া লোকের হঠাৎ চালচলনের পরিবর্তনই তাকে তার টার্গেটের দেখা পাইয়ে দিলো। কাই টাক থেকে রওনা দেয়া ১১টা ৩০-এর প্লেনটা দু'ঘণ্টা লেট করেছে। বাসস্টপে আরো কমপক্ষে আধাঘণ্টা যাবে...

"ওই যে সে!" ইমিগ্রেশন ডোর দিয়ে বের হওয়া একটা লোকের দিকে ইঙ্গিত করে ছটফট ক'রে উঠলো দাঁজু।

"লাঠি হাতে?" প্রশ্ন করলো জেসন। "খোড়া লোকটা তো?"

"ওর জীর্ণ পোশাকে ওর চওড়া কাঁধকে লুকোতে পারছে না!" বিস্মিত কণ্ঠে বললো ইকো। "পাকা চুলগুলোও নতুনের মতো চকচক করছে, সে ঠিকমতো ব্রাশ করে নি। কালো রোদচশমাটা একটু বেশিই চওড়া। আমাদের মতোই সেও ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। তোমার ধারণা ঠিক। বেইজিংয়ে আসার নির্দেশ সে অমান্য করতে পারে নি, তাছাড়া সে কিছুটা বেপরোয়াও হয়ে উঠেছে।"

"বিশ্রাম একটি হাতিয়ার এই একথাটা সে অবজ্ঞা করেছে," বললো বর্ন।

"হ্যা, গতরাতের বাটটাকের ঘটনায় তার যথেষ্ট খাটাখাটুনি গেছে, কিন্তু তাসত্ত্বেও আজকে তাকে আসতে হয়েছে।"

"সে এয়ারপোর্টের হোটেলটার দিকে এগোচ্ছে," বললো বর্ন। "এখানেই থাকো, আমি ওকে ফলো করছি। ও তোমাকে চিনতে পারলে দৌড়ে পালিয়ে যাবে।"

"সে তোমাকেও চিনে ফেলতে পারে!"

"তার সম্ভাবনা কম। এই চোর-পুলিশ খেলাটা আমিই আবিষ্কার করেছিলাম, আর আমি জানি তা কিভাবে খেলতে হয়। ভয় পেও না, আমি একটু দূরে দূরেই থাকবো। তুমি এখানেই থাকো। আমি আবার ফেরত আসবো।"

ক্যানভাস ব্যাগটি হাতে নিয়ে জেসন চিন্তিত প্যাসেঞ্জারের মতো ভাবভঙ্গি ক'রে সামনে এগিয়ে গিয়ে হোটেলে যাওয়ার প্যাসেঞ্জার লাইনের শেষে দাড়ালো। তার

BanglaBook.org

মনোযোগ মাথায় চক্‌চকে পাকা চুলওয়ালা লোকটির ওপর। দু'বার এই প্রাক্তন বৃটিশ কমান্ডো পিছন ফিরে দেখলো আর তার কাঁধ নড়ার সাথে সাথে জেসনও ঘুরে ঝুঁকে এমন একটা ভাব করলো যেনো তার প্যান্ট থেকে কোনো পোকা বা ধুলো ঝেড়ে সরাচ্ছে সে; নিশ্চিত করলো, কোনোভাবেই চেহারা বা শরীর যেনো কমান্ডোর দৃষ্টিসীমার মধ্যে না থাকে।

রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারের ভিড় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, জেসন এখন পাশের লাইনে, সেই গুপ্তঘাতক থেকে মাত্র আটজনের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। কমান্ডো মহিলা ক্লার্কটির দিকে এগিয়ে গিয়ে তার কাগজপত্র দেখিয়ে রেজিস্টারের সাইন করলো, তারপর তার লাঠি নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ডান দিকের বাদামি রঙের লিফটগুলোর দিকে এগিয়ে গেলো। ছয় মিনিট পরে বর্নও একই ক্লার্কের মুখোমুখি হলো। তবে সে মানদারিন ভাষায় কথা বলতে শুরু করলো।

"নি নেঙ্গ বাঙ্গ—ঝু ইয়ো মা?" সে বললো। "হঠাৎ বিশেষ একটা কাজ পড়ায় আমাকে আসতে হয়েছে কিন্তু থাকার কোনো জায়গা ঠিক করা হয় নি। শুধু আজকের রাতটা হলেই চলবে। আগে থেকে কোনো রিজার্ভেশন দেয়া হয় নি।"

"আপনি আমাদের ভাষা বেশ ভালো রপ্ত করেছেন," বললো ক্লার্কটি, তার বাদামি চোখ দুটোতে আন্তরিকতার ছাপ। "আপনাদের জন্যই আমরা সম্মানিত বোধ করি।"

"আমি এখানে থেকে আরো ভালো কিছু ক'রে যেতে চাই। আমি আসলে একটা শিক্ষাসফরে এসেছি।"

"আমার জন্য এরচেয়ে ভালো উদ্দেশ্য আর হয় না। আমি দেখছি আপনার জন্য কি করা যায়। খুব বেশি জাঁকজমকপূর্ণ রুম হয়তো পাওয়া যাবে না।"

"বেশি জাঁকজমকপূর্ণ রুমের খরচ আমি বইতেও পারবো না," লজ্জিত কণ্ঠে বললো জেসন। "আমার একজন রুমমেট আছে সাথে, প্রয়োজন পড়লে আমরা রুম শেয়ার করতেও রাজি আছি।"

"আমার মনে হয় এতো সংক্ষিপ্ত নোটিশে সেটাই আপনাদের জন্যে ভালো হবে।" ক্লার্ক তার হাতে একটা কার্ড তুলে ধরলো। "এই যে," বললো সে। "দ্বিতীয় তলার পেছন দিকের একটা সিঙ্গেল রুম। আমার মনে হয় এটার খরচ আপনার পোষাবে—"

"এতেই চলবে," মাথা দুলিয়ে বললো বর্ন। "আচ্ছা, কিছুক্ষণ আগে আমি একজন লোককে এই লাইনে দাঁড়াতে দেখেছিলাম, মনে হয় আমি তাকে চিনি। তিনি ওইদিকে গেলেন, একজন বয়স্ক প্রফেসর, ইংল্যান্ডে থাকতে তিনি আমাদের ক্লাস নিতেন। পাকা চুল, সাথে একটা লাঠি...আমি নিশ্চিত তিনিই আমাদের ক্লাস নিতেন।"

"ওহ্, আচ্ছা, দাঁড়ান দেখছি," ক্লার্ক এবার সদ্য পূরণ করা রেজিস্ট্রেশন কার্ডগুলো আলাদা ক'রে দেখতে লাগলো। "তার নাম ওয়াডস্‌ওর্থ, জোসেফ ওয়াডস্‌ওর্থ। তিনি তিনশো পচিশ নাম্বার রুমে উঠেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়

BanglaBook.org

আপনি ভুল করছেন। পেশার জায়গায় তিনি লিখেছেন অয়েল কনসালটেন্ট।"

"ওহ্, তাহলে ভুল দেখেছি," লজ্জিতভাবে মাথা দু'দিকে নাড়িয়ে বললো বর্ন। তারপর রুমের চাবিটি নিয়ে নিলো সে।

"আমরা ওকে এখনই ধরতে যাচ্ছি!" বর্ন দাঁজুর বাহু ধরে টার্মিনালের কোণা থেকে টেনে আনতে আনতে বললো।

"এখনি? এতো সহজে? এতো জল্‌দি? অসাধারণ!" বললো দাঁজু।

"ঠিক তার বিপরীত," হোটেলের ভিড়ের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে বললো বর্ন। "খুবই সাধারণ! তোমার কমান্ডোর মনোযোগ এখন বিভিন্ন বিষয়ে আটকে আছে। তাকে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে হবে। নিজে থেকে অপারেটরের মাধ্যমে কাউকে ফোন করার ঝুঁকিও নিতে পারবে না। সম্ভবত কারো কলের জন্য অপেক্ষা করবে সে।"

তারা একটি কাঁচের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো, চারদিকে একবার ভালো ক'রে দেখে নিয়ে লম্বা কাউন্টারটির বাম দিকে এগিয়ে গেলো। বর্ন দ্রুত বলে চললো, "গতরাতের কাই টাকের মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর সে মানসিক চাপে থাকবে। তারওপর সে জানে, যে লোকটি গাড়ির নীচের বোমাটি চিহ্নিত করেছে সেই একই লোক তার চেহারাও চিনে ফেলেছে। নিজের প্রতিরক্ষার জন্যেই সে তার ক্লায়েন্টকে পূর্ব পরিকল্পিত কোনো স্থানে একা আসতে বলবে।" তারা উপরে ওঠার একটা সিঁড়ি খুঁজে পেয়ে সেটা দিয়ে উঠতে লাগলো। "আর সে তার পোশাকও বদলে ফেলবে। একই পোশাকে আর একই মেকআপ দু'দুবার বের হবার ঝুঁকি সে নিতে পারবে না। সে অন্য কোনো ব্যক্তির রূপ নকল করবে।" তারা থার্ড ফ্লোরে উঠে গেলে জেসন তাদের রুমের দরজার লক্ খুলতে লাগলো। "আমার ওপর আস্থা রাখো, ইকো। আমি নিশ্চিত, তোমার কমান্ডো এখন কোনো গভীর চিন্তায় ডুবে আছে," শীতলকণ্ঠে বললো বর্ন।

ক্যানভাস ব্যাগটা কাঁধে থেকে নীচে নামিয়ে জেসন ধীরে ধীরে সিঁড়ির পাশের দরজাটি ফাঁক ক'রে উঁকি দিলো। দু'জন পিনস্ট্রাইপ সুট পরা লোক করিডোর দিয়ে হেটে আসছে, তাদের কথা শুনে বোঝা গেলো রুম সার্ভিসের যাচ্ছে তাই অবস্থার জন্যে খুবই অসন্তুষ্ট তারা। লোক দুটোর উচ্চারণ শুনে মনে হলো বৃটিশ, তারা দরজা খুলে তাদের রুমের ভেতর ঢুকে গেলো। রুম নাম্বারগুলো দরজার ওপরে চাইনীজ আর ইংরেজি ভাষায় লেখা।

তিনশো একচল্লিশ, তিনশো উনচল্লিশ, তিনশো সাইত্রিশ...রুমগুলো হাতের ডান দিকে অবস্থিত। বর্ন আর টিআনজু সেদিকেই ধীরে ধীরে হাটতে থাকলো। তিনটি ভারতীয় দম্পতি হঠাৎ একটা বাদামি লিফট থেকে আবির্ভূত হলো। মহিলাগুলো শাড়ি পরা আর লোকগুলো টাইট ফিটিং ট্রাউজার আর শার্ট পরে আছে। তারা বর্ন আর টিআনজুকে পাশ কাটিয়ে তাদের রুমের দিকে এগিয়ে গেলো।

তিনশো পয়ত্রিশ, তিনশো তেত্রিশ...দুই ভারতীয় দম্পতি তাদের রুমের লক্

BanglaBook.org

খুলতে গিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়েছে। বিভিন্নভাবে চাবি ঘুরিয়ে, ঝাঁকাঝাকি করেও যখন কাজ হচ্ছিলো না তখন দরজায় কষে লাথি বসিয়ে তা খুলতে সক্ষম হলো তারা। হাতের লাগেজগুলো নিয়ে যার যার রুমে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলো তারা। তিনশো উনত্রিশ, তিনশো সাতাশ, তিনশো পচিশ...এই সেই রুম। পুরো করিডোর এখন ফাঁকা। দরজার ভেতর থেকে প্রাচ্যদেশীয় গানের সুর ভেসে আসছে। নিশ্চয় রেডিওটা উঁচু ভলিউমে ছাড়া আছে। জেসন দাঁজুকে টেনে দরজা থেকে একটু দূরে সরিয়ে আনলো।

"আমার ওই গুর্খার ছুরি ছোড়ার কোনো ঘটনা মনে নেই—"

"কিন্তু ছুরি কিভাবে ছুড়তে হয় তা তোমার ঠিকই মনে আছে," বাঁধা দিয়ে বললো ইকো।

"হয়তো, কিন্তু সেটা নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। এখান থেকেই আমাদের অপারেশন শুরু। আমি ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকবো আর তুমিও সাথে সাথে আমার পেছন পেছন ঢুকবে। তোমার পিতলের ব্লেডটা তৈরি রাখো। কিন্তু একটা কথা মাথায় থাকে যেনো, এটা শুধু তখনই ছুড়বে যখন তোমার আর কোনো উপায় থাকবে না। আর যদি এটা ছুড়তেই হয় তবে তার পায়ে লক্ষ্য ক'রে ছুড়বে। কোনোভাবেই কোমরের উপরের অংশে ছুড়বে না। আমি তাকে জীবিত চাই।"

"তুমি একজন বয়স্ক মানুষের নিশানার ওপর বেশিই ভরসা করছো।"

"আশা করি তুমি আমাকে হতাশ করবে না। দরজাগুলো প্লাইউডের তৈরি। তোমার কমান্ডো ভেতরে কোথাও রয়েছে। সে তার পরবর্তী পরিকল্পনায় বুঁদ হয়ে আছে, আমাদের কথা তার মাথায় নেই। এই সুযোগ! এখনই আমরা তাকে ধরতে পারি! রেডি?"

"রেডি!" ফ্রেঞ্চম্যান তার বেল্ট থেকে পিতলের ধারালো লেটার ওপেনারটা বের করলো। সেটা দু'আঙুলে ধরে নিশানা করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হলো সে। জেসন রুম নম্বর ৩২৫-এর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তার পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত। একবার দাঁজুর দিকে তাকালো সে। ইকো মাথা দুলিয়ে সম্মতি দিতেই জেসন তীব্রবেগে দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো; তার বাম পা দরজার লকের নীচে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলে দরজাটা দাড়ম ক'রে খুলে গেলো, লকের নীচের কিছুটা কাঠ থেবড়ে গেছে; তক্তার সাথে দরজার গায়ে লাগানো কয়েকটা স্ক্রু আর নাটবল্টু খুলে যাওয়ায় আলগা হয়ে গেলো দরজাটা।

বর্ন লাফ দিয়ে রুমের মেঝেতে পড়ে পরপর দু'বার ডিগবাজি খেয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। তার চোখ রুমের চারপাশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

"হাত তোলো?" চেঁচিয়ে উঠলো দাঁজু।

রুমের ভেতরের একটি দরজা থেকে একটা লোক বেরিয়ে এলো, সেই পাকা চুলওয়ালা লোকটি। জেসন তার পায়ে ভর দিয়ে উঠে লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। লোকটির মাথার চুল ধরে টেনে তাকে দরজার ওপরে ছুড়ে ফেলে দিলো সে। দরজায় বাড়ি খেয়ে ধপাস ক'রে মেঝেতে পড়ে গেলো লোকটা। বর্ন আবার

BanglaBook.org

আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে যেতেই ফ্রেঞ্চম্যান চিৎকার ক'রে উঠলো।

"ডেল্টা! থামো!"

বর্ন থামলো, তার দৃষ্টি ফ্রেঞ্চম্যানের দিকে।

"ভালো ক'রে দেখো," কাঁপাকাঁপা কণ্ঠে বললো দাঁজু।

জেসন ধীরে ধীরে মাটিতে পড়ে থাকা লোকটির দিকে এগিয়ে গেলো, তার শক্ত হাত দুটি দিয়ে লোকটির জামা ধরে তাকে তুলে ধরলো। জেসন চামড়া কোচকানো, পাঁকা চুলওয়ালা একজন দুর্বল বয়স্ক লোককে ধরে আছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২২

মেরি বিছানায় শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। জানালা দিয়ে আসা দিনের ঝাঁঝালো রোদে ছোটো ঘরটি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। মেরির মুখ বেয়ে ঘাম ঝড়ে পড়ছে, তার পাতলা ব্লাউজ ঘেমে লেপ্টে আছে তার গায়ের সাথে। রাস্তা থেকে দিনের হৈ-হল্লা, লোকজনের চেঁচামেচি, বাইসাইকেলের বেল আর বাস ট্রাকের হর্নের শব্দ ভেসে আসছে। সেগুলো চুপচাপ শোনা ছাড়া মেরির আর কিছুই করার নেই। যতোক্ষণ না স্টেপলস্ তাকে ফোন করছে ততোক্ষণ হয়তো তাকে এভাবেই থাকতে হবে। স্টেপলস্ কাল রাতে তাকে ফোন করেছিলো। ক্যাথরিন তাকে জানায় যে, কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে। সে আরো বলে, সে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে দেখা করতে যাচ্ছে যে হয়তো মেরি এবং ওয়েবকে সাহায্য করতে পারবে। মেরিকে চুপচাপ ফ্ল্যাটেই থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়। "সকালের শুরুতেই আমি তোমাকে ফোন করবো," বলেই ক্যাথরিন লাইনটা কেটে দেয়।

ভোরের প্রথম আলোতেই মেরির ঘুম ভেঙে গেছে। ৮টা ৩০ পার হয়ে ৯টা বেজে গেলো, কিন্তু ক্যাথরিন স্টেপল্সের কোনো ফোন আসছে না। তবে ৯টা ৩৫ বাজার পরেও ফোন না আসায় মেরি ছটফট করতে শুরু করলো। সে আর চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারলো না। মেরি স্টেপল্সের হংকংয়ের ফ্ল্যাটে ফোন করলো, কিন্তু কেউ সাড়া দিলো না। অস্থিরতায় সে কনসুলেটের অফিসেই ফোন ক'রে বসলো।

"স্যরি, মিস্, মিসেস স্টেপল্সের সাথে আমরাও যোগাযোগ করতে পারছি না। তিনি কাউকে কিছু বলে যান নি। হাই কমিশনও তাকে খুঁজছে। আপনি আপনার নাম্বারটা দিন, তিনি আসলে আমরা তাকে—" রিসেপশনিস্টের কথা শেষ হওয়ার আগেই মেরি লাইনটা কেটে দিলো। যতোদূর মেরি জানে ক্যাথরিন কখনও দেরি ক'রে ঘুম থেকে ওঠে না। কিন্তু ১০টা বাজতে চললো, তাও সে ফোন করছে না কেন? চিন্তায় যেনো মেরির সময় আর কাটতে চাইছে না। প্রতিটি মিনিটই যেনো তার কাছে একেকটা ঘণ্টার মতো লাগছে। আরো প্রায় ১২ মিনিট পার হয়ে গেলো আর তখনই ফোনটা বেজে উঠলো।

"মেরি?"

"ক্যাথরিন, সব ঠিক আছে তো?"

"হ্যা, সব ঠিক আছে।"

"তুমি বলেছিলে দিনের শুরুতে ফোন করবে। এতো দেরি হওয়ার আমি চিন্তায় মারা যাচ্ছিলাম!"

"আমি পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে বলছি। আমি বেশি সকালে ফোন করি নি কারণ আমি চাইছিলাম তুমি ভালো ক'রে বিশ্রাম নাও। নিজেকে শান্ত রাখো মেরি, পরিস্থিতিকে তুমি যতো ভয়াবহ ভাবছিলে আসলে ততোটা ভয়াবহ নয়। সবকিছু ঠিক আছে, তুমি শুধু নিজেকে শান্ত রাখো!"

BanglaBook.org

এক মুহূর্তের জন্য মেরির কেন জানি মনে হলো কোথাও একটা গণ্ডগোল হয়েছে। "আমি শান্তই আছি, তুমি ঠিক কি বলতে চাইছো?"

"আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, তোমার স্বামী এখনও জীবিত আছে।"

"তাই থাকার কথা, সে তার কাজে সবচে সেরা। তুমি আমাকে কিছুই খুলে বলছো না। কাল রাতে তুমি কি বলছিলে? কার সাথে দেখা করার কথা বলছিলে?"

"আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমার কাছে আসছি!"

"ক্যাথরিন, আমি তোমার কাছে কিছু জানতে চাচ্ছি!"

"আমি তোমার প্রশ্নের জবাব নিয়ে নিজেই হাজির হচ্ছি। রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম। তবে এক দেড় ঘণ্টার বেশি লাগবে না।"

"তুমি যে লোকটির কথা বলেছিলে, সেও কি তোমার সাথে আসছে?" প্রশ্ন করলো মেরি।

"না। আমি একা আসছি। আমার সাথে কেউ থাকবে না। আমি আগে তোমার সাথে কথা বলতে চাই। তারপর তুমি তার সাথে দেখা করতে পারো।"

"ঠিক আছে।"

স্টেপল্‌সের কণ্ঠস্বরটা কি কিছুটা উদ্ভট শোনাচ্ছিলো? কথাগুলো কেন যেনো খাপছাড়া! হয়তো পাবলিক ফোনে সে কথাগুলো বলতে চাইছিলো না। কিন্তু যে স্টেপল্‌সকে সে চেনে, সে তার অস্থিরতা কমানোর জন্য যতোটুকু তথ্যই জানতো সব উগড়ে দিতো। যতো নগন্য তথ্যই হোক না কেন! কিন্তু তার বদলে এখন যে ধরনের কথা মেরি শুনলো তাতে কিছুটা ডিপলোম্যাটের ছোঁয়া ছিলো। কোথাও একটা সমস্যা হয়েছে, কিন্তু মেরি তা ধরতে পারছে না। অথচ ক্যাথরিনই এখন পর্যন্ত তাকে বাঁচিয়ে এসেছে। মেরির উচিত তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা, কিন্তু তার পরিবর্তে মেরির কেন জানি সন্দেহ হতে শুরু করলো। মেরি আর কিছু ভাবতে পারলো না। তার মাথা ঘুরাচ্ছে। এই বদ্ধ ঘরে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। সে ঠিক করলো কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গিয়ে হাওয়া খেয়ে আসবে।

তুয়েন মুনের এই ফ্ল্যাটে আসার পথেই ক্যাথরিন মেরির জন্য কিছু কাপড় আর একটা ব্যাগ কিনে দিয়েছিলো। ব্যাগে সে কিছু টাকাও ভরে দেয়, এই ভেবে যে, বিপদে কাজে লাগতে পারে। তুয়েন মুনের এ অঞ্চলে সাদা চামড়ার বিদেশী সহজে দেখা যায় না। তাই মেরির মনে প্রশ্ন জেগেছিলো, ফ্ল্যাটটা কার? কিন্তু ক্যাথরিন তাকে সেটা খুলে বলে নি, জবাবে শুধু বলেছিলো, একজন বন্ধুর।

মেরি তার নতুন কেনা ঢোলা স্কার্ট আর সাদা টপটা পরে সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ব্যস্ত রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। চারদিকে উৎসুক পথচারীর দৃষ্টি তার ওপর। মেরির একবার মনে হলো তার ফ্ল্যাটে ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু এই কয়েক মুহূর্তের স্বাধীনতাকে উপেক্ষা করতে সে পারলো না। ওই দমবন্ধ ঘরে সে এখনই ফিরছে না। মেরি ধীরে ধীরে হাটতে লাগলো; তার পায়ে এখনও কিছুটা ব্যথা আছে। খোলা আকাশের নীচের দালান, রঙ বেরঙের সাইনবোর্ড আর রাস্তার লোকগুলোর হৈচৈ তার খুব ভালো লাগছে। নিজেকে তার আর একা মনে হচ্ছে

BanglaBook.org

না।

মেরি হাটতে হাটতে একটা অসম্পূর্ণ রাস্তার মাথায় এসে পৌছালো। রাস্তার কাজ এখনো শেষ হয় নি, লেভেলিং মেশিন পাশেই পড়ে আছে, আর তার সামনে দুটো সাইনবোর্ডে চাইনীজ ভাষায় কিছু একটা লেখা। সামনে থেকে হালকা ঢেউয়ের শব্দ ভেসে আসছে। আর কিছুটা সামনে গেলেই বিচের দেখা পাওয়া যেতে পারে। আশেপাশে কেউ নেই। সম্ভবত রাস্তার কাজ চলছে দেখে জনসাধারণের চলাচল আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। মেরি ধীরে ধীরে হেটে ভাঙা রাস্তাটি পার হয়ে একটি জনমানবহীন সমুদ্র সৈকতে পৌছালো। বিচটির এদিকে সেদিকে কিছু বড় পাথরের টুকরো ছড়িয়ে আছে। মেরি তারই একটিতে বসে সমুদ্রের দিকে উদাসী মনে তাকিয়ে রইলো। দূরে তুয়েন মুনের মোটর বোটগুলোকে বন্দরে ভিড়তে দেখা যাচ্ছে। আর কিছু মোটরবোট নিশ্চয় পিপল্‌স রিপাবলিকের দিকে যাচ্ছে। ভেবে অবাক হলো সে হংকং থেকে এ জায়গাগুলো কতো পিছিয়ে আছে।

"জিঙ্গ স্যার," একটি পুরুষ কণ্ঠ তার পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলো।

"শেইর," দ্বিতীয় একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। *"নি জাই ঝের গান শেমা?"*

মেরি ঘুরে তাকালো। অসম্পূর্ণ রাস্তার দিক থেকে দু'জন চাইনীজ লোক তার দিকে দৌড়ে আসছে। লোক দুটো তার দিকে তাকিয়েই চিৎকার করছে, তাকে উদ্দেশ্য করেই কথাগুলো বলা হয়েছে। হতভম্বভাবে মেরি উঠে দাঁড়ালো। লোক দুটি প্রায় তার কাছে সে পড়েছে এখন। দু'জনেই কিছুটা প্যারামিলিটারি ধরনের পোশাক পরা, আরো ভালো ক'রে দেখতেই মেরি বুঝতে পারলো তাদের দু'জনেরই বয়স কম, সর্বোচ্চ বিশ হতে পারে।

"বু ঝিঙ্গ," লম্বা ছেলেটা চেঁচালো, পেছন দিকে একবার দেখে নিয়ে। তারপর তার সঙ্গীকে ইঙ্গিত করলো মেরিকে ধরার জন্য। দ্বিতীয় ছেলেটি দ্রুত পেছন থেকে মেরির হাত দুটো চেপে ধরলো।

"থামো!" মেরি আর্তনাদ ক'রে উঠলো, নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলো সে। "তোমরা কারা?"

"ম্যাডাম, ইংরেজি মারাচ্ছে," বললো লম্বা ছেলেটা।

"আমিও ইংরেজি মারতে পারি," গর্বের সাথে বললো সে, একটু অদ্ভুত উচ্চারণ ভঙ্গিতে।

"তাহলে তোমার বন্ধুকে বলো আমার হাত দুটো ছাড়তে!"

"মেয়েরা আমাকে আদেশ করে না, আমি মেয়েদেরকে আদেশ করি," সামনে এগিয়ে এসে বললো ছেলেটা, তার চোখ লোভনীয় দৃষ্টিতে মেরির বুকের ভাঁজের দিকে আঁটকে আছে। "এটা একটা নিষিদ্ধ রাস্তা, নিষিদ্ধ সৈকত, ম্যাডামের চোখে কি সাইনবোর্ড দুটো পরে নি?"

"আমি চাইনীজ পড়তে পারি না। আমি দুঃখিত, আমি এখনই চলে যাচ্ছি। খালি তোমার বন্ধুকে আমার হাত ছাড়তে বলো।"

BanglaBook.org

হঠাৎ মেরি উপলব্ধি করলো পেছনের ছেলেটি তার শরীর দিয়ে মেরির শরীরকে জাপটে ধরার চেষ্টা করছে। "থামো!" সে অনুনয় ক'রে বললো, হাল্কা একটা হাসির শব্দ তার কানে ভেসে আসছে।

"আমার সন্দেহ হচ্ছে, ম্যাডাম হয়তো পিপল্‌স রিপাবলিকের কোনো ক্রিমিনালের সাথে দেখা করতে এখানে এসেছে? হয়তো দূরের কোনো মোটর বোটে সে সিগনাল পাঠাচ্ছে," লম্বা ছেলেটির দু'হাত মেরির ব্লাউজের দিকে এগিয়ে গেলো। তার আঙুলগুলো বোতাম খোলার চেষ্টা করছে। "ম্যাডাম মনে হয় এর ভেতরে রেডিও সিগনালের ডিভাইস লুকিয়েছেরে। এগুলো খুঁটিয়ে দেখা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।"

"শুয়োরের বাচ্চা, তোর হাত সরা!" মেরি একটা লাথি মারার চেষ্টা করলো। পেছনের ছেলেটি মেরির কোমড় জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলতেই সামনের ছেলেটি মেরির পা দুটি ধরে ফেললো। মেরি আর নড়তে পারছে না। সে চেঁচানোর চেষ্টা করতেই পেছনের ছেলেটি একহাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরে তাকে তুলে পাশের লম্বা ঘাসগুলোর দিকে নিয়ে যেতে লাগলো। মেরি চেচানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু তার মুখের ওপরের শক্ত হাতটি তাকে সে সুযোগ দিচ্ছে না। তাকে ওরা মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিলো। একটি ছেলে মেরির মুখের ওপর তার অনাবৃত পেট দিয়ে চেপে রাখার চেষ্টা করছে, যাতে সে চিৎকার করতে না পারে। আর অপরজন মেরির ঢোলা স্কার্টটি এক টানে খুলে ফেললো। মেরির পা দুটি নিজের পায়ের নীচে চাপা দিয়ে লম্বা ছেলেটি মেরির ব্লাউজ ছিড়ে ফেলে তার ব্রা আলগা ক'রে তার বুক দু'হাতে ডলতে শুরু করলো। অপর ছেলেটি পেট দিয়ে মেরির মুখ চেপে রাখার সাথে সাথে হাত দুটিও নিজের হাত দিয়ে আঁটকে রেখেছে। মেরি ছটফট করতে লাগলো, কিন্তু একটুও নড়ার বা চিৎকার করার সুযোগ পেলো না। জুরিখের সেই ভয়াল দিনটির কথা মনে পড়ে গেলো তার—যখন সে গুইশান কুয়ে'তে প্রায় ধর্ষিত হতে যাচ্ছিলো।

হঠাৎ নীচের দিকের ছেলেটির মনোযোগ একমুহূর্তের জন্য মেরির দিক থেকে সরে এলো, ছেলেটি প্যান্ট খুলে তার লিঙ্গ বের করছে। ক্ষণিকের জন্য হলেও মেরি একটা সুযোগ পেলো। সে তার মুখের ওপরের অনাবৃত পেটটিকে কামড়ে ধরলে তার দাঁত ছেলেটির মাংস ভেদ ক'রে ঢুকে গেলো, ঝড় ঝর করে রক্ত পড়তে লাগলো সেখান দিয়ে। একটা বিকট চিৎকার হওয়ার সাথে সাথে তার হাত দুটো ছাড়া পেয়ে গেলো। মেরি এবার লম্বা ছেলেটিকে ধাক্কা মেরে তার ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে হাটু দিয়ে ছেলেটির বিচিতে কষে আঘাত করে ছেলেটার চোখেমুখে খামচি আর আচড় মারতে শুরু করলো। চিৎকার করতে শুরু করলো মেরি, এতো জোরে চিৎকার সে আগে কখনও করে নি। লম্বা ছেলেটি প্রচণ্ড ব্যথায় হাত দিয়ে তার রিঙ্গ চেপে ধরে আছে। ক্ষিপ্ত হয়ে সে মেরির ওপর আবর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু ধর্ষণের চিন্তা বহু আগেই তার মাথা থেকে উবে গেছে, এখন উদ্দেশ্য শুধু কোনোভাবে মেরিকে চুপ করানো। ছেলেটির ভারে মেরির দম বন্ধ হয়ে আসছে,

BanglaBook.org

চারদিকে অন্ধকার দেখছে সে। হঠাৎ দূর থেকে কিছু লোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। উত্তেজিত কণ্ঠস্বরগুলো তাদের দিকেই ধেয়ে আসছে। মেরি তার নখ দিয়ে খামচি মেরে ছেলেটির মুখ সরিয়ে দিয়ে শেষবারের মতো সাহায্যের জন্য চিৎকার করলো।

"এখানে! এদিকে!"

বেশ কিছু লোক তাদেরকে ঘিরে ধরলে মেরি শুধু কিছু বড় থাপ্পর আর লাথি মারার শব্দ শুনতে পেলো। মেরির কাছে চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে, সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। জ্ঞান হারানোর আগ পর্যন্ত তার মাথায় শুধু একটি কথাই ঘুরতে লাগলো। ডেভিড! ঈশ্বরের দোহাই, কোথায় তুমি? আমি যে আর পারছি না! তার জ্ঞান ফিরলো একটা ছোট্ট জানালাহীন ঘরে। একটি স্বল্পবয়সী চীনা যুবতি ঠাণ্ডা সুগন্ধি কাপড় দিয়ে তার মুখ মুছে দিচ্ছে। "কোথায়...? এটা কোন্ জায়গা? আমি কোথায়?" ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো মেরি।

মেয়েটি মিষ্টি ক'রে হাসলো, আলতোভাবে মাথা দুলিয়ে দরজার বাইরে দাড়ানো চীনা লোকটির দিকে তাকালে মেরি লোকটিকে ভালোভাবে দেখলো, বয়স সম্ভবত তিরিশের কাছাকাছি, ট্রপিকাল স্টাইলের পোশাক পরা।

"আগে আমার পরিচয় দিয়ে নিই," পরিস্কার ইংরেজিতে বললো লোকটা। "আমার নাম জিতাই। আমি হ্যাঙ্গচোউ ব্যাঙ্কের তুয়েন মুন শাখায় কাজ করি। আপনি একটা ফেব্রিক শপের পেছনের রুমে শুয়ে আছেন। শপ্‌টি আমার এক বন্ধু এবং ক্লায়েন্ট, মিঃ চ্যাংয়ের। তারাই আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে, তারপর আমাকে কল ক'রে ডেকে এনেছে এখানে। আপনি ডি ডি জিঙ্গ ঝা সংঘের রাস্তার দুই গুণ্ডার পাল্লায় পড়েছিলেন। এই সংঘ সমাজ সেবার নামে নানা ধরনের অপরাধকর্ম ক'রে বেড়ায়, যদিও এদের সব সদস্য এমন নয়, অনেক ভালো মানুষও আছে। আমেরিকানদের কাছে হয়তো ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য লাগতে পারে, কিন্তু সত্য হলো এটা চায়না।

"আপনি বুঝলেন কিভাবে আমি আমেরিকান?"

"আপনার উচ্চারণ শুনে। অচেতন অবস্থায় আপনি বারবার ডেভিড নামের এক লোকের কথা বলছিলেন। নিশ্চয়ই আপনার খুব কাছের মানুষ। আপনি তাকে খোঁজার কথা বলছিলেন।"

"আমি আর কি কি বলেছি?"

"আর কোনো কিছু না। আপনার কথাগুলো অসংলগ্ন শোনাচ্ছিলো।"

"ডেভিড নামে আমি কাউকে চিনি না," দৃঢ়কণ্ঠে বললো মেরি। "হয়তো ছোটোবেলার কোনো স্মৃতি থেকে আমি আবোল তাবোল বকছিলাম, অচেতন অবস্থায় এমনটা হয়ে থাকে।"

"আমরা এসব নিয়ে ভাবছি না। আমরা শুধু সান্ত্বনা পাচ্ছি এই ভেবে যে, আপনার কোনো ক্ষতি হয় নি। যা ঘটেছে তার জন্য আমরা অত্যন্ত লজ্জিত এবং আন্তরিকভাবে দুঃখিত।"

BanglaBook.org

"কিন্তু ওই জানোয়ার, ওই গুণ্ডা দুটো কোথায়?"

"তাদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উপযুক্ত শাস্তিও দেয়া হবে তাদেরকে।"

"ওরা বাকি জীবন জেলে পচে মরুক।"

চীনা লোকটি বিষম খেলো। "তা করতে গেলে পুলিশ ডাকতে হবে, থানায় জি.ডি করতে হবে, মেজিস্ট্রেটের কাছে যেতে হবে, আরো অনেক ঝামেলা হবে।"

মেরি লোকটির দিকে তাকালো।

"এখন, আপনি যদি চান, তাহলে আমি আপনাকে পুলিশের কাছে নিয়ে যেতে পারি, তাদের কাছে সব কথা খুলে বলতে পারি। আপনার ব্যক্তিগত মতামতের জন্যই আমরা এতোক্ষণ পুলিশ ডাকি নি। এমনিতেই আপনার ওপর অনেক ঝড় ঝাপটা গেছে, তাছাড়া তুয়েন মুনের মতো জায়গায় আপনার সঙ্গেও কেউ নেই। তাই আমরা ভাবছিলাম পুলিশ ডাকাটা ঠিক হবে নাকি।"

"না, মিঃ জিতাই," আস্তে ক'রে বললো মেরি। "আমি কোনো মামলার ঝামেলায় যেতে চাই না। আমি সম্পূর্ণ ঠিক আছি, তাছাড়া আমি মনে করি প্রতিশোধ প্রবণতা মোটেও ভালো জিনিস নয়।"

"কিন্তু আমরা প্রতিশোধ প্রবণ, ম্যাডাম!"

"মানে?"

"ওই গুণ্ডা দুটোকে এমন শাস্তি দেয়া হয়েছে যে, বাসর রাতে আর কিছু করার ক্ষমতা ওদের থাকবে না।"

"তাই নাকি। ছেলেগুলো বাচ্চা—"

"হ্যা, কিন্তু আজ সকালের ঘটনার পরপরই আমরা টের পাই এটাই তাদের প্রথম অপরাধ নয়। ওরা পাষণ্ড হয়ে গেছে, তাই ওদেরকে উচিত শিক্ষা দেয়ার দরকার হয়ে পড়েছিলো।"

"আজ সকালে? ওহ্ ঈশ্বর, এখন ক'টা বাজে? আমি এখানে কতোক্ষণ ধরে শুয়ে আছি?"

ব্যাংকের লোকটি তার ঘড়িতে সময় দেখলো। "একঘণ্টার কিছু বেশি সময় ধরে।"

"আমাকে এখনই অ্যাপার্টমেন্টে ফেরত যেতে হবে। দেরি করা চলবে না।"

"আপনি একটু অপেক্ষা করুন। দোকানের মহিলা কর্মচারীরা আপনার পোশাক সেলাই ক'রে জোড়া দিচ্ছে। তারা চাইছে না আপনি ছেঁড়া কাপড়ে ফেরত যান। বেশি সময় লাগবে না।"

"আমার হাতে সময় নেই। আমাকে এখনই যেতে হবে। ওহ্, ঈশ্বর! তারওপর আমি ঠিকানাটাও ভালো ক'রে জানি না।"

"আমরা বিল্ডিংটা চিনি, ম্যাডাম! একজন লম্বা, আকর্ষণীয় শ্বেতাঙ্গ মহিলা তুয়েন মুনে এসেছে সেটা সবার নজরে পড়েছিলো। কথাটা ছড়িয়ে যায়। আমরা এখনই আপনাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি।" চাইনীজ লোকটি ঘুরে গড়গড় ক'রে চীনা ভাষায় আধা খোলা দরজার বাইরে দাঁড়ানো কাউকে কিছু একটা নির্দেশ করলো।

BanglaBook.org

হঠাৎ মেরি টের পেলো দরজার বাইরে আরো বেশ কিছু লোক ভিড় ক'রে আছে, তারা উৎসুক চোখে উঁকিঝুঁকি মারার চেষ্টা করছে। মেরি উঠে দাঁড়ালো, তার পায়ে এখনও ব্যথা, হাত দিয়ে সে তার ব্লাউজের ছেড়া অংশটুকু ঢাকার চেষ্টা করলো। দু'জন বয়স্ক চাইনীজ মিহলা ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলো। তাদের হাতে উজ্জ্বল সিল্কের কাপড়। প্রথমে একটা কাপড় দিয়ে তার বুক থেকে কোমড় পর্যন্ত পেঁচিয়ে দ্বিতীয় কাপড়টি তার স্কার্টের ওপরে পেচিয়ে একটা বেল্ট দিয়ে আটকে দেয়া হলো। কাপড় দুটোতে নিখুঁত আর সূক্ষ্ম কারুকাজ। দেখেই মনে হয় অত্যন্ত দামি।

"আসুন, ম্যাডাম," বললো ব্যাংকের লোকটি। "আমি আপনাকে পৌছে দেবো।"

তারা ফেব্রিক শপের রুমটি থেকে বের হতেই বাইরে ভিড় করা চাইনীজ নারী-পুরুষগুলো সামনে ঝুঁকে মেরিকে অভিবাদন করতে লাগলো, তাদের চোখেমুখে বেদনার ছাপ। মেরি মৃদু হাসার চেষ্টা ক'রে মাথা দুলিয়ে জবাব দিলো।

ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টটিতে ফিরে এসে সিল্কের কাপড়টা খুলে বিছানায় শুয়ে পড়লো মেরি। সকালের কুৎসিত ঘটনাটি যতোই ভুলতে চেষ্টা করলো ততোই তা বার বার ফিরে আসলো তার কাছে। চিৎকার ক'রে বিছানা থেকে উঠে পড়লো সে। হেলেদুলে কিচেনে গিয়ে একটা গ্লাস নিয়ে ট্যাপ থেকে পানি ঢাললো। হালকা গরম পানিটুকু খেয়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেলো। উদাসভাবে মেরি নীচের রাস্তার দিকে তাকালো।

ওই তো সে। ক্যাথরিন! সে একটা লোকের সাথে সাদা একটা গাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। তাদের দৃষ্টি দ্বিতীয় একটি গাড়ির পাশে দাঁড়ানো তিনটি লোকের দিকে ঘুরলো। ওরা পাঁচজনই চোখে পড়ার মতো, কারণ সারা রাস্তায় ওদের মতো পোশাকআশাক পরা আর কোনো লোক নেই। ওরা পাঁচজনই সাদা চামড়ার বিদেশী, এক সমুদ্র চীনাদের মাঝে ওদেরকে বেমানান লাগছে। ওরা প্রত্যেকেই উত্তেজিত, কোনো কারণে বিশেষ চিন্তিত, বারবার মাথা ঘুরিয়ে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে। ওই তিনজন লোকেরই চুল প্রায় একইভাবে ছাটা—মিলিটারি ধাঁচে—মেরিনদের মতো। আমেরিকান মেরিন! ক্যাথরিনের সাথে দাঁড়িয়ে যে লোকটা কথা বলছে তার চুলের কাট দেখে সিভিলিয়ান ব'লে মনে হচ্ছে। লোকটা দ্রুত কথা বলে চলেছে আর বারবার আঙুল তুলে চারপাশে কিছু একটা ইঙ্গিত করছে...মেরি লোকটাকে চেনে! ইনিই সেই স্টেট ডিপার্টমেন্টের লোকটা, যে তাদের সাথে মেইন-এ দেখা করতে এসেছিলো! আন্ডারসেক্রেটারি ম্যাকঅ্যালিস্টার! ক্যাথরিন এর সাথেই দেখা করার কথা বলেছিলো। দু'জন মেরিন রাস্তা পার হয়ে এদিকে এসে আলাদা হয়ে যেতেই মেরির কাছে সব ধাঁধা পরিস্কার হয়ে গেলো। তৃতীয় মেরিনটি ম্যাকঅ্যালিস্টারের সাথে সামান্য কিছুক্ষণ কথা বলেই তার ডান দিকে দৌড়ে যেতে লাগলো, লোকটা পকেট থেকে একটা ওয়্যারলেস বের করেছে। স্টেপলস্ আন্ডারসেক্রেটারির সাথে কথা বলতে বলতে হঠাৎ

BanglaBook.org

অ্যাপার্টমেন্টটির দিকে তাকাতেই মেরি দ্রুত জানালা থেকে সরে এলো।

আমি একাই আসবো, আমার সাথে কেউ থাকবে না। ঠিক আছে!

এটা একটা ফাঁদ! ক্যাথরিন স্টেপল্‌সকে ওরা হাত করেছে। সে আর মেরির বন্ধু নয়। মেরি বুঝতে পারলো এখনই তাকে পালাতে হবে। মেরি তার সাদা পার্সটি নিয়ে বিছানা থেকে সিল্কে কাপড়গুলো হাতে নিয়েই ফ্ল্যাট থেকে দৌড়ে বের হয়ে গেলো।

বিল্ডিং থেকে নামার দুটো সিঁড়ি আছে, ক্যাথরিন প্রথম দিন ঢোকার সময়েই তাকে বলেছিলো সেটা। একটা দিয়ে সাধারণ লোকেরা ওঠানামা করে, আর অপরটা ব্যবহার করা হয় ময়লা আবর্জনা নিয়ে যাওয়ার কাজে। মেরি পেছনের সিঁড়িটাকেই বেছে নিলো। দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামার চেষ্টা করতেই বুঝতে পারলো সে বেশি জোরে দৌড়াতে পারবে না। তার পায়ের তলায় এখনও প্রচণ্ড ব্যথা। তবুও যতোটা দ্রুত সম্ভব সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলো।

ক্যাথরিন স্টেপলস্ সামনের সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। মেরি বুঝলো তার হাতে বেশি সময় নেই। স্টেপলস্ ফ্ল্যাটে ঢুকে তাকে না পেলেই নীচে সিগনাল পাঠিয়ে দেবে। তাকে আরো দ্রুত পালাতে হবে। চিপা আবছা অন্ধকার সিঁড়িটা দিয়ে নামতে নামতেই হঠাৎ মেরি একজনের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলো। সে উপর থেকে ঝুঁকে নীচের সিঁড়িটা দেখার চেষ্টা করলো। যেমনটা সে ভেবেছে, একজন মেরিন এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। মেরি দ্রুত সিঁড়ির পাশের বারান্দায় রাখা কতোগুলো পুরনো আসবাবের পেছনে লুকোলো। লোকটা উঠে এসে সিঁড়ির কিণারে দাঁড়িয়ে আছে। তার ডিউটি নিশ্চয় এই সিঁড়িটা গার্ড দেয়ার। কিন্তু লোকটার মনোযোগ সম্পূর্ণ উপরের সিঁড়ির দিকে, বারান্দার পাশের আসবাবগুলো তার নজরেই পড়ে নি। মেরি উঠে দাঁড়ালো, দৌড়ে মেরিনটির কাছে গিয়ে তার হাতের ভারি বেল্ট সমতে সিল্কের কাপড়ের দলাটা দিয়ে আঘাত করলো। আচম্‌কা আঘাতে লোকটা ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যেতে লাগলে কোনোরকম সুযোগ না দিয়েই মেরি হাতের কঁনুই দিয়ে লোকটার পিঠে জোরে ধাক্কা দিলো। রেলিংয়ে ধাক্কা খেয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে একদম সিঁড়ির নীচে গিয়ে পড়লো লোকটা।

ক্যাথরিন স্টেপলস্ ফাঁকা ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে হতভম্ব হয়ে বেরিয়ে আসতেই সিঁড়ি দিয়ে ভারি কিছু একটা পড়ার শব্দ শুনতে পেলো।

"মেরি, আমি জানি তুমি এখানে! ঈশ্বরের দোহাই থামো। তুমি যেমনটা ভাবছো এটা তেমন নয়," চেচিয়ে বললো ক্যাথরিন।

মেরি উপর থেকে আসা চিৎকারটা শুনতে পেলো। সে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে ফ্ল্যাটের পেছন দিকের দরজা দিয়ে একটা গলিতে বেরিয়ে এলো। সারি সারি অ্যাপার্টমেন্টগুলো পেছনের গলিগুলো একটার সাথে আরেকটা লাগানো। মেরি তারই মধ্যে দিয়ে দৌড়াতে লাগলো। তার পা দিয়ে রক্ত ঝড়তে শুরু করেছে। তুয়েন মুলের কড়া রোদের আলোয় তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। মেরি তার ছেড়া ব্লাউজটা খুলে পাশের একটা ডাস্টবিনে ফেলে সিল্কের কাপড়টা দিয়ে শরীর পেচিয়ে

BanglaBook.org

নিলো। কাপড়ের কিছু অংশ দিয়ে ঘোমটার মতো করে সে তার চুল আর মাথা ঢেকে দৌড়ে গলি থেকে বেরিয়ে চলে এলো মূল রাস্তায়। কয়েক সেকেন্ডর মধ্যেই সে ঢুকে পড়লো চীনাদের জনসমুদ্রের মধ্যে।

"ওখানে!"একটা পুরুষ কণ্ঠস্বর চেঁচিয়ে উঠলো। "ওই লম্বা মেয়েটা।"

আবার শুরু হলো ধাওয়া, কিন্তু এবারেরটা ব্যতিক্রম। একটা লোক তার দিকে ছুটে আসতেই লোকটার সামনে কোথা থেকে যেনো একটা ভ্যানগাড়ি এসে থামতেই লোকটা ঠেলা মেরে সরাতে গেলো, ফলে ভ্যানগাড়িতে রাখা উত্তপ্ত তেলের পাত্রে তার হাত ছ্যাঁকা খেলো। চিৎকার ক'রে উঠলো সে। ভ্যানগাড়িটিকে পাশ কাটিয়ে যেতেই ভ্যানগাড়ির লোকগুলো তাকে ঘিরে ধরলো, সম্ভবত তাদের তেলের জন্য ক্ষতিপূরণ চাইতে।

"ওই যে খান্‌কি?"

মেরি কথাটা শুনতে পেলো। আরেকজন তাকে ধাওয়া করতে শুরু করলে দৌড়াতে লাগলো সে। হঠাৎ একগাদা চীনা মহিলার সামনে পড়ে গেলো মেরি। তাদের পাশ কাটিয়ে ডান দিকের একটা গলিতে ঢুকেই বুঝতে পারলো এটা একটা কানাগলি। সামনে যাওয়ার আর কোনো পথ নেই। ঠিক তখনই সামনের ডান দিকের একটা দরজা দিয়ে প্যারামিলিটারি পোশাক পরা পাঁচজন চীনা বেরিয়ে এলো—ডি ডি জিঙ্গ ঝা সংঘের গুণ্ডারা। আমেরিকান মেরিনটিও মেরির পেছন পেছন এসে পৌছেছে। কিন্তু এবার যা হলো তা একেবারেই বিপরীত। ছেলেগুলো মেরিকে চলে যেতে ইশারা করে মেরিনটিকে ঘিরে ধরলো।

"সাদা বাবু! মেয়েদের জ্বালাতন করো?"

চীনা ভাষায় কথাগুলো শোনা গেলো। একটা ছেলে মেরিনটির দু'হাত চেপে ধরে তাকে ধাক্কা দিয়ে দেয়ালের গায়ে ঠেসে ধরলো। "আমাকে ছাড়, হারামজাদা!" চেঁচিয়ে উঠলো মেরিনটি, "আমাকে যেতে দে, না হলে তোরা পস্তাবি।"

"তুই যদি হাত ওঠাস কিংবা অস্ত্র বের করার চেষ্টা করিস তাহলে মরবি। পাঁচজন ডি ডি জিঙ্গ ঝা একজন আমেরিকানকে সহজেই ঘায়েল করতে পারবে।"

আমেরিকান মেরিনটি পরিস্থিতির বেগতিক অবস্থা উপলব্ধি ক'রে কিছুটা নরম হওয়ার চেষ্টা করলো। "আমি তো অস্ত্র বের করার কথা বলি নি। আমি শুধু আমার ডিউটি করছিলাম মাত্র। এতে তোমাদের কিছু যায় আসে না।"

"দুঃখিত জনাব, কিন্তু এতে আমাদের অনেক কিছুই যায় আসে। কারণটা আপনাদের জানার কথা নয়!"

"বালের প্যাচাল!" মেরিনটি দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালে পাঁচজন চীনা যুবক তার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো।

"লাই!" একজন চীনা মহিলা মেরির দিকে তাকিয়ে একটা হাতল ছাড়া দরজার দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললো। দেয়ালের গায়ে লাগানো দরজাটি দেখে মনে হচ্ছে এটা কখনও ব্যবহার করা হয় না। *"ঝিয়াও জিন। কা ফিল।"*

"সাবধানে," অ্যাপ্রোন পরা একজন লোক ভেতর থেকে দরজাটা খুললে মেরি

BanglaBook.org

সাথে সাথে ভেতরে ঢুকে পড়লো। জায়গাটা একটা কসাইখানা, চারপাশে মাংস ঝোলানো। অ্যাপ্রোন পরা লোকটি দরজা লাগিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো কেউ আসছে কি না; তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে মেরিকে তার সাথে আসতে ইশারা করলো।

মেরি লোকটার পিছু পিছু কসাইখানা থেকে বের হয়ে একটা মাংসের দোকানে এসে পৌছালো। দোকানটির কাউন্টারের সামনে বাশের খড়ি দিয়ে তৈরি একটা জানালা আছে। মেরিকে কাউন্টারের পেছনে লুকোতে বলা হলো। বাশের খড়ির ফাঁক দিয়ে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বাইরে কি হচ্ছে। ভিড় ক'রে থাকা একগাদা চাইনীজ লোকের সাথে ক্যাথরিন আর ম্যাকঅ্যালিস্টারের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় চলছে। চীনারা তাদের তুয়েন মুনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করার জন্য বিদেশীদের দোষারোপ করছে। একএক ক'রে তাদের আহত মেরিনেরাও ফিরে এলো। ম্যাকঅ্যালিস্টারকে উত্তপ্ত জনতার রোষানল থেকে বাঁচাতে গিয়ে তাদের সাথেই আবার শুরু হয়ে গেলো হাতাহাতি।

হঠাৎ, কোথা থেকে যেনো কানে তালা লাগানো বিকট শব্দে প্রাচ্যদেশীয় সঙ্গীত ভেসে আসতে লাগলো। একটা বিশাল মিছিল এদিকেই ধেয়ে আসছে। লোকগুলোর হাতে কাঠের তৈরি সরঞ্জাম, প্ল্যাকার্ড আর ফুলের তোড়া। আমেরিকানগুলো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। বাইরের পরিবেশের এই আকস্মিক পরিবর্তনে মেরিও অবাক হয়ে গেছে। সে আরো চমকে গেলো যখন দেখলো মিছিলের নেতৃত্বে দিচ্ছে ব্যাংকার জিতাই!

ক্যাথরিন, ম্যাকআলিস্টার আর তাদের মেরিনগুলো ভিড় থেকে ঠেলাঠেলি ক'রে বেরিয়ে এক দৌড়ে রাস্তা পার হতেই মুহূর্তের মধ্যেই ওরা সবাই উধাও হয়ে গেলো।

মাংসের দোকানের দরজায় কে যেনো কড়া নাড়লো। অ্যাপ্রোন পরা লোকটি দরজা খুলে দিতেই ব্যাংকার জিতাই ভেতরে ঢুকলো, সামনে ঝুঁকে মেরিকে অভিবাদন জানালো সে।

"প্যারেডটা কেমন লাগলো, ম্যাডাম?"

"আমি আসলে বুঝতে পারছি না, এটা কিসের প্যারেড ছিলো?"

"মৃতদের নিয়ে এমন শবযাত্রা আমরা ক'রে থাকি। তবে এবারেরটা ছিলো এই কসাইখানায় প্রাণ হারানো অসহায় প্রাণীগুলোর জন্য!" মুচকি হাসলো জিতাই।

"মানে...? এসব আপনারা ইচ্ছে ক'রে করেছেন? সবকিছু প্ল্যান করা ছিলো?"

"আসলে এ অঞ্চলটা অস্থিতিশীল," বলতে লাগলো জিতাই। "প্রায়ই আমাদের কোনো বন্ধু বা পরিবারের সদস্যরা উত্তরের বর্ডার পার হয়ে এদিকে আসে। তখন আর্মিরাও তাদেরকে ধরতে আসে, তাদেরকে আগের জায়গায় ফেরত পাঠানোর জন্য। তাই নিজেদের লোকদের রক্ষার জন্যই আমাদেরকে সবসময় এরকম প্রস্তুত থাকতে হয়।"

"কিন্তু আমার ব্যাপারে...? আপনি জানলেন কি ক'রে আমি বিপদে আছি?"

BanglaBook.org

"আমরা আপনার ওপর নজর রাখছিলাম। আমরা শুধু এটুকুই বুঝেছিলাম আপনি কারো কাছ থেকে পালিয়ে এসে এখানে গা ঢাকা দিয়েছেন। তার ওপর আপনি ওই গুণ্ডা দুটোর বিরুদ্ধে কোনো মামলায় জড়াতে চান নি; এসব থেকেই আমরা বুঝতে পারি আপনি লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে চান। তারপর যখন আপনাকে পালাতে দেখি তখন আমরাই ওই আমেরিকানগুলোর পথে বাধা সৃষ্টি করি।"

"ভ্যানগাড়ি?"

"হ্যা, তারপর রাস্তার ওই মহিলাগুলো ইচ্ছে ক'রে ভিড় সৃষ্টি করে আপনাকে গলির মুখে ঠেলে দেয়া হয়। ওখানে যে পাঁচজন ডি ডি জিঙ্গ ঝা ছিলো, ওরা ভালো ছেলে। ওরা ওদের সংঘের অপর দু'জন সদস্যের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত।"

লোকগুলো এখন মাংসের দোকানের সামনে এসে ভিড় করছে। উৎসুক চোখে দোকানের ভেতরে উকিঝুঁকি মারার চেষ্টা করছে তারা।

"কিন্তু আমি তো কোনো দাগি অপরাধীও হতে পারতাম! আপনারা না জেনে শুনে আমাকে সাহায্য করলেন কেন?"

"আপনার পরিচয় আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়, ম্যাডাম। আমরা শুধু এটা জানি, আমরা অপরাধী। আমাদেরই দু'জন লোকের জন্য আপনাকে একটা বীভৎস ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তাই আপনাকে সাহায্য করা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তার ওপর আপনাকে দেখে কোনো অপরাধী ব'লে মনে হয় নি!"

"আমি কোনো অপরাধী নই। আমার সাহায্য দরকার। আমাকে হংকংয়ে যেতে হবে, এমন কোনো হোটেলে আমি উঠতে চাই যেখানে ওরা আমাকে খুঁজে পাবে না।" মেরি থামলো, তার চোখ জিতাইয়ের চোখে আঁটকে আছে। "ডেভিড আমার স্বামীর নাম।"

"আমি অনুমান করেছিলাম," বললো জিতাই। "কিন্তু সবার আগে আপনাকে একজন ডাক্তার দেখতে হবে।"

"কি?"

"আপনার পা দিয়ে রক্ত ঝরছে!"

মেরি তার পায়ের দিকে তাকালো। "আমার মনে হয় আপনি ঠিকই বলছেন।"

"আমি আপনার জন্য কিছু জামাকাপড় আর আপনার যাওয়ার ব্যবস্থা করছি। আমি নিজে আপনার জন্য হোটেলে খুঁজে দেবো। আপনি যে নামে চান আপনার রুম বুক করা হবে। আর টাকা পয়সার ব্যাপারটা...আপনার কাছে কি যথেষ্ট টাকা আছে?"

"দেখতে হবে," তার সাদা পার্সটা খুলে বললো মেরি। "আমার এক বন্ধু এখানে কিছু টাকা রেখে গেছে," পার্স থেকে স্টেপল্‌সের নোটগুলো বের ক'রে বললো সে।

"আমরা, তুয়েনসুমের বাসিন্দারা যথেষ্ট বড়লোক না হলেও আপনাকে হয়তো সাহায্য করতে পারবো।"

BanglaBook.org

"আমার আর্থিক সমস্যাটা সাময়িক, মিঃ জিতাই। দরকার পড়লে আপনাদের পুরো পাওনাই আমি সুদে-আসলে চুকিয়ে দেবো," বললো মেরি।

"যেমনটা আপনার ইচ্ছে। আমার কাজ তো সুদ-আসল নিয়েই, কিন্তু আপনার মতো কোমলমতি মহিলা সুদ-আসলের কীই বা জানে," জিতাই হাসলো।

"আপনি ব্যাংকার আর আমি ইকোনোমিস্ট। ভাসমান মুদ্রার ওপর সুদের প্রভাবের আপনিই বা কি জানেন?" অনেকদিন পর মেরি সত্যিকারভাবে হাসলো।

মেরি ট্যাক্সিতে ক'রে কাউলুনে যাচ্ছে। তুয়েন মুনের লোকগুলো সদয় আর উপকারী হওয়ার পাশাপাশি যথেষ্ট বুদ্ধিও রাখে। ব্যাংকার জিতাই বুঝতে পেরেছিলো মেরি কতোগুলো ভয়ংকর লোকের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, চেষ্টা করছে তার বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করবার। তাই সে উপলব্ধি করে মেরির চেহারা ও পোশাক আশাকে কিছু পরিবর্তন আনা দরকার।

তার জন্য কিছু ওয়েস্টার্ন কাপড় কিনে আনা হয়, যেগুলোর মধ্যে একটা গেঁয়ো গেঁয়ো ভাব আছে। তারপর একজন মহিলা ডেকে তার চুলগুলো ডাই করানো হয়। সবশেষে মেরি যখন আয়নায় নিজেকে দেখলো তখন তাকে আর মোটেও টুরিস্টের মতো লাগছিলো না। তার বয়স অনেক বেশি মনে হচ্ছিলো, দেখতে অনেকটা রুক্ষসূক্ষ্ম বিধবা মহিলার মতো।

মেরি গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। সে প্রতিটি লোককে মনে করার চেষ্টা করছে যারা তার সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে। কিন্তু আস্থা রাখার মতো কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না।

হ্যা, মরিস পানোভ। বর্নের চিকিৎসায় সময় মেডুসার কিছু তথ্য নাড়াচাড়া করেছিলো মো। এ ব্যাপারে সে অনেক কিছুই জানে। বর্নের আগেকার সোর্স আর কনট্যাক্টদের নামও সে জানতে পারে। ওদের মাধ্যমে ডেভিডের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। মো বর্নের পুরনো বন্ধু আর শত্রুদের সম্পর্কে মেরির চেয়েও বেশি জানে। পুরনো বন্ধু, পুরনো বন্ধু...কথাটা ভাবতেই মেরির সামনে একটা চেহারা ভেসে উঠলো। ককলিন। আলেকজান্ডার ককলিন। যে কয়মাস ডেভিড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলো, ককলিন বারবার তার সাথে দেখা করার চেষ্টা করেছে, ক্ষমা চাওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ডেভিডই রাজি হয় নি। সে হুমকি দিয়েছিলো ককলিন হাসপাতালের ভেতরে পা রাখলেই তাকে মেরে ফেলবে। ককলিন যখন তার ভুল বুঝতে পারে, বুঝতে পারে ডেভিড সম্পূর্ণ নির্দোষ, তখন থেকেই সে আত্মগ্লানিতে ভুগতে শুরু করে। তার ভেতরকার প্রচণ্ড অপরাধবোধ তাকে কখনই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সুযোগ দেয় নি। হ্যা, ককলিন...এর ওপর আস্থা রাখা যায়। সে আমাদের কাছে ঋণী। এটা হবে তার ঋণ পরিশোধ করার একটা সুযোগ। সে বেঈমানী করতে পারে না।

কাউলুনের শাটাস্ রোডে অবস্থিত এই হোটেলটার নাম দ্য এমপ্রেস। সিম শা

BanglaBook.org

সুই'য়ের ঘিঞ্জি বসতির মাঝে ছোটো এ হোটেলটি গড়ে উঠেছে। ব্যাংকার জিতাই তার কাজ খুব পারদর্শীতার সাথেই সেরেছে, মিসেস অস্টিনের নামে একটা সিঙ্গেল রুম বুক করা হলো—মিসেস পেনেলোপি অস্টিন। নামটা মেরির পছন্দ হয়েছে, তার সাথে বেশ খাপ খেয়েছে সেটা।

মেরি বিছানার কিণারে ব'সে আসছে। সে টেলিফোনটার দিকে এগিয়ে গেলো। "আমি ওয়াশিংটন ডি.সি'র একজন লোকের নাম্বার চাই," সে অপারেটরকে বললো। "এটা এমারজেন্সি।"

"ওভারসিজ ইনফরমেশনের জন্য আলাদা চার্জ পড়বে ম্যাডাম—"

"যা লাগে চার্জ করো," বললো মেরি। "এটা আর্জেন্ট ব্যাপার। আমি লাইনেই অপেক্ষা করছি।"

"হ্যা?" ঘুমকাতুরে কণ্ঠস্বরটা শোনা গেলো। "হ্যালো!"

"অ্যালেক্স, আমি মেরি ওয়েব বলছি।"

"কোথায় তুমি? তোমরা কোথায়? ডেভিড কি তোমাকে খুঁজে পেয়েছে?"

"আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি বলছো! আমি তাকে খুঁজে পাই নি আর সেও আমাকে খুঁজে পায় নি। তুমি সব জানো?"

"হ্যা, ডেভিড এখানে এসেছিলো। আমি আর মো পানোভ এখান থেকেই খুঁটিয়ে বের করার চেষ্টা করছিলাম, তলে তলে কি ঘটছে। তোমাদের চিন্তায় আমি গত তিনদিন মদই খেতে পারি নি।"

"শুনে খারাপ লাগলো," বললো মেরি।

"কিন্তু ঘটনাটি কি? ওখানে কি হচ্ছে?"

"মেরি তাকে সব খুলে বললো। কিভাবে সে ক্যাথরিন স্টেপল্‌সের সাহায্য নিয়ে পালায় আর কিভাবে ম্যাকঅ্যালিস্টার, পরে স্টেপল্‌সকে দিয়েই তার জন্য ফাঁদ পাতে।

"ম্যাকঅ্যালিস্টার? তুমি তাকে দেখেছো?"

"সে এখানেই আছে, অ্যালেক্স। আমি নিজে তাকে দেখেছি। সে আমাকে ধরার জন্য মুখিয়ে আছে। আমাকে ধরতে পারলেই সে ডেভিডকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। আমি এখন কি করবো?"

"তুমি যেখানে আছো সেখানেই থাকো," মেরিকে নির্দেশ দিলো অ্যালেক্স। "আমি হংকংয়ের পরবর্তী ফ্লাইটটাতেই আসার চেষ্টা করছি। রুম থেকে একদম বের হবে না। আর কাউকে কলও করার দরকার নেই। তারা নিশ্চয় তোমাকে পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

"ডেভিডকে নিয়ে আমার চিন্তা হচ্ছে, অ্যালেক্স! ভয় হয়, আমার জন্যে না যেনো ও মারা যায়।"

"ডেল্টার চেয়ে সেরা কেউ মেডস্যা'তে কখনও তৈরি হয় নি। আমি জানি। আমি নিজে দেখেছি," বললো অ্যালেক্স।

"আমি ওর মানসিক অবস্থা নিয়ে ভাবছি। ওর মস্তিষ্কের ওপর মতো চাপ

BanglaBook.org

পড়ছে তার প্রভাব কতোটা খারাপ হতে পারে তুমি কি ভেবে দেখেছো?"

ককলিন কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তারপর আবার বলতে শুরু করলো। "আমি আমাদের একজন বন্ধুকে সাথে আনার চেষ্টা করবো। তুমি তো মো'কে চেনোই। আমার মনে হয় না সে মানা করবে। আর একটু ধৈর্য ধরো, মেরি। এবার আমরা ওদের খেলা দেখাবো। আর সেটা দেখার মতো খেলা হবে!"

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৩

"তুমি কে?" চেঁচিয়ে উঠলো হতভম্ব বর্ন, বয়স্ক লোকটির শার্টের কলার দু'হাতে শক্ত ক'রে ধরে আছে সে।

"ডেল্টা, আস্তে! লোকজন শুনতে পাবে," দাঁজু বললে জেসন লোকটির শার্ট ছেড়ে দিলো। "দরজাটা," বলে চললো দাঁজু। "যতোটা সম্ভব ওটা ঠিক ক'রে লাগাও! আর তোমাকে বলছি, চুপচাপ ব'সে থাকো। আমাকে ভয় না পেলেও চলবে, কিন্তু ওর থেকে সাবধান," লোকটিকে চেয়ারের দিকে ঠেলে দিয়ে বললো দাঁজু।

"এতো দিনে-দুপুরে ডাকাতি," লোকটি ক্ষোভে ফেটে পড়লো। "আমি এল আলামিনে যুদ্ধ করেছিলাম, প্রয়োজন হলে আবারো লড়বো," নিজের গলা মেসেজ করতে করতে বললো লোকটা।

"বাজে কথা শোনার সময় আমার নেই," দাঁজুকে পাশে সরিয়ে দিয়ে বর্ন লোকটির দিকে ঝুঁকলো। "জল্‌দি বলো কোথায়, নাহলে এল আলামিন থেকে বেঁচে ফিরে আসার জন্যে পস্তাবে!"

"কার কথা বলছো, বদমাশ কোথাকার?"

"তোমাকে নীচে দেখি নি। তুমি জোসেফ ওয়ার্ডসওর্থ নও! এই রুমটা তোমার না!"

"এটা রুম নাম্বার তিনশো পঁচিশ, আর আমিই জোসেফ ওয়াডস্‌ওর্থ। রিটায়ার্ড বৃগেডিয়ার।"

"তুমি কখন রুমটা রেজিস্টার করেছো?"

"আসলে আমাকে ওই ঝামেলায় যেতে হয় নি। গভর্নমেন্টের বিশেষ অতিথি হিসেবে কাস্টমস্‌ অফিসার আমাকে সরাসরি এ রুমে নিয়ে আসে। কিন্তু রুম সার্ভিস প্রচণ্ড বাজে আর টেলিফোন একদমই কাজ করছে না।"

"এ রুমে ঢুকেছো কখন?"

"কাল রাতে!"

"তুমি এখানে কি কাজে এসেছো?"

"তা জেনে তোমার কাজ নেই!"

বর্ন তার বেল্ট থেকে পিতলের ধারালো ব্লেডটা বের ক'রে লোকটার গলায় চেপে ধরলো।

"আরে, তোমার মাথা ঠিক আছে তো?"

"ঠিক ধরেছো, আমার পাগল হতে বেশি সময় লাগে না! এবার বলো তোমাকে এখানে কেন আসতে বলা হয়েছে?"

"কোনো খারাপ কাজে নয়। প্রাক্তন মিলিটারি সদস্য হিসেবে আমাকে গভর্নমেন্টের কিছু অফিস পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রিত করা হয়। কথা ছিলো বারোটার মধ্যে ওরা আমাকে নিতে আসবে। কিন্তু এখন দেখছি ওদের সময়

BanglaBook.org

সম্পর্কে জ্ঞান খুবই খারাপ।"

"এ হলো বলির পাঠা! আসল ঘটনার কিছুই এর জানার কথা নয়," বর্নের বাহু আলতো ক'রে স্পর্শ ক'রে বললো দাঁজু।

"তাহলে তোমার শিষ্য এখানেই অন্য কোনো রুমে আছে," বললো বর্ন। "সে অন্য কোথাও যেতে পারে না।"

"এর সামনে আর কিছু বলো না। সব ফাঁস হয়ে যাবে," বর্নের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো দাঁজু।

বর্নকে টেনে চেয়ার থেকে দূরে সরিয়ে এনে দাঁজু লোকটির কাছে গেলো।

"কিছু মনে করবেন না, বৃগেডিয়ার। এই আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এই নিয়ে তিন তিনটা দরজায় নক্ করলাম, কিন্তু কাজের কাজে কিছুই হলো না। একজন স্মাগলার পাঁচ মিলিয়ন ডলার সমমূল্যের মাদকদ্রব্য নিয়ে এসেছে, আমরা তাকেই তাড়া ক'রে বেড়াচ্ছি। যখন প্রথম তিনটা রুমে সে নেই তখন আমরা নিশ্চিত তাকে কোথায় পাওয়া যাবে। তবে হ্যা, গভর্নমেন্ট মাদকদ্রব্য পাচারের ব্যাপারে একটু বেশিই কড়াকড়ি ক'রে থাকে। তাই মামলা জেরার ঝামেলা এড়াতে চাইলে আমাদের আসার কথাটা ভুলে যান। কেউ যদি ভাঙা দরজাটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে তাহলে বলবেন একজন মাতাল এসে দরজাটার এ হাল করেছে। এ হোটেলে এ ধরণের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে, তাই সেটা কারো কাছে অস্বাভাবিক ঠেকবে না।"

"না, আমি আর নতুন কোনো ঝামেলায় জড়াতে চাই না। দরজাটা এক উন্মাদ, মাতাল ভেঙেছে।"

রুম থেকে বেরিয়ে এসে বর্ন আর দাঁজু তাদের ব্যাগগুলো তুলে নিলো। "প্রতিটি রুম এভাবে চেক্ করা সম্ভব নয়," বললো বর্ন।

"কিন্তু তুমি এতো নিশ্চিত হচ্ছো কিভাবে যে, সে এই হোটেলেই আছে? সে বেইজিং খুব ভালোভাবে চেনে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে সে এতোক্ষণে অন্য কোনো হোটেলে চলে গিয়ে থাকতে পারে!"

"তার এমন করার কথা নয়। এতোক্ষণে সে নিশ্চয় তার বেশভূষা পাল্টে ফেলেছে। একই রূপে দু'জায়গায় আবির্ভাব হবার ঝুঁকি সে নিতে পারে না। তাই তার কিছুক্ষণ সময় লাগার কথা। না, সে এই হোটেল ছাড়ার সময় পায় নি।"

বর্ন আর দাঁজু হোটেলের প্রধান ফটকের দিকে যাচ্ছে। রিসেপশানে আরো কয়েকজন লোক জড়ো হয়ে খারাপ সার্ভিসের অভিযোগ করছে। মূল সমস্যা হলো কারোরই টেলিফোন কাজ করছে না। হোটেল কর্তৃপক্ষ জানালো পুরো হোটেলেরই টেলিফোন লাইন আপাতত জ্যাম হয়ে আছে। ঠিক হতে আরো কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে।

"ওর ক্লায়েন্ট নিশ্চয়ই ওকে টেলিফোন ক'রে পরবর্তী নির্দেশগুলো দিতো। কিন্তু এখন যখন ফোনের লাইনই কাজ করছে না, তখন ওর পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে পারে?" প্রশ্ন করলো দাঁজু।

BanglaBook.org

"ওর নিশ্চয়ই কোনো ব্যাক-আপ প্ল্যান আছে। এখন সেটাই ফলো করবে," বললো বর্ন। হঠাৎ তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো। একটা কথা মনে পড়ায় সে বিস্মিত হয়ে গেছে। তার মনে পড়লো সে যখন হংকংয়ের রিজেন্ট হোটেলে উঠেছিলো তখন সেও তার আগে থেকে বুক করা ছয়শো নব্বই নাম্বার রুমে ওঠে নি। কারণ সে চায় নি তার ক্লায়েন্ট তার গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখুক। এই বর্নও তাই করেছে। সেও চায় না তার ক্লায়েন্ট তার ওপর নজর রাখুক, তাকে নিয়ন্ত্রণ করুক। তাই সে অন্য রুমে উঠেছে। সে দাঁজুকে ব্যাপারটা ঝুলিয়ে বললো।

"তার মানে কমান্ডোর ক্লায়েন্টের লোকগুলো এখনও তার গতিবিধির ওপর নজর রাখছে, হয়তো আশেপাশেই আছে তারা," বললো দাঁজু।

"ঠিক তাই। সে স্বাধীনভাবে চলতে চাইবে। সে চাইবে না কেউ তাকে চিনে ফেলুক। তাই সে নতুন কোনো রূপে এই হোটেল থেকে বের হবে।"

তারা দু'জনে হাটতে হাটতে হোটেল থেকে বের হয়ে রাস্তার ওপারে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ালো।

হঠাৎ দাঁজু বর্নের হাতে আল্‌তো ক'রে স্পর্শ করলো। "আমার মনে হয় ক্লায়েন্টের একটা লোককে চিনতে পেরেছি।"

"কি?" ফ্রেঞ্চম্যান যেদিকে তাকিয়ে আছে বর্নও সেদিকে তাকালো।

"সামনের ট্রাকটার পাশে দেখো। সাদা ভ্যান। কালো ক্যাবের জানালা। ড্রাইভার উৎসুক চোখে বারবার হোটেলের দিকে তাকাচ্ছে।"

বর্ন ভ্যানটির দিকে তাকালো। দাঁজু ঠিকই চলেছে। ভ্যানটির কাঁচ ঘোলাটে কালো। ড্রাইভার জানালার কাঁচ একটু নামিয়ে রাখায় তারা তার মুখের উপরিভাগ দেখতে পাচ্ছে। এরকম ভ্যান সে আগেও দেখেছে। শেনঝেনের লো ইয়ু বর্ডারে ওই গুপ্তঘাতক এ ধরণেরই একটা ভ্যানে উঠেছিলো। তফাৎ শুধু ওটা ছিলো সবুজ আর এটার রঙ সাদা। বর্ন ভ্যানটির গায়ে লেখা চাইনীজ লেখাগুলো পড়লো। হায় ঈশ্বর...দুটো ভ্যান সম্পূর্ণ এক। জিঙ্গ শান পক্ষীশালা! হ্যা, সবুজ ভ্যানটাতেও এরকম কিছুই লেখা ছিলো।

"কিন্তু তুমি কি ক'রে বুঝলে?" প্রশ্ন করলো বর্ন।

"সে বারবার হোটেলের প্রধান ফটক আর পাশের ছোটো দরজাটার দিকে তাকাচ্ছিলো। তারওপর ওর চুলের কাট তার শক্তসমর্থ চেহারা দেখে আর্মি অফিসার ব'লে মনে হয়। একজন পক্ষীশালার ড্রাইভার দেখতে একরম হয় না।"

"যাইহোক, ওদের উপস্থিতিতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমাদের টার্গেট শুধু কমান্ডো। ভালো হয় আমরা যদি আলাদা হয়ে দু'দিকে নজর রাখি। তাহলে সে আমাদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না—"

"তার আর দরকার হবে না!" বর্নকে থামিয়ে বললো দাঁজু। "ওই যে সে!"

"কোথায়?"

"একটু বামে! ট্রাক থেকে সামান্য দূরে। ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। চার্চের ফাদার, একটা ছোটো মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছে," জবাব দিলো

BanglaBook.org

দাঁজু। "সে যে কোনো চরিত্রই ভালো নকল করতে পারে। তবে চার্চের পাদ্রী সাজাটা আমিই তাকে শিখিয়েছি। এই পোশাকটা বানানো হয়েছিলো হংকংয়ের নামকরা একটা টেইলার থেকে। তাই এতো সহজে তাকে চিনতে পারলাম।"

পাদ্রিবেশী গুপ্তঘাতক মাথায় একটা কালো হ্যাট আর চোখে একটা রিমলেস চশমা পরে আছে। তার ভাবভঙ্গিতে মায়া আর ভালোবাসার ছাপ। যেনো পরম করুণাময় ঈশ্বরের ভালোবাসা আর মায়ার প্রতিফলন তার মধ্যেও ফুটে উঠেছে। সে বাচ্চাটির মায়ের দিকে হাল্কা ক'রে হেসে মাথা দুলিয়ে অভিবাদন জানিয়ে সামনের বাস স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেলো।

"বাস তো ভর্তি। সে উঠতে পারবে না," বললো বর্ন, "তাকে ঠিকই নেয়া হবে। একজন পাদ্রির অনুরোধ সে ফেলতে পারে!" দাঁজু জবাব দিলো।

ফ্রেঞ্চম্যানের কথা ফলে গেলো। প্রথমে বসের ছোটো দরজাটা বন্ধ হতে থাকলেও পরে তা দরজার বাইরে দাঁড়ালো পাদ্রির জন্য খুলতে শুরু করলো। পাদ্রি বাসের সিঁড়িতে উঠে ড্রাইভারকে কিছু একটা বলতে শুরু করেছে; সম্ভবত কাকুতি মিনতি করছে, কোনো বিশেষ তাড়ার অজুহাত দেখিয়ে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো।

"এটা তিয়েন আন মেন স্কয়ারের বাস। আমি নাম্বারটাও তুলে নিয়েছি," বললো দাঁজু।

"একটা ট্যাক্সি ধরতে হবে। জলদি, এদিকে।"

কিন্তু ফাঁকা টাক্সি পাওয়া অতো সহজ হলো না। অবশেষে বর্ন একটা আমেরিকান পঞ্চাশ ডলারের নোট ধরে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে নাড়াতেই একটা ফাঁকা ট্যাক্সি এসে থামলো।

"শেম্মা?" বললো বর্ন।

"লাও!" পঞ্চাশ ডলারটা বর্নের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বললো ড্রাইভার।

দাঁজু আর বর্ন ট্যাক্সিতে উঠে বসতেই ড্রাইভার তার গাড়ি চালু করলো।

"সামনে একটা বাস আছে, ওটা ফলো করো," ঝুঁকে ড্রাইভারের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো দাঁজু, চেষ্টা করলো মানদারিনীয় ভঙ্গিতে কথা বলতে, "তুমি আমার কথা বুঝতে পারছো?"

"আপনার উচ্চারণে কিছুটা গুয়াংঝোউ'র টান আছে, কিন্তু আমার বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।"

"বাসটা, তিয়ান আন মেন স্কয়ারের দিকে যাচ্ছে।"

"কোন্ গেটে থামবে?" প্রশ্ন করলো ড্রাইভার। "কোন্ বৃজে?"

"আমি জানি না। আমি শুধু বাস নাম্বারটা জানি। সাত চার দুই এক।"

"ওহ্, তাহলে তিয়ান গেট, দ্বিতীয় বৃজ। ইমপেরিয়ালের প্রবেশ পথ দিয়ে যাবে," বললো ড্রাইভার।

"এগুলো তো টুরিস্ট বাস। বাসগুলোর কোনো আলাদা পার্কিংয়ের জায়গা আছে না কি?"

"বাসগুলোর সারি বেধে এক জায়গায় থামবে। জায়গাটা মানুষের ভিরে

BanglaBook.org

গিজগিজ করে। তিয়ান আন মেনে সবসময়ই মানুষের ভিড় লেগে থাকে।"

"তুমি কি বাসের আগে ওই জায়গায় পৌছাতে পারবে?"

"নিশ্চয়ই," জবাব দিলো ড্রাইভার। "বাসগুলো পুরনো আর প্রায়ই ইঞ্জিনে সমস্যা দেখা দেয়। আমরা ওই বাসের অনেক আগেই পৌছে যাবো।"

ঠিক মিনিট তিনেক পরে ট্যাক্সিটা পাদ্রির বাসটাকে পার করলো। তার প্রায় ছেচল্লিশ মিনিট পরে তাদের ট্যাক্সিটা সাদা মার্বেল পাথরে কারুকাজ করা কৃত্রিম চ্যানেলের ওপরে ভাসমান বৃজটিতে প্রবেশ করলো। বৃজটির থেকে কিছুটা সামনেই বিশাল তিয়ান গেটটা দেখা যাচ্ছে, এর দু'পাশে চীনের বিভিন্ন সব মহান ব্যক্তি আর নেতাদের ভাস্কর্য গড়ে উঠেছে। কারুকাজে করা এই গেটটার ভেতরেই অবস্থিত তিয়ান আন মেন স্কয়ার, মানসভ্যতার অন্যতম অভূতপূর্ব সৃষ্টি। বেইজিংয়ের গর্ব, চায়নার অহংকার।

বিশাল আকারের মূর্তিগুলো প্রথমে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তারপরে নজরে পড়ে ডান দিকের সুবিশাল 'দ্য গ্রেট হল অব দ্য পিপল'-এর দিকে। এই বিশাল হলটি একসাথে তিন হাজার লোকের রিসেপশান আর প্রায় পাঁচ হাজার লোকের বসার ব্যবস্থা আছে। প্রধান গেটটার ঠিক বিপরীত পাশে আছে চারটা বিশাল বিশাল পাথরের ভাস্কর্য, যাদের গায়ে খাঁজ কেটে ফুটানো হয়েছে মাও সেতুংয়ের বিপ্লবের গল্পগাঁথা, তাদের শহীদ নায়কদের কথা, তাদের সংগ্রাম ও ত্যাগের বিবর্ন। এছাড়াও চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন মনুমেন্ট, মিউজিয়াম, আর লাইব্রেরি। প্রতিদিন লাখ লাখ টুরিস্ট ভিড় জমায় এই বিশাল তিয়ান আন মেন স্কয়ারে।

বর্ন ট্যাক্সির মিটার অনুযায়ী ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে তাদের বর্তমান পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে মনোনিবেশ করলো। ফোন পেয়েই হোক আর ব্যাক-আপ প্ল্যান অনুযায়ীই হোক, ওরা নিশ্চিত যে কমান্ডো এখন এই তিয়েন আন মেন স্কয়ারে আসছে, তার ক্লায়েন্টের প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎ করতে। ক্লায়েন্ট নিশ্চয় তার ঠিক করা জায়গাতেই অপেক্ষা করবে। কিন্তু পাদ্রি হয়তো প্রথমে নিশ্চিত করতে চাইবে সাক্ষাৎস্থলে তার জন্য কোনো ফাঁদ পাতা নেই; কেউ তার ওপর নজর রাখছে না। তাই সে হয়তো মিটিংয়ের জায়গার আশপাশটা একবার চক্কর মারবে, অস্ত্রবাহী সম্ভাব্য বিপদগুলোকে অকেজো করবে। যেমনটা বর্ন নিজে ক'রে থাকে। ৭৪২১ নম্বরের বাসটি, টুরিস্ট বাসগুলোর একদম শেষ মাথায় এসে থামলো। পাদ্রি বেশধারী গুপ্তঘাতক একজন বৃদ্ধ মহিলাকে হাতে ধরে বাস থেকে নামিয়ে মহিলার দিকে মিষ্টি হাসি দিয়ে বিদায় জানিয়ে দ্রুত বাসটির পিছন দিকে গায়েব হয়ে গেলো।

"তিরিশ ফিটের মতো দূরত্ব বজায় রেখে চলো, আর দেখো আমি কি করি," বললো বর্ন। "আমি থামলে, তুমি থামবে। আমি ঝুঁকলে, তুমি ঝুঁকবে, আমি যা করবো তুমি তাই করবে। সবসময় মানুষের ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকবে। এক ভিড় থেকে আরেক ভিড়ে গিয়ে মিশবে।"

BanglaBook.org

"একটু সাবধান, ডেল্টা। সে কোনো খাঁচা খেলোয়াড় নয়," বললো দাঁজু।

"আমার কাছেও এটা নতুন নয়," বর্ন দৌড়ে বাসটির পেছনে গেলো। পাদ্রি তার থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ সামনে দিয়ে হেটে যাচ্ছে, তার চকচকে কালো পোশাক রোদের আলোর চিকচিক করছে। ভিড় থাকুক আর নাই থাকুক, তাকে সহজেই ফলো করা যাচ্ছে। বর্নের মনে হলো এমন পরিস্থিতিতে সে হয়তো ধূসর বা সাদা রঙের কাপড় বেছে নিতো, যা রোদে চিকচিক করে না। কমান্ডো কাপড় বাছার ক্ষেত্রে ততোটা পারদর্শী না। হতে পারে সে খুব ভালো গুপ্তঘাতক, কিন্তু শ্রেষ্ঠ গুপ্তঘাতকের থেকে সে এখনও একটু পিছিয়ে আছে।

হঠাৎ সেই পাদ্রি মানুষের ভিড় থেকে বেরিয়ে একজন চাইনীজ সৈনিকের পেছনে এগোতে লাগলো, সৈনিকটি ক্যামেরা দিয়ে ছুরি তুলছে, দেখে মনে হয় যেনো ছুটিতে এসেছে। কিন্তু বর্ন বুঝতে পারলো কি হচ্ছে। একজন সৈনিকের তুলনায় লোকটির চেহারা অনেক বেশি পরিপক্ক, ইউনিফর্ম একটু বেশিভাবে ফিটফাট করা আর ক্যামেরাটা হয়তো কোনো স্ক্যানিং মেশিন, যা দিয়ে মানুষের ভিড়ের মধ্যেও খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। তার মানে কমান্ডোর মিটিং করার জায়গা আর বেশি দূরে নয়। পাদ্রি এবার তার খেলা পুরোদমে খেলতে শুরু করলো। সে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে তার ডানহাত সৈনিকটির কাঁধে রাখলো, তার বাম হাত তার কালো কোটের ভেতরে, ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না সেটা। কোটের ভেতর থেকেই একটি বন্দুক সৈনিকটির পিঠে ঠেকানো হলে সৈনিকটি ভয়ে ঘামতে শুরু করলো। হাটতে শুরু করলো গুপ্তঘাতকের সাথে সাথে। কমান্ডো তার বাহু ধরে হাটছে আর তাকে আদেশের ভঙ্গিতে কিছু বলছে। কমান্ডো অস্ত্রটা দিয়ে আবার সৈনিকটির কোমড়ে গুঁতো মারলো। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। হয় সে কমান্ডোর নির্দেশ মানবে, না হলে এই তিয়েন আন মেন স্কয়ারেই মরবে।

বর্ন দ্রুত বসে পড়ে এমনভাব করলো যেনো খুলে যাওয়া জুতোর ফিতা বাঁধছে। কমান্ডো হঠাৎ তার পেছন দিকে তাকানোয় বর্নকে এটা করতে হচ্ছে। বর্ন উঠে দাঁড়ালো। কোথায় সে? নকলবাজটা কোথায়? ওই যে! বর্ন বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছে। কমান্ডো সৈনিকটাকে ছেড়ে দিয়েছে! কিন্তু কেন। সৈনিকটা এখন মানুষের ভিড়ের দিকে দৌড়াতে শুরু করেছে, ভয়ে চিৎকার করছে, হাত দিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গি ক'রে ইশারা করার চেষ্টা করছে সে; হঠাৎ মুখ থুবড়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে গেলো লোকটা।

আচ্ছা! তাহলে এটা ছিলো সকলের মনোযোগ অন্য দিকে ধাবিত করার কৌশল। "ওকে হারিয়ে ফেলো না। ওর ওপর থেকে নজর যেনো না সরে," বললো জেসন, পাদ্রির দিকে এগোতে এগোতে। মুখ থুবড়ে পড়া সৈনিকটির চারপাশে লোকজন জমতে শুরু করেছে। তার মানে বন্দুক না, কোনো ধাঁরালো সূঁচ সৈনিকটার পিঠে ধরা হয়েছিলো। ভাবলো জেসন। সে সৈনিকটাকে গুঁতো মারছিলো না, বরং তার কোমরে সুঁচ ফুটাচ্ছিলো। কমান্ডো একজন গার্ডকে সফলভাবে সরিয়েছে, এখন সে নিশ্চয় অন্য গার্ডগুলোকে খুঁজবে। আর যেহেতু এই শিকারী

BanglaBook.org

তার নিজের শিকার খুঁজতেই ব্যস্ত, বর্নের মনে হলো আক্রমণ করার এটাই উপযুক্ত সময়! বর্ন নিশ্চিত যে, সে পৃথিবীর যে কাউকে তার কিডনিতে আঘাত করে মুহূর্তেই কাবু করতে পারবে; বিশেষ ক'রে এমন কোনো ব্যক্তিকে যার মনোযোগ অন্য দিকে আছে। এই সুযোগ! বর্ন দ্রুত পাদ্রির দিকে এগোতে লাগলো। তাদের মধ্যকার দূরত্ব ক্রমশ কমে আসছে। পঞ্চাশ ফিট, চল্লিশ, পঁয়ত্রিশ, তিরিশ...কালো পোশাক পরা পাদ্রি তার হাতের নাগালে এসে যাচ্ছে। এবার ওকে বাগে পাওয়া গেছে।

আরেকটি সৈনিকের দেখা পাওয়া গেলো। কিন্তু আক্রমণের পরিবর্তে পাদ্রি এবার কথা বলতে শুরু করলো। সৈনিকটি মাথা দুলিয়ে কিছু একটা বলে তার বাম দিকে ইশারা করলো। সেদিকে ছোটোখাটো এক চাইনীজ সিভিলিয়ান ম্যাকাও মেমোরিয়ালের চওড়া পাথরের তৈরি সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছে; লোকটির হাতে একটা বৃফকেস। পাদ্রিটি এবার সৈনিকটির পিঠে তার অস্ত্র চেপে ধরে ম্যাকাও মনুমেন্টের দিকে হাঁটার নির্দেশ করলো। আশেপাশের লোকজন আর প্রহরীরা মুখ থুবড়ে পড়া সৈনিকটির দিকেই ছুটে যেতে ব্যস্ত।

ম্যাকাও মনুমেন্টটি বিশাল যা গ্রানাইট পাথরের পিলার দিয়ে তৈরি একটা হলরুম। ভীতসন্ত্রস্ত সৈনিকটি পাদ্রির আগে আগে সেদিকেই এগোতে লাগলো। সে জানতো সামান্যটুকু অবাধ্যতা তার জীবনের অবসান ঘটাতে পারে। মুখ থুবড়ে পড়া সৈনিকটির আশেপাশে এখন পুলিশ জড়ো হয়েছে; তারা সৈনিকটির দেহ তুলে নিয়ে যাচ্ছে। কমান্ডোর ক্লায়েন্ট নিশ্চয় এই মনুমেন্টের ভেতরেই অপেক্ষা করছে, বাইরের এসব অঘটন সম্পর্কে হয়তো সে কোনো খবরই পায় নি।

জেসন বুঝতে পারলো এসব ঘটনা বিশ্লেষণ করার মতো সময় তার হাতে নেই। তাকে যা করার খুব দ্রুত করতে হবে। তাকে এই মনুমেন্টের ভেতরে ঢুকতে হবে, দেখতে হবে ভেতরে কি হয়! যদি মিটিংটা শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়, তাহলে তারপরেই জেসন কমান্ডোকে সহজে হাত করতে পারবে। বর্ন পেছনে তাকালো, তার চোখ দাঁজুকে খুঁজছে। ফ্রেঞ্চম্যান একদল টুরিস্টের সাথে এগিয়ে আসছে। বর্ন তার আঙুল দিয়ে মাটির দিকে তাক্ ক'রে একটা বৃত্ত আঁকার মতো ইশারা করলো। সাইলেন্ট সিগনাল। মেডুসাতে থাকতে তারা এটা ব্যবহার করতো। যার মানে দাঁজু যেখানে আছে সেখানেই থাকবে, আর বর্ন তার পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে। বর্ন দ্রুত হেটে পাদ্রি আর সৈনিকটিকে আড়াআড়িভাবে ক্রস করলো। সিঁড়ির সামনে দাঁড়ানো এক গার্ডের কাছে গিয়ে সে মানদারিনে কথা বলতে শুরু করলো।

"হ্যালো, অফিসার! আমি কিছুটা লজ্জিত। পাথরের গায়ের ক্যালিওগ্রাফিগুলো পড়তে আমি এতোই ব্যস্ত ছিলাম যে, আমার টুরিস্ট গ্রুপটাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি। ওরা এদিকেই গিয়েছে।"

"আপনি খুব ভালো মানদারিয়ান বলেন। আপনি অবশ্যই ভেতরে যেতে পারেন কিন্তু আপনার নামের ট্যাগটা কোথায়?"

"ওহ্ হো, ওটা জামাতেই লাগানো ছিলো। বার বার খুলে পড়ছিলো। নিশ্চয় আবারো কোথাও পড়ে গেছে," অসহায়ভাবে মাথা নাড়িয়ে জবাব দিলো বর্ন।

BanglaBook.org

"যখন আপনার গ্রুপটাকে খুঁজে পাবেন, গাইডকে বলে আরেকটা লাগিয়ে নেবেন। সামনে কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। ওটা ছাড়া কোথাও ঢুকতে পারবেন না। যান, ভেতরে যান।"

"আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।"

"জলদি ভেতরে যান, স্যার।"

বর্ন পাদ্রিকে সেই সৈনিকটির সাথে আসতে দেখেই আবার জুতোর ফিতা বাধার ভান ক'রে বসে পড়লো। তার আশপাশে মানুষ থাকায় তাকে দেখা যাচ্ছে না। পাদ্রিটি সৈনিকটির সাথে সেই সিভিলিয়ান লোকটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কালো সুট পরা সিলিভিয়ানটি পাদ্রির সাথে কথা বলতে লাগলো। বর্নের কাছে ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক ঠেকছে। কারণ লোকটির চোখ পাদ্রির ওপর স্থির নেই, বরং সে আশেপাশে তাকাচ্ছে। তাতে কি এসে যায়। সব কিছু বর্নের হিসাব মতোই চলছে। অতএব এখন পিছু হটার কোনো প্রশ্নই ওঠে না! বর্ন উঠে দাঁড়িয়ে আবছা অন্ধকার মনুমেন্টটির ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। বাইরের দিকের মতো ভেতরেও লম্বা লম্বা পিলার দেয়া। ভেতরের আবছা অন্ধকার পরিবেশ গোপন বৈঠকের জন্য ভালো আবহাওয়া তৈরি করেছে। বর্ন একটা পিলারের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। তার চোখ মনুমেন্টের প্রধান ফটকের দিকে। তাকে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। ভেতরের টুরিস্টগুলো বিশাল হল ঘরটি ঘুরে ফিরে দেখতে দেখতে বের হবার পথের দিকে এগোতে লাগলো। বর্ন টুরিস্ট গ্রুপ থেকে আলাদা হবার জন্য ওই পিলারের পেছনেই লুকিয়ে পড়লো।

হঠাৎ বর্নের মাথার যেনো বাজ পড়লো। এতোই আকস্মিক আর অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটলো যে, বর্নের মুখ থেকে খালি একটা শব্দই বেরোলো। ফাঁদ। আর কোনো টুরিস্ট গ্রুপ ভেতরে ঢুকতে পারবে না কারণ দরজা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। সকল প্রবেশপথ আর বের হবার রাস্তা এখন বন্ধ। সে দরজাগুলো বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেয়েছে। কিছু একটা হচ্ছে...বাইরে নিশ্চয় কিছু টুরিস্ট গ্রুপ ভেতরে ঢোকার জন্য অপেক্ষা করছে...তাদেরকে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না কেন! হায় ঈশ্বর, শুরু থেকেই এটা একটা ফাঁদ ছিলো! প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি আক্রমণ, পুরোটাই সাজানো! একদম শুরু থেকেই ছকে হিসাব কষে এই ফাঁদ তার জন্য পাতা হয়েছে। দ্বীপে ওই ঝড়ো আবহাওয়ায় সোর্সের নিজ থেকে ইনফরমেশন দিতে আসা, সব সিট বুক থাকা সত্ত্বেও এয়ার লাইনের টিকিট পাওয়া, এয়ারপোর্ট কমান্ডোর অপরিপক্ক ছদ্মবেশ ধরা, সবকিছুই ইচ্ছে ক'রে করা হয়েছে তাকে এই ফাঁদে আনার জন্য! ঝকমকে কালো পাদ্রির পোশাক পরা হয় শুধুমাত্র তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। এমনকি হোটেলের বাইরের ভ্যানে যে লোকটি নজর রাখছিলো সেও আসলে কমান্ডোরই লোক। আর সে নজর রাখছিলো তার আর দাঁজুর ওপর, কমান্ডোর ওপর নয়! কমান্ডো জেসনকে তার নিজের ফাঁদেই ফেলে দিয়েছে। এবার একটাই উপায়। খোদ শিকারীকেই শিকার করতে হবে। কমান্ডোর ফাঁদে কমান্ডোকেই ফেলতে হবে!

BanglaBook.org

বর্ন আশপাশে সাবধানে দেখতে লাগলো, বের হওয়ার কোনো পথ পাওয়া যায় কিনা! তার সামনে বাম দিকের করিডোর থেকে সামান্য রোদের আলো দেখা যাচ্ছে। তার মানে ওদিককার দরজাটা লাগানো হয় নি। কতোগুলো পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, বর্ন আবার পিলারের পেছনে লুকালো। বেল্ট থেকে পিতলের ধারালো ব্লেডটা বের করলো। ধূসর সুট পরা মিলিটারি ধাঁচের একটা লোক অস্ত্র হাতে তার পিলারের সামনে দিয়ে সতর্কভাবে হেটে যাচ্ছে। বর্নের সাথে তার দূরত্ব পাঁচ ফিটেরও কম। লোকটির বন্দুকে সাইলেন্সার লাগানো, গুলি করলে বড়জোর একটা পিন ছোড়ার মতো শব্দ হবে। বর্ন তার হিসাব কষে নিলো। ব্লেডটাকে এমনভাবে ছুড়তে হবে যাতে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় তার।

লোকটা মুখ দিয়ে টু শব্দ করারও সময় পেলো না, অন্ধকারে পড়ে থাকা দেহটিকে বর্ন পিলারের পেছনে টেনে আনলো। বর্ন তার এই অজানা শত্রুর হাত থেকে অস্ত্রটি তুলে নিয়ে হামাগুঁড়ি দিয়ে পাশের পিলারে চলে গেলো। বাম দিকে দেয়ালের সামনে সারি ধরে কতোগুলো গাছ রাখা আছে; বর্ন সেগুলোর নীচ দিয়ে হামাগুঁড়ি দিয়ে আরো একটু দূরের একটি পিলারের পেছন গিয়ে আশ্রয় নিলো। বের হবার পথের দরজার সাথে তার দূরত্ব ক্রমশ কমে আসছে। তার ওপর এ পিলারটা হলের এক কোণায় অবস্থিত, ফলে তাকে সহজে দেখা যাবে না, কিন্তু সে অন্যদের দেখতে পাবে!

করিডোর থেকে আসা হাল্কা রোদের মধ্যে দিয়ে ধূসর সুট পরা দ্বিতীয় একটি লোক অন্ধকার হলঘরটির মধ্যে ঢুকে মাও'য়ের ক্রিস্টাল কফিনের সামনে এসে দাঁড়ালো, তার হাতের ওয়্যারলেসটি মুখের কাছে ধরে কিছু একটা বললো সে। হঠাৎ লোকটার ভাবভঙ্গি সম্পূর্ণ বদলে গেলো, তার মনোযোগ এখন সামনের একটি পিলারের পেছনে পড়ে থাকা অপর লোকটির দেহর দিকে। ধীরে ধীরে, সতর্কভাবে সেদিকে এগোতে লাগলো সে। বর্নও আবার সেই গাছের সারির পেছনে হামাগুঁড়ি দিয়ে দ্বিতীয় লোকটির কাছে এগোতে লাগলো। হঠাৎ লোকটির পেছনে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত শক্ত ক'রে চেপে ধরে লোকটির ঘাড় মটকে দিলো।

দ্বিতীয় দেহটি টেনে সারি বাধা গাছগুলোর পেছনে এনে রাখলো বর্ন। তাকে এখান থেকে যে করেই হোক বেরোতে হবে। তার কিছু হলে মেরিও আর বাঁচবে না। তাকে এই ফাঁদ থেকে বেঁচে পালাতেই হবে। সবচেয়ে সহজ পলায়ন সম্ভব হয় তখন যখন শত্রুপক্ষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্ট হয়। প্রথম দুটো লোককে কোনো শব্দ ছাড়াই সে সরিয়ে দিয়েছে, অন্যেরা এদের কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে কিছুটা বিভ্রান্ত হবে। এই বিভ্রান্তিকে কাজে লাগাতে হবে। বর্ন দ্রুত দৌড়ে আবার সেই কোণার পিলারটির পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। তার দৃষ্টি সেই করিডোরটির দিকে। যেমনটা সে ভেবেছিলো ঠিক তাই ঘটলো। পাদ্রি যে দ্বিতীয় সৈনিকটির পিঠে অস্ত্র ধরেছিলো সেই সৈনিক আর সিঁড়ির ওপরে বৃফকেস হাতে দাঁড়ানো সিভিলিয়ানটি এবার করিডোর দিয়ে ঢুকলো। সৈনিকটির হাতে একটি ওয়্যারলেস, সে তাতে কিছু একটা বলে উত্তরের জন্য কানে লাগিয়ে শুনছে, তারপর

BanglaBook.org

ওয়্যারলেসটা পকেটে রেখে তার বেল্ট থেকে একটা বন্দুক বের করলো। সিভিলিয়ানটিও তাকে দেখে তার কোটের ভেতর থেকে বের ক'রে নিলো একটা পিস্তল। লোক দুটো আস্তে ক'রে হেটে সতর্কভাবে মাও সেতুংয়ের কফিনের দিকে এগোচ্ছে আর বার বার ডানে বামে তাকাচ্ছে, কিন্তু কোণার পিলারটি তাদের নজরে পড়ে নি।

এই সুযোগ! জেসন তার অস্ত্র তুলে ধরে দ্রুত নিশানা ক'রে গুলি ছুড়লো। এক! এবার একটু ডানে! দুই! দুটো পিনের শব্দের সাথে সাথে লোক দুটো কফিনের গায়ে হেলে পড়লো। বর্ন তার জামার কাপড় দিয়ে অস্ত্রের উত্তপ্ত সাইলেন্সারটি মোচর দিয়ে খুলে ফেললো। ভেতরে আরো পাঁচটি গুলি আছে।

বর্ন করিডোরের কাছে গিয়ে পড়ে থাকা দেহগুলোর দিকে লক্ষ্য ক'রে টানা পাঁচটা গুলিই ছুড়লো। দুটো গুলি মাও'য়ের ক্রিস্টাল কফিন ভেদ ক'রে ঢুকে পড়লো; একটি মাও'য়ের রক্তশূন্য মস্তিষ্কে, আরেকটি তার চোখে। সাইলেন্সারহীন গুলির শব্দে কেঁপে উঠলো পুরো মনুমেন্টটা, গুলির শব্দগুলো বার বার প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

চারদিকে এক সঙ্গে বেজে উঠলো সাইরেন, কানে তালা লাগানো বেলের শব্দের সাথে সাথে চারদিক থেকে সৈন্য আর সান্ত্রীরা মনুমেন্টের দিকে ছুটে আসছে। হঠাৎ ভড়কে যাওয়া টুরিস্টগুলো উদভ্রান্তের মতো ছুটতে আরম্ভ করলো। মনুমেন্টের বাইরে ভিড় ক'রে দাঁড়ানো টুরিস্টগুলো পেছন থেকে তেড়ে আসা সৈনিকগুলোর ধাক্কায় মনুমেন্টের ভেতরে ঢুকে পড়লো। বর্নও সেই ট্যুরিস্টদের দলে যোগ দিলো। সৈনিকগুলো মনুমেন্টের ভেতরে ঢুকে সব টুরিস্টকে বাইরে বের ক'রে দিচ্ছে এখন। বর্ন ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে তিয়ান আন মেন স্কয়ারের দিনের আলোয় বের হয়ে এলো। দাঁজু! বর্ন তার ডান দিকে মোড় নিয়ে দাঁজুকে শেষ যেখানে দেখেছিলো সে দিকে ছুটতে লাগলো। সৈনিকগুলো ভড়কে যাওয়া জনগণকে সামাল দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। মনে হয় বড় কোনো ফ্যাসাদ লাগবে। বর্ন দাঁজুর যেখানে থাকার কথা সেখানেই তাকে দেখতে পেলো না। কিছু নেই, দাঁজুর মতো দেখতে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ জেসনের বাম দিকে, খ্যাচ্ ক'রে টায়ারের বিকট শব্দ ক'রে প্রচণ্ড গতিতে একটা গাড়ি তিয়ান আন মেন স্কয়ারের গেটের দিকে ছুটতে লাগলে বর্ন ঘুরে তাকালো। কালো ঘোলাটে জানালাঅলা একটা ভ্যান, গায়ে চাইনিজ লেখা—জিঙ্গ শান পক্ষীসংরক্ষণশালা! ওরা দাঁজুকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ইকো আর নেই।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৪

"কোয়েস্তিল অ্যারাইভ?"

"দে ক্যু দেফার! লো গারদে সন্ত প্যানিক!"

বর্ন হৈচৈগুলো শুনতে পেয়ে সেদিকে দৌড়ে গিয়ে ফ্রেঞ্চ টুরিস্টদলের সাথে যোগ দিলো। জ্যাকেটের বোতাম লাগিয়ে অস্ত্রটা বেল্টে লুকিয়ে রেখে সাইলেন্সারটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো সে। টুরিস্ট দলটিতে তার মতো এবং তার চেয়েও বেশি লম্বা বেশ কয়েকজন ফ্রেঞ্চ আছে, তাই নিজেকে আড়াল করতে বর্নের তেমন কোনো অসুবিধা হলো না। ইউনিফর্ম পরা সৈনিকেরা সব মাও সেতুং মনুমেন্টের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। পুরো মনুমেন্টটিকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। জেসনের মনোযোগ এখনও গুপ্তঘাতকের দিকেই। সে কি বের হয়ে আসবে? নাকি আসল জেসন বর্ন তার ফাঁদে পড়ে গেছে ভেবে সে দাঁজুকে ধরে নিয়ে ভ্যানে ক'রে পালিয়ে গেছে?

"কোয়েস্তসে কুয়ে সেস্ত?" তার পাশে দাঁড়ানো লম্বা ফ্রেঞ্চ লোকটিকে প্রশ্ন করলো বর্ন। লোকটি দেখতে অনেকটা দাঁজুর মতো।

"আরো দেরি হবে, কোনো সন্দেহ নেই," বিরক্তির সাথে জবাব দিলো লোকটি। "এটা একটা পাগল-ছাগলের জায়গা। আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। যাই হোক আমি এখনই হোটেলে ফিরে যাবো।"

"কিন্তু সেটা কি এখন সম্ভব হবে?" প্রশ্ন করলো বর্ন। "ওরা তো বার বার বলছে টুর গ্রুপের সাথে থাকতে!"

"আমি একজন বিজনেসম্যান, টুরিস্ট নই। এই টুর আমার শিডিউলে ছিলো না। আমি একটা গাড়ি ভাড়া নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ফ্রেঞ্চ জানা ড্রাইভার না থাকায় আমাকে এই দলে শেষ মুহূর্তে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।"

"আপনাকে আরো ঘণ্টাখানেক এই দলের সাথেই থাকতে হবে! এরপর নিশ্চয় ওরা চীনের প্রাচীর দেখাতে নিয়ে যাবে!"

"পাঁচ ঘণ্টা, অসম্ভব! আমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং ধরতে হবে। আমি এই টুরিস্ট দলে এতোক্ষণ থাকতে পারবো না।"

"আমি নিজেও ব্যবসা করি। আপনার বিজনেসটা কিসের?" জানতে চাইলো বর্ন।

"মূলত ফেব্রিক্সের। তাছাড়া ইলেক্ট্রনিক্স, তেল, কয়লা, পারফিউম তো আছেই," লম্বা লোকটি মৃদু হাসি দিয়ে গর্বের সাথে বললো।

"আপনাকে নিয়ে ভয় পাচ্ছি, স্যার," বর্ন এ কথা বললে লোকটি প্রথমবারের মতো বর্নের দিকে তাকালো।

"কেন?"

"মাও'য়ের সমাধিতে গুলি ছোড়া হয়েছে। এখন কাউকে সহজে ছাড়া হবে না, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রস্তুত হন।"

"ওরা আমাকে আটকাতে পারবে না। ব্যবসার জন্য বৈধ সব কাজপত্র আমার

BanglaBook.org

সাথে আছে। আর ওপর অনেক প্রভাবশালী লোক আমার নাম জানে।"

"সেটাই তো ভয়ের ব্যাপার। এই টুরটা আপনার শিডিউলে ছিলো না, তাছাড়া আপনি টুরিস্টও নন। এখানে আপনার আসাটা আকস্মিক আর তাই ওরা আপনাকে সন্দেহ করবে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একবার আঁটক করলে ওখানেই আপনার পুরো একটি দিন নষ্ট হবে। আমি এদের আইনকানুন জানি। প্রচণ্ড ঢিলা! প্রভাবশালী কারো নাম ব্যবহার করেও লাভ হবে না। আপনার আজকের সব মিটিং ভেস্তে যাবে।"

"কি বলছেন?" লোকটি ঘাবড়ে গেলো। "আমার মিটিংটা খুবই জরুরি। কি করা যায়?"

"আমার কথা শুনুন, এখনই এখান থেকে চলে যান। কেউ ধরলে বলবেন আপনি হাটতে হাটতে চলে এসেছিলেন। আপনার সাথে কোনো টুরিস্ট পাশ নেই।"

"কিন্তু তাতে আরো সমস্যা বাড়বে না?"

"না, আপনার টুরিস্ট পাশ আর আজকের বিজনেস শিডিউলটা আমার কাছে রেখে যান। টুরিস্ট পাশ থেকে ওরা আপনার পাসপোর্ট নাম্বার পেয়ে যাবে। তা থেকে ওরা জেনে যাবে আপনি টুরিস্ট নন, বিজনেসম্যান। আর শিডিউলটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং ছিলো। তখন ওরা সন্দেহ করতে পারে। বিজনেস মিটিং থাকার পরেও আপনি এখানে কেন এসছেন তা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে!"

"আমি আপনার কাছে চিরকাল ঋণী থাকবো," কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে বর্নের দিকে তাকিয়ে বললো লোকটি। সে নিজের ভাষায় লাগানো টুরিস্ট ট্যাগটি খুলে বর্নকে দিয়ে পকেট থেকে তার বিজনেস শিডিউলটি বের করলো। "যদি কখনও প্যারিসে যান তো অবশ্যই আমার কাছে..."

বর্ন প্লাস্টিক ট্যাগটি নিজের জামায় লাগিয়ে পুরোদস্তুর টুরিস্ট হয়ে গেলো। টুরিস্ট দলটি ছেড়ে একজন চীনা সৈনিকের দিকে এগিয়ে গেলো সে।

"কোনো সমস্যা, স্যার?" প্রশ্ন করলো সৈনিকটি।

"না, কোনো সমস্যা নেই। বিশেষত যদি তুমি ট্রেড কমিশনের সাথে আমার আর্জেন্ট মিটিংয়ের সকল দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে রাজি থাকো," গম্ভীরভাবে বলে সে তার সদ্য হাত করা বিজনেস শিডিউলটা সৈনিকটির মুখের কাছে তুলে ধরলো। "মিটিংয়ে একজন মিলিটারি প্রতিনিধিও আসবে, তার নাম সম্ভবত জেনারেল লিয়াঙ্গ।"

"আপনার চাইনীজ ভাষা খুব ভালো, স্যার," শিডিউলের পেপারটি থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে হতভম্ব সৈনিকটি বললো।

"তা হওয়াই স্বাভাবিক। এ কারণেই আমাকে ছাড়া মিটিংটা ভেস্তে যেতে পারে," রাগতস্বরে বললো বর্ন।

"আপনার এতো রেগে যাওয়ার কারণটা বুঝতে পারছি না," বললো সৈনিকটি।

"হয়তো জেনারেল লিয়াঙ্গ রাগলে সবকিছু পরিস্কার বুঝতে শুরু করবে।"

BanglaBook.org

"আমি জেনারেল লিয়াঙ্গ নামে কাউকে চিনি না। কারণ এতোগুলো জেনারেল আছে যে, সবার নাম মনে রাখা সম্ভব না। কিন্তু আপনি এতো উত্তেজিত হচ্ছেন কেন, স্যার? টুরে কোনো সমস্যা হয়েছে?"

"আমি উত্তেজিত, কারণ আমার টুরিস্ট দলটি তিনঘণ্টার কথা বলে আমার পাঁচ ঘণ্টা খেয়েছে। তার ওপর এখন তোমরা সব টুরিস্ট দলের পাশ চেক্ ক'রে বের হতে দিচ্ছো। এর ফলে মিটিংয়ে সময়মতো পৌছানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে কেউ যদি আমাকে এখান থেকে সময়মতো পৌছাতে সাহায্য করে তাহলে হয়তো তার নামে জেনারেল লিয়াঙ্গের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে সুপারিশ করতে পারি।"

"আমি আপনাকে সাহায্য করবো, স্যার," অনুগতভাবে বললো সৈনিকটি। "আপনাদের টুরিস্ট বাস ছাড়তে আরো ঘণ্টাখানেক লাগবে, তাছাড়া এই বাসগুলো বেশ ধীরগতিতে চলে। আমি আপনার জন্য আলাদা একটা গাড়ির ব্যবস্থা করছি। আপনি সময়মতোই পৌছে যাবেন।"

বর্ন সৈনিকটির ঠিক ক'রে দেয়া গাড়িটিতে বসলো। সৈনিকটি তার নাম আর পদবী একটা স্লিপে লিখে বর্নের হাতে তুলে দিয়েছে।

"স্যার, আমার ব্যাপারটা একটু দেখবেন।"

"অবশ্যই, তোমাদের মতো দায়িত্বশীল লোকেদেরই উন্নতির সুযোগ ক'রে দেয়া উচিত। বিদায়।"

প্যারিসের লুইস আরডিসন। নামটা বের করা কঠিন হয় নি। বিজনেস শিডিউলে লেখা তার ট্র্যাভেল এজেন্সির নাম্বারে ফোন ক'রে তার ও তার হোটেলের নাম বর্ন বের ক'রে নিয়েছে। সুযোগ আপনা থেকেই দেখা দেয়, সেগুলোকে কাজে লাগাতে হবে মাত্র! বর্ন ভাবলো। এই নতুন ফ্রেঞ্চ বন্ধুর বিজনেস পেপার আর পরিচয়পত্র তার জন্য বিশেষ সহায়ক হতে পারে। বর্ন আরডিসন যে হোটেলে উঠেছে সেখানে ঢুকে সোজা রিসেপশান কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলো।

"মি: লুইস আরডিসন, প্লিজ?"

বর্ন রিসেপশানের ফোন থেকে অপারেটরের মাধ্যমে লুইস আরডিসনের রুমে কল করলো। রিং বাজছে। কিন্তু কোনো জবাব নেই। কিছুক্ষণ পরে অপারেটর কথা বলতে লাগলো।

"সিনিয়র আরডিসন এখনও ফিরে আসেন নি, অনুগ্রহপূর্বক কিছুক্ষণ পরে আবার চেষ্টা করুন।"

বর্ন রিসিভারটি রেখে দিয়ে লাউঞ্জের সোফায় গিয়ে বসলো। তার চোখ চারদিকে ঘুরছে। পাশেই একটা ক্যাফেটোরিয়া। পরিস্কার আর পরিচ্ছন্ন। দেখে মনে হয় খাবারের মানও ভালো হবে। লাউঞ্জের ওপরে বিশাল একটা ঝাড়বাতি, আর নীচে রাজকীয় কার্পেট বিছানো। তার চোখ হোটেলের প্রবেশপথে পড়লো। দু'জন ইউনিফর্ম পরা গার্ড হোটেলের গ্লাসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

BanglaBook.org

গেস্টরা কাছে আসতেই তারা বারবার দরজা খুলছে, আর প্রতিবারই ঝুঁকে কুর্নিশ করছে।

"ওই তো আরডিসন!" চারজন সরকারী চাইনীজ আমলা তাকে সঙ্গ দিয়ে হোটেলের ভেতর ঢুকছে। লিফ্‌ট পর্যন্ত সঙ্গ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। লিফটের দরজা খুলতেই আরডিসনকে তারা ঝুঁকে কুর্নিশ ক'রে বিদায় জানালো। বর্ন চুপচাপ দেখতে থাকলো লিফ্‌টটা কোথায় গিয়ে থামে। পনেরো, ষোলো, সতেরো। বর্ন তার ঘড়িতে সময় দেখলো। এখনও আরডিসন তার ঘরে ঢোকে নি। তাকে কিছুটা সময় দিতে হবে।

"হ্যালো?" ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত একটি কণ্ঠস্বর থেকে কথাটা শোনা গেলো।

"যা বলার, সংক্ষেপে বলছি," শান্তকণ্ঠে বললো জেসন। "যেখানে আছো সেখানেই থাকো, ঠিক আট মিনিটের মাথায় তোমার রুমের দরজায় দুটো দ্রুত টোকা পড়বে। সাথে সাথে দরজা খুলে দেবে। নিজে খুলবে!"

"আপনি কে?"

"তোমারই দেশের লোক। তোমার সাথে কথা বলাটা জরুরি। তোমার নিজের নিরাপত্তার জন্যই! মনে রেখো, ঠিক আট মিনিট!" বর্ন লাইনটা কেটে দিয়ে আবার সেই সোফায় এসে বসলো। আরডিসনের উৎকণ্ঠা বাড়ানোর জন্য সে এই সময়টা নিয়েছে। ঘড়ি দেখতে লাগলো সে। এখন লিফ্‌ট ধরার সময় হয়েছে। আরো কয়েকজন প্যাসেঞ্জারের সাথে বর্ন লিফটে উঠলো। ১৭ তলা। বর্ন লিফ্‌ট থেকে বের হয়ে আসলো। ছয় মিনিট পার হয়েছে। রিসেপশন থেকে জেনেছে আরডিসনের রুম নাম্বার ১৭৪৩। বর্ন তার ঘড়ি দেখতে দেখতে রুম নাম্বার ১৯৪৩-এর সামনে এসে দাঁড়ালো।

ঠিক আট মিনিট! সে দরজায় দু'বার টোকা মারলে দরজা খুলে গেলো, আর বর্নকে দেখেই আরডিসন ভিরমি খেলো যেনো।

"*সেন্ত ভ্যু,*" ভয়ে চিৎকার ক'রে উঠলো ফ্রেঞ্চ লোকটি।

"শান্ত হও," বললো বর্ন, ফ্রেঞ্চ ভাষায়। সে ভেতরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলো। "তোমার সাথে কথা বলাটা জরুরি। আমার জানা দরকার সেখানে কি হয়েছে?"

"তুমি! তুমিই আমার পরিচয়পত্র নিয়েছিলে। তোমার জন্যেই আমাকে আজ এতো ঝামেলা পোহাতে হয়েছে!"

"তুমি কি আমার কথা ওদের বলেছো?" প্রশ্ন করলো বর্ন।

"বলার সাহস হয় নি। পরিচয়পত্র অন্যকে দেয়াটা অবৈধ, তাতে আরো ঝামেলা বাড়তো। ওদের বলেছি আমি আমার টুরিস্ট পাশ হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু তুমি কে? তুমি কি চাও? একদিনের জন্য যথেষ্ট ক্ষতি করেছো, আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার আগে এখান থেকে তোমার চলে যাওয়া উচিত।"

"আমি শুধু জানতে এসেছি তুমি আমাদের বন্ধু না শত্রু?" জ্যাকেটের পকেট থেকে তার অস্ত্রটা বের করে টেবিলের ওপর রেখে বললো বর্ন।

BanglaBook.org

আরডিসন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো, দু'পা পিছিয়ে গিয়ে চোখ বড় বড় ক'রে অস্ত্রটির দিকে তাকিয়ে রইলো সে। "ঈশ্বরের শপথ নিয়ে বলছি, তুমি ভুল লোককে ধরেছো! আমি কারো শত্রু নই," তোতলাতে শুরু করলো আরডিসন।

"প্রমাণ করো।"

"কি?"

"প্রমাণ করো যে, তুমি নির্দোষ! খুলে বলো, ওখানে কি হয়েছিলো?"

"আমি পাশটা তোমাকে দিয়ে একটা পানির ফোয়ারার পাশ দিয়ে হেটে সামনে গিয়ে..."

"ওহ্, তার মানে তুমি দৌড়ে পালাচ্ছিলে, আর ওরা তোমাকে থামায়। তুমি ওদের সত্যি কথাটা খুলে বলো নি কেন?"

"ওরা খুব দ্রুত কথা বলছিলো, আমি ওদের কথা বুঝতে পারছিলাম না। তাছাড়া কাউকে পরিচয়পত্র দিয়ে দেয়াটা বেআইনী। আমি তাই ওদেরকে সত্যি কথাটা বলতে পারি নি।"

"শেষমেষ ছাড়া পেলে কিভাবে?"

"আমি সবসময় সাথে বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির নামের লিস্ট রাখি যাদের সাথে আমার বিজনেস নেগোসিয়েশন চলছে। প্রথমে ওদেরকে ফোন করি। ওরা ফোনে বিষয়টা সামাল দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতেও কাজ না হলে ওরা নিজেরাই হাজির হয়ে আমাকে ছাড়িয়ে নেয়। এই তো। আর কিছু হয় নি। হলেও আমি লুকাতাম না," বললো আরডিসন।

"তোমার কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে," বললো বর্ন। "তোমাকে সন্দেহ করাটা আমাদের ভুল হয়েছে।"

"আমাদের?"

বর্ন হাসলো। "হ্যা, আমরা। আমরা একটা সুসংঘবদ্ধ দল। ঈশ্বরের রাস্তায় যুদ্ধ করি। শয়তানের অনুসারীদের নিশ্চিহ্ন করি। আয়াতুল্লার গোঁড়া ধার্মিক আর বাদের মেইনহফের মতো আমরাও একটা দল তৈরি করেছি।"

"বাপ্‌রে!"

"চায়নার মানুষগুলো খারাপ না। কিন্তু তাদের সরকার বর্বর। নাস্তিক। তারা মানুষদের মন থেকে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা উঠিয়ে দিতে চায়। আমরা এদেরই বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আর আমৃত্যু প্রচণ্ড লড়ে যাবো।"

"কিন্তু এর মধ্যে আমাকে টানা হলো কেন?"

"আজকে চীনা সরকারের এক প্রিয়পাত্র, বলা যেতে পারে শয়তানের পুত্রের তিয়েন আন মেন স্কয়ারে আসার কথা ছিলো। তাকে আমরা খতম করার উদ্দেশ্য নিয়ে রওনা দেই। কিন্তু তাকে না খেয়ে আমাদের কিছু লোক মাও'য়ের সমাধিতে গুলি ছুড়ে ঝাঁঝরা ক'রে দিয়ে এসেছে!"

"তার মানে তোমরাই মাও'য়ের সমাধি...!" ফ্রেঞ্চ লোকটি কথাটি শেষ করলো না। তার কপাল দিয়ে ঘাম ঝড়তে শুরু করলো।

BanglaBook.org

"হ্যা, তবে যে লোকের আসার কথা ছিলো তার সাথে তোমার চেহারা কিছুটা মিলে যায়। আমাদের সন্দেহ হয় তুমি তোমার আসল পরিচয় গোপন করছো। আর তাই আমরা তোমার পিছু নিতে বাধ্য হই।"

"কিন্তু এখন তো বুঝতে পারছো আমি তোমাদের সেই শত্রু নই!"

"হ্যা, কিন্তু তুমি বড্ড বেশি জেনে ফেলেছো। তাই তুমি আমাদের জন্য বিপজ্জনক। নিজের ভালো চাইলে যে কয়দিন আছো এ রুম থেকে বের হবে না। খাবার অর্ডার দিয়ে রুমে পাঠাতে বলবে। সকল বিজনেস মিটিং বাতিল করে দাও, কারো সাথে ফোনে যোগাযোগ করবে না। সহজকথায় সবার দৃষ্টির বাইরে থাকবে। আমার লোকজন তোমার ওপর নজর রাখবে। যদি আমাদের সন্দেহ হয় যে, কেউ আমাদের ফলো করছে, তাহলে ধরে নেয়া হবে তুমিই তাদেরকে আমাদের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছো। আর তার ফলাফল খুব বীভৎস হতে পারে!"

"অবিশ্বাস্য..." অন্যমনস্কভাবে বললো আরডিসন।

"আর তুমি যাতে আমাদের কথার খেলাপ না করো তা নিশ্চিত করার জন্য তোমার সব কাগজপত্র আমি আপাতত নিয়ে যাবো। প্লিজ, তোমার ওয়ালেট আর কাগজপত্রগুলো বের করো।"

জেসন আরডিসনের সব কাগজপত্র দেখিয়ে আর তার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নাম ব্যবহার করে আরডিসনেরই কোম্পানির নামে একটা গাড়ি ভাড়া করলো। ভাড়া নেয়ার সময় সে এটাও পরিস্কার করে দিলো যে, গাড়িটি একজন চীনা অফিসিয়াল চালাবে, তাই ড্রাইভারের কোনো প্রয়োজন নেই। বর্নকে বলা হলো সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ গাড়িটি তার হোটেলে পৌছে যাবে এবং এ গাড়িতে সে নির্বিঘ্নে বেইজিংয়ে চলাচল করতে পারবে।

বর্ন হেটেই হোটেলে ফিরে আসলো। আসার পথে সে হোটেলের পূর্ব দিকের ওয়াং ফু জিঙ্গ মার্কেট থেকে কিছু জিনিস শপিং করলো। বেশিরভাগই কাপড়চোপড়, কিছু কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, একটা ক্যালিগ্রাফি পেন আর বেইজিং শহরের একটা মানচিত্র। জিনিসগুলো বয়ে সে হোটেলের রুমে ঢুকলো। প্রথমেই ডেস্কে ব'সে তার পরবর্তী কাজগুলোর একটা লিস্ট তৈরি ক'রে নিলো সে। তারপর বেইজিংয়ের ম্যাপটা খুলে টেবিলের ওপর মেলে রেখে সবুজ সাইনপেন দিয়ে একটা জায়গায় গোল ক'রে বৃত্ত আঁকলো। জিঙ্গ শান পক্ষীসংরক্ষণশালা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৫

টেলিফোনটা বেজে উঠতেই মেরি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলো। সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দৌড়ে রুমটির অপরপ্রান্তে ছুটে রিসিভ করলো ফোনটি।

"হ্যা!"

"কেমন আছেন, মিসেস অস্টিন!"

"মো?...মো পানোভ! থ্যাঙ্ক গড," কৃতজ্ঞতায় মেরির চোখ বন্ধ হয়ে আসলো। আলেকজান্ডার ককলিনের সাথে কথা বলার প্রায় তিরিশ ঘণ্টা পার হয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু তাও ওদের কোনো খবর মেরি পাচ্ছিলো না। অসহায়ভাবে অপেক্ষা করতে করতে সে আরো অস্থির হয়ে উঠেছিলো।

"অ্যালেক্স ভাবছিলো সে তোমাকে সাথে নিয়ে আসবে।"

"ভাবছিলো? এতে এতো ভাবার কি ছিলো! আমার কথা বাদ দাও। তোমার কথা বলো। তোমার এখন কেমন লাগছে?"

"আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, মো! আমি আর পারছি না!"

"তোমার ওপর দিয়ে এতো ঝড়-ঝাপটা গেছে যে, আমি তোমার মানসিক অবস্থা নিয়ে আশঙ্কা করছিলাম। তাই আর না পেরে এই এয়ারপোর্টের পে-ফোন থেকেই কল ক'রে বসলাম।"

"তোমরা এসে গেছো!"

"হ্যা।"

"অ্যালেক্স কোথায়?"

"পাশেই। ও আরেকটা পে-ফোনে কারো সাথে কথা বলছে...একটু ধরো। হ্যা, ওর সাথে কথা বলো।"

"মেরি?"

"অ্যালেক্স! ধন্যবাদ তোমাকে। এখানে আসার জন্য তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ—"

"আরে, ওসব বাদ দাও তো। আসল কথায় আসো। ওরা তোমাকে শেষ যেবার দেখেছিলো তখন তুমি কি পোশাক পরে ছিলে?"

"পোশাক?"

"হ্যা, যখন তুমি ওদের থেকে পালিয়ে যাও।"

"আমি তো ওদের কাছ থেকে দু'বার পালিয়েছি। শেষবার তো তুয়েন মুন থেকে।"

"না, সেবার না," বললো অ্যালেক্স। "শেষবার ওরা তোমাকে ভালোভাবে দেখতে পারে নি। শুধু দু'জন মেরিন দেখেছিলো। তার ওপর ওরা নিজেদের বিপদ সামলাতেই ব্যস্ত ছিলো তখন। আমি হংকংয়ের কথা বলছি। হসপিটাল থেকে পালানোর পর তুমি কিছু জিনিস কিনেছিলে, সেগুলো পরেই কানাডিয়ান কনসুলেটে গিয়েছিলে। মনে পড়েছে? সেগুলো কি?"

BanglaBook.org

"হায় ঈশ্বর! তোমার এতোটা মনে আছে কিভাবে?"

"অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমি তোমার কথাগুলো নোট ক'রে রেখেছিলাম। জল্‌দি মেরি। মোটামোটিভাবে বলো, কি পরেছিলে?"

"একটা ঢোলা স্কার্ট, সাদা রঙের ঢোলা স্কার্ট। একটা লম্বা কলারওয়ালা নীল রঙের ব্লাউজ—"

"সম্ভবত ওটা বদলে নিয়েছিলে তুমি।"

"কি?"

"না, কিছু না। আর কি পরেছিলে?"

"ওহ্, একটা চওড়া হ্যাট, আমার চেহারা ঢাকার জন্য।"

"বেশ!"

"সাথে একটা নকল গুচ্চি পার্স ছিলো, ফুটপাত থেকে কেনা। আর একজোড়া ফ্ল্যাট স্যান্ডেল।"

"আমার দরকার উচ্চতাটা! আমরা হিলওয়ালা জুতোই ব্যবহার করবো। এতেই চলবে, ধন্যবাদ।"

"কিন্তু, কিসের জন্য অ্যালেক্স? তুমি করছোটা কি?"

"ওদের সাথে একটু খেলা করছি," বললো অ্যালেক্স। "আমি নিশ্চিত, স্টেট ডিপার্টমেন্টের পাসপোর্ট কম্পিউটার আমার এখানে আসার খব টের পেয়ে গেছে। তাছাড়া আমার খোঁড়া পায়ের ছন্দময় হাটা নিশ্চয় ওদের কাস্টম্‌সের লোকগুলোরও দৃষ্টি এড়ায় নি। এয়ারপোর্ট থেকে আমরা সোজা কাউলুনের এই রেলস্টেশনে আসি। রেলস্টেশনের বাইরে বেশকজন লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি। কিন্তু এরাই সব না। আমি দেখতে চাচ্ছি আর কে কে এর সাথে জড়িত!"

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

"পরে বুঝিয়ে বলবো। এখান থেকে নিরাপদে বের হতে পারলেই আমরা তোমার ওখানে যাবো।"

"আর মো?"

"মো আমার সাথেই থাকবে। ওকে একা ছাড়লে ওরা ওকে ধরে নিয়ে যেতে পারে।"

"ওরা তোমাকে ধরবে না?"

"ওরা সহজে আমাকে ধরার সাহস পাবে না।"

"এতো আত্মবিশ্বাসের সাথে বলছো কিভাবে?"

"আমি ওদের সব গোপন অপারেশনের খবর জানি। মেডুসা থেকে ট্রেডস্টোন পর্যন্ত ওদের সকল কুকীর্তিই আমার জানা। এই মুহূর্তে ওদের কাছে আমি একটা চলমান বোমার মতো। যখন তখন সেটা ফেটে পড়তে পারে। আমাকে এতো সহজে ঘাটাবে না কেউ!"

"তোমার কথায় আমি সাহস ফিরে পাচ্ছি। কিন্তু ওরাও বুদ্ধিতে কম যায় না। তাই, যা-ই করো, সাবধানে করো, অ্যালেক্স।"

BanglaBook.org

"এখন আমাদের না, ওদের সাবধান হবার পালা," ককলিন লাইনটা কেটে দিলো।

মরিস পানোভ আর অ্যালেক্স ককলিন কাউলুনের রেলওয়ে স্টেশনের একটা গিফ্‌টশপ থেকে বেরিয়ে চলন্ত সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মো একসময় অ্যালেক্সেরও চিকিৎসা করেছিলো। আর এই মুহূর্তে সে সম্পূর্ণভাবে তার একসময়কার রোগির নির্দেশের ওপর নির্ভরশীল। যদিও সে সবজান্তা ব্যক্তিত্ব পরিহার করতে পারে নি।

"তোমার স্টেট ডিপার্টমেন্টের লোকগুলো সব চোদন খাওয়া," সে বললো, "তার এক হাতে একটা পান্ডার পুতুল আর অন্য হাতে একটা রঙিন ম্যাগাজিন। "আমি আরেকবার বলছি, দেখো সব ঠিকমতো মেলে নাকি। নীচে নামার পর আমি ডান দিকের ছয় নম্বর ট্র্যাকে যাবো, তারপর বামে মোড় নিয়ে ট্রেনটার একদম শেষমাথায় পৌছাবো। ট্রেনটা কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসবে। এ পর্যন্ত ঠিক আছে তো?" প্রশ্ন করলো মো।

"হ্যা, ঠিক আছে," জবাব দিলো ককলিন।

"তারপর আমি একটা পিলারের পেছনে দাঁড়াবো। একহাতে এই পান্ডার পুতুলটা ধরে অন্য হাতে এই নোংরা পর্নোগ্রাফিক ম্যাগাজিনটা পড়তে থাকবো, যতোক্ষণ না একজন মহিলা আমার কাছে এগিয়ে আসে।"

"একদম ঠিক," বললো ককলিন। তারা দু'জনেই চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলো।

"কিন্তু ওই মহিলার সাথে দেখা হলে কি বলবো তা তো বলো নি?" প্রশ্ন করলো পানোভ।

"হুমম, বলতে পারো, 'আপনার সাথে পরিচয় হয়ে ভালো লাগলো!' আপনার বাচ্চারা কেমন আছে?"

"এসব গুরুত্বপূর্ণ না। তুমি খালি ওকে পান্ডাটা দিয়ে যতোদ্রুত সম্ভব এই চলন্ত সিঁড়ির কাছে ছুটে আসবে," ককলিন পানোভের কাঁধে হাত রাখলো। "ঘাবড়াবার কিছু নেই। তুমি ভালো করবে, মো। শুধু আমি যেমনটা বলেছি তাই করো। আর দ্রুত এখানে ফিরে এসো। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

পানোভ প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথার দিকে এগিয়ে গেলো। এদিকে লো ইয়ু থেকে আসা ট্রেনটি স্টেশনে ঢুকলো পুরো প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে। সে একদম শেষ পিলারটির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ট্রেনের দরজাগুলো খুলে গেলো আর শত শত লোক হুমড়ি খেয়ে পড়লো প্ল্যাটফর্মে। পানোভ সাদাকালো পান্ডাটা বগলের তলায় চাপা দিয়ে, রঙিন ম্যাগাজিনটা তার মুখের সামনে মেলে রেখেছে। কিছুক্ষণ পরই সেই অচেনা মহিলা চলে এলে পানোভ তাকে দেখে ভিমরি খেলো।

"তুমি নিশ্চয়ই হ্যারল্ড?" পুরুষালী কণ্ঠে ভেসে আসলো কথাগুলো। লম্বা মানুষটি একটা সাদা ঢোলা স্কার্ট, কটনের ব্লাউজ আর চওড়া হ্যাট পরে আছে। "আমি তোমাকে দেখেই চিনেছি, ডার্লিং!" পানোভের কাঁধে একটা থাপ্পর মেরে

BanglaBook.org

বললো সে।

"আপনার সাথে পরিচয় হয়ে ভালো লাগলো। বাচ্চারা কেমন আছে?" অনেক কষ্টে মরিস পানোভের মুখ দিয়ে কথাগুলো বের হলো।

"অ্যালেক্স কেমন আছে?" প্রশ্ন করলো পুরুষ কণ্ঠটি।

"আমি ওর কাছে ঋণী, আর আমি অকৃতজ্ঞ নই। তাই বলে এভাবে এখানে ডাকাটা পাগলামি।"

"হ্যা, তোমাদের দু'জনের মধ্যেই সে লক্ষণটা দেখতে পাচ্ছি।" বললো হতভম্ব সাইক্রিয়াট্রিস্ট।

"জল্‌দি! ওরা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমাকে পান্ডাটা দাও। আমি ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পালিয়ে যাবো। তুমিও এখান থেকে ভাগো!"

পানোভ তাই করলো যা তাকে করতে বলা হলো। সে দেখতে পেলো বেশ ক'জন লোক স্টেশন থেকে বের হওয়া মানুষের ভিড়ের বিপরীত দিক থেকে ধাক্কাধাক্কি ক'রে তাদের দিকে ছুটে আসছে। পানোভ দেখলো মেয়েদের পোশাক পরা পুরুষটি পিলারের পেছনে গিয়ে তার হাইহিল জুতো খুলে স্টেশনের মানুষগুলোর ভিড়ের দিকে দৌড়াতে শুরু করছে। হঠাৎ কোথা থেকে যেনো এক চাইনীজ তাকে জাপটে ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলো, কিন্তু তাকে অসাধারণভাবে পাশ কাটিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিয়ে লম্বা লোকটি ছুটে গেলো সামনের দিকে। এবার তার পেছনে আরো বেশকজন লোক ছুটতে লাগলো। ভিড়ের মধ্যে লম্বা লোকটি তার হাতের পান্ডাটি এক পশ্চিমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সামনে ছুটছে এখন। কিন্তু প্রচণ্ড মানুষের ভিড়ে আর বেশি দূর ছোটা সম্ভব হলো না। সুট পরা দু'জন চীনা অফিসিয়াল সেই চওড়া হ্যাট আর সাদা স্কার্ট পরা মানুষটিকে জাপটে ধরে ফেললো, অফিসিয়াল দু'জন তার মুখের দিকে তারপর একে অপরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার ক'রে উঠলো।

মরিস পানোভ আবারো তাই করলো যা তাকে করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। সে দ্রুত মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গিয়ে সেই চলন্ত সিঁড়ির কাছে ফিরে আসলো। এখন সিঁড়ির সামনে লাইনবেধে মানুষ উঠছে। কিন্তু অ্যালেক্স সেখানে নেই! মো ঘাবড়ে না গিয়ে শান্তভাবে আশেপাশে ঘুরে দেখতে লাগলো। কি হলো? কোথায় গেলো সি.আই.এ'র লোকটা?

"অ্যাই?"

পানোভ তার বামদিকে তাকালো। চলন্ত সিঁড়ি থেকে প্রায় তিরিশ ফিট দূরের একটি পিলারের পেছন থেকে অ্যালেক্স সামান্য উঁকি মেরে তাকে ডাকছে। মো ধীরে, সতর্কভাবে তার দিকে এগিয়ে গেলো। ককলিনের ভারি কাঠের পায়ের নীচে মধ্যবয়সী রেইনকোট পরা একটি লোক চাপা পড়ে আছে। "পরিচয় করিয়ে দেই, ইনি হলেন ম্যাথিউ রিচার্ডস। সুদূর প্রাচ্যে সে অনেক দিন ধরেই কাজ করছে। আমরা একে অপরকে চিনি কর্মজীবনের প্রায় শুরুতে। সে সময় অবশ্য তার বয়স অনেক কম ছিলো।"

BanglaBook.org

"ঈশ্বরের দোহাই অ্যালেক্স, আমাকে উঠতে দাও!" কাতর কণ্ঠে বললো লোকটি। "আমার মাথা ব্যথায় ফেটে গেছে, তুমি আমাকে কি দিয়ে আঘাত করেছো, রড দিয়ে?"

"না, ম্যাট। আমার অস্তিত্বহীন পায়ের জুতো দিয়ে। বেশ ভারি, তাই না? আর তোমাকে উঠতে দেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, যতোক্ষণ না তুমি আমার প্রশ্নগুলোর ঠিক ঠিক জবাব দিচ্ছো!"

"বালের প্যাচাল! তোমাকে তো বললামই, আমি কোনো স্টেশন চিফ নই। আমি একজন অলস প্রকৃতির অফিসার। ডি.সি থেকে তোমাকে নজরদারি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি শুধু এতোটুকুই জানি।"

"শুনলে ডাক্তার?" মরিসের দিকে তাকালো অ্যালেক্স। "স্টেশন চিফ! এটা একটা পুরনো আষাড়ে গল্প যা আমরা এখনও ব্যবহার ক'রে আসছি। স্টেশনের কোথাও কোনো অফিসার ধরা খেলেই স্টেশন চিফের নামে আজগুবি সব গল্প আর অজুহাত ঝাড়তে শুরু করে।"

"হায় জিশু! আমি তোমাকে সত্যি কথাই বলছি। আগামী ফেব্রুয়ারিতে আমার চাকরি শেষ হবে। আমি কেনই বা এখন কোনো নতুন ঝামেলায় জড়াতে যাবো?"

"বেচারা ম্যাট! তুমি নিজেই নিজের বিপদ বাড়ালে। এখন আমি দেশে ফিরে গিয়ে নিশ্চিত করবো যাতে তোমাকে মধ্য আমেরিকার জঙ্গিদের এলাকায় ট্রান্সফার করা হয় আর তার সাথে আরো নিশ্চিত করবো পেনশন হিসেবে তুমি যেনো একটা কানাকড়িও না পাও!"

"বাজে বোকো না!"

"শুধু ভেবে দেখো, লোক ভর্তি ট্রেন স্টেশনে একজন পঙ্গু লোক তোমাকে আক্রমণ করেছে বললে ওরা তোমার কথা বিশ্বাসও করবে না। কিন্তু আমি কোনো অভিযোগ করলে একজন স্টেশন অফিসারের জীবন বদলে যেতে পারে।"

"আমি কিছু জানি না। তোমাকে বলবো কি!"

"চাইনীজগুলো কারা ছিলো?"

"জানি না—"

"ওরা তো পুলিশ না, তাহলে কারা?"

"গভর্নমেন্টের লোক।"

"কোন্ ব্রাঞ্চের?"

"তা আমাদের বলা হয় নি। আমরা শুধু নির্দেশ পালন করছিলাম।"

"ওহ্, হ্যা, ভুলেই গিয়েছিলাম। তোমরা তো অন্ধ অনুসারী, স্যার যা বলেন তাই পালন করো। ওই বিশালদেহী চাইনীজটা কে ছিলো? দেখতে অনেকটা চাইনীজ পল্ বুনিয়ানের মতো?" ককলিন থামলো। রিচার্ড শুয়ে থেকেই তার মাথা দু'দিকে নাড়ছে।

"লোকটা কে, ম্যাট?"

"আমি ঠিক জানি না..."

BanglaBook.org

"কে?"

"আমি তাকে আগেও দেখেছি। এই যা! আর কিছু জানি না।"

"তুমি তাকে আগেও দেখেছো। নিশ্চয় অন্যদের কাছে তার ব্যাপারে প্রশ্ন করেছো! তুমি যা যা জানো খুলে বলো, ম্যাট।"

"ঠিক আছে, বলছি। কিন্তু পুরোটাই লোকমুখে শোনা কথা। এর আগাগোড়া কতোটা সত্যি আমি নিজেও জানি না। সে একজন ক্রাউন সি.আই।"

"ক্রাউন সি.আই।" ককলিন মরিসের দিকে ফিরে তাকে বুঝিয়ে বলতে লাগলো, "মানে হংকংয়ের বৃটিশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স, কিংবা বলা যায় হংকংয়ে কর্মরত লন্ডনের এম.আই৬'র ব্রাঞ্চ।"

মো শুধু মাথা দুলিয়ে বোঝার ভান করলো। "আপনার নেকটাইটা কি পেতে পারি, ডাক্তার?" তার নিজের টাইটা খুলতে খুলতে বললো ককলিন।

"তোমার টাইটাও লাগবে, ম্যাট!"

দু'মিনিট পরের ঘটনা। রিচার্ডস স্টেশনের একটা পিলারের পেছনে পড়ে আছে। তার হাত-পা আর মুখ শক্ত ক'রে তিনটা টাই দিয়ে বাঁধা!

"আমরা এখন নিরাপদ। ওরা সবাই আমাদের মহিলা বন্ধুটির পেছনে গিয়েছে। তাদের এতোক্ষণে মালয়েশিয়ার পথে রওনা দিয়ে দেওয়ার কথা!"

"আচ্ছা, ওই মহিলা, মানে লোকটা কে ছিলো? সে যে মহিলা নয় এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই!"

"লিঙ্গ বৈষম্য করতে চাই না, তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি। এ জায়গা থেকে, ওভাবে চলন্ত সিঁড়ি থেকে লাফিয়ে কোনো মহিলা পালিয়ে বের হতে পারতো না!"

"কিন্তু লোকটা কে?"

"তাকে এখানে মাঝে মাঝে ব্যবহার করা হোতো। বিনিময়ে আমরাও তাকে বর্ডার পার হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতাম। তার সাথে সব সময়ই বিশেষ কিছু দ্রব্য থাকতো!"

"নারকোটিক্স?"

"না, সে এসব ছুঁতেও রাজি না। সে সাধারণত চোরাই সোনা আর জুয়েলারি হংকং, ম্যাকাও আর সিঙ্গাপুরে পাচার ক'রে থাকে। বেশ কয়েক বছর আগে তার জীবনে খুব বাজে একটা ঘটনা ঘটে। এরপরই সে এ লাইনে আসতে বাধ্য হয়। ১৯৭৬ সালের অলিম্পিকে সে মেডেল পেয়েছিলো। হাই হার্ডল-এ সে ছিলো পারদর্শী।"

"সে তো তাহলে নামকরা অ্যাথলেট ছিলো!" বিস্ময় প্রকাশ করলো মো।

"হ্যা, কিন্তু পরে খবর ফাঁস হয় যে, সে একটা পর্নোগ্রাফিক পোস্টারে নগ্ন হয়ে পোজ দিলে তার মেডেল বাতিল করা হয়। তার অ্যাথলেটিক ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যায়। আসলে কলেজে থাকতে অভাবের তাড়ণায় পড়ে সে এই কাজ করেছিলো।"

"ওই বিশাল লোকটাই মেজর," ককলিনের বিপরীত দিকের একটি চেয়ারে ব'সে বললো মেরি। মরিস পানোভ হাটু গেঁড়ে ব'সে মেরির পায়ের তলা পরীক্ষা

BanglaBook.org

করছে। "উফ্!" সে আর্তনাদ করে উঠলো।

"তোমার পায়ের ওপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝাপটা গেছে দেখছি," বললো মো।

"কিছুই করার ছিলো না, মো। তোমরা এখানেই থাকছো তো?" প্রশ্ন করলো মেরি।

"নীচের তলায়," বললো অ্যালেক্স। "পাশের দুটো রুমের একটাও পেলাম না। আচ্ছা, ওই মেজর সম্পর্কে বলো তো! কি জানো ওর ব্যাপারে?"

"ওর নাম লিন ওয়েনজু। ক্যাথরিন স্টেপলস্ আমাকে বলেছিলো সে বৃটিশ ইন্টেলিজেন্সের হয়ে কাজ করছে।"

"সে কি এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত?"

"পুরোপুরি। সে আরো বলেছিলো মেজর লিনকে হংকংয়ের সেরা ইন্টেলিজেন্স অফিসার হিসেবে ধরা হয়।"

"বুঝলাম," বললো অ্যালেক্স। "কিন্তু একটা জিনিস মাথায় আসছে না। লন্ডন কেন এর মধ্যে জড়াতে গেলো। ব্যাপারটা অদ্ভুত। আমি যতোদূর জানি বৃটিশরা সহজে তাদের লোকদের আমেরিকার কাজে ব্যবহার হতে দেয় না। আর তাছাড়া ইউ.কে'র এই কলোনিতে আমেরিকানদের গোপন অভিযান পরিচালনা করতে দেয়ার কথাও নয়!"

"কেন?" প্রশ্ন করলো পানোভ।

"অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে প্রধান কারণ হলো ওরা আমাদের বিশ্বাস করে না—আমাদের উদ্দেশ্যকে নয়, ওরা আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে বিশ্বাস করতে পারে না।"

"কিন্তু ম্যাকঅ্যালিস্টারের মিশনকে বৃটিশরা স্বাগত জানিয়েছে। আর তার প্রমাণ হলো মেজর লিন। সে বৃটিশ ইন্টেলিজেন্সের অফিসার হয়েও ম্যাকঅ্যালিস্টারের মিশনে কাজ করছে," বললো পানোভ।

"যতোদূর আমি বুঝতে পারছি, ম্যাকঅ্যালিস্টারের চরিত্রটা মুখ্য নয়। এটাকে তার মিশন বলা যায় না। সে অন্য কারো কথায় নাচছে। সে একজন ভালো বিশ্লেষক তবে ভালো কেস্ অফিসার নয়। এদের এ ধরণের গোপন মিশনে আমরা তাকে হেসেই উড়িয়ে দিতাম," বললো অ্যালেক্স।

"কিন্তু আমি আর ডেভিড তার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছিলাম," বললো মেরি।

"তাকে একটা স্ক্রিপ্ট দেয়া হয়েছিলো তোমাদের সামনে পড়ার জন্য। কারণ লোকদের পরিশ্রম জয় করার ক্ষমতা তার যথেষ্ট রয়েছে।"

"এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেই স্ক্রিপ্টটা কে লিখেছিলো?" প্রশ্ন করলো পানোভ।

"ক্যাথরিন আমাকে এ বিষয়ে কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলো, জানি না এতে তোমাদের কোনো লাভ হবে কি না!" পানোভের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো মেরি। "সে বলেছিলো একজন বিশেষ স্টেটসম্যান হংকংয়ে গোপন ফ্লাইটে এসেছে। সে আরো বলেছিলো লোকটা কোনো সাধারণ ডিপ্লোম্যাট নয়।"

BanglaBook.org

"তার নাম কি?"

"সে সেটা আমাকে বলে নি। পরে যখন আমি রাস্তায় তাকে ম্যাকঅ্যালিস্টারের সাথে দেখি তখন আমার মনে হয়েছিলো সে তার কথাই বলেছিলো।"

"ম্যাকঅ্যালিষ্টার সম্পর্কে তুমি যা যা বলেছো তা থেকে তাকে ডিপ্লোম্যাট হিসেবে নয় বরং একজন বিশ্লেষক হিসেবেই বেশি মনে হয়। তাছাড়া তাকে বিশেষ কোনো স্টেটসম্যান বলেও মনে হয় না। না, আমার মনে হয় ক্যাথরিন স্টেপলস্ তোমাকে অন্য কারো কথা বলছিলো," বললো অ্যালেক্স, চিন্তিত কণ্ঠে।

"হতে পারে, কিন্তু তার নাম আমাকে সে কখনও বলে নি।"

"আর তুমি তাকে কখনও জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন মনে করো নি," অবজ্ঞার সুরে বললো ককলিন।

"সেই মুহূর্তে আমি তাকে বিশ্বাস করেছিলাম। সে ছাড়া আর কারো ওপর আমি ভরসা করতে পারছিলাম না। আমি ভেবেছিলাম সময় হলে সে নিজে থেকেই বলবে," উদ্বিগ্নভাবে জবাব দিলো মেরি।

"তাছাড়া তোমাকে মেরির সে সময়কার মানসিক অবস্থার কথাটাও মাথায় রাখতে হবে। এতোটা চাপ, একা একা ওর চেয়ে ভালোভাবে আর কেউ সামলাতে পারতো ব'লে আমার মনে হয় না," বললো পানোভ।

"হুমম্, তাহলে ক্যাথরিন স্টেপল্সই আমাদের একমাত্র চাবি। সে-ই বলতে পারবে সবকিছুর ভেতরে কে আছে! সবকিছুর মূলে কারা!"

"কিন্তু তার ওপর নজর রাখা হবে, তাকে নিশ্চয় পাহারায় রাখা হয়েছে!" চেয়ারে সামনের দিকে ঝুঁকে বললো মেরি। "ওরা জানে, তোমরা দু'জন আমার জন্যই এখানে এসেছো। আর ওরা হয়তো আশা করছে তোমরা ক্যাথরিনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করবে! আর তাই যদি হয়, তাহলে ক্যাথরিন সাথে দেখা করতে যাওয়া আর ওদের ফাঁদে পা দেয়া একই কাজ হবে। আর একবার ওদের ফাঁদে পড়লে, তোমাদের জীবন নিয়েও টানাটানি পড়তে পারে।"

"না, ওরা আমাদের ধরতে পারবে না। ধরার মতো যোগ্যতা ওদের নেই," চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললো ককলিন।

"তুমি একটা আস্ত সমস্যা," গাড়ির হুইলের পেছনে বসা ম্যাথিউ রিচার্ডস কথাগুলো বললো। গাড়িটা ক্যাথরিন স্টেপল্সের ফ্ল্যাট থেকে সামান্য দূরের একটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

"তোমার কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত, ম্যাট," বললো অ্যালেক্স, সে ম্যাটের পাশের সিটে ব'সে আছে। "আমি শুধু যে তোমার নামে কোনো অভিযোগ পাঠাই নি তাই নয়, ওপর দিয়ে আমাকে কিছুক্ষণ নজরবন্দি রাখার সুযোগও ক'রে দিচ্ছি। তোমার আমাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত ছিলো।"

"বালের প্যাচাল!"

"অফিসে ওদেরকে কি জবাব দিয়েছিলে?"

BanglaBook.org

"কি আর বলবো! বলেছি আমাকে ছিনতাই করা হয়েছিলো। পঙ্গুর হাতে মার খেয়েছি জানলে একজন অফিসারের জন্য সেটা মোটেও ভালো হতো না।"

"কয়জন ছিনতাই করেছিলো?" ঠাট্টার সুরে বললো ককলিন।

"পাঁচজন চীনা পাঙ্ক!"

"যাইহোক। এখন আসল কথায় আসা যাক। সেই বুড়ো হাভিলান্ড তাহলে কয়দিন আগে এখানে এসেছে। আর সম্ভবত এই কাজের পেছনে তারই হাত আছে!"

"আমি তা বলি নি! কিছু পেপার থেকে তার আসার খবরটা আমরা জেনেছি।"

"কিন্তু ভিক্টোরিয়া পিকের যে হাউজে সে উঠেছে তার কথা তো পেপারে লেখে নি, ম্যাট!"

"আরে, আমি তো তোমার উপকারই করলাম, নাকি? আমি তোমার ভালো করছি, তুমি আমার ভালো করবে। ভালো করতে না পারলে অন্তত খারাপ করবে না। আমার নামে কোনো অভিযোগ পাঠাবে না। সহজ হিসাব। তবে হ্যা, আমি তোমাকে এ ব্যাপারে কিছুই বলি নি, সেটা যেনো মনে থাকে। মেরিনের মুখ থেকে শুনেছো, ঠিক আছে?"

"হাভিলান্ড," উৎফুল্লের সাথে বললো অ্যালেক্স।

"হ্যা, সে হতে পারে। লোকটা একগুঁয়ে স্বভাবের। এ ধরণের কাজের জন্য সে একজন আদর্শ লোক!"

একটা গাড়ি গতি কমিয়ে স্টেপল্‌সের ফ্ল্যাটের সামনেএসে থামলো। একজন মহিলা পেছনের দরজা দিয়ে নেমে বেরিয়ে এলে স্ট্রিট লাইটের আলোয় ককলিন তাকে চিনতে পারলো। ক্যাথরিন স্টেপলস্। সে ড্রাইভারকে ইশারায় কিছু একটা বলে তার বিল্ডিংয়ের দিকে হাটতে শুরু করলো।

হঠাৎ, একটা গাড়ির ইঞ্জিনের গর্জনের ফলে নিশ্চুপ পার্কের রাস্তাটিকে কাঁপিয়ে তুললো। তাদের পেছনেই লুকিয়ে ছিলো একটা কালো সিডান গাড়ি। সেটা এখন ছুটে স্টেপল্‌সের গাড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়িটির জানালা থেকে নির্বিচারে গুলি ছোড়া হলো। গুলির শব্দে সবার কানে তালা লেগে যাচ্ছে।

স্টেপল্‌সের গাড়ির জানালাগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। তার ড্রাইভারের মাথায় গুলিবিদ্ধ হওয়া দেহটি নিথরভাবে হেলে পড়ে আছে। গাড়ির পাশে ক্যাথরিন স্টেপল্‌সের ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া রক্তাক্ত দেহটি কিছুক্ষণ ব্যথায় কাতরিয়ে স্থির হয়ে গেলো। এই আকস্মিক ধ্বংসযজ্ঞ শেষ ক'রে অন্ধকার রাস্তার মাঝে হারিয়ে গেলো কালো সিডান গাড়িটি।

"হায় জিশু!" গর্জে উঠলো হতভম্ব ককলিন। "এখান থেকে পালাও," নির্দেশ দিলো সে।

"কোথায়? কোথায় যাবো?"

"ভিক্টোরিয়া পিক-এ।"

BanglaBook.org

"তোমার মাথার ঠিক আছে তো?"

"আমারটা ঠিকই আছে, কিন্তু অন্য কারো মাথা বিগড়ে গেছে! আর তাকে এবার আমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। চলো!"

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৬

দু'দিকে গাছের সারি দিয়ে ঘেরা একটা অন্ধকার রাস্তায় বর্ন তার কালো সিডান গাড়িটি থামালো। ম্যাপটা নির্ভুল। জিঙ্গ শান পক্ষীশালার উচু স্টিলের সবুজ গেটটা দেখতে পাচ্ছে সে। গেটের দু'পাশে দুটো ফ্লাডলাইটের আলোয় ভেতরের কিছু রঙ বেরঙের পাখির উপস্থিতিও টের পাওয়া যাচ্ছে। চারদিক সবুজ নেটের মতো বেড়া দিয়ে ঘেরা জিঙ্গ শান পক্ষীশালাটা ব্যাপক স্থানজুড়ে গড়ে উঠেছে। গেটটা বন্ধ কিন্তু তার পাশেই কাঁচের তৈরি একটা গার্ডরুমে আলো জ্বলছে। বর্ন তার গাড়িটি নিয়ে সেদিকে এগোতে লাগলো। কাঁচের ঘরটির ভেতরে শুধু একজন গার্ড বসে আছে, গার্ডটির সাথে কোনো অস্ত্র আছে কি না তা বর্ন দেখতে পাচ্ছে না। গাড়িটা গেটের সামনে পার্ক ক'রে বর্ন দরজা খুলে বের হয়ে গার্ডের দিকে এগিয়ে গেলো। লোকটির বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। বর্ন একটু অবাকই হলো।

"বেই লঙ্গ, বেই লঙ্গ?" গার্ড কিছু বলার আগেই বর্ন তাকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলো।

"কপালটাই খারাপ," পকেট থেকে সেই ফ্রেঞ্চ বিজনেসম্যানের বিশেষ ব্যক্তিদের একটা নামের লিস্ট বের ক'রে বলে চললো সে। "আমার এখানে প্রায় সারে তিনঘণ্টা আগে আসার কথা। কিন্তু গাড়িটা সময়মতো পৌছায় নি, আর তাই আমিও মিনিস্টারকে ধরতে পারলাম না..." লিস্ট থেকে একজন টেক্সটাইল মিনিস্টারের নাম সে তুলে ধরলো। "তার নাম ওয়াং জু, আর আমি নিশ্চিত উনি আমার জন্য অপেক্ষা ক'রে চলে গেছেন।"

"আপনি ভালো চাইনীজ বলতে পারেন," বললো বিস্মিত গার্ডটি। "আপনার গাড়িতে দেখছি কোনো ড্রাইভার নেই!"

"মিনিস্টারই এর ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। আজকে তার সাথে আমার ডিনার করার কথা ছিলো।"

"আমাদের পক্ষীসংরক্ষণশালা তো এখন বন্ধ আর আশেপাশে আপনি কোনো রেস্টুরেন্টও পাবেন না।"

"তিনি কি আমার জন্য কোনো নোট রেখে গেছেন?"

"এখানে কেউ কিছু রেখে যায় না, তবে মাঝে মাঝে অনেকেই তাদের জিনিস হারিয়ে ফেলে, সেগুলো আমাদের কাছেই থেকে যায়। আমার কাছে খুব ভালো দূরবীন আছে; সস্তায় দিতে পারি।"

ঠিক তখনই বর্নের চোখ গেটের ভেতরের দিকে আটকে গেলো। সবুজ নেটের বেড়ার ভেতরে তার থেকে প্রায় তিরিশ ফিট দূরে একটা লম্বা গাছের পাশে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে; পরনে চার বোতামঅলা একটা ওভারকোট আর হাতে একটা অস্ত্র—একজন অফিসার!

"দুঃখিত কিন্তু আমার দূরবীনের কোনো দরকার নেই।"

"ভালো জিনিস, কাউকে উপহার হিসেবেও দিতে পারবেন।"

BanglaBook.org

"আমার বন্ধুর সংখ্যা খুবই কম আর আমার কোনো বাচ্চাকাচ্চাও নেই। তাই উপহার কেনার প্রশ্নই আসে না।"

"শুনে খারাপ লাগলো। বন্ধু আর পরিবার ছাড়া এ জীবনে আছেই বা কি!"

"শুনুন। আমার মিনিস্টারের সাথে দেখা করা খুবই জরুরি। মিলিয়ন ডলারের ব্যবসার সিদ্ধান্ত তার সাথে কথা না বলে নিতে পারছি না।"

"মিলিয়ন ডলারের ব্যবস্থা করছেন আর কয়েক ইউয়ান মূল্যের দূরবীন কিনতে এতো কার্পণ্য!"

"ঠিক আছে! দাম কতো?"

"পঞ্চাশ।"

"ওটা নিয়ে আসেন," পকেটে হাত ঢুকিয়ে অধৈর্যভাবে বললো বর্ন, তার দৃষ্টি এখনও বেড়াজালের ওপারেই আঁটকে আছে।

চীনা অফিসারটি আরো ভেতরে চলে গেলো। কিন্তু বেশ কয়েকবার গেটের দিকে তাকিয়ে বর্নের বুক ধড়পড় করতে শুরু করলো। সে প্রাচ্যদেশীয় মানুষগুলোর মানসিকতা ভালোই বোঝে। গোপনীয়তা এদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগন্তুক মাত্রই সন্দেহের পাত্র।

"দেখেন, এর চেয়ে ভালো আপনি দোকানেও পাবেন না!" চেঁচিয়ে বললো গার্ডটি, তারের বেড়াজালটির কাছে দৌড়ে ফিরে এসে। "একশো ইউয়ান।"

"প্রথমে তো পঞ্চাশ বললেন!"

"তখনও আমি এর লেন্সগুলো ভালোভাবে দেখি নি। উঁচুমানের কোয়ালিটি। আপনি টাকাটা দিন, আমি এটা গেটের ওপর দিয়ে ছুড়ে মারছি।"

"ঠিক আছে," বললো বর্ন। তারের নেটের ভেতর দিয়ে টাকা ঢুকিয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলো সে। "কিন্তু একটা শর্তে; আমি লজ্জিত হতে চাই না অন্যের ফেলে যাওয়া জিনিস তুমি চোরের মতো বিক্রি করছো আর আমি চাই না কেউ জানুক সেটা আমি কিনেছি।"

"কে জানাব? এখানে তো আমি ছাড়া আর কেউ নেই!"

বর্ন বুঝতে পারলো কিছুক্ষণ আগে ভেতরের দিকে যে অফিসারকে সে দেখতে পেয়েছে, তার উপস্থিতির কথা এই গার্ড সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাচ্ছে। *গোপনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।*

"তবুও, যদি কেউ কিছু জানতে চায় তো সত্যি কথা বলবে! আমি একজন ফ্রেঞ্চ বিজনেসম্যান আর টেক্সটাইলের মিনিস্টারের সাথে দেখা করতে এসেছিলাম। কিন্তু গাড়ি সময়মতো না পাওয়ায় পৌছাতে অনেক দেরি হয়ে যায়।"

"যেমনটা আপনি চান, তাই বলবো। এবার টাকাটা, প্লিজ।"

নেটের মধ্যে দিয়ে টাকাটা দিয়ে দিতেই গার্ড গেটের সামনে গিয়ে দুরবীনটা গেটের ওপর দিয়ে ছুড়ে দিলো। দূরবীনটা লুফে নিয়ে বর্ন গার্ডকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ পরে অফিসারটি গেটের দিকে নিঃশব্দে হেটে এসে উঁকি মারতে

BanglaBook.org

লাগলো গার্ডের রুমে। তাকে দেখতে পেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো গার্ড। সে উঠে দরজা খুলে দিলো।

"স্যার, আপনি?" বললো হতচকিত গার্ডটি। "আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম!"

"লোকটা কে ছিলো?" অফিসারটি শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

"একজন বিদেশী, স্যার। ফ্রেঞ্চ বিজনেসম্যান। লোকটার কপাল খারাপ। সে বলছিলো তার নাকি টেক্সটাইলের মিনিস্টারের সাথে দেখা করার কথা ছিলো। কিন্তু গাড়ি সময়মতো না পাওয়ার দেরি হয়ে যায়। লোকটাকে খুব হতাশ দেখাচ্ছিলো।"

"কোন্ টেক্সটাইল মিনিস্টার?"

"মিনিস্টার ওয়ান জু, সে ওই নামই বলেছিলো।"

"একটু বাইরে অপেক্ষা করো, আমি একটা ফোন করবো!"

"নিশ্চয় স্যার, আমি গেটের কাছে পাহারা দিচ্ছি!"

অফিসারটি কাউন্টার থেকে ফোনটি তুলে ডায়াল করা শুরু করলো। "টেক্সটাইলের মিনিস্টার ওয়না জু'র নাম্বারটা দাও...ধন্যবাদ।"

অফিসারটি লাইন কেটে আবার ডায়াল করা শুরু করলো। "মিনিস্টার ওয়ান জু'কে দেয়া যাবে?"

"বলছি," অপরপাশ থেকে কণ্ঠস্বরটি ভেসে উঠলো।

"আপনি কে?"

"আমি ট্রেড কাউন্সিল অফিসের একজন ক্লার্ক বলছি, স্যার। একজন ফ্রেঞ্চ বিজনেসম্যান আপনার নাম ব্যবহার করছিলো। তাই একটু চেক্ করছি, স্যার।"

"ওই বদমাশ অরডিনসটা জ্বালিয়ে মারলো দেখছি! ও ওখানে আবার কি করছে?"

"আপনি তাকে চেনেন, স্যার?"

"ওহ্, তাকে চেনাটা আমার দুর্ভাগ্য। খালি সুপারিশ আর সুপারিশ। কখনও এটাতে সুপালিশ করতে বলে তো কখনও ওটাতে।"

"আপনার কি তার সাথে ডিনার করার কথা ছিলো, স্যার?"

"ডিনার? হয়তো আজ দুপুরে তাকে শান্ত করার জন্য আমি সেরকম কিছু একটা ব'লে থাকতে পারি। না হলে ও ব্যাটা ভুল শুনেছে। তবে রিজার্ভেশন না পেলে সে রেস্টুরেন্টে আমার নাম ব্যবহার ক'রে টেবিল রিজার্ভ করতে পারে। তোমাকে তো বললামই তার জন্য সুপারিশ করতে করতে আমি হয়রান হয়ে গেছি। কিন্তু এতে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। লোকটা একটু পাগলাটে, তবে নিরীহ।"

অফিসারটি ফোনের রিসিভারটি রেখে নিশ্চিন্ত মনে গার্ডরুম থেকে বেরিয়ে এলো।

"তোমার কথা ঠিক, লোকটা আলেই মিনিস্টারের পরিচিত।"

"জ্বি স্যার, বিদেশী লোকটাকে খুবই বিরক্ত আর বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিলো," বললো গার্ডটি।

BanglaBook.org

"আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, সব ঠিক আছে। তুমি এবার গেটটা খুলতে পারো।"

"কিন্তু আপনার সাথে তো কোনো গাড়ি নেই, স্যার!"

"আমি ফোন ক'রে একটা গাড়ি পাঠাতে বলেছি। আর দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে।"

"কিন্তু আমি এখানে আছি আর মিনিট পাঁচেক, তারপরই আমার ডিউটি শেষ।"

গার্ড গেটের তালা খুলতে শুরু করতেই দূর থেকে একটা বাইসাইকে বেলের আওয়াজ ভেসে আসলো। রাতের পাহাড়ার জন্য বদলি গার্ড এসে গেছে!

বর্ন রাস্তা থেকে গাড়িটি নামিয়ে পাশের ঝোঁপের আড়ালে নিয়ে গিয়ে গাড়ির লাইটগুলো বন্ধ করে বেরিয়ে এলো। গাড়িটি ঢাকার জন্য দ্রুত বেশ কিছু পাতাওয়ালা গাছের ডাল ভেঙে জড়ো করলো সে। কালো সিডানটি লুকিয়ে ফেলার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই রাস্তায় আরেকটি গাড়ির হেডলাইট দেখতে পেয়ে বর্ন হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। তাকে অতিক্রম ক'রে জিঙ্গ শান পক্ষীশালার কাছে গিয়ে থামলো গাড়িটি। ওই গাড়ির লোক যদি তার গাড়িকে এই ঝোঁপে ঢুকতে দেখে থাকে, তাহলে লোকটি নিশ্চয় পায়ে হেটে একবার এদিকে ঢুঁ মারতে আসবে। বর্ন চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু কিছুই হলো না। সবকিছুই স্বাভাবিক। কোনো শব্দ নেই। হঠাৎ তার চোখে পড়লো একটা বাইসাইকেলের লাইট। বর্ন আরেকটু সামনে গিয়ে ভালো ক'রে দেখার চেষ্টা করলো। সেই বয়স্ক গার্ড সেটা চালিয়ে আসছে। এবার আরেকটু দূর থেকে ওপর একটি বাইসাকেলের বেলের শব্দ শোনা গেলো। দ্বিতীয় বাইসাইকেল...! তার মানে গার্ড বদল হচ্ছে। অবশ্যই। এটাই হওয়া উচিত। যদি তার সন্দেহ ঠিক হয়ে থাকে তাহলে এখন এই সাধারণ গার্ডের পরিবর্তে ওদের বিশেষ কোনো গার্ড বাকি রাতটা পাহারা দেবে। তার মানে রাতেই ওদের কাজে কারবার চালু হয়। বাইসাইকেল দুটি পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর জেসন আবার তার গাড়িতে ফিরে এসে জিনিসপত্র প্রস্তুত করতে শুরু করলো। জ্যাকেট আর সাদা শার্ট খুলে ফেলে একটা কালো সোয়েটার পরে নিলো জেসন। শিকারী ছুরিটা তাঁর বেল্টের একদিকে আর অটোমেটিক অস্ত্রটা অপর দিকে ঢুকালো সে। পাতলা তার দিয়ে পেঁচানো দুটো ছোটো নাটাই বের ক'রে তার ট্রাউজারের পেছনের পকেটে রাখলো। তিনটা ম্যাচ-বাক্স, একটা পেনলাইট আর একটা মোমবাতির সাথে ইলাস্টিক দিয়ে পেঁচানো বেশ কয়েকটা লম্বা চাইনীজ পটকা রাখলো ট্রাউজারের বাম দিকের সামনের পকেটে। সে তার লক্ষ্যের খুব কাছে এসে গেছে! মেরি, এবার আর ও পালাতে পারবে না।

জেসন উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আগে যে গাড়িটা তাকে অতিক্রম ক'রে গিয়েছে সেটার দিকে এগোতে লাগলো। গাড়িটার পাশ ঘেষে দাঁড়িয়ে সেটার গায়ের চাইনীজ লেখাগুলো পড়ে হেসে ফেললো। এটা একটা পরিত্যাক্ত সরকারী গাড়ি।

BanglaBook.org

এই গাড়ির চুরি বা অপব্যবহারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত গড়াতে পারে। কোনো একটা যন্ত্রাংশ নষ্টের মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে এটাকে পরিত্যাক্ত করা হয়েছে। এর চেয়ে ভালো অপরাধকর্মের বাহ্‌বা আর হতে পারে না। কারণ এগুলোর কোনো রেকর্ড থাকে না।

বর্ন গাড়িটা থেকে পিছিয়ে একটা অন্ধকার খোলা মাঠে চলে এলো। সবুজ গেট আর ফ্লাইডলাইট দুটো সোজা তার সামনে। দূর থেকেই পক্ষীশালার ভেতরের কাঠামোটা বোঝার চেষ্টা করলো সে। সবুজ তারের বেড়াজালের ভেততর দিয়ে বিশাল পক্ষীশালার কিছুটা অংশ ফ্লাডলাইটের আলোয় আলোকিত। গেটের বাম দিকে গাছপালার সংখ্যা এতোই বেশি আর ঘন যে, ছোটোখাটো একটা বনই বলা চলে। বিশাল বিশাল পক্ষীশালায় এ ধরণের বন থাকাটা স্বাভাবিক। গেটের ডান দিকে অনেকটা অংশ ফাঁকা। নিশ্চয় দিনের বেলায় টুরিস্ট বাস আর গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য এ জায়গাটা ব্যবহার করা হয়।

কণ্ঠস্বর! জেসন মাটিতে শুয়ে পড়ে আবার গেটের দিকে তাকালো। সেই অফিসারটি, আর তার সাথে একজন নতুন গার্ড। এবারের গার্ডটি অল্পবয়সী। গার্ড তার বাইসাইকেলটি ধরে আছে, আর অফিসার তার হাতের ছোটো ওয়্যারলেসটি কানে লাগিয়ে কিছু একটা শুনে যাচ্ছে।

"ন'টা বাজার কিছুক্ষণ পর থেকেই ওরা আসা শুরু করবে," হাতের ওয়্যারলেসটি কান থেকে নামিয়ে বললো অফিসারটি। "তিন মিনিট পর পর সাতটা গাড়ি আসবে।"

"ট্রাকটি?"

"ওটা আসবে সবার শেষে।"

"তাহলে আপনি গাড়িতে উঠে পড়ুন। ওখানে যদি টেলিফোনে কোনো কিছু চেক করতে হয় তো সেটা আমি করবো," গার্ড বললো।

"ভালো বলেছো," অফিসার ওয়্যারলেসটি সাইকেলের হ্যান্ডলে ঝুলিয়ে বললো। "কাকের মতো চিল্লাফাল্লা করা ঐসব আমলাতান্ত্রিক মহিলাদের আমার একদম সহ্য হয় না।"

"কিন্তু আপনাকে সেসব সহ্য করতে হবে," গার্ড হাসতে হাসতে বললো। "তাদের মধ্যে যে এখনও একা আছে, বিয়ে-টিয়ে করে নি, সেরকম কুৎসিত একজনের দু'পায়ের ফাঁকে আপনাকে আপনার সেরা পারফর্মেন্সটা দেখাতে হবে যে।"

"তোমাদের মতো সিভিলিয়ানদেরকে বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"শুধরে দিচ্ছি, কর্নেল। আসল চায়নাতে আমি কুয়োমিঙ্গটানের একজন ক্যাপ্টেন।"

তাদের সবকথা জেসন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে না, কিন্তু কিছু ভড়কে দেয়ার মতো কথা সে ঠিকই শুনেছে। জেসন গার্ডটির কথায় হতভম্ব! আসল চায়না? তাইওয়ান? হায় ঈশ্বর, দুই চায়নার যুদ্ধ? তার মানে কি সেই থিওরিটা সত্যি! যদি তাই হয়

BanglaBook.org

তাহলে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চায়নার নাম মুছে যেতে বেশি সময় লাগবে না। জিশু! কমান্ডোকে ধরতে এসে কি সে অন্য কোনো বড় সংকটের মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে?

কিন্তু এতো কিছু ভাবার সময় নেই তার। তাকে যা করার দ্রুত করতে হবে। সে হাতের ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালটা দেখলো। ৮টা ৫৪ বাজে। ঠিক তখনই অফিসার গার্ডকে কিছু একটা বলে ভেতরের দিকে চলে গেলে বর্ন নেটের বেড়াজালের দিকে এগিয়ে গেলো। পুরো নেটটি উচ্চতায় প্রায় বারো ফুটের মতো হবে। উপরের দিকে আবার পেঁচানো কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। জেসনের মনে হলো এটা পক্ষীশালা না হয়ে জেলখানা হলেই বেশি মানাতো। পেছন থেকে তার কাটার যন্ত্রটি বের করে নেটের একদম নীচের দিকে থেকে কাটা শুরু করলো সে। তারের বেড়াজালটি কোনো সাধারণ বেড়াজাল নয়। এতো মোটা আর শক্ত তার যুদ্ধের ব্যারিকেড ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। কিন্তু বর্ন নাছোড়বান্দা বলেই কাজটা ক'রে ছাড়লো। বর্ন আবার তার ঘড়ির জ্বলজ্বলে ডায়ালের দিকে তাকালো। ৯টা ৩৬। বুকে ভর দিয়ে সদ্য কাটা বেড়াজালটির ফাঁক দিয়ে পক্ষীশালার ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। হাটুতে ভর দিয়ে ডান দিকের যেদিকটা দিনে পার্কিংলট হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেদিকে এগোতে লাগলো। ফ্লাডলাইট আর সবুজ গেটটা এখন তার প্রায় দু'শো ফিট বাম দিকে। ৯টা ৮।

ঠিক তখনই প্রথম গাড়িটা আসলো। ষাটের দশকের রাশিয়ান জিয়া লিমুজিন মডেলের একটি গাড়ি। গেট দিয়ে ঢুকে পার্কিংলটে এসে একবার চক্কর খেয়ে গার্ড রুমের একদম পাশে গিয়ে সেটা থামলে ভেতর থেকে ছয়জন লোক বেরিয়ে এলো, একইসাথে হেটে সামনের একটা পথে গিয়ে দাঁড়ালো তারা, সম্ভবত এটাই পক্ষীশালায় ঢোকার প্রধানপথ। লোকগুলো আরো সামনে এগিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। ফ্লাডলাইটগুলো তাদের পথে আলো ফেলে পথ দেখাতে সাহায্য করলো।

ঠিক তিন মিনিট পরে দ্বিতীয় গাড়িটা এসে রাশিয়ান জিয়া লিমুজিনটার পাশে পার্ক করলো। পেছনের সিট থেকে তিনজন লোক বের হলো, কিন্তু ড্রাইভার আর সামনের সিটের লোকটি গাড়িতে বসেই কথা বলছে। দু'মিনিট পরে তারাও বের হয়ে এলে বর্নের শরীর ক্ষোভে শিরশির ক'রে উঠলো। তার চোখ লম্বা আর শক্তসমর্থ প্যাসেঞ্জারটির ওপর স্থির। এই সেই গুপ্তঘাতক! যাকে সে কাই টাক এয়ারপোর্টে দেখেছিলো! এই গুপ্তঘাতককে যে-ই বিভ্রান্ত করে থাকুক না কেন সে খুব দ্রুতই চুপ মেরে গিয়েছিলো। খবরটা অবশ্যই ফাঁস হয়েছিলো, আর সেটা গুপ্তঘাতকের স্রষ্টার কাছেও পৌছে গিয়েছিলো—গুপ্তঘাতককে যে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলো সে ছাড়া আর কে আছে যে তার কৌশল সম্পর্কে বেশি জানে? ফ্রেঞ্চম্যানের চেয়ে বেশি আর কে প্রতিশোধ নিতে চাইবে? আরেকজন জেসন বর্নকে দৃশ্যপটে নিয়ে আসার ক্ষমতা আর কার আছে? দাঁজু হলো তুরুপের তাস, মূল চাবিকাঠি। নকল জেসন বর্নের ক্লায়েন্ট এটা জানতো।

জেসন বর্নের ধরাণাই ঠিক। মাও সেতুংয়ের সমাধিতে ফাঁদটা নস্যাৎ হয়ে

BanglaBook.org

পড়লে রিপাবলিকের অভ্যন্তরে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। উঁচু তলার ষড়যন্ত্রকারীরা খুব দ্রুত একত্রিত হয়ে পরবর্তী চালটা যেনো ঠিক মতো দেয়া যায় সেজন্যে গোপনে একটা মিটিংয়ের ব্যবস্থা করেছে। যেখানেই তারা মিটিং করুক না কেন গোপনীয়তার ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সত্যিকার চায়নাতে লাম কুয়োমিংটাংয়ের একজন ক্যাপ্টেন। হায় ঈশ্বর! এটা কি সম্ভব!

গোপনীয়তা। হারানো এক রাজ্যের জন্যে? এরকম একটি পক্ষীশালার চেয়ে নিরাপদ আর সুরক্ষিত জায়গা হতে পারে না। এটা তাইওয়ানের কুয়োমিংটাংয়ের গোপন এজেন্টদের দ্বরা নিয়ন্ত্রিত। বর্ন সবই বুঝতে পারলো। *এটা তোমার কোনো ব্যাপার নয়। এখানে নাক গলানোর কোনো মানেই হয় না! কেবল সে-ই এটা নিয়ে মাথা ঘামাবে!*

আঠারো মিনিট পরের ঘটনা। পার্কিংলটে এখন মোট ছয়টা গাড়ি পার্ক হয়ে আছে। প্যাসেঞ্জারেরা দল বেঁধে পক্ষীশালার অন্ধকার কোনো গোপন স্থানে মিলিত হয়েছে। খুব সম্ভবত ঘন বনটার ভেতরে কোথাও। আরো প্রায় একুশ মিনিট পর গেট দিয়ে গর্জন করতে করতে একটা বিশাল ট্রাক পক্ষীশালার ভেতরে ঢুকে গাড়িগুলোর পাশে এসে থামলো। বর্ন হতভম্ব হয়ে দেখতে লাগলো হাত-মুখ বাধা কতোগুলো পুরুষ আর মহিলাদেরকে ধাক্কা দিয়ে এক এক ক'রে ট্রাকের পেছন থেকে ফেলে দেয়া হচ্ছে। লোকগুলোর জামাকাপড় ছেঁড়া; কেউ কেউ আবার খোঁড়াচ্ছে। সবশেষে একটা লোককে দুটো গার্ড তুলে ধরলো। সাদা চামড়ার লোকটি পা দিয়ে গার্ড দুটোকে লাথি মারার চেষ্টা করছে। দাঁজু! বর্নের শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। গার্ড দুটো দাঁজুকে ছুড়ে ফেলে দিলো পার্কিংলটে। ফ্লাডলাইটের আলোয় বর্ন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ইকোর মুখ থেবড়ে চোখ ফুলে গেছে। তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছে।

কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু কি? মেডুসাতে আমাদের কিছু গোপন সিগনাল ছিলো। হায় ঈশ্বর, সেগুলো কি? এমন কিছু ছুড়ে মারতে হবে যাতে শব্দ হয়। *জল্‌দি।* জেসন বেড়াজালের কাছ থেকে কয়েকটা পাথর তুলে নিয়ে কয়েদীগুলোর দিকে ছুড়ে মারলো। প্রথমবার তেমন কোনো কাজ হলো না, ট্রাকের ইঞ্জিনের শব্দে সেটা ছাপিয়ে গেলো। বর্ন আবারো পাথর ছুড়লে দাঁজু মাটি থেকে উঠে দাঁড়ালো। গার্ডগুলো এখন অন্য বন্দীদের সামলাতে ব্যস্ত। দাঁজু পাথরগুলো যেদিক থেকে ছোড়া হয়েছে সেদিকে ফিরলে বর্ন তার জ্বলন্ত রেডিয়াম ঘড়ির ডায়াল তার দিকে তুলে ধরলো। এটাই যথেষ্ট। দাঁজু ইশারায় মাথা ঝুঁকিয়ে গার্ডগুলোর দিকে ফিরলো আবার।

জেসন গুনে দেখলো বন্দী মোট সাতজন। দু'জন মহিলা আর ইকোসহ মোট পাঁচজন পুরুষ। গার্ডদুটো তাদের বেল্ট থেকে দুটো লাঠি বের করে বন্দীদেরকে গরুর মতো পেটাতে পেটাতে পার্কিংলট থেকে নিয়ে যাচ্ছে এখন। হঠাৎ ইকো মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লে বর্ন ভালোভাবে খেয়াল করলো। এভাবে পড়ার মধ্যে একটা কৃত্রিমতার ছোঁয়া আছে। সবার অগোচরে মাটি থেকে কতোগুলো পাথরের

BanglaBook.org

টুকরো তুলে নিয়েছে। দাঁজু জেসনের দিকে একবার তাকিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালো।

আরেকটা সিগনাল! ইকো সামনের মসৃণ পথটা দিয়ে যাওয়ার সময় একটা একটা ক'রে পাথর ফেলে যাবে যাতে বর্ন সহজেই পথটা চিনতে পারে।

বন্দীদেরকে পাথুরে পার্কিংলট থেকে সরিয়ে ডান দিকের একটা রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলে কুয়োমিংটাংয়ের ক্যাপ্টেন, সেই গার্ডটি সবুজ গেটটা লাগাতে শুরু করলো। বর্ন দৌড়ে তারের বেড়াজাল থেকে চলে গেলো ট্রাকের পেছনে। বেল্ট থেকে শিকারী ছুরিটা বের ক'রে সে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালো। গার্ড তার হাতের ছোটো ওয়্যারলেসে কথা বলছে এখন। ওয়্যারলেসটা সরাতে হবে, আর সাথে গার্ডটাকেও।

জেসন নিঃশব্দে রাশিয়ান গাড়িটার দরজা খুলে সেটার হ্যান্ডব্রেকটা ফ্ করে দিয়ে আবারো নিঃশব্দে দরজা লাগিয়ে গাড়িটার পেছনে চলে এলো। তারের বেড়াজাল থেকে গাড়িটার দূরত্ব প্রায় আট ফিট। বর্ন পেছন থেকে ভর দিয়ে গাড়িটাকে ঠেলতে আরম্ভ করলে গাড়িটা আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগোতে শুরু করলো। দ্রুত দৌড়ে পাশের গাড়িটার পেছন গিয়ে লুকালো বর্ন।

লিমুজিনটা বেড়াজালে ক্র্যাশ করার শব্দ শুনতেই হতভম্ব গার্ড দৌড়ে পার্কিং লটের দিকে ছুটে গেলো। চারদিকে চোখ বোলানোর পর তার নজরে পড়লো লিমুজিনটার ওপরে। তার মনে হলো যন্ত্রাংশের ত্রুটির জন্য এমনটা হয়েছে। বিরক্তির সাথে মাথা নেড়ে গাড়িটির দরজার দিকে এগিয়ে গেলো সে।

এক ঝটকায় পেছনের পকেট থেকে তার দিয়ে পেঁচালো নাটাই দুটো বের ক'রে গার্ডটির পেছনে ছুটে গেলো বর্ন। কাজটা সারতে মাত্র তিন মিনিট লাগলো তার। গার্ডের দম শেষ হওয়ার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ হলো না। ফাঁসটা প্রচণ্ড শক্ত ছিলো আর কুয়োমিংটাংয়ের ক্যাপ্টেন তা বেশিক্ষণ সইতে পারলো না। বর্ন লোকটির হাত থেকে ওয়্যারলেসটা সরিয়ে নিয়ে মৃতদেহ সার্চ করে দুটো জিনিস পেলো। একটা অটোমেটিক ক্যালিবারের অস্ত্র—বিশেষ লোকদের জন্যে বিশেষ অস্ত্র। তাও আবার সাইলেন্সার লাগানো। আরেকটা ওয়ালেট, ভেতরে আছে কিছু টাকা আর পিপল্স সিকিউরিটি ফোর্সের একটা পরিচয়পত্র। বর্ন জিনিস দুটো নিয়ে, মৃতদেহটি টেনে লিমুজিনটির নীচে ঢুকিয়ে শিকারী ছুরি দিয়ে গাড়ির টায়ারগুলো ফুটো ক'রে দিলো। কুয়োমিংটাংয়ের ক্যাপ্টেনের শবদেহ চাপা পড়ে গেলো গাড়ির নীচে।

দৌড়ে গেটের পাশের গার্ডরুমটার দিকে গেলো বর্ন। ফ্লাডলাইট দুটো গুলি ক'রে নিভিয়ে দেবে নাকি দেবে না এ নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেলো সে। শেষমেষ লাইটদুটো আপাতত না ভাঙারই সিদ্ধান্ত নিলো। পালানোর সময় এই আলোই তাকে সাহায্য করতে পারে। বর্ন গার্ডরুমের ভেতরে ঢুকলে দেয়ালে একটা চাবির গোছা তার চোখে পড়লো। চাবির গোছাটি হাতে নিতেই চোখে পড়লো হ্যাঙ্গারে ঝুলানো একটা লোহার চেইনের উপর। বুঝতে পারলো জিনিসটা কিসের জন্যে।

BanglaBook.org

যদি কখনও গেটে সমস্যা দেখা দেয় তাহলে এই চেইনটাই ব্যবহার করা হবে ব্যাকআপ হিসেবে। চেইনটার লকের চাবি নিশ্চয় এই চাবির গোছাতেই আছে। সে এক এক ক'রে চাবিগুলো লাগিয়ে চেক্ ক'রে আসল চাবিটা খুঁজে পেলো। চেইন আর চাবির গোছা নিয়ে গার্ডরুম থেকে বের হবার আগে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে নিলো বর্ন। গার্ডরুমের একমাত্র টেলিফোন লাইনটা কেটে দিলো সে।

বাইরে এসে চেইনটা দিয়ে গেটটা এমনভাবে আঁটকে দিলো যে, এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়লেও গেটটা সহজে খুলবে না। বর্ন এবার মাঝের পথটা দেখলো। পথটা প্রচণ্ড অন্ধকার। ফ্লাডলাইটের আলো ঘন গাছপালার জন্য আঁটকে যাচ্ছে, পথটাকে বেশি দূর আলোকিত করতে পারছে না। বর্ন পেনলাইটটা বের ক'রে জ্বালিয়ে হাটু গেঁড়ে এগোতে লাগলো। প্রতি ছয় থেকে সাত ফিটের মধ্যেই একটা না একটা পাথরের টুকরো দেখা যাচ্ছে। বর্ন বুঝতে পারছে না এর মধ্যে ইকো কোন্‌গুলো ফেলে যেতে পারে। অবশেষে সে সূত্রটা ধরতে পারলো। কতোগুলো পাথরের গায়ে ধূলো নেই, একদম পরিস্কার। ইকো নিশ্চয় ফেলার আগে ওগুলোকে হাত দিয়ে ভালো ক'রে ঘষে নিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতেও বর্ন দাঁজুর উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা না ক'রে পারলো না।

এখন শুধু তাকে পরিস্কার ধূলোহীন পাথরগুলো দেখতে হবে। কিছু দূর এগোনোর পর বর্ন মাত্র এক ইঞ্চি ব্যবধানে পাশাপাশি দুটো পাথর দেখতে পেলো। পেনলাইটের আলোয় পাথর দুটো তুলে ধরলো সে। ভুলে দুটো পাথর একসাথে পড়তে পারে না; এটা আরেকটা সিগনাল। প্রধান পথটা আরো কিছুটা সামনে চলে গেলেও কয়েদীদের নিয়ে ডানে মোড় নেয়া হয়েছে। মেডুসার কথা মনে পড়ে গেলো বর্নের—দুটো পাথর মানে ডানে মোড়।

বর্ন দাঁজুর সূত্র ধরে এগোচ্ছে। চারদিকে পাখির কিচিরমিচির আর পাখা ঝাপটানোর শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ বর্ন দেখলো সামনের পথটা সংকীর্ণ আর ঢালু হয়ে আসছে। আরো কিছুটা নীচে গেলে একটা সমতল ভূমি পাওয়া যাবে। ঠিক তখনই বর্ন ক্ষুদ্র একটি আলোর বিন্দু দেখতে পেলো। তার থেকে প্রায় একশো ফিট নীচে একটা লোক দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। বর্ন দ্রুত পথ থেকে সরে গিয়ে ডান দিকের গাছগুলোর মধ্যে লুকিয়ে পড়ে শিকারী ছুরিটা দিয়ে লতাপাতাগুলো কেটে গার্ডটির পেছন দিকে এগোতে লাগলো। পুরো জায়গাটা শক্ত লতাপাতা আর কাটা গাছে ঘেরা। বর্ন হাপিয়ে উঠলো। সে ভেবেছিলো গার্ডের কাছে পৌছাতে তিরিশ সেকেন্ড লাগবে, কিন্তু লেগে গেলো প্রায় বিশ মিনিট।

"মা ডে শিজি, শিজি?" লোকটা প্রচন্ড বিরক্ত, ম্যাচটা জ্বালাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। তার মুখে একটা নতুন সিগারেট ঝোলানো।

বর্ন বেল্ট থেকে ছুরিটা বের ক'রে হাতে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গার্ডের দিকে এগোতে লাগলো। গার্ডের সাথে এখন তার দূরত্ব মাত্র ছয় ফিট। পোঁচটা জায়গা মতো পড়তে হবে, সামান্যটুকু চিৎকারেরও সময় দেয়া যাবে না। গার্ড তার জীবনের শেষ সিগারেটের টান দিতেই বর্ন ঘাস থেকে উঠে ছুরি চালালো।

BanglaBook.org

মৃত দেহের গলা দিয়ে রক্ত আর মুখ থেকে এখনও সিগারেটের ধোঁয়া বের হচ্ছে। বর্ন দ্রুত লাশটি টেনে গাছগুলোর ভেতরে নিয়ে গিয়ে এবারো লাশটির পোশাক সার্চ করলো। অন্ধকারে নরম কাগজের মতো কিছু জিনিস হাতে লাগলো তার। হয়তো টিসু পেপার। বর্ন তার পেনলাইট জ্বেলে কাগজগুলোর ওপর ফেলতেই বিস্মিত হয়ে গেলো। এগুলো টিসু পেপার না। এগুলো রেনমিনবি—একেকটা হাজার ইউয়ানের নোট! এতো টাকা অনেক চীনা সারা জীবনেও কামায় না। এছাড়া লোকটির পকেট থেকে পিপল্‌স সিকিউরিটি ফোর্সের পরিচয়পত্র, কিছু গুরুত্বপূর্ণ পাশ আর একটা অস্ত্র পাওয়া গেলো। ঠিক যেমনটা সে কুয়োমিংটাংয়ের ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে পেয়েছিলো। গুলিগুলো বের ক'রে নিজের অস্ত্রটায় ভরে খালি অটোমেটিক গানটা ছুড়ে ফেলে দিলো জঙ্গলে। বর্ন এখনও স্তম্ভিত। প্রথম গার্ডটি ছিলো কুয়োমিংটাংয়ের ক্যাপ্টেন, দ্বিতীয়টির পকেটে অঢেল টাকা! এরা যে-ই হোক না কেন, বর্ন এতোটুকু নিশ্চিত যে, এরা অত্যন্ত প্রভাবশালী একটি দলের সদস্য।

ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে, হামাগুড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলো বর্ন। তার থেকে কিছু দূরে, সারি সারি গাছের ভেতর থেকে আলো ঠিক্‌রে আসছে। এদিকটায় পাখির কিচিরমিচির নেই। মনে হয় ভয় পেয়ে সবগুলো উড়ে গেছে। বর্ন একটা গাছের পিছে নিজেকে আড়াল ক'রে উঁকি মারলো। চারদিকে মশাল জ্বেলে বৃত্তাকারভাবে জায়গাটাকে আলোকিত করা হয়েছে। এটাই মিটিং গ্রাউন্ড! বর্ন যা ভেবেছিলো, সমতল জায়গাটা তার চেয়েও বড়। উঁকি মেরে বৃত্তটির দিকে তাকালো সে। এখনই বোঝা যাবে এতোদিন তুমি কাদের বিরুদ্ধে লড়ছো, সে ভাবলো।

একজন পুরুষ বন্দীকে দড়ি দিয়ে বেঁধে গাছের ডালের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। লোকটি ভয়ে কাঁপছে, তার চোখ দিয়ে নিঃশব্দে পানি গড়িয়ে পড়ছে। লোকটির মুখ বাঁধা। সে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না।

মাও জ্যাকেট আর ট্রাউজার পরা একজন শীর্ণদেহী, মধ্যবয়সী লোক ঝুলন্ত লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার ডান হাত প্রসারিত হলো মাটিতে উল্টোভাবে গাড়া একটা তলোয়ারের দিকে। তলোয়ারটি লম্বা আর চিকন, হাতলে কারুকাজ করা। জেসন অস্ত্রটি চিনতে পারলো। এটাকে শুধু অস্ত্র বললে ভুল হবে। এটা হলো বিশেষ আনুষ্ঠানিক হাতিয়ার; চতুর্দশ শতকের নিষ্ঠুর, বর্বর মঙ্গল আর ইউয়ান নেতারা তাদের রাজদরবারে বন্দী শত্রুদের প্রকাশ্যে শাস্তি দেবার জন্য এমন তলোয়ার ব্যবহার করতো। রাজদরবারে এমন নৃশংস শাস্তির দৃষ্টান্ত ইতিহাসের আর কোথাও সহজে পাওয়া যায় না।

"আমার কথা শোনো!" চিকন লোকটি তার দর্শকদের দিকে ঘুরে চিৎকার ক'রে উঠলো। লোকটির কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রিত এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। বর্ন লোকটাকে চেনে না; তার মনে হলো এমন চেহারা একবার দেখলে কেউ ভুলতে পারবে না। লোকটির চুল পাকা, ম্লান চেহারা; কিন্তু সব আকর্ষণ আর চাহ্‌নীতে। তার পিছনে, নিশ্চুপ, প্রায় নিস্তেজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই প্রতারক—দ্বিতীয় জেসন বর্ন।

BanglaBook.org

"মহান তরবারির যাত্রা আবার শুরু হলো!" চিকন লোকটি চিৎকার ক'রে উঠলো। "আর এই পবিত্র রাতে আমরা তাদের প্রত্যেককেই দোজখের আগুনে ঠেলে দেবো যারা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এই বেঈমান কীটপতঙ্গগুলো আমাদের মহান উদ্দেশ্যের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে; এরা ভেবেছে বড় বড় অপরাধ করেও এরা পার পেয়ে যাবে। কিন্তু এরা জানে না এদের মতো বিশ্বাসঘাতকদের শিক্ষা দেয়ার জন্য মহান তরবারি আবার জেগে উঠেছে," বক্তা এবার ঝুলন্ত বন্দীটির দিকে ফিরলো।

"তুমি! ইশারায় বলবে, তবে সত্যি বলবে! সাদা চামড়ার লোকটিকে কি তুমি চেনো?"

বন্দীটি দ্রুত তার মাথা দু'দিকে নাড়ালো।

"মিথ্যুক!" দর্শকদের মধ্য থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠলো। "সে আজ দুপুরে তিয়েন আন মেনেই ছিলো!"

আবারো বন্দীটি তার মাথা নাড়ালো। তার চোখে প্রশ্ন! সে জানে না তাকে কেন এখানে বেঁধে রাখা হয়েছে। কিন্তু জেসন জানে কেন। এই ব্যক্তি নিশ্চয় তাদের কোনো কাজে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো অথবা কোনো ক্ষেত্রে অবাধ্য হয়েছিলো তাই আরো বড় অপরাধে তাকে ফাঁসিয়ে দেয়া হচ্ছে। শাস্তি দেয়া হচ্ছে তাকে বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্ন তুলে নির্দয়ভাবে।

"সে আসল চায়নার বিরুদ্ধে কথা বলে," দর্শকটি বলে চললো। "হুয়া গঙ্গ পার্কে আমি নিজ মুখে তাকে বলতে শুনেছি।"

"সে এসব বলেছে?" শীর্ণদেহী লোকটা আবার বলতে শুরু করলো। "সে এসব বলেছে?"

হঠাৎ একযোগে দর্শকদের মাঝে থেকে জবাব ভেসে আসলো।

"হ্যা, সেই তিয়েন আন মেনে...!"

"সে পশ্চিমা লোকটির সাথে জড়িত...!"

"হ্যা, সে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!" দর্শকেরা একযোগে চেঁচিয়ে উঠলো এবার।

"সে আমাদের বিশ্বাসকে অপমান করেছে," শান্তকণ্ঠে বললো বক্তা। "আমাদের মহান উদ্দেশ্যের অমর্যাদা করেছে, অসম্মান করেছে। আর এর প্রতিদান তাকে দিতে হবেই। প্রতিদান স্বরূপ তার সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুটি কেড়ে নেয়া হবে। আর সেই মূল্যবান বস্তুটি হলো তার জীবন!"

ঝুলন্ত লোকটি ভয়ে ছটফট করতে শুরু করলো। মুখবন্ধ বাকি সব বন্দীগুলোর মতোই সেও গোঙাতে শুরু করলো। বাকি বন্দীগুলোকে সারি বেঁধে হাটু গেঁড়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে। বাধ্য করা হচ্ছে এ বর্বরোচিত দৃশ্য দেখার জন্যে। একজন বন্দী বারবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। তাদের কথা অমান্য করার জন্যে গার্ডদের হাতে মার খাচ্ছে সে।

ইকো!

BanglaBook.org

আবারো ডেল্টাকে কোনো সিগনাল দিচ্ছে সে, কিন্তু বর্ন বুঝতে পারছে না তার মানে কি হতে পারে।

"...এই পাপিষ্ঠ, অকৃতজ্ঞ জোচ্চোরকে আমরা আমাদের ভাইয়ের মতো বর্ন ক'রে নিয়েছিলাম। তার প্রতিদান সে আমাদের এভাবে দিয়েছে! সে আমাদের মহান চায়নাকে ঠকিয়েছে! প্রার্থনা করি, মৃত্যুর পর যেনো তার আত্মা শুদ্ধি লাভ করে!" বক্তা এবার তলোয়ারটি ঝুলন্ত লোকটির গলার কাছে ধরলো।

ডেভিড ওয়েব তার চোখ বন্ধ করতে চাইলো, কিন্তু পারলো না।

তলোয়ারটি আড়াআড়িভাবে কোপ মারতেই লোকটির মাথা দেহ থেকে আলাদা হয়ে নীচে পড়ে গেলো। ঝুলন্ত, বিকৃত শরীরটির গলা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত পড়ছে। মৃতদেহটির দড়ি কেটে মাটিতে ফেলা হলে বক্তাটি সেই নিষ্প্রাণ দেহে তলোয়ার দিয়ে গুতোতে লাগলো।

ভীত সন্ত্রস্ত বাকি বন্দীরা কাঁদতে শুরু করলো। মাটিতে মাথা ঠুকে নিজেদের প্রাণ ভিক্ষা চাইছে তারা। শুধু একজন ছাড়া। দাঁজু উঠে দাঁড়িয়ে তলোয়ার হাতের লোকটির দিকে কটমট ক'রে তাকালে সাথে সাথে একজন গার্ড এসে ইকোকে টেনেহিচড়ে আবার বসিয়ে দিলো। *ইকো কি করছে! সে কি কিছু বলতে চাইছে!*

বর্ন পাষণ্ড হত্যাকারীর দিকে ফিরলো। লোকটি সিল্কের কাপড় দিয়ে তার তলোয়ার মুচছে। দু'জন লোক এসে দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ আর মাথার অংশটি তুলে নিয়ে গেলো। লোকটি এবার ঘুরে অত্যন্ত একজন আকর্ষণীয় মহিলার দিকে ইঙ্গিত করলে দু'জন গার্ড বন্দী মহিলাটিকে টেনেহিচড়ে সামনে নিয়ে এলো। মহিলা শক্তভাবে ব'সে আছে, তার মুখে প্রতিরোধের ছাপ। ডেল্টা খুব ভালোভাবে পাষণ্ড বক্তাটির মুখ পর্যবেক্ষণ করলো। লোকটির ঠোঁট সামান্য বেঁকে গেছে। লোকটির হাসি পাচ্ছে, কিন্তু সে তা চেপে রেখেছে। তার অন্তরটা মরে গেছে। অনেক অনেক দিন আগেই। আর এই রক্তখেকো, জানোয়ার, কসাইটাই চীনের অভ্যন্তরে যুদ্ধ বাঁধাতে চলেছে। পরিণতি সমগ্র বিশ্বে অস্থিতিশীলতা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৭

"এই মহিলা আমাদের শত্রুদের বাহক হিসেবে কাজ করে। এর নিবেদিত স্বামী যখন আমাদের হয়ে দক্ষিণের কাজ সামলাতে ব্যস্ত তখন এই চরিত্রহীনা আমাদের শত্রুদের সঙ্গে বিছানায় রাত কাটায়। আমাদের গোপন সব তথ্য ফাঁস করে। যাকে আমরা বিশ্বাস ক'রে আমাদের দলে নিয়েছিলাম, সে এখন একটা সামান্য বেশ্যা ছাড়া আর কিছু না," বলে চললো সেই বিশিষ্ট বক্তা। তার মুখ দিয়ে যেনো ধর্মবাণী ঝরছে আর মন দিয়ে শয়তানের বিষ।

"এই বেশ্যা তার শরীর আমাদের শত্রুদের কাছে বিলিয়ে দিয়েছে! সে শুধু আমাদেরকেই নয়, তার স্বামীকেও ঠকিয়েছে!"

সবকিছুই সাজানো, ভাবলো বর্ন। যেসব ব্যক্তি কোনো না কোনো সময় তার আক্রোশের কারণ হয়েছিলো তারাই আজকে মিথ্যে অপরাধে শাস্তি পেতে যাচ্ছে।

হঠাৎ দর্শকদের মধ্য থেকে 'বেশ্যা' আর 'বিশ্বাসঘাতক' শব্দ দুটো প্রতিধ্বনিত হতে লাগলে বক্তা তাদের দিকে হাত উঠিয়ে থামার ইঙ্গিত করতেই তৎক্ষনাৎ সবাই চুপ হয়ে গেলো।

"এর প্রেমিক সিন হুয়া এজেন্সির একজন জার্নালিস্ট, যে আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলে। সেই পাপিষ্ঠ পশুটাকে ঘণ্টাখানেক আগে মাথায় গুলি মেরে শেষ ক'রে দেয়া হয়েছে। আমি এই বেশ্যার স্বামীর সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছি, কারণ আমি তাকে সম্মান করি। সেও বলেছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তির জন্য যা যা করণীয় আমি যেনো তাই করি—"

"আইয়া!!" মহিলা প্রচণ্ড জোর খাটিয়ে তার মুখের শক্ত বাধন খুলে ফেলেছে। "মিথ্যুক!" সে চিৎকার ক'রে বললো। "পাষণ্ড খুনি! তুই একটা ভালো মানুষকে হত্যা করেছিস। আমি কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করি নি। বিশ্বাসঘাতকতা তুই ক'রে আসছিস! আমি এয়ারপোর্টেই ছিলাম না, তুই সেটা ভালো করেই জানিস! আমি কোনো বিদেশীকে দেখি নি। এই পশ্চিমা শত্রুদের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। তাহলে আমি বিশ্বাসঘাতকতা কিভাবে করলাম!"

"নিজের শরীর বিলিয়ে তোমার বুকের প্রলোভন দেখিয়ে ওই লোকটাকে আমাদের বিরুদ্ধে নিয়ে গিয়ে। আমাদের সাথে শত্রুতা করতে বাধ্য করে।"

"তুই উন্মাদ! তুই মিথ্যা বলছিস, কারণ তুই জানিস আমি তোর সব গোপন কথা জানি। তুই প্রথমে আমার স্বামীকে দক্ষিণে পাঠাস, তারপর রাতে আমার কাছে আসতে শুরু করিস। প্রথমে লোভ দেখাস, তাতে কাজ না হলে হুমকি দিতে শুরু করিস। পরে আমি তোর সাথে শুতে বাধ্য হই। আর সেই সময়ই তোর সব গোপন কথা জানতে শুরু করি—"

"বেহায়া নারী, আমি তোর কাছে গিয়েছিলাম তোকে সত্যের পথ দেখাতে। তোর কাছে অনুরোধ করেছিলাম তোর ওই পাপী প্রেমিককে পরিত্যাগ ক'রে স্বামীর কাছে ফিরে যেতে! অনুরোধ করেছিলাম মুক্তির পথ বেছে নিতে।"

BanglaBook.org

"তোর মতো আমার স্বামীও হাজারটা মেয়ের সাথে শোয়, আমার পরোয়াও করে না! সে আমাকে প্রতিদিন পেটায়। আর তুই বলিস এটা ওর অধিকার, কারণ সে আসল চায়নার গর্বিত সন্তান! আসল চায়নার স্বাধীনতার নামে তুই আমাদের সবাইকে তোর দাস বানাতে চাস।" মহিলাটি এবার দর্শকদের দিকে ঘুরলো। "তোমরা এর কথা বিশ্বাস কোরো না। এর প্রতিটা প্রতিশ্রুতিই মিথ্যা। এই লোকটা তোমাদেরকেও ব্যবহার করছে। একে এসব করার সুযোগ দিও না! তোমরা এই মিথ্যুকের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও!"

"বেশ্যা! বিশ্বাসঘাতক!" তলোয়ারটি সপাৎ ক'রে মহিলার গলার মধ্যে দিয়ে চলে গেলে তার মাথাটা ডান দিকে ছিটকে পড়লো, আর শরীরটি বাম দিকে। মাটিতে যেনো রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে। পাষণ্ড বক্তা ক্ষোভে মৃতদেহটি অনবরত কুপিয়েই চলেছে। কিন্তু দর্শকরা সবাই চুপ। তাদের মৌনতা নজর কাড়ার মতো। কসাইটা থামলো, সে তার ছন্দ হারিয়ে ফেলেছে। ধীরে ধীরে আবার তার পিতৃসুলভ কর্তৃত্বময় মহিমায় ফিরে আসলো।

"আমাদের পূর্বপুরুষদের আত্মা যেনো তাকে আত্মশুদ্ধির পথ দেখিয়ে দেয়!" সে চেঁচিয়ে এক এক ক'রে দর্শকদের দিকে তাকালো। "ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে তাকে হত্যা করি নি, বরং তাকে মুক্তির পথ দেখানোর জন্যই এটা করতে বাধ্য হয়েছি। আমি জানি, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই সে ক্ষমা আর শান্তি খুঁজে পাবে!"

গার্ড দু'জন এসে মহিলার লাশ নিয়ে যেতেই বক্তা এবার অপর মহিলাটির দিকে ফিরলো। মহিলা বললে ভুল হবে। মেয়েটির বয়স বড়জোর আঠারো। মিষ্টি চেহারা, চোখ বেয়ে ঝরঝর ক'রে পানি পড়ছে, মুখ বাধা থাকা সত্ত্বেও কিছুক্ষণ আগের বীভৎস দৃশ্য দেখে অনবরত বমি ক'রে চলেছে। তাকে টেনে হিঁচড়ে সামনে নিয়ে আসা হলো।

"তোমার কষ্ট দেখে আমিও ব্যথিত হচ্ছি, মা," বক্তা আবার তার পিতৃসুলভ ভঙ্গিতে কথা বলতে শুরু করলো। "আমরা সবসময়ই চেষ্টা করেছি তোমার দোষগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে। বিশেষ ক'রে তোমার এই অল্পবয়সে এতো বড় কাজের দায়িত্ব নেয়াকে আমরা খাটো ক'রে দেখতে পারি না। তোমাকে এমন কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো যার মানে বোঝার মতো বয়সও তোমার হয় নি। আর যৌবনের এই উঠতি সময়ে মানুষ ভুল করেই থাকে। তোমাকে হংকংয়ের দুটো পুরুষের সাথে ঘুরতে দেখা গেছে—যারা আমাদের শত্রু। তারা তোমাকে অনেক উপহার দিয়েছে, চেষ্টা করেছে তোমার মন জয় করার। বিনিময়ে তুমি তাদেরকে কি দিয়েছো?"

মেয়েটির চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে, সে অনবরত মাথা নাড়িয়ে সব অভিযোগ অস্বীকার করলো।

"তাকে গুয়াংকেসের একটা ক্যাফেতে একজন পুরুষের সাথে আপত্তিকর অবস্থায় দেখা গেছে!" দর্শকদের মধ্য থেকে একজন অভিযোগকারী বললো।

"লোকটা বৃটিশদের পোষা কুত্তা," যোগ করলো আরেকজন।

BanglaBook.org

"এ বয়সে এমনটি হতেই পারে," লোক দুটোর দিকে তাকিয়ে বললো বক্তা। "কিন্তু এমন সম্ভাবনাময় তরুণীর জন্য আমাদের হৃদয়ে ক্ষমার স্থান আছে।"

"তাকে তিয়ান আন মেনের গেটেও দেখা গেছে...!"

"আমি নিজে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, সে তিয়ান আন মেনে ছিলো না!" হাতের তলোয়ার উঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো লোকটি। "তোমার ইনফরমেশন ভুল। এখন শুধু এ মেয়েটিই পারে সত্যি কথাটা বলতে।" লোকটি মেয়েটির দিকে ঘুরলো। "মা! তুমি কি আমাদের শত্রুদের হয়ে কাজ করেছো?"

মেয়েটি সারা শরীর কাঁপিয়ে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করতে লাগলো।

"আমি তোমার পিতার মতো, তোমার অপরাধ আমি ক্ষমা করলাম। কিন্তু তোমার বেহায়াপনা আমরা বরদাস্ত করতে পারি না। তুমি বড় গোলমেলে হয়ে চলাচল করো। আর তা আমাদের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। তাই তোমার মঙ্গলের জন্যই তোমাকে আমাদেরই এক সদস্যের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে।"

তরুণীটিকে একজন মোটা মধ্যবয়সী কুৎসিত লোক ধরে নিয়ে গেলো। তার চাহনীর লোলুপ দৃষ্টিই বলে দিচ্ছে সে মেয়েটিকে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি মাত্রায় দেখাশোনা করবে। জেসন বুঝতে পারলো কি হচ্ছে। এ ধরণের অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েদের চাহিদা এদের দলের সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক। মেয়েটিকে ওরা যেমনভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করবে। তারপর একসময় ওর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ওকেও মেরে ফেলা হবে।

তিনজন চাইনীজ বন্দীর মধ্যে দু'জনকে একসাথে বিচারের জন্য সামনে নিয়ে আসা হলো এবার। লোক দুটো আপন ভাই। নারকোটিক্সের ব্যবসার সাথে জড়িত। কিন্তু সেটাই তাদের অপরাধ নয়। তাদের অপরাধ মুনাফার একটা বড় অংশ তারা নিজেরা আত্মসাৎ করেছে। দলের সদস্যদেরকে ভাগ দেয় নি। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দেয়ার জন্য এ অপরাধই যথেষ্ট নয়। তাই তাদেরকেও পশ্চিমাদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে ফাঁসানো হলো। শাস্তি হিসেবে এক ভাইকে মৃত্যুদণ্ড আর আরেক ভাইকে জীবিত রাখা হলো লুকানো সম্পদ বের ক'রে আনার জন্য। একবার টাকাগুলো হাতে পেলে এই বন্দীটিও আর বাঁচবে না, ভাবলো জেসন।

নাহ্, এই পৈশাচিক খেলা দেখে আর সময় নষ্ট করা যাবে না। বর্ন দ্রুত তার শিকারী ছুড়ি দিয়ে সামনের লতাপাতা পরিস্কার ক'রে গাছগুলোর ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো। প্রথমে ঝোঁপ, তারপর সারি সারি গাছ আর সবশেষে লম্বা ঘাসগুলোর মধ্যে যেখানে এসে দাঁড়ালো সে, সেখান থেকে কমান্ডোর দূরত্ব মাত্র বিশ ফিট। ধীরে ধীরে কমান্ডোর কাছে এগোতে হবে। তবে প্রথমে দাঁজুকে একটা সিগনাল দেয়া দরকার। ইকোর জানা দরকার যে, সে এখানে আছে।

মশাল দিয়ে ঘেরা বৃত্তের মাঝখানে এখন শুধু দু'জন বন্দী ব'সে আছে, ইকো আর একজন চীনা লোক। দু'জনেই এতো ছটফট করছে যে, গার্ডদুটো তাদের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। বর্ন হাটু গেঁড়ে, নিঃশব্দে আরো কিছুটা সামনে এগিয়ে

BanglaBook.org

গেলো। দাঁজুর সাথে এখন তার দূরত্ব আট ফিটের বেশি না। মাটিতে শুয়ে পড়ে পাশেই পড়ে থাকা একটা পাতলা খড়ি তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো সে। দর্শকেরা পরবর্তী তামাশা দেখার জন্য একযোগে চিৎকার করছে। ঠিক তখনই পাতলা কাঠিটা নীচুভাবে সামনে নিক্ষেপ করলো বর্ন। কাঠিটা ঠিক দাঁজুর পায়ের কাছে এসে পড়লে দাঁজু দু'বার তার মাথা দোলালো। সে ডেল্টার উপস্থিতি টের পেয়েছে। কিন্তু বর্নকে অবাক ক'রে দিয়ে ফ্রেঞ্চম্যান একটা অদ্ভুত আচরণ শুরু করলো। ইকো বার দু'য়েক মাথা ডানে-বামে নাড়ালো। এদিকে একজন গার্ড এসে টানতে শুরু করলো ইকোকে। এবার ইকোর বিচারের পালা! দাঁজু মৃদুভাবে আবারো মাথা দু'দিকে দোলালো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সামনে গিয়ে গিয়ে পাষণ্ড কসাইটার দিকে তাকালো কটমট চোখে।

চোখ বন্ধ ক'রে ফেললো বর্ন। এতোক্ষণ পরে সে ইকোর সিগনালের মানে বুঝতে পেরেছে। ইকো জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছে। আহত ইকোকে এখান থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। সে চাইছে বর্ন তাকে ভুলে গিয়ে কমান্ডোকে ধাওয়া করুক। ইকো বুঝতে পেরেছে, সে এখন বর্নের ওপর বোঝা ছাড়া আর কিছু না। বর্ন তার জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতে পারে না। বর্নকে মেরির কথা ভাবতে হবে, কমান্ডোকে ধরতে হবে। বর্ন চোখ খুললো। এই কসাইটা ইকোকেও মারবে! বর্নও ঠিক করলো, কমান্ডোকে ধরার পাশাপাশি একটা বোনাস কাজ করবে সে। এই পাষণ্ডটাকে এখানেই খতম করতে হবে।

সেই বিশিষ্ট বক্তা সিল্কের কাপড় দিয়ে আবার তলোয়ারটি মুছে নিয়ে দাঁজুর পাশের বন্দীটিকে ইশারা করলো।

বর্নকে চমকে দিয়ে চীনা বন্দীটি উঠে দাঁড়িয়ে নিজে থেকেই খুব সহজে তার হাতের বাধনটা খুলে ফেললো। মুখ থেকে কাপড়ের বাধনটা সরিয়েই সে কসাইটার কাছে গিয়ে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে শুরু করলো।

"লোকটা ভালো চাইনীজ বলতে পারে, কিন্তু কিছুই খুলে বলে না। এখানে ট্রাকে ক'রে আসার আগে আমাদের দু'জনেরই মুখ খোলা ছিলো, কথা বলারও যথেষ্ট সুযোগ ছিলো। কিন্তু সে কিছুই বলে নি। তার কাছ থেকে আমি একটা কথাও বের করতে পারি নি। লোকটা সাহসী এবং বুদ্ধিমান। আর আমি নিশ্চিত, সে অনেক কিছুই জানে যা আমাদেরকে খুলে বলছে না।"

"টঙ্গ কু, লঙ্গ কু!" দর্শকরা হিংস্রভাবে চেঁচিয়ে উঠলো, তারা আরো নির্যাতন দেখতে চায়।

"লোকটা বয়স্ক এবং দুর্বল। একে পিটিয়ে কথা বের করা যাবে না। মার দিলে এ অচেতন হয়ে যাবে, যেমনটা গত কয়েক ঘণ্টায় হয়েছে," বললো নকল বন্দীটি। "আর তাই আমি একটি ভিন্ন সিদ্ধান্তে এসেছি। যদি আমাদের নেতা অনুমতি দেন তো বলতে পারি।"

"যদি তোমার সিদ্ধান্ত সাফল্য আনতে পারে, তাহলে স্বাগতম," বললো বক্তা।

"তার ইনফরমেশনের বদলে আমরা তাকে মুক্ত ক'রে দেবার প্রস্তাব দিতে

BanglaBook.org

পারি। সে যদি রাজি হয়, তাহলে আমাদের লোকের মাধ্যমে পরের ফ্লাইটেই তাকে কাই টাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। আমি নিজে তাকে ইমিগ্রেশন কাউন্টার পার ক'রে দেবো, তার যাত্রা হবে সম্পূর্ণ নিরাপদ। আমি জানি উনি আমাদের বিশ্বাস করেন না। আর তাই, তিনি চাইলে এয়ারপোর্টে পৌছে হাতে টিকিট নেবার পরেও ইনফরমেশনগুলো বলতে পারেন। এর চেয়ে বড় বিশ্বস্ততা কি দেখানো সম্ভব? এয়ারপোর্টে আমাদের শত্রুদের লোকেরা টহল দেয়। তিনি কোনো বিপদ আঁচ করলে শুধু একটু চিৎকার দিলেই সাহায্য পাবেন।"

বক্তা নকল বন্দীটির কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে গাছের পাশে দাঁড়ানো কমান্ডোর দিকে ফিরে স্পষ্ট ইংরেজিতে কথা বলতে শুরু করলো।

"আমরা ঠিক করেছি এই তুচ্ছ বন্দীকে ছেড়ে দেবো, যদি সে ঠিক ঠিক বলে দেয় তার কমরেড এখন কোথায় আছে। তুমি কি এতে রাজি?"

"এই ফ্রেঞ্চম্যান তোমাদের মিথ্যা বলবে!" সামনে এক পা এগিয়ে গিয়ে বললো কমান্ডো।

"কেন?" প্রশ্ন করলো বক্তা। "তাকে তার জীবন ফিরিয়ে দেয়া হবে, স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়া হবে। নিজের জীবনের চাইতে কোনো অপারেশন, কোনো কমরেডের ইনফরমেশন গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না!"

"আমার মনে হয় না কাজটা ঠিক হবে," মাথা নাড়লো ইংলিশম্যান। "আমার মতামত চাইছিলেন তো! আমার এতে মত নেই, ব্যস্। আপনার যা ইচ্ছা করুন।"

"চলুন, এবার যাকে আমরা ক্ষমা প্রদর্শন করতে চাচ্ছি তার মতামত নেয়া যাক," বক্তা দর্শকদের দিকে ফিরে আবার মানদারিনে বলতে শুরু করলে কমান্ডো পিছিয়ে গিয়ে গাছে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। দাঁজুকে ধরে সামনে নিয়ে আসা হলো এখন। "তার হাতের বাধন খুলে দাও, সে কোথাও পালিয়ে যাবে না। মুখ থেকেও বাধন খুলে দাও। তাকে কথা বলার সুযোগ দাও। তাকে জানতে দাও আমরা কতোটা উদার হতে পারি।"

বাধন খোলার সাথে সাথে দাঁজু হাত দিয়ে তার চোয়ালের দু'পাশ মেসেজ করলে বক্তা তার দিকে তাকালো।

"আমি চাই সব কথা ইংরেজিতে হোক। যা কথা হবে তা আমাদের মাঝেই থাকা ভালো।"

"যা কথা হবে সবাই শুনবে এবং বুঝবে। আর একটা কথা, আমি প্রথমেই স্পষ্ট ক'রে দিতে চাই। আমি কখনও কোনো পাগলের সাথে চুক্তিতে যাই নি, আর যাবোও না," বললো দাঁজু।

"তুমি এখনও তোমার জীবন ফিরে পেতে পারো," বললো বক্তা।

"কতোক্ষণের জন্য?" ঠাট্টার সুরে বললো দাঁজু।

"কম ক'রে হলেও আজ রাতটা বাঁচবে। বাকিটা তোমার স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভর করছে।"

"তাই বুঝি! তাহলে এবার বলি, আমি তোমাদের একটা কথাও বিশ্বাস করি

BanglaBook.org

নি। এয়ারপোর্টে নিয়ে হাতে টিকিট দিয়ে দিলেই যে, আমি প্রাণে বাঁচবো তার গ্যারান্টি কি? গত সন্ধ্যার কাই টাকের মতো তো আর সবসময় এয়ারপোর্টে অতো বুলেটপ্রুফ সিকিউরিটি থাকে না। টার্মিনালের ভেতরে একটা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল বা ছুরি হাতে একহজন লোকই আমাকে মারার জন্য যথেষ্ট হবে। আর তোমার ওই অপরিপক্ক বন্দী অভিনেতার মধ্যে বিশ্বস্ততার কোনো আভাস আমি দেখি নি। প্রথম থেকেই তার আচরণে আমার সন্দেহ হয়। তার চালচলন আর কথাবার্তায় আমি নিশ্চিত হয়ে যাই সে তোমাদেরই একজন। তোমার মতো, সেও একটা বড় গাধা!"

"আমার মতো?"

"হ্যা। যদিও তোমার কথা শুনে বোঝা যায় তুমি শিক্ষিত। সম্ভবত বৃটেনের কোনো জায়গা থেকে পড়াশোনা করেছো, তাই না?"

"লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিক্স," জবাব দিলো শেঙ্গ চোউ ইয়াঙ্গ, চুপ থাকতে পারলো না সে।

"বেশ! কিন্তু তাসত্ত্বেও তোমাকে দেখেই বোঝা যায় তুমি একটা ক্লাউন। একটা গবেট!"

"এ কথা বলার আস্পর্ধা তোমাকে কে দিলো?"

"কাই সাই জুয়ান," ইকো দর্শকদের দিকে ফিরে বললো। *"শেনজিঙ্গ বিঙ্গ!"* হাসতে হাসতে বললো সে। দর্শকদের বলতে লাগলো এমন তারছেড়া বাঁদর সে তার পুরো জীবনেও দেখে নি।

"চুপ করো!" চেঁচিয়ে উঠলো শেঙ্গ।

"কেন?" বোকার মতো হাসতে লাগলো ইকো। "তুমি তোমার পাগলের প্রলাপ বকে এই লোকগুলোর মাথা খেয়েছো! এদেরকে স্বপ্ন দেখিয়েছো লোহাকে সোনা বানাবে। প্রস্রাবকে মদ! আরো কতো কি! কিন্তু যে সোনা আর মদ যোগাড় হবে তার পুরোটাই তো তুমি সাবাড় করবে। এদের ভাগ্যে কিছু জুটবে কি?"

"আমি তোমাকে শেষবারের মতো সাবধান করছি," ইংরেজিতে চেঁচিয়ে উঠলো শেঙ্গ।

"দেখেছো!" উল্লাসের সাথে চেঁচিয়ে উঠলো ইকো। "সে আমার সাথে তোমাদের ভাষায় কথা বলতে চায় না। সে নিজেকে লুকাতে চায়, সে ভয় পায় তার গোমর ফাঁস হয়ে যাবে বলে," মানদারিনে বলে চললো ইকো। "এই চিকনা লোকটার মধ্যে তোমরা এমন কি দেখলে যে, একে তোমাদের নেতা বানিয়েছো। দেখো, তলোয়ারটাই ওর চেয়ে বড় মনে হয়। তার ওপর ওই বেলুনের মতো মাথার ওপর একটা খ্যাতমার্কা টুপি পরেছে। সে মেয়েদের শরীরে নিজের তলোয়ারটা ঢুকায় না কেন? তার কি ঢোকানোর মতো সোনা নেই—"

"যথেষ্ট হয়েছে!" শেঙ্গ তার তলোয়ার তুলে ধরলো। "হয় ইনফরমেশন দেবে না হলে মরবে—"

"ইনফরমেশন দেওয়ার মতো কিছু ঘটেই নি। শুধু আমার সঙ্গীকে শেষ একটা

BanglaBook.org

কথা বলার দরকার ছিলো। যদি সে এখানে থাকতো তাহলে আমি তাকে বলতাম সবার আগে তোমাকে চ্যাংদোলা ক'রে ছাদ থেকে ছুড়ে ফেলতে!"

ইকো তার শেষ নিগনালটা পাঠিয়েছে! বর্নকে দ্রুত কিছু একটা করতে হবে! জল্‌দি! জেসন তার অস্ত্রটা প্রস্তুত ক'রে সামনে হামাগুঁড়ি দিয়ে এগোতে লাগলো। সামনে একটা বড় পাথরের চাঁই পেলো সে। নিজেকে আড়াল করার জন্য এটা যথেষ্ট। বর্ন তার ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালটা দেখলো। প্রতিটি সেকেন্ডের হিসেব সে রাখছে। কারণ পার্কিংলটে গাড়ির ভেতরে সে মোমবাতি আর চাইনীজ পটকার সময় বেধে দিয়ে এসেছে। তার হিসেবমতো বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাবে।

"তুমি তোমার শেষ সুযোগটা নষ্ট করলে," তলোয়ার উঁচিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে বললো শেঙ্গ।

"হারামজাদা..." দাঁজু সবাইকে চমকে দিয়ে শেঙ্গের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। শেঙ্গের মুখে থুতু ছিটিয়ে তাকে খামচাতে শুরু করলো সে। এক ঝটকায় শেঙ্গ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দু'পা পিছিয়ে তার তলোয়ার দিয়ে ইকোর গলায় কোপ মারলে ফ্রেঞ্চম্যানের মাথা শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেলো। ইকো আর নেই!

ঠিক তখনই বর্নের খেলা শুরু হলো! আতশবাজির কান ফাঁটানো শব্দে কেঁপে উঠলো পুরো জায়গাটা। দর্শকেরা কেউ মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লো, বাকিরা গাছপালা আর ঝোঁপঝাড়ের পেছনে দৌড়ে গিয়ে গা বাঁচালো। প্রাণের ভয়ে তারা চিৎকার করছে। কমান্ডো হাটু গেঁড়ে বসে গাছের পেছনে চলে যাচ্ছে। তার হাতের অস্ত্রটা প্রস্তুত। বর্ন তার অস্ত্রটিতে সাইলেন্সার লাগিয়ে নিয়ে কমান্ডোর দিকে আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে লম্বা লম্বা কয়েকটা পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে গিয়ে নিশানা ক'রে গুলি করলো। জেসনের অব্যর্থ টিপ কমান্ডোর হাত থেকে অস্ত্রটাকে ছিটকে ফেলে দিলো। নকল জেসন বর্নের বুড়ো আঙুলের গোড়া থেকে গলগল ক'রে রক্ত পড়ছে। গুপ্তঘাতক পাশে তাকাতেই বিস্ময়ে তার চোখ বড় হয়ে গেলো; সে মুখ হা ক'রে তাকিয়ে রইলো বর্নের দিকে।

"ওদিকে ঘোরো!" অস্ত্রের ব্যারেল দিয়ে কমান্ডোকে গুতো মেরে আদেশ করলো বর্ন। "গাছের ডালটা দু'হাত দিয়ে শক্ত ক'রে ধরে থাকো, নড়েছো তো মরেছো!"

কোথায় গেলো সেই কসাইটা! ইকোর জন্য এতোটুকু তো করতেই হবে! বর্ন চারদিকে দেখতে লাগলো। ভীতসন্ত্রস্ত লোকগুলো যেদিক থেকে আতশবাজির শব্দ আসছে সেদিকেই লক্ষ্যহীনভাবে গুলি ছুড়ে চলেছে। কমান্ডোর ডান হাত আর পা একটু নড়ে উঠতেই বর্ন গাছের গায়ে পর পর দুটি গুলি করলো। গুলি দুটো কমান্ডোর চোখের পাশ দিয়ে ঢুকে গেলো গাছ ফুঁটো ক'রে।

"ও চেষ্টাটা দ্বিতীয় বার কোরো না!" কথাটা বলতেই বর্নের চোখ সেই পাষণ্ডটার ওপর পড়লো। লোকটা চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে তার নিষ্ঠুর রঙ্গমঞ্চ থেকে নামছে। দু'জনের চোখাচুখি হতেই তার দিকে লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুড়লো বর্ন, কিন্তু শেঙ্গ সাথে সাথে তার পাশের গার্ডটিকে টেনে তার সামনে এনে

BanglaBook.org

গা বাঁচালো। বর্নের অব্যর্থ লক্ষ্যে প্রাণ হারালো গার্ড। আবারো গুলি ছুড়লো বর্ন কিন্তু কোনো লাভ হলো না। শেঙ্গ এখনও মৃতদেহটি জড়িয়ে ধরে আছে। তাকে ঘায়েল করা এখন সম্ভব হবে না। এই পাষণ্ডের মরার সময় এখনও হয় নি।

দুঃখিত, ইকো। তোমার হত্যাকারীকে আমি উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারলাম না।

"চলো! তুমি আমার সাথে আসছো," কমান্ডোর গলা ধরে বর্ন তাকে ঠেলতে লাগলো, গাছপালার ভেতর দিয়ে যে পথে সে এসেছিলো সেদিকে।

দ্বিতীয় দফা বিস্ফোরনের শব্দ শুরু হলো। আবারো আতশবাজি। দ্রুত একটানা বিস্ফোরণের শব্দে লোকগুলো আবারো চিৎকার করতে শুরু করেছে, গুলি ছুড়তে শুরু করেছে তারা। শেঙ্গ চেডি ইয়াঙ্গ মাটিতে শুয়ে থেকেই চিৎকার ক'রে উঠলো, তার লোকগুলোকে দু'দিকে যাবার নির্দেশ দিলো। যেদিক থেকে বিস্ফোরণের শব্দ আসছিলো সেদিকে একদল এবং যেদিকে সে বর্নকে দেখেছে সেদিকে আরেক দলকে যাবার নির্দেশ দিলো সে।

বর্ন তার বন্দীকে নিয়ে দ্রুত এগোচ্ছে। তার অস্ত্র এক মুহূর্তের জন্যেও কমান্ডোর দিক থেকে সরছে না। আর কমান্ডোও তার পেছনের ব্যক্তির মুখ থেকে বের হওয়া প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাচ্ছে। ডানে বললে ডানে, বামে বললে বামে আর ঝুঁকতে বললে ঝুঁকছে সে। ওদিকে শেষদফা আতশবাজির বিস্ফোরণ শুরু হলো। এবারের গুলোর মাত্রা আগের দু'বারের চেয়েও বেশি তীব্র আর দীর্ঘস্থায়ী। ছুটতে ছুটতে কমান্ডো হঠাৎ হোচ্ট খেয়ে পড়ে যাবার ভান করলো। বর্ন জানতো তার জন্য প্রতিটি মুহূর্ত অতি মূল্যবান, আর কমান্ডো তাকে ইচ্ছে করে দেরি করিয়ে দিচ্ছে। সে কমান্ডোর চুল ধরে টেনে তুললো।

"জল্‌দি!" গুপ্তঘাতককে সামনে ধাক্কা মেরে বললো বর্ন। "আর মনে রেখো। এমন কোনো চাল নেই যা তুমি শিখেছো অথচ আমি শিখি নি! ভুল পথে পা বাড়ালে দুটো গুলি তোমার মাথায় ঢুকবে!"

ছুটতে ছুটতে বর্ন তার পকেট থেকে গুলি ভরা নতুন শেল বের করলো। প্রায় ফাঁকা হয়ে যাওয়া শেলটা অটোমেটিক থেকে বের ক'রে নতুন শেলটা লোড করে নিলো সে। হঠাৎ গুলি করার শব্দ শুনতেই কমান্ডো দ্রুত তার মাথা ঘোরালো। কিন্তু ততোক্ষণে অনেক দেরি গেছে। বর্ন কমান্ডোর কানের পাশে দিয়ে গুলি ছুড়েছে। "আমি তোমাকে আগেও সাবধান করেছি," বললো বর্ন, জোরে জোরে শ্বাস টানতে টানতে।

"হায় ঈশ্বর! তুমি তো দেখছি উন্মাদ!" কানের লতি ধরে আর্তনাদ ক'রে উঠলো গুপ্তঘাতক।

"তোমার শরীরে ততোক্ষণ প্রাণ থাকবে, যতোক্ষণ তুমি ছুটবে...আরো জোরে!" আদেশ করলো বর্ন।

"কিন্তু কোথায়? আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না!"

"পথ তৈরি করাই আছে। আমি এই ঝোঁপগুলো পরিস্কার করেই ঢুকেছি। সেদিকে চলতে থাকো যেদিকে কোনো বাঁধা লাগবে না। বাকি নির্দেশ আমি

BanglaBook.org

দিচ্ছি।"

বর্ন তার অস্ত্র দিয়ে কমান্ডোর মেরুদণ্ডে অনবরত গুতা মারতে লাগলো। জল্‌দি, আরো জলদি! আতশবাজির বিস্ফোরণের শব্দ এখন থেমে গেছে। পুরো আক্রমণটাই যে একটা ধাপ্পা ছিলো সেটা জানতে শেঙ্গের লোকেদের বেশি সময় লাগবে না। তাকে দ্রুত এই পক্ষীশালা থেকে বের হতে হবে। আকাশে আবছা আলোর আভা দেখতে পেলো সে। ফ্লাড লাইট দুটো আর বেশি দূরে নেই। বড়জোর আধমাইল! জেসন কমান্ডোর দু'পায়ের ফাঁকে গুলি ছুড়লো।

"আরো জোরে দৌড়াও!" আবার নির্দেশ করলো বর্ন।

"আর পারছি না! আমার দম শেষ!"

"দম ভরে নাও, নাহলে পস্তাতে হবে।"

তাদের দু'জন থেকে কিছুটা পেছনে, শেঙ্গের মঞ্চে লোকজন চেঁচামেচি করছে। শেঙ্গ এই অদৃশ্য হামলাকারীর পেছনে ধাওয়া করতে সবাইকে নির্দেশ দিলো। তারা ইতিমধ্যেই আতশবাজির পোড়া অংশ খুঁজে পেয়েছে, বুঝতে পেরেছে কোন্‌দিক দিয়ে বর্নকে ধাওয়া করতে হবে।

"তোমার মাথায় যদি কোনো বাজে ফন্দি এসে থাকে তাহলে সেটা ভুলে যাও, মেজর!" রুঢ়ভাবে বললো বর্ন।

"মেজর?" বিস্মিত কমান্ডো দৌড়াতে দৌড়াতে প্রশ্ন করলো।

"শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তোমার ব্যাপারে সবাই আমার জানা। আর যতোটা জেনেছি তোমাকে ততোটাই ঘৃণা করেছি! তোমার চোখের সামনে ওরা দাঁজুকে শুয়োরের মতো জবাই করলো, আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকে গেলে!

"সে নিজেই তো মরতে চাইছিলো! আমার আর কি করার ছিলো! তাছাড়া সেও তো আমাকে মারার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলো!"

"দৌড়াতে থাকো। থামলে তোমাকে এখানেই পুতে ফেলবো। অবশ্য তার আগে তোমার বিচি দুটো কেটে রাখবো!"

"তুমি আমাকে এমনিও মারবে, ওমনিও মারবে। আমার আর কোনো পথ খোলা নেই।"

"হয়তো না। হয়তো তোমার জীবন বাঁচাতেই আমি এসেছি। একটু চিন্তা ক'রে দেখো, মারতে চাইলে তোমাকে আমি কতো আগেই মারতে পারতাম!" তারা দ্রুত দৌড়ে চলছে। অন্ধকার পথ পার হয়ে ফ্লাড লাইটের আলোয় এসে পৌছালো তারা। সবুজ গেটটা এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তারা।

"পার্কিংলট!" চেঁচিয়ে উঠলো বর্ন। "একদম ডান দিকের কোণায় যেতে থাকো!" বর্ন থামলো। "দাড়াও!" বর্ন তার পকেট থেকে পেনলাইটটা বের ক'রে জ্বালালো। তারপর পরপর পাঁচবার গুলি ছুড়লো ফ্লাড লাইট দুটোকে লক্ষ্য ক'রে। ফ্লাডলাইট দুটো বিস্ফোরিত হতেই গেটের চারপাশটা অন্ধকার হয়ে গেলো। পেনলাইটের আলোয় সে তারের বেড়াজালের দিকে এগোনোর নির্দেশ দিলো গুপ্তঘাকতকে।

BanglaBook.org

"এবার হাটু গেঁড়ে বসো, ওই কাটা তারের ফাঁক দিয়ে বের হও। কিন্তু ওদিকে গিয়ে উঠে দাঁড়াবে না, চুপচাপ ব'সে থাকবে। এদিকেও তাকাবে না!"

কমান্ডোকে যা করতে হলো সে তাই করলো। একইভাবে হাটু গেঁড়ে তারই তৈরি করা তারের বেড়াটির ফাঁক দিয়ে বের হয়ে এলো বর্ন।

"হ্যা, হয়েছে। এবার উঠে দাঁড়াও, সোজা হাটতে শুরু করো। হাত দুটো যেনো পেছনে থাকে। আমার লাইট তোমার ওপরে আছে। যদি হাত দুটো নড়তে দেখি তো বিপদে পড়বে!"

তারা গেট পার হয়ে সেই অন্ধকার রাস্তায় নেমে এলো। তাদের পেছনে ধেয়ে আসা সার্চ পার্টির চেঁচামেচি এখন পরিস্কার শোনা যাচ্ছে।

"জল্‌দি! রাস্তার ওপারে, দৌড়াও," বললো বর্ন। প্রায় মিনিট তিনেক দৌড়ানোর পর তাকে থামার নির্দেশ দিলো সে।

"ওই যে, গাছের ভাঙা ডালপালা জড়ো হয়ে আছে। দেখতে পাচ্ছো?"

"কোথায়?" হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করলো গুপ্তঘাতক।

"আমার পেনলাইটের আলো যেখানে পড়েছে। ওলো সরাও। এখনই!"

কমান্ডো ডালপালাগুলো সরানো শুরু করলে কালো সাংহাই সিডানটা বের হয়ে আসতেই বর্ন এবার তার পূর্বপরিকল্পিত পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হলো।

"গাড়ির ভেতরে একটা ব্যাগ রাখা আছে, ওটা বের করো!" কমান্ডোকে নির্দেশ দিলো সে।

কমান্ডো সুবোধ বালকের মতো গাড়ির দরজা খুলে ব্যাগটা বের করলো। তারপর ঘুরে জেসনের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে ব্যাগটা তাকে দেয়ার জন্য তুলে ধরে সেটা দেয়ার পরিবর্তে ব্যাগ দিয়ে জেসনের অস্ত্রটিতে বাড়ি মারার চেষ্টা করলো, তারপর জেসনের পেনলাইটে বাড়ি মেরে সে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করলো জেসনের ওপর। কিন্তু বর্ন এরজন্য প্রথম থেকেই প্রস্তুত ছিলো। কমান্ডো ঝাঁপাতেই সে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে আবার তার দিকে অস্ত্র তাক্ করলো।

"আমি তোমাকে অনেকবার সাবধান করেছি, কিন্তু তোমার কানে তা ঢুকছে না। আবার তোমাকে বাঁচিয়ে রাখাও আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই তোমাকে প্রাণে না মেরে ছোট্ট একটা বুলেট সার্জারি করবো, কেমন?" বর্ন তার অস্ত্রের ব্যারেলটি কমান্ডোর বাহুর ওপরে ধরে ট্রিগার চাপলো।

"হায় জিশু!" একটা পিনের শব্দ প্রতিধ্বনিত হওয়ার সাথে সাথে গুপ্তঘাতকের বাহু দিয়ে গলগল ক'রে রক্ত পড়তে লাগলো।

"চিন্তা কোরো না, হাড় ভাঙে নি," বললো জেসন। "শুধু একটু মাংস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তোমার ভাগ্য ভালো, আমার মতো দয়ালু লোকের পাল্লায় পড়েছো। ব্যাগে কিছু গজ্, টেপ আর অ্যান্টিবায়োটিক রাখা আছে। ওগুলো জলদি কাজে লাগাও। কারণ গাড়িটা তোমাকেই ড্রাইভ করতে হবে!"

শেঙ্ক চোউ ইয়াঙ্গের বারো জন লোক গেটের কাছে ছুটে এসেছে। তাদের মধ্যে শুধু চার জনের হাতে ফ্ল্যাশলাইট। গেটে চেইন লাগানো, ফ্লাডলাইট নষ্ট,

BanglaBook.org

টেলিফোনের লাইন কাটা আর সবগুলো গাড়ির টায়ার ফুটো। নিজেদের অদক্ষতা আর বোকামীর জন্য তারা একে অপরকে দোষারোপ করতে শুরু করলো। শেঙ্গ চোউ ইয়াঙ্গও সেখানে উপস্থিত হলো। কিন্তু ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

বর্ন আর তার বন্দী অনেক দূর চলে গেছে!

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৮

"ওই বাড়িটা উঁচু পাচিল দিয়ে ঘেরা," বললো সি.আই.এ অফিসার ম্যাথিউ রিচার্ডস। তাদের গাড়িটা এখন ভিক্টোরিয়া পিকের ভেতরে। "আমাদের ইনফরমেশন অনুযায়ী এই পুরো জায়গাটা জুড়ে আমেরিকান মেরিন ছড়িয়ে আছে আর তারা যদি তোমার সাথে আমাকে দেখে ফেলে তা আমার জন্য মোটেও ভালো হবে না।"

অ্যালেক্সান্ডার ককলিন গাড়ির উইনশিল্ডের ভেতর দিয়ে দেখতে লাগলো। "ঠিক আছে। এ পর্যন্তই থাক। বাকিটা পথ আমি হেটে যাবো। যতোটা মনে পড়ে আমি এখানে ট্যাক্সিতে ক'রে ভুল বাড়িতে এসেছি। তাই তোমার চিন্তার কিছু নেই।"

হাল্কা নক্ করলে দরজাটা খুলে গেলো। এডওয়ার্ড ম্যাকঅ্যালিস্টার ফ্যাকাশে মুখে ভেতরে ঢুকতেই হাভিলান্ড তার দিকে তাকালো।

"ককলিন গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে," বললো আন্ডারসেক্রেটারি। "সে আপনার সাথে দেখা করতে চাইছে। বলছে দরকার পড়লে সারা রাত বাইরেই অপেক্ষা করবে। সে আরো বলেছে যদি বাইরের ঠাণ্ডার তীব্রতা আরেকটু বাড়ে তাহলে রাস্তায় আগুন জেলে গা গরম রাখবে।"

"পঙ্গু হতে পারে, কিন্তু দৌড়ানোর ক্ষমতা ওর এখনও কমে নি," বললো হাভিলান্ড।

"ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত," বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "আমরা এখনও মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত নই।"

"মনে হয় আমাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। এটা পাবলিক রোড, কলোনির ফায়ার ডিপার্টমেন্ট এখানে আগুন নেভাতে চলে আসলে আশপাশের প্রতিবেশীরা এখানে জড়ো হতে শুরু করবে," বললো হাভিলান্ড।

"ওটা কথার কথা, সে নিশ্চয় সত্যিই সত্যিই রাস্তায় আগুন জ্বালাবে না—"

"কথার কথা নয়," ম্যাকঅ্যালিস্টারকে থামিয়ে বললো হাভিলান্ড। "তাকে আসতে দাও। ব্যাপারটা অসাধারণ এবং অপ্রত্যাশিত। কিন্তু এই স্বল্প সময়ে সে নিশ্চয় আমাদের বিরুদ্ধে কোনো অকাট্য প্রমাণ জোগাড় করতে পারে নি যা তার কাজে লাগতে পারে। ভয়ের ব্যাপার হচ্ছে, সে নিজে একসময় এ ধরণের মিশন পরিচালনা করেছে। তাই বুঝতে পারছি না, এখানে আসার মতো ভুল সে কেন করছে?"

"আমরা ধরে নিতে পারি মেরি ওয়েবের সাথে তার যোগাযোগ হয়েছে। সে-ই ককলিনকে সব প্রমাণ দিয়েছে," ডেস্কের টেলিফোনটির দিকে হাত বাড়িয়ে বললো আন্ডারসেক্রেটারি।

"না, তা হতে পারে না। ওই মহিলার হাতে কোনো প্রমাণ নেই।"

"আর একটা প্রশ্ন," হাতে ফোনটা তুলে নিয়ে বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "সে

BanglaBook.org

কিভাবে বুঝলো এসবের মূলে আপনি আছেন, আপনার সাথেই দেখা করতে হবে?"

"সে শুধু জানতে পেরেছে আমি হংকংয়ে এসেছি, ব্যস্ । তাছাড়া আমাদের তো একবার ফোনেও কথা হয়েছিলো । বাকিটা সে ধরে নিয়েছে ।"

"আর এই বাড়ির ঠিকানা?"

"তা সে কখনও বলবে না । ককলিন সুদূর প্রাচ্যে অনেক বছর কাটিয়েছে, মিঃ আন্ডারসেক্রেটারি, আর এখানে তার এমন সব কনট্যাক্ট আছে যাদের কথা আমরা কখনও জানতে পারি নি!"

ম্যাকঅ্যালিস্টার ফোনে ডায়াল করলো । "অফিসার? মিঃ ককলিনকে ভেতরে আসতে দাও । সার্চ ক'রে দেখো তার সাথে কোনো অস্ত্র আছে কি না, তারপর তুমি নিজ পাহারায় পূর্বদিকের অফিসে তাকে নিয়ে আসো...সে কি করেছে!...তাকে জল্‌দি ভেতরে ঢোকাও, আর ও জিনিসটা নেভাও!"

"কি হয়েছে?" প্রশ্ন করলো হাভিলান্ড ।

"সে রাস্তার ওপরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে," ফোনের রিসিভারটি নামিয়ে রেখে বললো আন্ডারসেক্রেটারি ।

অ্যালেক্সান্ডার ককলিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ভিক্টোরিয়ার বিশেষ ঘরটিতে ঢুকতেই মেরিন অফিসারটি দরজা লাগিয়ে দিয়ে চলে গেলো । হাভিলান্ড চেয়ার থেকে উঠে ডেস্ক থেকে উঠে হাত বাড়িয়ে দিলো হ্যান্ডশেকের জন্য ।

"মিঃ ককলিন?"

"আপনার হাতটা পকেটেই রাখুন, মিঃ অ্যাম্বাসেডর । আমি অসুস্থ লোকদের স্পর্শ করি না ।"

"আপনি দেখছি অভিমান করেছেন?"

"না, বরং আমি সত্যিই নতুন কোনো রোগ বাঁধাতে চাই না । তাই আপনার মতো ছোঁয়াচে লোক থেকে একটু দূরে থাকাই ভালো ।"

"তা ঠিক কি ধরণের ছোঁয়াচে রোগের আশংকা আপনি করছেন?"

"মৃত্যু!"

"আপনি একটু বেশিই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন! আসুন মিঃ ককলিন, বসে কথা বলা যাক ।"

"আবেগপ্রবণ না, আমি সত্যি কথাই বলছি । কিছুক্ষণ আগেই আমি এক মহিলাকে মরতে দেখলাম, তার নিজের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে । গুলি ক'রে তাকে আর তার ড্রাইভারকে ঝাঁঝরা ক'রে দেয়া হয়েছে! যতোদূর জানি সেও আপনার সংস্পর্শে এসেছিলো!"

এই নতুন খবরের ধাক্কায় হাভিলান্ডের চোখ বড় বড় হয়ে গেলো, কিন্তু তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ম্যাকঅ্যালিস্টারই প্রথম চেঁচিয়ে উঠলো ।

"মহিলা! কে সেই মহিলা?"

"সেই মহিলা আপনাদের দু'জনেরই বিশেষ পরিচিত । আপনারা তাকে ব্যবহার করছিলেন!" ক্ষোভের সাথে বললো ককলিন ।

BanglaBook.org

"ওয়েবের স্ত্রী মারা গেছে?" ম্যাকঅ্যালিস্টারের মাথা ঘুরতে শুরু করলো।

"না, ওয়েবের স্ত্রীকে যে আপনারা ব্যবহার করছিলেন সেটা স্বীকার করার জন্য ধন্যবাদ!"

"হায় ঈশ্বর!" চেঁচিয়ে উঠলো হাভিলান্ড। সামনে ঝুঁকে ককলিনের দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করলো। "আপনি কি স্টেপল্‌সের কথা বলছেন?"

"ক্যাথরিন স্টেপলস্! আর এর জন্য আপনিই দায়ি...স্যার।"

"মুখ সামলে কথা বলুন!" কঠোরভাবে বললো হাভিলান্ড।

"ওই একটা কাজই আমি করতে পারবো না। আপনার ওই মিষ্টি মধুর আচরণের নীচে যে আস্ত একটা শয়তান লুকিয়ে আছে তা আর কেউ না জানলেও আমি জানি। স্টেপল্‌সের পাশাপাশি ডেভিড আর মেরির বর্তমান পরিস্থিতির জন্যেও আপনিই দায়ি। আপনি নিজেকে ভাবেন কি? নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য আপনি যাকে যেভাবে ইচ্ছে ব্যবহার করেন। মানুষকে মানুষ ভাবেন না। আমার কথাগুলো হয়তো আপনার খুব একটা ভালো নাও লাগতে পারে। কিন্তু আফসোসের ব্যাপার হলো, আপনার মতো কুত্তার বাচ্চার সাথে এর চেয়ে ভালোভাবে কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়!"

হাভিলান্ড এতোক্ষণ চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ ক'রে ককলিনের কথা শুনছিলো। এবার সে চোখ খুলে সামনের দিকে ঝুঁকলো। "আর যদি আমি বলি ক্যাথরিন স্টেপল্‌সও প্রথমবার যখন এখানে আসে, এই একই কথাগুলো আমাকে বলেছিলো?"

"যার পরিণতি হয় মৃত্যু," যোগ করলো ককলিন।

"আপনি কি আমাকে পরোক্ষভাবে হুমকি দিচ্ছেন?"

"আপনি ভুল বুঝছেন। স্টেপলস্‌কে হত্যা করা হয় কারণ সে আমাদের দলে যোগ দেয়। যদিও কাজটা তার মনঃপুত ছিলো না, কিন্তু সে বুঝেছিলো এছাড়া আর কোনো গতি নেই।"

"আপনারা তাকে পুতুল বানিয়ে নাচাচ্ছিলেন!"

"না। তিনি প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ব্যক্তিদের একজন। পরিস্থিতির প্রতিকুলতা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিল আর তাই বাধ্য হয়ে আমাদের দলে যোগ দেন। তার মৃত্যুতে আমরা সবাই শোকাহত।"

"তার মৃত্যুতে শোকাহত? নাকি এটা জেনে শোকাহত যে, আপনাদের দলের ভেতরেই ডাবল-এজেন্ট লুকিয়ে আছে? স্টেপলস্ যে, আপনাদের সাথে কাজ করছে তা আর কারো জানার কথা না। কিন্তু তাসত্ত্বেও আপনার শত্রুরা তাকে হত্যা করলো। খবরটা যে ভেতর থেকেই ফাঁস হয়েছে সেটা আপনি ভালোই বুঝতে পারছেন। স্টেপল্‌সের প্রতি আপনার কোনো সহানুভূতি নেই, মিঃ হাভিলান্ড। আপনি শুধু আপনার অপারেশন নিয়েই চিন্তিত!"

"আপনি খুব শক্ত কথা বললেন, মিঃ ককলিন। কিন্তু আপনার মুখে এতো নীতি কথা মানায় না। এই আপনিই তো ডেভিড ওয়েবের জীবনটা ধ্বংস করতে

BanglaBook.org

চেয়েছিলেন। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তাকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছেন। নেহায়েত আপনার কপালটা একটু মন্দ ছিলো দেখে ডেভিড সে যাত্রায় বেঁচে যায়।"

"আর তার জন্য আমি অনেক মাশুল দিয়েছি। নিজের ভেতরের অনুতাপের আগুনে পুড়ে পুড়ে মরেছি।"

"আমরা ধরে নিচ্ছি সেই মাশুল দিতেই আপনি এখন হংকংয়ে এসেছেন, তাই না?" বরফশীতল কণ্ঠে বললো অ্যাম্বাসেডর। "আপনার আগ্রাসী মনোভাবটা পরিহার করুন, মিঃ ককলিন। কারণ আক্রমণাত্মক হতে আমরাও জানি। তারচেয়ে চলুন শান্তভাবে আলোচনা ক'রে দেখি স্টেপল্‌সের হত্যা রহস্যের কোনো কুল কিণারা করা যায় কি না।"

"আমি এসবের আগাগোড়া কিছুই জানি না। আলোচনা ক'রে সময় নষ্ট ছাড়া কিছু লাভ হবে না।"

"আপনাকে সব খুলে বলা হবে।"

"যদি আমি কিছু শুনতে না চাই," মুচকি হাসি দিয়ে বললো ককলিন।

"আমি আপনাকে সব কথা শোনার জন্য অনুরোধ করছি, মিঃ ককলিন।"

"স্টেপল্‌সও আপনাদের সব কথা শুনেছিলো। আর এজন্য তাকে মরতে হয়। কি গ্যারান্টি যে, আপনাদের কথা শোনার পরে আমি প্রাণে বাঁচবো?"

"আপনি আপনার পাপের আশংকা করছেন?" প্রশ্ন করলো হাভিলান্ড।

"করতে বাধ্য হচ্ছি," জবাব দিলো সি.আই.এ'র ককলিন। "আর এই মুহূর্তে আরো একজনের প্রাণ রক্ষা করা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ছে!"

"ওয়েবের?" প্রশ্ন করলো হাভিলান্ড।

"ওয়েবের ব্যাপারে আমার করণীয় তেমন কিছু নেই। সে নিজেকে রক্ষা করতে জানে। কিন্তু যদি তার খারাপ কিছু হয় তাহলে মেরিকে রক্ষা করা হবে আমার কাজ। আমি নিশ্চিত, ওয়েবও তাই করতে বলতো। আর আমি এও জানি, মেরিকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হলো আপনার সাথে লড়াই করা, আপনার দলে যোগ দেয়া না।"

"তা ঠিক কিভাবে আপনি আমার সাথে লড়াই করবেন জানতে পারি কি?"

"যতোটা নোংরাভাবে সম্ভব! আমি ওয়াশিংটনের প্রতিটি আনাচে কানাচে আপনার কুকীর্তির খবর ছড়িয়ে দেবো। তারা জানবে আপনি এবার আপনার সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। মেরি আরো মো পানোভ আমার কথার সাক্ষী হবে।"

"এসব ক'রে আপনি খালি ঝামেলাই বাড়াবেন, কোনো লাভ হবে না!"

"সেটা আপনার সমস্যা, আমার না।"

"দেখুন, আপনি শুধু আমাকে কঠোর হতে বাধ্য করছেন! আপনার মতের বদল না হলে, এখান থেকে আপনি জ্যান্ত ফিরে যেতে পারবেন না!"

"ওহ্, ঈশ্বর," ফিস্‌ফিস্ ক'রে উঠলো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"ওটা করা বোকামি হবে," হাভিলান্ডের চোখের দিকে তাকিয়ে বললো

BanglaBook.org

ককলিন। "আপনি জানেন না আমি কি প্রমাণ রেখে এসেছি। একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর যদি ওয়াশিংটনে আমি আমার লোকের সাথে যোগাযোগ না করি তাহলে হাটে হাঁড়ি ভাঙবে। মেডুসা আর ট্রেডস্টোনের সব কুকর্ম জনসমক্ষে হাজির হবে। তাই বলছি, আমাকে এতো হাল্কাভাবে নেবেন না।"

"আমরা জানতাম আপনি ও ধরণেরই কোনো কৌশল অবলম্বন করবেন।" চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাটতে হাটতে বললো হাভিলান্ড। "কিন্তু আপনি ভুলে গেছেন, মেডুসা আর ট্রেডস্টোন ছাড়াও আপনি আরেকটা জিনিস ওয়াশিংটনে রেখে এসেছেন। সেটা হলো আপনার ভাবমূর্তি। সবাই আপনাকে পাড়-মাতাল হিসেবে চেনে। সবাই এটাও জানে যে, আপনার অতীতের অসাধারণ রেকর্ডের কথা মাথায় রেখেই গভর্নমেন্ট করুণা ক'রে আপনাকে চাকরিতে রেখেছে। আপনার মতো লোকের কথায় কেউ কান দেবে না। সবাইকে এটা জানানো হবে যে, অতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবনের ফলে আপনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন," হাভিলান্ড আবার তার চেয়ারে এসে ব'সে হেলান দিলো। "তার কিছু দিনের মধ্যে ওরা আপনার আত্মহত্যা করার খবর শুনবে। অত্যাধিক হতাশাগ্রস্থ লোকদের পরিণতি এমনটাই হয়ে থাকে—"

"মিঃ হাভিলান্ড?" আর্তনাদ ক'রে উঠলো হতভম্ব ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"শান্ত হও, ম্যাকঅ্যালিস্টার," বললো হাভিলান্ড। "আমি আর মিঃ ককলিন, দু'জনেই এ খেলায় যথেষ্ট পারদর্শী।"

টেলিফোনটা বেজে উঠলে হাভিলান্ড সামনে এগিয়ে এসে রিসিভারটা তুললো।

"হ্যা?" অ্যাম্বাসেডর গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগলো। "না, আমি অবাক হই নি, মেজর, কারণ খবরটা আমি একটু আগেই জানতে পেরেছি... না, পুলিশের কেউ বলে নি। যে ব্যক্তি এই এই খবরটা এনেছে তার সাথে আজ রাতে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবো...হ্যা, সে এখন আমাদেরই একজন।" হাভিলান্ড চোখ তুলে ককলিনের দিকে তাকালো। "অনেকে বলে কিছু ক্ষেত্রে সে আমাদের চেয়েও সেরা আর তার অতীতের রেকর্ডও তাই সমর্থন করে...হ্যা, আমি তাকে বলবো...কি? কি বললে? তাই নাকি? তোমাকে দু'ঘণ্টা সময় দিলাম, মেজর।" হাভিলান্ড লাইনটা কেটে দিলো।

"তার নাম লিন ওয়েনজু," হাভিলান্ড আর ম্যাকঅ্যালিস্টারকে চমকে দিয়ে বললো ককলিন। সম্ভবত স্পেশাল ব্রাঞ্চের সদস্য। লোকটা চাইনীজ কিন্তু ইউ.কে'তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাকে এ অঞ্চলের সবচেয়ে সেরা ইন্টেলিজেন্স অফিসার হিসেবে ধরা হয়। তবে তার বিশালদেহই তার আসল দুর্বলতা। এতে সহজেই তাকে শনাক্ত করা যায়।"

"বুঝলাম," হাভিলান্ড তার হাত দুটো ডেস্কের উপরে রাখলো। "সেও কিন্তু জানে আপনি কে!"

"জানাই স্বাভাবিক। কাউলুন স্টেশনে পাতা ফাঁদটাতে তারও হাত ছিলো। যাই হোক, মেজর আপনাকে কি খবর দিলো?"

BanglaBook.org

"ম্যাকাও'র একটা সন্ত্রাসী দল সাউথ চায়নার একটা নিউজ এজেন্সিতে ফোন ক'রে হত্যাকাণ্ডের দায়দায়িত্ব স্বীকার করেছে। তবে তারা বলে তাদের মূল লক্ষ্য ছিলো ড্রাইভার, স্টেপল্‌সের মৃত্যু একটা অ্যাকসিডেন্ট মাত্র।"

"সব বাজে কথা," ককলিন চেঁচিয়ে উঠলো। "স্টেপল্‌সই ওদের টার্গেট ছিলো!"

"হ্যা, কিন্তু লিন বলছে ও পথে পা বাড়ানো সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছু নয়!"

"তার মানে সেও ধারণা করছে আপনাদের মধ্যেই কেউ স্টেপল্‌সের কথা ফাঁস করেছে। কোনো ডাবল এজেন্ট?"

"তাছাড়া আর কি হতে পারে," বললো হাভিলান্ড।

"লিন ব্যর্থ হতে অভ্যস্ত নয় তাছাড়া সে যথেষ্ট বুদ্ধিমান। আমার মনে হয় সে এই ডাবল-এজেন্টকে ইতিমধ্যে খোঁজা শুরু ক'রে দিয়েছে। তার কাজ তাকে করতে দিন আর আমরা এ ফাঁকে আমাদের আলোচনাটা সেরে নেই।" ককলিনের দিকে তাকিয়ে বললো হাভিলান্ড। ককলিন কিছু বলার আগেই হাভিলান্ড তাকে হাত তুলে থামিয়ে ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে ফিরলো। "তুমি বরং লিনের স্টাফদের ফাইলগুলো চেক্ করো। দেখো সন্দেহভাজন কাউকে পাও কি না! ওই চোরাটাকে যতো দ্রুত সম্ভব ধরা চাই।"

ম্যাকঅ্যালিস্টার রুম থেকে বেরিয়ে দরজা লাগিয়ে দিলো। ককলিন তার চেয়ারে হেলান দিয়ে হাভিলান্ডের মুখোমুখি হয়ে কথা বলতে শুরু করলো। "এবার আপনার গল্পটা শুরু করুন।"

"প্রথমে আমার একটা জিনিস জানা প্রয়োজন। ওয়েবের স্ত্রী? সে কি ঠিক আছে?"

"প্রশ্নটার জবাব এতো স্পষ্ট যে, আমি বুঝছি না আপনি কোনো মুখে তা জানতে চাইছেন? আপনারা তার কাছে থেকে তার স্বামীকে সরিয়ে নিয়েছেন, তাকে পালাতে বাধ্য করেছেন। তার স্বাভাবিক জীবন কেড়ে নিয়েছেন। এতো কিছুর পরে সে ঠিক থাকবে কি ক'রে?"

"আমরা নিরুপায়," জোর দিয়ে বললো ডিপ্লোম্যাট। "তাকে ছাড়া আমাদের চলবে না!"

"তাছাড়া আপনাদের দলের মধ্যেই ডাবল-এজেন্ট উপস্থিত। এ অবস্থায় তাকে আমি আপনাদের হাতে তুলে দেবো না। তাতে তার জীবনের কোনো নিরাপত্তা থাকবে না!"

"ককলিন, আমার কথা শুনুন। এ বাড়িটা কোনো দুর্গের চেয়ে কম না। এখানে সে সম্পূর্ণ নিরাপদেই থাকবে। তাছাড়া আমরা খবর পেয়েছি ওয়েব পিকিংয়ে গিয়েছে। তার মানে তার টার্গেট নিশ্চয় পিকিংয়ে আছে। এখন সে যদি ফোন করার পরে তার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর না শুনতে পায় তাহলে হয়তো রাগের বশে তার টার্গেটকে হত্যা ক'রে বসবে। আর যদি সেরকম কিছু ঘটে তাহলে আমরা হেরে যাবো। সবশেষ হয়ে যাবে।"

Banglabook.org

"একদম প্রথম থেকেই শুরু করলো," বললো ককলিন। "আমি সবকিছু ধাপে ধাপে শুনতে চাই।"

"ঠিক আছে। আমি শুরু করছি একটা নাম দিয়ে। আমি নিশ্চিত নামটা আপনার পরিচিত। শেঙ্গ চোউ ইয়াঙ্গ। তাকে আপনার মনে আছে?"

"লোকটা ভালো নেগোসিয়েশন করতে পারে। মাঝে মাঝে শুনতাম তার ভদ্রবেশের নীচে একটা অসাধু ব্যক্তি লুকিয়ে আছে, তবুও পিকিং তার ভালো নাম ডাক ছিলো। কিন্তু খুঁজলেন তার মতো হাজারটা লোক চায়নাতে পাওয়া যাবে। নাহ্, নামটা শুনে বিশেষ কিছু মনে হলো না!"

"হাজারটা শেঙ্গ? সুদূর প্রাচ্যে ধ্বংস করার জন্য একটা শেঙ্গই যথেষ্ট হবে ব'লে আমি মনে করি," বললো হাভিলান্ড।

লিন ওয়েনজু রাগের মাথায় হাত দিয়ে তার ডেস্ক চাপড়ালো। তার সামনে নয়জন অফিসারের ছবি সমেত ফাইল খোলা। কে? কে ওই বেঈমান! খোদ লন্ডনই এদের প্রত্যেককে সার্টিফিকেট দিয়েছে। প্রত্যেকের অতীত রেকর্ড বার বার চেক্ করা হয়েছে, ভুল হওয়ার কোনো সুযোগই ছিলো না। নাহ্, ফাইলগুলো আবার পড়ে কোনো লাভ হবে না। এখন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করার কোনো সময় নেই। যা করতে হবে, সামনাসামনি করতে হবে। বেঈমানটাকে হাতে নাতে ধরতে হবে।

মেজর টেলিফোনটার দিকে হাত বাড়ালো। এম.আই-৬ স্পেশাল ব্রাঞ্চের রেডিও অপারেটরের বাটন টিপলো।

"হ্যা, স্যার?"

"ড্রাগন ফ্লাইয়ের কে কে এখনও ডিউটিতে আছে?" প্রশ্ন করলো লিন।

"দু'জন এখনও ডিউটিতে আছে, স্যার। তিন নম্বর আর সাত নম্বর গাড়িতে। বাদিকের মধ্যে পাঁচজন চেক-ইন করেছে, তারা তাদের বাসায় আর দু'জন তাদের সাথে যোগাযোগের নাম্বার রেখে গেছে। একজন বলেছে প্যাগোডা সিনেমা হলে রাত ১১টা ৩০ পর্যন্ত থাকবে, অন্যজন এই মুহূর্তে ইয়াচ্ট ক্লাবে তার স্ত্রী ও শ্বশুর শাশুড়ির সাথে ডিনার করছে। তাদেরকে কি কোনো সতর্কতা পাঠাবো, স্যার?"

"না, বরং ঠিক তার উল্টো। ওদেরকে বলো আগামী চব্বিশ ঘণ্টার জন্য আমরা নিরাপদ। যদি অস্বাভাবিক কিছু ঘটে শুধু তখনই যেনো আমার সাথে যোগাযোগ করে। নাহলে ওরা বিশ্রাম নিতে পারে। টানা বেশ কিছুদিন থেকে ওরা হাড়ভাঙা খাটুনি খাটছে। ওদের বিশ্রাম প্রয়োজন। ওদের বলো আজ রাতটা ভালো ক'রে ঘুমোতে বা যা খুশি তাই করতে। আজ ওদের ছুটি।"

"জ্বি, স্যার। ওরা শুনে খুশি হবে, স্যার।"

"আমি একা হয়তো চার নম্বর গাড়িটা নিয়ে একটু বের হতে পারি। আমি হয়তো যোগাযোগ করবো। জেগে থাকবো।"

"অবশ্যই মেজর।"

ইউন সিঙ্গ রোডের একটা অ্যাপার্টমেন্টের সামনে গাড়িটা পার্ক ক'রে লিন

BanglaBook.org

মাইক্রোফোনটা বের করলো।

"রেডিও, ড্রাগনফ্লাই জিরো বলছি।"

"জ্বি স্যার?"

"আমার ফোনের নাম্বারটা গোপন করার ব্যবস্থা করো। যাকে কল করবো সে যেনো ধরতে না পারে কোথা থেকে কলটা আসছে!"

"এক্ষুণি করছি, স্যার।"

মেজর নাম্বারটা ডায়াল করলে রিং বাজতেই একজন মহিলা জবাব দিলো।

"হ্যা?"

"মি: ঝোউ কুয়াইর," বললো লিন, মহিলাকে একটু জলদি করার অনুরোধ জানিয়ে।

"একটু ধরুন," ক্যান্টোনিজে জবাব দিলো মহিলা।

"ঝোউ বলছি," লোকটা জবাব দিলো।

"*জুন সু! ঝিয়া নেইর,*" ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো লিন। তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে সে অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে আছে। "শেঙ্গ! এখনই যোগাযোগ করো! সেফায়ার আর নেই!"

"কি? কে বলছেন?"

লিন লাইনটা কেটে দিয়ে আবার অপারেটরের সাথে যোগাযোগ করলো। "আমার প্রাইভেট লাইনটা এখানে কানেক্ট করো। আমার সব কল যেনো এখান থেকেই রিসিভ করতে পারি।"

"জ্বি স্যার," বললো অপারেটর।

লিনের ফোন বেজে উঠলো। "হ্যা?" সে খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলো।

"মেজর, ঝোউ বলছি! এইমাত্র একটা অদ্ভুত ফোন পেলাম। একটা লোক আমাকে ফোন ক'রে...!"

"কাউকে এ ব্যাপারে কিছু বলো না। ফোনটা আমাকে করা হয়েছিলো। জানি না তোমার কাছে কিভাবে গেলো। হয়তো কম্পিউটারের কোনো ভুল। এটার সাথে ড্রাগনফ্লাই-এর কোনো সম্পর্ক নেই। তবুও ব্যাপারটা কাউকে বলার দরকার নেই!"

"বুঝেছি, স্যার।"

লিন তার গাড়ি চালু করে তানুলুঙ্গ রোডে গেলো। আরো একই পদ্ধতি অনুসরণ করলো সে।

"মেজর?"

"জ্বি?"

"আমি এখনই একটা আজব কল পেলাম। লোকটার কথা শুনে মনে হচ্ছিলো সে বড্ড বিপদে আছে। সে আমাকে বলেছে..."

লিন আবারো একই নির্দেশ দিলো, যেনো আর কেউ ব্যাপারটা না জানে। লিন আরো তিনবার একই কাজ করলো, প্রত্যেকবারই অফিসারদের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে থেকে। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই ঘটলো না। লিন জানতো এদের মধ্যে

BanglaBook.org

কোনো ডাবল-এজেন্ট থাকলে প্রথমেই তাদের নিজেদের লোকদের সাথে যোগাযোগ করতো। আর তার কখনই এধরণের যোগাযোগের জন্য তাদের বাড়ির ফোন ব্যবহার থেকে কোথায় কবে কল যায় তার সব রেকর্ড ডিপার্টমেন্টে থাকে। এক্ষেত্রে তারা আশপাশের কোনো টেলিফোন বুথ ব্যবহার করতো। কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটলো না। এদের কেউই বাসা থেকেই বের হয় নি। যে দু'জন তিন নম্বর আর সাত নম্বর গাড়ি নিয়ে বেড়িয়েছিল তারাও চেক-ইন করেছে। প্রথমজন তার বান্ধবীর বাসায় গিয়েছে, আর অপারেটরকে বলেছে এমারজেন্সি না হলে তাকে কল না করতে। দ্বিতীয়জন বাড়িতে গেলেও অপারেটরকে জানিয়েছে কোনো প্রয়োজন হলেই যোগাযোগ করতে। দু'জনকেই লিন ভালোভাবে চেনে। একজন তার বান্ধবীর প্রেমে পাগল আর অপরজন কাজে পাগল। অন্য কোথাও জড়িত থাকলে তারা ছুটি পেয়ে সরাসরি বাসায় যেতো না। লিনের সন্দেহ তাদের দিক থেকে ঘুরে গেলো। তাহলে বাকি থাকলো আর দু'জন। প্যাগোডা সিনেমাহলে একজন, আরেকজন ইয়াচট ক্লাবে।

লিন তার গাড়ি ছুটিয়ে বারোউস স্ট্রটের প্যাগোডা সিনেমা হলে নিয়ে গেলো। গাড়িটা পার্কিংলটে পার্ক করে মিডনাইট শো-এর একটা টিকেট কিনলো সে। লোকজনের নজরে পড়ার ভয়ে লাইনে সবার শেষে দাঁড়ালো। টিকেটটা চেকারকে দেখিয়ে ঢুকে পড়লো অন্ধকার সিনেমা হলে। ভেতরে চলছে মিডনাইট পর্নোগ্রাফির একটা শো। তার ডিপার্টমেন্টের কোনো লোকের পক্ষে এমন জায়গায় আসাটা খুব বেমানান। কিন্তু চারিত্রিক দুর্বলতা বা কুরুচির ওপর ভিত্তি ক'রে কাউকে সন্দেহ করাটা হবে বোকামি। লিন শুধু এই একটা আচরণকে কেন্দ্র ক'রে মূল সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারে না। কিন্তু তাসত্ত্বেও তার নিজের লোক এমন জিনিস দেখতে আসতে পারে সেব্যাপারে তার মন মানছিলো না। বিশেষ ক'রে লোকটাকে লিন খুবই পছন্দ করে। তার এটাও মনে পড়লো যে, এই লোকই তার দলের মধ্যে সবচেয়ে সেরা অফিসার। অতীতেও তার সব অসামান্য রেকর্ড রয়েছে। যে মূল চায়নার জন্য অনেক বড় বড় কাজ করেছে। অনেক লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছে। আর এজন্য তাকে অনেক অ্যাওয়ার্ডও দেয়া হয়েছে। নাহ্, লোকটার রুচি যাই হোক না কেন, তার অতীত রের্কড বলছে সে ডাবল-এজেন্ট হতে পারে না। তাহলে বাকি থাকলো ইয়াচ্ট ক্লাবের অফিসারটি। সে অন্যদের তুলনায় বয়সে বড়। প্রায় লিনের সমবয়সী। তাই লিন সবসময় তার সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিতো। লোকটা আকারে ছোটোখাটো, দেখতে শান্তশিষ্ট। তার স্ত্রী বৃটিশ, যে কিনা ধনী ইয়াচট ক্লাবের একজন সদস্য। তার মাধ্যমেই অফিসারটির চলাফেরা শহরের উঁচু উঁচু জায়গায়। লোকটার আগে থেকেই অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি সব আছে। তার তো নতুন কিছুর দরকার নেই। তাহলে সে কেন বেঈমানী করতে যাবে। না! না! তার যুক্তি ঠিক পথে যাচ্ছে না! এভাবে হবে না! আগে এখানেই ভালো ক'রে খুঁটিয়ে দেখতে হবে। সিনেমাহলের পাশের সিঁড়িটা চোখে পড়তেই তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। হেটে উপরে উঠে প্রজেকশন রুমের দিকে এগিয়ে গিয়ে একবার নক্ ক'রে দরজার সস্তা

BanglaBook.org

লকটা এক মোচড়ে ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে।

"টিঙ্গ ঝিল," প্রজেকশনিস্ট চেঁচিয়ে উঠলো, তার কোলে একজন মহিলা বসে আছে। লোকটার হাত মহিলার স্কার্টের ভেতরে। লিনকে দেখে মহিলাটি লাফ মেরে উঠে দাঁড়ালো।

"ক্রাউন পুলিশ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ," আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়ে বললো মেজর। "ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আমি কোনো ক্ষতি করতে আসি নি।"

"সে অধিকারও আপনার নেই," বললো চেয়ারে ব'সে থাকা লোকটি। "এটা ব্যক্তিগত জায়গা, কোনো মন্দির নয়। আর আমাদের লাইসেন্সও ঠিক আছে!"

"আমি আপনার লাইসেন্স নিয়ে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করছি না," বললো লিন। "আমি শুধু একটা অনুরোধ জানাতে এসেছি।"

মহিলা দরজা খুলে বের হয়ে গেলে প্রজেকশনিস্ট তা দেখে বিরক্তির সাথে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো। "আপনি কি চান?"

"ফিল্মটা বন্ধ করুন, শুধু তিরিশ সেকেন্ডের জন্যে। আর মাইকে দর্শকদের জানান যে, সামান্য গোলযোগ হয়েছে, খুব শিগগিরই ফিল্মটা চালু করা হবে।"

"ফিল্মটা শেষ পর্যায়ে আছে। এখন থামালে ওরা চিৎকার শুরু করবে!"

প্রজেকশনিস্ট অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাজটা করতে বাধ্য হলো। ফিল্মটা বন্ধ করে লাইট জ্বালানো হলো। মাইকে লিনের কথা মতো ঘোষণাও দিলো সে। এই সুযোগে লিন দর্শক সারি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো।

ওই তো তার লোক...দু'জন লোক পাশাপাশি ব'সে আছে। লিন ওয়েনজুর এজেন্ট এমন কারো সাথে কথা বলছে যাকে সে আগে কখনও দেখে নি। মেজর প্রজেকশনিস্টের দিকে ফিরলো। "এদিকে কোনো পাবলিক ফোন আছে?"

"কাছে একটা আছে, কিন্তু সবসময় কাজ করে না।"

"এখন কাজ করছে?"

"আমি জানি না।"

"ফোনটা কোথায়?"

"নীচতলায়, সিঁড়ির পাশে।"

"ধন্যবাদ। আরো ষাট সেকেন্ড পরে ফিল্মটা চালু করবে!"

"কিন্তু আপনি বলেছিলেন তিরিশ সেকেন্ড!"

"আমি মত বদলেছি! আপনাদের লাইসেন্স বাতিল করা খুব একটা কঠিন কাজ না, জানেন তো?"

"কিন্তু, নীচে যে কতোগুলো জানোয়ার ব'সে আছে, ওগুলোকে সামলাবে কে?"

লিন লোকটার কথা পাত্তা না দিয়েই নিচে নেমে এলো। প্রজেকশনিস্ট ভুল বলে নি। দর্শকদের অনেকেই জানোয়ারের মতো চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেছে। লিনের চোখে পাবলিক ফোনটা পড়লো। দেখেই বোকা যাচ্ছে লাইন নষ্ট। সে দ্রুত তার গাড়ির দিকে এগোতেই রাস্তার অপর পাশের পে-ফোনটা তার নজরে পড়লো। দ্রুত রাস্তা পার হয়ে টেলিফোন বুথটার কাছে গিয়ে ফোনটার নাম্বার দেখে নিলো

BanglaBook.org

সে। মনে মনে নাম্বারটা আওড়াতে আওড়াতে নিজের গাড়িতে ফিরে এসে সিটে বসে ঘড়িতে সময়টা দেখে নিলো। তারপর দ্রুত সিনেমা হল থেকে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে পার্ক ক'রে রাখলো গাড়িটা। তার নজর সিনেমাহলের প্রবেশপথের ওপর।

প্রায় এক মিনিট পনেরো সেকেন্ড পরে তার বেইজিংয়ের অফিসারটি বের হয়ে সোজা রাস্তার অপরপাশের টেলিফোনটার দিকে এগোতে লাগলো। লোকটা ফোনের কাছে যেতেই লিন নাম্বারটা ডায়াল করলো ফলে কয়েন ঢুকানোর আগেই ফোনটা বেজে উঠলো।

"আমি জানতাম তুমি ফোনটা খুঁজে পাবে! শেঙ্গ! যোগাযোগ করো! সেফায়ার আর নেই!" লিন মাইক্রোফোনটা নামিয়ে রাখলো। সে তার অফিসারের কাছ থেকে এখনই একটা কল পাবার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত। কিন্তু এবার আর কোনো কল এলো না। তার এজেন্ট ঠিকই ফোনে কথা বলছে; কিন্তু অন্য কারো সাথে। ইয়াচ্‌ট ক্লাবে যাবার আর দরকার পড়বে না।

মেজর নিঃশব্দে তার গাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে দালানগুলোর অন্ধকার ছায়ার মধ্য দিয়ে হেটে টেলিফোন বুথটার দিকে এগোতে লাগলো। বেঈমানটা তার থেকে আট ফিট দূরে। লিন তার পিছন দিক দিয়ে খুব সাবধানে এগিয়ে আসছে। আরেকটু কাছে আসতেই মেজর লোকটাকে ফোনে উত্তেজিতভাবে কথা বলতে শুনলো। "সেফায়ারটা কে! আমাকে কেন ফোন করলো!...না, তোমাকে তো বললামই সে আমাদের দলনেতার নাম ব্যবহার করেছে...হ্যা, তারই নাম! নাম, কোনো কোড বা সিম্বল ব্যবহার করে নি!"

যতোটা শোনার দরকার ছিলো লিন ওয়েনজু তার চেয়ে বেশিই শুনে ফেলেছে। অটোমেটিকটা বের ক'রে ফোন বুথটার দিকে পা বাড়ালো সে।

"...হঠাৎ ফিল্মটা থেমে গেলে লাইট জ্বলে ওঠে। আমার কনট্যাক্ট আর আমাকে একসাথে—"

"ফোনটা রেখে দাও!" আদেশ করলো মেজর।

ঘুরে তাকালো লোকটা। "তুমি কে?" চিৎকার ক'রে বললো সে।

লিন ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকটার উপর। তার বিশাল দেহের ধাক্কায় ফোনবুথের দেয়ালে আছড়ে পড়লো লোকটা।

"অনেক হয়েছে," বললো লিন। লোকটা পড়া অবস্থাতেই তার হাত সামনে প্রসারিত করলে লিন তার তলপেটে অসহ্য ব্যথা অনুভব করলো। বেঈমানটা তার ছুরির ফলা লিনের পেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে লিন গুলি করলে লোকটার গলা ফুটো ক'রে সেটা বেরিয়ে গেলো। রক্তে ভিজে গেলো পুরো ফোনবুথটি।

ঠিক তখনই সিনেমাহলের ভেতরে লিনের এজেন্টের সাথে দ্বিতীয় যে লোকটি ছিলো সে বেরিয়ে এলো। ফোনবুথের উপর চোখ পড়তেই একটা অস্ফুট চিৎকার দিয়ে উঠলো সে। লিন ঘুরে তাকাতেই লোকটা তার অস্ত্র বের ক'রে গুলি চালালো। লিনের বিশাল দেহটা পড়ে গেলো, তার বুকের বাম দিকে গল গল ক'রে রক্ত

BanglaBook.org

ঝরছে। কোনো রকম ফোনবুথের দেয়াল ধরে উঠেই লিন তার অটোমেটিকটা দিয়ে লোকটার দিকে গুলি করলে লোকটা তার ডান চোখ হাত দিয়ে ধরে মাটিতে পড়ে গেলো। স্পট ডেড।

রাস্তার ওপারে পর্নোগ্রাফি ফিল্মটা শেষ হয়ে গেলে হল থেকে লোকজন বের হতে শুরু করছে। গুরুতর আহত লিন মৃতদেহ দুটো টেনে তার গাড়ির কাছে নিয়ে রাখলো। এই দৃশ্যটা কয়েকজন কৌতুহলহীন দর্শকের চোখে পড়লেও তারা সেটা উপেক্ষা করে যার যার পথে পা বাড়ালো। এই বাস্তব দৃশ্যটা তাদের বোধগম্যতার বাইরে, কারণ তারা এতোক্ষণ রঙ্গিন এক কল্প জগতে বাস করছিলো।

অ্যালেক্স ককলিন তার চেয়ার থেকে উঠে পায়চারি করছে। "আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?" হাভিলান্ডের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলো সে।

"শুধু এটা যে, বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে আমার হাতে একমাত্র যে পথটা খোলা ছিলো, আমি সেটাই ব্যবহার করেছি—জেসন বর্নকে আমাদের কাজে লাগিয়েছি।" হাভিলান্ড হাত তুলে ককলিনকে থামিয়ে দিলো। "আপনি আর কিছু বলার আগেই আপনাকে জানিয়ে দেই, স্টেপলস্ প্রথমে এসব কথা অবিশ্বাস করেছিলো, সব উপাত্ত দেখানোর পরে সে আমার কথা বিশ্বাস করতে শুরু করে।"

হঠাৎ পুরো বাড়ি কাঁপিয়ে একটা সাইরেন বেজে উঠলো। শোনা গেলো প্রচণ্ড জোরে আসা একটা গাড়ির ব্রেক কষার শব্দ। ককলিন আর অ্যাম্বাসেডর ঘর থেকে বের হতে উদ্যত হতেই দড়াম ক'রে দরজাটা খুলে গেলো, দেখা গেলো বিশালদেহী লিন দুটো মৃতদেহ দু'হাতে ধরে টেনে হিচরে ঘরে ঢুকছে।

"এই সেই বিশ্বাসঘাতক, স্যার," দুটো লাশ মেঝেতে ফেলে দিয়ে বললো মেজর। "তার একজন আমাদেরই কনট্যাক্ট। সম্ভবত ড্রাগন-ফ্লাই'তে শেঙ্গের এখন আর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই—" ওয়েনজুর চোখ বন্ধ হয়ে এলো। ধপাস ক'রে মেঝেতে পড়ে গেলো সে।

"অ্যাম্বুলেন্স ডাকো!" দরজার বাইরে জড়ো হওয়া লোকজনের দিকে তাকিয়ে হাভিলান্ড চিৎকার ক'রে বললো।

"গজ, টেপ, অ্যান্টিসেপটিক আর তোয়ালে, যা যা আছে সব নিয়ে আসো!" উত্তেজিতভাবে বললো ককলিন। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে এগিয়ে গেলো লিনের দিকে। "যে করেই হোক রক্তপাতটা বন্ধ করো!"

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৯

ছুটন্ত গাড়িটার পেছনের সিটে বর্ন ব'সে আছে। চাঁদের আবছা আলোয় বাইরে হালকা আলোকিত থাকলেও গাড়ির ভেতরটা একেবারেই অন্ধকার। কিছুক্ষণ পর পরই অস্ত্রের ব্যারেল দিয়ে ড্রাইভার সিটে বসা বন্দিকে পেছন থেকে গুঁতো মারছে বর্ন। "গাড়িটা দুর্ঘটনায় ফেলার চেষ্টা করেছো তো তোমার মাথার খুলি উড়ে যাবে। বুঝেছো?"

প্রতিবারই কমান্ডো প্রায় একই ধরণের জবাব দিচ্ছে। "আমি কি গাধা নাকি। তুমি আমার পেছনে ব'সে আছো, তোমার হাতে আছে অস্ত্র। তাছাড়া আমি তোমাকে দেখতেও পাচ্ছি না।"

গভর্নমেন্টের ম্যাপটা বর্নের কোলের উপর বিছানো। বাম হাতে একটা পেনলাইট ধরে আছে, ডান হাতে রয়েছে অটোমেটিকটা। সে ম্যাপের দক্ষিণ দিকে যাবার রাস্তাগুলো চিনে নিচ্ছে। আধঘণ্টা পর পর কোনো না কোনো ল্যান্ডমার্কের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। এসব দেখে দেখেই সে পথঘাটগুলো চিনতে পারছে। বর্ন উপলব্ধি করতে পারছে সময়ই এখন তার বড় শত্রু। বন্দির দিকে তাকালো সে। জানে সম্পূর্ণ সুস্থ দেহেও এর সাথে হাতাহাতি ক'রে সে পেরে উঠবে না। ওর বয়স অনেক কম। শক্তি বর্নের চেয়ে অনেক বেশি। তাছাড়া গত তিন দিনের টানা খাটুনি তার শরীর থেকে সব শক্তি নিঃশেষ ক'রে ফেলেছে। মানসিকভাবেও সে বিপর্যস্ত। তাই বর্ন ওর একটা হাত অকেজো করতে বাধ্য হয়েছে।

বর্ন ম্যাপের মধ্যে জিনান শহরের উপর একটা বৃত্ত আঁকলো। এটা একটা সামরিক এয়ারপোর্ট। সেই এয়ারপোর্টের আশেপাশে ঝলাভূমির ছড়াছড়ি। পুরো জায়গাটি লম্বা ঘাস আর কাটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা।

এয়ারপোর্টের ভেতরে একমাত্র রানওয়ে'তে একটা কালো চকচকে এয়ারক্রাফট দাঁড়িয়ে আছে। বর্নের সিডান গাড়িটা এয়ারপোর্ট থেকে অনেক দূরে থামলো। আবারো সে গাড়িটাকে লুকিয়ে রাখলো ডালপালা দিয়ে। কমান্ডোকে আবারো একটু অকেজো ক'রে দেয়া হলো। শক্ত তার দিয়ে লোকটার হাত এমনভাবে বেধে রাখলো যে, সামান্য টান পড়লেই হাতের চামড়া কেটে যাবে।

এয়ারফিল্ডের ভেতরে একতলার একটা দালানে বাতি জ্বলে উঠলো। দালানটা দেখতে অনেকটা সৈনিকদের ব্যারাকের মতো। কিছুক্ষণ পরে আশেপাশে আরো দুয়েকটা ল্যাম্পপোস্ট জ্বলে উঠলো। বর্ন তার ব্যাগ থেকে একটা মাও জ্যাকেট, ঢোলা ট্রাউজার আর কাপড়ের টুপি বের ক'রে পরে নিলো—চায়নিজ কৃষকদের পোশাক। কমান্ডো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হতবিহ্বল হয়ে সব দেখছে। সে এই লোকটাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

"বেড়ার কাছে যাও," ব্যাগের ভেতর হাতরাতে হাতরাতে বললো বর্ন। "ওখানে হাটু গেঁড়ে ব'সে মাথা নীচু ক'রে রাখো," ব্যাগ থেকে পাঁচ ফুটের মতো লম্বা একটা দড়ি বের করলো সে। তার কথা মতোই কাজ করলো কমান্ডো।

BanglaBook.org

বর্ন দড়ির একপ্রান্ত বেড়ার একদম মাথায় আঁটকে অপরপ্রান্ত একটা ফাঁস বানিয়ে তা কমান্ডোর গলায় পরিয়ে দিলো। জেসন এতো দ্রুত কাজটা করলো যে, কমান্ডো কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারের বেড়ার সাথে আঁটকে গেলো সে।

"হায়, ঈশ্বর! তুমি কি করতে চাচ্ছো?"

"তুমি কোথাও পালাবে না, মেজর," বর্ন বললো।

"তুমি আমাকে এখানে রেখে যাবে?"

"বোকার মতো প্রশ্ন করো না! আমরা এখন জিগরি দোস্ত। আমি যেখানে যাবো তুমিও সেখানে যাবে। আসলে তুমি যাবে আগে আগে আমি যাবো তোমার পিছু পিছু," জবাব দিলো জেসন বর্ন।

"কোথায় যাবো?"

"আপাতত এই বেড়ার ভেতর দিয়ে।" বর্ন কাটার দিয়ে বেড়ার তার কাটতে শুরু করলো। পক্ষীশালার তারগুলোর তুনায় এটা কিছুই না। খুব অল্প সময়েই কাজটা শেষ হলো।

"উঠে দাঁড়াও, এবার হাটতে শুরু করো।"

"কিভাবে, আমার গলা তো বেড়ার সাথে আঁটকানো?"

বেড়ার সাথে আঁটকানো প্রান্তটি খুলে নিলো জেসন। "এখন আর কোনো বাঁধা নেই।"

কমান্ডো উঠে দাঁড়াতেই জেসন ওর গলার দড়িটা মুখের ওপর দিয়ে প্যাঁচ দিলো। প্যাঁচটা এতো শক্ত হলো যে, কমান্ডোর মুখ হা হয়ে থুতনিটা নীচে নেমে গেলো। কমান্ডোর পক্ষে এখন আর কথা বলা সম্ভব না। জেসন তাকে ধাক্কা দিয়ে সামনে ঠেলতে লাগলো।

"আমরা রানওয়ের শেষমাথায় যাবো," বললো সে। "হাটতে থাকো।"

এয়ারফিল্ডের ঘাসের মধ্য দিয়ে হাটতে হাটতে বর্ন এই পুরনো ধাঁচের এয়ারপোর্টটা ভালোভাবে দেখ নিলো। তারা দু'জন বেড়ার পাশ দিয়ে ঘেষে অপেক্ষাকৃত অন্ধকার স্থান দিয়ে চলছে। ব্যারাকের পাশে একটা ছোটো চৌকোণা কাঁচের ঘর দেখা যাচ্ছে। সেটার ছাদে একটা টাওয়ার বসানো। এটাই এখানকার টার্মিনাল। ব্যারাকের বাম দিকে বিমান রাখার হ্যাঙ্গার, আর রানওয়ের একদম দক্ষিণে পাঁচটা ছোটো ছোটো এয়ারক্রাফট দাঁড়িয়ে আছে। চায়নাতে এতো এয়ারপোর্ট আছে যে, এই জিনান এয়রাপোর্টটি উন্নত করার ব্যাপারে কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই।

"হ্যাঙ্গারের ভেতরে চলো," কমান্ডোর পিঠে ধাক্কা দিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো বর্ন। "মনে রেখো, তুমি একটু শব্দ করলে কিন্তু তোমাকে আর আমার মারতে হবে না। ওরাই তোমাকে শেষ ক'রে দেবে। এখানে প্রবেশপথ ছাড়া ঢোকা নিষেধ।"

তাদের থেকে মাত্র তিরিশ ফিট দূরে একজন সৈনিক রাইফেল হাতে টহল দিচ্ছে। বর্নের মনে হলো দ্রুত একটা কিছু করতে হবে। কমান্ডোর হাত আর মুখ বাঁধা। সে তাকে হাটু গেঁড়ে মাটিতে মাথা রেখে ব'সে থাকার নির্দেশ দিয়ে দৌড়ে

BanglaBook.org

গেলো হ্যাঙ্গারের দেয়ালের পাশে। দেয়াল থেকে মাথা বের ক'রে উঁকি মারলো বর্ন। সৈনিকটি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। একদম নড়ছে না। বর্ন বুঝতে পারলো ব্যাপরাটা। লোকটা প্রশ্রাব করছে। সে পেছন থেকে দৌড়ে বাম পা দিয়ে লোকটার কোমরের একটু উঁচুতে মেরুদণ্ডে আঘাত করলো। তৎক্ষণাত অচেতন হয়ে পড়ে গেলো লোকটা। বর্ন দেহটা টেনে হ্যাঙ্গারের দেয়ালের পেছনে নিয়ে গেলে কমান্ডো মাথা তুলে বিস্ময়ে পুরো ব্যাপারটা দেখছে।

"এই তো, মেজর, তুমি শিখতে শুরু করেছো," কমান্ডোর চুলের মুঠি ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে বর্ন বললো।

"মম্," কমান্ডো বাঁধা মুখ দিয়েই শব্দ করার চেষ্টা করছে। বর্ন তার হাটুতে লাথি মেরে তাকে মাটিতে ফেলে দিলো।

"মম্।" সে আবারো কিছু একটা বলার চেষ্টা করলো।

"ঠিক আছে, আমি তোমার মুখের বাধন খুলছি। কিন্তু তুমি জোরে কথা বলবে না, আর পালাবার চেষ্টাও করবে না। আমার সাথে তোমার দূরত্ব যেনো পাঁচ ফিটের বেশি না হয়। বুঝেছো?" বললো বর্ন। কমান্ডো তার মাথা উপরে নীচে দুলিয়ে সম্মতি জানালো। বর্ন তার মুখের শক্ত বাধন খুলে দিতেই যেনো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো সে।

"হায় ঈশ্বর!"

"দেখে ভালো লাগছে যে, তুমি ধার্মিক হয়ে উঠছো। এবার বলো কি চাই?"

"টেপ। আমার ডানহাতের অবস্থা মোটেও ভালো নেই। রক্ত ঝরছে," বললো কমান্ডো। বর্ন তার ব্যাগ থেকে টেপ বের ক'রে দিলো।

হঠাৎ জ্বলে উঠলো এয়ারফিল্ডের ফ্লাডলাইটগুলো। মাঠের দিকে কিছুক্ষণ আলোগুলো ঘুরে সোজা রানওয়ের ওপর গিয়ে পড়লো। সাথে সাথে ব্যারাক থেকে কতোগুলো লোক বের হয়ে দৌড়তে শুরু করলো হ্যাঙ্গারের দিকে। কয়েকজন অন্ধকারে রাখা কতোগুলো গাড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে ইঞ্জিন চালু করলো। টার্মিনালের লাইটও জ্বলে উঠেছে। সব জায়গায় একই সাথে কাজ শুরু হয়ে গেছে।

"লোকটার জ্যাকেট আর টুপিটা খুলে পরে নাও," অচেতন গার্ডটির দিকে ইঙ্গিত ক'রে বর্ন কমান্ডোকে বললো।

"ওগুলো আমার গায়ে হবে না।"

" ঠেসেঠুসে পরে নাও! জলদি!"

"কমান্ডো তাই করলো যা তাকে করতে বলা হলো। তার ডান হাতের অবস্থা এতোই খারাপ যে, জ্যাকেটের ডান হাতটা পরিয়ে দিতে হলো জেসনকেই। তারা দু'জনেই দৌড়ে হ্যাঙ্গার থেকে ব্যারাকের শেষ মাথায় পৌছালো। "আমরা হয় এখান থেকে বেরোবো না হয় মরবো, বুঝেছো?" বললো বর্ন।

"বুঝেছি। তাছাড়া ওই কসাই শেঙ্গের সাথে থাকতে থাকতে আমিও ক্লান্ত হয়ে গেছি। আমিও এখান থেকে বেরোতে চাই!" বললো কমান্ডো।

"ওখানে তোমার চেহারা দেখে তা মনে হচ্ছিলো না।"

BanglaBook.org

"যদি আমার চেহারার বিরক্তির ছাপ থাকতো তাহলে ওই পাগল শেঙ্গ আমার ওপরেও চটতো!"

"তোমার সাথে ওর যোগাযোগ হলো কিভাবে?" বর্ন কমান্ডোর দিকে তাকিয়ে বললো।

"জু জিয়াঙ্গ নামের একটা লোকের মাধ্যমে।"

"যাকে সবাই শুয়োর বলে ডাকে!"

"হ্যা, ওরা খুব একটা ভুল বলে না। একটা ক্যাসিনোর পাঁচ নম্বর টেবিলে সে নাম্বার রেখে যায়—"

"ম্যাকাও'র কাম পেক ক্যাসিনো," কমান্ডোর কথার মাঝখানে বললো বর্ন। "তারপর?"

"ওখান থেকেই সব শুরু হয়। আমি ফোন ক'রে ফ্রেঞ্চে কথা বলি আর লোকটা আমাকে বর্ডারের বাইরে দেখা করতে বলে," কমান্ডো কথা বলতে বলতে বর্নের দিকে ঘুরলো।

"আমার অস্ত্র তোমার মাথায় তাক্ করা।"

"বুঝেছি।"

"তোমাকে কি এসব ওড়ানোর ট্রেইনিং দেয়া হয়েছিলো?" এয়ারক্রাফটগুলোর দিকে ইঙ্গিত ক'রে কমান্ডোকে প্রশ্ন করলো সে।

"না। শুধু প্যারাসুট দিয়ে জ্যাম্প করার ট্রেনিং আছে আমার।"

"তাতে কোনো লাভ হচ্ছে না।"

একটা প্লেন উড়ে আসছে। প্লেনটির লাইট রানওয়েকে আবছা আলোকিত করেছে। স্বল্প সময়ে প্লেনটা সুন্দরভাবে ল্যান্ড করে ঘুরে একটা চক্কর মেরে আবার রানওয়ের মাথায় এসে দাঁড়ালো।

"কাই গুয়ান কি ইউ?" হ্যাঙ্গারের সামনে থেকে একটা লোক চেঁচালো, কোন্ জ্বালানির ট্রাকটা ব্যবহার করতে হবে জানতে চাইছে সে।

"ওরা গ্যাস ভরছে," বললো জেসন। "প্লেনটা আবার উড়বে। এটাতেই আমাদের উঠতে হবে।"

কমান্ডো ঘুরে তাকালো। তার চেহারা করুণ দেখাচ্ছে। "ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে অন্তত একটা চাকু দাও।"

"প্রশ্নই ওঠে না।"

"আমি সাহায্য করতে পারবো।"

"এটা আমার খেলা, মেজর। তোমার নয়। আর আমার খেলা আমি একাই খেলে থাকি। আর একটা ছুরি পেলে যে, তুমি আমার পেট জন্মদিনের কেকের মতো কাটবে না, তার গ্যারান্টি কি! না, দোস্ত, তোমাকে কিছুই দেয়া হবে না!"

টাওয়ার থেকে পাইলটকে নির্দেশ দেয়া হলো কোন্ ট্রাকটা থেকে ফুয়েল নিতে হবে। একটা ট্রাক জেট বিমানটির কাছে গেলে দু'জন লোক ফুয়েলিংয়ের কাজ শুরু করে দিলো।

BanglaBook.org

"ফুয়েল ভরতে প্রায় দশ মিনিটের মতো সময় লাগবে," বললো গুপ্তঘাতক। "এটা চাইনীজ ডিসি-৩ মডেলের আধুনিক ভার্সন।"

বিমানটির পেছনের লোহার পাতানো ঢাল দিয়ে দু'জন ইউনিফর্ম পরা লোক বের হয়ে আসলো।

"পাইলট আর তার ফ্লাইট অফিসার," বললো বর্ন। "ওরা একটু হাওয়া খেতে বের হয়েছে। বেশ, এবার আমাদের কাজ শুরু করতে হবে, মেজর। তোমাকে যখনই বলবো তখনই চলবে। সময়ের কোনো হেরফের যেনো না হয়।"

"আমি সম্পূর্ণ তৈরি।"

"এইতো ভালো ছেলের মতো কথা বলছো।"

"কিন্তু ওদের মনোযোগ অন্য দিকে সরাবে কি ক'রে?"

"ফুয়েল ট্রাক," বললো বর্ন।

"ফুয়েল ট্রাকটা বিস্ফোরিত করলে প্লেনটাও যাবে! আর আমাদের বাঁচার আশাও থাকবে না।"

"এই ফুয়েল ট্রাকের কথা বলছি না," জেসন মাথা নাড়িয়ে বললো। "ওদিকে যে ফুয়েল ট্রাকটা আছে, সেটার কথা বলছি।" তাদের ডান দিকে প্রায় একশো ফিট দূরে দুটো লাল রঙের ফুয়েল ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। বর্ন ইঙ্গিত করছে অপেক্ষাকৃত মাঝখানের ট্রাকটাকে। "ট্রাকটা বিস্ফোরিত হলেই প্লেনটাকে বাঁচানোর স্বার্থে ওরা দ্রুত ফ্লাই করবে!"

"হ্যা, আর সাথে আমরাও দ্রুত পালাতে পারবো। চলো, ট্রাকটাকে উড়িয়ে দেই," বললো গুপ্তঘাতক।

"আমরা না, তুমি করবে! আমি তোমাকে ঠিক যেভাবে বলবো সেভাবে। চিন্তা কোরো না, দূর থেকে আমি তোমার ওপরে নজর রাখছি।" বর্ন তার ব্যাগ থেকে গজ বের ক'রে চাকু দিয়ে খানিকটা কেটে কমান্ডোর দিকে ছুড়ে দিলো। "দেখো, এতো হবে নাকি," কমান্ডোকে বললো সে।

"কতোক্ষণের জন্য দেবো?"

"দু'তিন মিনিট। আর ধীরে ধীরে যাবে, মেজর। আমি তোমার ওপর নজর রাখছি কিন্তু।"

"আমি তো তোমাকে বলেইছি, আমিও এখান থেকে বের হতে চাই। আমি কোনো গণ্ডগোল পাকাতে যাবো না!"

"সে কি! আমি কি ভুল লোককে ধরলাম নাকি?"

"আমি ঢং করছি না। দু'তিন মিনিটেই মনে হয় হয়ে যবে।"

তারা দু'জনেই ট্রাকটার দিকে এগোলে গুপ্তঘাতক ট্রাকটার ট্যাঙ্কির যে জায়গা থেকে তেল চুয়ে চুয়ে পড়ছে তার নীচের কিণারে গজটা রাখলো। তার দিকে ম্যাচ ছুড়ে দিলো বর্ন। ওদিকে সম্ভবত প্লেনটায় ফুয়েল ভরা শেষ হয়ে গেছে। লোক দুটো ট্রাকের ভেতর ঢুকে পড়েছে এখন।

"আগুন জ্বালাও! এখনই!" বললো বর্ন।

BanglaBook.org

গজে আগুন ধরিয়েই কমান্ডো দৌড়ে বর্নের দিকে আসতে লাগলো।

"আমার আগে আগে যাও," বললো বর্ন।

"সোজা চলতে থাকো। কুঁজো হয়ে হাটো, যেমনটা তুমি লো ইয়ুতে হেটেছিলে!"

"হায় ঈশ্বর! তুমি সেখানেও ছিলে?"

"হাটতে থাকো।"

প্লেনের পাশ থেকে ফুয়েল ট্রাকটা সরে যাচ্ছে। এই ট্রাকটাও বাকি দুটো ট্রাকের পাশে গিয়ে পার্ক করলো। একটা ট্রাক বিস্ফোরিত হলে বাকিগুলোও টিকবে না। বড়সড় একটা বিস্ফোরণের জন্য প্রস্তুত হলো জেসন। যে কোনো সময় এটা ঘটতে পারে!

পাইলট তার ফ্লাইট অফিসারকে ইশারা করলে তারা দু'জনেই একসাথে প্লেনটির পেছনের ঢাল দিয়ে উঠতে শুরু করলো।

"আরো দ্রুত!" বললো বর্ন। "দৌড়ানোর জন্য প্রস্তুত হও!" তারা প্লেনটির ডান দিকে এগোতে লাগলে হঠাৎ প্লেনের দিক থেকে প্লেনের মেকানিক আর ইঞ্জিনিয়ারসহ বেশ কয়েকজন লোক তাদের দিকে দৌড়ে আসতে লাগলো।

"গুঙ্গজু নে," একজনের সামনাসামনি পড়ে যাওয়াতে বললো জেসন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র আনতে ভুলে যাওয়ার ভান করলো সে।

"গুঙ্গজু?" লোকটা চেঁচিয়ে জবাব দিলো, হাত থেকে যন্ত্রপাতির বাক্সটা জেসনের দিকে বাড়িয়ে দিতেই থতমত খেয়ে গেলো সে। জেসনের চেহারা দেখতে পেয়েছে।

ঠিক তখনই ঘটলো বিস্ফোরণটা। ফুয়েল ট্রাকটা ফেটে গিয়ে আগুন আকাশ ছুয়ে গেলো। ট্রাকের টুকরো টুকরো ইস্পাতের খণ্ড বৃষ্টির মতো ছিটকে পড়তে লাগলো চারদিকে।

"দৌড়াও!" চিৎকার করে বললো জেসন। তারা দু'জনেই দৌড়ে প্লেনের ঢাল দিয়ে উঠতে লাগলো। সেখানে হতভম্ব পাইলট আর তার ফ্লাইট অফিসার অবাক হয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

"কুয়াইর," টুপিতে নিজের চেহারা আড়াল করে পাইলটকে বললো বর্ন। কমান্ডোর মাথাও সে নীচের দিকে ঠেলে দিলো। *"ওয়েঙ্গ ফেট,"* সে আরো বললো। পাইলটকে সে বোঝালো প্লেনের সুরক্ষার জন্য তার এখনই উড়াল দেয়া উচিত। সে এখানকার নিরাপত্তাকর্মী, প্লেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সেও তাদের সাথে উড়াল দেবে।

দ্বিতীয় ট্রাকটাও বিস্ফোরিত হলো এবার। আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের মতো বিশাল অগ্নিকাণ্ড আকাশ ছুয়ে গেলো।

"তোমার কথাই ঠিক!" চেঁচিয়ে জবাব দিলো পাইলট। তার ফ্লাইট অফিসারের শার্ট ধরে টেনে ফ্লাইটের ডেকের দিকে চলে গেলো সে।

"ভেতরে ওঠো!" বর্ন কমান্ডোকে আদেশ করলো।

BanglaBook.org

"হ্যা, উঠছি!" বললো কমান্ডো।

ঠিক তখনই বিস্ফোরিত হলো তৃতীয় ফুয়েল ট্রাকটা। আর তখনই কমান্ডো ঘুরে বাম হাত দিয়ে বর্নের অস্ত্রটা সরিয়ে তার গায়ে লাথি মারতে শুরু করলো। কিন্তু জেসন প্রস্তুত ছিলো। সে তার অস্ত্রের বাট দিয়ে কমান্ডোর হাটুতে আঘাত করলো, তারপর একইভাবে তার কপালে। কমান্ডো প্লেনের মেঝেতে পড়ে গেলো। তার কপাল থেকে রক্ত ঝরছে। বর্ন ভেতরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলো। পিঠ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে জেসন তার ভেতর থেকে আরেকটি দড়ি বের করলো। কমান্ডোর কব্জি দুটো দু'পাশের দুটো সিটের পায়ার সাথে বেঁধে দিলো সে। প্লেনটা এখন রানওয়ে দিয়ে ছুটতে শুরু করেছে। বর্ন ছুরি দিয়ে আবারো দড়ি দুটো টুকরো করে কমান্ডোর হাটু দুটোও একইভাবে দু'দিকের দুটো সিটের পায়ার সাথে বেঁধে দিলো। কমান্ডো আর কোনোভাবেই পালাতে পারবে না!

বর্ন উঠে দাঁড়িয়ে ফ্লাইট ডেকের দিকে এগোলো। রানওয়ের মাথায় লোকজন আর গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল জড়ো হয়েছে। সম্ভবত প্লেনটাকে থামানোর জন্য।

"*কাই বার,*" অস্ত্রের ব্যারেল পাইলটের মাথায় তাক্ ক'রে বললো বর্ন।

কো-পাইলট ঘুরে তাকাতেই জেসন স্পষ্ট মানদারিনে তাকে নির্দেশ দিলো। "ওড়ার জন্য প্রস্তুত হও। তোমাদের ম্যাপটা আমাকে দাও।"

"ওরা আমাদের যেতে দেবে না!" চেঁচিয়ে উঠলো পাইলট। "পাঁচজন কমিশনারকে নিয়ে যাবার কথা ছিলো আমাদের। তারা এসে গেছে!"

"কোথায় নিয়ে যাবার কথা?"

"বাওডিঙ্গ।"

"ওটা তো উত্তরে," বললো বর্ন।

"উত্তর-পশ্চিমে," কো-পাইলট বললো।

"বেশ, তাহলে তুমি দক্ষিণ দিকে যেতে থাকো।"

"আমরা পারমিশন পাবো না," আবারো চেঁচিয়ে বললো পাইলট।

"তোমার প্রথম ডিউটি হচ্ছে এয়ারক্রাফটকে বাঁচানো। তুমি ওদেরকে বলবে তুমি জানতে না বাইরে কি হচ্ছে। সন্ত্রাসী হামলা, দাঙ্গা, বিদ্রোহ যে কোনো কিছু ঘটতে পারতো। তাই তুমি প্লেন নিয়ে পালিয়েছো। আমি যা বলছি তাই করো। না হলে তোমরা দু'জনেই মরবে!"

পাইলট পিছন ফিরে জেসনকে ভালো ক'রে দেখে নিলো। "তুমি চাইনীজ ভালো বলো, কিন্তু তুমি চাইনীজ নও। তুমি তো পশ্চিমা দেশের লোক। এখানে কি করছো?"

"এই এয়ারক্রাফটটা কমান্ড করছি। দক্ষিণ দিকে রওনা দাও। আর ম্যাপটা বের করো।"

স্মৃতিটা ফিরে এলো। দূর থেকে কোনো শব্দ, বজ্রপাত আর সুতীব্র আলো উদভাসিত হচ্ছে তার কছে।

"স্নেক লেডি, স্নেক লেডি! জবাব দাও! তোমার বর্তমান অবস্থান জানাও?"

BanglaBook.org

প্লেনটা তাম কুয়ান জঙ্গালের দিকে এগিয়ে চলেছে; চুপচাপ সব পর্যবেক্ষণ করছে ডেল্টা। সে জানে প্লেনটা কোন্ পথে চলছে, আর সেটাই তার কাছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এয়ারবেস সাইগন গোল্লায় যাক। তাদের কোনো প্রশ্নের জবাব দেবার দরকার নেই।

"স্নেক লেডি! যদি তুমি জবাব দেবার মতো পরিস্থিতিতে না থাকো তাহলে প্লেনটাকে ছয়শো ফিটের নীচ দিয়ে ওড়াও। এটা একজন বন্ধুর উপদেশ। আর তোমরা যেখানে যাচ্ছো সেখানে কোনো বন্ধু পাবে না! ছয়শো ফিটের উপরে উঠলেই ওদের রাডার তোমাদের ধরে ফেলবে।"

এসব জিনিস আমি জানি, সাইগন, আর আমি নিশ্চিত আমার পাইলটও জানে। কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে চুপচাপ আমার আদেশ পালন করতে হচ্ছে।

"স্নেক লেডি, আমরা তোমাকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছি। তোমরা যাচ্ছো কোথায়? তোমরা কি কিভাবে ম্যাপ পড়তে হয় সেটাও জানো না?"

"প্লেনটা যতোটা সম্ভব নীচ দিয়ে ওড়াও, তাহলে ওরা রাডাবে ধরতে পারবে না," আদেশ করলো বর্ন।

"বিদেশী, তুমি উন্মাদ!" চিৎকার করে বললো পাইলট। "এই এয়ারক্রাফটা অতিরিক্ত নীচ দিয়ে চালানো বিপজ্জনক। তাছাড়া সামনেই আছে জঙ্গল এবং উঁচু উঁচু গাছ।"

"গাছগলো থেকে সামান্য উঁচুতে রাখো, তাহলেই চলবে।"

"এটা পাগলামি ছাড়া কিছু না," চেঁচিয়ে উঠলো কো-পাইলট। "একটু নিম্নগামী ঝড়ো বাতাস বইলেই আমরা সব জঙ্গলে আছড়ে পড়বো।"

"তোমাদের রেডিওর আবহাওয়া বার্তায় তেমন কোনো আভাস ওরা দেয় নি—" ম্যাপ দেখতে দেখতে বললো বর্ন।

"ওটা উপরের আকাশের আবহাওয়া বার্তা ছিলো। নীচের দিককার ঝুঁকি তুমি বুঝতে পারছো না। নীচের দিকের কোনো ঠিকানা নেই।"

বর্ন তাদের কথায় মন না দিয়ে ম্যাপ দেখতে লাগলো।

"ওরা গত তিন ঘণ্টা ধরে আমাদের কাছ থেকে কোনো মেসেজ পায় নি। নিশ্চয় ওরা এখনও আমাদের ট্র্যাক করার চেষ্টা করছে। এখন সম্ভবত ওরা হেঙ্গশুই পাহাড়ী এলাকাটা সার্চ করা শুরু করেছে।"

"আচ্ছা, তার মানে রিপাবলিক এয়ারফোর্স মাঠে নেমেছে...প্লেনটা একশো ষাট ডিগ্রি মোড় নাও, এক হাজার ফিটের মতো উচ্চতা বজায় রাখো। আমরা পানির ওপর দিয়ে যাবো," বললো বর্ন।

"ওটা জাপানের সমুদ্রসীমার মধ্যে পড়ে। ওরা আমাদের গুলি ক'রে নামাবে!"

"একটা সাদা পতাকার সিগনাল তৈরি রাখো, আর রেডিওটা আমাকে দাও। আমি দেখছি ওদের কি বলা যায়। ওরা হয়তো নিজ পাহাড়ায় আমাদের কাউলুনে পৌছে দেবে!"

"কাউলুনে?" আৎকে উঠলো ফ্লাইট অফিসার। "আমাদের চাকরি যাবে,

BanglaBook.org

আমাদের গুলি ক'রে মারা হবে।"

"হতে পারে," যোগ করলো বর্ন। "কিন্তু এই মুহূর্তে আমি সেটা নিয়ে ভাবছি না। যা বলছি তাই করো।"

"স্নেক লেডি, স্নেক লেডি। ফিরে আসো! যদি আমার কথা শুনতে পাও তো বল ক্যাম্পে ফিরে আসো। পরিস্থিতি আরো কিনাড়ে যেতে পারে। শুনতে পাচ্ছো? ফিরে আসো!"

এরপর দু'বার রেডিওতে তাদেরকে সতর্কবার্তা পাঠানো হলো। প্রথমবার পাঠালো কুইমই-এর ন্যাশনালিস্ট গ্যারিসন, দ্বিতীয়বার পাঠালো রাওপিঙ্গের একটা পেট্রল প্লেন। দু'বারই বর্ন রেডিওতে কথা বলে তাদেরকে শান্ত করলো। প্রথমক্ষেত্রে সে বললো একটা বিকল আর হারিয়ে যাওয়া বাণিজ্যিক জাহাজের খোঁজে তারা এদিকে এসে পড়েছে। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে সে বললো পিপল্‌স সিকিউরিটি ফোর্সের হয়ে কিছু সন্দেহজনক জাহাজের ওপর নজরদারি করতে তাদেরকে পাঠানো হয়েছে। সে অত্যন্ত বিরক্তি আর ক্ষোভের সাথে জানালো যে, টপ সিক্রেট। আর প্রমাণ হিসেবে জিঙ্গ শান পক্ষীশালার রাশিয়ান লিমুজিনের নীচে চাপা দিয়ে রেখে আসা লোকটার আডেন্টিফিকেশন নাম্বার জানিয়ে দিলো।

"প্যারাস্যুটগুলো কোথায়?" প্রশ্ন করলো বর্ন।

"প্লেনের পেছন দিকের কম্পার্টমেন্টে। ডান দিকের দরজা।"

"ভদ্রমহোদয়গণ, আমি ওদিকে যাচ্ছি কিন্তু আমার বন্দুকের নলটা এদিকেই পড়ে থাকবে। প্লেনটার গতিপথ যেনো পরিবর্তন না হয়, ক্যাপ্টেন। আমি এসব ব্যাপারে অত্যন্ত অভিজ্ঞ আর গতিপথের সামান্য হেরফের হলেই আমি ধরতে পারবো। তখন কিন্তু সবাইকে মরতে হবে। বুঝেছো?"

"পাষণ্ড কোথাকার!"

জেসন ডেক থেবে বের হয়ে কমান্ডোর বাঁধা শরীরটা টপকে অপর দিকে চলে এলো।

"সময় কেমন কাটালো, মেজর?"

"তুমি আর কি চাও?" কমান্ডোর কপালে বেশ কিছুটা রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

"তোমার জ্যান্ত শরীরটা কাউলুনে নিয়ে যেতে চাই, ব্যস্!"

"যাতে কোনো কুত্তার কাচ্চা আমাকে শূলে চড়াতে পারে?"

"সেটা তোমার ওপর নির্ভর করছে। তুমি সন্তুষ্ট করতে পারলে ওই কুত্তার কাচ্চা তোমাকে মেডেলেও দিতে পারে।"

"তুমি ভালো হেয়ালি করতে পারো, বর্ন! যা বলছো বুঝিয়ে বলো!"

"ভাগ্য সহায় হলে খুব শিগগিরই জানতে পারবে।"

"যথেষ্ট ধন্যবাদ!" চেঁচিয়ে বললো গুপ্তঘাতক!

"না, ধন্যবাদ তো তোমাকে দেয়া উচিত। কারণ তোমার কাছে থেকেই আমি পরবর্তী আইডিয়াটা পেয়েছি। মনে আছে, যখন এয়ারপোর্টে এয়ারক্রাফ্‌টগুলো দেখিয়ে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমাকে এগুলো ওড়ানোর ট্রেনিং

BanglaBook.org

দেয়া হয়েছে কি না, তখন তুমি কি বলেছিলে?"

"কি বলেছিলাম!"

"তুমি বলেছিলে শুধু প্যারাস্যুট পরে জ্যাম্প দেয়া শিখেছো।"

"চ্যাটের বাল!"

কমান্ডোর পিঠে ভালোভাবে প্যারাসুটটা পরানো হলো। তার দু'হাত-পা এক সাথে পেঁচিয়ে বেঁধে শুধু ডান হাতটা একটু আলগা রাখা হলো প্যারাসুটটা খোলার জন্য। জেসন আবার ফ্লাইট ডেকে এসে ম্যাপটা হাতে নিয়ে ফ্লাইট অফিসারের সাথে কথা বলা শুরু করলো।

"বর্তমান অবস্থান কি?" প্রশ্ন করলো বর্ন।

"হংকংয়ে পৌছাতে ছয় মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়।"

"খুব ভালে কিন্তু আমরা কাই টাকে ল্যান্ড করছি না। প্লেনটাকে উত্তরের নতুন অঞ্চলগুলোর দিকে নিয়ে যাও।"

"*আইয়া!* ওরা আমাদের গুলি ক'রে নামাবে!" চেঁচিয়ে উঠলো পাইলট।

"রাডার ধরতে পারলে তো। বর্ডার পর্যন্ত উচ্চতা ছয়শো ফিটের নীচে রাখো, তারপর লো ইয়ুর পাহাড়গুলোর ওপর দিয়ে যাবে। চাইলে শেনঝেনের সাথে রেডিওতে যোগাযোগও করতে পারো।"

"যোগাযোগ ক'রে বলবো কি?"

"সত্যি কথাটা বলতে পারো; এই প্লেনটা হাইজ্যাক হয়েছে। কারণ আমরা বেশিক্ষণ থাকছি না।"

তারা লোক মা চাউয়ের দক্ষিণে এক মাছের হ্যাচারিতে নামলো। বর্ন দড়ি দিয়ে হাত-পা বাঁধা গুপ্তঘাতককে টেনে আনলো তার কাছে। হ্যাচারির মালিক পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে চিৎকার করে কিছু বলছে। জেসন হাতে কিছু টাকা নিয়ে তুলে ধরলো। এতো টাকা হ্যাচারির মালিক আর তার স্ত্রী পুরো বছরেও কামাতে পারবে না।

"আমরা আপনার হ্যাচারির ক্ষতি করেছি। আমরা অপরাধী," বললো বর্ন।

হ্যা, কিন্তু অনেক ধনী অপরাধী। তাই কেউ আর উচ্চবাচ্য করলো না। বিশেষ ক'রে হ্যাচারির মালিক নিজ থেকেই চুপ মেরে গেলো। উল্টো তাকে ধন্যবাদ জানালো এখানে আসার জন্য।

"*মগই!*" বলতে থাকলো তারা, বার বার কুর্নিশ করে। বর্ন গুপ্তঘাতককে টেনে তুলে আনলো পানি থেকে।

চাইনীজ কাপড়গুলো খুলে ফেলে কমান্ডোর দু'হাতের কব্জি পিঠের পেছনে এনে বেঁধে ফেলা হলো। বর্ন আর তার বন্দী চলে এলো কাউলুনের দক্ষিণে প্রবেশ করার মেইন রোডে। সূর্যের তাপে তাদের ভেজা কাপড় দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় গাড়ি চলাচলের সংখ্যা খুইব কম। আর যে কয়টা দেখা যাচ্ছে বর্ন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সম্ভবত অচেনা পথাচারীদের লিফ্‌ট দেয়ার ইচ্ছে এদের

BanglaBook.org

নেই। এটা এটা বড় সমস্যা যা দ্রুত সমাধান করা প্রয়োজন। কারণ বর্ন হাটার মতো পরিস্থিতে নেই। সে খুব ক্লান্ত। আর এই ক্লান্তির জন্যে সামান্য একটা ভুল পুরো পরিস্থিতি বদলে দিতে পারে। না! এখন কোনো ভুল করা যাবে না।

কৃষক, বেশিরভাগই বয়স্ক মহিলা, মাথায় বিশাল বিশাল চওড়া টুপি পরে মাঠে কাজ করছে। কাঁধে বড় বড় ঝুড়ি ঝুলিয়ে তাতে তাদের ফল ওঠাচ্ছে। দু'একজন উৎসুক চোখে বর্ন আর তার বন্দীর দিকে তাকালেও তাদের মনোযোগ আবার কাজে ফিরে গেলো। এদের জীবনে চম্‌কে দেবার মতো নতুন কিছুই ঘটে না। এরা শুধু ব্যস্ত এদের বেঁচে থাকা নিয়ে। ব্যস্ত ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে।

সবকিছু খুঁটিয়ে দেখলে নিশ্চয় একটা উপায় বের হবে। উপায়টা বর্ন পেয়েও গেলো।

"থামো, শুয়ে পড়ো," গুপ্তঘাতককে বললো বর্ন। "রাস্তার পাশে।"

"কি! কেন?"

"কারণ না শুলে আমি তোমাকে গুলি করে শোয়াবো, তাই!"

"আমি ভেবেছিলাম তোমার মিশন হচ্ছে কাউলুনে আমাকে জ্যান্ত নিয়ে যাওয়া!"

"হ্যা, তবে তুমি বাধ্য করলে আমাকে মৃতদেহই নিয়ে যেতে হবে। এখন শোও! চাইলে চেঁচাতেও পারো। তুমি তো চাইনীজ পারো না, তাই কেউ তোমার কথা বুঝবেও না। উল্টো আমার সুবিধা হবে!"

"হায় জিশু, এখনই!"

"হ্যা, তুমি অসুস্থ।"

"কি?"

"শোও! এখনই!"

কমান্ডো মাটিতে শুয়ে পড়লো। তার চোখ সূর্যের উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকিয়ে আছে। জেসন ঘুরে কাছের কৃষক মহিলাটির দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে শুরু করলো।

"জিউমিঙ্ক!" বর্ন চিৎকার ক'রে বললো। *"রিঙ্গ ব্যাঙ্গ ম্যাঙ্গ!"* সে অনুনয় বিনয় করে বললো তার এই আহত সঙ্গীকে সাহায্য করতে, যার সম্ভবত পিঠের বা পাঁজরের কোনো হাড় ভেঙে গেছে। বর্ন তার পিঠের ব্যাগটা খুলে টাকা বের করলো। সে আরো বললো প্রতিটি মিনিটই অত্যন্ত গরুত্বপূর্ণ, ডাক্তারের কাছে দ্রুত নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। যদি কেউ সাহায্য করে তাহলে তাকে উপযুক্ত দান দেয়া হবে।

এ কথা শুনে বেশ কয়েকজন কৃষক ছুটে এলো। তাদের চোখ রাস্তায় শুয়ে থাকা রোগির দিকে নয়, বর্নের হাতে ধরা টাকার দিকে।

"ইয়ো গুনজি লাই!" বর্ন অনুরোধ করলো যদি লাঠি বা চিকন বাঁশ জাতীয় কিছু আনা যায় তাহলে রোগির হাটতে সুবিধা হবে।

কাছের মহিলা কৃষকটিই সবার আগে ছুটে গেলো। সে ঝুড়ি ফেলে দিয়েছে,

BanglaBook.org

দৌড়ানোর সময় তার মাথার টুপি উড়ে গেছে।

আহত রোগির জন্য একটা চিকন বাঁশও নিয়ে এলো সে। ঠিক সে সময়ই দূরের একটা ট্রাক মহিলার নজরে পড়লো। *"ডুয়ো শাও কিয়ান?"* সে জেসনকে প্রশ্ন করলো তাকে কতো টাকা দেয়া হবে।

"নি সুয়ো নি," জবাব দিলো বর্ন, বললো যেকোনো একটা দাম বলতে। সে একটা দাম চাইলে বর্নও সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলো। মহিলা রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে ট্রাকটাকে থামতে বললে ট্রাকটা থামলো। মহিলা ড্রাইভারের সথে আবার দামাদামি করতে শুরু করলো। অবশেষে গুপ্তঘাতককে ট্রাকের পেছনে তুলে দিয়ে বর্ন নিজেও উঠে বসলো ট্রাকে।

"ছিঃ, এর ভেতর তো নোংরা সব হাঁস দিয়ে ভরা," ঘেন্নার সাথে কমান্ডো উপরে নীচে তাকিয়ে দেখে বললো। কাঠের খাঁচার ভেতরে অনেকগুলো হাঁস আছে। ট্রাকের ভেতরটা দুর্গন্ধে ভুরভুর করছে। তার বমি চলে এলো। এর উপর একটা অত্যন্ত বুদ্ধিমান হাঁস প্রকৃতির ডাকে সারা দেবার জন্য বেছে নিলো কমান্ডোর মুখটি।

"পরবর্তী গন্তব্য, কাউনুল," চোখ বন্ধ ক'রে বললো জেসন বর্ন।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩০

টেলিফোনটা বেজে উঠলে মেরি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতেই মো পানোভ তাকে হাত তুলে থামার জন্য ইশারা করলো। বিছানার পাশে গিয়ে ডাক্তার নিজেই ধরলো ফোনটা।

"হ্যা!" আস্তে ক'রে বললো সে। মো পানোভ অবাক হয়ে ফোনের কথাগুলো শুনে রেগেমেগে মেরির দিকে একবার তাকালো। "ঠিক আছে," প্রায় এক মিনিট পরে মুখ খুললো বিস্মিত মো। "ঠিক আছে, আমরা তাই করছি। কিন্তু একটা প্রশ্ন আপনাকে করতেই হচ্ছে। প্রশ্নটা শুনে যদি আপনি কষ্ট পান তাহলে ক্ষমা ক'রে দেবেন। আপনি আবার মদটদ খান নি তো?"

ককলিনের আশ্রাব্য গালির তোপের ঠেলায় পানোভের মুখ সামান্য কুঁচকে গেলে সে ফোনটা কান থেকে একটু দূরে সরিয়ে রাখলো। "ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। পরে কথা হবে।" লাইনটা কেটে দিলো সে।

"কি হয়েছে?" উত্তেজিতভাবে মেরি প্রশ্ন করলে সাইকিয়াট্রিস্ট মেরির চোখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে মুখ খুললো।

"ক্যাথরিন স্টেপলস্ আর নেই। তাকে তার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে গুলি ক'রে হত্যা করা হয়েছে।" পাঠাগার ডট নেট থেকে সংগৃহিত।

"হায় ঈশ্বর!" ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো মেরি।

"আর ওই বিশালদেহী ইন্টেলিজেন্সের অফিসারটা," বলে চললো পানোভ। "যাকে কাউলুন স্টেশনে দেখেছিলাম, স্টেপলস্ যার নাম লিন ওয়েনজু বলেছিলো—"

"তার আবার কি হলো?'

"সে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসাধীন আছে। ককলিন ওই হাসপাতালেরই কোনো পে-ফোন থেকে ফোন করেছিলো।"

মেরি পানোভের চেহারা দেখে কিছু বোঝার চেষ্টা করলো। "ক্যাথরিনের মৃত্যু আর লিন ওয়েনজুর আহত হওয়ার মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে, তাই না?"

"হ্যা, যখন স্টেপলস্ মারা গেছে তখন ধরে নেয়া যেতে পারে ওদের দলের মধ্যে কোনো গুপ্তচর ঢুকে পড়েছে।"

"কোন্ দলের মধ্যে?"

"ককলিন সেটা খুলে বলে নি। তবে সে বলেছে, ওই গুপ্তচরকে নিষ্ক্রিয় করতে গিয়েই লিন তার জীবন হারাতে বসেছে এখন।"

"ওহ্, ঈশ্বর!" কেঁদে উঠলো মেরি, তার গলা কাঁপছে। "গোপন দল, গুপ্তচর, নিষ্ক্রিয় করা, লিন, এমনকি আমার এক সময়কার বন্ধু ক্যাথরিনের মৃত্যু—এসব খবরে আমার কোনো মাথ্যব্যথা নেই! আমি শুধু ডেভিডের খবর জানতে চাই!"

"ওরা বলছে সে চায়নাতে গেছে।"

BanglaBook.org

"হায় ঈশ্বর! ওই জানোয়ারগুলো ওকে মেরে ফেলবে!" চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে চিৎকার ক'রে বললো মেরি।

পানোভ তার হাত ধরে আবার বসালো। তার নড়াচড়া আর অস্থিরতা কমানোর জন্য তার কাঁধে হাতে রেখে শক্ত ক'রে চাপ দিলো। কিছুক্ষণ নীরবতা পালনের পর চোখ তুলে পানোভের দিকে তাকালো মেরি। "আমি তোমাকে বলছি অ্যালেক্স আমাকে আর কি কি বলেছে...আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো!" বললো পানোভ।

মেরি নিথরভাবে ব'সে এক দৃষ্টিতে পানোভের দিকে তাকিয়ে পুরো কথাটা শুনলো। "কি?" সব শুনে বিড়বিড় ক'রে বললো সে।

"অ্যালেক্স আসলে আমাকে দুটো কথা বলেছে। প্রথমে সে বলেছে তুমি স্টেপলস্‌কে ভুল বুঝেছো।"

"ভুল বুঝেছি? আমি নিজের চোখে দেখেছি। সে আমাকে মিথ্যে বলেছে!"

"সে তোমাকে না ভড়কে দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলো।"

"সম্পূর্ন মিথ্যে! দ্বিতীয় কথাটা কি?"

পানোভ শান্তভাবে বললো, "পরিস্থিতি যতোটা সঙ্গিন তাতে ক্যাথরিন স্টেপলস্ যা করছিলো তাতে তাকে দোষ দেয়া যায় না।"

"হায় ঈশ্বর, ওরা অ্যালেক্সকেও আমার বিরুদ্ধে নিয়ে গেছে!"

"না, সেরকম কিছু না। অ্যালেক্স কখনও বলবে না তুমি কোথায় আছো। সে বলেছে পালানোর জন্য আমরা যেনো প্রস্তুত থাকি। তার পরবর্তী ফোন পেলেই আমাদেরকে এখান থেকে ভাগতে হবে। সে এখানে আসার ঝুঁকি নেবে না। কারণ তাকে ফলো করা হতে পারে।"

"তাহলে আবার পালাতে হবে, গা ঢাকা দিতে হবে? এবার কিন্তু ওদের দল আরো ভারি হয়ে গেছে। আমাদের খোঁড়া সন্ন্যাসী বন্ধু ওদের হয়েই কথা বলছে।"

"তুমি ভুল করছো, মেরি। অ্যালেক্স সেরকম কিছুই বলে নি, আমিও বলছি না।"

"আমার মাথা খেয়ো না, ডাক্তার। আমার স্বামীর জীবন বিপন্ন। ওরা তাকে ব্যবহার করছে। অথচ আমার স্বামী জানে না সে কাদের হয়ে কাজ করছে। তার দোষ কি এটাই যে, সে তার কাজে সেরা, অদ্বিতীয়?"

টেলিফোনটা আবার বেজে উঠলে মেরি থেমে গেলো। পানোভ অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো ফোনটার দিকে।

"আবার ওটা করার চেষ্টা করলে এখানেই তোমার সমাধিক্ষেত্র বানিয়ে দেবো," গর্জন ক'রে বললো বর্ন। হাত বাঁধা গুপ্তঘাতক তার দেহ দিয়ে বর্নের হাত দরজার চৌকাঠে চাপা দেয়ার চেষ্টা করছিলো। বর্ন তাকে ধাক্কা মেরে রুমের ভেতরে ঢোকালো। একটা সস্তা হোটেলের রুম ভাড়া নিয়েছে তারা।

"তুমি আমার কাছ থেকে কি আশা করো?" উত্তেজিতভাবে বললো কমান্ডো।

BanglaBook.org

"আমি কি মুখে হাসি ফুঁটিয়ে শান্ত ছেলের মতো নিজে থেকেই শূলে চড়তে যাবো?"

"আমি এ লাইনে কাজ করলেও কখনও এদের অংশ ছিলাম না। কিন্তু জানতে ইচ্ছে করছে তুমি এ ধান্দায় আসলে কেন?"

"তুমি কি সত্যিই জানতে আগ্রহী মি: অরিজিনাল?" দেয়ালের পাশে রাখা একটা জীর্ণ আরাম কেদারার ধপাস ক'রে ব'সে পড়লো গুপ্তঘাতক। "তাহলে এখন আমার প্রশ্ন করা উচিত তুমি কেন এ লাইনে এসেছো?"

"সম্ভবত আমি নিজেকে কখনও বুঝে উঠতে পারি নি, তাই," বললো ডেভিড।

"তাই নাকি! আমি তোমার ব্যাপারে সব জানি, বন্ধু। আমার ট্রেনিংয়ের একটা অংশই ছিলো তোমাকে নিয়ে বিশ্লেষণ করা। ফ্রেঞ্চম্যান তোমার সব খুঁটিনাটি আমার কাছে ফাঁস করেছিলো। মহান ডেল্টা তখন প্রতিশোধের আগুনে পুড়ছে। নম পেন-এ তার স্ত্রী আর সন্তানদেরকে একটা জেট বিমান নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। আর তা থেকেই একজন সভ্য, অমায়িক পণ্ডিত ব্যক্তির জীবন পুরোপুরি বদলে গেলো। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলো সে। তখনই তোমার এই ক্রোধকে ওরা ব্যবহার করে। কিন্তু তোমার প্রত্যেকটা মিশনই হতো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বলা যায় আত্মহত্যার শামিল। ওদের চোখে তুমি একটা উন্মাদ পাষণ্ড ছাড়া আর কিছুই ছিলে না। তাই তুমি চলে যাওয়াতে ওরা খুশিই হয়েছিলো। ওরা কখনও চায় নি তুমি আবার ফিরে আসো।"

"আমার মনে হয় এটা পুরো গল্পের একটা অংশ মাত্র," বললো ওয়েব। "আমি তোমার কথা জানতে চাইছিলাম।"

গুপ্তঘাতক তার বাঁধা হাতের দিকে বড় বড় চোখে তাকলো। যখন সে মুখ খুললো তার কথা প্রায় শোনাই যাচ্ছিলো না, অত্যন্ত নীচু স্বরে ফিসফিস ক'রে বললো সে। "কারণ আমি মানসিকভাবে অসুস্থ। ছোটোবেলাতেই সেটা টের পাই। তখন থেকেই নোংরা সব চিন্তা আমার মাথায় ঘুরতো। ছুরি দিয়ে কতো কুকুর বিড়াল যে মেরেছি তার ঠিক নেই; শুধু ওদের চোখে আতঙ্ক দেখার জন্য। প্রতিবেশীর এক বাচ্চা মেয়েকেও ধর্ষণ করেছিলাম, কারণ আমি জানতাম সে বোবা, কাউকে কিছু বলতে পারবে না। তখন আমার বয়স ছিলো মাত্র এগারো। এরপর অক্সফোর্ডে পড়তে গেলাম, সেখানেও একটা ছেলেকে পানিতে ডুবিয়ে মারলাম, শুধু তার মরা চোখ দেখার জন্য। এক কথায় আমি ছিলাম আমার বাপের আদর্শ ছেলে।"

"তুমি কোনো ডাক্তারের সাহায্য নাও নি কেন?"

"সাহায্য? যার নাম অ্যালকট-প্রাইস তাকে কে সাহায্য করবে?"

"অ্যালকট?" চমকে উঠে তার বন্দীর দিকে তাকালো বর্ন। "জেনারেল অ্যালকট প্রাইস? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মন্টোগোমারির সেই বিস্ময় বালক? সেই কসাই অ্যালকট, যে টবরুক যুদ্ধের সময় নেতৃত্ব দিয়েছিলো, পরে ইতালি আর জার্মানিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে বেড়িয়েছিলো?"

BanglaBook.org

"আমার তখনও জন্মই হয় নি। আমি তার তৃতীয় স্ত্রী'র সন্তান, চতুর্থটারও হতে পারি, আমি খালি একটুই জানি। মেয়েদের ব্যাপারে সে একটু দিলখোলা ছিলো।"

"দাঁজু বলেছিলো তুমি কখনও তাকে তোমার আসল নাম বলো নি।"

"কথাটা সত্যি! কারণ আমার নামই আমার সবকিছু। আমার নামই আমার অতীত। আমার বাপ কখনও আমাকে দেখতে পারতো না। ওই মাতাল জেনারেল বারে বসে মদ গিলতো আর আমাকে দিয়ে খুন করার হুকুম জারি করতো। 'ওই হারামিটাকে শেষ করো। ওই নষ্টের গোড়াটাকে শেষ করো, আর কেউ যেনো ওর নাম না জানতে পারে। সে আমার কেউ না, আর ওই মহিলাটা একটা বেশ্যা ছিলো!' কিন্তু আমি তারই ছেলে, আর এটা সে ভালো করেই জানতো। আর্মিতে আমার অসাধারণ সব রেকর্ডই বলে দিচ্ছিলো আমি তারই সন্তান, আমার শরীরে তার রক্ত বইছে। আমাদের শুধু নামই এক ছিলো না, কাজও একই ধরণের ছিলো।"

"তার মানে, সে তোমার অসুস্থতা সম্পর্কে...জানতো?"

"সে তখনও জানতো...এখনও জানে। তাই সে আমাকে সবসময় দূরের কোনো জটিল মিশনে পাঠিয়ে দিতো। তার নিজের বাহিনী থেকে আমাকে দূরে দূরে রাখতো, পাছে কেউ জেনে যায় আমি তারই ছেলে। সে ভয় পেতো আমি তার ছেলে লোকে এটা জেনে গেলে তার ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। যতোদিন না সে শুনবে আমি মরে গেছি এবং আমার পরিচয়ও আমার সাথে কবরে চাপা পড়ে গিয়েছে, ততোদিন সে শান্তিতে ঘুমোতে পারবে না!"

"তাহলে তুমি আমাকে তোমার পরিচয়টা জানালে কেন?"

"উত্তরটা সহজ," জেসনের চোখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো সাবেক কমান্ডো। "যতোদূর আমি বুঝতে পারছি, আমাদের মধ্যে থেকে খালি একজনই বাঁচতে পারবে। আর আমি প্রাণপন চেষ্টা করবো সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যেনো আমিই হই। কিন্তু তোমাকে মারাও অতো সহজ হবে না। তাই, আমি যদি মরে যাই তাহলে তুমি বাকি দুনিয়াকে জানাতে পারবে আমি আসলে কে ছিলাম। এর জন্য হয়তো তোমাকে অনেকে ভালো দামও দেবে। হয়তো তারা আমার গল্পকে কেন্দ্র ক'রে সিনেমা-টিনেমাও বানিয়ে ফেলবে।"

"আর তোমার জেনারেল সাহেবও বাকি জীবন শান্তিতে ঘুমোতে পারবে।"

"শান্তিতে ঘুমোবে? তার ঘুম হারাম হয়ে যাবে। আমার মনে হয় তুমি আমার কথা ভালোভাবে শোনো নি। সে চায় না আমার পরিচয় সবাই জানুক। সে শান্তিতে তখন ঘুমোবে যখন তাকে কেউ জানাবে যে আমি মরে গেছি, আর আমার পরিচয়ও কেউ জানতে পারে নি। অন্যদের সাথে আমার পার্থক্য হলো আমি জানি আমি কি! আমি তা স্বীকার ক'রে নিয়েছি।"

"আর মেনেও নিয়েছো," যোগ করলো বর্ন।

"এবং সেটা হজমও ক'রে ফেলেছি। আমি কখনও জানার চেষ্টা করি নি আমি

BanglaBook.org

কে। ধরো, যদি আমি মারা যাই, আর আমার গল্পটা প্রচার পায়, তাহলে কি হবে ভেবে দেখেছো? কতো অসামাজিক উশৃঙ্খল ছেলেরা এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে, উৎসাহিত হবে, ভেবে দেখেছো? তারা বেঁচে থাকার নতুন নির্দেশনা খুঁজে পাবে। তাদেরই কেউ হয়তো আমার জায়গাটা নিয়ে নেবে, যেমনটা আমি তোমারটা নিয়েছিলাম। এই দুনিয়াটা জেসন বর্নে পরিপূর্ণ। তাদের শুধু পথ দেখাতে হবে, নির্দেশনা দিতে হবে, ব্যস। এ ক্ষেত্রে ফ্রেঞ্চম্যানকে আমি জিনিয়াস হিসেবেই দেখি।"

"আমি দেখি আর্বজনা হিসেবে," যোগ করলো বর্ন।

"তোমার দৃষ্টিশক্তি খুব বেশি খরাপ নয়। এটাই জেনারেল দেখতে পাবে—নিজের প্রতিমূর্তি। এটা নিয়েই সে বেঁচে থাকবে, দম বন্ধ হয়ে মরবে।"

"জেনারেল তোমাকে কখনও সাহায্য করে নি, কিন্তু তুমি নিজে তো নিজেকে সাহায্য করতে পারতে? তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি কিন্তু বেশ ভালো।"

"তাতে হতোটা কি? ভোগচোদের মতো জীবন কাটাতাম? বাঁচতে হলে চ্যালেঞ্জ দরকার। প্রতিযোগীতা দরকার। আর সেগুলো মোকাবেলা করার সব গুণই আমার মধ্যে আছে। তাহলে কেন সেই গুণগুলোকে ব্যবহার করবো না আমি? বর্ন, তুমি শুধু শুধু বিলম্ব করছো। তোমার উচিত এখনই আমার মাথায় দুটো গুলি ক'রে দেয়া। কারণ আমি যখন সুযোগ পাবো, তুমি আর বাঁচবে না!"

"তুমি কি তোমাকে মারার জন্য আমাকে অনুরোধ করছো? কারণ এই পাপিষ্ট জীবন তুমি আর সইতে পারছো না?"

"বাজে বোকো না, বর্ন। আমি তোমার ব্যাপারে বেশি কিছু জানি না, কিন্তু নিজেকে ভালো করেই জানি। তাই বলছি, আমি সুযোগ পেলে তুমি বাঁচবে না।"

"আবারো মারার জন্য অনুরোধ করছো?"

"মাদারচোদ, আমার কথা বোঝার চেষ্টা কর্!" চেঁচিয়ে উঠলো কমান্ডো।

"আমি তোমাকে মারবো না, মেজর," মৃদু কণ্ঠে বললো বর্ন। "কিন্তু তোমার এমন হাল করবো যে, তুমি মরার জন্য ছট্‌ফট্ করবে।"

"আচ্ছা, তাহলে আমার শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করো," কমান্ডো একটু কাশলো। "এমনকি আমি আমার টার্গেটদের মারার আগেও তাদের ইচ্ছা পূরণ করতাম... আমি গুলি খেয়ে মরতে রাজি আছি। কিন্তু হংকং গ্যারিসনের হাতে বন্দী হতে রাজি নই। শুনেছি ওরা রাতের আধারে রেললাইনের ওপর বন্দীদের দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখে। আরো জঘন্যভাবে বন্দীদের হত্যা করে তারা। আমি ওসব সইতে পারবো না।"

ডেল্টা জানে পরিস্থিতি কিভাবে শান্ত করতে হয়। "আমি হংকংয়ের বৃটিশদের হয়ে কাজ করছি না।"

"তুমি...কি?"

"আমি তোমাকে কখনও বলি নি আমি ওদের হয়ে কাজ করছি, তুমি নিজে নিজেই এটা ধরে নিয়েছো।"

BanglaBook.org

"তুমি মিথ্যে বলছো?"

"আমি তোমাকে আরো বেশি বুদ্ধিমান ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি তুমি বেশি গভীরে চিন্তা করতে পারো না।"

"আমি জানি। আমি বেশি গভীরে চিন্তা করতে পারি না।"

"তাতো দেখতেই পাচ্ছি।"

"তার মানে তুমিই ভাড়াটে লোক, আমেরিকান শিকারী। টাকার জন্য কাজ করছো।"

"অনেকটা সেরকমই। আর আমার সন্দেহ হচ্ছে, যে লোকটা তোমাকে ধরে আনার জন্য আমাকে পাঠিয়েছে সে তোমাকেও ভাড়া করতে চায়; মারতে চায় না।"

"হায় ঈশ্বর—"

"এরজন্যে ওড়া অত্যন্ত চড়া দামও আমাকে দিচ্ছে, খুবই চড়া দাম।"

"তার মানে তুমি আবার এ লাইনে ফিরে এসেছো?"

"শুধু এই একবারের জন্য। পুরস্কারটা এতোই লোভনীয় যে, না করতে পারলাম না। বিছানায় শুয়ে পড়ো।"

"কি?"

"যা বলছি করো।"

"কিন্তু আমার প্রশ্রাব চেপেছে।"

জেসন বাথরুমের কাছে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলো। "এসব দৃশ্য দেখার ইচ্ছে মোটেই আমার নেই, তবুও আমাকে সেটা দেখতে হবে।" বর্নের বন্দুক গুপ্তঘাতকের দিকে তাক্ করা। হোটেলটা মঙ্গককের দক্ষিণে অবস্থিত। সস্তা, নীচু মানের। গুপ্তঘাতক তার কাজ শেষ ক'রে আবার রুমে ফিরে এলো।

"বিছানা," বললো বর্ন। "পা দুটো ছড়িয়ে শুয়ে পড়ো।" বর্ন তার ব্যাগ থেকে নাইলনের দড়ি বের করলো।

নব্বই সেকেন্ডের মধ্যে কমান্ডোর গলা আর পা বিছানার লোহার বারগুলোর সাথে শক্ত ক'রে বেঁধে দেয়া হলো। সবশেষে বর্ন ছোটো একটা বালিশ নিয়ে কমান্ডোর মাথার সাথে পেঁচিয়ে বেঁধে দিলো। শ্বাস নেয়ার জন্য শুধু মুখের দিকটাতে একটু ছাড় দেয়া হলো। কমান্ডোর কব্জি দুটো এখনও তার পেছন দিক থেকে বাঁধা। মেজর অ্যালকট-প্রাইস অত্যন্ত মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। জেসন তার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছে। এই লক্ষণগুলোর সাথে সে পরিচিত।

হোটেলের নিজেদের কোনো টেলিফোনের ব্যবস্থা নেই। এমনকি রুমগুলো আর রিসেপশানেও কোনো ফোন নেই। তাই কোনো প্রয়োজনে পড়লে হোটেলের লোক ফোন না ক'রে সশীরীরেই তার রুমে এসে হাজির হবে। বর্ন তার রুম থেকে বের হয়ে দরজা লক্ ক'রে দিয়ে হলওয়ের একদম শেষ মাথার দিকে হাটতে শুরু করলো। হোটেলে ঢোকার সময়েই সে শুনেছিলো ওদিকে একটা পে-ফোন আছে। টেলিফোন নাম্বারটা তার মস্তিষ্কে গেঁথে গেছে। সে প্রার্থনা করলো নতুন কোনো

BanglaBook.org

জামেলা যেনো না হয়। একটা কয়েন ঢুকিয়ে নাম্বারটা ডায়াল করলো বর্ন, তারপর একবার দম নিয়ে নিলো।

"স্নেক লেডি! স্নেক লেডি!" সে বললো। "স্নেক লেডি," আরো একবার বললো সে।

ক্রিং ক্রিং ক'রে রিং হচ্ছে। হঠাৎ লাইনটা বদলে গিয়ে একটি চাইনীজ কণ্ঠস্বরের আবির্ভাব ঘটলো। "এই এক্সচেঞ্জের সাময়িক গোলযোগের জন্য আমরা এই মুহূর্তে সংযোগ দিতে পারছি না...অনুগ্রহ ক'রে কিছুক্ষণ পরে আবার ডায়াল করুন। এটা একটা রেকর্ড করা...ক্রিং ক্রিং—"

জেসন ফোনটা রেখে দিলো। হাজারো সম্ভাবনা হঠাৎ তার মাথায় খেলতে শুরু করেছে। সে আবার দৌড়ে আবছা আলোকিত করিডোরের কাছে ফিরে এলো। এক পতিতা সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টাকা গুনছে। জেসনকে দেখেই মিষ্টি ক'রে হেসে ব্লাউজে হাত দিয়ে ইশারা করলো সে; বর্ন মাথা নাড়িয়ে তাকে পাশ কাটিয়ে দৌড়ে নিজের রুমে ফিরে এসে চুপচাপ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলো, প্রায় পনেরো মিনিট অপেক্ষা করলো সে। তারপর আবারো নিঃশব্দে রুম থেকে বের হয়ে ফোনটার দিকে এগিয়ে গেলো।

"*কিঙ্গ...*" সে রাগের মাথার ফোনটাতে বাড়ি মারলো। তার হাত কাঁপছে। তৃতীয়বার ডায়াল করলো। "অপারেটর," সে চাইনীজে বললো, "এটা একটা এমারজেন্সি! আমাকে এই নাম্বারে এখনই যোগাযোগ করতে হবে!" নাম্বারটা সে অপারেটরকে জানালো। "একটা রেকর্ড করা কণ্ঠ বারবার বলছে গোলযোগের কারণে সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না, কিন্তু এটা খুবই আর্জেন্ট—"

"এক মিনিট, প্লিজ। আমি দেখছি কি করা যায়।"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবার অপারেটরের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। "সাময়িকভাবে লাইনটা বন্ধ আছে, স্যার," মহিলা অপরেটরটি বললো।

"খালি ওই লাইনটাই বন্ধ আছে?"

"জ্বি, স্যার।"

"অন্য নাম্বারে বা এক্সচেঞ্জ কোনো সমস্যা নেই?"

"আপনি তো শুধু এই নাম্বারটিই দেখতে বলেছিলেন, স্যার। অন্য নাম্বারে কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না আমি বলতে পারছি না। তবে যদি আপনার কাছে আর কোনো নাম্বার থেকে থাকে তাহলে চেক্ ক'রে বলতে পারি।"

"কিন্তু রেকর্ড করা কণ্ঠটি বলেছিলো পুরো এক্সচেঞ্জেই গোলযোগ হয়েছে। যাই হোক, আমি আগেই বলেছি আমার ইমারজেন্সি কল করা দরকার। আপনারা লাইনটা ঠিক করার ব্যবস্থা করতে পারে না?"

"যদি এটা মেডিক্যাল এমারজেন্সি হয়, স্যার, তাহলে আমি একটা অ্যাম্বুলেন্স ডেকে দিতে পারি। আপনার ঠিকানাটা আমাকে বলতে হবে—"

"না, আমার শুধু জানা দরকার এটা পুরো এক্সচেঞ্জের সমস্যা নাকি ওই নাম্বারটাতেই হচ্ছে? এটা তো আপনার জানার কথা!"

BanglaBook.org

"আমার জানতে একটু সময় লাগবে, স্যার। এখন রাত ৯টা বাজে। রিপেয়ার স্টেশনে এখন বেশি লোকজন থাকার কথা নয়—"

"আরে মাথামোটা, তাদের কাছ থেকে খালি এটুকু জানার চেষ্টা করো পুরো এলাকার লাইনগুলোতে সমস্যা হয়েছে কি না, ব্যস!"

"প্লিজ, স্যার, আমি কারো গালমন্দ হজম করার জন্য বেতন নিই না।"

"দুঃখিত, আমি সত্যিই দুঃখিত....ঠিকানা? হ্যা, ঠিকানাটা! আমি আপনাকে যে নাম্বারটা দিলাম সেটার ঠিকানাটা বলেন!"

"এখানে ঠিকানাটা দেয়া নেই, স্যার।"

"কিন্তু আপনাদের স্ক্রিনে তো ঠিকানা দেখতে পাওয়ার কথা—"

"আসলে হংকংয়ে আইন খুব কঠোর, স্যার। আমার স্ক্রিনে ঠিকানার জায়গাটা খালি দেখাচ্ছে।"

"আমি আবারো বলছি। এটা এমারজেন্সি! একজনের জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার!"

"তাহলে আমি হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ করছি...ওহ্, স্যার, এক মিনিট। আমার স্ক্রিনে এখনই কিছু নতুন তথ্য দেখাচ্ছে। মনে হয় রিপেয়ার স্টেশন ব্যাপারটা ঠিক করার চেষ্টা করছে। আপনার দেয়া নাম্বারের তিন ডিজিটের একটা কোড এখানে দেখাচ্ছে।"

"নাম্বারটা কোন্ অঞ্চলের বলতে পারেন?"

"প্রথম সংখ্যাটা যেহেতু 'পাঁচ' তাই এটা হংকংয়েরই নাম্বার হবে।"

"আরেকটু নির্দিষ্ট ক'রে বলতে হবে! হংকংয়ের কোথায়?"

"দুঃখিত স্যার, এই কোড দিয়ে সম্পূর্ণ ঠিকানা বোঝার কোনো উপায় নেই। আমার মনে হয় এর চেয়ে বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব না। আপনি আপনার ঠিকানাটা বললে আমি একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারি।"

"আমার ঠিকানা....?" কিছুটা চমকে বললো জেসন। "না, আমি তা বলতে চাইছি না।"

এডওয়ার্ড নিউইঙ্গটন ম্যাকঅ্যালিস্টার ডেস্কের ওপরে ঝুঁকতেই মহিলা ফোনের রিসিভারটি রেখে দিলো। চীনা মহিলার ঘাম ছুটে গেছে, এই বিশেষ কলটির চাপ সামলাতে গিয়ে তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আন্ডারসেক্রেটারি অন্য একটি ফোনে কান লাগিয়ে কিছু একটা শুনছে আর হাতের নোটপ্যাডে দ্রুত পেন্সিল দিয়ে নোট ক'রে নিচ্ছে।

"অসাধারণ কাজ করেছো," তার হাতে আলতোভাবে চাপড়ে দিয়ে মহিলাকে বললো সে। "আমরা ঠিকানাটা পেয়ে গেছি। আমরা জানি সে কোথায় আছে। তুমি তাকে অনেক্ষণ আঁটকে রেখেছিলে, ওর কল সফলভাবে ট্রেস্ করা গেছে। অন্তত আমরা এটুক জানি যে, ফোনটা একটা হোটেলে থেকে এসেছে।"

"সে খুব ভালো চাইনীজ বলে। উত্তরের একটা টান থাকলেও সে গুয়াঙ্গ ঝোউ-এর সাথে ভালো মানিয়ে নেয়। অবশ্য আমাকেও বিশ্বাস করছিলো না সে," বললো

BanglaBook.org

দোভাষী মহিলাটি।

"তাতে কিছু আসে যায় না। আমরা হোটেলটা ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা করছি। প্রত্যেকটা প্রবেশপথেই লোক বসাবো। রাস্তাটার নাম শেক লুঙ্গ।"

"সেটাতো মঙ্গককের কাছেই, ইউয়া-মা-টি'তে," বললো মাহিলা। "যতোদূর জানি, ওখানে ঢোকার বা বের হবার মতো পথ একটাই আছে।"

"আমাকে হাসপাতালে হাভিলান্ডের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তার ওখানে থাকা উচিত। তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ, তুমি তোমার বোনাস পেয়ে যাবে। এখন যেতে পারো।"

"ধন্যবাদ, স্যার। বোনাসটার কথা যেনো মনে থাকে।"

মহিলা চলে গেলো। ম্যাকঅ্যালিস্টর আবারো একটা ফোন করলো।

"পুলিশ কন্ট্রোল, এটা এমারজেন্সি!" ম্যাকঅ্যালিস্টার উত্তেজিতভাবে বলে চললো। "দ্রুত অ্যাম্বাসেডরকে লাইনে আনো! বলো আর্জেন্ট মেসেজ আছে!" যতোক্ষণ না হাভিলান্ড এলো ততোক্ষণ আন্ডারসেক্রেটারি বাম হাত দিয়ে তার কপাল মেসেজ করতে লাগলো।

"হ্যা, এডওয়ার্ড?"

"সে ফোন করেছিলো। আইডিয়াটা কাজে দিয়েছে। আমরা জানি সে কোথায় আছে। ইউয়া-মা-টির একটা হোটেলে।"

"হোটেলটা ঘিরে ফেলো, কিন্তু আর কোনো পদক্ষেপ নিও না। সবাইকে বলে দাও বর্নের গায়ে যেনো ছোঁয়াও না দেয়। সে কোথাও গেলে তাকে শুধু ফলো করবে, কোনো অ্যাকশন নেয়া যাবে না। আগে ককলিনকে ব্যাপারটা বোঝাতে হবে। বর্নের স্ত্রীকে না পেলে গুপ্তঘাতককে আমরা পাচ্ছি না। যতোক্ষণ না মেরি ওয়েব আমাদের হাতের মুঠোয় আসছে ততোক্ষণ আমরা বর্নের সাথে যোগাযোগ করতে পারবো না। আবারো বলছি, নো অ্যাকশান!"

মরিস পানোভ ফোনটা রিসিভ করলো। "হ্যা?"

"কিছু একটা হয়েছে," ফিস্‌ফিস্ ক'রে দ্রুত বলে চললো ককলিন। "হাভিলান্ড হঠাৎ ওয়েটিং রুম ছেড়ে একটা এমারজেন্সি কল ধরতে গেছে। ওদিকে কি অস্বাভাবিক কিছু টের পেয়েছো?"

"না, কিছুই টের পাই নি।"

"আমার চিন্তা হচ্ছে। হাভিলান্ডের লোক হয়তো তোমাদের খোঁজ পেয়ে থাকতে পারে।"

"হায় ঈশ্বর, কিভাবে?"

"খোঁড়া একজন বিদেশী হোটেলে উঠেছে কিনা এমন বর্ণনা দিয়ে সবগুলো হোটেল সার্চ করলে সহজেই পেয়ে যাবে।"

"তুমি তো ওখানকার ক্লার্ককে টকা দিয়েছিলে, বলেছিলে আমাদের কথা গোপন রাখতে!"

BanglaBook.org

"হ্যা, কিন্তু ওরাও টাকা দিতে পারে, আরো বেশি পরিমাণে—"

"আমার মনে হয় তুমি অযথা ভয় পাচ্ছো," বাধা দিয়ে বললো সাইকিয়াট্রিস্ট।

"তোমার যাই মনে হোক না কেন ডাক্তার, ভালো চাও তো এখনই ওখান থেকে চলে যাও। লাগেজ-টাগেজের কথা ভুলে যাও। যতো দ্রুত সম্ভব ওখান থেকে পালাও!"

"কিন্তু আমরা যাবো কোথায়?"

"এমন কোনো জায়গায় যেখানে ভিড় বেশি কিন্তু আমি তোমাদেরকে খুঁজে পাবো।"

"কোনো রেস্টুরেন্টে?"

"অনেক বছর আমি এখানে ছিলাম না, আর ওরা প্রতিবছরই নাম বদলায়।"

"ঠিক, তাহলে কি...জল্‌দি ভাবো অ্যালেক্স—"

"স্যালিসব্যারির নাথান রোডে যাও। ওখানে পেনিনসুলা হোটেল দেখতে পাবে, কিন্তু ভেতরে ঢোকার দরকার নেই। তার সোজা উত্তরে চলে গেছে গোল্ডেন মাইল। তোমরা রাস্তাটার ডান দিকে, মানে পূর্বদিকে অপেক্ষা করো, আমি তোমাদের খুঁজে নেবো যতো দ্রুত সম্ভব।"

"ঠিক আছে...নাথান রোড...স্যালিসব্যারি..." বলে লাইনটা কেটে দিলো পানোভ।

কোথাও একটা গণ্ডগোল হয়েছে? কিন্তু কি? বর্ন তার হোটেল রুমে ফিরে এলো। বিছানায় বাঁধা কমান্ডো এখন নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। অপারেটরের সাথে কথা বলার পর থেকেই তার অস্বস্তি লাগছে। কিন্তু সে ধরতে পারছে না অস্বস্তির কারণটা কি। মহিলা অপারেটর তার সাথে খুব ভালো ব্যবহার করেছে। এমনকি জেসনের অপমানও গায়ে মাখে নি সে। তাহলে গণ্ডগোলটা কোথায়...হঠাৎ তার হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির কিছু অংশ ফিরে আসতে শুরু করলো। অনেক বছর আগে, এ ধরণেরই পরিস্থিতিতে সে একজন অপারেটরকে ফোন করেছিলো, যার কণ্ঠস্বর ছিলো খুবই বিরক্তিকর—

"আমি ইরানি কনসুলেটের নাম্বারটা চাইছি।"

"ওটা টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে পেয়ে যাবেন। আমাদের সব লাইনই প্রচণ্ড ব্যস্ত আর এ ধরণের এনকোয়ারি করার মতো সময় আমাদের নেই।" ক্লিক্। ব্যস, তারপরেই লাইনটা কেটে যায়।

"হ্যা, এখানেই সমস্যা। হংকংয়ের মতো জনবহুল ঘিঞ্জি জায়গাতেও অপারেটরদের লাইন প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকার কথা। একজন কাস্টমারের বাড়তি আবদার সামলানোর মতো সময় তাদের থাকার কথা না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই অপারেটর তার সাথে প্রচণ্ড ভালো ব্যবহার করেছে। *আমি চেক ক'রে দেখছি...আপনার ঠিকানাটা দিলে আমি অ্যাম্বুলেন্স ডেকে দিতে পারি...আমার ঠিকানা? না, আমি তা বলতে চাইছি না...।* ট্রেস! ওরা আমার কল ট্রেস করেছে। যতোক্ষণ দরকার ছিলো

BanglaBook.org

তারচেয়ে অনেক বেশি সময় আমি ওদেরকে দিয়েছি, বলা যায় প্রায় দু'মিনিট। এতোক্ষণে ওরা এই হোটেলের নামও বের ক'রে ফেলেছে। তাইপানের লোকেরা হয়তো রওনাও দিয়ে দিয়েছে। সেই মোটাক বিশালদেহী তাইপান। কিন্তু ওদের এখানে পৌছাতে আরো কিছুটা সময় লাগবে। এখনও সবকিছু শেষ হয়ে যায় নি। দ্রুত পালাতে হবে।

"চোখটা বাঁধাই থাকছে, মেজর। এ অবস্থাতেই তোমাকে চলতে হবে," বিছানায় শোয়া গুপ্তঘাতকের বাধনগুলা ছুরি দিয়ে কেটে দিয়ে বললো বর্ন। "কি? কি বললে?" ঘুমের ঘোরে প্রশ্ন করলো।

"কমান্ডো, উঠে পড়ে। আমরা একটু হাটতে বেরোবো," জেসন তার ব্যাগটা নিয়ে দরজা খুলে হলওয়েতে একবার উঁকি মারলো। বাম দিকে একটা মাতাল দুলতে দুলতে তার রুমে যাচ্ছে, ডানদিকটা ফাঁকা।

"হাটতে শুরু করো," তার বন্দীকে ধাক্কা মেরে বললো বর্ন। তারা হোটেলের পেছন দিকের সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো। শেষধাপে এলে একটা ভাঙা ইস্পাতের মই দেখতে পেলো তারা। মাটি থেকে ছয় সাত ফিট ওপরেই সেটা শেষ হয়ে গেছে। নীচে নামলেই হোটেলের পাশে চিপা গলিটাতে ঢুকে পড়তে পারবে। বর্ন তার অস্ত্র দিয়ে আবারো কমান্ডোর মাথায় সজোরে আঘাত করলো।

"আরো কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও, মেজর," সে দ্রুত ব্যাগ থেকে দড়ি বের ক'রে কমান্ডোকে সিঁড়ির গায়ের সাথে বেঁধে দিলো। এবার কমান্ডোর মুখটাও বেঁধে দিলো সে। কারণ বর্ন যদি ফিরে আসার আগেই কমান্ডোর জ্ঞান ফিরে আসে, তাহলে সে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করতে পারে। বর্ন ভাঙা মইটা থেকে লাফিয়ে গলিতে নামতেই কিছু শব্দ শুনতে পেলো সে। গলি থেকে মাথা বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে শব্দের উৎসের দিকে তাকালো। দুটো কালো সিডান গাড়ি শেক্ লুঙ্গ স্ট্রিট দিয়ে ছুটে এসে থামলো ঠিক হোটেলের সামনে। গাড়িগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে এগুলো অফিশিয়াল গাড়ি। প্রথম গাড়িটা থেকে দু'জন এবং পরেরটা থেকে তিনজন নামলো।

হায় ঈশ্বর, মেরি! আমরা কি হেরে যাচ্ছি! ওরা আমাদের মেরে ফেলবে।

বর্ন হিসেব করতে লাগলো। তার হিসেব অনুযায়ী এই পাঁচজনই হোটেলে ঢুকে প্রথমেই রিসেপশনিস্টকে জিজ্ঞাসবাদ করবে। রিসেপশনিস্টের কথা শুনে ধরে নেবে সে আর তার বন্দী এখনও তাদের ৩০১ নম্বর রুমেই আছে। লোকগুলো তাদের পজিশান ঠিক করে অ্যাকশন নেয়ার জন্য প্রস্তুত হবে। রুমের দরজা ভেঙে ঢুকবে তারা। তাদের না পেলে ওরা পেছনের সিঁড়ি দিয়ে তাদের দু'জনকে খুঁজতে আসবে। এই পুরো ঘটনাটা ঘটাতে ওদের এক মিনিট সময় লাগবে। বর্ন কি এর মধ্যে ফিরে গিয়ে গুপ্তঘাতকের বাঁধন কেটে নিয়ে এসে এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারবে? তাকে পারতেই হবে!

কিন্তু বর্নকে অবাক ক'রে দিয়ে লোকগুলো দাঁড়িয়ে রইলো। কোথাও একটা গণ্ডগোল হয়েছে, তাদের আচরণ অপ্রত্যাশিত, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। প্রথম গাড়িটার একজন লোক তার সুট খুলে ফেলে টাই'টা আলগা করে হাত নেড়ে মাথার চুলগুলো

BanglaBook.org

আউলে দেখলো। লোকটা স্বাভাবিক ভঙ্গীতে হেটে হোটেলের ভেতর ঢুকলে তার বাকি সঙ্গীরা ধীরে ধীরে আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। ব্যাপারটা কি? এই লোকগুলো অফিসারদের মতো আচরণ করছে না! বরং ক্রিমিনালদের মতো আচরণ করছে। তাহলে কি অ্যালেক্সের থিওরিতে ভুল ছিলো? না, এতো ভবার সময় তার নেই। তাকে কৌশলে এখান থেকে পালাতে হবে।

যে দু'জন লোক তার দিকে আসছে তাদের চোখে এই চিপা গলিটা পড়লে তারা দৌড়ে গলিটার দিকে ছুটে আসতে লাগলো।

পুরো নৃশংসা ঘটনাটা ঘটলো সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশ সময়ে। ডেভিড ওয়েব চুপ মেরে থাকলো কিন্তু জেসন বর্ন নিয়ে নিলো সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ।

প্রথম লোকটি ছিটকে পড়ে গেলো। গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেলো তার পাঁজরের হাড়। তার গলায় আঘাত করা হয়েছে ব'লে ব্যথায় সে চিৎকার করতে পারছে না। সে তুলনায় দ্বিতীয় লোকটার সাথে বর্ন যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করলো। নিজের স্বার্থেই তাকে বর্ন মেরে সম্পুর্ন অচেতন করলো না। লোক দুটোর দেহ টেনে গলির অন্ধকার অংশে নিয়ে এসে তাদের কাপড় ছিঁড়ে সেগুলো দিয়েই তাদের হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেললো।

বর্নের নজর দ্বিতীয় লোকটার দিকে ফিরলো এবার। লোকটাকে তুলে ধরে ছুরি বের ক'রে তার চোখের সামনে তুলে ধরলো।

"আমার স্ত্রী, সে কোথায়? এখনই বলো, না হলে তোমার চোখ যাবে!" বর্ন হিংস্র চাহনির সাথে লোকটাকে হুমকি দিলো। "আমি তোমার চোখ এই চাকু দিয়ে উপড়ে ফেলবো, বুঝেছো?" সে লোকটার মুখের বাধন কেঁটে দিলো।

"আমরা আপনার শত্রু নই, স্যার," কাঁদতে কাঁদতে বললো চীনা লোকটা, সে ইংরেজিতেই কথাটা বললো। "আমরাও তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি! সব জায়গায় খুঁজছি!"

জেসন লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলো, তার হাতের ছুরিটা কাঁপছে, হাজারো সম্ভাবনার চিন্তায় তার মস্তিষ্ক ফেটে যেতে চাইছে।

"মেরি!" সে ক্রোধে চেঁচিয়ে উঠলো। "তাকে তোমরা কি করেছো? আমাকে গ্যারান্টি দেয়া হয়েছিলো তোমাদের জিনিস এনে দিলে আমি তাকে ফিরে পাবো! তার কণ্ঠস্বর ফোনে শুনতে পাবো। কিন্তু ফোনের লাইন দেখি নষ্ট। উল্টো আমার কল ট্রেস্ ক'রে তোমরা এখানে হাজির হয়েছো। আমার স্ত্রী কোথায়?"

"যদি আমরা জানতাম তাহলে তাকে সাথেই নিয়ে আসতাম।"

"মিথ্যুক!" আর্তনাদ ক'রে উঠলো বর্ন।

"আমি আপনার কাছে মিথ্যে বলে আপনার হাতে মরতে চাই না, স্যার। আপনার স্ত্রী হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গেছে—"

"হাসপাতাল?"

"সে অসুস্থ হলে ডাক্তার তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে জোড়াজুড়ি করে। আমিও সেখানে ছিলাম। তাকে পাহারা দিচ্ছিলাম। কিছুটা দুর্বল ছিলো সে কিন্তু

BanglaBook.org

তারপরও পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে—"

"ওহ্, জিশু! অসুস্থ? দুর্বল! এই হংকংয়ে সম্পূর্ণ একা! হায় ঈশ্বর! তোমরা ওকে মেরেই ফেলেছো।"

"না, স্যার। আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তার সকল প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখতে—"

"নির্দেশ," অত্যন্ত শান্তভাবে বললো জেসন। "এগুলো নিশ্চয় তাইপানের নির্দেশ, তাই না? সেও তোমাদেরই মতো অন্য কারো নির্দেশ পালন করে। আমি আগেও দেখেছি এসব নির্দেশের খেলা; জুরিখে, প্যারিসে! বলো, ওই মোটাসোটা লোকটা কে? বলো, নইলে এই চাকু ঢুকিয়ে দেবো। ওই তাইপানটা কে?"

"তিনি, কোনো তাইপান নন! তিনি বৃটেন থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এ অঞ্চলের অত্যন্ত সম্মানিত একজন অফিসার। তিনি আপনার দেশেরই লোক, আমেরিকানদের সাথে একযোগে কাজ করছেন। তার পেশা ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস।"

"আমি জানি তুমি সত্যি বলছো। সব কিছু আগের মতোই হয়েছে। এবার শুধু জ্যাকেলের পরিবর্তে আমার জন্যে ফাঁদ পাতা হয়েছে। দাবার ঘুঁটির মতো আমাকে ব্যবহার করা হয়েছে। আর যখন কাজ হাসিল হবে তখন আমাদেরকে মেরে ফেলা হবে। কারণ আমরা বড্ড বেশি জেনে ফেলেছি।"

"না," আর্তনাদ ক'রে উঠলো চাইনীজ অফিসারটি, তার মুখ দিয়ে টপটপ ক'রে ঘাম ঝরছে। "যদিও আমাদেরকে খুব অল্প কথাই বলা হয়েছে, তবুও বলছি সেরকম কিছুই আমরা শুনি নি।"

"তাহলে তোমরা এখানে কেন এসেছো?"

"শুধু নজর রাখতে! আর কিছু না!"

"আমি তোমাকে বলছি...আমি ওদের সাথে আগেও কাজ করেছি। ওদেরকে আমি চিনি। তুমি যা-ই বলো না কেন, আমি জানি ওরা কতোটা নোংরা আর হীন হতে পারে। যাই হোক....এবার তুমি আমাকে কিছু জিনিস বলবে। এ ধরণের অপারেশন কোনো বেস্ ছাড়া হতে পারে না! ওদের বেস্টা কোথায়?"

"আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।"

"হেডকোয়ার্টার, বেস্ ক্যাম্প অথবা কমান্ড সেন্টার, যা-ই বলো না কেন, ওটা নিশ্চয়ই ছদ্মবেশে রাখা হয়েছে? যাতে সাধারণ মানুষ কিছু বুঝতে না পারে।"

"প্লিজ, আমি এটা করতে পারি না—"

"তুমি অবশ্যই পারো। তুমিই করবে। না হলে চোখ যাবে, তারপর প্রাণটাও হারাবে। জল্দি!"

"আমার বাচ্চা-কাচ্চা আছে।"

"আমারও ছিলো। ওতে আর কিছু যায় আসে না। জল্দি...আমার ধৈর্য হারিয়ে যাচ্ছে। হেডকোয়ার্টার কোথায়?"

"ভিক্টোরিয়া পিক-এ," বললো আতঙ্কিত ইন্টেলিজেন্স অফিসারটি। "ডান দিকের বারো নাম্বার বাড়িটা, উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা..."

BanglaBook.org

বর্ন মনোযোগ দিয়ে ঠিকানাটা শুনলো। এই ঠিকানাটাই তার শেষ গন্তব্য। তার শেষ অপারেশন! আর কিছু তার চিন্তায় নেই। সে অফিসারটির মাথায় সজোরে আঘাত ক'রে তাকে অজ্ঞান ক'রে ফেলো আবার তার মুখ বেঁধে সেখান থেকে উঠে দাঁড়ালো। তার নজর গেলো সিঁড়ির সাথে বাঁধা গুপ্তঘাতকের দেহের দিকে। কমান্ডো এখনও অচেতন হয়ে পড়ে আছে।

তারা একটা জেসন বর্নকে চাইছিলো, তারা এখন দুটো জেসন বর্ন পাবে। আর যতোবার তারা মিথ্যে বলেছে ততোবার তাদেরকে গুলি ক'রে মারা হবে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩১

এমারজেন্সি পুলিশ রুমের বাইরে হাসপাতালের করিডোরে ককলিনের সাথে হাভিলান্ডের দেখা হলো।

"বর্ন যোগাযোগ করেছে," বললো হাভিলান্ড।

"চলুন, বাইরে গিয়ে কথা বলি," ককলিন বললো।

"বাইরে যাওয়া যাবে না," জবাব দিলো ডিপ্লোম্যাট। "লিনের অবস্থা এখনও সঙ্গীন, ডাক্তার যখন তখন আমাদের ডাকতে পারে।"

"তাহলে চলুন, ওয়েটিং-রুমে যাই।"

"এমারজেন্সি রুমের ভেতরে আরো পাঁচজন লোক বসে আছে। তাদের সামনে কাথা বলা যাবে না," হাভিলান্ড চাইছে এই করিডোরেই কথা সারতে। করিডোরের ভিরের মধ্যে ককলিন হয়তো বেশি তর্কে যাবে না।

"আপনি আমার কাছ থেকে কি চান?"

"ওয়েবের স্ত্রী। আর আপনি সেটা ভালো করেই জানেন।"

"হ্যা, জানি, বিনিময়ে আপনি কি দেবেন?"

"হায় ঈশ্বর, ওয়েবকে ফিরে চাই। মেরির স্বামীকে। সে যে বেঁচে আছে তা নিজের চোখে দেখতে চাই।"

"তা সম্ভব নয়।"

"তাহলে খুলে বলুন কেন সম্ভব নয়।"

"সে দেখা দেবার আগে তার স্ত্রীর সাথে কথা বলতে চায়। এটাই আমাদের মধ্যে চুক্তি হয়েছিলো।"

"কিন্তু এখনই তো বললেন তার সাথে যোগাযোগ হয়েছে।"

"সে যোগাযোগ করেছে, আমরা করি নি। আর সে হুমকি দিয়েছে ফোন করার তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে যদি তার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শোনা না যায় তাহলে সেই বন্দীকে সে হত্যা করবে। ককলিন, আপনার জন্য সব ভেস্তে যেতে চলেছে!"

"ডেল্টার কেরামতি দেখছি এখনও শেষ হয় নি। সেও পাল্টা চাল ভালোই চেলেছে। কিন্তু আপনারা বুঝলেন কি ক'রে সে-ই ফোনটা করেছিলো?"

"লিন ওকে একটা কোড দিয়েছিলো, যা বললে এক নাম্বার থেকে অন্য নাম্বারে লাইন ট্রান্সফার হয়। শুধু ওরই সেটা জানার কথা। আমরা অবশ্য জেনে গেছি সে কোথায় আছে। ইতিমধ্যে ওখানে লোক পাঠিয়েছি তার ওপর নজর রাখার জন্য। কিন্তু বর্নের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলে ওদের কপালে দুঃখ আছে।"

"ওর কল ট্রেস্ করেছেন? ও এতোক্ষণ কথা বলে আপনাদের ট্রেস্ করার সুযোগ ক'রে দিলো?"

"ও মারাত্মক মানসিক চাপের মধ্যে আছে। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম এই ভুলটা সে করবে।"

"ভুল ওয়েব ক'রে থাকতে পারে, ডেল্টা নয়," বললো ককলিন।

BanglaBook.org

"সে ফোন করতেই থাকবে," বললো হাভিলান্ড। "তার আর কোনো পথ খোলা নেই।"

"হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। শেষ কলটা কখন এসেছিলো?"

"বারো মিনিট আগে," হাভিলান্ড তার ঘড়ি দেখে বললো।

"আর প্রথম কলটা?"

"আধ ঘণ্টা আগে।"

"ম্যাকঅ্যালস্টিরকে ফোন ক'রে দেখুন সে আবার কল করেছে কি না।"

"আপনি কি ধারণা করেছেন?"

"আমি ধারণা করছি আপনারা একটা বড় ভুল করেছেন।"

"কিভাবে?"

"সেটা জানি না, কিন্তু আমি ওকে ভালোভাবে জানি।"

"আমাদের সাথে যোগাযোগ করা ছাড়া সে আর কীইবা করতে পারবে?"

"হত্যা," সহজভাবে বললো ককলিন।

হাভিলান্ড হেটে রিসেপশনিস্টের টেবিলের কাছে গিয়ে একটা ফোন করার জন্য অনুরোধে জানালো। কথা শেষে সে আবার ককলিনের কাছে ফিরে এলো। "ম্যাকঅ্যালিস্টারও আপনার মতোই ভাবছে। বর্নের প্রতি পাঁচ মিনিট পর পর ফোন করা উচিত। কিন্তু করছে না।"

"আমরা শুধু শুধুই বেশি ভয় পাচ্ছি। তার ফোন না করার পেছনে কতো কারণই না থাকতে পারে। ফোন করার জন্য কয়েন ফুরিয়ে যেতে পারে, টয়লেট যাবার প্রয়োজন হতে পারে।"

এমারজেন্সি রুমের দরজা খুলে একজন কৃটিশ ডাক্তার বের হয়ে এলো। "মিঃ অ্যাম্বাসেডর?"

"লিন?"

"সে অসাধারণ একজন মানুষ। তার উপর দিয়ে যা গেছে অন্য কেউ হলে তো এতোক্ষণ টিকতোই না।"

"আমরা তার সাথে দেখা করতে পারি কি?"

"তাতে কোনো লাভ হবে না, কারণ সে এখনও অচেতন। ভালো হয় তাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে দিলে।"

"আপনি তো জানেনই, তার সাথে কথা বলাটা কতো জরুরি।"

"নিশ্চয় জানি, কিন্তু লিনের বিপদ এখনও সম্পূর্ণ কেটে যায় নি। আরো একটা ঘণ্টা পার হতে দিন। আমি আপনাকে আর লিনকে যতোটা সম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করবো। তার অবস্থা একটু স্বাভাবিক হলেই আমি আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাবো। তখন আপনি জিজ্ঞাসাবাদ সেরে নিতে পারবেন।"

"ঠিক আছে, ডাক্তার। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

অপেক্ষার পালা শুরু হলো। এর মধ্যে একটা দ্বি-পক্ষীয় চুক্তিতে উপনীত হলো হাভিলান্ড আর ককলিন। এর পরের বার যখন বর্ন ফোন করবে তখন তাকে বলা

BanglaBook.org

হবে বিশ মিনিটের মধ্যে লাইনটা ঠিক হবে। এই সময়ের মধ্য ককলিন ভিক্টোরিয়া পিক-এ গিয়ে বর্নের কলের জন্য অপেক্ষা করবে। কেউ ডেভিডকে বলবে মেরি এখন মরিস পানোভের সাথে নিরাপদে আছে। অতঃপর বন্দী আর মেরির লেনদেনের স্থানটাও ঠিক করা হবে।

কিন্তু সময়ের কয়টা মিনিট পার হয়ে ঘণ্টায় পৌছালো, একসময় ঘণ্টাও পেরিয়ে গেলো, অথচ বর্নের কাছ থেকে আর কোনো ফোন এলো না। হাভিলান্ড চিন্তিত হয়ে দু'বার হেডকোয়ার্টারে ফোন করলো, জানার জন্য যে, বর্ন আবার যোগাযোগ করেছে কি না। কিন্তু কোনো খবর পাওয়া গেলো না। ওদিকে ডাক্তারও দু'বার এসে জানালো যে, লিনের অবস্থার কোনো উন্নতি হয় নি। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। হঠাৎ এমারজেন্সি রুমের ফোনটা বেজে উঠতেই হাভিলান্ড আর ককলিনের চোখ সেদিকে গেলো। একজন নার্স ফোনটা রিসিভ ক'রে কথা বলতে আরম্ভ করেছে। না, ফোনটা হাভিলান্ডকে করা হয় নি।

কিছুক্ষণ পরে আবার ফোনটা বেজে উঠলে একজন নার্স হাভিলান্ডের দিকে এগিয়ে এলো। "স্যার, কেউ আপনাকে চাইছে। বলছে, আর্জেন্ট।"

হাভিলান্ড সঙ্গে সঙ্গে ফোনটার কাছে ছুটে গেলো।

যা ঘটার তা ঘটে গেছে। ককলিন বিস্মিত হয়ে হাভিলান্ডকে দেখতে লাগলো। সদা কর্তৃত্বপরায়ন আর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী হাভিলান্ডের মুখটা ধীরে ধীরে চুপ্‌সে যাচ্ছে; লোকটার ভুরু কুঁচকে মুখটা হা হয়ে আছে। অ্যালেক্সের দিকে ফিরে কিছু বললেও তার কণ্ঠস্বর ঠিকমতো শোনাই যাচ্ছে না। প্রচণ্ড আতঙ্কে তার গলা দিয়ে শব্দই বেরোচ্ছে না।

"বর্ন সেখানে নেই। নেই সেই নকল গুপ্তঘাতকও। দু'জন অফিসারকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে। তারা গুরুতর আহত।" হাভিলান্ড আবার ফোনের দিকে মনোযোগ ফেরালো। গভীরভাবে সব কথা শুনে গেলো সে। তারপর ককলিনকে বলার জন্য ফিরে তাকালো। "হায় হায়!" হাভিলান্ড আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

ককলিন গেলো কোথায়!

ডেভিড ওয়েবের আর কোনো অস্তিত্ব নেই, এখন শুধু জেসন বর্ন আছে। তার মস্তিষ্কে এখন কেবল একটাই শব্দ ঘুরপাক খাচ্ছে, হত্যা, হত্যা আর হত্যা। তার মধ্যে আর কোনো মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট নেই, আছে শুধু পশুত্ব।

তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। এখন প্রতিশোধের পালা। ওদের সবাইকে না মারা পর্যন্ত বর্ন থামবে না। ইয়াউ-মা-টি'র রাস্তা দিয়ে সে তার বন্দিকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে। তার যা যা দরকার তা সে দ্বিগুণ দাম দিয়ে কিনে নিচ্ছে। পুরো এলাকায় তার আতঙ্কের কথা ছড়িয়ে পড়লো—একজন পাষণ্ড বিদেশী, আর তার বন্দীর কথা। সে নির্দ্বিধায় মানুষ হত্যা করে। কথাটা ছড়ানোর পর যেমন কিছু দরজা বর্নের জন্য বন্ধ হয় গেলো, তেমনি

BanglaBook.org

মাদক, বেশ্যা আর অস্ত্রের দোকানের দরজাগুলো তার জন্য খুলেও গেলো। সে যা চায় তা তাকে দিয়ে দাও। সে চড়া দাম দেয়। এটাই তো যথেষ্ট। অস্ত্র দিয়ে সে কি করবে সেটা তার ব্যাপার। আমরা শুধু টাকা পেলেই খুশি।

মধ্যরাতের মধ্যে ডেল্টা তার মনের মতো সব মারণাস্ত্র যোগাড় ক'রে ফেললো। ইকো কোথায়? ইকো আমার সৌভাগ্য বয়ে এনেছিলো! ইকো আর নেই! ওই পাগল কসাইটা ওকে মেরে ফেলেছে।

ইকো!

মেরি!

আমি ওদেরকে নির্মমভাবে মারবো। ওরা তোমাদের সাথে যা করেছে তার শাস্তি ওদেরকে দেবো। মঙ্গককে টাকা দেখিয়ে সে একটা ট্যাক্সি থামিয়ে ড্রাইভারকে বললো বাইরে বের হতে।

"জ্বি, স্যার? আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি? ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বললো ড্রাইভার।

"তোমার গাড়ির দাম কতো?" বললো ডেল্টা।

"আমি আপনার কথা বুঝলাম না।"

"কতো নেবে? কতো টাকা? এই গাড়িটার জন্যে!"

"ইউফেঙ্গ কুয়াঙ্গল।"

"*বুল,*" চিৎকার করলো বর্ন। "কাল সকালে তুমি বলতে পারবে এটা চুরি হয়েছিলো, পুলিশ পরে এটা খুঁজে বের করবে।"

"এটাই আমার রুজি-রোজগারের একমাত্র পথ। তোমার মাথা বিগড়ে গেছে।"

"এক হাজার আমেরিকান ডলার দেবো, চলবে?"

"*আইয়া*, তাহলে গাড়িটা তোমার।"

"*কুইয়াইর,*" লোকটাকে জল্‌দি করতে বললো জেসন। "আর এই লোকটাকে ঢুকাতে সাহায্য করো। সে মানসিকভাবে অসুস্থ। সবসময় হাত বাঁধা রাখতে হয় যাতে নিজের শরীরে আঘাত না করতে পারে।"

গাড়িতে ঢুকেই ডেল্টা কমান্ডোর হাটু, হাতের কনুই আর চোখ বেঁধে ফেললো। গুপ্তঘাতক মোটেও উচ্চাবাচ্য করলো না। কারণ আসল বর্নের মধ্যে সে একটা আকস্মিক পরিবর্তন দেখতে পেয়েছে। এই বর্নকে তার আরো নির্মম, আরো হিংস্র ব'লে মনে হচ্ছে।

কাউলুন থেকে হংকংয়ে যেতে যেতে ডেল্টা তার আক্রমণের পরিকল্পনা আটঁতে লাগলো। নিজেকে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে কল্পনা করে তা থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজতে লাগলো সে। পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে গেলো তার। মেডুসাতে থাকতে টাম কুয়ান জঙ্গলেও সে একই কাজ করেছিলো। নিজের পুরনো সব স্মৃতি, সব অভিজ্ঞতাকে একসাথে জড়ো ক'রে সবগুলো থেকে শিক্ষনীয় দিকগুলো নিয়ে পরবর্তী আক্রমণের পরিকল্পনা তৈরি করতে লাগলো সে।

ভিক্টোরিয়া পিক-এর উঁচু পাঁচিলওয়ালা বাড়িইটাকে দেখতে পেলো বর্ন। খুব ধীরে

BanglaBook.org

বাড়িটর সামনে একবার চক্কর মারলো; যেনো কোনো টুরিস্ট এই অচেনা জায়গায় ঠিকানা খুঁজে বেড়াচ্ছে। পাঁচিলের উপরে কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা; লুকানো সার্চ লাইটগুলো বর্নের চোখ এড়ালো না। গেটের পাশের আবছা অন্ধকারে দু'জন মেরিন গার্ড দাঁড়িয়ে আছে। সাধারণ মানুষের চোখে এটাকে একজন ডিপ্লোম্যাট বা অ্যাম্বাসেডরর বাসভবন ব'লেই মনে হবে; কিন্তু তার মতো একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির চোখ ধোঁকা খেলো না। বর্ন জানে দালানের ভেতরে অভিজাত মানুষগুলোকে রক্ষার জন্য গার্ডদের অস্ত্র সবসময় প্রস্তুত থাকে। তাই সেও ব্যাগ ভর্তি ক'রে তাদের জন্য কিছু উপহার নিয়ে এসেছে।

বর্ন গাড়িটা একটু সামনে নিয়ে গিয়ে রাস্তার ওপরপাশে থামালো। এটা লুকানোর কোনো দরকার নেই; কারণ সে আর ফিরে আসছে না। তার আর ফিরে আসার কোনো ইচ্ছেও নেই। মেরি চলে গেছে, সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। তার যতোগুলো জীবন ছিলো সব শেষ হয়ে গেছে। ডেভিড ওয়েব। ডেল্টা। জেসন বর্ন। ওরা সবাই এখন অতীত। সে এখন শুধুই শান্তি চায়। চিরনিদ্রায় গিয়ে শান্তিতে ঘুমোতে চায়। কিন্তু তার আগে শেষ কাজটা তাকে করতে হবে। তাকে সবগুলো শত্রু মারতে হবে। তার শত্রু, মেরির শত্রু; এরা আসলে সব মানুষের শত্রু। পর্দার আড়ালে থাকা নামহীন-পরিচয়হীন চরিত্র, যারা সাধারণ মানুষকে নিজেদের খেয়ালখুশিমতো পরিচালিত করে, তাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে।

জেসন গাড়ি থেকে বের হয়ে ট্যাক্সির পেছনের দরজাটা খুলে ছুরি দিয়ে কমান্ডোর হাটু আর কনুঁইয়ের বাঁধন কেটে দিলেও শুধু মুখের বাধনটা রাখলো। বন্দীর কাঁধ ধরে টানতে যেতেই মোক্ষম একটা আঘাতের শিকার হলো সে! কমান্ডো তার ডান হাটু দিয়ে বর্নের বাম কিডনিতে সজোরে আঘাত করে তার বাঁধা দু'হাত দিয়েই ঘুষি মারলো বর্নের গলায়। প্রচণ্ড ব্যথ্যায় একটু ঝুঁকতেই কমান্ডো তার অপর হাঁটু দিয় বর্নের পাঁজরে সজোরে আঘাত করলো। মাটিতে পড়ে গেলো জেসন। কমান্ডো গাড়ি থেকে হুমড়ি খেয়ে রাস্তায় নেমেই দৌড়াতে শুরু করলো।

না! এটা হতে পারে না। ওকে আমার দরকার! ওর অস্ত্র চালনার দক্ষতা আমার প্রয়োজন। এটা আমার পরিকল্পনারই একটা অংশ। বুকের পাঁজরে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে বর্ন উঠে দাঁড়িয়ে গুপ্তঘাতকের পেছনে ছুটতে শুরু করলো। দ্রুত না ধরতে পারলে কমান্ডো অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। ডেল্টা আরো জোরে দৌড়াতে শুরু করলো, নিজের ব্যথার কথা ভুলে গেছে সে, তার সম্পূর্ণ মনোযোগ এখন গুপ্তঘাতকের উপর। দ্রুত, আরো দ্রুত! হঠাৎ রাস্তার সামনে ঢাল থকে হেড লাইটের আলো আবির্ভূত হলো। একটা গাড়ি ছুটে আসছে, যার হেডলাইটের আলোয় কমান্ডোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এই আলো থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য কমান্ডো মূল রাস্তা থেকে পাশের ঘাসগুলোতে সরে এলেও বর্ন রাস্তা দিয়েই দৌড়াতে লাগলো, তার সাথে কমান্ডোর দূরত্ব দ্রুত কমে আসছে, এখন গতিপথ বদলানো হবে বোকামি। গুপ্তঘাতকের হাত বাঁধা, সে জেসনের মতো দ্রুত ছুটতে পারছে না, হঠাৎ ঘাসের মধ্যে একটা এবড়ো-খেবড়ো জায়গায় সে হোঁচট খেয়ে

BanglaBook.org

পড়ে গেলো। হাটুতে ভর দিয়ে দ্রুত উঠে দাঁড়িয়েই আবার ছুটতে আরম্ভ করলো সে। কিন্তু ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ডেল্টা তার কনুই দিয়ে কমান্ডোর মেরুদণ্ডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে দু'জনেই একসাথে পড়ে গেলো। তীব্র ব্যথায় কমান্ডো কঁকিয়ে উঠলে কমান্ডোর পেটে হাটু দিয় জোরে আঘাত করলো জেসন।

"আমার কথা কানে ভালো ক'রে ঢোকাও," জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে বললো বর্ন, তার মুখ দিয়ে ঘাম ঝরে পড়ছে। "তুমি বাঁচো বা মরো তাতে আমার আর কিছু আসে যায় না। আর কয়েক মিনিট পরে আমার কাছে তোমার আর কোনো মূল্যই থাকবে না। কিন্তু ততোক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার পরিকল্পনারই একটা অংশ। তাই এরপরের বার কোনো রকম ঘাউরামি করলে সোজা গুলি ক'রে তোমার চান্দি উড়িয়ে দেবো। আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি, এরকম সুযোগ তুমি কাউকে কখনও দাও নি! এখন উঠে পড়ো! যেমনটা বলছি ঠিক তেমনি করবে, নইলে..."

তারা দু'জন আবার গাড়িটার কাছে ফিরে এলো। ব্যাগ থেকে একটা অস্ত্র বের করলো ডেল্টা। "তুমি জিনান এয়ারপোর্টে আমার কাছে একটা অস্ত্র আর একটা ছুরি চেয়েছিলে, মনে আছে?" গুপ্তঘাতক তার মাথা দুলিয়ে জবাব দিলো, তার মুখ এখনও বাঁধা। "এটা তোমার," শান্তভাবে বললো জেসন! "ওই পাঁচিলটার ওদিকে গেলে তুমি আমার সামনে সামনে হাটতে থাকবে, তখনই আমি তোমার হাতে এই অস্ত্রটা তুলে দেবো।" গুপ্তঘাতক অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। "ওহ্, আমি বলতে ভুলে গেছি। তোমার চোখ তো তখন বাধা ছিলো। ওই বাড়িটা একটা গোপন হেডকোয়ার্টার। আমরা ওর ভেতরে ঢুকছি। যাকে যাকে সামনে পাবো আমি সামলে নেবো। আর তুমি? তোমার এটাতে নয় রাউন্ড গুলি আছে। সাথে একটা বোনাসও পাবে। একটা বোমা।" মঙ্গকক থেকে কেনা একটা প্লাস্টিক বোমা বর্ন ব্যাগ থেকে বের ক'রে দেখালো। "আমি যতোদূর জানি, তুমি ওই দেয়াল টপকে এদিকে পালাতে পারবে না। ওরা তোমাকে আস্ত রাখবে না। তোমার একমাত্র পথ হবে লড়াই করা। পারলে সবাইকে শেষ ক'রে গেট দিয়ে পালিয়ে যেয়ো। বোমার টাইমার কমপক্ষে দশ সেকেন্ড দেয়া যাবে। তুমি যেভাবে খুশি এটা ব্যবহার করতে পারো। তাতে আমার কোনো সমস্যা নেই। বুঝেছো?"

গুপ্তঘাতক তার বাধা হাত তুলে তার মুখের বাঁধনের দিকে ইঙ্গিত করলো। সে চাইছে তার বাঁধন খুলে দেয়া হোক।

"এখন না! যখন আমি প্রস্তুত হবো, তোমার হাতের বাঁধন কেটে দেবো," জবাব দিলো জেসন। "কিন্তু মুখের বাঁধন সাথে সাথে খুলতে পারবো না। যদি আমি বলার আগেই সেটা খোলার চেষ্টা করো তাহলে তুমি তোমার সুযোগ হারাবে।" গুপ্তঘাতক বর্নের দিকে তাকিয়ে তার মাথা দোলালো। বর্ন আর তার বন্দি ভিক্টোরিয়া পিক-এর সেই বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলো এবার।

ককলিন দ্রুত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রেলিং ধরে হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো। বাইরে বেরিয়েই ট্যাক্সি খুঁজতে লাগলো সে। একটা ট্যাক্সিও দেখা যাচ্ছে না।

BanglaBook.org

পাশেই ইউনিফর্ম পড়া একজন নার্স দাঁড়িয়ে ম্যাগাজিন পড়ছে আর কিছুক্ষণ পরপরই পার্কিংলটের দিকে তাকাচ্ছে।

"এক্সকিউজ মি, মিস্," দম নিতে নিতে বললো অ্যালেক্স ককলিন। "আপনি কি ইংরেজি বলতে পারেন?"

"একটু একটু," বললো মহিলাটি। ককলিনের খোঁড়া পায়ের দিকে তার নজর পড়রো। ককলিন এখনও হাঁপাচ্ছে। "আপনার কি কোনো সমস্যা হয়েছে?"

"অনেক সমস্যা। আমার একটা ট্যাক্সি দরকার। আমাকে এখনই একজনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে, কিন্তু সেটা ফোনে করা সম্ভব নয়।"

"আপনি ডেস্কে গিয়ে বলুন। তারা অবশ্যই ফোন ক'রে আপনার জন্য একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবে। তারা আমার জন্য প্রতি রাতেই ডেকে দেয়।"

"আপনি সেটার জন্যেই অপেক্ষা করছেন...?"

"এই তো, এসে গেছে," পার্কিংলট থেকে আসা হেডলাইটের দিকে তাকিয়ে বললো মহিলা।

"মিস্," আর্তনাদ ক'রে উঠলো ককলিন। "এটা খুবই আর্জেন্ট! জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার। আমি সময়মতো না পৌছালে হয়তো একজন মারা যেতে পারে। প্লিজ, আমি কি—"

"বিয়ে সোওজি?" ককলিনকে শান্ত হতে বললো নার্স। "আপনার আর্জেন্ট সমস্যা, আমার কোনো সমস্যাই নেই। আপনি আমার ট্যাক্সিটা নিয়ে যান। আমি আরেকটা পাঠাতে বলছি।"

"ধন্যাবদ!" ট্যাক্সিটা তাদর সামনে এসে থামলে বললো ককলিন। "ধন্যবাদ!" ট্যাক্সির দরজাটা খুলে আবারো বললো ককলিন। মহিলা মাথা দুলিয়ে তার দিকে শান্তভাবে হাসলো কেবল। ককলিনি ভেতরে বসতেই গাড়ির আয়না দিয়ে দেখতে লাগলো নার্সটি আবার হাসপাতালের দিকে ফিরে যাচ্ছে। লিনের দু'জন লোক বাইরে আসার সময় নার্সটির সাথে তাদের একজনের ধাক্কা লাগলে তারা নার্সকে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলো। "জলদি," ড্রাইভারকে বললো অ্যালেক্স। গাড়িটা দ্রুত ছুটতে শুরু করলো।

ককলিন সদা ব্যস্ত, আলো ঝলমলে আর রমরমা বাণিজ্যিক এলাকা গোল্ডেন মাইলে ঢুকেই ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লো। দ্রুত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে নাথান রোড থেকে পৌছে গেলো পূর্বদিকের রাস্তার ডান পাশে। কোথায় ওরা? কোথায় পানোভ? কোথায় মেরি? অ্যালেক্স স্যালিসব্যারি রোডের দিকে হাঁটতে শুরু করলো এবার।

ওই তো ওরা! ফুটপাতের একটা জমজমাট দোকানোর ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। "এদিকে। আসো!" মেরির কাঁধে হাত রেখে বললো ককলিন।

"অ্যালেক্স!" আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লো মেরি।

"তুমি ঠিক আছো তো?" জিজ্ঞেস করলো পানোভ।

"না," বললো ককলিন। "আমাদের কেউই ঠিক নেই।"

BanglaBook.org

"ডেভিড! ওর কিছু হয়েছে, তাই না!" মেরি ককলিনের বাহু টেনে ধরলো।

"এখনও কিছুই হয় নি। জল্‌দি করো। আমাদেরকে এখান থেকে পালাতে হবে।"

"ওরা তোমাকে ফলো করেছে?" মেরি ভিমড়ি খেলো। তার চোখে আতঙ্ক।

"না, কিন্তু ওরা যখন তখন এখানে পৌছে যেতে পারে," বললো ককলিন। "জল্‌দি হোটেল পেনিনসুলার সামনে চলো, আমি ওখানে একটা ট্যাক্সি ঠিক ক'রে রাখতে বলেছিলাম।"

তারা ট্যাক্সিতে উঠে পড়লো। মেরি আর অ্যালেক্সের মাঝে বসলো পানোভ। ড্রাইভার জানে তাকে কোথায় যেতে হবে।

"ডেভিডের কি হয়েছে?" আবার প্রশ্ন করলো মেরি।

"সে ফিরে এসেছে। সে এখন হংকংয়েই আছে।"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"

"এখনও আশা হারানোর সময় হয় নি!" বললো অ্যালেক্স।

"তার মানে?" তীক্ষ্ণভাবে প্রশ্ন করলো পানোভ।

"একটা গণ্ডগোল হয়েছে। অপারেশনটা ওদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।"

"হেয়ালি না করে একটু খুলে বলবে কি?"

"তুমি কি বলতে চাইছো, ডেভিড এমন কিছু করেছে বা করতে যাচ্ছে যা তার করার কথা নয়?" মেরি ককলিনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলো।

"অনেকটা সেরকমই," ককলিন গাড়ির জানালা দিয় হংকংয়ের ভিক্টোরিয়া হার্বারের দিকে তাকালো। "আমি ডেল্টার চালগুলো যতো ভালোভাবে ধরতে পারতাম তা আর কেউ পারতো না। ওর পদক্ষেপগুলো অনেকবারই আমি আগে থেকে অনুমান করতে পেরেছিলাম। তারপর ও যখন বর্ন হয়ে গেলো, তখন আমি ওকে যেভাবে ধাওয়া করতে পারতাম তা আর কেউ পারতো না। কারণ আমি জানতাম ওর কি কি পথ খোলা আছে আর তার থেকে সে কোন্‌টা বেছে নেবে! আমি ওর ভেতরের মানুষটাকে চিনতাম। সেই ডেল্টা আবার ফিরে এসেছে। আর আমি অনুমান করতে পারছি সে কি করতে যাচ্ছে। ঈশ্বর, আমার অনুমান যেনো ভুল হয়।"

বর্নের অস্ত্র গুপ্তঘাতকের কাঁধে তাক্ করা, উচুঁ পাঁচিল থেকে তাদের দূরত্ব মাত্র দশ ফিট।

"সামনের দেয়ালের তুলনায় পাশের দেয়ালগুলো একটু নীচু আমরা সেদিক দিয়েই উঠবো। ওদিকে আলাদা কোনো লাইটের ব্যবস্থা নেই। তাই বেশি সমস্যা হবে না," ডেল্টা তার বন্দির কলার ধরে দেয়ালের দিকে এগোতে এগোতে বললো।

আর মাত্র চার ফিট। ডেল্টা তার পকেট থেকে একটা আঠালো গোলাকার প্লাস্টিকের টুকরা বের ক'রে একটা প্লাস্টিক বোমার গায়ে লাগিয়ে বোমাটা গেটের

BanglaBook.org

কাছে দেয়ালে আঁটকে দিলো। বিস্ফোরণের সময় ঠিক করা হলো সাত মিনিট। সাত মিনিটে সে আর গুপ্তঘাতক দেয়ালের ওপাশে যেতে পারবে, তাছাড়া এই সংখ্যাটাকে সৌভাগ্য মনে করা হয়।

তারা সামনের দেয়াল থেকে কোণার দিকে চলে এলো।

"দাঁড়াও," বললো ডেল্টা। ব্যাগ খুলে কালো রঙের ছোটো একটা বাক্স বের করলো সে। বাক্সটার সাথে পাতলা ৪০ ফুট লম্বা তার জোড়া লাগালো। এটা একটা অ্যামপ্লিফাইড স্পিকার। স্পিকারটি সে দেয়ালের মাথায় বসালো। তারা দেয়ালের যেদিকটার দাঁড়িয়ে আছে সেখানে একটা গাছের ডালপালা দেয়ালটিকে ঘিরে রেখেছে। গোপনে ঢোকার জন্য এটাই আদর্শ জায়গা।

"এখান দিয়ে," ব্যাগ থেকে তার কাটার যন্ত্রটা বের ক'রে বললো ডেল্টা। "আমি এবার তোমার বাধন খুলে দেবো, কিন্তু তার মানে এই না যে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। বুঝেছে?" কমান্ডো মাথা দুলিয়ে হ্যা-বোধক জবাব দিলে ডেল্টা তার দড়ি দিয়ে গুপ্তঘাতকের কব্জির বাঁধন খুলে দিলো। কমান্ডোর দিকে তার কাটার যন্ত্রটা এগিয়ে দিয়ে তার হাটু বাঁকিয়ে দাঁড়ালো সে। "আমার পায়ের উপর দাঁড়িয়ে তার কাটতে শুরু করো। কিন্তু মাতব্বরি করার চেষ্টা করবে না। তোমার কাছে এখনও অস্ত্র দেয়া হয় নি, কিন্তু আমার হাতে অস্ত্র আছে।"

বন্দি তাই করলো যা তাকে করতে বলা হলো।

গুপ্তঘাতকের বাম হাত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তার কেটে চললো। প্রায় পাঁচ ফিটের মতো কাঁটা তার কেটে সরিয়ে ফেলা হলো।

"এবার পাঁচিলের উপর ওঠো," বললো ডেল্টা।

গুপ্তঘাতক উপরে উঠেই তার বাম পা দেয়ালের অপর দিকে ঝুলিয়ে দিলে ডেল্টা কমান্ডোর সেই পা-টা ধরে দেয়ালের উপর উঠে আসলো।

"এতোক্ষণ পর্যন্ত সব ভালোই হয়েছে, মেজর অ্যালকট-প্রাইস," বললো ডেল্টা। তার বাম হাতে একটা ছোটো মাইক্রোফোন আর ডান হাতের অস্ত্রটা কমান্ডোর দিক তাক্ করা।

"আর বেশিক্ষণ নেই! তোমার জায়গায় আমি হলে এই যুদ্ধক্ষেত্র যাচাই করা শুরু ক'রে দিতাম।"

ককলিনের ক্রমাগত অনুরোধে ড্রাইভার তার সর্বোচ্চ গতিতে ভিক্টোরিয়া পিক-এর রাস্তায় ঢুকলো। তারা রাস্তার পাশে দেখতে পেলো একটা জীর্ণ পুরনো ফাঁকা গাড়ি, যা এই অভিজাত এলাকায় বড্ড বেমানান। গাড়িটা দেখে অ্যালেক্স ঢোক গিললো, সে বিপদের গন্ধ পাচ্ছে।

"ওই তো সেই বাড়িটা," উত্তেজনার চেঁচিয়ে উঠলো ককলিন। "ঈশ্বরের দোহাই, আরো জোরে চালাও, জল্দি ওদিকে যাও—"

কথাগুলো সে শেষ করতে পারলো না। তাদের চোখের সামনে কান ফাঁটানো এক বিস্ফোরণের শব্দে পুরো রাস্তাটা কেঁপে উঠলো। কুণ্ডলী পাকানো আগুন যেনো

BanglaBook.org

আকাশ ছুঁয়ে যাচ্ছে, চারদিকে ছিটকে পড়ছে ইস্পাত আর পাথরের টুকরো। দেয়ালটার একটি অংশ ইতিমধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে। তারপর তাদের চোখের সামনেই ইস্পাতের বিশাল গেটটা আস্তে আস্তে মাটিতে আছড়ে পড়লো।

"হায় হায়! আমার অনুমানটাই ঠিক," ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললো অ্যালেকজান্ডার ককলি। "ডেল্টা ফিরে এসেছে। সে মরতে চায়। তাকে আর বাঁচানো যাবে না!"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩২

"এখন না," দেয়ালের ওপর ব'সে মৃদুকণ্ঠে বললো জেসন। "সময় হলে আমিই বলবো।" তার হাতে ছোটো মাইক্রোফোনটি ধরা।

গুপ্তঘাতক ক্ষোভে গড়গড় করছে। তার মস্তিষ্ক এখন সম্পূর্ণ সজাগ। বর্নের আচরণে সে পাগল হয়ে যাচ্ছে। শুধু ডেল্টার হাতে বন্দুকটার ভয়েই এখনও চুপ ক'রে আছে। সে বাঁচতে চায়, তার জন্য যে কাউকেই মারতে প্রস্তুত। কিন্তু ডেল্টা তাকে কোনো হাতিয়ার দিচ্ছে না। এখন না দিলে আর কখন দেবে! ডেল্টা বাড়িটার বাগানের সামনে সদ্য বিস্ফোরণের কারণে ছড়িয়ে পড়া আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে। সেখান থেকে ভেসে আসছে আতঙ্কিত মানুষগুলোর চিৎকার চেঁচামেচি আর ছুটোছুটির শব্দ।

বর্ন তার হাতের মাইক্রোফোনটা মুখের সামনে ধরলো। তার কথাগুলো স্পিকারের মাধ্যমে কাঁপিয়ে তুললো পুরো বাগানটি। তার শান্ত আর কঠোর কণ্ঠস্বর বিস্ফোরণের আবহাওয়া সাথে বেশ মানিয়ে গেলো।

"শোনো মেরিন সেনারা। নিজের জান বাঁচাও, আর এসব থেকে দূরে থাকো। এটা তোমাদের লড়াই না। ওই লোকগুলোর জন্য জীবন দিও না যারা তোমাদেরকে এখানে এনেছে। ওরা ভণ্ড। ওরা তোমাদেরকে ব্যবহার করছে, যেমনটা আমাকে করেছে। এ লড়াইয়ের সাথে দেশের সম্মান রক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই, দেশের কোনো স্বার্থ জড়িত নেই। তোমাদেরকে এখানে আনা হয়েছে শুধুমাত্র কতোগুলো খুনিকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য। তোমাদের সাথে আমার একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে ওরা আমাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার ক'রে ফেলেছে, আর এখন যখন আমি ওদের ব্যাপারে বড্ড বেশি জেনে ফেলেছি, ওরা আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে। এই প্রতারকগুলোর জন্য নিজেদের জীবন দিও না। আমি কথা দিচ্ছি তোমরা আমার দিকে গুলি না করলে আমিও তোমাদের দিকে গুলি ছুড়বো না। কিন্তু এরপরও যদি তোমরা আমার কথা না শোনো তাহলে আমার আর কোনো পথ খোলা থাকবে না। তাছাড়া আমার সাথে এখানে আরো একজন এসেছে, সে শান্তি চুক্তিতে ততোটা আগ্রহী নয়—"

শব্দের উৎসের দিকে লক্ষ্য ক'রে মেরি সেনারা এলোপাতাড়ি গুলি চালালে স্পিকারটা সেসব গুলির একটার আঘাতেই বিস্ফোরিত হয়ে দেয়াল থেকে পড়ে গেলো। ডেল্টা এর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতই ছিলো, সে জানতো এমনই কিছু একটা ঘটবে। তার ব্যাগ থেকে ১৫ ইঞ্চি লম্বা, ক্যানিস্টারের তৈরি একটা টিয়ার গ্যাস বের করলো সে। পঞ্চাশ গজ দূরত্বের মধ্য যে কোনো কাঁচ ভেঙে ঢোকার ক্ষমতা আছে এটির; ডেল্টা ট্রিগারটা টেনে সেটা ছুঁড়ে মারলে প্রায় একশো ফিট দূরের একট জানালা ভেঙে টিয়ার-গ্যাসটি বাড়ির ভেতরের ঢুকে পড়লো। খুব দ্রুত ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লো সেই ঘরের ভেতরে। সে দেখতে পেলো কিভাবে লোকগুলো ঘর থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ বাগানে সাদা ফ্লাডলাইটের আলো জ্বলে উঠলো। ডেল্টা

BanglaBook.org

জানতো তার বলা কথাগুলো ওদের মনে কোনো দাগই ফেলতে পারে নি। ভেতরের ওই ক্ষমতাসীন লোকগুলোর আদেশ ওরা অন্ধভাবে পালন করবে। অপর দিকে সে এই অল্পবয়সী প্রতিভাবান ছেলেগুলোর জীবন নিতে চাইছে না। সে কেবল দালানের ভেতরে লুকিয়ে থাকা ক্ষমতাসীন পাষণ্ডগুলোর জীবন নিতে চাচ্ছে।

"লাফাও!" ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো ডেল্টা, গুপ্তঘাতকে ঠেলা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলো সে। প্রায় একই সঙ্গে নিজেও নীচে নেমে এলো। তারা দু'জনেই কয়েকটা বোগেনভিলিয়া গাছের নীচে হাটু গেঁড়ে আড়াল নিলো।

"এই তোমার অস্ত্র, মেজর," বললো অরজিনাল জেসন বর্ন, "আর মরে রেখো, আমারটা তোমার দিকেই তাক্ করা থাকবে। আমি না বলা পর্যন্ত তুমি ওদের দিকে গুলি ছুড়বে না!"

গুপ্তঘাতক অস্ত্রটি হাতে নিয়েই তার মুখের বাধন খুলে ফেললো। "তোমার বালের লেকচারে কোনো কাজ হলো না, তাই না?"

"আমি জানতাম কিছু হবে না। প্রথম থেকেই ওদের হাতে তোমাকে তুলে দিলে ওরা আমাকেও মেরে ফেলতো। ওরা আমার স্ত্রীকেও মেরে ফেলেছে। কারণ সেও বড্ড বেশি জেনে ফেলেছিলো। এখন আমি আর কিছুই পরোয়া করি না। তুমি তোমার অজান্তেই একটা হিংস্র চক্রের সাথে জড়িয়ে পড়েছো, মেজর। যারা এই পুরো সুদূর প্রাচ্য লণ্ডভণ্ড করতে যাচ্ছে। আর তাই এই লোকগুলো তোমাকে ধরতে চায়। এসবে আমার আর কোনো আগ্রহ নেই। তুমি তোমার হিংস্র খেলা শুরু করো। আমি শুধু ওই বাড়িটার ভেতরে ঢুকতে চাই।"

একটা মেরিন স্কোয়াড রাইফেল হাতে দেয়ালের পাশে অবস্থান নিলো, তারা গুলি ছোড়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ডেল্টা তার ব্যাগ থেকে দ্বিতীয় প্লাস্টিক বোমাটা বের করে দশ সেকেন্ড সময় সেট ক'রে গার্ডদের থেকে যতোটা দূরে সম্ভব বাগানের দিকে ছুড়ে মারলো।

"এগিয়ে যাও," সে কমান্ডোকে আদেশ করলো। "তুমি আগে আগে যাবে! এই পথ ধরে। বাড়িটার দিকে!"

"আমাকে ওরকম একটা দাও! ওই প্লাস্টিক বোমাগুলোর একটা!"

"না, তা সম্ভব না।"

"হায় জিশু, তুমি কিন্তু কথা দিয়েছিলে আমাকেও একটা দেবে!"

"আমি আমার মত বদলেছি।"

"কেন! তোমার এতে কি এসে যায়?"

"অনেক কিছুই এসে যায়, মেজর। আমি আগে জানতাম না এখানে এতোগুলো বাচ্চা ছেলে থাকবে। এরকম একটা বোমা দিয়ে তুমি ওরকম দশটা ছেলেকে সাহজেই উড়িয়ে দিতে পারবে। যা আমি করতে দিতে পারি না।"

"এখন বোগচোদের মতো ধর্মবাণী আওড়াবার সময় নয়!"

"আমি জানি আমি কাদেরকে চাই আর কাদেরকে চাই না। আমার লক্ষ্য বাড়িটার ভেতরে লুকিয়ে থাকা লোকগুলো, এইসব বাচ্চা ছেলেগুলো আমার লক্ষ্য

BanglaBook.org

নয়।"

গার্ডগুলোর প্রায় চল্লিশ গজ পেছনে বোমাটি বিস্ফোরিত হলে গাছ-পালা, ঝোপঝাড়, ফুলের বাগান সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলো।

"এগোও!" ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো ডেল্টা। "বাড়িটা আরো ষাট ফিট দূরে।" হঠাৎ মেরিনগুলো তাদের পেছন থেকে রাইফেল দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে লাগলো। "এরা ছেলেমানুষ! ভয়ে অন্ধের মতো গুলি ছুড়ছে। এরা এও জানে না তাদের টার্গেট কোথায় লুকিয়ে আছে।"

আরেক দল মেরিন সেই বিশেষ বাড়িটা ঘিরে ফেলে বাড়িটার সামনে তারা হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। নিশ্চয় কোনো অভিজ্ঞ অফিসার এদের পরিচালনা করছে। ভেতরের কাপুরুষগুলো তাদের আত্মরক্ষার জন্য সেরা দলটিকেই পাঠিয়েছে। বেশ! ডেল্টা আবার তার ব্যাগ ঘেঁটে দুটো ম্যানুয়াল বোমা বের করলো। এগুলো অনেকটা গ্রেনেডের মতো। কিছুক্ষণ পর আবার একটি বিস্ফোরণ ঘটলো বাড়িটার একটু পাশেই। বর্ন গুপ্তঘাতককে একসারি গোলাপের বাগানের পেছনে ঠেলে দিয়ে ব্যাগ থেকে আরেকটা বোমা বের ক'রে নিলো। বাড়িটার প্রধান দরজার থেকে প্রায় তিরিশ ফিট দূরে বোমাটা ছুড়ে মারলো সে। গার্ডগুলো রাইফেল দিয়ে গুলি ছুড়েই চলেছে তবে গুলি ছোড়ার মাত্রা আগের চাইতে কমে এসেছে। তারা এখনও ধরতে পারছে না আক্রমণকারীর সঠিক অবস্থান কোথায়। কয়েক সেকেন্ড পর বিস্ফোরণটা ঘটলে বাড়িটার একদিকের দেয়াল ধসে বেডরুমটা দৃশ্যমান হয়ে গেলো।

ক্ষোভে তারা বাগানের পেছন দিকে নির্বিচারে গুলি ছুড়তে লাগলো। ডেল্টা দেখতে পেলো দু'জন অফিসার এগিয়ে আসছে। প্রথম জন সামনের দিকে নজর রাখছে, আর দ্বিতীয়জন তাকে পেছন থেকে কভার দিচ্ছে। বর্ন তার ব্যাগ থেকে আরেকটা বোমা বের করলো। অফিসার দু'জন তার ডান দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ডেল্টা তাদের কাছের দেয়াল লক্ষ্য ক'রে বোমাটি ছুড়ে মারলে চতুর্থ বিস্ফোরণটা হলো। দেয়ালের বেশ খানিকটা ধসে গেলে গার্ডদের মনোযোগ সেখানে চলে গেলো। বর্ন এই সুযোগে কমান্ডোকে ঠেলতে ঠেলতে আরো বাম দিকের ঝোঁপের পেছে লুকিয়ে পড়লো। তার অস্ত্র এখনও কমান্ডোর ঘাড়ে তাক্ করা। বর্ন তার পরিকল্পনার শেষধাপের দিকে এসে পড়েছে। ব্যাগ থেকে একটা টিয়ার-গ্যাস বের করলো সে।

এদিকে ঘোরো," বললো ডেল্টা। গুপ্তঘাতক সাথে সাথে তার দিকে ঘুরলো। "এটা তুমি এক হাতেই ধরে রাখতে পারবে," ক্যানিসটারের টিয়ার-গ্যাসটা কমান্ডোর হাতে দিয়ে বললো সে। "যখন আমি বলবো তখন বাড়িটার দরজার সামনে দাঁড়ানো গার্ডগুলোর দিকে এটা ছুড়ে মারবে। এই গ্যাসর কারণে ওরা কিছুই দেখতে পাবে না, গুলিও করতে পারবে না। তাই খামোখা ওদের দিকে গুলি নষ্ট কোরো না, কারণ তোমাকে খুব বেশি গুলি দেয়াও হয় নি।"

গুপ্তঘাতক কোনো জবাব দিলো না। জবাবের পরিবর্তে সে তার অস্ত্রটি তুলে ধরে বর্নের মাথার দিকে তাক্ করলো। "আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম আমি

BanglaBook.org

গুলি খেয়ে মরতে রাজি আছি। আর অনেক বছর আগেই জেনে গিয়েছিলাম এই গুলি খেয়েই একদিন আমাকে মরতে হবে। কিন্তু তোমাকে যদি ওই বাড়ির ভেতরে ঢোকার সুযোগ না দেই, তাহলে কেমন হবে?" হঠাৎ মেরিনদের চেঁচামেচি আর রাইফেলের গুলির শব্দ আবার বেড়ে গেলো। একজন মেরিন ধসে যাওয়া দেয়ালটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ডেল্টা সর্তকভাবে অপেক্ষা করতে লাগলো। অপেক্ষা করতে লাগলো কমান্ডোর একটা ক্ষুদ্র ভুলের জন্য। যে ভুলকে কাজে লাগিয়ে সে পরিস্থিতি আবার নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবে। কিন্তু সেই সুযোগটা আর এলো না। জেসনের চোখের দিকে তাকিয়ে কমান্ডো শান্ত কণ্ঠে কথা বলে চললো। "কেমন লাগছে মিঃ অরিজিনাল? ওই বেকুবগুলোর হাতে মরার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই। ওদের জন্য তোমার মায়া-দয়া থাকতে পারে, কিন্তু আমার নেই। তোমার ব্যগ থেকে বোমাগুলো বের করো, ডেল্টা! এখন তো আমি ডেল্টার সাথেই কথা বলছি, তাই না?"

"ব্যাগটা ফাঁকা, কোনো বোমা নেই," বর্ন তার অটোমেটিকটা লোড করলো।

গুপ্তঘাতক তার অস্ত্রটা বর্নের দিকে তাক্ ক'রে রেখেই ব্যাগটার দিকে হাত বাড়ালো। "চেক্ ক'রে দেখতে দোষ কোথায়?" কমান্ডো হাত দিয়ে ব্যাগটা ঘাটতে লাগলো, তার চোখ এখনও বর্নের দিকে স্থির হয়ে আছে।

"হুমম, আরো দু'তিনটি বোমা আর একটি শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্র আছে ব'লে মনে হচ্ছে। আমার ধারণা ঠিক হলে এটা দিয়ে কমপক্ষে পঞ্চাশ রাউন্ড গুলি ছোড়া যাবে।"

"চল্লিশ রাউন্ড," যোগ করলো বর্ন।

"এটাই যথেষ্ট। এই ছোট্ট অস্ত্রটাই আমাকে এখান থেকে পালাতে সাহায্য করবে। ওটা আমাকে বের ক'রে দাও। না হলে আমাদের মধ্যে একজন এখানেই মরবে। বের করো, এখনই!"

ঠিক তখনই ধসে যাওয়া পাঁচিলটির দিকে আরেকটি বিস্ফোরণ ঘটলো। এবারেরটা ঘটালো মেরিন সেনারা। বিস্ফোরণের তীব্র আলোকচ্ছটার কারণে দুই গুপ্তঘাতক এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করতে বাধ্য হলো। এটাই যথেষ্ট। বর্ন এক হাত দিয়ে কমান্ডোর অস্ত্রটা বাড়ি মেরে সরিয়ে দিয়ে অন্য হাতের অটোমেটিকটা দিয়ে তার কপালে আঘাত করলো।

"কুত্তার বাচ্চা!" আর্তনাদ ক'রে উঠলো কমান্ডো।

"তোর কি আমার হাতে মরার শখ হয়েছে, মেজর? যাক, এবার দেখাচ্ছি ব্যাগের ভেতরে আসলে কি কি জিনিস আছে!" বর্ন তার ব্যাগটা উল্টো ক'রে ধরতেই দুটো বোমা আর একটি ম্যাক-১০ মেশিন পিস্তল বেরোলো। কমান্ডোর ধারণাই ঠিক। ব্যাগের ভেতরে পিস্তলটার চারটা ক্লিপ আছে, যা দিয় প্রায় চল্লিশ রাউন্ড গুলি ছোড়া সম্ভব। ডেল্টা ম্যাক-১০-এ একটা ক্লিক্ ভরলো, আর বাকি তিনটা ক্লিক্ গুঁজে নিলো তার বেল্টে। এরপর তার নজর পড়লো বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়ানো গার্ডগুলোর ওপর। গ্যাস বোমাটি তাদের দিকে লক্ষ্য ক'রে ছুড়ে

BanglaBook.org

মারলো সে। বিস্ফোরণটা ঘটার সাথে সাথেই ধোয়ায় ভরে উঠলো দরজার চারদিক। কিসের পাহারা, কিসের পজিশন! গার্ডগুলো হাত দিয়ে তাদের নাক-মুখ চেপে ধরে কাশতে কাশতে দরজা থেকে দূরে সরে গেলো।

ডেল্টা জানে আরেকটা বোমা কোথায় ব্যবহার করতে হবে। হেডকোর্য়াটারটির দরজার কাছে বোমাটি বিস্ফোরিত হলে পুরো বাড়িটা কাঁপিয়ে সামনের দিকের দেয়ালটা ধসে গেলো। একে তো গ্যাসের জ্বালা, তার উপর এই আকস্মিক বিস্ফোরণে মেরিন সেনারা বাড়ি থেকে অনেক দূরে সরে গেলো। ডেল্টা জানে এই বিস্ফোরণের আগুন গ্যাস-বোমার গ্যাসগুলো সব শুষে নেবে, আর সেই সঙ্গে তার ভেতরে ঢোকার পথও সুগম ক'রে দেবে।

হাটুর উপর ভর দিয়ে বসলো ডেল্টা। তার হাতে মেশিন পিস্তল। মেরিন সেনারা একেবারেই বিভ্রান্ত। গণ্ডগোল আর হৈচৈ এখন তুঙ্গে। বর্ন গুপ্তঘাতককেও উঠে বসার আদেশ দিলো।

"এটাই শেষ!" শেষ বোমাটার টাইমার সেট ক'রে বললো। "কিন্তু এটা আমাদের দু'জনের স্বার্থে ব্যবহার করবো। তিরিশ সেকেন্ড, মেজর অ্যালকট-প্রাইস।"

বর্ন বোমাটি দূরের পাঁচিলের দিকে ছুড়ে দিলো। "আমার অস্ত্র! ঈশ্বরের দোহাই, আমার অস্ত্রটা আমাকে দাও! এটা মাটিতে, আমার পায়ের কাছে পড়ে আছে।"

জেসনের ধাক্কায় অস্ত্রটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিলো, কমান্ডো নিজে থেকে উঠানোর সাহস পায় নি। এবার গুপ্তঘাতক ওটার দিকে হাত বাড়াতেই ডেল্টা নিষেধ করলো। "এখন না, আমি যখন বলবো তখন! এখন বাড়াবাড়ি করলে আমি আর তোমাকে মারবো না। বরং ওদের হাতে জ্যান্ত ধরিয়ে দেবো। তারপর হংকং গ্যারিসন তোমাকে রেললাইনের ওপর দড়ি দিয়ে ঝুলিয় দেবে।"

গুপ্তঘাতক আতঙ্কিত চোখে তাকালো। "তুমি মিথ্যুক! তুমি এতোক্ষণ মিথ্যে বলে এসেছো!"

"লাগাতার। তোমার ধরতে এতো সময় লাগলো?"

"তুমি বলেছিলে—"

"আমার ভালোই মনে আছে আমি কি বলেছিলাম। তুমি আরো অবাক হবে যখন জানবে তোমার অস্ত্রটাতে ন'টার বদলে মাত্র তিনটা গুলি আছে!"

"কি?"

"তুমি আমার প্ল্যানেরই একটা অংশ, মেজর। আমি যখন তোমাকে ছেড়ে দেবো, তখন তোমার শুধু দুটো পথ খোলা থাকবে। হয় গেট দিয়ে না হয় ধসে যাওয়া পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যাওয়া। ওরা তোমাকে থামানোর চেষ্টা করবে, তুমিও গুলি ছুড়তে বাধ্য হবে। স্বাভাবিকভাবেই ওদের সবার মনোযোগ তোমার ওপর থাকবে। সেই সুযোগে আমি বাড়িটার ভেতরে ঢুকে যাবো।"

"মাদারচোদ!"

BanglaBook.org

"তোমার আচরণে সত্যিই খুব আহত হলাম, মেজর। কিন্তু তাতে আর কিছু যায় আসে না। আমি শুধু বাড়িটার ভেতরে ঢুকতে চাই—"

শেষ বিস্ফোরণটা পাঁচিলের আরেকটা অংশ উড়িয়ে দিলো। সাথে সাথে উপড়ে পড়লো পাশের একটা গাছ।

"চমৎকার," দু'পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অস্ফুটস্বরে বললো ডেল্টা।

"আমাকে অস্ত্রটা দাও! জল্‌দি!"

জেসন বর্নের দেহ অবশ হয়ে এলো। গুপ্তঘাতকের গলায় লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিলো সে; তার মনোযোগ অন্য দিকে আঁটকে আছে—একজন লোক ধসে যাওয়া, জ্বলতে থাকা গেটের দিক থেকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ভেতরে ঢুকছে। লোকটার নাকে রুমাল চাপা দেয়া, কিন্তু তার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটার ভাব থেকে তাকে চিনতে একটুও সমস্যা হলো না। লোকটা যতোটা সম্ভব কাছে এসে মেরিন গার্ডগুদের উদ্দেশ্যে চেঁচাতে লাগলো। তাদেরকে গুলি ছোড়া থামাতে অনুরোধ করছে সে। লোকটার মুখ এখনও রুমাল দিয়ে ঢাকা; কিন্তু ডেল্টা এই মুখটা চেনে। এটা তার শত্রুর মুখ। এই মুখ সে আগেও দেখেছে! প্যারিসে এই লোকটা আগেও তাকে শেষ করার চেষ্টা করেছিলো, এখানেও শেষ করতে চাইছে!

অ্যালেক্সান্ডার ককলিন তাকে মারতে এসেছে!

"ডেভিড! আমি অ্যালেক্স! তুমি যা করছো থামাও! আমরা সবাই এসেছি, ডেভিড! আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি!"

"তুমি আমাকে শেষ করতে এসেছো! তুমি আমাকে শেষ করতে এসেছো! তুমি আমাকে প্যারিসেও মারতে চেয়েছিলে, নিউইর্য়কেও মারার চেষ্টা করেছো! ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ান। সব কি ভুলে গেছো...হারামজাদা!"

"তুমি ভুল করছো! তুমি এখন ডেল্টা হয়ে গেছো! ওরা যেমনটা চাইছিলো তাই হয়ে গেছো! আমি পুরো গল্পটা জানি, ডেভিড! মেরি জানে, মো পানোভও জানে! আমরা একসাথেই এখানে এসেছি, ডেভিড! মেরি সম্পূর্ণ সুস্থ আছে।"

"মিথ্যা! সব তোমাদের চাল! তোমরা ওকে মেরে ফেলেছো!"

"সে মরে নি, ডেভিড। সে বেঁচে আছে! আমি তাকে তোমার কাছে নিয়ে আসতে পারি। এখনই!"

"আবারো মিথ্যে!" ডেল্টা হাটুতে ভড় দিয়ে ব'সে পড়ে গ্লাক-১০-এর ট্রিগার জ্বলতে থাকা গেটটার দিকে গুলি চালালো, কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে তার একটা গুলিও লোকটার গায়ে লাগলো না।

"তুমি আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এখান থেকে বের করার চেষ্টা করছো। যাতে আমাকে সহজে মারতে পারো। কিন্তু সে সুযোগ তোমাকে দেবো না। আমি ভেতরে যাচ্ছি! আমি আসল লোকটিকে চাই। পর্দার আড়ালে থেকে যে তোমাদের নির্দেশনা দিয়ে আসছে, তাকে চাই! আমি জানি ওরা ভেতরে আছে!" চিৎকার ক'রে বললো বর্ন। সে গুপ্তঘাতককে মাটি থেকে টেনে তুলে তার হাতে অস্ত্র ধরিয়ে দিলো। "তোমরা জেসন বর্ন চাইছিলে! এই নাও তোমাদের বর্ন! কমান্ডোকে ধাক্কা মেরে

BanglaBook.org

সামনে ঠেলে দিলো বর্ন। গুপ্তঘাতক সারি সারি ফুলের বাগানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে একটা পাথর বিছানো পথে এসে দাঁড়ালো। উত্তর আর দক্ষিণ দিকে মেরিন সেনারা ঘাপটি মেরে আছে, এদিক দিয়ে বের হওয়া মানে তাদের ঠিক মাঝখানে গিয়ে পড়া। ফাঁদে পড়া!

"আমার আর সময় নেই, ককলিন!" চেঁচিয়ে উঠলো বন্। সে কেন এই বিশ্বাসঘাতককে এখন বরদাস্ত করছে! অস্ত্রের ট্রিগার চেপে ট্রেডস্টোন ফাইলের এই শেষ সদস্যটিকে ঝাঁঝরা ক'রে দাও! মেরে ফেলো তাকে। মেরে ফেলো! সে কেন তাকে মারতে পারছে না!

গুপ্তঘাতক ফুলের বাগানের ভেতর থেকে বর্নের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো; হাত দিয়ে তার মেশিন পিস্তলটি বাড়ি মেরে সরিয়ে দিয়ে নিজের অস্ত্রটি দিয়ে গুলি ছুড়লো বর্নের দিকে। গুলিটা আল্‌তোভাবে ছুঁয়ে গেলো বর্নের কপাল। কমান্ডোর অস্ত্রটা বর্ন খপ্ ক'রে ধরে ফেললে আরম্ভ হয়ে গেলো ধস্তাধস্তি। কিন্তু অকেজো ডান হাতটা দিয়ে কমান্ডো ডেল্টার সামনে বেশিক্ষণ টিকতে পারলো না। নকল বর্ন ছিটকে মাটিতে পড়ে গেলো, তার চোখ ছলছল করছে, সে জানে সে হেরে গেছে।

"ডেভিড! ঈশ্বরের দোহাই, আমার কথা শোনো! তোমাকে—"

"এখানে কোনো ডেভিড নেই!" চিৎকার ক'রে উঠলো জেসন, সে হাঁটু দিয়ে গুপ্তঘাতককে চাপা দিয়ে রেখেছে। "আমার নাম বর্ন, ভুলে গেছো?" বর্ন আবারো গুপ্তঘাতককে মাটি থেকে তুলে ধরলো।

"গুলি করো না! অস্ত্র সামলে রাখো!" তিনজন মেরিন সেনাকে উদ্দেশ্য ক'রে গর্জন ক'রে উঠলো ককলিন, তারা ধীরে ধীরে বর্নের দিকে এগোচ্ছিলো। ঠিক তখনই বিকট সাইরেন বাজাতে বাজাতে হংকং পুলিশের কয়েকটা গাড়ি ধসে যাওয়া গেটটির বাইরে এসে থামলো!

"এই নাও! এই তোমাদের ট্রফি!" কমান্ডোকে ধাক্কা মেরে ফ্লাড-লাইটের আলোর দিকে ঠেলে দিয়ে বললো বর্ন।

কমান্ডোকে দেখতে পেয়েই এক মেরিন সেনা আচম্‌কা রাইফেল দিয়ে গুলি ক'রে বসলো।

"না! থামো! ওকে না! ঈশ্বরের দোহাই, ওকে মেরো না!" চিৎকার ক'রে উঠলো ককলিন।

"ওকে না? শুধু আমাকে! কুত্তার বাচ্চা! এবার তুই মর, মেরি আর ইকোর আত্মার শান্তির জন্য!"

সে আবার মেশিনগান দিয়ে গুলি ছুড়লো, কিন্তু এবারো একটা গুলিও লক্ষ্যভেদ করলো না। আর সময় নেই! তাকে এখনই বাড়িটার ভেতরে ঢুকতে হবে! জল্‌দি!

"ডেভিড?" একটা নারী কণ্ঠস্বর আতর্নাদ ক'রে উঠলো।

একজন মহিলা!

"ডেভিড, ডেভিড, ভেডিড!" স্কার্ট পরা এক মহিলা দৌড়ে ককলিনের পেছন

BanglaBook.org

থেকে বেরিয়ে আসলো। সে আলেক্সান্ডার ককলিনকে পাশে সরিয়ে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো।

"ডেভিড, আমি এসে গেছি! দেখো, আমি সম্পূর্ণ ঠিক আছি! সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে, ডার্লিং!"

আরেকটা চাল, আরেকটা মিথ্যা। বয়স্ক পাকা চুলওয়ালা মহিলাকে ওরা মেরি সাজিয়ে পাঠিয়েছে।

"আমার সামনে থেকে সরে যান, ম্যাডাম। না হলে আপনিও মরবেন। আপনি আরেকটা চাল, ওদের বানানো আরেকটা মিথ্যা!"

"ডেভিড, তুমি আমাকে চিনতে পারছো না! আমার কণ্ঠস্বর শুনেও বুঝতে পারছো না—"

"আমি ভালোই চিনতে পেরেছি! এটা আরেকটা ফাঁদ!"

"না, ডেভিড!"

"আমি আগেই বলেছি আমার নাম ডেভিড না!"

"না," চিৎকার করলো মেরি; দৌড়ে কয়েকজন মেরিন সেনার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে। এই মেরিনগুলো মাটিতে হামাগুঁড়ি দিয়ে বর্নের কাছে যাচ্ছে, গুলি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। "থামো তোমরা! আর কতো জ্বালাবে ওকে?"

"আপনি কি চান আমরা চুপচাপ ব'সে ব'সে দেখি আর ওই হারামজাদা সন্ত্রাসী আমাদের বোমা মেরে উড়িয়ে দিক?" প্রতিবাদ ক'রে উঠলো এক তরুণ মেরিন।

"তোমরা ওকে যা ভাবছো ও সেরকম কিছু নয়। ওর আজকের এই অবস্থার জন্য এই বাড়িটার ভেতরের লোকগুলোই দায়ি! তোমরা গুলি না ছুড়লে সেও গুলি ছুড়বে না!"

"সে ইতিমধ্যে বেশ ক'বার গুলি ছুড়েছে," গর্জে উঠলো আরেক মেরিন গার্ড।

"কিন্তু তারপরও তোমরা দিব্যি সুস্থ আছো," জবাব দিলো ককলিন। "তার মতো অস্ত্র চালনার দক্ষতা তোমাদের কারোর নেই, এ গ্যারান্টিটুকু আমি দিতে পারি!"

"আমার কারোর দরকার নেই!" চেঁচিয়ে উঠলো বর্ন, আবারো লক্ষ্যহীনভাবে গুলিবর্ষণ করলো সে।

হঠাৎ গুপ্তঘাতক দু'পায়ে ভর দিয়ে উঠে বসে ঝুঁকে নীচু হয়ে সামনে এগিয়ে সবচেয়ে কাছের মেরিন গার্ডটিকে জাপটে ধরলো। গার্ডটি গ্যাস বোমের জ্বালায় কাঁদছে। কমান্ডো তাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে তার রাইফেলটা কেড়ে নিয়ে তার পাশের গার্ডকে গুলি করলো। গুপ্তঘাতক ঘুরে তাকাতেই দেখতে পেলো বর্নের মতোই মেশিন পিস্তল হাতে ধরা এক মেরিন সেনা তার সামনে। সে তার কাঁধে গুলি করলে মেরিন গার্ডটির হাত থেকে অস্ত্রটি পড়ে যেতেই কমান্ডো সেটা লুফে নিলো। কেবল আধ সেকেন্ডের জন্য থেমে মেশিন পিস্তলটা বাম হাতে নিয়ে তার পালাবার পথটা যাচাই ক'রে দেখলো কমান্ডো। ডেল্টাও সব দেখছে, সে জানে কমান্ডোর পরবর্তী পদক্ষেপ কি! তার পরিকল্পনা সফল হতে চলছে এবার!

BanglaBook.org

গুপ্তঘাতক ডেল্টার পরিকল্পনা মতোই কাজ করলো। সে সামনের পাঁচিলের দিকে পজিশন নেয়া তরুণ গার্ডগুলোকে লক্ষ্য ক'রে একের পর এক গুলি ছুড়তে ছুড়তে দৌড়ে এগোতে লাগলো আর বারবার তার দিকে ছুটে আসা গুলিগুলোকে এড়িয়ে যেতে লাগলো পাশ কাটিয়ে।

"ওকে থামাও!" খোঁড়াতে খোঁড়াতে তার পাশের গার্ডগুলোর দিকে এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করলো ককলিন। "ভুল করেও ওকে মেরো না!"

"ধ্যাত্তারিকা!" বাম দিকের দেয়ালের কাছে দাঁড়ানো কোনো মেরিনের মুখ থেকে অস্ফুট একটা বিরক্তিকর ভাব বেরোলো।

গুপ্তঘাতক লাফিয়ে মাটিতে হামাগুঁড়ি দিয়ে সামনের দিকে ছুটে যাচ্ছে আর ক্রমাগত গুলি বর্ষণ হচ্ছে তার অস্ত্র থেকে। তার গুলিতে একটার পর একটা মেরিন সেনা ঝরে যাচ্ছে। এভাবে কমান্ডো তার গন্তব্যের খুব কাছে পৌঁছে গেলো! আর কিছুটা সামনে যেতে পারলেই ফ্লাড-লাইটের আলোর বাইরে চলে যাবে সে। ওই অন্ধকারই তার পালানোর পথ সুগম ক'রে দেবে!

"মাদারচোদ!" এক তরুণ, অপরিণত কণ্ঠস্বর চিৎকার ক'রে উঠলো। "তুই আমার দোস্তকে মেরেছিস! তুই ওর মাথা উড়িয়ে দিয়েছিস! এবার তুই মরবিরে হরামজাদা!" তরুণ কৃষ্ণাঙ্গ মেরিনটি কমান্ডোকে ধাওয়া করতে গেলে কমান্ডো আচম্‌কা ঘুরে মেরিনটির কাঁধে একটা গুলি করলো। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেলো মেরিনটি। কিন্তু মাটিতে হামাগুঁড়ি দিয়েই কমান্ডোর দিকে পরপর চারটা গুলি ছুড়তে সক্ষম হলো সে।

আর তার পরপরই বিকট একটা আর্তনাদ শোনা গেলো। মৃত্যুর আর্তনাদ। নকল বর্ন পাথরের হেলে পড়লো টুকরোগুলোর ওপরে। সাবেক রয়্যাল কমান্ডো, মেজর অ্যালকট-প্রাইসের জীবনাবসান ঘটলো।

বর্নও তার গন্তব্যের দিকে এগোতে শুরু করেছে। তার অস্ত্র প্রস্তুত। মেরি তার দিকে দৌড়ে এগিয়ে এলো এমন সময়। তাদের দু'জনের মাঝে এখন মাত্র কয়েক ফিটের দূরত্ব।

"ডেভিড, এটা কোরো না!"

"আমি ডেভিড নই, ম্যাডাম। আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াও।"

"ঠিক আছে, তুমি ডেভিড নও!" স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে বললো মেরি। "তুমি জেসন বর্ন। তুমি ডেল্টা! তুমি যা খুশি তাই হতে পারো, কিন্তু ভুলে যেও না তুমি শুধু আমার। তুমি আমার স্বামী!"

গার্ডগুলোর কাছে এই তথ্যটা আকস্মিক বাজ পড়ার মতোই মনে হলো। হতভম্ব অফিসারগুলোর হাত কিছুটা নেমে এলো। এই নতুন তথ্য তাদেরকে গুলি ছোড়া থেকে বিরত রাখলো বলা চলে।

"আমি তোমাকে চিনি না!"

"তুমি আমার কণ্ঠস্বর চেনো। তুমি আমাকে চেনো, জেসন!"

"এটা আরেকটা চাল! তুমি একটা ভাড়াটে অভিনেত্রী! ভণ্ড! মিথ্যুক!"

BanglaBook.org

"আমি জানি আমার চেহারা কিছুটা অন্যরকম লাগছে। কিন্তু এর জন্য তুমিই দায়ি, জেসন বর্ন!"

"আমার পথ থেকে সরে যাও, না হলে পস্তাতে হবে!"

"এসব তো তুমিই আমাকে প্যারিসে শিখিয়েছিলে! রুই দ্য রিভোয়াঁ'র হোটেল মরিসে। মনে পড়ছে? আমার ছবি সব পত্রিকায় এসেছিলো। তুমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলে। বলেছিলে পালিয়ে যেতে...একটা ট্যাক্সি ধরতে! মনে আছে ঐ ট্যাক্সিটার কথা? মতঁপারোয়াঁ'তে যাওয়ার পথে! তুমিই আমকে বলেছিলে 'হেয়ার কাটটা বদলাও,' বলেছিলে 'ক্লিপ দিয়ে আঁটকো ফেলো।' তুমি বলেছিলে আইব্রু পেন্সিল ব্যবহার করতে, ভুরু দুটো মোটা ক'রে নিতে। এগুলো তোমারই কথা জেসন। আমরা তখন জীবন বাঁচানোর জন্য পালাচ্ছিলাম। আমার ছবি ইউরোপের সব পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিলো। তুমি চাইছিলে আমার চেহারা বদলে ফেলতে। তুমিই তোমার স্ত্রীকে, তোমার ভালোবাসাকে এসব শিখিয়েছিলে। আমি শুধু সেসবেরই পুণরাবৃত্তি করেছি, জেসন!"

"আ-আ!" ডেল্টা আতর্নাদ ক'রে উঠলো, পুরনো স্মৃতিগুলো তার সামনে ভেসে উঠতে লাগলো।

"তোমার মনে পড়ছে!" চেঁচিয়ে বললো ডেভিডের স্ত্রী।

"এটা একটা চাল! তোমরা কেমিক্যাল ব্যবহার ক'রে মেরির কাছ থেকে সব তথ্য বের ক'রে নিয়েছো। ওরা আমাকে থামানোর জন্য তোমাকে এই তথ্যগুলো দিয়েছে!"

"ওরা আমাকে কিছুই দেয় নি। ওদের কাছে আমার চাওয়ারও কিছু নেই। আমি শুধু তোমাকে চাই। আমার স্বামীকে চাই!"

"তুমি মিথ্যে বলছো! ওরা মেরিকে মেরে ফেলেছে!" ডেল্টা বন্দুকের ট্রিগার চাপলে একঝাঁক গুলি মেরির পায়ের চারদিকের মাটিতে আছড়ে পড়তেই মেরিনরা সাথে সাথে আবার তাদের রাইফেল উঁচু তুলে ধরলো।

"এরকম কোরো না!" গার্ডদের দিকে মাথা ঘুরিয়ে বললো মেরি, অনেকটা আদেশের সুরেই।

"ঠিক আছে, জেসন। তুমিই যদি আমাকে না চেনো, তাহলে আমার আর বেঁচে থেকে লাভ নেই। আমি আর বাঁচতে চাই না। আমি জানি তুমি কি করতে চাইছো। তুমি নিজেকে শেষ ক'রে ফেলতে চাইছো! কারণ তোমরাই একটা অংশ ভাবছে আমি মরে গিয়েছি। আর আমাকে ছাড়া তুমি বাঁচতে চাও না।" মেরি আরো কয়েক পা এগিয়ে এসে স্থিরভাবে দাঁড়ালো তার সামনে।

ডেল্টা তার অস্ত্র স্কার্ট পরা, পাকাচুলওয়ালা মহিলাটির দিকে তাক্ করলো। তার আঙুল ট্রিগারে চাপ দিতে যাবে এমন সময় হঠাৎ করেই তার হাত কাঁপতে শুরু করলো। প্রথমে মৃদু কাঁপুনি, তারপর বেশ জোরে জোরে। ডেল্টা গোঙানির মতো শব্দ ক'রে উঠলে মেরি তার দিকে এগিয়ে গেলো। গেট দিয়ে একটা লোক জোর জবরদস্তি ক'রে ঢোকার চেষ্টা করছে, কিন্তু গার্ডগুলো তাকে ঢুকতে দিচ্ছে না।

BanglaBook.org

"আরে, আমাকে ঢুকতে দাও! আমি একজন ডাক্তার! আমি ওই লোকটার ডাক্তার!" বলছে মো পানোভ, ঠেলাঠেলি ক'রে ভেতরে ঢুকতে চাইছে সে। তারপর ছুটে এসে বর্নের থেকে প্রায় বিশ ফিট দূরে দাঁড়ালো ডাক্তার মো পানোভ। মেরি আস্তে আস্তে ক'রে জেসনের দিকে এগোতে লাগলো।

"উঁহু," শব্দটা পানোভের মুখ থেকে বের হলে মেরি থেমে তার দিকে তাকালো। "ওকেই বরং তোমার কাছে আসতে দাও!"

"আমার ওর কাছে যাওয়া দরকার!

"ওভাবে না। ওকে সময় দাও। ও নিজে থেকেই তোমাকে চিনে নেবে। ও নিজে থেকেই সত্যটা বুঝতে পারবে!"

ফ্লাড-লাইটের আলা আর বিস্ফোরণের কারণে লাগা আগুনের মাঝে তারা কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করলো। মাথা তুলে তাকালো ডেভিড, তার চোখ দিয়ে গলগল ক'রে অশ্রু ঝরে পড়ছে। ধীরে ধীরে তার পায়ে ভয় দিয়ে উঠে দাঁড়ালো বাচ্চাছেলের মতো কাঁদতে কাঁদতে স্ত্রীর কাছে ছুটে গেলো সে। তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো ডেভিড ওয়েব।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৩

তারা এখন হেডকোর্য়াটারের কমিউনিকেশন সেন্টারের ভেতরে; এই খেলার মূল খেলোয়াড়গুলো বাদে বাকি প্রায় সবাইকে বিদায় ক'রে দেয়া হয়েছে। এই একটি মাত্র রুম বাদে বাকি পুরো বাড়িটাতে হংকং ফায়ারবৃগেড তাদের অভিযান চালাচ্ছে। যেখানে যেখানে আগুন লেগেছিলো তা নেভাচ্ছে। বাইরের বাগানে হংকং পুলিশ রাস্তায় জড়ো হওয়া প্রতিবেশীদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করছে এখন।

"আমাদের সাথে এসব কে করেছে?" প্রায় ফিস্‌ফিস্ ক'রে প্রশ্ন করলো ডেভিড ওয়েব।

"আমি করেছি," টেবিলে অপরপ্রান্ত থেকে জবাব দিলো হ্যাভলান্ড। "আর এর জন্য আমার মধ্যে কোনো অনুশোচনাও নেই, আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলেও একই কাজ করতো!" কথাটা ডেভিডের চোখের দিকে তাকিয়েই বললো হাভিলান্ড।

"খুলে বলুন," একঘেয়েমি ভাব এনে বললো ডেভিড।

"একটা বড় সংকট দেখা দিয়েছে," বললো ডিপ্লোম্যাট।

"একদম গোড়া থেকে খুলে বলুন," হাভিলান্ডের কথার মাঝখানে বলে উঠলো ককলিন। হাভিলান্ডের মুখোমুখি ব'সে আছে সে। ওয়েব আর মেরি হাভিলান্ডের বাম দিকে, মরিস পানোভ এবং ম্যাকঅ্যালিস্টার ব'সে আছে ডান দিকে। "কোনো কিছু যেনো বাদ না পড়ে," যোগ করলো ককলিন।

"কোনো কিছু বাদ দেয়ার ইচ্ছে আমারও নেই," বললো অ্যাম্বাসেডর, তার চোখ ডেভিডের ওপর স্থির। "যে সংকটের কথা বলছি সেটা সত্যি, আরেকটি মহাবিপর্যয় আসন্ন। মুষ্টিমেয় কিছু লোক এক বর্বর লোকের দ্বারা চালিত হয়ে পিকিংয়ের বর্তমান গভর্নমেন্টকে নিয়ন্ত্রণে নিতে চাইছে। এই ষড়যন্ত্র সফল হলে হংকং এবং পুরো চায়না ধ্বংস হয়ে যাবে..."

নীরবতা। ডেভিডের চোখ হাভিলান্ডের উপর আঁটকে আছে।

"কুয়োমিংটাংয়ের উগ্রবাদী," শান্তভাবে বললো ডেভি। "চীনের সাথে চীনের লড়াই! গত চল্লিশ বছর ধরেই তো পাষণ্ডগুলো একই শ্লোগান দিয়ে আসছে।"

"তখনও এটা শুধু শ্লোগানই ছিলো, মিঃ ওয়েব। কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিলো না, কোনো পদক্ষেপও ছিলো না।" হাভিল্যান্ড হাত দুটো টেবিলের উপর রেখে দীর্ঘঃশ্বাস ফেলে বললো। "কিন্তু এখন তাদের একটা পরিকল্পনা আছে। আর ওদের পরিকল্পনাটা এতোটাই সুনির্দিষ্ট এবং সুনিয়ন্ত্রিত যে, ওরা বিশ্বাসই করে না সেটা ব্যর্থ হতে পারে। কিন্তু এটা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আর যখন তা হবে তখন সূদুর প্রাচ্যের সাথে সাথে সমগ্র বিশ্বে অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হবে। এমন অস্থতিশীলতা যা থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ হয়তো আমাদের থাকবে না।"

"আপনার কথায় নতুন কোনো তথ্য নেই। এগুলো আমি নিজের চোখেই দেখেছি। তার লোকেরা সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু তারা উগ্র জঙ্গীর মতোই উন্মাদ। আর তাদের নেতা স্বয়ং একজন

BanglaBook.org

কসাই। তাকে রাষ্ট্রনায়ক ব'লে মনে হয় না। তাকে এতো গুরুত্ব দেয়ার কোনো প্রয়োজন আমি দেখি না।"

"হিটলার এসেছিলো উনিশশো তেত্রিশে," বলে চললো হাভিল্যান্ড। তারপর এলো খোমেনি। তাদেরকে দেখেও প্রথম প্রথম কেউই এতো গুরুত্ব দেয় নি। হতে পারে তাদের পেছনে কেউ ছিলো; আসল কোনো লিডার! আপনাকে আমি এতোটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি যে, লোকটা একজন দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক আর তাকে সবাই যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়।"

"আমি নিজের চোখে দেখেছি, নিজের কানে শুনেছি...আপনাদের আর আমাকে দরকার পড়বে না। তাদের দলটাতে ফাটল ধরান, সেন্ট্রাল কমিটিতে তার পরিকল্পনা ফাঁস ক'রে দিন, তাইওয়ানকে বলুন তাদেরকে উৎখাত করতে—তারা অবশ্যই করবে! সময় বদলে গেছে। এখন সবাই যুদ্ধবিগ্রহ এড়িয়ে যেতে চায়।"

হাভিলান্ড ওয়েবকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলো। ওয়েব এ ব্যাপারে অনেক দূর জেনেছে আর নিজের মনমতোই উপসংহার টানছে। কিন্তু সে এই জটিল হংকং ষড়যন্ত্রের গভীরতা অনুধাবন করতে পারছে না। "এসবের জন্য অনেক দেরি হয়ে গেছে। চায়নার গভর্নমেন্টের সর্বোচ্চ স্থানগুলোতে বিশ্বাসঘাতকেরা জায়গা ক'রে নিয়েছে, তারাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে এখন। আর কেউ আমাদের কথা এখন বিশ্বাসও করবে না। সেটাই স্বাভাবিক। যদি আমাদেরকে বলা হতো জেনারেল মটরস্, আই.বি.এম আর নিউইয়র্কের স্টক এক্সচেঞ্জও কয়েকজন বেঈমান আমেরিকানরা চালাচ্ছে তাহলে আমরাও সেটা বিশ্বাস করতাম না।"

"ওদের হিসেব নির্ভুল," এবার ম্যাকঅ্যালিস্টার মুখ খুললো, সে ডান হাত দিয়ে তার কপালটা মেসেজ করছে। "তাদের মূল লক্ষ্য হংকং, ওরা হংকংকে ব্যবহার করবে। আর একজন অ্যানালিস্ট হিসেবে আমি যে বিশ্লেষণ করেছি তা আপনাদের এখন জানার সময় এসেছে। এর পরিণতি—"

"যা বলার সংক্ষেপে বলুন," তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো ওয়েব। "আপনি বড্ড বেশি কথা বলেন আর বারবার কপাল কচলাতে থাকেন। আমি আপনার চোখ দুটো একদম পছন্দ করি না। দেখতে অনেকটা মরা মাছের মতো। মেইন-এও আপনি বেশি বকবক করছিলেন। মিথ্যের পর মিথ্যে বলে যাচ্ছেলেন।"

"ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। আমি জানি আপনি কেন এরকম আচরণ করছেন, মিঃ ওয়েব। কিন্তু আমি একজন সভ্য লোক, মিঃ ওয়েব। আর আমি ভদ্রতায় বিশ্বাসী।"

"আমি আর ওসব ভদ্রতার ধার ধারি না। এখানে কিসের এতো প্যাচাল চলছে তাও বুঝতে পারছি না। কেউ কি আমাকে প্রথম থেকে সবকিছু খুলে বলবে?"

"আমি বলছি," হাভিলান্ড বললো। "পুরো ঘটনাটা শুনলেই বুঝতে পারবেন আপনাকে আমাদের কতো প্রয়োজন। ঘটনাটার শুরু আজ থেকে তিরিশ বছর আগে, যখন এক তুখোড় প্রতিভাবান তরুণকে তাইওয়ান থেকে মূল চায়নায় পাঠানো হয়। সেখানে তাকে নতুন নাম, নতুন পরিচয় আর নতুন পরিবার দেয়া

BanglaBook.org

হয়। পরিকল্পনাটা ছিলো সুদূরপ্রসারী, লক্ষ্য ছিলো ক্ষমতা পূণর্দখলের মাধ্যমে প্রতিশোধ নেয়া...”

ওয়েব তটস্থ হয়ে শেঙ্গ চোউ ইয়াঙ্গের অসামান্য গল্পটি শুনতে লাগলো। প্রতিটি তথ্য, আর প্রতিটি অংশকে সত্য-মিথ্যা বলার মতো সময় বা সুযোগ কোনোটিই এখন নেই। প্রায় সাতাশ মিনিট পর হাভিলান্ডের কথা শেষ হলে সে একটা কালো ফাইল তুলে ধরলো—কভারটা খুলে সত্তর পৃষ্ঠার ফাইলটা সে ডেভিডের দিকে এগিয়ে দিলো।

“আমরা যা জেনেছি, যা বুঝেছি, তার সব কিছুর বিশদ বিবরণ এখানে দেয়া আছে। আপনাকে এতোক্ষণ যা যা বললাম তার একমাত্র প্রমাণ হলো এই ফাইলটা। এই ফাইলটা এই বাড়ির বাইরে কখনও বের হয় নি, আর কখনও হবেও না।” ডিপ্লোম্যাট থামলো, তার চোখ বর্নের ওপর স্থির। “হয়তো আপনার কাছে অনুরোধ করার মতো কোনো অধিকারই আমাদের নেই, তবু করছি। আপনার সাহায্য আমাদের দরকার, মিঃ ওয়েব। আপনি শেঙ্গ চোউ ইয়াঙ্গ সম্পর্কে যা যা জেনেছেন আমাদেরকে খুলে বলুন।”

“যাতে আপনারা কাউকে পাঠিয়ে সহজেই তার খেল খতম করতে পারেন?”

“ইচ্ছেটা সেরকমই। কিন্তু কথাটা আপনি যতো সহজে বললেন কাজটা আসলে ততো সহজ নয়। কাজটা শুধুমাত্র সেরা এবং শ্রেষ্ঠজনই করতে পারবে। শেঙ্গ নিজের জন্য এক অসাধারণ প্রতিরক্ষা গড়ে তুলছে। এমন কিছু করা যাবে না যাতে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগে। পিকিং তাকে একজন দেশভক্ত মহান ব্যক্তি হিসেবে দেখে। তাকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেয়া হচ্ছে।”

“এজন্যেই আপনারা সেই নকল বর্নকে চাইছিলেন। সে-ই শেঙ্গের কাছে যাবার জন্য আপনাদের সংযোগ হিসেবে কাজ করতো,” বললো মেরি।

“আমরা জানতে পারি যে, এই নতুন জেসন বর্ন শেঙ্গের কাছ থেকে কনট্রাক্ট নিয়েছে। যারা যারা শেঙ্গের বিরোধতা করছিলো বা তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছিলো, শেঙ্গ তাদেরকে সরানোর পরিকল্পনা করে। এই নতুন জেসন বর্ন ছিলো শেঙ্গের সকল সমস্যার সমাধান। সবাই জানতো এই ভাড়াটে ঘাতক কোনো পলিটিক্যাল ব্যাপারের সাথে জড়িত না, আর তাই খুনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বের করা সম্ভব হয় নি। কেউ জানতো না খুনগুলো চায়নার সাথে জড়িত।”

“কিন্তু সে পিকিংয়ে গিয়েছিলো,” বললো ওয়েব। “সেটা কিন্তু শেঙ্গের পরিকল্পনার জন্য ক্ষতিকারক হতে পারতো। আমি তাকে ফলো করেছিলাম। যদিও পরে বুঝতে পারি ওটা আমার জন্য একটা ফাঁদ ছিলো...”

“আপনার জন্যে ফাঁদ?” বিস্ময় প্রকাশ করলো হাভিলান্ড। “তারা জানতো আপনি এখানে আছেন?”

“নকল বর্নের সাথে কাই টাক এয়ারপোর্টে সেই বিস্ফোরণের রাতে আমার মুখোমুখি দেখা হয়েছিলো। আমরা দু'জনেই একে অপরকে চিনে ফেলি তখন। না চেনাটাই ছিলো অস্বাভাবিক। তারপরই সে আমার জন্য ফাঁদটা পাতে।”

BanglaBook.org

"তার মানে ওই লোকটা আপনিই ছিলেন, মোসাদ!" বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "আমিও তাই সন্দেহ করেছিলাম। অবশ্য পত্রপত্রিকাগুলো লিখেছিলো কাজটা একজন উগ্রডানপন্থী লোকের, যার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো। সে পুঁজিতন্ত্র থেকে কমিউনিস্টদের বিতারিত করতে চেয়েছিলো।"

"আমার কথা শেঙ্গ তার মাধ্যমেই জানতে পারে। আমি এ শহরে তার জন্য নতুন হুমিক ছিলাম, তাই আমাকে থামানোটা জরুরি হয়ে উঠেছিলো। আমাকে মারার জন্য শেঙ্গ কমান্ডোকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলো সেজন্যে শেঙ্গ নিজে কমান্ডোর সামনে হাজির হয়, তাকে নিজ দলের সদস্যের মতো দেখতে শুরু করে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, শেঙ্গ যদি একজন গোপন ক্লায়েন্টই হয়ে থাকে তাহলে ভাড়াটে খুনির সামনে কেন এলো?"

"এর কারণ শেঙ্গ ধরেই নিয়েছিলো কমান্ডো তার পরিধির বাইরে গিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না," জবাব দিলো হাভিলান্ড। "যখনই শেঙ্গ মনে করতো কমান্ডো খুব বেশি জেনে ফেলেছে, সে তাকেও সরিয়ে ফেলতো। আর তাকে মারাটা খুব একটা কঠিন কাজ হতো না। শেঙ্গ হয়তো তাকে পেমেন্ট বা নতুন কোনো কনট্রাক্ট দেয়ার নাম ক'রে কোথাও ডেকে নিয়ে তার জন্যে একটা মরণফাঁদ পাততো।"

"তার মানে আপনি আমাকে যা যা বলেছিলেন তার আধা সত্যি আর আধা মিথ্যে," ম্যাকঅ্যালিস্টায়ের দিকে তাকিয়ে বললো বর্ন। "হংকংয়ের ধবংস হবার সম্ভাবনা ঠিকই ছিলো, কিন্তু ধ্বংস হবার পেছনে যে কারণটা দেখিয়েছিলেন সেটা ছিলো মিথ্যে।"

"সত্যি কথাগুলো থেকেই দেশের প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধের প্রকাশ পায়। আর মিথ্যাগুলো বলা হয়েছিলো আপনাকে কাজে নেয়ার জন্য," হাভিলান্ড চেয়ারে হেলান দিয়ে বললো।

"বানচোত," শীতলকণ্ঠে বললো ওয়েব।

"মিঃ ওয়েব...মিসেস ওয়েব, আপনাদের একটা প্রশ্ন করি। যদি আমরা আপনাদের কাছে গিয়ে সব কথা সত্যিসত্যি বলতাম তাহলে কি আপনারা আমাদের দলে যোগ দিতেন? আমাদের হয়ে কাজ করতেন? আপনি কি আবার জেসন বর্ন হতে রাজি হতেন?"

কিছুক্ষণ নীরবতা নেমে এলো। সবার দৃষ্টি ডেভিডের ওপর। ডেভিড ফাইলের দিকে তাকিয়ে আছে। "না, হতাম না। কারণ আমি আপনাদের বিশ্বাস করি না।"

"আমরা তা জানতাম," মাথা দুলিয়ে বললো হাভিলান্ড। "কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাকে কাজে নেয়াটা অত্যন্ত জরুরি ছিলো। আপনি যা পারেন তা আর কেউ পারে না। আর এতোদিন আপনি যা করেছেন আর আপনার যা অভিজ্ঞতা, তা থেকেই প্রমাণিত হয় আমাদের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিলো। জানি এর জন্য কয়েকজনকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে, সেসব কষ্ট আমরা উপলব্ধি করি। কিন্তু আমাদের কিছুই করার ছিলো না। পরিস্থিতি আমাদের প্রতিকূলে ছিলো, এখনও প্রতিকূলেই আছে।"

BanglaBook.org

"ঠিক আগের মতোই," বললো বর্ন। "কারণ কমান্ডো মারা গেছে।"

"কমান্ডো?" ম্যাকঅ্যালিস্টার সামনে ঝুঁকে বললো।

"আপনাদের সেই গুপ্তঘাতক। দ্বিতীয় বর্ন। আপনারা আমাদের সাথে যা করেছেন তার সবই বৃথা গেছে।"

"সেটা এখনও বলা যাচ্ছে না," বললো হাভিলান্ড। "পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করছে আপনি আমাদেরকে কি কি তথ্য দিতে পারেন তার ওপর। এখানে যে একজন মারা গেছে, সেটা কাল খবরের কাগজে বের হবে, আমরা তা থামাতে পারবো না, কিন্তু শেঙ্গ জানবে না কে মারা গেছে। কোনো ছবি তুলতে দেয়া হয় নি, কোনো সাংবাদিককে ঢুকতে দেয়া হয় নি। আর যে সব লোক জড়ো হয়েছিলো তাদেরকেও পুলিশ কয়েকশো গজ দূরে আটকে রেখেছিলো। এখন আমরা আমাদের পছন্দমতোই খবরটা ছড়াতে পারবো।"

"যে মারা গেছে তার লাশের কি হবে?" প্রশ্ন করলো পানোভ। "পোস্টমর্টেম করার কিছু নিয়ম আছে—"

"বলা হবে ব্যাপারটা গোপনীয় এবং এম.আই-৬ সেটা করার অনুমোদন দেয় নি," বললো অ্যাম্বাসেডর। "কমান্ডোর ক্ষতবিক্ষত লাশ যারা দেখেছে তাদেরও মনে রাখার কাথা না। আর এই অঞ্চলটা এখনও বৃটিশ আওতাধীন। বাইরে থেকে কেউ বেশি খবরদারি করতে পারবে না।"

"কিন্তু ডেভিড আর মেরি," প্রতিবাদ করলো মো। "তাদেরকে অনেক লোক দেখেছে, তাদের কথা শুনেছে।"

"শুধু কাছে দাঁড়ানো কিছু মেরিন গার্ড তাদেরকে ভালোভাবে দেখেছে, তাদের কথা শুনেছে," বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "এই পুরো সিকিউরিটি টিমটা ইতিমধ্যে হাওয়াই'তে রওনা দিয়ে দিয়েছে। যার মধ্যে দু'জন নিহত এবং সাতজন আহত সেনাও রয়েছে। তারা সবাই বিভ্রান্ত এবং আতঙ্কিত। মেরি আর ডেভিড ওয়েবকে ভালোভাবে দেখেছে এমন কেউ আর এখানে নেই। এখন আমরা যা খুশি তাই বলে চালাতে পারি।"

"যা খুশি তাই বলাটা দেখছি আপনার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে," বললো ওয়েব।

"অ্যাম্বাসেডরের মুখেই তো শুনলেন, আমাদের আর কোনো উপায় ছিলো না," আত্মপক্ষ সমর্থন ক'রে বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"এতে আমি এডওয়ার্ডের কোনো দোষ দেখি না," বললো হাভিলান্ড। "সত্যি কথা বলতে কি, সে প্রথমে এসবের বিরুদ্ধেই ছিলো।"

"ওগুলো টেনে আর লাভ নেই," বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "বাইরে কি বলবো তা আমাদের জল্‌দি ঠিক ক'রে ফেলা উচিত। কনসুলেটে সাংকাদিকেরা ফোন ক'রে খুব জ্বালাচ্ছে—"

"কনুসুলেট?" প্রশ্ন করলো ককলিন।

"এই হেডকোয়ার্টারটি লিজ নেয়া হয়েছে এটা দেখানোর জন্য যেসব অনুমাদন

BanglaBook.org

নেয়ার দরকার ছিলো আমরা তা নিতে পারি নি। যথেষ্ট সময় ছিলো না আমাদের হাতে। বিষয়টা গোপন রাখা হয়েছিলো এবং এ পর্যন্ত তেমন কোনো সমস্যাও দেখা দেয় নি। কিন্তু এখন পুলিশ রিপোর্টি বানানোর সময় লিজি আর মালিকের নাম জানতে চাওয়ায় সমস্যাটা দেখা দিয়েছে। গার্ডেন রোড ব্যাপারটা সামলাচ্ছে তো, এডওর্য়াড?"

"ওদেরকে কোনো সুষ্ঠু নির্দেশনা দেয়া হয় নি। ওরা আমাদের জবাবের জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের উচিত ওদেরকে কি বলবো তা ঠিক ক'রে ফেলা।"

"অবশ্য," বললো হাভিলান্ড। "তোমার মাথায় কি কিছু এসেছে?"

"মিঃ ওয়েবের কথা যা শুনলাম, তা থেকে একটা অস্পষ্ট প্ল্যান মাথায় এসেছে," বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"কোন্ কথার কথা বলছো?" প্রশ্ন করলো ওয়েব।

"আপনি বারবার কমান্ডো শব্দটা ব্যবহার করছিলেন। গুপ্তঘাতক কি আসলেই কোনো কমান্ডো ছিলো?"

"সাবেক কমান্ডো! তার মানসিক সমস্যা ছিলো। বেশ কয়েকজনকে খুন করার জন্য তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিলো ব'লে শুনেছি।"

"তার আসল পরিচয়টা কি জানেন? তার নাম কি?"

ডেভিড কঠোর দৃষ্টিতে ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে তাকালে অ্যালকট-প্রাইসের কথাগুলো তার মনে পড়তে লাগলো...*ধরো যদি আমি মারা যাই, আর আমার গল্পটা প্রচার পায় তাহলে কি হবে ভেবে দেখেছো? কতো অসামাজিক উশৃঙ্খল ছেলেরা এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে, উৎসাহিত হবে, ভেবে দেখেছো? তারা বেঁচে থাকার নতুন নির্দেশনা খুঁজে পাবে। তাদেরই কেউ হয়তো আমার জায়গাটা নিয়ে নেবে, যেমনটা আমি তোমারটা নিয়েছিলাম। এই দুনিয়াটা জেসন বর্নদের দ্বারা পরিপূর্ন। তাদের শুধু পথ দেখাতে হবে, নির্দেশনা দিতে হবে, ব্যস্।*

"না, আমি কখনও বের করতে পারি নি লোকটা আসলে কে ছিলো," শান্তভাবে বললো ওয়েব।

"কিন্তু আপনি তো নিশ্চিত সে একজন কমান্ডো ছিলো।"

"হ্যা।"

"রেঞ্জার নয়, গৃন ব্যারেটও নয়—"

"না।"

"তাহলে ধরে নেয়া যায় সে বৃটিশ ছিলো।"

"হ্যা।"

"বেশ, তাহলে আমরা গল্পটা একেবারে উল্টোদিক থেকে শুরু করবো। সে বৃটিশ ও নয়, তার কোনো মিলিটারি রেকর্ডও নেই।"

"এভাবে শুরু করা যায়, একজন শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান," আন্ডারসেক্রেটারির দিকে তাকিয়ে বললো ককলিন। "একটা ভুয়া নাম আর ভুয়া ইতিহাস দিন। বলুন লোকটার মাথায় সমস্যা ছিলো। এখানকার কারো সাথে তার পুরো হিসাব-নিকাশ

BanglaBook.org

মেটানোর দরকার ছিলো।"

"হ্যা, অনেকটা সেরকম আমিও ভাবছিলাম, কিন্তু পুরোপুরি এরকম না," বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "একজন শ্বেতাঙ্গ অ্যামেরিকান, হ্যা, এটা ঠিক আছে। সে মানসিক ভারসাম্যহীন আর তাই এমন গণহত্যার চেষ্টা চালিয়েছে, হ্যা, এটাতে চলবে। এখানকার একজনের সাথে তার পূর্বশত্রুতা ছিলো, তাই সে প্রতিশোধ নিতে এসেছিলো!"

"কার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে এসেছিলো?" প্রশ্ন করলো ডেভিড।

"আমার বিরুদ্ধে," জবাব দিলো ম্যাকঅ্যালিস্টার, তার চোখ ডেভিডের চোখের ওপরে আঁটকে আছে।

"তার মানে ওই লোকটা আমি," বললো ডেভিড। "ওই মানসিক ভারসাম্যহীন লোকটা আমি।"

"আপনার নাম ব্যবহার করা হবে না," শান্তকণ্ঠে বলো আন্ডারসেক্রেটারি। "আমরা বলতে পারি একজন আমেরিকান প্রবাসী ব্যবসায়ী এই সুদূরর প্রাচ্যে বেশ কয়েক বছর আগে আমেরকান অথোরিটি কর্তৃক নাস্তানাবুদ হয়েছিলো। লোকটা নারকোটিক্স আর স্মাগলিং জাতীয় কাজের সাথে জড়িত থাকার কারণে আমেরিকান অথোরিটি তার পেছনে লেগেছিলো। আমেকিরান অথোরিটি, মানে আমি, হংকং, ম্যাক্যাও, সিঙ্গাপুর, জাপান আর মালয়েশিয়ার পুলিশকে সহায়তা করে তার সকল ব্যবসা বন্ধ করে দেই। ফলে তার মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার গচ্চা যায়। এতো বছর পর, হঠাৎ সে জানতে পারে আমি আবার এখানে ফিরে এসেছি। আমার পোস্টিং ভিক্টোরিয়া পিক-এ। তাই সে তার পুরনো শত্রুকে শেষ করতে এখানে এসেছিলো।" ম্যাকঅ্যালিস্টার ডেভিডের দিকে ঘুরলো। "আপনার হয়তো জানা আছে আমি বেশ কয়েক বছর সত্যি সত্যি এখানে দায়িত্ব পালন করেছি। কিন্তু আপনি হয়তো জানেন না, আমার কাজটা কি ছিলো। আমার মূল কাজ ছিলো এখানকার সুশৃঙ্খল আর সংঘবদ্ধ অপরাধচক্রগুলোকে চিহ্নিত ক'রে নিষ্ক্রিয় করা। নাকোটিক্স, অবৈধ ইমিগ্রেশন, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, স্মাগলিং—এসব নিয়ে যেসব মাফিয়া গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিলো তাদের নিয়েই ছিলো আমার কাজ করবার। তাই যদি আমি বলি আমার জন্য লোকটার অবৈধ ব্যবসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো তাহলে কেউ সন্দেহ করবে না। আর তাছাড়া সে সময় সত্যিই সত্যিই আমি অনেক অবৈধ চাঁদাবাজি বন্ধ করেছিলাম। তার ফলে আমার অনেক শত্রুও তৈরি হয়েছিলো, মিঃ ওয়েব। তাছাড়া আমার নাম ব্যবহার করার আরেকটা লাভ হচ্ছে শেঙ্গ চোউ ইয়াঙ্গ আমার নাম জানে। আমরা একে আরকে চিনিও। তাই সে যখন পেপারে আমার নাম দেখবে তখন এই গল্পটাকে সত্যি ভেবে নেবার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।"

"তাহলে এখানে যে মৃতদেহটা পাওয়া গেছে সেটা আমার," বললো ওয়েব।

"হ্যা, সেটাই বলা হবে," বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমরা জানি না শেঙ্গের হাত কতোটা লম্বা। আমরা জানি না শেঙ্গ কি জানে। আমাদের মূল লক্ষ্য হবে শেঙ্গকে বিশ্বাস করানো যে, এখানে যার লাশ পাওয়া গেছে সেটা

BanglaBook.org

তার গুপ্তঘাতকের নয়।"

"তাহলে শেঙ্গ ভাববে তার গুপ্তঘাতক বেঁচে আছে, আর ওয়েব সেই গুপ্তঘাতক সেজে তাকে ডেকে আনতে পারবে মারার জন্য!" যোগ করলো ককলিন।

"তুমি নিজেকে ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিচ্ছো, এডওয়ার্ড," বললো হাভিলান্ড। "আমি তোমার কাছ থেকে এতোটা আশা করি নি।"

"আমি এটা আমার পদ্ধতিতেই করতে চাই, মিঃ হাভিলান্ড। আমার নামটাই শেঙ্গের সন্দেহ কমাবে। আমার সম্পর্কে সে জানে। বাকি গল্পটা অস্পষ্ট হলেও কোনো সমস্যা হবে না।"

ওয়েব তার সামনে খোলা ফাইলটা দেখতে লাগলো। প্রথম পৃষ্ঠায় একজন লোকের ছবি আর নীচে তার নাম লেখা : শেঙ্গ চোউ ইয়াঙ্গ। এই চেহারাটাই সে পক্ষীশালাতে দেখেছে। এই লোকটাই তলোয়ার হাতে মহিলা আর পুরুষগুলোকে টুকরো টুকরো করছিলো। এই সেই কসাই যে ইকোর জীবন নিয়েছে। ইকো বর্নের জন্য, মেরির জন্য তার জীবন উৎসর্গ করেছে। মারা যাবার আগে সে বর্নকে সিগনাল পাঠিয়েছিলো, এই পাষণ্ড কসাইটাকে যেনো বর্ন শেষ করে দেয়। কিন্তু বর্ন পারে নি ইকোর অনুরোধ রাখতে, পারে নি। ইকোর হয়ে প্রতিশোধ নিতে!

"এই?" ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো জেসন বর্ন, "এই সেই অচেনা তাইপানের ছেলে?"

"হ্যা," বললো হাভিলান্ড।

"আপনার কথা ভুল! আপনি যে বলেছিলেন ইনি তার প্রতিরক্ষা ব্যূহের বাইরে বের হন না, সেটা সম্পূর্ণ ভুল। এই লোকটা দেখা দিয়েছিলেন। আমি একে সামনাসামনি দেখেছি!"

বিস্মিত হাভিলান্ড সামনে ঝুঁকে এলো। "আপনি নিশ্চিত?"

"একদম।"

"পরিস্থিতি নিশ্চয় অস্বাভাবিক ছিলো, না হলে তার দেখা দেয়ার কথা নয়।"

"সেখানেই আমি ইকো'কে হারিয়েছি।"

"কাকে?" প্রশ্ন করলো মেরি।

"একজন বন্ধুকে।"

"শেঙ্গ!" অস্থিরভাবে বললো হাভিলান্ড। "বলুন মিঃ ওয়েব, শেঙ্গকে আপনি কি করতে দেখেছেন, তার সম্পর্কে কি জেনেছেন?"

"সে একটা রাক্ষস," আস্তে ক'রে বললো জেসন, তার চোখে এখনও ফাইলের ছবিটার ওপর আঁটকে আছে। "সে দোজখের শয়তান। হাসতে হাসতে নারী-পুরুষ আর বাচ্চাদেরকে হত্যা করে সে। নিজ হাতে কসাইয়ের কাজ করে সে আর মুখ থাকে তার ন্যায় বাণী। সে যদি চায়না শাসন করতে শুরু করে তাহলে ঈশ্বরও এই মানুষগুলোকে রক্ষা করতে পারবে না।"

"সে কিন্তু এই চায়নাই শাসন করতে চলেছে, মিঃ ওয়েব," মৃদুকণ্ঠে বললো হাভিলান্ড। "আমরা যদি তাকে না থামাই তবে সে তাই করবে। আপনি এইমাত্র

BanglaBook.org

এমন একজন শেঙ্গ চোউ ইয়াঙ্গের কথা বললেন যাকে আমরা কখনও দেখি নি। অথচ এই লোকটিই এখন চায়নার সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি। অ্যাডল্‌ফ হিটলার যেমন রাইখস্টাগে মার্চ করেছিলো, শেঙ্গ সেভাবে সেন্ট্রাল কমিটিতে মার্চ করবে। হায় ঈশ্বর!"

"সে একট হিংস্র জানোয়ার," মৃদুকণ্ঠে বললো বর্ন। "শিকারী পশুর মতো শিকার করতে ভালোবাসে সে। হত্যা করতে তার ভালো লাগে সেজন্যে সে হত্যা করে।"

"আপনার কথা অস্পষ্ট," ম্যাকঅ্যালিস্টার শান্তভাবে কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো। "আমাদেরকে সবকিছু খুলে বলুন।"

"সে একটা কনফারেন্স ডেকেছিলো," বলে চললো বর্ন, সে এখনও ছবিটির দিকেই তাকিয়ে আছে। " 'মহান তরবারির রাত আবার ফিরে এসেছে,' সে বলেছিলো। বলছিলো বন্দিদের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতক আছে। কনফারেন্সের আয়োজন যেভাবে করা হয়েছিলো তা থেকেই প্রমাণ হয় লোকটা উন্মাদ! চারদিকে মশাল জ্বালানো, শহরে থেকে দূরে একটা পক্ষীশালায়! আপনার কল্পনা করতে পারেন? আর আমি যেমনটা বললাম সে তাই করেছে, তার তলোয়ার দিয়ে..."

"বন্দিদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক?" ফিস্‌ফিস্ ক'রে উঠলো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "সত্যিই কি বিশ্বাসঘাতক পাওয়া গিয়েছিলো? কেউ কি দোষ স্বীকার করেছিলো? তারা কি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেয়েছিলো?"

"...না, কাউকে কথা বলার সুযোগ দেয়া হয় নি, শুধু মহিলাটি ছাড়া। সবাইকে সে নিজ হাতে হত্যা করে। সে ইকোকে কথা বলার সুযোগ দিলেও ইকো জানতো তার আর বাঁচার উপায় নেই। আগে হোক, পরে হোক, তাকে মরতেই হবে। আর তাই সে আমাকে বাঁচানোর জন্যে নিজের মৃত্যু বেছে নেয়। আমাকে আরো সময় দেয়ার জন্য শেঙ্গকে কথায় কথায় দেরি করিয়ে দেয় সে।"

"ইকো কে, ডেভিড?" প্রশ্ন করলো পানোভ।

"আল্‌ফা, ব্রাভো, চার্লি, ডেল্টা, ইকো...ফক্সট্রট—"

"মেডুসা!" সাইকিয়াট্রিস্ট বললো। "ইকো মেডুসাতে ছিলো?"

"হ্যা। প্যারিসের ল্যুভরে সে আমার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু শেষমেষ আমিই তার জীবন বাঁচাই। এর আগেও সে আমার জীবন একবার বাঁচিয়েছিলো। 'বিশ্রাম একটি হাতিয়ার,' সে-ই আমাকে বলতো।"

"বিশ্রাম একটি হাতিয়ার," ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো মেরি, তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে, সে এখনও ডেভিডের হাত ধরে আছে। "ওহ্ জিশু!"

"...ইকো আমাকে দেখতে পেয়েছিলো। আমরা মেডুসার সিগনাল ব্যবহার করি।"

"এটা কি শহরে থেকে দূরে সেই পক্ষীশালার ভেতরেই ঘটেছিলো?" প্রশ্ন করলো পানোভ। ম্যাকঅ্যালিস্টার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু মো পানোভ তার হাত চেপে থামিয়ে দিলো। সে চাইছে না ডেভিডের গল্পতে কোনো বাঁধা

BanglaBook.org

আসুক।

"হ্যা," জাবাব দিলো জেসন, তার চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে, বর্ন যেনো সেই বীভৎস ঘটনাটির মধ্যেই ফিরে গেছে; দৃশ্যগুলো যেনো তার সামনে ভেসে উঠছে।

"আমরা দু'জনেই জানতাম ইকো মারা যাবে। তার আসন্ন মৃত্যু এতো পরিষ্কার ছিলো যে, আমি তা সহ্য করতে পারছিলাম না। কিন্তু হয়তো আমি তার শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করতে পারবো!"

"কি ইচ্ছা, ডেল্টা?" পানোভ আস্তে ক'রে বললো।

"ওই কুত্তার বাচ্চাটাকে মারতে হবে। ওই পাষণ্ড কসাইটাকে। ওর বাঁচার কোনো অধিকার নেই। ও হাসতে হাসতে মানুষ মারে। ইকো নিজ চোখে দেখেছে। আমি দেখেছি। সবদিক থেকে ওদের চেপে ধরা হলো। জঙ্গলে বিস্ফোরণ ঘটলো, লোকগুলো দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলো, চিৎকার করতে লাগলো। এই সুযোগ। আমি ওকে এখনই মারতে পারবো। আমি ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি... লোকটাও আমাকে দেখতে পেলো! সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে! সে জানে আমি তার শত্রু! আমি তোর যম্, কসাই কোথাকার! তোর যম তোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, দেখ্! শেষ দেখা দেখে নে!...কিন্তু একটা সমস্যা হলো! নিজেকে আড়ালে নিতে সক্ষম হলো সে! পাশের কোনো লোককে টেনে নিয়ে তার সামনে রাখলো। আমাকে পালাতে হবে, তাই আমি আর পারলাম না ওকে শেষ করতে!"

"পারলে না, না করলে না," সামনে ঝুঁকে প্রশ্ন করলো পানোভ। "এখন কে কথা বলছে? জেসন বর্ন নাকি ডেভিড ওয়েব? কে তুমি?"

"ডেল্টা!" চিৎকার ক'রে সবাইকে চমকে দিলো সে। "আমি ডেল্টা! আমি বর্ন! কেইন ডেল্টার জন্য আর কার্লোস কেইনের জন্য!" সে তার চেয়ারে এলিয়ে পড়লো, সামনের দিকে ঝুঁকে আসলো তার মাথা। বর্ন এবার চুপ মেরে গেলো।

বাকি সবাইও বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকলো। কেউ জানে না কতোটা সময় পার হলো। কেউ ঘড়ি দেখলো না। কিছুক্ষণ পর বর্ন আবার স্বাভাবিক হয়ে এলো।

"আমি দুঃখিত," বললো ডেভিড ওয়েব। "বুঝলাম না হঠাৎ কি হলো। আমি সত্যি দুঃখিত।"

"দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই, ডেভিড," বললো পানোভ। "তুমি ওই ঘটনাটিতে ফিরে গিয়েছিলে। আমরা বুঝতে পারছি।"

"হ্যা, আমি ওই ঘটনাটিতেই হারিয়ে গেছিলাম। অদ্ভুত শোনাচ্ছে, তাই না?"

"মোটেই না," বললো সাইক্রিয়াট্রিস্ট। "এমন হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।"

"আমাকে যে ওগুলোর মধ্যেই আবার ফিরে যেতে হবে, সেটা কি বুঝতে পারছো, মো?"

"ডেভিড!" আর্তনাদ ক'রে উঠলো মেরি।

"আমাকে ওখানে যেতেই হবে, আমাকে ওখানে যেতেই হবে," বললো জেসন বর্ন, মেরির হাত আলতোভাবে স্পর্শ করে। "আর কেউ এই কাজটা করতে পারবে না। আমি ওদের কোড জানি। আমি জানি কিভাবে কাজটা করতে হবে...ইকো

BanglaBook.org

তার জীবন আমার জন্য ত্যাগ করেছে। কারণ সে বিশ্বাস করেছিলো আমি ওই পাষণ্ডটাকে শেষ করতে পারবো। আমি ওই কসাইটিকে ছাড়বো না। আমি তখন ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু এবার ব্যর্থ হবো না!"

"আর আমরা?" মেরি বর্নের বাহু ঝাঁপিয়ে বললো। তার গলা কাঁপছে। "আমাদের কি হবে? আমাদের জন্য কি তোমার কোনোই অনুভূতি নেই?"

"আমি ফিরে আসবো, কথা দিলাম তোমাকে," মেরির চোখে চোখ রেখে বললো ডেভিড। "কিন্তু আমাকে আবার ফিরে যেতেই হবে, আমাকে বোঝার চেষ্টা করো।"

"কাদের জন্য? এই মিথ্যুকদের জন্য?"

"না, এদের জন্য না। একজন বন্ধুর জন্য, যে শুধু বাঁচতে চেয়েছিলো। তুমি তাকে দেখো নি কখনও। সে আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিজের মৃত্যু বেছে নিয়েছে। সে জানতো আমাকে বাঁচতে হবে, আমাকে তোমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তার সামনে শুধু দুটি পথ খোলা ছিলো। আর সে আমাকে বাঁচানোর পথটিই বেছে নেয়। আমি তার ত্যাগ ভুলতে পারবো না," বর্ন ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে তাকালো। "লাশের ছবি তুলতে পারবে এমন কেউ কি এখানে আছে?"

"কার লাশ?" প্রশ্ন করলো আন্ডারসেক্রেটারি।

"আমার," বললো জেসন বর্ন।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৪

মরিস পানোভের তত্ত্বাবধানে হেডকোয়ার্টারের একজন টেকিনিশিয়ান ছবিটা তুললো। কাজটা সারা হলো সাদা কনফারেন্স টেবিলের ওপরে। রক্ত লেগে থাকা একটা সাদা কাপড়ে ওয়েবের দেহ ঢাকা, মুখ রক্তাক্ত, আর চোখ দুটো খোলা।

"যতোদ্রুত সম্ভব ছবিগুলোর প্রিন্ট নিয়ে আসো," টেকনিশিয়ানকে নির্দেশ দিলো ককলিন।

"বিশ মিনিট," বললো টেকনিশিয়ান, সে দরজা দিয়ে বের হতেই ম্যাক অ্যালিস্টার রুমে প্রবেশ করলো।

"খবর কি?" টেবিলের উপরে উঠে বসে ডেভিড বললো। মেরি একটা গরম, ভেজা তোয়ালে দিয়ে তার মুখ মুছে দিচ্ছে।

"কনসুলেট থেকে মিডিয়ার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে," শান্তকণ্ঠে বললো আন্ডারসেক্রেটারি। "কনসুলেট তাদেরকে বলেছে আর এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যে বিবৃতি দেয়া হবে। আমি তাদেরকে সব নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছি। তাদেরকে আমার নামও ব্যবহার করতে বলেছি। ওরা বিবৃতিটা তৈরি করছে। মিডিয়াতে বলার আগে ওরা সেটা একবার আমাদের পড়ে শোনাবে।"

"লিনের কি অবস্থা?" প্রশ্ন করলো অ্যালেক্স।

"ডাক্তার খবর পাঠিয়েছে। তার অবস্থা এখনও ক্রিটিক্যাল, কিন্তু হাল ছাড়ার কিছু নেই।"

"রাস্তার বাইরে যে সাংবাদিকেরা অপেক্ষা করছে, তাদের কি হবে," বললো হাভিলান্ড। "এখন না হোক, কিছুক্ষণ পরে তো তাদের ঢুকতে দিতেই হবে। যতো দেরি হবে ততো তারা সন্দেহ করবে। ভাববে আসল ঘটনা ধামাচাপা দেয়া হয়েছে।"

"ও ব্যাপারটা আমি ইতিমধ্যে সামলেছি," বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "আমি গুজব রটিয়েছি যে, বেশ কিছু বিস্ফোরণ এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যেগুলো বিস্ফোরিত হয় নি। পুলিশ খুব সাবধানে সেগুলো সরাচ্ছে। তাই সময় লাগছে। এ ধরণের পরিস্থিতিতে সাংবাদিকেরাও ধৈর্য ধরতে অভ্যস্ত।"

জেসন বর্ন ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে তাকালো। "আমাকে এখান থেকে যেতে হবে," বললো সে। "আমাকে জলদি ম্যাকও'তে যেতে হবে।"

"ডেভিড এমন কোরো না!" মেরি তার স্বামীর সামনে এসে দাঁড়ালো।

"আমিও চাই নি এমন হোক," টেবিল থেকে নেমে বললো ওয়েব। নরমভাবে বলতে লাগলো সে, "কিন্তু পরিস্থিতিই এমনটা করছে। আমাকে জায়গামতো থাকতে হবে। খবরের কাগজে কিছু ছাপার আগেই শেঙ্গের সাথে আমার যোগাযোগ করতে হবে। তাকে বিশ্বাস করাতে হবে যে, আমিই সেই ভাড়াটে গুপ্তঘাতক। অন্য কেউ তাকে ইনফরমেশন দেয়ার আগেই তার সাথে আমাকে যোগাযোগ করতে হবে।"

BanglaBook.org

"আপনি তাকে বলবেনটা কি?" প্রশ্ন করলো অ্যাম্বাসেডর, তার কণ্ঠস্বরেই বোঝা যাচ্ছে, এই গোপন অপারেশন থেকে ক্রমশ তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাওয়াটা মোটেই পছন্দ করছে না সে।

"অর্ধ সত্য! অর্ধ মিথ্যা! ঠিক যেমনটা আপনারা আমাকে বলেছিলেন," বললো বর্ন।

"হেঁয়ালি ছাড়ুন, মিঃ ওয়েব," বললো হাভিলান্ড। "এটা সত্যি যে, আমরা আপনার কাছে ঋণী কিন্তু তাই বলে—"

"এই ঋণ আপনারা কখনও পরিশোধ করতে পারবেন না!" হাভিলান্ডের মুখের ওপর বলে বসলো জেসন বর্ন।

"আমি আপনার রাগের কারণ বুঝতে পারছি। কিন্তু তাই ব'লে আপনাকে আমি এমন কোনো কাজ করতে দিতে পারি না যাতে পাঁচ মিলিয়ন লোকের জীবন বিপন্ন হয় বা আমেরিকার স্বার্থে আঘাত লাগে।"

"ঠিক আছে, মিঃ অ্যাম্বাসেডর, শুনুন তাহলে," বললো বর্ন। "আপনারা আমাকে এই কাজে ঢুকিয়েছেন ঠিকই কিন্তু ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ানের একটা নীতি হয়তো আপনাদের মাথায় ছিলো না! সেটা হলো ঘাতক দিয়ে ঘাতক ধরা!"

"ওই নীতিটা আমরা ভুলি নি, বরং ওই একটা কাজই আমরা সফলভাবে করেছি," একটু অবাক হয়ে বললো কূটনীতিক।

"কিন্তু ভুল পথে," রুক্ষভাবে বললো বর্ন। "শেঙ্গকে বের ক'রে আনার আরো ভালো একটা উপায় ছিলো। এতে আমার দরকার পড়তো না। না দরকার পড়তো আমার স্ত্রীর। কিন্তু সেটা আপনাদের চোখেই পড়ে নি। আপনাদের মোটা মাথায় সহজ বুদ্ধি ধরে না যে।"

"এমন কোনো উপায় ছিলো যেটা আমার চোখে পড়ে নি, মিঃ ওয়েব?"

"ষড়যন্ত্রকারী দিয়ে ষড়যন্ত্রকারী ধরা...যদিও সেটার জন্য এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু আপনারা আগে সব খুলে বললে আমি এটাই সুপারিশ করতাম।"

"বিষয়টা বুঝিয়ে না বলা পর্যন্ত আমি কোনো মন্তব্য করতে পারছি না।"

"অর্ধ সত্য, অর্ধ মিথ্যা—আপনাদেরই পদ্ধতি। শেঙ্গের কাছে একজন বার্তা বাহককে পাঠানো হতো, বয়স্ক আর বোকা বোকা ধরণের কাউকে, ধরুন লোকটাকে কোনো আগুন্তুক টেলিফোনে কিছু ইনফরমেশন দিয়ে শেঙ্গের কাছে তা পৌছানোর জন্য টাকা দিয়েছে। আগুন্তুক কে তা বের করার কোনো উপায় নেই। আমাদের বয়স্ক বাহক ইনফরমেশনটা শেঙ্গের কাছে পৌছে দিলো। ধরা যাক, আমাদের আগুন্তুক হলো হংকংয়ের এমন কোনো ব্যক্তি, শেঙ্গের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলে যার কোটি কোটি টাকা গচ্চা যাবে। সে শেঙ্গকে জানালো যে, তার ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যেতে পারে, বা তার শত্রুদের হাতে বড় কোনো প্রমাণ আছে। সে শেঙ্গকে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে বললো। মিটিং ঠিক হবে। দেখা না করার ঝুঁকি শেঙ্গ নিতে পারতো না। অতঃপর সে মিটিংয়ে মানে ফাঁদে পা দিতো। ব্যস্!" বর্ন ম্যাক অ্যালিস্টারের দিকে চাইলো। "বাকিটা তো বা হাতের খেলা।"

BanglaBook.org

"প্ল্যানটা ভালোই," বললো অ্যাম্বাসেডর। "শুধু ছোট্ট একটা খুঁত রয়ে গেছে। হংকংয়ে অমন ষড়যন্ত্রকারী আমরা কোথায় পাবো যার স্বার্থ শেঙ্গের স্বার্থের সাথে জড়িত। যার কথায় শেঙ্গ দেখা করতে আসবে?"

জেসন বর্ন বয়স্ক কূটনীতিকের চেহারাটা ভালো করে দেখে নিলো।

"তাকে আপনারাই তৈরি করবেন। অর্ধ মিথ্যা!"

হাভিলান্ড আর অ্যালেক্স ককলিন সাদা কনফারেন্স রুমে ব'সে আছে। তারা দু'জন ছাড়া ভেতরে আর কেউ নেই।

ম্যাকঅ্যালিস্টার আর মরিস পানোভ গেছে আন্ডারসেক্রেটারির অফিসে। আলাদা আলাদা টেলিফোনে তারা খোঁজ-খবর নিচ্ছে, মিডিয়াতে খবর তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ছড়াচ্ছে কি না সেটা দেখছে তারা। ডেভিড ওয়েব তার স্ত্রীর সাথে সময় কাটাচ্ছে। পরবর্তী যাত্রা শুরুর আগপর্যন্ত তাকে বিরক্ত করা নিষেধ। তাদেরকে ওপরের তলার একটা রুম দেয়া হয়েছে। ম্যাকঅ্যালিস্টারের হিসেব অনুযায়ী আর পনোরো মিনিটের মধ্যেই তাদের যাত্রা শুরু হবে। একটা গাড়ি এসে জেসন বর্ন আর আন্ডারসেক্রেটারিকে কাই টাক এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবে। একটা মেডিকেল হেলিকপ্টার তাদেরকে ম্যাকাও'তে নিয়ে যাবে। ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্সের ব্যাপারটা কিয়াঙ্গ ইয়ু হাসপাতালের নাম ব্যবহার ক'রে এড়িয়ে যাওয়া হবে।

"এটা কখনই কাজে দিতো না," বললো হাভিলান্ড।

"কি কাজে দিতো না?" প্রশ্ন করলো ককলিন। "ওয়েব আপনাকে যা বলেছে?"

"শেঙ্গ এমন কারোর সাথে দেখা করতে রাজি হতো না যাকে সে চেনে না।"

"সেটা নির্ভর করতো পরিকল্পনাটা আপনারা কিভাবে পরিবেশন করতেন তার উপর। ইনফরমেশনগুলো যদি সত্যিই স্পর্শকাতর হতো এবং সেগুলো যদি শেঙ্গের কাছে বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করা যেতো তাহলে সে না এসে পারতো না।

"অনেক কিছুই হতে পারতো, একটি সামান্য ভুল থেকে আরো বড় বিপদ আসতে পারতো।"

"কিন্তু বর্তমান পরিকল্পনাতে এর মধ্যে আপনার নিজে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে।"

"কিভাবে?"

"খেলা এখনও শেষ হয় নি। ধরুন, যদি ডেল্টা ব্যর্থ হয়, তাহলে ওরা ওকে ধরে নিয়ে যাবে। কেমিক্যাল ব্যবহার ক'রে সব তথ্য বের ক'রে নেবে। আপনার নামের সাথে সাথে আপনি যা যা বলেছেন তার সবই ওরা জেনে যাবে—"

"ওয়েবের ইতিহাস, তার রেকর্ডের বড় একটা অংশ জুড়ে মানসিক অসুস্থতার রিপোর্ট আছে। সবাই জানবে সে একজন সিজোফ্রেনিক রোগি। এতে ইউনাইটেড স্টেটসের গভর্নমেন্টের সাথে জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ মিলবে না।"

"হায় হায়! ওয়েব ধরা খেলেও আপনি সবকিছুর উর্ধ্বে থেকে যাবেন। এ কারণেই আপনি তাকে সব কথা সত্যি সত্যি বলেছেন।"

BanglaBook.org

"আমি তাকে সত্যি বলেছি কারণ এবার মিথ্যা বললে টের পেয়ে যেতো।"

ককলিন হাভিলান্ডের কথায় কান না দিয়ে আপন মনে বিড়বিড় করতে লাগলো। "আসলে আপনি চাইছেন শেঙ্গ না মরে ওয়েব ধরা পড়ুক। ওয়েবের কথা থেকে শেঙ্গ বুঝতে পারবে আমরা তার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত আছি। ওদিকে এই পাগলের প্রলাপ থেকে অন্যেরাও সাবধান হয়ে যাবে শেঙ্গের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে। তারা ভাববে পাগলের প্রলাপ মিথ্যে হলেও সত্যি হতে আর কতোক্ষণ! শেঙ্গের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ভেস্তে না গেলেও বিলম্বিত হতে বাধ্য।"

"অনেকটা সেরকমই," বললো হাভিলান্ড। "একদিক দিয়ে না হলেও আরেক দিক দিয়ে আমরা সফল হবোই।"

"কিন্তু ওয়েব! তার কি হবে? সে তো মারা যাবে!"

"কিছু পেতে হলে, কিছু তো হারাতেই হয়, মি: ককলিন!"

"তাহলে তার বদলে অন্য কাউকে পাঠান। তার কাছ থেকে কোডগুলো জেনে নিয়ে অন্য কাউকে পাঠান। ওয়েব ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, ওর জায়গায় নতুন কাউকে পাঠালে কাজটা ভালো করতে পারবে।"

"ক্লান্তই হোক, আর পরিশ্রান্তই হোক, ওয়েবের চেয়ে ভালোভাবে একাজ আর কেউ করতে পারবে না। সে এ কাজের জন্য আদর্শ!"

"আপনি তাকে দু'মুখো একটা ফাঁদে ফেলছেন! অন্তত তাকে বলে দিন আপনার মতলবটা কি! তাকে সাবধান ক'রে দিন!"

"সেটা সম্ভব নয়! আমার জায়গায় আপনি থাকলেও তা করতেন না!"

"ধরে নিন, সে সফল হলো না। মারা গেলো! তাহলে?"

"ম্যাকঅ্যালিস্টার তার সাথে যাচ্ছে। সে ওয়েবের কাছ থেকে কোডগুলো জেনে নেবে! ওয়েব নিজেও এতে রাজি হয়েছে। যদি খারাপ কিছু ঘটে তাহলে পরবর্তীতে আমরা এই কোডগুলো ব্যবহার ক'রে অন্য কাউকে পাঠাতে পারবো। হয়তো ওয়েবের ষড়যন্ত্রকারী দিয়ে ষড়যন্ত্রকারী ধরার থিওরিটাই কাজে লাগাবো। ওয়েব বলেছিলো এর জন্য অনেক দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু এমনও হতে পারে সে ভুল হিসাব করেছে, থিওরিটা এখনও ব্যবহারের যোগ্য!"

"কিন্তু আপনি একটা কথা এড়িয়ে যাচ্ছেন," উত্তেজিতভাবে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললো ককলিন। "আপনি নিজেই বলেছিলেন থিওরিটাতে খুঁত আছে।"

"তাই বলেছিলাম নাকি?"

"আমি আপনাকে এবার কোনো সুযোগ দেবো না। ওই লোকটাকে আপনারা অনেক জ্বালিয়েছেন, এবার আর তা হতে দেবো না। অন্যপথ থাকা সত্ত্বেও যে, আপনি তাকে ওই বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন সে কথা আমি তাকে বলবো। তাকে পুরো সত্যিটা খুলে বলবো।"

ককলিন দরজা খুলতেই লম্বা এক মেরিন সেনার মুখোমুখি হলো। লোকটা দরজা আঁটকে রেখেছে, তার হাতে একটা রাইফেল।

"আমার পথ ছাড়ো," বললো অ্যালেক্স।

BanglaBook.org

"দুঃখিত স্যার! সেটা সম্ভব নয়!" গম্ভীরভাবে বললো মেরিন গার্ডটি।

ককলিন কূটনীতিকের দিকে ফিরে তাকালে হাভিলান্ড মুচকি হাসলো। "এখানে নিয়মকানুন মেনে চলাই ভালো," শান্তকণ্ঠে বললো সে।

"আমি ভেবেছিলাম এরা সবাই হাওয়াই'তে রওনা দিয়ে দিয়েছে।"

"যাদেরকে আগে দেখেছিলেন তাদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এরা কনসুলেটের বিশেষ নিরাপত্তা কর্মী। এখন এখানেই ডিউটি করছে।"

"আমি ওয়েবের সাথে দেখা করতে চাই!"

"আপনি দেখা করতে পারবেন না। সে কিছুক্ষণের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাচ্ছে।"

"আপনি নিজেকে ভাবেন কি?" চেচিয়ে উঠলো ককলিন।

"আমি নিজেকে রেমন্ড অলিভার হাভিলান্ড বলে ভাবি। আমি আমেরিকার সবেধন নীলমনি অ্যাম্বাসেডর। আমার সিদ্ধান্তসমূহ সংকটকালীন সময় অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই বিধান। এক্ষেত্রে কোনো তর্ক গ্রহণযোগ্য নয়। আর এটা মারাত্মক সংকটের সময়। সামলে চলুন, অ্যালেক্স!"

তারা দু'জন একে অপরকে জড়িয়ে ধরে আছে। মেরি জানে এখন ডেভিড শুধু আংশিকভাবে উপস্থিত। বাকিটা অংশ জুড়ে আছে জেসন বর্ন।

"কেন, ডেভিড? কেন?"

"আমি তোমাকে আগেই বলেছি। কাজটা শুধু আমিই পারি। আমাকেই করতে হবে।"

"এটা কোনো জবাব হলো না, ডার্লিং।"

"ঠিক আছে। তাহলে বলতে পারো এটা আমাদের জন্য করছি।"

"আমাদের জন্য?"

"হ্যা। কারণ আমি চাই না ওই বীভৎস দৃশ্যগুলো বাকি জীবন আমার কাছে ফিরে আসতে থাকুক। আমাকে মনে করিয়ে দিক কিভাবে আমি আমার কতর্ব্য থেকে পালিয়ে এসেছিলাম। আমি ও ধরণের যন্ত্রণা নিয়ে বাঁচতে চাই না।"

"ও ধরণের যন্ত্রণায় আমিও তোমাকে দেখতে পারবো না।"

"তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এবার আমি শুধু চাল চালবো, মাঠে নামবো না।"

"তার মানে?"

"আমি চাই শেঙ্গ মরুক। তার বাঁচার কোনো অধিকার নেই। তাকে মরতেই—"

"তোমার এতো মহান হবার দরকার নেই," ওয়েবকে থামিয়ে দিয়ে বললো মেরি। "যা করার ওরা করবে। তুমি এর থেকে দূরে থাকো। নিরাপদে থাকো।"

"তুমি আমার কথা শুনছো না। আমি সেখানে ছিলাম। আমি তাকে দেখেছি। সে হিটলারের মতো, চেঙ্গিস খানের মতো, বা তার চেয়েও খারাপ। তাকে মরতেই

BanglaBook.org

হবে।"

"তুমি বিশ্বাস করো এই একটি লোককে মারলে ওই বীভৎস দৃশ্যগুলো আর ফিরে আসবে না?"

"কিছুটা হলেও কমে আসবেই। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তা নয়। আমি জানি আজকে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি শুধুমাত্র ইকোর জন্য। আমি জানি সে আমার জন্য তার জীবন ত্যাগ করেছে। আমারও বিবেক আছে। আমার মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করে যখন আমি ভাবি ইকো মারা গেছে অথচ আমি বেঁচে আছি। আমাকে এই কাজটা করতেই হবে, কারণ শুধু আমিই এটা করতে পারি।"

"তার মানে তুমি তোমার মত বদলাবে না?"

"না, কারণ আমি এই কাজটার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত।"

"তুমি বললে তুমি শুধু চাল চালবে, মাঠে নামবে না?"

"অন্য কোনোভাবে করতে গেলে ঝুঁকি বাড়বে, আমি তা নিতে পারি না। আমি ফিরে আসতে চাই, কারণ আমি আপনার সাথে একটা লম্বা জীবন কাটাতে চাই, ম্যাডাম।"

"নিশ্চয়তা কি? মাঠে কাজ করবে কে?"

"ওই মাগিটা, যে আমাদেরকে এই বিপদের মধ্যে টেনে এনেছে।"

"হাভিলান্ড!"

"হ্যা, মাগির দালালটা। ম্যাকঅ্যালিস্টার হচ্ছে মাগি আর সবসময় মাগিই ছিলো। লোকটা ভদ্রতার মুখোশ পরে থাকে, কিন্তু তার দালাল একবার আদেশ করলে সব ভদ্রতা নিমিষেই হারিয়ে যায়।"

"কিন্তু সে কিভাবে করবে?"

"কতো মহিলা আর পুরুষ আছে যাদেরকে ভালো দাম দিলে মানুষ খুন করতে রাজি হয়। মাগি এডওয়ার্ড বলেছিলো, ও সূদূর প্রাচ্যে সংঘবদ্ধ অপরাধ চক্রগুলোর বিরুদ্ধে বেশ কয়েক বছর কাজ করেছে, অনেক শত্রু তৈরি করেছে। তাহলে সে নিশ্চয় তাদের অনেককেই চেনে যারা টাকার জন্য এ কাজ করতে রাজি হবে। আমাদের মাগি আর তার দালাল এই কাজটাই করবে। আমিই ফাঁদটা পাতবো কিন্তু অন্য কেউ মারার কাজটা করবে। আমি শুধু দূর থেকে দেখবো আর নিশ্চিত করবো ইকোকে যে কসাইটা মেরেছিলো সে যেনো বাঁচার সুযোগ না পায়।"

"এখন কে কথা বলছে?" প্রশ্ন করলো মেরি। "ডেভিড না জেসন?"

কিছুক্ষণের নীরবতা নেমে এলো। "বর্ন," জবাব দিলো সে। "ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি বর্নই থাকবো।"

হাল্কা টোকার শব্দ শোনা গেলো দরজায়। "মিঃ ওয়েব। আমি ম্যাক অ্যালিস্টার। আমাদের যাওয়ার সময় হয়েছে।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৫

এমারজেন্সি মেডিকেল সার্ভিসের হেলিকপ্টারটি গর্জন করতে করতে ভিক্টোরিয়া হার্বার পার হয়ে দক্ষিণ চায়নার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্য ম্যাকাও। গঙ্গবেই-এর নৌ-স্টেশন আগেই চায়নার পেট্রল বোর্টগুলোকে জানিয়ে দিয়েছে, অনেকটা মানবিকতার খাতিরেই এই হেলিকপ্টারে কেউ যেনো গুলি না ছোঁড়ে।

বর্ন আর আন্ডারসেক্রেটারি সাদা অ্যাপ্রোন এবং সাদা টুপি পরে আছে। তবে তাদের হাতায় কোনো পদবী উল্লেখ করা নেই। তারা সামান্য অ্যাসিসটেন্ট সাজার ভান করছে, ডাক্তার বললেই রোগির জন্য রক্ত বয়ে নিয়ে যাবে তারা।

হাসপাতালের পেছনের পার্কিংটা ফাঁকা করা হয়েছে। চারটা সার্চলাইট আলোকিত ক'রে রেখেছে জায়গাটাকে। পাইলট নিঁপুনভাবে হেলিকপ্টারটি ল্যান্ড করালো। হাসপাতালটা রুয়া কোয়েল ডো এলাকায় অবস্থিত। সার্চলাইট আর হেলিকপ্টারের শব্দে হাসপাতালের গেটের বাইরে জড়ো হয়েছে অসংখ্য লোকজন। দু'জন সাদা পোশাক পরা প্যারামেডিক এগিয়ে এলো। বর্ন আর ম্যাকঅ্যালিস্টারের জায়গায় তারা হংকংয়ে ফিরে যাবে। গেটের বাইরে দাঁড়ানো কৌতুহলী দর্শকেরা টেরও পেলো না, এরই মধ্যে বদলে গেলো দু'জন লোক।

জেসন মনে মনে ম্যাকঅ্যালিস্টারের প্রশংসা না ক'রে পারলো না। এই অ্যানালিস্ট জানে কখন কোন্ ঘুটি চালতে হবে আর কখন কোন্ বোতামটা টিপতে হয়। তার এবারকার ঘুটিটা হলো কিয়াঙ্গ ইয়ু হাসপাতালের একজন ডাক্তার যে বেশ কয়েক বছর আগে আইএমএফ মেডিকেল ফান্ড থেকে কিছু টাকা তার নিজের ক্লিনিকের অ্যাকাউন্টে পাচার করেছিলো।

যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র ছিলো আইএমএফ'র অন্যতম স্পন্সর আর ম্যাকঅ্যালিস্টারও লোকটাকে হাতেনাতে ধরেছিলো, সেহেতু লোকটার কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘটাই স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু ম্যাকঅ্যালিস্টারকে ডাক্তার অনুরোধ করেছিলো ঘটনাটি অগ্রাহ্য করতে। সে বলেছিলো ম্যাকাও'তে তার মানের ডাক্তারের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এবার তার অতীত রেকর্ড দেখে অন্তত তাকে ক্ষমা ক'রে দেয়া উচিত। বিনিময়ে ডাক্তার এবং তার ক্লিনিক আমেরিকার প্রতি নিবেদিত থাকবে, যতোদিন পর্যন্ত না তার ঋণ শোধ হয়। সে ঋণ আজ রাতে শোধ হতে যাচ্ছে।

"চলুন!" উঠে দাঁড়িয়ে বললো বর্ন। তার হাতে দু'ব্যাগ রক্ত। "জলদি!"

পুলিশ তাদেরকে হাসপাতালের দিকে নিয়ে গেলো। দু'জন নার্স দরজা খুলে দাঁড়ালো, সাদা জ্যাকেট পরা একজন চাইনীজ ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছে ভেতরে। সে এগিয়ে এসে ম্যাকঅ্যালিস্টারের হাতটা চেপে ধরলো।

"আবার দেখা হয়ে ভালো লাগলো, স্যার," পরিস্কার ইংরেজিতে বললো সে। "যদিও পরিস্থিতিটা বেশ সঙ্গীন—"

"আমরা কোন্ দিক দিয়ে যাবো?" প্রশ্ন করলো অ্যানালিস্ট।

BanglaBook.org

"আমার পেছনে পেছনে আসুন। প্রথমে হেড-নার্স আপনাদেরকে রিসিপ্ট সাইন ক'রে দেবে। তারপর আরেকটা রুমে যেতে হবে, সেখানে দু'জন লোক আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তাদেরকে রিসিপ্টটা দিয়ে ওখানেই কাপড় বদলে নেবেন।"

"লোক দুটো কে?" প্রশ্ন করলো বর্ন। "ওদেরকে পেলেন কোথায়?"

"ইন্টার্নি করতে এসেছে পর্তুগাল থেকে," জবাব দিলো ডাক্তার।

"তাদেরকে কি বলেছেন?" হলওয়ে দিয়ে হাটতে হাটতে প্রশ্ন করলো বর্ন।

"তেমন কিছুই না," জবাব দিলো ডাক্তার। "তারা শুধু জানে দু'জন অভিজ্ঞ বৃটিশ ডাক্তার আজ রাতে তাদের কাজ থেকে অব্যহতি চাচ্ছে, তাদেরকেই সেই অভিজ্ঞ ডাক্তার দু'জনের কাজ সামলানোর সুযোগ দেয়া হবে। ঐ দু'জনের কেউই ইংরেজি বলতে পারে না। তারা কিছু জানবেও না, বুঝবেও না, আর সন্দেহ করার প্রশ্নই ওঠে না। দু'জন অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাজের ভার পয়ে তারা খুবই আনন্দিত।"

"আপনি ঠিক লোকই কাজে লাগিয়েছেন, ম্যাকঅ্যালিস্টার।"

"লোকটা চোর।"

"আর আপনি একটা মাগি।"

"কি?"

"কিছু না। হাটতে থাকুন।"

রক্তের ব্যাগগুলো জমা দেয়ার পর হেড-নার্স তাদেরকে রিসিপ্টে সাইন করে দিলো। তারপর ডাক্তারকে ফলো ক'রে একটা গ্লাস ক্যাবিনেটের সামনে গেলো তারা। সেখানেই পর্তুগীজ ইন্টার্ন ডাক্তার দু'জন তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। ম্যাকঅ্যালিস্টার আর বর্ন কালো ট্রাউজার এবং ঢোলা জ্যাকেট পরে নিলো। অ্যাপ্রোন আর টুপিগুলো দেয়া হলো ইর্ন্টান দু'জনকে।

সবশেষে ডাক্তার আমেরিকান দু'জনের হাতে দুটো কমলা রঙের হাসপাতালের পাশ ধরিয়ে দিয়ে হাসপাতাল থেকে বের হবার নিদের্শনা দিয়ে দিলো।

"এগুলো কিসের জন্য?" পাশটি দেখিয়ে প্রশ্ন করলো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"আশা করি এগুলোর দরকার পড়বে না। কিন্তু যদি কেউ আপনাদের থামায় তাহলে এটা দেখালেই ছেড়ে দেবে।"

"আর কিছু?"

"শেষ একটা কথা। আপনার সাথে কাজ ক'রে ভালো লাগলো, মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার। কিন্তু ভালো হয় যদি এরপরে আমাদের মধ্যে আর যোগাযোগ না হয়। একবার এখান থেকে আপনারা বেরিয়ে গেলে আশা করি আমার পুরনো ঋণটা পরিশোধিত হয়ে গেছে ব'লে গণ্য হবে।"

BanglaBook.org

তারা দু'জন হাসপাতালের পেছন দিকের গেটের বাইরের জটলাপাকা মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছে। হেলিকপ্টারটি আবার উড়ে চলে গেলে সাথে সাথে কৌতুহলী দর্শকগুলোর কৌতুহলও কমে গেলো। ফিরে যেতে লাগলো যে যার কাজে।

"চলুন," বললো জেসন। "আমাদেরকে এখনই যেতে হবে। জলদি!"

"জানেন, মিঃ ওয়েব, আপনার দুটো বিরক্তিকর মুদ্রাদোষ আছে। একটা হলো 'চলুন' আর অন্যটা হলো 'জলদি'।"

"দুটোই বেশ কাজে দেয়," বললো বর্ন।

"কিন্তু আপনি এখনও খুলে বলেন নি আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"আমি জানি আমি বলি নি," বললো বর্ন।

"আমার মনে হয় এখন আপনার সেটা বলা উচিত।" তারা দু'জন ডো আমরালের পথ দিয়ে হেটে চলেছে।

"আপনি তখন আমাকে মাগি বলেছেন," বললো আন্ডারসেক্রেটারি।

"কারণ আপনি মাগি, তাই।"

"না, কারণ আমি তা-ই করেছি যা আমার ঠিক ব'লে মনে হয়েছিলো, যা করা দরকার ছিলো।"

"না, আপনি মাগি, কারণ আপনাকে ওরা ব্যবহার করেছে। ক্ষমতাধর লোকগুলো আপনাকে ব্যবহার করেছে। ফাইভস্টারে ডিনার আর দু'একটা লিমুজিন গাড়ি দেখে আপনারও লোভ লেগে যায়। আপনি ভাবতে শুরু করেন ওদের কথা মতো কাজ করলে আপনার ভবিষ্যতও উজ্জ্বল হবে। আপনি আপনার ন্যায়-নীতি ত্যাগ ক'রে ওদের কথামতো নাচতে শুরু করেন। আমার দৃষ্টিতে তা পতিতাবৃত্তিরই শামিল। কিন্তু একটা কথা মনে রাখুন, কাজ শেষ হয়ে গেলে ওরা আপনাকে আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে দেবার আগে দু'বারও ভাববে না।"

আবার নীরবতা। লম্বা একটা রাস্তা চুপচাপ হেটে পার হলো তারা।

"আপনি কি ভেবেছেন তা আমি জানি না, মিঃ বর্ন?"

"কি?"

"ঐ যে বললেন, ওরা আমাকে ছুড়ে ফেলে দেবে?"

বর্ন আবার আন্ডারসেক্রেটারির দিকে তাকালো। "আপনি তা জানেন?"

"অবশ্যই। আমি তাদের মতো নই, আর তারা আমাকে চায়ও না। আমাকে তারা এ কাজে নিয়েছে কারণ আমার মাথা বেশ ভালো চলে। কিন্তু তাদের মতো ভাবভঙ্গী নিয়ে আমি চলতে জানি না, তাদের মতো বড় বড় ভাষণও দিতে পারি না। টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে গেলে আমি ঘাবড়ে যাই, আমার ঘাম ছুটে আসে। আমার চোখের সামনে অযোগ্য ইডিয়টগুলোকে দেখি ভুলের পর ভুল করেও আত্মবিশ্বাসের সাথে হাসছে, কিন্তু আমি পারি না। আমি জানি আমার দুর্বলতা কোথায়। আমি জানি ওরা যা পারে আমি তা পারি না। আমি ওদের মতো নই। আর তাই ওরাও আমাকে চায় না। ওরা আমাকে ছুড়ে ফেলে দিলেও অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু দেশের প্রতি, এই মানুষগুলোর প্রতি আমার দায়িত্ব আছে। আমাকে ঠিক করতে হয় কোন্ জিনিসটা এদের জন্য সঠিক। আমাকে এদের হয়ে চিন্তা করতে হয়।"

"আপনি হাভিলান্ডের হয়েও চিন্তা করেন। মেইন-এ এসে আপনি আমার স্ত্রীকে ধরে নিয়ে যান। আপনার ওই মোটা মাথায় কি এর চেয়ে ভালো বুদ্ধি খেলে নি?"

BanglaBook.org

"সে সময় আর কিছু মাথায় আসে নি। আমাদের মনোযোগ ছিলো গুপ্তঘাতক আর শেঙ্গের ওপর। আমরা ভাবছিলাম একমাত্র গুপ্তঘাতকের মাধ্যমেই শেঙ্গকে তার প্রতিরক্ষা ব্যূহের বাইরে আনা সম্ভব।"

"আমার ব্যাপারে আপনারা একটু বেশিই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন!"

"আমরা জেসন বর্নকে নিয়ে আশাবাদি ছিলাম। আমরা আত্মবিশ্বাসী ছিলাম ডেল্টাকে নিয়ে, আত্মবিশ্বাসী ছিলাম কেইনকে নিয়ে।"

"প্রথম থেকেই আপনাদের ষড়যন্ত্র কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলাম। ককলিনও পেরেছিলো," বললো বর্ন।

"আঁচ করা, আর ধরে ফেলা এক জিনিস নয়। হাভিলান্ড একটা কথা ঠিকই বলেছিলো। যদি কেউ গুপ্তঘাতককে জ্যান্ত ধরে আনতে পারে, শেঙ্গকে সরাতে পারে, তো সে আপনিই পারবেন। কিন্তু আপনাকে মিথ্যা ছাড়া কোনোভাবেই এ কাজে নামানো যাচ্ছিলো না। যদি আমরা মিথ্যার আশ্রয় না নিতাম তাহলে হয়তো আপনি ব্যাপারটা গায়েই লাগাতেন। আমরা ধরে নিয়েছিলাম আপনার স্ত্রীর অপহরণের পর আপনি আপনার পূর্বপরিচিত লোকদের সাথে দেখা করার চেষ্টা করবেন।"

"আমি সে চেষ্টা করেছিলামও।"

"হ্যা, কিন্তু তাতে নতুন কিছুই জানতে পারেন নি, উল্টো আরো হুমকি পেয়েছেন। আপনাকে ভয় দেখানো হয়েছিলো মানসিক রোগি বানিয়ে আপনাকে থেরাপি দিতে পাঠানো হবে।"

"আমি ককলিনের সাথেও যোগাযোগ করেছিলাম। সে অন্যদের সাথে যোগাযোগ ক'রে তথ্য বের করার চেষ্টা করেছিলো—"

"সে যা বিশ্বাস করতে চাইছিলো আমরা তাকে তাই বিশ্বাস করিয়েছি। তাকে এমন সব লক্ষণ দেখানো হয়েছিলো যাতে তার মনে হতে শুরু করে যে, আমাদের গোপন অপারেশন লাগামের বাইরে চলে গেছে। নিয়ন্ত্রের বাইরে চলে গেছে। আমাদের অপারেশন অন্য কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে। যাতে সে আপনাকে এ কথাগুলো বলতে পারে আর আপনিও আমাদের কথা বাদ দিয়ে কাজে নামতে বাধ্য হন।"

"সে আমাকে এরকম কথাই বলেছিলো," চোখ বড় বড় ক'রে বললো জেসন। জেসনের ডালেস এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে ককলিন কি বলেছিলো তা মনে পড়ে গেলো। সে ভয় পাচ্ছিলো এই অপারেশনটা লাগামের বাইরে চলে গেছে। অন্য কেউ এর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে।

ম্যাকঅ্যালিস্টার হঠাৎ বর্নের হাত চেপে ধরে কাছে এগিয়ে এলো। "আমাদের কিছু কথা সেরে নেয়া উচিত।"

"আমরা কথাই সারছিলাম," বললো বর্ন। "আমি জানি আমরা কোথায় যাচ্ছি। এখন কথা বলে সময় নষ্ট করা যাবে না।"

"আপনি আরো সময় নিন," অস্থিরভাবে বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "কিছু করার আগে পরিস্থিতিটা ভালো ক'রে বোঝার চেষ্টা করুন।"

BanglaBook.org

"কি বুঝতে হবে? আপনাদের মিথ্যেগুলো?"

"না, সত্যিগুলো।"

"সত্যি কি তা আপনি জানেন না," বললো জেসন।

"হয়তো আপনার চেয়ে ভালো জানি, কারণ সব জানাই আমার কাজ। হাভিলান্ডের পরিকল্পনা নিখুঁত হতো যদিনা আপনার স্ত্রী ঝগড়াগুলো সৃষ্টি করতো। সে পালিয়ে গিয়েই পরিকল্পনাটা ভেস্তে দেয়।"

"আমি জানি সেটা।"

"তাহলে আপনার এটাও জানা উচিত যে, শেঙ্গ হয়তো আপনার স্ত্রীর কথা এতোদিনে জেনে গেছে, তার গুরুত্ব বুঝে ফেলেছে।"

"আমি এ বিষয়টা ভেবে দেখি নি," বললো বর্ন।

"তাহলে এখন ভাবুন। লিন ওয়েনজুর ইউনিটে শেঙ্গের লোক ছিলো। সে সময় আমরা আপনার স্ত্রীকে পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। ক্যাথরিন স্টেপলস্ ও শেঙ্গের ওই লোকের জন্যেই মরেছে। শেঙ্গ চায় তার সকল প্রতিপক্ষকে শেষ ক'রে দেয়া হোক। আপনি নিজের চোখেই দেখেছেন শেঙ্গ একজন উন্মাদ, পাষণ্ড। সে তার শত্রুদেরকে দূর-দূরান্ত থেকেও খুঁজে বের করতে প্রস্তুত।"

"আপনি কি বলতে চাইছেন?" অধৈর্যভাবে জিজ্ঞেস করলো বর্ন।

"কাল সকালে পত্রিকাগুলে যখন ভিক্টোরিয়া পিক-এর ঘটনাটা ছাপাবে তখন শেঙ্গ এর পেছনের আসল ঘটনাটা নিয়ে ভাবতে শুরু করবে। সে ভিক্টোরিয়া পিক-এ এমনকি এম.আই-৬'এর পেছনে লোক লাগাবে। একসময় জেনে যাবে হাভিলান্ড আর আপনার স্ত্রী কোথায় আছে।"

"তো?"

"যদি আপনি ব্যর্থ হন, যদি আপনি মারা যান, তাহলে শেঙ্গ কি করবে ভেবে দেখেছেন? সে সব প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইবে। আর আপনার স্ত্রীই হলো সব প্রশ্নের জবাব। কারণ সারা হংকং তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। লিন ওয়েনজুর লোকগুলোও তাকেই হন্যে হয়ে খুঁজছিলো। তাই স্বাভাবিকভাবেই শেঙ্গের দৃষ্টি আপনার স্ত্রীর ওপরেই পড়বে। যদি আপনার কিছু হয়ে যায়, মিঃ ওয়েব, তাহলে শেঙ্গ হাভিলান্ডকে বাধ্য করবে আপনার স্ত্রীকে তাদেরকে দেয়ার জন্য। আমার কথা বিশ্বাস করুন, মিঃ ওয়েব, শেঙ্গ সব কিছু না জানা পর্যন্ত থামবে না। সে জানতে চাইবে তার বিরুদ্ধে কি কি ষড়যন্ত্র গড়ে উঠেছে। আর আপনার স্ত্রী তার সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।"

"শেঙ্গকে মারতে পারলে এসব কিছুই হবে না।"

"হ্যা, কিন্তু আমাদের ব্যর্থ হওয়ার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে। শেঙ্গ বেঁচেও যেতে পারে।"

"আপনি কিছু একটা বোঝাতে চাচ্ছেন কিন্তু মুখ ফুটে বলছেন না?"

"ঠিক আছে, বলছি। গুপ্তঘাতক সেজে আপনি শেঙ্গের সাথে ঠিকই যোগাযোগ করতে পারবেন কিন্তু তাকে বের ক'রে ফাঁদে আনার কাজটা আমাকে করতে দিন।

BanglaBook.org

আমি সেটা ভালো পারবো।"

"আপনাকে করতে দেবো?"

"এ কারণেই পেপারে আর মিডিয়াতে আমি আমর নাম ব্যবহার করতে বলেছি। শেঙ্গ আমাকে চেনে। আর আপনি যখন হাভিলান্ডকে ষড়যন্ত্রকারী দিয়ে ষড়যন্ত্রকারী ধরার থিওরি শোনাচ্ছিলেন, আমি খুব মনোযোগ দিয়ে সেটা শুনছিলাম। হাভিলান্ড থিওরিটা বাতিল ক'রে দেয়, আমার কাছেও সেটা তেমন গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে হয় নি। কারণ শেঙ্গ কোনো অচেনা লোকের সাথে দেখা করতে রাজি হবে না। তবে সে দেখা করতে রাজি হতে পারে যদি লোকটা তার চেনাজানা হয়।"

"আপনি ভাবছেন শেঙ্গ আপনার সাথে দেখা করতে রাজি হবে! কিন্তু কেন?"

"ওই একই পদ্ধতি। অর্ধ সত্য, অর্ধ মিথ্যা," ওয়েবের ভাষাতেই জবাব দিলো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"ব্যাখ্যা করুন।"

"প্রথমে সত্যটা শুনুন, মিঃ ওয়েব। শেঙ্গ ভালো করেই জানে আমি আমার গভর্নমেন্টের জন্য অনেক করেছি কিন্তু সে তুলনায় প্রতিদান কিছুই পাই নি। শেঙ্গের চোখে আমি একজন উজ্জ্বল, অদেখা প্রতিভা, যে যোগ্যতার তুলনায় জীবনে কম সাফল্যই পেয়েছে। আমি অনেকটা আলেক্সান্ডার ককলিনের মতো, পার্থক্য শুধু আমি মদ খাই না। একটা সময় ছিলো যখন আমি আর শেঙ্গ সমান সম্ভাবনাময় ছিলাম। সে সাফল্যের শিখরে পৌছাতে পেরেছে কিন্তু আমি পারি নি।"

"শুনে সত্যিই খারাপ লাগছে, মিঃ অ্যানালিস্ট," আবারো অধৈর্যভাবে বললো বর্ন। "কিন্তু শেঙ্গ আপনার সাথে দেখা করতে রাজি হবে কেন?"

"সেটাই তো অর্ধ মিথ্যা, মিঃ বর্ন। মনে হয় আপনি আমার কথা ভালোভাবে শুনছেন না, তাই ধরতে পারছেন না। শেঙ্গ যখন পেপারে আমার নাম দেখবে তখন জানবে আমি আবার এখানে ফিরে এসেছি। নিশ্চয়ই এটা আমার কর্মজীবনের শেষ বড় কোনো মিশন। আমি এখানে এসে তাইওয়ানের একটা ষড়যন্ত্র আঁচ করতে পেরেছি। আর তারপর টের পেয়েছি এই সব কিছুর পেছনে রয়েছে আমার পুরনো সিনো-আমেরিকান ট্রেড কনফারেন্সের প্রতিদ্বন্দী শেঙ্গ চোউ ইয়াঙ্গ। সেটা জানার পর আমি তা ফাঁস না করে তার সাথে দেখা করার পরিকল্পনা করছি, ভালো দাম পাবার আশায়। আমার মনে হয় এরপর সে আমার সাথে দেখা করতে বাধ্য হবে।"

"আর তারপর?"

"তারপর কি করতে হবে, সেটা আপনি আমায় বলবেন। আপনি তখন বলেছিলেন, বাকিটা বা-হাতের খেলা, তাহলে আমি পারবো না কেন। আমি শুধু বোমা আর বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্য সামলাতে পারি না। ওটা বাদে যে কোনো অস্ত্র আমাকে দিলেই চলবে।"

"আপনি মারা পড়তে পারেন," বললো বর্ন। "আমি সেই ঝুঁকি নিতে রাজি আছি।"

BanglaBook.org

"কেন?"

"কারণ কাজটা কাউকে না কাউকে তো করতে হবে। আপনি শেঙ্গের সামনে যেতে পারবেন না, কারণ শেঙ্গ আপনাকে দেখলেই বুঝে ফেলবে আপনি তার গুপ্তঘাতক নন। তার গার্ডরা সাথে সাথে আপনাকে শেষ করে ফেলবে।"

"তার সামনে চেহারা দেখানোর মতো কোনো পরিকল্পনা আমার নেই, মিঃ আন্ডারসেক্রেটারি," শান্তভাবে বললো বর্ন।

"শেঙ্গকে আপনি প্রথমবারই পাবেন না। প্রথমে নিশ্চয় তার বেশ ক'জন কর্মকর্তার সাথে কথা বলতে হবে, সবাই আশ্বস্ত হলে তবেই শেঙ্গ কথা বলতে রাজি হবে। ফোনে আপনি কথা বলবেন ঠিকই, কিন্তু আমি বলে দেবো কি বলতে হবে!"

"এসব কাজের জন্য আপনি কাঁচা, মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার।"

"আপনাদের কাজে আমি কাঁচা, কিন্তু আমার কাজে আমি পাকা।"

"হাভিলান্ডের সামনে আপনার এই অসাধারণ প্ল্যানটা বললেন না কেন?"

"কারণ সে আমাকে পারমিশন দিতো না। আমি চাপ দিলে সে হয়তো আমাকে গৃহবন্দিই ক'রে রাখতো। সে আমাকে অদক্ষ মনে করে। আর সবসময় তাই মনে করবে। কারণ আমি তাদের মতো চটপটে নই, তাদের মতো বাকপটু নই। কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের সাথে সাথে আমিও অনুভব করতে পারছি, চীনের আসন্ন বিপদের কথা। সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে, মিঃ বর্ন। আর আমি তা হতে দিতে পারি না।"

বর্ন উত্তেজিত আন্ডারসেক্রেটারির দিকে তাকালো। "শুধু এই কারণেই আপনি কাজটা নিজে করতে চাচ্ছেন?" প্রশ্ন করলো সে।

"আরো একটা কারণ আছে, মিঃ বর্ন। সত্যি কথা বলতে গেলে আমি সেই পুরনো এডওয়ার্ড নিউইঙ্গটন ম্যাকঅ্যালিস্টার থেকে মুক্তি পেতে চাই। আমি হলাম ডিপার্টমেন্টের এমন একজন মস্তিষ্ক যে বেশিরভাগ সময় ডিপার্টমেন্টের কোনো ঘুপ্‌চি ঘরে কাটায়। শুধুমাত্র জটিল কোনো সমস্যা দেখা দিলে তবেই আমার ডাক পড়ে, আর কাজ শেষ হলে আমাকে আবার সেই ঘুপচি ঘরেই পাঠিয়ে দেয়া হয়। পর্দার আড়ালে থেকে আমিই সব কাজ করি, কিন্তু মঞ্চে দাঁড়িয়ে দর্শকদের বাহবা নেয় আমাদের অভিনেতারা। এবার আমি ভিন্ন কিছু করতে চাই যাতে আমার সম্পর্কে সবার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায়। আমি মনে করি এবার আমার পর্দার বাইরে আসার সময় এসেছে।"

জেসন মনোযোগ দিয়ে আন্ডারসেক্রেটারির কথা শুনলো। তারা রাস্তার ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। "কিন্তু আগে আপনি আমাকে বলছিলেন আমি ব্যর্থ হলে তার পরিণতি কি হতে পারে। আমি এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ, আপনি নন। আপনি কি ভেবে দেখেছে আপনি ব্যর্থ হলে তার পরিণতি কি হবে?"

"আমি ব্যর্থ হবো না।"

"আপনি ব্যর্থ হবেন না," বর্ন কথাটির পুণরাবৃত্তি করলো। "সেটা কিভাবে বলছেন জানতে পারি কি?"

BanglaBook.org

"আমি বিষয়টা খুব ভালোভাবে ভেবে দেখেছি।"

"বেশ বলেছেন।"

"না, সত্যি বলছি," প্রতিবাদের সুরে বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "পরিকল্পনাটা একদম সহজ : শেঙ্গকে একা বের ক'রে আনো, ব্যস্। সেটা আমি করতে পারবো, কিন্তু আপনি পারবে না। সে কখনই আপনার সাথে একা দেখা করতে রাজি হবে না। আমার শুধু কয়েকটা মুহূর্ত আর একটা অস্ত্র চাই।"

"তাও আমি এই পরিকল্পনায় রাজি হতে পারছি না। কারণ আপনি ভুলে যাচ্ছেন আপনি যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডারসেক্রেটারি। যদি আপনি ব্যর্থ হন, যদি আপনি ধরা খান, তাহলে সব পরিকল্পনা ভেস্তে তো যাবেই উপরন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আরো বিগড়ে যাবে।"

"যেদিন আমি হংকংয়ে এলাম সেদিন থেকেই আমি এটা নিয়ে ভেবেছি।"

"কি?"

"সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে আমি এ সমস্যাটা নিয়ে ভেবে তার সমাধান বের করেছি। আমি একটা ফাইলে সব লিখে রেখে এসেছি। আমেরিকান গভর্নমেন্টেকে এর থেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা হয়েছে। আমি ধরা পড়লেও আমার ফাইল থেকে প্রমাণিত হবে আমাদের গভর্নমেন্ট এর সাথে কোনোভাবে জড়িত নয়। ফাইলটার একটা কপি হাভিলান্ডের জন্য রাখা হয়েছে। আরেকটা কপি চাইনীজ কনসুলেটে বাহাত্তর ঘন্টা পরে পাঠানোর কথা। অ্যাম্বাসেডর হয়তো এতোক্ষণে তার কপিটা পেয়েও গেছেন। বুঝতেই পারছেন, মিঃ ওয়েব, এখন আর ফেরার কোনো উপায় নেই।"

"ম্যাকঅ্যালিস্টার, আপনি তো ঝামেলা পাকালেন! ফাইলে কি লেখা আছে?"

"ফাইলটাতে আমার আর শেঙ্গের মধ্যকার কিছু সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। তবে আপনি চিন্তা করবেন না, ফাইলে আমি উল্টোপাল্টা কিছু লিখি নি, বরং আমার লেখা থেকে হয়তো সবার নজর শেঙ্গের ওপর পড়তে পারে, তার পরিকল্পনা ভেস্তেও যেতে পারে। পুরো ফাইল জুড়ে কি আছে তা জেনে আপনার কাজ নেই। শুধু এটুকু জেনে রাখুন, আপনার ষড়যন্ত্রকারী দিয়ে ষড়যন্ত্রকারী ধরার থিওরিটাই আমি কাজে লাগিয়েছি।"

"ভুলে যান," চেঁচিয়ে বললো বর্ন। "এই পুরো মতলবটা ভুলে যান। এটা পাগলামি! আপনি ধরেই নিয়েছেন আমি ব্যর্থ হবো বা ধরা খাবো। কিন্তু আমি এখনও কিছুই ধরে নেই নি।"

বর্ন একটা লম্বা দম নিলো। "আমি আপনার সাহসকে বাহবা দিচ্ছি, আপনার ভদ্রতাকেও শ্রদ্ধা করছি, কিন্তু এই কাজটা করার আরো ভালো উপায় রয়েছে। আপনি পর্দার বাইরে আসার সুযোগ পাবেন, মিঃ আন্ডারসেক্রেটারি। কিন্তু এভাবে নয়!"

"তাহলে কিভাবে?" প্রশ্ন করলো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"আপনি বলছিলেন আপনি এখানে ছয় বছর কাটিয়েছেন। তখন সংঘবদ্ধ আর

BanglaBook.org

চিহ্নিত গোষ্ঠীকে নিষ্ক্রিয় করাই ছিলো আপনার আসল কাজ। নারকোটিকস্, ড্রাগস, স্মাগলিং, সব রকমের অপরাধীদের বিরুদ্ধেই আপনি লড়েছেন। অনেক শত্রুও তৈরি করেছেন। আপনি নিশ্চয় ওই লোকগুলোকে পুরোপুরি ভুলে যান নি?"

"ওসব লোকদেরকে কেউ সহজে ভোলো না।"

"তাহলে আমাকে একজন ভাড়াটে খুনি জোগাড় ক'রে দিন, যে ভালো দামের বিনিময়ে কাজটা করতে রাজি হবে। হাভিলান্ডকে ফোন করুন, আমার দাবি-দাওয়া তাকে জানান। তাকে বলুন কাল সকালের মধ্যে এখানে, এই ম্যাকাও'তে পাঁচ মিলিয়ন ডলার পাঠাতে। কমান্ডো গুয়াঙ্গডঙ্গ বর্ডারের বাইরে, পাহাড়ী এলাকায় শিঙ্গের লোকদের সাথে দেখা করতো। আমি ওখানেই মিটিংটা ঠিক করছি। আপনি শুধু একজন ভাড়াটে খুনি জোগাড় করুন। তাকে বলুন, তেমন কোনো ঝুঁকি নেই কিন্তু ভালো দাম পাওয়া যাবে। ব্যস্!"

"অসম্ভব," জেসনের চোখের দিকে তাকিয়ে বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"আপনি কি বলতে চাইছেন ওরকম ভাড়াটে খুনি পাওয়া যাবে না? কারণ আপনি যদি তাই বলেন তাহলে মিথ্যা বলবেন!"

"আমি জানি অমন ভাড়াটে খুনি হাজারটা পাওয়া যাবে। এমনকি আমি নিজেই বেশ কয়েকজনকে চিনি। কিন্তু আমি তাদের ধারে-কাছেও ঘেষতে রাজি নই। এমনকি হাভিলান্ড চাইলেও আমি ওদের ঠিকানা দেবো না।"

"কেন? আপনি শেঙ্গকে চান না? এতোক্ষণ যা বললেন সেগুলোও কি মিথ্যা ছিলো? মিথ্যুক!"

"আপনি ভুল বুঝছেন, আমিও শেঙ্গকে বের ক'রে আনতে চাই। কিন্তু এভাবে না।"

"কেন নয়?"

"কারণ আমি আমার গভর্নমেন্ট, আমার দেশকে কোনো ঝুঁকিতে ফেলতে চাই না। আর আমার মনে হয় হাভিলান্ডও আমার কথায় সায় দিতো। ভাড়াটে খুনি ব্যবহার করা খুবই বিপজ্জনক, এতে অনেক সূত্র রয়ে যায়। পাঁচ মিলিয়ন ডলার ট্রান্সফার করাও বিপজ্জনক। সেটাও যে কেউ সহজেই ট্রেস্ করতে পারবে। কেনেডি ভাড়াটে খুনি দিয়ে ক্যাস্ট্রোকে সরাতে গিয়েছিলো তার পরিণতি কি হয়েছিলো তা সবাই জানে। এটা একেবারেই পাগলামী...না মিঃ বর্ন, এ পদ্ধতি চলবে না।"

"কোন্ পদ্ধতি চলবে আর কোন্টা চলবে না তা আমি ঠিক করবো। ভুলে যাবেন না, শুধু আমিই জানি কিভাবে শেঙ্গের সাথে যোগাযোগ করতে হয়।"

"কিন্তু আমি চাই কাজটা আপনি আমার পদ্ধতিতে করুন। আর সেটা আপনার জন্যেও ভালো হবে।"

"কেন?"

"কারণ আপনার স্ত্রী হাভিলান্ডের কাছে আছে।"

"সে ককলিনের সাথে আছে! তার সাথে আছে মো পানোভ! হাভিলান্ড এতো

BanglaBook.org

সাহস পাবে না—"

"আপনি তাকে চেনেন না," বর্নের কথার মাঝখান দিয়ে বলতে শুরু করলো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "আপনি তাকে নিয়ে টিট্‌কারি মারেন, কিন্তু আপনি তাকে জানেন না। সে অনেকটা শেঙ্গ চোউ ইয়াঙ্গের মতো। সে কোনো কিছুতেই থামার পাত্র নয়। আমার সন্দেহ ঠিক হলে এই মুহূর্তে মিসেস ওয়েব, মিঃ ককলিন আর ডক্টর পানোভ ভিক্টোরিয়া পিক-এর বাড়িটিতে অতিথি হিসেবে অবস্থান করছে।"

"অতিথি?"

"গৃহবন্দী, যেমনটা আমি কিছুক্ষণ আগেই বলছিলাম।"

"কুত্তার বাচ্চা," ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো বর্ন, তার মুখের চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে।

"তো আমরা কিভাবে শেঙ্গের কাছে পৌছাবো?"

চোখ বন্ধ ক'রে বর্ন বলতে শুরু করলো। "গুয়াঙ্গডঙ্গ গ্যারিসনে সু গিয়াঙ্গ নামে একজন লোক আছে। আমি তার সাথে ফ্রেঞ্চে কথা বলবো আর সে আমার কাছে একটা মেসেজ ছেড়ে যাবে। একটা ক্যাসিনোর টেবিলে।"

"চলুন! জল্‌দি!" বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৬

টেলিফোনটা বেজে উঠলে নগ্ন মহিলাটি চম্‌কে বিছানায় উঠে বসলে তার পাশে শুয়ে থাকা লোকটিও জেগে উঠলো, তার ভাবব্যক্তি দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভোর রাতে ফোন আসাটা খুবই স্বাভাবিক, সে এতে অভ্যস্ত। বিছানার সাইড টেবিলে রাখা টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালো সে।

"উই," নরমকণ্ঠে বললো লোকটা।

"*ম্যাকাও লেই ডিয়ানহুয়া,*" জবাব দিলো অপারেটর।

"লাইনটা গোপন ক'রে রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা সরিয়ে ফেলো।"

"করেছি, কর্নেল সু।"

"ঠিক আছে, ম্যাকাও'তে কানেক্ট কারো।"

"*বর্সিয়ে মঁ অমি,*" ম্যাকাও থেকে একটি কণ্ঠস্বর বললো। ফ্রেঞ্চ কথাগুলো গুপ্তঘাতকই বলছে ব'লে ধরে নেয়া হলো। "*কমেন্ত ফা ভা?*"

"*ভু?*" ভিমড়ি খেলো জিয়াঙ্গ, সে বিছানায় উঠে বললো। "*আতেঁদেজ?*" কর্নেল মহিলার দিকে তাকালো। "তুমি! চলে যাও! এখনই এখান থেকে চলে যাও," সে ক্যান্টোনিজে আদেশ করলো। "তোমার জামা-কাপড় নিয়ে সামনের রুমটিতে গিয়ে পরো, দরজাটা খোলা রেখো যাতে আমি দেখতে পাই তুমি সত্যি সত্যিই চলে গিয়েছো কি না।"

"আমার টাকা!" ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললো মহিলাটি। "দু'বারের জন্যে টাকা দেবে, আর আমাকে নীচে ফেলে যা করেছো তার জন্যে দ্বিগুণ দাম দিতে হবে কিন্তু!"

"তোমার স্বামীকে যে এখনও চাকরি থেকে বিদায় করি নি সেটাই তোমার পারিশ্রমিক। এখন বেরোও!"

"ওরা ঠিকই বলে, তুমি আসলেই একটা শূয়োর," মহিলা তার কাপড়-চোপড় নিয়ে সামনের ঘরে গিয়ে পরলো। যাওয়ার আগে আরেকবার জিয়াঙ্গের দিকে তাকিয়ে তাকে শূয়োর ব'লে চলে গেলো সে।

কয়েক সেকেন্ড পরে সু আবার ফোনে ফিরে এসে ফ্রেঞ্চে কথা বলতে শুরু করলো।

"কি হয়েছে? বেইজিং থেকে যে রিপোর্টগুলো পেয়েছি সেগুলো অবিশ্বাস্য। শেনঝেন এয়ারফিল্ডের খবরগুলোও চমক লাগানোর মতো। সে তোমাকে বন্দী বানিয়েছিলো!

"সে মরে গেছে!" ম্যাক্যাও'র কণ্ঠস্বরটি বললো।

"মারা গেছে?"

"তার নিজের লোকেদের হাতেই মরেছে। কমপক্ষে পঞ্চাশটা গুলি খেয়েছে।"

"আর তুমি?"

"ওরা আমার কথা বিশ্বাস করেছে। আমি ছিলাম নির্দোষ বন্দী, আমাকে সে

BanglaBook.org

রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে যায়, ওদেরকে ধোঁকা দেবার কাজে ব্যবহারের জন্য। তারা আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেছে, আমারই অনুরোধে মিডিয়া থেকে আমাকে দূরে রেখেছিলো ওরা। আগামীকালের পত্রিকায় সব খবরই দেখতে পাবেন।"

"হায় ঈশ্বর, এগুলো ঘটলো কোথায়?"

"ভিক্টোরিয়া পিক-এ। এটা কনসুলেটেরই একটা গোপন অংশ। আমি অনেক গোপন খরব জেনেছি। তাই আমাদের মূল নেতার সাথে আমার যোগাযোগ করাটা জরুরি হয়ে পড়েছে। তার এগুলো জানা উচিত।"

"আমাকে খুলে বলো।"

নকল গুপ্তঘাতক হাসলো। "আমি এসব ইনফরমেশন বিক্রি ক'রে থাকি। আমি এগুলো বিনে পয়সায় দেই না, বিশেষ ক'রে শূয়োরদেরকে।"

"মূল নেতা বলতে কি বোঝাচ্ছো?" প্রশ্ন করলো কর্নেল সু জিয়াঙ্গ।

"তোমাদের মাথা, চিফ, আসল বস্—যাই বলো না কেন। পক্ষীশালার ওই লোকটা, যে বেশি বকবক করছিলো। সে-ই তো তোমাদের চিফ, তাই না? সে তলোয়াড় দিয়ে একের পর এক লাশ ফেলছিলো। আমি তাকে সাবধানও করেছিলাম। বলেছিলাম ফ্রেঞ্চম্যান ইচ্ছে ক'রে তাকে দেরি করিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু সে আমার কথায় কান দেয় নি।"

"তুমি সত্যিই তাই করেছিলে?"

"তাকেই জিজ্ঞেস করে দেখছেন না কেন। আমি বলেছিলাম কোথাও একটা সমস্যা হয়েছে, ফ্রেঞ্চম্যান তাকে কথার জালে ফাঁসাচ্ছে। তার উচিত ছিলো আমার কথা শোনা, ফ্রেঞ্চম্যানকে, সঙ্গে সঙ্গে মারা! এখন তাকে বলেন আমি তার সাথে কথা বলতে চাই! জল্‌দি!"

"আমি নিজেও তার সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পাই না," বললো কর্নেল। "আমি শুধু তার কয়েকজন লোককে কোড নাম দিয়ে চিনি।"

"আপনি কি তাদের কথা বলছেন যারা গুয়াঙ্গঙ্গের পাহাড়ে আমার সাথে দেখা করতে আসতো।"

"হ্যা।"

"আমি ওদের কারো সাথে কথা বলবো না," জেসন চেঁচিয়ে বললো। "আমি আসল লোকটিকেই চাই।"

"তোমাকে আগে অন্যদের সাথে কথা বলে নিতে হবে। তারা যদি মনে করে তোমার সাথে ওনার কথা বলাটা জরুরি তাহলে হয়তো তুমি কথা বলতে পারবে।"

"ঠিক আছে। আপনি তাহলে ব্যাপারটা তাদেরকে জানান। আমি আমেরিকানদের সাথে প্রায় তিন ঘণ্টা ছিলাম। নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্য আমি আমার সেরা অভিনয়টা দেখিয়েছি। আপনি তো জানেনই আমার অনেক লোক এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। তারাই এর স্বাক্ষী দিয়েছে যে, আমি একজন সাধারণ বিজনেসম্যান। ওরা আমাকে অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে ছেড়ে দেয়—"

BanglaBook.org

"বুঝেছি," বললো সু। "দয়া ক'রে আমাকে বলো, আমি ওদেরকে কি বলেবো? তুমি আমেরিকানদের সাথে ছিলে, তারপর কি?"

"আমি অনেক কিছু শুনেছি। যে লোকটা আমাকে বন্দী করেছিলো সে-ই আসল জেসন বর্ন।"

"আমরা তা জানি। আর কিছু?"

"আমেরিকারা ভাবছে বেইজিংয়ের কেউ হয়তো তাকে ভাড়া ক'রে এনেছিলো। এমন কেউ, যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের তার পথ থেকে সরাতে চায়।"

"তোমার কথা অস্পষ্ট। আমাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলো।"

"ওই রুমে আমেরিকানদের সাথে কয়েকজন তাইওয়ান থেকে আসা চাইনীজও ছিলো। তারা বলছিলো কুয়োমিংটাংয়ের কিছু গোপন দল নিয়ে তারা চিন্তিত। তারা এসব দলের বিরোধিতা করে," বর্ন থামলে কিছুক্ষণ তারা দু'জনেই চুপ ক'রে থাকলো।

"আর?" কর্নেল চাপাচাপি করলো।

"তারা আরো কিছু কথা বলছিলো। আর বারবার একটা নাম তারা ব্যবহার করছিল—শেঙ্গ!"

"আইয়া?"

"এই মেসেজটাই তুমি ওদের কাছে পাঠাও। আমি তিন ঘণ্টার মধ্যে ক্যাসিনোতে যেনো একটা জবাব পাই।"

"তুমি সত্যিই অবাক করলে। আমরা ভেবেছিলাম অরিজিনাল জেসন বর্নের মতো তুমি অতো দক্ষ নও। যাই হোক, আমি এখই যোগাযোগ করছি।"

"বরং সে-ই আমার মতো দক্ষ নয়। একটা প্রশ্ন আপনারা প্রথম কবে বুঝতে পারলেন যে, আমি আসল জেসন বর্ন নই?"

"প্রথম দেখাতেই," জবাব দিলো কর্নেল। "তোমার চেহারা দেখেই আমরা নিশ্চিত হই তুমি মেডুসার সেই লোক হতে পারো না। সেটা পনেরো বছর আগের ঘটনা আর তোমার বয়স সর্বোচ্চ তিরিশ হতে পারে। নিশ্চই মেডুসাতে তোমাকে বাচ্চা বয়সে নেয়া হয় নি।"

"কোড শব্দটা হলো 'ক্রাইসিস' আর তোমার হাতে আছে তিন ঘণ্টা সময়," ফোনটা রেখে দিয়ে বললো বর্ন।

"এটা পাগলামি!" জেসন ফোনবুথ থেকে বেরিয়ে এসে ক্ষোভের সাথে ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললো।

ম্যাকঅ্যালিস্টার ফোনের বিল দিয়ে মহিলা অপারেটরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বের হয়ে এলো। "আমি জানি আপনি কেন রেগে যাচ্ছেন, মিঃ বর্ন। কারণ মূল কাজটা আমি করতে যাচ্ছি, আর হাভিলান্ডের মতো আপনিও আমাকে অযোগ্য মনে করেন।"

"নিজেকে ওস্তাদ প্রমাণ করার জায়গা এটা না। আপনার একটু ভুলের জন্য সবকিছু ভেস্তে যেতে পারে। আপনি ব্যর্থ হলে—"

BanglaBook.org

"আমি ব্যর্থ হবো না। আম জানি আমি কি করছি, মিঃ বর্ন। আপনি শুধু আমাকে একটি অস্ত্র যোগাড় ক'রে দিন।"

অস্ত্র যোগাড় করাটা তেমন একটা কঠিন হলো না। ম্যাকাও'র রুয়া ডাস লর্চাস -এ দাঁজুর ফ্ল্যাট ছিলো, যেটাকে ছোটোখাটো একটা অস্ত্রশালা বললে ভুল হবে না। তাদেরকে শুধু ভেতরে ঢুকে বেছে নিতে হবে, ব্যস্। অস্ত্র বাছাই করতে প্রায় দু'ঘণ্টা সময় লেগে গেলো। শেষমেশ ম্যাকঅ্যালিস্টারকে যে অস্ত্রটা দেয়া হলো সেটা দাঁজুর সংগ্রহে সব থেকে ছোটো একটি পিস্তল। একটি চার্টার আর্মস পয়েন্ট ২২ বোরের, সাথে সাইলেন্সার লাগানো।

"মাথায় নিশানা করবেন, কমপক্ষে তিনটা গুলি ছোঁড়া চাই," বললো বর্ন।

ম্যাকঅ্যালিস্টার ঢোক গিলে একবার অস্ত্রটার দিকে তাকিয়ে আরেকবার জেসনের দিকে তাকালো। জেসন নিজের জন্য ইন্টার ডায়নামিক কে.জি. ৯ মিলিমিটারের একটি মেশিন পিস্তল নিলো। যার প্রতিটা ক্লিপ দিয়ে তিরিশ রাউন্ড গুলি ছোঁড়া যায়।

ভোর ৩টা ৩৫-এ তারা কাম পেক ক্যাসিনোতে ঢুকলো। তাদের জ্যাকেটের ভেতরে লুকানো আছে অস্ত্রগুলো।

দু'জনেই হেটে একদম বারের শেষ মাথায় গিয়ে বসলো। ক্যাসিনোটা এখন অর্ধেকই ফাঁকা। বারটেন্ডার জেসনকে দেখেই চিনতে পারলো। সে এই সদয় কাস্টমারকে ইংলিশ হুইস্কি দিয়ে আগ বাড়িয়ে কথা বললো। ম্যাকআলিস্টার বর্নের থেকে চারটা চেয়ার দূরে ব'সে আছে। নিজের জন্যে ওয়াইন অর্ডার দিলো সে।

ওই তো সে! সেই চাইনীজ লোকটা যে মার্শাল আর্টে বিশেষ পারদর্শী হলেও কয়েকটা নোংরা প্যাঁচ না জানার কারণে এখানকারই একটা গলির ভেতরে বর্নের কাছে নাস্তানাবুদ হয়েছিলো। এই লোকটাই বর্নকে গুয়াঙ্গ-এর পাহাড়ে যেতে সাহায্য করেছিলো। কর্নেল সু জিয়াঙ্গ কোনো ঝুঁকি নেয় নি। বুড়ো লোক কিংবা পতিতার পরিবর্তে সবচাইতে শক্তসমর্থ লোকটিকেই পাঠিয়েছে সে।

লোকটা বেশ কয়েকটা টেবিল পাশ কাটিয়ে পাঁচ নাম্বার টেবিলের কাছে চলে এলো। মিনিট তিনেক খুব মনোযোগ দিয়ে খেলা দেখে নিজেই খেলার জন্য টেবিলে ব'সে পড়লো সে। পকেট থেকে ওয়ালেট বের ক'রে কতোগুলো নোট টেবিলের ওপর রাখলো, নোটগুলোর সাথে একটা কাগজও আছে। সেটাতে লেখা আছে 'ক্রাইসিস' শব্দটা।

প্রায় বিশ মিনিট পরে লোকটা মাথা নাড়লো, যেনো তার কপাল খারাপ, টাকাগুলো তুলে নিয়ে টেবিল থেকে উঠে পড়লো সে। কিন্তু কাগজটা টেবিলেই থেকে গেলো। বর্ন জানতো এই লোকটাই শেঙ্গের কাছে যাওয়ার শর্টকাট পথ। তাকে এই লোকটাকেই ধরতে হবে।

"আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন," ফিস্‌ফিস্ ক'রে ম্যাকঅ্যালিস্টারকে বললো সে। "আমি একটু আসছি!"

ক্যাসিনো থেকে বেরিয়েই বর্ন চীনা লোকটাকে ফলো করতে শুরু করলো।

BanglaBook.org

লোকটা বেশ কিছুটা পথ হাটার পর একটা ফাঁকা গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এখন। তার কাজ শেষ, এখন চলে যাচ্ছে সে। বর্ন তার দিকে দ্রুত ছুটে গেলো। লোকটা গাড়ির দরজা খুলতেই বর্ন তার কাঁধে হাত রাখলে লোকটা মারমুখী ভঙ্গি ক'রে ঘুরতেই বর্ন এক লাফে পিছিয়ে গেলো।

দু'হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভান করলো বর্ন। "এবার আর মারামারি করতে চাইছি না," ইংরেজিতে বললো সে।

"*আইয়া!* আপনি! আপনি আমাকে হারিয়েছিলেন। তারপর থেকে আমি দিনে ছয় ঘণ্টা ক'রে প্রাক্যটিস করা শুরু করেছি। আপনি আমাকে হারিয়েছিলেন কিন্তু এর পরের বার হয়তো এতো সহজ হারাতে পারবেন না।"

"আসলে হারিয়েছি বললে ভুল হবে। আমার বয়স তোমার চেয়ে বেশি। ওই লড়াইচার পর আমার যতোটা হাড়ে ফাঁটল ধরেছে তা তো আর তোমার ধরে নি। তাই ঠিক করেছি এবার আর মারামারি করবো না, বরং তুমি যতো টাকা চাইবে তা দিয়েই কাজ করবো। সহজ ভাষায় এটাকে কাপুরুষ বলে।"

"কাপুরুষ আপনি! না, স্যার! আপনি সত্যি সেরা," বললো চীনা লোকটি।

"তাই নাকি! তুমি তো আমাকেও ভড়কে দিয়েছিলে, পরে অবশ্য যথেষ্ট সাহায্যও করেছো," বললো বর্ন।

"কারণ আপনি আমাকে ভালো দাম দিয়েছিলেন।"

"বেশ ভালো। আমি তোমাকে এবার আরো ভালো দাম দেবো।"

"মেসেজটা কি আপনার জন্যে ছিলো?"

"হ্যা।"

"তার মানে আপনি ফ্রেঞ্চম্যানের জায়গা নিয়ে নিয়েছেন?"

"সে মারা গেছে। যারা মেসেজ পাঠিয়েছে তারাই ওকে মেরে ফেলেছে।"

"কেন?" হতভম্বভাবে হয়ে বললো লোকটি। "তিনি তো ভালো সার্ভিস দিচ্ছিলেন, তাছাড়া তিনি একজন বয়স্ক লোক ছিলেন, আপনার চেয়েও বয়স্ক।"

"তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিলো।"

"কারা? কমিউনিস্টরা?"

"কুয়োমিংটাং" বললো বর্ন। "ডঙ্গ ইয়ু, ওরা কমিউনিস্টদের চেয়েও খারাপ।"

"আপনি আমার কাছে কি চান?"

"আগেরবার যা করেছিলে অনেকটা তাই। তবে এবার তোমাকে থাকতেও হবে। আমার একজোড়া পাহারাদার চোখ চাই।"

"আবার গুয়াঙ্গডঙ্গের পাহাড়ে যেতে চান?"

"হ্যা! গতবার আমি তোমাকে দশ হাজার ডলার দিয়েছিলাম, এবার বিশ হাজার পাবে।"

"*আইয়া!* ঝুঁকিটা মনে হয় খুব বেশি।"

"কোনো বিপদ ঘটলে তুমি পালিয়ে যাবে। তোমার টাকা এখানে, এই ম্যাকাও'তে রেখে যাবো। এখন বলো কাজটা তুমি চাও কি না! না হলে আমাকে

BanglaBook.org

অন্য লোক খুঁজতে হবে।"

"মাথা খারাপ! এই চোখগুলো শকুনের চোখ। এর চেয়ে ভালো চোখ আপনি পাবেন কোথায়?"

"ঠিক আছে। ক্যাসিনো পর্যন্ত চলো। তুমি বাইরে অপেক্ষা করবে। আমাকে মেসেজটা নিতে হবে।"

জেসন ক্যাসিনোর সিটটাতে ব'সে আছে, তার হাতে একটা খাম। খামটা খুলে কাগজটা বের করলো। ভেতরে ইংরেজিতে লেখা : টেলিফোন ম্যাকাও—৩২-৬১-৪০৩।

আশেপাশে ফোনের জন্য তাকালো সে। তখনই তার মনে পড়লো ম্যাকাও'তে সে কখনও পে-ফোন ব্যবহার করে নি। বারটেন্ডারকে ইশারায় ডাকলো বর্ন।

"জ্বি স্যার? হুইস্কি দেবো?"

"না, আর না," বললো বর্ন, তার দিকে কিছু হংকং ডলার এগিয়ে দিয়ে। "আমার ম্যাকাও'তে একটা ফোন করা দরকার। পে-ফোন কোথায় পাওয়া যাবে বলো তো, আর কিছু কয়েনও যোগাড় ক'রে দাও?"

"স্যার, আপনি পাবলিক টেলিফোন কেন ব্যবহার করতে যাবেন? আমার কাউন্টারে একটা ফোন আছে। শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ কাস্টমাররাই সেটা ব্যবহার করতে পারে।"

জেসন কিছু বলার আগেই বারটেন্ডার তার সামনে একটা টেলিফোন এনে রাখলো। ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে তাকিয়ে ডায়াল করলো সে।

"উই?" একটা মহিলা কণ্ঠ শোনা গেলো।

"আমাকে এখানে ফোন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে," ইংরেজিতে জবাব বললো বর্ন। কারণ কমান্ডো চাইনীজ পারতো না।

"আমরা দেখা করবো।"

"না, করবো না।"

"এটা জরুরি।"

"সম্ভব না। আমি আসল লোকটির সাথে কথা বলতে চাই।"

"কারণ দর্শাও! কেন আমি তোমাকে তার সাথে কথা বলতে দেবো?"

"আমি কর্পোরালদের কাছে কারণ দর্শাই না। আমি একসময় নিজে মেজর ছিলাম আর তোমার মতো হাজার হাজার ছোকরা আমার কাছে কারণ দর্শাতো, সেটা তোমার জানার কথা।"

"এই অপমানজনক কথাটা বলার কোনো দরকার ছিলো না!"

"আমার সাথে তোমার কথা বলারই কোনো দরকার ছিলো না। আমি তিরিশ মিনিট পরে আবার ফোন করছি। এবার যেনো ভালো কোনো খবর পাই। আমি লোকটাকে চাই!" বর্ন লাইন কেটে দিলো।

"আপনি করছেন কি?" একটু বিরক্তির সাথে বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"আপনার কাজই করছি। আমাদেরকে এখান থেকে বের হতে হবে। আমি

BanglaBook.org

বের হবার পাঁচ মিনিট পরে বের হবেন। দরজা দিয়ে বের হয়ে ডান দিকে হাটতে শুরু করবেন, আমরা আপনাকে তুলে নেবো।"

"আমরা?"

"একজ পুরনো বন্ধুও আছে। আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো।"

"আরো একজন! আপনার মাথা ঠিক আছে তো!"

"আরে, মাথা ঠাণ্ডা রাখুন, মিঃ অ্যানালিস্ট। আমার মাথা ঠিকই আছে। আমি শুধু একজন বাড়তি লোক ভাড়া করেছি। বলা তো যায় না, যদি হঠাৎ বিপদ-টিপদ ঘটে।"

পরিচয় পর্বটা বেশ ছোটো হলো, কেউ কারোর নাম বললো না। তবে এটা বোঝা গেলো যে, ম্যাকঅ্যালিস্টার লোকটার শক্তসমর্থ শরীর আর চওড়া কাঁধ দেখে সন্তুষ্ট হয়েছে।

"আপনি এখানকার একটা ফার্মের এক্সিকিউটিভ?" ম্যাক অ্যালিস্টার জানতে চাইলো।

"হ্যা, অনেকটা সেরকমই। ফার্মটা আমার নিজেরই। আমি বিশেষ বিশেষ লোকজনদের জন্য কুরিয়ার সার্ভিসের সেবা প্রদান ক'রে থাকি।"

"কিন্তু সে আপনাকে খুঁজে পেলো কিভাবে?"

"স্যরি, স্যার। ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়। আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন।"

"হায় ঈশ্বর!" ডেল্টার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় ক'রে বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"বিশ মিনিটের মধ্যে আমার একটা ফোন করতে হবে," বললো বর্ন, সে ড্রাইভারের পাশের সিটে ব'সে আছে আর হতভম্ব ম্যাকঅ্যালিস্টার ব'সে আছে পেছনের সিটে।

"তারা আপনাকে ঘোরাচ্ছে তাহলে? তারা ফ্রেঞ্চম্যানকেও ঘোরাতো।"

"ফ্রেঞ্চম্যান কিভাবে এর জবাব দিতো?"

"বিলম্ব করে!"

"এখানে কোনো রেস্টুরেন্ট আছে?"

"রুয়া মার্কাযোরস্-এ আছে।"

"আমাদের খাওয়ার দরকার। ফ্রেঞ্চম্যান ঠিকই বলতো, যতো দেরি হবে ততো ওদের ঘাস ঝড়বে," বললো বর্ন।

"আমি ওই লোকটাকে পছন্দ করতাম," বললো চাইনীজ বাহকটি।

"আমাদের রেস্টুরেন্ট নিয়ে চলো।"

শুধু ম্যাকঅ্যালিস্টারই ধৈর্য ধরে বসতে পারছিলো না। সে দু'একবার ফোনের প্রসঙ্গটা তোলার চেষ্টা করলো, কিন্তু বর্ন আর তার চাইনীজ বাহক তা কানেই তুললো না।

"বিশ্রাম আর খাবার," বর্ন ঠাট্টার সুরে বললো। "ফ্রেঞ্চম্যান বলতো এ দুটাই

BanglaBook.org

আসল হাতিয়ার।"

"ভারি আশ্চর্য তো," বিরক্তির সাথে বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "আমরা এখানে অনেকক্ষণ ধরে ব'সে আছি। আমার মনে হচ্ছে আমাদের কাজ শুরু ক'রে দেয়া উচিত।"

"অবশ্যই করবো, এডওয়ার্ড। কিন্তু ফ্রেঞ্চম্যান যা করতো ঠিকই করতো। 'শত্রুদেরকে অস্থির হতে দাও। নার্ভাস প্রতিপক্ষকে সামলানো সবচে সোজা।' "

"এই বালের ফ্রেঞ্চম্যানের কথা শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি," বললো ম্যাক অ্যালিস্টার।

বর্ন আন্ডারসেক্রেটারির দিকে কাঠোর দৃষ্টিতে তাকালো। "এই কথাটা যেনো আর না শুনি। আপনি সেখানে ছিলেন না, আপনি কিছুই জানেন না।" ঘড়িতে সময় দেখলো সে। "এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। ফোনটা সেরে আসা যাক।"

"আপনার তো তিরিশ মিনিটের মধ্যে ফোন করার কথা ছিলো!" ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে বললো মহিলাটি।

"আমার আরো কাজ আছে। আমার অন্য ক্লায়েটও আছে। যদি এবারো আমার সময় নষ্ট করো তো আমি সাহায্য করার চেষ্টাই ছেড়ে দেবো। যখন ঝড়টা আসবে তখন লোকটা নিজেই পস্তাবে!"

"সেটা কিভাবে হবে?"

"আরে ম্যডাম! আমাকে এক ট্রাক ভর্তি টাকা দাও, আমি অবশ্যই তোমাকে সব খুলে বলবো।"

"প্লিজ, আপনাকে একজন লোকের সাথে দেখা করানো হবে। সে আপনাকে গুইয়া হিলের একটা বাড়িতে নিয়ে যাবে। ওখানে অত্যাধুনিক যোগাযোগের—"

"আর ওখানে আপনাদের একডজন গুণ্ডপাণ্ডাও থাকবে, যারা আমার মুণ্ডু ফাঁটিয়ে সব কথা বের করে নেবে। না, ওসব চলবে না। আমি আর একবার ফোন করবো, ম্যাডাম। একটা নাম্বার প্রস্তুত রাখুন। ওই লোকটার নাম্বার।" এ কথা বলেই লাইনটা কেটে দিলো জেসন।

বর্ন ফোনেরবুথ থেকে বেরিয়ে এসে একটা সিগারেট ধরালো।

"অসাধারণ," বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "আপনি তাদেরকে এই ইনফরমেশন নিতে বাধ্য করেছেন।"

ওয়াশিংটনের লোকটির দিকে শক্ত চোখে তাকালো বর্ন। "যদি সব কিছু পরিকল্পনা মতোই হতে থাকে তো আপনি আর কি করবেন? পারবেন বন্দুকের ট্রিগারটা টিপতে? মনে রাখবেন, আপনি যদি সেটা করতে না পারেন তাহলে আমরা দু'জনেই মরবো।"

"আমি পারবো," শান্তভাবে বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "প্রাচ্যের জন্য, গোটা দুনিয়ার জন্য আমি তাই করবো।"

"সেইসাথে আপনিও পর্দার বাইরে আসার সুযোগ পাবেন। সুযোগ পাবেন মঞ্চে দাঁড়িয়ে দর্শকদের বাহ্‌বা নিতে," বললো জেসন। "এখান থেকে আমাদের

BanglaBook.org

কেটে পড়া উচিত। আমি একই ফোন আবার ব্যবহার করতে চাই না।"

জেড টাওয়ার মাউন্টেনে শেঙ্গের ভিলার ভেতর এখন সবাই প্রচণ্ড ব্যস্ত। পাঁচজন লোক শেঙ্গের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে মিনিস্টার।

"আমাদের লোক ঘটনাটার সত্যতা যাচাই করেছে, স্যার!" মধ্যবয়সী ইউনিফর্ম পরা একজন লোক কথাগুলো বললো। "ওরা কয়েকজন জার্নালিস্টের সাথে কথা বলেছে। গুপ্তঘাতক যা যা বলেছে তার সবই সত্যি, স্যার। মৃত লোকটির ছবি আর একটা বিবরণ নিউজপেপার অফিসগুলোতে পাঠানো হয়েছে, স্যার।"

"একটা কপি আমার জন্য আনার ব্যবস্থা করো, এখনই," বললো শেঙ্গ।

"পুরো ব্যাপারটা একটু বেশি নিখুঁত ঠেকছে। সময়মতো খবরটা জানানো, গুপ্তঘাতকের ফোন করা। একটু বেশিই নিখুঁত। যেনো কেউ পুরো ব্যাপারটা সাজিয়েছে," একজন পরামর্শক বললো।

"গুপ্তঘাতক?" পাশে দাঁড়িয়ে আরেকজন পরামর্শক প্রশ্নটা করলো।

"সে কেন এমনটি করতে যাবে? তার উদ্দেশ্য কি?" বললো শেঙ্গ। "সে তো এটাও জানে না, পক্ষীশালার ঐ রাতের পরে তাকেও আমরা মেরে ফেলতাম। সে মনে করেছে আমরা তাকে আমাদের দলের একজন সদস্য বলেই মনে করি। আসলে তাকে আমরা আসল বর্নকে ফাঁদে ফেলার কাজে ব্যবহার করছিলাম। সেই আসল বর্নের খবরটা আমাদেরকে এমআই-সিক্স'র স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন গুপ্তচর জানিয়েছিলো।"

"তাহলে কে?" আরকেজন প্রশ্ন করলো।

"সেটাই তো সমস্যা। তাহলে কে! ওদিকে গুপ্তঘাতক যা বলছে সেটা যদি সত্যি হয় তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, সে হুমকির সাথে কথা বলছে কেন। আমার মতো মূল্যবান ক্লায়েন্ট হারানোটা হবে বোকামির কাজ। প্রফেশনাল লোকেরা সে ভুল কখনো করে না। এই বিষয়টাই আমাকে আরো ভাবিয়ে তুলছে।"

"তাহলে কি তৃতীয় কোনো পক্ষ?"

"যদি তাই হয়, তাহলে বলবো, না আছে তাদের কোনো অভিজ্ঞতা, না আছে কোনো বুদ্ধিসুদ্ধি।"

"এই যে স্যার, কপিটা," এক তরুণ বাগান দিয়ে দৌড়ে আসতে আসতে বললো, তার হাতে একটা টেলিটাইপ করা ফটোগ্রাফ।

"আমাকে দাও, জল্‌দি!" শেঙ্গ কাগজটা হাতে নিলো। "এটা তারই ছবি! আমি এই মুখ কখনও ভুলতে পারবো না। এখন সব পরিষ্কার হচ্ছে! মেয়েটাকে বলো গুপ্তঘাতককে আমাদের নাম্বারটা দিয়ে দিতে। কোনো সমস্যা যেনো না হয়।"

"এখনই বলছি, মিনিস্টার!"

জেসন ম্যাকাও'র নাম্বারটাতে ফোন করতেই তাকে আরেকটা নাম্বার দেয়া হলো।

BanglaBook.org

বলা হলো ওটাতে ফোন করলেই শেঙ্গের সাথে কথা বলা যাবে। নতুন নাম্বারটিতে ডায়াল করতে করতে ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে তাকালো সে। "শেঙ্গ কি ফ্রেঞ্চ বলতে পারে?" দ্রুত প্রশ্ন করলো সে।

"অবশ্যই," বললো আন্ডারসেক্রেটারি। "সে খুব ভালো ফ্রেঞ্চ বলতে পারে। "কিন্তু আপনি মানদারিন ব্যবহার করছেন না, কেন?"

"কারণ, কমান্ডো চাইনীজ পারতো না। আর ইংরেজি বললে হয়তো শেঙ্গ আমার উচ্চারণ থেকে ধরে ফেলতে পারে আমি বৃটিশ নই।" বর্ন পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে মাউথপিসের উপর চাপা দিলো। কয়েক সেকেন্ড পরেই পনেরোশো মাইল দূর থেকে দ্বিতীয় রিংটা হতেই সে কথা বলতে শুরু করলো।

"উই?"

"কম্মে লো কর্নেল, জো প্রিফেরি পার্লার ফ্রাঁসোয়া।"

"শেম্মা?" চেঁচিয়ে উঠলো বিভ্রান্ত কণ্ঠস্বরটি।

"ফাওয়েন," এবার মানদারিনে বললো জেসন।

"ফাওয়েন? ইয়ো বুহুই!" উত্তেজিতভাবে জবাব দিলো লোকটি, বললো সে ফ্রেঞ্চ বলতে পারে না। ফোনটা অন্য একজনের হাতে চলে গেলে অন্য একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

"মাত পারকুয়ে পারলেজ-ভু ফ্রাঁসোয়া।"

এটা শেঙ্গের কণ্ঠ! এই কণ্ঠস্বরটা চিনতে বর্নের কোনো সমস্যা হলো না।

"আমি ফ্রেঞ্চেই স্বাচ্ছন্দ্য বেধে করি, তাই!" জবাব দিলো বর্ন।

"বেশ! আমার জন্য তুমি কি খবর এনেছো? শুনলাম কথা বলার সময় ওরা আমার নাম ব্যবহার করছিলো?"

"তাদের মুখেই শুনলাম আপনি ফ্রেঞ্চ বলতে পারেন," বললো জেসন।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর শেঙ্গ মুখ খুললো। "তুমি জানো আমি কে?"

বর্ন প্রশ্নটার উত্তর দিলো না। "আমি এমন একটা নাম আপনাকে বলছি যেটা আমার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। বেশ কয়েক বছর আগে আপনি তাকে চিনতেন। লোকটা আপনার সাথে কথা বলতে চায়।"

"কি?" চেঁচিয়ে উঠলো শেঙ্গ। "বেঈমানি!"

"ওরম কিছু না, আর আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতাম তাহলে লোকটার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম।" বর্ন ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে তাকালো। সে সম্মতির ভঙ্গীতে মাথা দোলাচ্ছে—বর্নকে যেভাবে কথাগুলো বলতে বলেছিলো বর্ন ঠিক সেভাবেই বলছে।

"লোকটা আমাকে একবার দেখেই বুঝে ফেলে আমি কে, আর তারপরই তো আমি আপনার সাথে যোগাযোগ করলাম," বললো জেসন।

"তুমি করছোটা কি?"

"আপনার উপকার। এমন উপকার আগে হয়তো কেউ আপনার জন্য করে

BanglaBook.org

নি। নিন, আপনার বন্ধুর সাথে কথা বলুন। সে ইংরেজিতে কথা বলবে।" বর্ন ফোনটা ম্যাকঅ্যালিস্টারে হাতে দিলো।

"শেঙ্গ, আমি এডওয়ার্ড ম্যাকআলিস্টার বলছি।"

"এডওর্য়াড...?" শেঙ্গ চোউ ইয়াঙ্গ এতোটাই চমকে গেলো যে, কথাগুলো শেষ করতে পারলো না।

"এই অলোচনাটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, অফিস এ ব্যাপারে কিছু জানে না। আমি কথা বলতে চেয়েছি, কারণ আমি তোমার আর আমার দু'জনেরই ভালো চাই।"

"তুমি...আমাকে অবাক করলে পুরনো বন্ধু।"

"খবরের কাগজেই দেখেছো কি হয়েছে। কনসুলেট চাইছিলো আমি যেনো কিছুদিনের জন্য গায়েব হয়ে যাই। কিন্তু আমি জানতাম কার সাথে আমাকে যোগাযোগ করতে হবে।"

"কি হয়েছিলো, আর তুমি কিভাবে বুঝলে—"

"এরা দু'জনেই প্রায় একই রকম দেখতে। সবাই হৈচৈয়ে এতো ব্যস্ত ছিলো যে, বিষয়টা কেউ সেভাবে খেয়াল করে নি। করলেও বা কী হতো। ওরা তো আর আসল বর্নকে সেভাবে চেনে না, যেভাবে আমি চিনি!"

"তুমি চিনতে?"

"আমিই তাকে এশিয়া থেকে ভাগিয়েছিলাম। আমাকে মারতেই সে ফিরে এসেছিলো। সে চাইছিলো কাজ শেষে তোমার গুপ্তঘাতকের মৃতদেহ ভিক্টোরিয়া পিক-এ ফেলে যেতে। যাতে সবাই ধোঁকা খায় আর তাকে সন্দেহ না করে। কিন্তু আমার কপাল ভালো ছিলো, লোকটা আমাদের গার্ডদের হাতেই মারা পড়েছে।"

"এডওয়ার্ড, তুমি খুব দ্রুত কথা বলছো। আমি সব ধরতে পারছি না। কে অরিজিনাল বর্নকে ফিরিয়ে আনলো?"

"অবশ্যই ফ্রেঞ্চম্যান। কারণ তার শিষ্য তার অবাধ্য হয়ে গিয়েছিলো, তাই প্রতিশোধ নিতে সে তার মেডুসার বন্ধু অরিজিনাল বর্নকে ডেকে আনে।"

"মেডুসা!" ফিস্‌ফিস্ ক'রে উঠলো শেঙ্গ। "কিন্তু তুমি কি ক'রে বুঝতে পারলে ওই গুপ্তঘাতকের সাথে আমর সম্পর্ক আছে—"

"প্লিজ, শেঙ্গ," বাঁধা দিয়ে বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। এসব কথা বলার মতো সময় এখন না। তবু তুমি জোর করছো দেখে বলছি। যারা যারা মারা পড়েছিলো তাদেরকে নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করে আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারি। প্রথমে মারা গেলো চায়নার ভাইস প্রিমিয়ার—সিম শা সুই'র ক্যাবারের ভেতরে অন্য চারজনের সাথে। তারা সবাই তোমার শত্রু ছিলো। তারপর কাই টাক এয়ারপোর্টে বোমা হামলা। সেখানে তোমার দু'জন চরম বিরোধী নেতা ছিলো। তাছাড়া বেশ কিছু গুজব আমার কানে আসছিলো। একজন মহাশক্তিধর লোককে নিয়ে গুজব। আর সবশেষে ওই ফাইলটা আমার সন্দেহকে পূর্ণ রূপ দেয়!"

"ফাইল! কি বলছো, এডওয়ার্ড!" প্রশ্ন করলো শেঙ্গ। "আর কেনই বা তুমি আমার সাথে আন-অফিশিয়ালি যোগাযোগ করছো?"

BanglaBook.org

"আমার মনে হয় তুমি কারণটা জানো।"

"তুমি একজন তুখোড় লোক, এডওয়ার্ড, তোমাকে এই প্রশ্ন করা আমার সত্যিই ভুল হয়েছে।"

"এমন এক তুখোড় লোক যার সারা জীবনটা আমালাদের পেছনে ঘুপচি ঘরে কেটে পার হয়েছে, তাই না?"

"সত্যি কথা বলতে কি, আমি আশা করেছিলাম তুমি আরো ওপরে উঠবে। তুমি তোমার দেশের জন্য যা করেছো তা সত্যিই প্রশংসনীয়।"

"আমি অবসর নেবো ব'লে ঠিক করেছি, শেঙ্গ। আমি আমার জীবনটা বৃথাই আমার গভর্নমেন্টের জন্য ব্যয় করেছি। এখন আমি চাই না এই গভর্নমেন্টের জন্যেই আমাকে বোমা খেয়ে মরতে হোক। আমি চাই না কোনো টেরোরিস্ট নিমিষে আমাকে শেষ ক'রে ফেলুক। শেষ সময়টা আমি আমার পরিবারের জন্য কিছু করতে চাই। সময় বদলেছে, মানুষ বদলেছে, জীবন-যাপন এখন আগের চেয়ে অনেক ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। পেনশনের যে টাকা আমাকে দেয়া হবে তা আমার যোগ্যতার তুলনায় অনেক কম।"

"আম তোমার সব কথা বুঝলাম, এডওয়ার্ড। কিন্তু এর মধ্যে আমাকে টেনে আনছো কেন? আর কেনই বা আমার নাম কতোগুলো তাইওয়ানিজ তোমাদের সামনে বলেছিলো?"

"ভুল বোঝো না," বর্নের দিকে তাকিয়ে বললো অ্যানালিস্ট। "আসলে সে রকম কিছুই হয় নি। আমিই তোমার গুপ্তঘাতককে এই কথাগুলো বলতে বলেছি। কারণ আমি জানতাম এই কথাগুলো শুনলে তুমি আর কথা না ব'লে থাকতে পারবে না। তোমার নাম শুধু ওই ফাইলটাতেই আছে যার কথা একটু আগে বললাম। তবে ফাইলটা দেখার অধিকার সবার নেই, আর সেটা আমার অফিসে লক্ করা আছে। তবে যদি কোনো অঘটন ঘটে বা আমার অপঘাতে মৃত্যু হয় তাহলে ফাইলটা ন্যাশনাল সিকিউরিটির হাতে চলে যাবে। আর ফাইলটা ভুল হাতে পড়লে আমার মনে হয় তোমাদের বড় ধরণের সমস্যা হবে।"

"এডওয়ার্ড, তোমার এ উপকারের জন্যে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। যদিও তোমার কথাগুলো অস্পষ্ট এবং সবটা বুঝতেও পারি নি।"

"শেঙ্গ, আমার সঙ্গে দেখা করো। আমার টাকা দরকার। অনেক টাকা সাথে ক'রে নিয়ে আসবে। আমেরিকান ডলার। তোমার গুপ্তঘাতক বলছিলো গুয়াঙ্গডঙ্গের পাহাড়ে তোমার লোকেরা তার সাথে দেখা করতো। আমার সাথে আগামীকাল সকালেই দেখা করো। রাত দশটা থেকে বারোটার মধ্যে।"

"পুরনো বন্ধু। আমি এখনও বুঝতে পারছি না তোমার সাথে দেখা ক'রে আমার কি লাভ হবে?"

"আমি ফাইলের দুটো কপিই নষ্ট ক'রে দিতে পারি। তাইওয়ানের একটা গুজবের সত্যতা যাচাই করতে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছিলো। সেই সূত্র ধরেই আমি..."

BanglaBook.org

"তোমার কথায় কান দেবার কোনো প্রয়োজন আমি এখনও দেখছি না।"

"একজন কুয়োমিংটাং তাইপানের ছেলে নিশ্চয় আমার কথায় কান দেবে। বেইজিংয়ের গুপ্ত সম্প্রদায়ের নেতা অবশ্যই আমার কথায় কান দেবে। অন্তত তার নিজের ভালোর জন্যেই আমার কথায় তাকে কান দিতে হবে।"

বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর শেঙ্গই মুখ খুললো।

"গুয়াঙ্গডঙ্গের পাহাড়ে। সে জানে কোন্ জায়গায়।"

"শুধু একটা হেলিকপ্টার আসবে," বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"তাতে শুধু তুমি আর তোমার পাইলট থাকবে, আর কেউ না।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৭

ঘুটঘুটে অন্ধকার। ইউনাইটেড স্টেট্সের মেরিন ইউনিফর্ম পরা লোকটি ভিক্টোরিয়া পিক-এর সেই হেডকোয়ার্টারের পেছনের পাঁচিল টপকে নামলো। ছায়ার মধ্যে দিয়ে দৌড়ে বাড়িটার এক কোণায় গিয়ে পৌছালো সে। বাড়িটার বেশ কয়েকটা জানালা ভেঙে গেছে। দুটো ভাঙা জানালার সামনে একজন মেরিন গার্ড দাঁড়িয়ে আছে, তার রাইফেলটা মাটিতে রাখা, বেল্টে একটা পয়েন্ট ৪৫ অটোমেটিক। রাইফেল থাকা সত্ত্বেও একটা পয়েন্ট ৪৫ রাখার মানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। সে হাসলো কারণ এ পরিস্থিতিতেও গার্ড তার রাইফেলটা হাতে ধরে রাখার প্রয়োজন মনে করে নি। এই অনুপ্রবেশকারী একটা মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলো; গার্ডটা লম্বা একটা হাই তুলে চোখ বন্ধ করার সাথে সাথে সুযোগটা এসে গেলো তার। ছুটে গিয়ে তার হাতের ধারালো তার দিয়ে গার্ডটির গলা পেঁচিয়ে ধরলো সে। মাত্র দু'সেকেন্ডে মধ্যে কাজটা শেষ হলো। কোনো শব্দ হলো না। খুনি মৃতদেহেটিকে সরানোরও প্রয়োজন মনে করলো না, কারণ জায়গাটি এমনিতেই যথেষ্ট অন্ধকার। পেছনের দিকের বেশ কয়েকটা ফ্লাডলাইট বিস্ফোরণে নষ্ট হয়ে গেছে। সে হেটে দালানটির পাশের কোণায় গিয়ে একটা সিগারেট বের ক'রে লাইটার দিয়ে তাতে আগুন ধরালো। সিগারেটটা হাত দিয়ে মুখে চেপে ধরে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে ফ্লাডলাইটের আলোয় হেটে গেলো সে। বাড়িটার দরজার সামনে আরেকজন গার্ড দাঁড়িয়ে আছে। অনুপ্রবেশকারী বাম হাতে সিগারেটটা তার মুখের সামনে এমনভাবে ধরলো যাতে তার চেহারা কিছুটা আড়াল হয়ে যায়। গার্ডের আরো কাছে এগোতে লাগলো সে।

"বিড়ি ফুঁকতে বের হয়েছো?" প্রশ্ন করলো গার্ডটি।

"হ্যা, ঘুম আসছিলো না," আমেরিকান উচ্চারণ ভঙ্গিতে বললো লোকটি।

"ওই বালের বিছানাগুলোতে মোটেও ঘুম আসবে না, তার চেয়ে এখানে বসো, তাহলেই হবে...এই, দাঁড়াও! তুমি কে?"

মেরিন গার্ডটি তার রাইফেল উঠানোর সময় পেলো না। অনুপ্রবেশকারী তার চাকু ছুড়ে দিলো। তার নিখুঁত নিশানায় গার্ডের গলা ফুঁটো ক'রে ঢুকে গেলো চাকুটা। খুনি দ্রুত দেহটা টেনে বাড়ির এক কোণায় অন্ধকারের মধ্যে রেখে দরজা দিয়ে বাড়িটার ভেতরে ঢুকে পড়লো।

লম্বা, আবছা আলোকিত করিডোর দিয়ে হেটে তৃতীয় মেরিন গার্ডের সামনে এসে দাঁড়ালো সে। একটা রুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে গার্ডটি। তাকে দেখেই ঘড়িতে সময় দেখে নিলো গার্ডটি।

"তুমি আগেই এসে পড়েছো দেখছি," বললো গার্ডটি। "তোমার তো আরো প্রায় দেড় ঘণ্টা ডিউটিতে থাকার কথা।"

"আমি এই ইউনিটের সদস্য না, বন্ধু!"

"ও, তুমি সেই ওয়াহু গ্রুপের সদস্য?"

BanglaBook.org

"হ্যা।"

"আমি শুনেছিলাম তোমাদেরকে হাওয়াই'তে পাঠানো হয়েছে।"

"কয়েজনকে এখানেই থাকতে বলা হয়েছে। আমরা এখন কনসুলেটের কাজ দেখছি। ওই লোকটা, কী যেনো নাম তার, ম্যাকঅ্যালিস্টার! সে-ই আমাদের সব নির্দেশনা দিচ্ছে।"

"এখানে সব আজব আজব জিনিস ঘটছে!"

"হ্যা, আসলেই আজব। আচ্ছা, ওই বানচোতটার অফিস কোন্‌টা বলতে পারো? ও আমাকে ওর পাইপের স্পেশাল তামাক নিয়ে যেতে বলেছে।"

"তামাকের সঙ্গে কিছুটা ঘাস মিলিয়ে দিও, জব্বর হবে।"

"অফিসটা কোন্‌টা?"

"তাকে প্রথমবার একজন ডাক্তারের সাথে ডান দিকের প্রথম দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখেছি। আর শেষবার যাওয়ার আগে এ ঘরটায় ঢুকেছিলো," গার্ড ইশারায় তার পেছনের দরজাটিকে নির্দেশ করলো।

"এটা কার রুম?"

"লোকটার নাম জানি না, কিন্তু সে-ই সবার মাথা। ওরা ওকে অ্যাম্বাসেডর বলে ডাকে।"

খুনির ভুরু কুচ্‌কে এলো। "অ্যাম্বাসেডর?"

"হ্যা। রুমটার অনেক ক্ষতি হয়েছে। অর্ধেক রুমই বোধহয় উড়ে গেছে। কিন্তু দেয়ালের সাথে একটা সিন্দুক আঁটকানো আছে, যার জন্য আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। হয়তো ভেতরে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার থাকবে।"

"বা অন্যকিছু," যোগ করলো খুনিটি। "ডান দিকের প্রথম দরজা, তাই তো?" সে ঘুরে পকেটে হাত ঢুকালো।

"দাঁড়াও," বললো মেরিনটি। "গেট থেকে কেউ তোমার আসার খবর পাঠালো না কেন?" সে তার বেল্ট থেকে ওয়্যারলেসটা বের ক'রে নিলো। "দাঁড়াও বন্ধু, আমাকে একটু চেক্ ক'রে নিতে হবে। এটাই নিয়ম—"

খুনি আবার তার চাকুটা ছুড়ে মেরেই সাথে সাথে গার্ডের গলাটা চেপে ধরলো যাতে কোনো চিৎকার না বের হয়। চাকুটা এবার গার্ডের বুকে আঁটকে গেছে। প্রায় তিরিশ সেকেন্ড পরে লোকটা হাভিলান্ডের অফিসের দরজা খুলে লাশটা টেনে ভেতরে ঢুকিয়ে রাখলো।

গাঢ় অন্ধকারে বর্ডার পার হলো তারা। জীর্ণ পোশাকের পরিবর্তে এবার তারা কালো বিজনেস সুট আর ম্যাচিং করা টাই পরেছে। ম্যাকাও'র সেই চাইনীজ বাহক, যে তার নাম ওঙ্গ বলেছিলো, সে ম্যাকঅ্যালিস্টার আর বর্নকে নিয়ে ৮টা ৫৫তে বর্ডারের শেষ গেটটা পার হলো। এবার তারা বর্ডার পার হচ্ছে ওঙ্গের দেয়া জাল পাসপোর্টের বদৌলতে। তাদের পাসপোর্টগুলো পরীক্ষার জন্য ভেতরে একটা অফিসে চলে গেলে কিছুক্ষণ পর ঝুয়াই শি-গুয়াঙ্গডঙ্গ কন্ট্রোল রুম থেকে একজন

BanglaBook.org

চীনা মহিলা পার্সপার্টগুলো নিয়ে বের হয়ে এলো। মহিলার কাঁধ চওড়া, খাটো আর শক্তসমর্থ গড়ন। তার ইংরেজি ভাষা অস্পষ্ট হলেও বোঝা যায়।

"আপনারা গভর্নমেন্ট বিজনেসের উদ্দেশ্যে ঝুয়াই শি'তে এসেছেন?" হাল্কা হেসে জানতে চাইলো সে।

"আপনারা মনে হয় গুয়াঙ্গডঙ্গ গ্যারিসনে যাবেন? আমি আপনাদের যাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি, করবো?"

"*বু জি জি,*" ভদ্রতায় সাথে মাথা নাড়িয়ে বললো আন্ডারসেক্রেটারি। "এটা সামান্য একটা কনফারেন্স, মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার, আমরা রাতেই ম্যাকাও'তে ফিরে যাবো। তাছাড়া আমাদের খুঁজতে এখানে লোক আসবে। তাই আমরা ভাবছি কফি খাবো আর অপেক্ষা করবো।"

"আমার অফিসেই বসুন না!"

"না, ধন্যবাদ। কারণ ওরা মনে হয় আমাদের ক্যাফেই ডিয়ান-এ খুঁজবে।"

"তাহলে, বাম দিকে গিয়ে ডানে যান, স্যার। রাস্তার সামনেই সেটা দেখতে পাবেন। পিপল্‌স রিপাবলিকে আপনাদের স্বাগতম।"

"ধন্যবাদ, ম্যাডাম," কুর্নিশ ক'রে বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"ভালোই চালিয়েছেন," বললো বর্ন। "কিন্তু আমি নিশ্চিত সে শেঙ্গের হয়ে কাজ করছে।"

"অবশ্যই," বললো আন্ডারসেক্রেটারি। "মহিলাকে নিশ্চয়ই নির্দেশ দেয়া আছে আমাদের দেখামাত্র কাউকে ফোন করতে, আর জানাতে যে, আমরা এসে গেছি। তারপর সেই লোকটা নিশ্চয় শেঙ্গকে আমাদের বর্ডার পার করার কথা জানাবে। এভাবে শেঙ্গ নিশ্চিত হবে সত্যি সত্যিই আমি এসেছি, সাথে লম্বা একজন গুপ্তঘাতকও আছে, আর কেউ না।"

"আর এজন্যই আমরা অফিসিয়ালি বর্ডার পার হলাম, যাতে শেঙ্গের নজরে পড়া যায়, সন্দেহের উর্ধ্বে থাকা যায়।"

তারা দু'জন কফি শপটার দিকে এগোতে লাগলো। "শেঙ্গ এতোক্ষণে রওনা দিয়ে দিয়েছে। তার লোকেরা আমাদেরকে ফলো করবে। আপনিও সেটা জানেন, তাই না?"

"আমার মনে হয় না শেঙ্গ ওরকম কোনো বোকামি করবে," বললো ম্যাক অ্যালিস্টার। "তাকে আমি এমন সব কথা বলেছি যে, সে খুবই সর্তক থাকবে। তাকে আমি বলেছি ফাইলটার মোট দুটো কপি আছে। শুধু একটা ফাইল হলে সে সেটা আমার কাছ থেকে নিয়ে আজই আমাকে মেরে ফেলতো। কিন্তু আরেকটা কপি ওয়াশিংটনে আছে বলায় সে আমার কোনো ক্ষতি করবে না। সে চাইবে আমি ওয়াশিংটনে গিয়ে সেই ফাইলটা নষ্ট করি। তাই সে এমন কিছু করবে না যাতে আমি ভয় পাই বা পালিয়ে যাই।"

বর্ন আবার ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে তাকালো। "আপনি ফন্দিটা খুব ভালোভাবেই ভেবেছেন দেখছি!" বললো সে।

BanglaBook.org

"প্রায় চার সপ্তাহ ধরে। প্রথমে অবশ্য আপনি আমার পরিকল্পনার ভেতরে ছিলেন না। আমি ধরে নিয়েছিলাম আপনি মারা যাবেন, কাজটা আমাকে একাই করতে হবে। কিন্তু আসল সমস্যাটা ছিলো কিভাবে শেঙ্গের সাথে যোগাযোগ করা যায় তা নিয়ে। কারণ আমি যদি সরাসরি যোগাযোগ ক'রে তাকে মারার চেষ্টা করতাম, ধরা খেতাম, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেন্ট এর সাথে জড়িয়ে পড়তো। ব্যাপারটাকে অনেকটা অফিসিয়াল মার্ডারের মতো দেখা হতো। কিন্তু আপনি গুপ্তঘাতক সেজে, গোপন কোড বের ক'রে তার সাথে যোগাযোগ করায় কাজটা এখন অনেক সোজা হয়ে গেছে।"

তারা কফিশপের ভেতরে ঢুকলো। "আপনার বন্ধু ওঙ্গ বলছিলো এখানে কয়েক মিনিট কাটিয়ে তারপর রাস্তায় বের হতে। সে ঠিক পঁচিশ মিনিট পরে আমাদের সাথে দেখা করবে, ইতিমধ্যে বারো মিনিট পার হয়ে গেছে," বললো ম্যাক অ্যালিস্টার।

"বারো? দশ না, পনেরো না, একদম বারো?"

"একদম বারো!"

"তা সে দু'মিনিট দেরি করলে আপনি কি করবেন? তাকে গুলি করবেন?"

"খুব মজা লাগছে মনে হয়," বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার একটা চেয়ারে ব'সে।

তারা দু'জন কফিশপ থেকে বের হয়ে একটি অন্ধকার রাস্তার ফুটপাতে এসে দাঁড়ালো। রাস্তায় মাত্র একটা ল্যাম্পপোস্টই কাজ করছে, তাও আলো কম হওয়ায় কিছুই পরিষ্কার দেখা হচ্ছে না। ২৫ মিনিটের জায়গায় ৩০ মিনিট হয়ে গেলো। তারপর ৩৮ মিনিটও পার হলো কিন্তু ওঙ্গের দেখা নেই।

বর্নই প্রথম মুখ খুললো। "নিশ্চয় কোনো সমস্যা হয়েছে। ওর এতোক্ষণে যোগাযোগ করা উচিত ছিলো!"

"আর দু'মিনিটের মধ্যে সে না এলে তাকে সত্যি সত্যিই গুলি করবো আমি," বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"এমনও তো হতে পারে, সে আমাদের কাছে আসতে পারছে না, বরং চাইছে আমরাই তার কাছে যাই!"

"বুঝলাম না, কি বললেন?"

"কিছু বোঝার দরকার নেই। খালি আমার পাশে পাশে হাটতে থাকুন, আর এমন ভাব দেখান যে, আমরা হাওয়া খাচ্ছি, ব্যস্!"

তারা প্রায় পঞ্চাশ ফিটের মতো দূরত্ব পার করার পর ঘটনাটা ঘটলো। "কাম পেক!" ফিস্‌ফিস্ ক'রে ম্যাকাও'র সেই ক্যাসিনোটার নাম বললো কেউ। শব্দটা পাশের ফাঁকা অন্ধকার খবরের কাগজের একটা দোকান থেকে এলো।

"ওঙ্গ?"

"আপনারা যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন, আর এমন একটা ভাব করুন যেনো নিজেরা কথা বলছেন, কিন্তু আমার কথা ভালো ক'রে শুনুন!"

BanglaBook.org

"কি হয়েছে?"

"আপনাদেরকে ফলো করা হচ্ছে!"

"আমাদের অতুলনীয় আমলা সাহেবের বুদ্ধির জন্য তালি দাও!" বললো জেসন। "কোনো মন্তব্য করবেন কি, মিঃ আন্ডারসেক্রেটারি?"

"ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত কিন্তু অসম্ভব নয়," বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "এমনও তো হতে পারে, আমাদের নকল পাসপোর্টের জন্য বর্ডারের কন্ট্রোল রুমের সন্দেহ হয়েছে, তারাই আমাদের ওপর নজর রাখছে।"

"সেই দজ্জাল মহিলা আপনাকে মিষ্টি হাসি দিয়ে ছেড়ে দিলো আর আপনি বলছেন পাসপোর্টের সমস্যা!"

"তাহলে হয়তো শেঙ্গ নিশ্চিত করতে চাইছে আমাদের সাথে আর কেউ আছে কিনা। বিশেষ ক'রে ভাড়াটে খুনি জাতীয় কেউ!"

"সেটা হতে পারে," বললো বর্ন। "আমাদেরকে কে ফলো করছে?"

"ওই শূয়োরটা!"

"সু?"

"ঠিক ধরেছেন, স্যার। তাই আপনাদের থেকে আমার দূরে থাকাই ভালো।"

"তার সাথে আর কেউ আছে?"

"আর কাউকে তো আমি দেখি নি, তাছাড়া বাকি পথ অন্য কেউ ফলো করতে আসবে কিনা তার তো কোনো নিশ্চয়তা নেই।"

"আমি ওকে দেখছি," বললো ডেল্টা।

"না, আরেকটা উপায় আছে," অন্ধকার থেকে বললো ওঙ্গ। "কাজটা সম্মানের আর আমিই সেটা করতে চাই। এর জন্য কোনো বাড়তি চার্জ নেবো না।"

"উপায়টা কি?"

"আমি শূয়োরটাকে মারবো। এমনভাবে মারা হবে যে, কোনো ঝুঁকিই থাকবে না।"

"কি?" বর্ন চমকে ওঙ্গের দিকে তাকাতে যাচ্ছিলো।

"প্লিজ স্যার! এদিকে না, সামনে তাকিয়ে থাকুন।"

"কিন্তু কেন?"

"লোকটা অনেক সংসার ধ্বংস করেছে। মহিলাদেরকে হুমকি দেয় তাকে খুশি না করলে তাদের স্বামী বা ভাইদের চাকরি খেয়ে ফেলবে, অত্যাচার করবে। সে আমারও এক আত্মীয়ের পরিবারও ধ্বংস করেছে।"

"তাহলে তাকে আগে মারা হয় নি কেন?"

"তার সাথে সবসময় অস্ত্রবাহী বডিগার্ড থাকে। এর আগেও অনেকে বেশ ক'বার তাকে মারার চেষ্টা করেছিলো কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছে তারা।"

"হায় জিশু!" বর্ন বিড়বিড় ক'রে উঠলো। "আমি তোমাকে আর প্রশ্ন করবো না। তাকে মারার উপযুক্ত কারণ তোমার আছে। কিন্তু আজ রাতটাকেই বেছে নিলে কেন?"

BanglaBook.org

"তার সাথে কোনো গার্ড নেই। সম্ভবত পহাড়ে যাবার পথে তারা তার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনারা যেতে থাকুন, আমি আসছি।"

"আসছো?"

"ওই শূয়োরটাকে মেরে আমি আপনাদের সাথে যোগ দিচ্ছি। আমি আপনাদের সাথে লম্বা ঘাসগুলোর পরে প্রথম যে পাহাড়টা শুরু হয়েছে তার নীচে দেখা করবো। আপনার কি জায়গাটা মনে আছে?"

"ওই জায়গাটা সহজে ভুলতে পারবো না, আরেকটু হলে ওটাই আমার সমাধি ক্ষেত্র হয়ে যেতো," বললো বর্ন। "তোমার শিকার ভালো হোক, ওঙ্গ।"

"আশা করি তাই হবে, স্যার। তাই তো হওয়া উচিত।"

আমেরিকান দু'জন হাটতে হাটতে রাস্তার আবছা অলো থেকে সরে গিয়ে পুরো অন্ধকারে হারিয়ে গেলো।

সিভিলিয়ান পোশাক পরা একজন মোটা লোক দূর থেকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তাদেরকে দেখছে। সে একবার ঘড়িতে সময় দেখে নিজে নিজেই হাসলো। তারপর কর্নেল সু জিয়াঙ্গ একটা অন্ধকার গোপন টানেলের ভেতর ঢুকে অপর প্রান্তের ইমিগ্রেশন কমপ্লেক্সে বের হয়ে এলো। সেখানে আগে থেকেই ঝুয়াই শি গুয়াঙ্গডঙ্গ কন্ট্রোলের সেই জাঁদরেল মহিলাটি তার জন্য অপেক্ষা করছে।

"তারা নিশ্চই খুব গুরুত্বপূর্ণ লোক, তাই না কর্নেল," বললো মহিলাটি।

"হ্যা, গুরুত্বপূর্ণ তো অবশ্যই," বললো সু। "কিন্তু ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয় তাই এ বিষয়ে আর প্রশ্ন নয়। এখান থেকে ব্যাপারটা আমরা সামলে নেবো।"

তারা দু'জন অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে বলতে গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে হেটে চলেছে। কিছুক্ষণ ধরেই ম্যাকঅ্যালিস্টারকে হাসানোর চেষ্টা করছে বর্ন।

ম্যাকঅ্যালিস্টার বর্নের দিকে তাকালো। "আপনি ইচ্ছে করেই এমনটা করছেন, তাই না? আপনি আমার মনোযোগ ওই ব্যাপারটা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছেন, যাতে আমি বেশি ঘাবড়ে না যাই।"

বর্ন কোনো জবাব দিলো না। তার পরিবর্তে শুধু একটা মন্তব্য করলো, "আর একশো ফিট পর থেকে আপনি একা একা হাটতে শুরু করবেন।"

"কি! আপনি আমাকে একা ফেলে যাবেন?"

"দশ বা পনেরো মিনিটের জন্য।" বর্ন তার বৃফকেসটা খুলে একটা লম্বা চাকু বের করলো। "আপনি হাটতে শুরু করুন, আর এই বৃফকেসটা সঙ্গে নিয়ে যান।"

"আপনি এভাবে আমাকে একা ফেলে যেতে পারেন না।"

"আপনার কিছু হবে না, ওরা আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। ক্ষতি করার ইচ্ছা থাকলে এতোক্ষণে ক'রে ফেলতো।"

"তাহলে?"

"আমাকে দেখতে হবে পেছনে কে কে আছে। হাটতে থাকুন।"

ডেল্টা ছুটে বাম দিকের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেলো। তাকে বেশিক্ষণ খুজঁতে

BanglaBook.org

হলো না। কিছু দূর যেয়েই সে সিগারেটের আগুনের আভা দেখতে পেলো। জংলি বিড়ালের মতো নিঃশব্দে এগোতে লাগলো তাদের কাছে।

মোট ছয়জন লোক, প্রত্যেকের হাতেই হালকা ওজনের মেশিনগান। আরেকটা জিনিস এই ছয়জনকে অন্য সব গার্ডদের থেকে আলাদা করেছে। লোকগুলো ক্যাকন্টানিজে নয়, মানদারিনে কথা বলছে। তার মানে এরা গুয়াঙ্গডঙ্গের বাসিন্দা নয়, শেঙ্গ তার এলিট গার্ডদেরকে এখানে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে। হঠাৎ একজন অফিসার লাইটার জ্বালিয়ে তার ঘড়িতে সময় দেখলে বর্ন চেহারাটা চিনতে পারলো। এই সেই লোক, যে ইকোর সাথে বন্দী সেজে যোগ দিয়েছিলো। বন্দি সেজে সে ইকোর সাথে ভাব জমিয়ে তার কাছ থেকে কথা বের করার চেষ্টা করেছিলো।

"ঝিয়ান জাই," লোকটা বললো, "সময় হয়ে গেছে, বুঝলে," সে তার ওয়্যারলেসটা মুখের কাছে ধরলো। *"দা লি শি, দা লি শির,"* চেঁচিয়ে উঠলো লোকটা। "তারা শুধু দু'জন, তাদের সাথে কেউ নেই। যেমন নির্দেশ দেয়া ছিলো আমরা সেভাবেই আগাচ্ছি। পরবর্তী সিগনালের জন্য প্রস্তুত থাকো।"

ছয়জন অফিসার একসাথে উঠে দাঁড়িয়ে সিগারেটগুলো মাটিতে ফেলে বুট দিয়ে চাপা দিয়ে দ্রুত হাটতে শুরু করলো। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে ছুটতে লাগলো বর্ন। শেঙ্গের লোকগুলো ম্যাকঅ্যালিস্টারের কাছে পৌছানের আগেই তাকে সেখানে পৌছাতে হবে। এরা যদি এখন দেখে ফেলে ম্যাক অ্যালিস্টার একা তাহলে সন্দেহ করতে পারে, পাল্টা সিগনাল পাঠাতে পারে, এর ফলে মিটিংটা বাতিলও ক'রে দিতে পারে শেঙ্গ।

দু'মিনিটেরও কম সময়ে দৌড়ে জঙ্গলের ভেতর থেকে বের হয়ে ম্যাক অ্যালিস্টারের পাশে এসে দাঁড়ালো সে।

"হায় ঈশ্বর!" বর্নকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে ভড়কে গেলো ম্যাকঅ্যালিস্টার।

"চুপ!"

"ওঙ্গের কি খবর! আমাদের তো ওর সাথে পাহাড়ের নীচে দেখা করার কথা ছিলো।"

"ওর কথা আপাতত বাদ দিতে পারেন। আমি যা দেখেছি সেও তাই দেখবে। তারপর হয়তো এখান থেকে কাট্টি মারবে।"

"কি দেখেছেন আপনি?"

"মারাত্মক অস্ত্র হাতে ছয়জন অফিসার আমাদের ফলো করছে।"

"হায় জিশু! আমরা কখনও এখান থেকে বের হতে পারবো না।"

"এখনও হাল ছাড়বেন না। আমি ওঙ্গের জন্য আরো পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে চাচ্ছি। কারণ নজর রাখার জন্য একজন লোক দরকার। সে আসলে হয়তো ওদের দেখবে, তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদেরকে সিগনাল দেবে।"

"ওঙ্গ কি ওই ছয়জনের চোখ ফাঁকি দিয়ে আসতে পারবে?"

"ইতিমধ্যে যদি ম্যকাও'তে পালিয়ে গিয়ে না থাকে, তাহলে পারবে।"

BanglaBook.org

তারা দু'জন দ্রুত হাটতে হাটতে লম্বা ঘাসগুলোর শেষ মাথায় এসে পৌছালো। এটাই প্রথম পাহাড়াটার ঢাল। এখানেই ওঙ্গের সঙ্গে দেখা করার কথা। বর্ন তার ঘড়িতে সময় দেখে ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে তাকালো। "সামনে এগোনো যাবে। আপনি মাঠটার দিকে এগোতে থাকুন। কিন্তু একদম খোলা জায়গায় দাঁড়ানোর দরকার নেই। কোনো প্লেন বা হেলিকপ্টার দেখলে আমাকে ইশারা করবেন। আমি এদিকটাতে আছি।"

তিন মিনিট পার হলেও বর্নের মনে হলো সে বৃথাই ওঙ্গের জন্য সময় নষ্ট করছে। যেই না সামনে এগোতে শুরু করবে ঠিক তখনই গাছের ফাঁক থেকে শব্দটা শোনা গেলো।

"কাম পেক!"

"ওঙ্গ?"

"জ্বি স্যার," জেসনের দিকে এগিয়ে এসে বললো লোকটা।

"ওদিকে কয়েকজন লোককে দেখে আমি ভেবেছিলাম তুমি আর আসবে না। তোমাকে তো বলাই হয়েছিলো বেশি বিপদ দেখলে তুমি সটকে পড়তে পারো।"

"হ্যা, আমি পালাতে পারতাম কিন্তু পালাই নি। কারণ সত্যি কথা বলতে কি, শুধু টাকার জন্য না, আপনার সাথে কাজ করেও আমি কৃতজ্ঞবোধ করছি।"

"সু, ওই শূয়োরটার কি হলো?"

"খেল খতম!"

"তুমি এখানে আসার সময় কোনো সমস্যা হয় নি? ওরা তোমাকে দেখতে পায় নি?"

"কোনো সমস্যাই হয় নি। আমি ওদের ঠিকই দেখেছি, কিন্তু ওরা আমাকে দেখে নি। ওরা এখন মাঠের ধারে জঙ্গলের সামান্য ভেতরে ব'সে আছে।"

"তুমি এখানেই থাকো, ওদের ওপরে নজর রাখো। ওরা যদি আমাদের দিকে এগোতে শুরু করে তাহলে আমাকে সিগনাল দেবে," বললো বর্ন। "কিন্তু সিগনাল হিসেবে ম্যাচ বা আগুন জ্বালাবে না! পাথর, গাছের টুকরো বা ইট-পাটকেল যা পারো আমার দিকে ছুড়ে মারবে, আমি টের পেয়ে যাবো। দ্বিতীয় পাহাড়টার আগে মাঠের ডান দিকে আমি লুকিয়ে থাকবো।"

হঠাৎ তীক্ষ্ণ কিন্তু চাপা শব্দ শোনা যেতে লাগলো। ম্যাকঅ্যালিস্টার ইট পাটকেল ছুড়ছে আর সেগুলো গাছের গায়ে লেগে শব্দ হচ্ছে।

"তোমার সাথে অস্ত্র আছে তো?" প্রশ্ন করলো বর্ন।

"৩৫৭ ক্যালিবার ম্যাগনাম।"

"আমি জানি না আবার তোমাকে দেখতে পাবো কিনা, কিন্তু যদি ফিরে না আসি তাই আগেই বিদায় জানালাম, ওঙ্গ!" ডেল্টার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়লো।

একটা বিশাল রাক্ষুসে পাখির মতো হেলিকপ্টারটা ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে মাঠের মধ্যে ল্যান্ড করলো। ম্যাকঅ্যালিস্টার মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে

BanglaBook.org

তাকে। তার থেকে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে গাছের পেছনে লুকিয়ে আছে বর্ন।

হেলিকপ্টারটির দরজা খুললে তার ভেতর থেকে শেঙ্গ চোউ ইয়াঙ্গ বের হয়ে এলো। তার হাতে একটা বৃফকেস।

"অনেকদিন পর দেখা, এডওয়ার্ড," বললো শেঙ্গ। "তুমি চাইলে আমার এয়ারক্রাফ্টটা তল্লাশী ক'রে দেখতে পারো। তুমি যেমনটা চেয়েছিলে আমি আর পাইলট ছাড়া এখানে অন্য কেউ নেই।"

"আমার হয়ে তুমিই সেটা করো, শেঙ্গ," পকেট থেকে একটা ঝাঁঝালো গ্যাস বোমা বের ক'রে কয়েকশো ফিট দূরে রাখা হেলিকপ্টরাটার দিকে ছুড়ে মেরে বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "তোমার পাইলটকে বের হতে বলো, আর এটা তোমার এয়ারক্রাফ্টের ভেতরে ছুড়ে দাও। সেখানে আর কেউ লুকিয়ে থাকলে অবশ্যই বেরিয়ে আসবে।"

"তুমি এমন অদ্ভুত আচরণ করছো কেন, এডওয়ার্ড! অন্তত এখন তো আমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করা উচিত!"

"যা বলছি তাই করো, শেঙ্গ!"

"অবশ্যই।" শেঙ্গের নির্দেশে পাইলট বের হয়ে এলে বোমাটা ভেতরে ছোড়া হলো। বেশ কয়েক মিনিট পার হয়ে গেলেও ভেতর থেকে কেউ বের হয়ে এলো না।

"এবার সন্তুষ্ট হয়েছো তো, নাকি পুরো হেলিকপ্টারটাই উড়িয়ে দেবো? আমরা কতো দিনের পুরনো বন্ধু। আমাদের কি আর এসব মানায়! আমারা তো আগে থেকেই ঘনিষ্ঠ!"

"কিন্তু তুমি অনেক বড় আর ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছো। আর আমি, সেই আগের মতোই আছি।"

"এটা আমরা সংশোধন ক'রে নিতে পারবো, এডওয়ার্ড! আমি আমাদের সবধরণের কনফারেন্সে তোমার উপস্থিতি দাবি করবো। তোমাকে আর তোমার অবস্থানকে আমি গুরুত্বপূর্ণ ক'রে তুলতে পারবো। তুমি হয়ে উঠবে তোমাদের ফরেন সার্ভিসের একজন হোমরাচোমরা ব্যক্তি।"

"তাহলে কথাটা সত্য, তাই না? মানে, ফাইলে যা পড়েছি। তুমি ফিরে এসেছো। কুয়োমিংটাং লোকটা ফিরে এসেছে চায়নাতে—"

"এডওয়ার্ড, আসো একান্তে কথা বলি," শেঙ্গ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা বর্নকে দেখে তার ডান দিকে ইঙ্গিত করলো। "এটা খুবই গোপনীয় ব্যাপার।"

জেসন খুব দ্রুত এয়ারক্রাফটার দিকে এগিয়ে গেলে তার পেছনে থাকা দু'জন কথা বলতে শুরু করলো। পাইলট আবার ভেতরে গিয়ে বসতেই তার পেছনে এসে হাজির হলো মেডুসার সাবেক সদস্যটি।

"জিঙ্গ!" লোকটিকে চুপ থাকার নির্দেশ দিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো জেসন। পাইলট কিছু বুঝে ওঠার আগেই বর্ন তার মাথায় অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে লোকটা পাশের সিটে লুটিয়ে পড়লো। পকেট থেকে একটি নাইলনের দাড়ি বের ক'রে

BanglaBook.org

পাইলটকে তার সিটের সাথেই বেঁধে রাখলো সে। সহসাই আর হেলিকপ্টারটা আকাশে উড়ছে না!

অস্ত্রটা বেল্টে রেখে চুপিসারে হেলিকপ্টার থেকে বেরিয়ে এসে সেটার পেছনেই লুকিয়ে থাকলো বর্ন। হেলিকপ্টারটির অপর পাশেই ম্যাকঅ্যালিস্টার আর শেঙ্গ কথা বলে চলেছে। বর্ন বুঝতে পারছে না ম্যাকঅ্যালিস্টার এতো কি বলছে! সে কিসের জন্য অপেক্ষা করছে!

ম্যাকঅ্যালিস্টার, কাজটা ক'রে ফেলো। এটাই তোমা সেরা সুযোগ! যতো দেরি করবে ততোই সুযোগটা হারাবে।

বর্ন ঠাণ্ডায় জমে এলো। একটা পাথর পড়ার শব্দ শুনতে পেলো সে। ওঙ্গের সিগনাল। ওঙ্গ সাবধান করছে তাকে। ওই ছয়জন এদিকেই এগিয়ে আসছে!

ম্যাকঅ্যালিস্টার, তুমি আমাদের সবাইকে খুন করিয়ে ছাড়বে দেখছি! ঈশ্বরের দোহাই, কাজটা শেষ করো!

ডেল্টা আবার শেঙ্গ আর ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে তাকাতেই নিজেকে দোষারোপ করতে শুরু করলো। ম্যাকঅ্যালিস্টারের কথা শোনাটা তার একদম ঠিক হয় নি।

"কাম পেক!" ওঙ্গ এসে গেছে! সে বর্নের পেছনের গাছে লুকিয়ে আছে।

"হ্যা। আমি তোমার পাথরের শব্দ শুনেছি।"

"এখন যা বলতে এসেছি তা শুনতে মোটেও ভালো লাগবে না, স্যার।"

"কি হয়েছে?"

"ওরা পাহাড় দিয়ে উঠতে শুরু করেছে।"

"আমার মনে হয় ওরা শেঙ্গের ব্যাক-আপ। কোনো বিপদ ঘটলে তবেই হস্তক্ষেপ করবে।"

"আমার তা মনে হয় না, স্যার। আমি ওদের গুলি লোড করতে দেখেছি। ওরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত।"

বর্ন ঢোক গিললো। সবকিছু যেনো তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। শেঙ্গ তাদের জন্য পাল্টা ফাঁদ পেতেছে।

"তুমি এখান থেকে চলে যাও, ওঙ্গ।"

"একটা প্রশ্ন করতে পারি? এরাই কি ফ্রেঞ্চম্যানকে মেরেছিলো?"

"হ্যা।"

"আর ওই শূয়োর সু জিয়াঙ্গ কি এদের হয়েই কাজ করতো?"

"হ্যা।"

"তাহলে আমি কোথাও যাচ্ছি না, স্যার।"

আর কোনো কথা না বলে মেডুসার লোকটা তার এটাশি কেসের কাছে গিয়ে সেটা তুলে জঙ্গলের দিকে ছুঁড়ে মারলো। "এটা খোলো," সে বললো। "আমরা যদি এখান থেকে ফিরে যেতে পারি তো তোমাকে আর বাকি জীবন ক্যাসিনোতে বসে বসে মেসেজ আদানপ্রদানের কাজ করতে হবে না।"

BanglaBook.org

"আমি জুয়া খেলি না।"

"তুমি এখন জুয়া-ই খেলছো, ওঙ্গ।"

"আমাদের মহান যোদ্ধা পূর্ব-পুরুষেরা যে সভ্যতা, যে মহান সাম্রাজ্য তৈরি করেছিলো, তোমরা কি ভেবেছো আমরা তা কতোগুলো তুচ্ছ কৃষক আর নীচুজাতের লোকের হাতে তুলে দেবো?" শেঙ্গ ম্যাকঅ্যালিস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বললো। হাতের বৃফকেসটা বুকের সামনে তুলে ধরলো সে। "ওরা আমাদের দাস হবে, আমাদের শাসক নয়!"

"এরকম মানসিকতার জন্যই তোমরা দেশটাকে হারিয়েছিলে—তোমাদের মতো নেতাদের কথা বলছি, জনসাধারণের কথা বলছি না। কিছুটা স্বার্থ ত্যাগ করলেই সবকিছু ঠিকঠিক চলতো।"

"স্বার্থত্যাগ করবো কাদের জন্য? ওই মার্কসিস্ট জন্তুগুলোর জন্য—অসম্ভব! আমি ওদের কোনো শর্ত মেনে নেবো না, যেমন আমি তোমারটাও মানবো না, এডওয়ার্ড!"

"সেটা আবার কি?"

শেঙ্গ বৃফকেসটা খুলে ভিক্টোরিয়া পিক থেকে চুরি করা ফাইলটা বের করলো। "চিনতে পারছো এটা," সে শান্তকণ্ঠে বললো।

"অবিশ্বাস্য!

"বিশ্বাস করো, পুরনো শত্রু আমার। আমার কাছে অসম্ভব ব'লে কিছুই নেই।"

"অসম্ভব!"

"দেখো! আমার হাতেই তো আছে।" শেঙ্গ ফাইলের কভারটা খুলতেই প্রথম পৃষ্ঠার লেখাগুলো ম্যাকঅ্যালিস্টার দেখতে পেলো।

"আমি এর একটা কপি ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দিয়েছি," ম্যাকঅ্যালিস্টার দ্রুত অথচ শান্তভাবে কথাগুলো বললো।

"কিন্তু আমি সেটা বিশ্বাস করি না," বললো শেঙ্গ। "ঘাড় ত্যাড়া অ্যাম্বাসেডর হাভিলান্ড কখনই তোমাকে সে কাজের অনুমতি দেবে না। আর তার অনুমোদন না থাকলে কনসুলেট ওই ফাইল ছুঁয়েও দেখবে না!"

"আমি এক কপি চায়নীজ কনসুলেটে পাঠিয়েছি। তোমার খেলা শেষ, শেঙ্গ!"

"তাই নাকি? তুমি কি জানো, হংকংয়ের কনসুলেটের পূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা কে নিয়ন্ত্রণ করছে? সোজা উত্তর। আমি। আমার লোকে।" শেঙ্গ থামলো। তার চোখে সেই পৈশাচিক আগুন আবার জ্বলে উঠেছে। "আমরা সবখানে আছি, এডওয়ার্ড! এবার আর আমাদেরকে বঞ্চিত করা যাবে না!"

"তুমি একটা বদ্ধ উন্মাদ। এসবে কোনো কাজ হবে না। তুমি তো একটা যুদ্ধ বাধিয়ে ফেলবে!"

"তাহলে সেটাই হবে। সারা পৃথিবীর সরকারকেই বেছে নিতে হবে, একজনের শাসন অথবা রাষ্ট্রের শাসন। স্বাধীনতা অথবা দস্যুপনা!"

BanglaBook.org

"তোমাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যককেই স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, কিন্তু সেই তোমাদের বেশিরভাগই বদমাশ।"

"যেভাবেই হোক আমারা টিকে থাকবো।"

"হায় ঈশ্বর, তুমি তো এটাই চাও! তুমি চাও পৃথিবী বাধ্য হোক সর্বাত্মক ধ্বংস অথবা টিকে থাকা—এর মধ্যে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে! এভাবেই তুমি তোমার স্বপ্ন পূরণ করতে চাও। এই ইকোনোমিক কমিশন, তোমার পুরো হংকং স্ট্র্যাটেজি, এটা তো কেবল শুরু। তুমি তোমার এই বিষবাষ্প সমগ্র প্রাচ্যে ছড়িয়ে দিতে চাও! তুমি একজন উগ্রপন্থী, একেবারেই অন্ধ তুমি! এর নির্মম পরিণতিটা কি তুমি দেখতে পাচ্ছো না—"

"আমরা আমাদের দেশকে কেড়ে নেবোই, আমাদের সাম্রাজ্যকে ছিনিয়ে আনবোই। আমাদেরকে আর থামানো যাবে না!"

"থামানো যাবে না," আস্তে ক'রে তার জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "আমি থামাবো।"

হঠাৎ শেঙ্গ তার বৃফকেসটা ফেলে দিলে দেখা গেলো তার হাতে একটা অস্ত্র। ম্যাকঅ্যালিস্টার ভয়ে আৎকে উঠতেই সে গুলি চালালো। গুলিটা গিয়ে লাগলো ম্যাকঅ্যালিস্টারের কাঁধে।

"মাটিতে শুইয়ে পড়ুন!" হেলিকপ্টারের পেছন থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে চিৎকার ক'রে বললো বর্ন। তার অস্ত্র থেকে গুলির বন্যা বয়ে যাচ্ছে। "সরে যান, দূরে সরে যান। হামাগুঁড়ি দিন!"

"তুই!" শেঙ্গ আতর্নাদ ক'রে উঠলো। মাটিতে পড়ে থাকা আন্ডারসেক্রেটারির দিকে আরো দু'বার গুলি ছুড়লো সে, তারপর অস্ত্রটা উঁচিয়ে ছুটে আসতে থাকা মেডুসার লোকটার দিকে গুলি ছুড়তে শুরু করলো। বর্ন এঁকেবেঁকে গুলিগুলো পাশ কাটানোর চেষ্টা করলো।

"ইকোর জন্য!" চেঁচিয়ে ট্রিগার চাপলো বর্ন। "যেসব লোককে তুই নিজ হাতে মেরেছিস তাদের জন্যে! আরো অসংখ্য নিরীহ লোকের জন্যে। বানচোত!" কিন্তু ছোটো একটা বিস্ফোরণ ছাড়া আর কোনো গুলি বের হলো না। অস্ত্রটা জ্যাম হয়ে গেছে!

শেঙ্গ বুঝতে পেরে ডেল্টার দিকে ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুড়তে শুরু করলো। ডেল্টা ডান দিকে লাফিয়ে সরে গিয়ে বাম দিকে পাশ কেটে তরিৎগতিতে বেল্ট থেকে চাকুটা বের করেই শেঙ্গের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। নিখুঁত লক্ষ্যভেদ। একটুও এদিক ওদিক হলো না। পাষণ্ড কসাইর বুক ফুঁড়ে বর্নের চাকু ঢুকে পড়ছে। তার আর্তনাদ উপভোগ করার মতো সময়ও পেলো না বর্ন। ওই ছয়জন অফিসার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাদের মেশিনগানের গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে এখন। হেলিকপ্টারের পেছন থেকে আবার গুলির শব্দ শোনা গেলো। এটা ওঙ্গের কাজ। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো দু'জন অফিসার। আর বাকি চারজন নিজে থেকেই মাটিতে শুয়ে পড়লে তাদের মধ্যে একজন হামাগুঁড়ি দিতে দিতে জঙ্গলের দিকে

BanglaBook.org

এগোতে লাগলো আর "রেডিও! রেডিও!" বলে চিৎকার করতে লাগলো। সে অন্যদের কাছে পৌছানোর চেষ্টা করছে। তাদের ব্যাক-আপে আরো লোক আছে! তারা কতো দূরে আছে? কিংবা কতোটা কাছে?

অগ্রাধিকার! বর্ন এয়ারক্রাফটের পেছনে ওঙ্গের কাছে ছুটে গেলো, সে ওখানে একটা গাছের নীচে হামাগুঁড়ি দিয়ে পড়ে আছে।

"এখানে আরেকটা আছে!" সে ফিস্‌ফিস্ করে বললো। "আমাকে এটা দাও!"

"আপনার গুলি খরচ করবেন না," ওঙ্গ বললো। "আমাদের কাছে আর বেশি গুলি নেই।"

"আমি সেটা জানি। তুমি এখানেই থাকো, যতোদূর সম্ভব ওদেরকে ঘায়েল করো। তবে মাটি থেকে খুব বেশি উঁচুতে গুলি ছুঁড়বে না।"

"আপনি কোথায় যাচ্ছেন, স্যার?"

"গাছগুলোর মধ্য দিয়ে ঘুরে আসছি।"

"ফ্রেঞ্চম্যানও আমাকে এরকম কিছুই করতে বলতো।"

"সে অবশ্যই বলতো। সব সময়ই সে ঠিক কথা বলতো।" রক্তাক্ত ছুরিটা নিয়ে জেসন ঘন বনের মধ্যে ঢুকে পড়লো। নিঃশ্বাসে তার বুক লাফাচ্ছে, দু'পা একেবারেই চলতে চাইছে না। ঘন বনের অন্ধকারে তার চোখ দুটো ভালো ক'রে দেখার জন্যে কুচকে গেলো। যতোদূর সম্ভব বনের মধ্যে চলার সময় কোনো শব্দ না করার চেষ্টা করলো সে। সামনেই একটা আবছা মনুষ্যমূর্তি তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে চলে গেলো সে। বর্ন জানে এই লোকটি কে—ওয়্যারলেস হাতের অফিসারটি। বেজিংয়ের সমাধিতে তাকে সে দেখেছিলো। একজন অভিজ্ঞ সামরিক যোদ্ধা। তার যতো অভিজ্ঞতাই থাকুক না কেন জেসনের মতো গেরিলা প্রশিক্ষণ তার নেই। আর এজন্যেই আজকে সে তার মূল্যবান জীবনটা হারাবে।

অফিসার একটু নীচু হয়ে এগোচ্ছে। জেসন আচম্‌কা পেছন থেকে লোকটার গলা জড়িয়ে ধরলো বাম হাতে। সেই হাতে থাকা অস্ত্রটা দিয়ে লোকটার মাথায় সজোরে আঘাত করেলো, আর ধারালো ছুরিটা আবারো নিখুঁতভাবে সমাধা ক'রে ফেললো তার কাজ। বর্ন নীচু হয়ে লাশের দিকে ঝুঁকে তার শক্তিশালী মেশিনগানটা নিয়ে নিলো। তার কাছ থেকে বাড়তি আরো দুই ক্লিপ গুলিও পেয়ে গেলো সে। এখন এখান থেকে তাদের বেরিয়ে যাওয়াটা আরো সম্ভবপর বলেই মনে হচ্ছে। ম্যাকঅ্যালিস্টার কি বেঁচে আছে? নাকি বিভ্রান্ত আমলা হারিয়ে গেছে চিরঅন্ধকারে।

অগ্রাধিকার!

ঘুরে সে আবারো নিজের জায়গায় ফিরে এলো। ওঙ্গের অর্ধচক্রাকারে করা বিরামহীন গুলির কারণে শেঙ্গের লোকগুলো যেখানে ছিলো সেখানেই রয়ে গেছে। তারা এগোতে পারে নি। আচম্‌কা, কিছু একটা টের পেয়ে সে ঘুরে দাঁড়ালো—দূর থেকে একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে! একটা উজ্জ্বল আলোর বিন্দুও দেখা গেলো। কোনো ইঞ্জিনের শব্দ এটি। অন্ধকার আকাশে একটা সার্চলাইট কিছু একটা খুঁজে

BanglaBook.org

বেড়াচ্ছে। একটা ট্রাক—সেটার উপরে একটা সার্চলাইট। ট্রাকটা এখন রাস্তা ছেড়ে লম্বা লম্বা ঘাসের উপর দিয়ে ছুটে আসছে। কেবল উজ্জ্বল সার্চলাইটের আলোটাই দৃশ্যমান। ট্রাকটা পাহাড়ের গোড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত বেগে। বড়জোর দুশো গজ দূরে আছে সেখান থেকে।

অগ্রাধিকার। কিছু একটা করো!

"গুলি থামাও!" বর্ন চিৎকার ক'রে বলে নিজের অবস্থান থেকে চোখের পলকে সরে যেতেই তিনজন অফিসার শব্দটা লক্ষ্য করেই গুলি ছুঁড়তে শুরু করলো। তাদের গুলি করা শেষ হতেই মেডুসার লোকটি গাছের আড়াল থেকে বের হয়ে নিজের অস্ত্রটার গুলি নিঃশেষ ক'রে ফেললো লোকগুলোকে লক্ষ্য করে। মুহূর্তেই সব নীরব-নিথর।

"ওঙ্গ!" মাঠ দিয়ে দৌড়ে সে চিৎকার ক'রে ডাকলো। "আসো! আমার সাথে!" পরমুহূর্তেই সে চলে এলো ম্যাকঅ্যালিস্টার আর শেঙ্গের পড়ে থাকা দেহ দুটোর কাছে—একজন এখনও বেঁচে থাকলেও অন্যজন লাশ হয়ে পড়ে আছে। জেসন এনালিস্টের উপর ঝুঁকে এলো, সে উদভ্রান্তের মতো দু'হাত দিয়ে কিছু একটা ধরতে চাচ্ছে।

"ম্যাক, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?"

"ফাইলটা!" ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো সে। "ফাইলটা নিয়ে আসুন!"

"কি?" বর্ন শেঙ্গ চোউ ইয়াঙ্গের মৃতদেহটার দিকে তাকালো। চাঁদের মৃদু আলোতে যে জিনিসটা সে দেখতে পেলো সেটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত : শেঙ্গের কালো বর্ডারের ডোসিয়ারটা, যা এই পৃথিবীর সবচাইতে গোপনীয় আর বিস্ফোরক একটি দলিল। "হায় জিশু!" জেসন বললো। আস্তে ক'রে সেটার দিকে এগিয়ে গেলো সে। "আমার কথা শুনুন, এনালিস্ট!" ওঙ্গ তাদের কাছে চলে এলে বর্ন কণ্ঠটা একটু চড়িয়েই বললো। "আপনাকে এখান থেকে সরাতেই হচ্ছে। এতে ক'রে হয়তো আপনার একটু ব্যথা লাগবে, কিন্তু এছাড়া আমাদের আর কিছু করারও নেই!" ওঙ্গের দিকে এক পলক তাকিয়ে সে আবার বললো, "আরেকটা পেট্রল দল এখানে চলে আসছে। একটা এমারজেন্সি ব্যাক-আপ, আমার অনুমাণ তারা দুই মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যেই এখানে এসে পৌছাবে। দাঁতে দাঁত চেপে রাখুন, মিঃ আন্ডারসেক্রেটারি। আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি।"

জেসন আর ওঙ্গ দু'জনে মিলে ম্যাকঅ্যালিস্টারকে তুলে হেলিকপ্টারে নিয়ে ওঠালে হঠাৎ করেই বর্ন চিৎকার ক'রে উঠলো। "হায় ঈশ্বর! একটু দাঁড়াও!...না, যাও—তুমি ওকে নিয়ে যাও," চিৎকার ক'রে বললো তার সঙ্গীর উদ্দেশ্যে। "আমাকে ফিরে যেতে হবে!"

"কেন?" তীব্র যন্ত্রণার মধ্যেও আন্ডারসেক্রেটারি জানতে চাইলো।

"আপনি কি করতে যাচ্ছেন, স্যার?" ওঙ্গ চিৎকার ক'রে বললো।

"একটা জিনিস রেখে আসতে হবে," শেঙ্গ চোউ ইয়াঙ্গের মৃতদেহের কাছে যেতে যেতে রহস্য ক'রে বললো জেসন। লাশের জামার ভেতরে একটা ছোট্ট

BanglaBook.org

জিনিস ঢুকিয়ে দিয়ে এয়ারক্রাফ্‌টে ফিরে এলো সে।

জেসন সিটের সাথে বেঁধে রাখা পাইলটের সামনে গিয়ে তার বাধনটা ছুরি দিয়ে কেটে তাকে তার অর্ডার শুনিয়ে দিলো।

"*কাফেইজি বা!*" চিৎকার ক'রে বললো সে।

"আপনি ইংরেজিতেই বলতে পারেন," পাইলট বললো। "আমি সেটা বেশ ভালোই বুঝি। এরকম চাকরিতে ওটা বেশ ভালো করেই জানতে হয়।"

"আকাশে উড়াল দাও, বানচোত! এক্ষুণি!"

পাইলট হেলিকপ্টারটার ইঞ্জিন চালু করতেই হেডলাইটের আলোতে দেখা গেলো একদল সৈন্য তাদের দিকে ছুটে আসছে। তারা সঙ্গে সঙ্গেই শেঙ্গের পাঁচজন এলিট গার্ডের মৃতদেহগুলো দেখতে পেয়েই মাটি থেকে কিছুটা উপরে থাকা কপ্টারটিকে লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়তে শুরু করলো।

"তাড়াতাড়ি উপরে ওঠো!" চিৎকার ক'রে বললো জেসন।

"এটা শেঙ্গের কপ্টার। এর বডি এসব গুলিতে কিছু হবে না। এমন কি কাঁচগুলোও ভাঙবে না," পাইলট আশ্বস্ত ক'রে বললো বর্নকে। "আমরা যাবো কোথায়?"

"হংকং!" চিৎকার ক'রে বর্ন বললো। পাইলটকে দেখে সে একটু অবাকই হলো। দাঁত বের ক'রে হাসছে লোকটা।

"অবশ্যই। দয়ালু আমেরিকান কিংবা বৃটিশেরা আমাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেবেই, স্যার। আমার অনেক দিনের স্বপ্ন!"

"অবশ্যই পাবে। আমিই দেবো," মেডুসার লোকটি বললো।

"আইডিয়াটা খুবই কার্যকরী, স্যার," পেছন থেকে ওঙ্গ বললো। "এটা কিভাবে আপনার মাথায় এলো?"

"এর আগেও এটা আরেকবার কাজে এসেছিলো," একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললো জেসন। "ইতিহাস—এমনকি সাম্প্রতিক ইতিহাসও—যথারীতি তার পুণরাবৃত্তি ঘটে।"

"মি: ওয়েব?" ম্যাকঅ্যালিস্টার ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো।

"কি হয়েছে, বলুন? আপনার এখন কেমন লাগছে?"

"সে কথা পরে হবে। আপনি কেন শেঙ্গের মৃতদেহের কাছে ফিরে গিয়েছিলেন?"

"তাকে একটা বিদায়ী উপহার দেবার জন্যে। একটা ব্যাংকের বই। কেইম্যান আইল্যান্ডের একটা গোপন একাউন্টের।"

"কি?"

"এতে অবশ্য কারো কোনো উপকার হবে না। নাম আর একাউন্ট নাম্বারটা কেটে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এটা দেখে পিকিং কি রকম প্রতিক্রিয়া দেখায় সেটাই হবে দেখার মতো একটি ঘটনা। বুঝলেন?"

BanglaBook.org

উপসংহার

এডওয়ার্ড নিউইংটন ম্যাকঅ্যালিস্টার একটা ক্রাচে ক'রে ভিক্টোরিয়া পিক-এর স্টাডি রুমে প্রবেশ করলো। আন্ডারসেক্রেটারি শেঙ্গের ফাইলটা ডেস্কের উপর ছুঁড়ে দিতেই সেদিকে তাকালো অ্যাম্বাসেডর রেমন্ড হাভিলান্ড।

"আমার মনে হয় এটা আপনার হারানো কোনো জিনিস," একটা চেয়ারে বসতে বসতে এনালিস্ট বললো।

"ডাক্তার বলেছে আপনি তেমন গুরুতরভাবে আহত হন নি," ডিপ্লোম্যাট বললো। "কথাটা শুনে আমি খুশি হয়েছি।"

"খুশি হয়েছেন! আপনি খুশি হবার কে?"

"কথাটা শুনতে হয়তো একটু অন্যরকম লাগবে, তারপরেও বলছি, আপনি যা করেছেন সেটা আমার কল্পনারও বাইরে ছিলো।"

"তাই নাকি," একটু নড়েচড়ে ব'সে আন্ডারসেক্রেটারি বললো। "আসলে আমি কিছুই করি নি। কাজটা করেছে সে।"

"কিন্তু আপনার জন্যেই সেটা সম্ভব হয়েছে, এডওয়ার্ড।"

"আমি কিছু করি নি। ঐসব লোক এমন কাজ করে যা আমাদের মতো লোকজন কেবল কল্পনাতেই ভাবতে পারে। ছায়াছবি কিংবা কল্পকাহিনীতেই আমরা এসব দেখে থাকি, শুনে থাকি। তারপরেও বিস্মিত হই, কারণ পুরো ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য।"

"তারা তাদের সেরা কাজটাই করে, যেমন আমরা আমাদের সেরা কাজটা ক'রে থাকি। নিজেদের ক্ষেত্রে আমরা সেরা কাজই করতে চাই, মিঃ আন্ডারসেক্রেটারি।"

একদৃষ্টে হাভিলান্ডের দিকে চেয়ে রইলো ম্যাকঅ্যালিস্টার। "এটা কিভাবে ঘটলো? এই ফাইলটা তারা কিভাবে পেলো?"

"এটা আরেকটা একটা গল্প। একজন পেশাদারের কাজ। এতে তিনজন যুবক প্রাণ হারিয়েছে। খুবই বীভৎসভাবে। একটা অপ্রবেশ্য সিন্দুকে অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলা যায়।"

"এটা মেনে নেয়া যায় না!"

"আমিও আপনার সাথে একমত," হাভিলান্ড একটু সামনের দিকে ঝুঁকে এসে কণ্ঠটা চড়িয়ে বললো। "ঠিক যেমনটি আপনার কাজকারবারগুলো মেনে নেয়া যায় না! আপনি যা করেছেন সেটা করার অধিকার আপনাকে কে দিলো? কোন্ অধিকারে আপনি আপনার অদক্ষ হাতে এসব কাজ সামলাতে গেলেন? আপনি সরকারে যোগ দেয়ার সময় যে শপথবাক্য পাঠ করেছিলেন সেটা পুরোপুরি ভঙ্গ করেছেন! আপনাকে বরখাস্ত করলেও যথেষ্ট হবে না! এই অপরাধের জন্য ত্রিশ বছরের জেলই হতে পারে,আপনার জন্যে সমুচিত শাস্তি! কি ঘটেছে সে ব্যাপারে কি আপনার কোনো ধারণা আছে! দূর প্রাচ্যে যে যুদ্ধটা ছড়িয়ে পড়তো সেটা নস্যাৎ

BanglaBook.org

হয়ে গেছে!"

"আমি যা করার করেছি, কারণ এটাই আমি করতে পারতাম। এই শিক্ষাটাই আমি আমাদের জেসন বর্নের কাছ থেকে পেয়েছি। সে যাক্‌গে, আপনি আমার পদত্যাগপত্র পেয়ে যাবেন, মিঃ অ্যাম্বাসেডর। এটা সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকর করতে পারেন, যদি না আপনি আমার বিরুদ্ধে কোনো চার্জ গঠন করতে চান।"

"আপনাকে এভাবে ছেড়ে দেবো?" হাভিলান্ড চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। "পাগলামি করবেন না। আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেছি, উনিও আমার সঙ্গে একমত। আপনি ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হতে যাচ্ছেন।"

"চেয়ারম্যান—? আমি এরকম কোনো পদ সামলাতে পারবো না!"

"নিজস্ব লিমুজিন আর সব ধরণের সাহায্য সহযোগীতা থাকলে অবশ্যই করতে পারবেন।"

"আমি বুঝতে পারছি না কি বলবো!"

"আপনি জানেন কিভাবে ভাবতে হয়। আমি তো আপনার পাশে আছিই।"

"হায় ঈশ্বর!"

"শান্ত হোন। একটু ভেবে দেখুন কেবল। তারপর আমাদেরকে বলুন। যারা মাথা খাটায় তাদের মধ্যেই আসল শক্তি আর ক্ষমতা নিহিত থাকে—আমাদের মতো যারা কেবল কথা বলে, তাদের মধ্যে নয়! আপনিও সেটা জানেন।"

"এটা এতো বেশি হঠাৎ ক'রে হচ্ছে যে—"

"কিন্তু আপনি এরজন্যে যোগ্য, মিঃ আন্ডারসেক্রেটারি," কূটনৈতিক কথার মাঝখানে বাঁধা দিয়ে বললো। "মাথাটা হলো সবচেয়ে মূল্যবান। এটাকে খাটো ক'রে দেখবেন না। ডাক্তার আমাকে জানিয়েছে, লি ওয়েনজু বেঁচে গেছে, তবে সে তার বাম হাতটা আর ব্যবহার করতে পারবে না। আমি নিশ্চিত আপনি লন্ডনের এমআই-সিক্স'র কাছে একটা রিকমেন্ডেশন পাঠাতে পারবেন। তারা এটাকে বেশ সম্মান আর গুরুত্ব দেবে।"

"মিঃ আর মিসেস ওয়েব? তারা কোথায়?"

"ইতিমধ্যেই তারা হাওয়াই'তে পৌছে গেছে। সঙ্গে আছে ডাক্তার প্যানোভ আর অবশ্যই মিঃ ককলিন। তারা আমাকে নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাচ্ছে ব'লে মনে হয় না।"

"মিঃ অ্যাম্বাসেডর, আপনিই তাদেরকে এটা করতে বাধ্য করেছেন।"

"সম্ভবত কথাটা ঠিক নয়। তবে এটাও তো ঠিক, এই কাজটা আমার নয়।"

"আমার মনে হয় আমি বুঝতে পারছি এখন।"

"আশা করি আপনার ঈশ্বর আমার এবং আপনার মতো লোকদের জন্যে কিছু সান্ত্বনার পুরস্কার রেখেছে, এডওয়ার্ড। তার সাথে আমি দেখা করতে চাই না, যদি না সে আমার সাথে দেখা করতে চায়।"

"ক্ষমা ক'রে দেবার নিয়ম কিন্তু আছে।"

"সত্যি? তাহলে তাকে আমার আর চেনারও দরকার নেই। দেখা যাবে একজন

BanglaBook.org

ভণ্ড হিসেবে সে প্রতিপন্ন হয়েছে।"

"কেন?"

"কারণ সে আমাদের এই পৃথিবীর উপর কিছু রক্তখেকো নেকড়ের দল ছেড়ে দিয়েছে, যারা নিজেদের বেঁচে থাকা, টিকে থাকা ছাড়া অন্য আর কিছু ভাবে না। এটা তো ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের কাজ হতে পারে না, পারে কি?"

"তিনি ন্যায়পরায়ণই। বরং আমরাই হলাম দোষক্রটি সম্পন্ন মানুষ।"

"তাহলে বলতেই হচ্ছে এটা তার কাছে নিছক একটা খেলা। নিজের সৃষ্টিকে মাঠে ছেড়ে দিয়ে উপরে ব'সে ব'সে মজা দেখছে। উপর থেকে এবং আমাদের ভেতর থেকে সব দেখছে আর মজা লুটছে।"

"আমরাই আমাদেরকে মারছি, মিঃ অ্যাম্বাসেডর। আমরা আমাদের কাজ আর সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে একেবারেই স্বাধীন।"

"ধর্মগ্রন্থের মতে সবই তার ইচ্ছা, তাই নয় কি? তার ইচ্ছাই পূরণ হয়।"

"এটা একটা ধূসর এলাকা।"

"যথার্থ! একদিন আপনি আমেরিকার সেক্রেটারি অব স্টেট হবেন হয়তো।"

"আমার তা মনে হয় না।"

"আমারও তা মনে হয় না," হাভিলান্ড একমত হলো। "তবে এর মাঝে আমাদেরকে আমাদের কাজ ক'রে যেতে হবে—সব কিছু একত্র ক'রে পুরো ব্যাপারটি খতিয়ে দেখতে হবে। পৃথিবীকে ধ্বংস হবার হাত থেকে বাঁচাতে হবে। এখানে যেমনটি এখন বলা হচ্ছে, আপনি, আমি আর জেসন বর্ন কিংবা ডেভিড ওয়েবের মতো লোকেরাই প্রতিদিন পৃথিবীকে কেয়ামতের হাত থেকে একটু একটু ক'রে পিছিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমরা যখন থাকবো না তখন কি হবে?"

তার সুন্দর লাল চুলগুলো মুখের উপর এসে পড়েছে। তার শরীরের সাথে শরীরটা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। তার ঠোঁটের সাথে লেগে আছে তার ঠোঁট। চোখ খুলেই ডেভিড হেসে ফেললো। যেনো তাদের দু'জনের উপর দিয়ে কোনো ঝড়ই বয়ে যায় নি। তারা এখন একসাথে। একে অন্যেকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে পরম সুখে। এটাই তাদের কাছে পরম পাওয়া—এরচেয়ে বেশি কিছু তারা আশাও করে না।

বিগত চব্বিশ ঘণ্টায় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করতেই তার হাসিটা আরো প্রসারিত হলো। ছোট্ট একটা অট্টহাসি ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে প্রায় বেরিয়েই গেলো হয়তো। যেমনটি হয়েছে তেমনটি আর কখনই হবে না। হংকং থেকে হাওয়াইয়ে যাবার পথে প্লেনে সে আর ডাক্তার পানোভ প্রচুর মদ খেয়েছে। অথচ পাড় মাতাল আলেক্সান্ডার ককলিন চা আর ক্লাব সোডা ছাড়া কিছুই মুখে তোলে নি। সে কোনো লেকচারও দেয় নি। চুপচাপ ব'সে ছিলো। ডাক্তার পানোভ বমি ক'রে প্লেনের ছোট্ট টয়লেটটা ভাসিয়ে দিলে মেরি তার মাথায় পানি ঢেলে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে তাকে শুইয়ে দিয়েছে। তার স্বামী যখন মাতাল হয়ে তার প্রতি প্রেম ভালোবাসার উৎকট বর্হিপ্রকাশ দেখাতে উদ্যত হয়েছিলো তখন সে

BanglaBook.org

নির্মমভাবেই সেটা প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু প্লেন থেকে নেমে তারা হোটেল কাহালা'তে উঠতেই মেরি নিজে থেকেই স্বামীকে এমন ভালোবাসায় ভাসিয়ে দিয়েছে যে, সেটা কেবল উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের কল্পনাতেই মানায়। সুতীব্র সুখের অবগাহনে তাদের সমস্ত দুঃস্বপ্ন তিরোহিত হয়ে গেছে নিমিষেই।

অ্যালেক্স? হ্যা, তার মনে পড়ে গেলো। ককলিন ওয়াহু থেকে লস্ অ্যাঞ্জেলেসের প্রথম ফ্লাইটে করেই রওনা দিয়েছে ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে। "কতোগুলো লোকের মাথা ফাঁটবে," এই কথাটাই সে বলেছিলো। "আর সেটা আমি নিজেই করবো।" আলেক্সান্ডার ককলিন একটা নতুন মিশন হাতে নিয়েছে এখন। এটাকে বলে জবাবদিহিতা।

মো? মরিস পানোভ? পাশের ঘরেই পড়ে আছে। নিজের জীবনের সবচাইতে প্রবল আর কড়া নেশায় চূড় হয়েছে সে, এখন সেটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে।

"তুমি হাসছো?" চোখ বন্ধ করেই মেরি ফিসফিস ক'রে জানতে চাইলো। তার মুখ ডেভিডের গলা ঘষছে। "এতো হাসির কি হলো?"

"তুমি, আমি, আমরা—সব কিছু।"

"তোমার হাসির ব্যাপারটা কিন্তু আমি ধরতে পারছি না। মনে হচ্ছে ডেভিড ওয়েব নামের কোনো মানুষের কথা শুনছি।"

"এখন থেকে তুমি শুধু এরকমটিই শুনবে।"

তাদের ঘরের ভেতরের দরজায় একটা টোকা দেবার শব্দ হলো। ওই দরজাটার ওপাশেই আছে মো পানোভ। ওয়েব বাথরুমে গিয়ে একটা টাওয়েল দিয়ে নিম্নাঙ্গটা জড়িয়ে নিয়ে বললো, "এক মিনিট, মো।" সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিলে দেখতে পেলো মো পানোভ একটা সুটকেস হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

"আমি কি তোমাদের এই লীলাভূমিতে প্রবেশ করতে পারি?"

"তুমি ইতিমধ্যেই সেখানে ঢুকে পড়েছো, বন্ধু।"

"আমিও সে রকমটাই আশা করি...গুড আফটারনুন, মেরি," বিছানায় শোয়া মেরির দিকে চোখ পড়তেই সে বললো। বেলকনিতে গিয়ে হাওয়াই দ্বীপের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে বললো ডাক্তার, "কোনো বাড়তি প্যাচাল পেরো না, খাবারদাবারও রান্না কোরো না। যদি ঘুম ভেঙে যায় তো ঘাবড়ে যেও না। আমি একজন ডাক্তার। আমার তো তাই মনে হয়, নাকি?"

"তুমি আছো কেমন, মো?" মেরি বিছানায় উঠে বসে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে নিলো।

"তিন ঘণ্টা আগের চেয়ে অনেক ভালো। তবে তোমার সেটা টের পাওয়ার কথা নয়। তুমি একেবারে পাগলের মতো আচরণ করছিলে।"

"তোমার একটু বিশ্রামের দরকার।"

"তুমি যদি ঘণ্টায় একশো ডলার নাও, মেরি, তো আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক রেখে পাঁচ বছরের জন্যে তোমার অধীনে থেরাপির জন্যে ভর্তি হয়ে যাবো।"

মুচকি হেসে ডেভিড জানতে চাইলো, "তোমার হাতে সুটকেস কেন?"

BanglaBook.org

"আমি চলে যাচ্ছি। ওয়াশিংটনে আমার অনেক রোগি আছে। তাদের আমাকে ভীষণ দরকার।"

ডেভিড আর মেরি মরিস পানোভের দিকে তাকালে নীরবতা নেমে এলো। "আমরা আর কি বলবো, মো?" ওয়েব জানতে চাইলো। "কিভাবে বলবো?"

"তোমাদেরকে কিছু বলতে হবে না। আমিই বলছি। মেরি যারপরনাই মানসিক কষ্টের ভেতর দিয়ে গেছে। এতোটা কষ্ট তার সহ্য করার কথা নয়। কিন্তু সে সবকিছুই চমৎকারভাবে সামলাতে পারছে। এটাই হলো আসল কথা।"

"আমাকে পারতেই হবে, মো," স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললো মেরি। "আমাকে তো তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এটাই হলো আসল কথা।"

"ডেভিড, তুমিও ভীষণ কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে গেছো। অবিশ্বাস্য সব অভিজ্ঞতা হয়েছে তোমার। যা কেবল তুমিই পারতে সামলাতে। তোমার আর আমার কোনো চিকিৎসার দরকার নেই। তুমি এখন অন্য কেউ নও। জেসন বর্ন তোমার মধ্য থেকে চলে গেছে। সে আর ফিরে আসতে পারবে না। ডেভিড ওয়েব হিসেবে নিজের জীবনটা গড়ে নাও—মেরি আর ডেভিডের কথা ভাবো কেবল—এটাই সব, এটাই হওয়া উচিত। যদিও আমি মনে করছি কোনো সমস্যা হবে না, তারপরেও কখনও কোনো রকম সমস্যা হলে আমাকে একটা ফোন করবে শুধু। সঙ্গে সঙ্গে আমি প্লেনে ক'রে তোমাদের কাছে চলে আসবো। আমি তোমাদের দু'জনকে খুবই ভালোবাসি, আর মেরির মাংসের স্টু'টা তো অতুলনীয়।"

সূর্য ডুবে গেছে। পশ্চিম দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে অসাধরণ কমলা রঙের আভা। আর সেই আভাটা ধীরে ধীরে প্রশান্ত মহাসাগরে অপসৃত হয়ে যাচ্ছে। তারা একে অন্যের হাত ধরে সৈকতে হাটছে। মাঝে মধ্যে জড়িয়ে ধরছে একে অন্যেকে খুবই স্বাভাবি আর সহজভাবে।

"তুমি যা ঘৃণা করো সেটা যদি নিজের মধ্যে দেখতে পাও তখন তুমি কি করো?" ওয়েব বললো।

"মেনে নেই," মেরি জবাব দিলো। "আমাদের সবার মধ্যেই অন্ধকার একটা দিক আছে, ডেভিড। আমরা সেটাকে অস্বীকার করতে পারলে ভালোই হোতো। কিন্তু সেটা আমরা করতে পারি না। এর অস্তিত্ব আছে। সম্ভবত এটা ছাড়া আমরা বেঁচেও থাকতে পারবো না। তোমারটা হলো জেসন বর্ন নামের একটি রূপকথা, এই যা, এরচেয়ে বেশি কিছু নয়।"

"আমি তাকে ঘৃণা করি।"

"সে তোমাকে আমার কাছে ফিরিয়ে এনেছে। আমি কেবল সেটাই জানি।"